সীরাত বিশ্বকোষ

দ্বাদশ খণ্ড

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
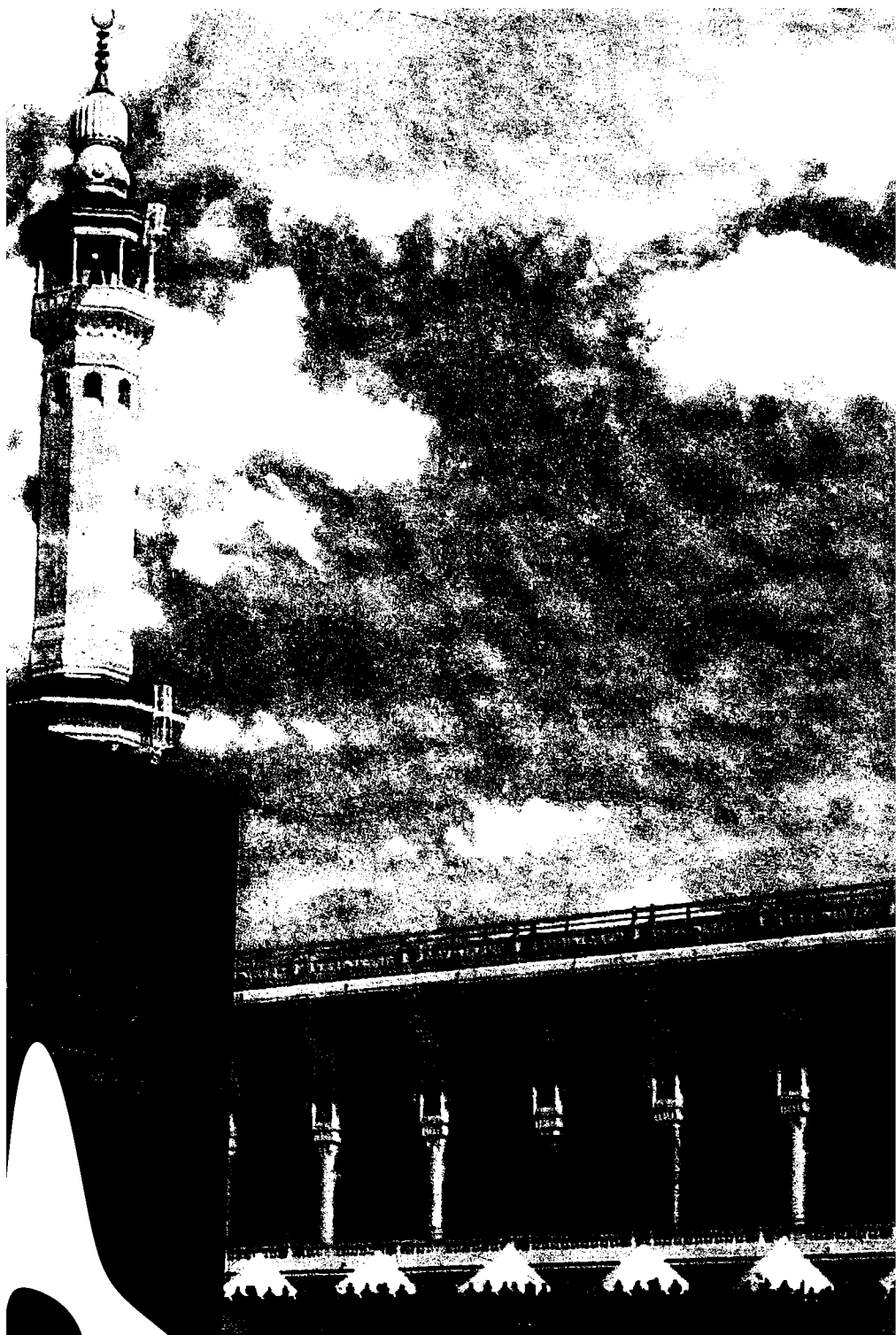
موسوعة سير الانبياء

باللغة البنغالية

المجلد الثاني عشر

সীরাত বিশ্বকোষ

(দ্বাদশ খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ (দ্বাদশ খণ্ড; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৪৪)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রকল্পের আওতায় রচিত ও প্রকাশিত

প্রকাশকাল
সফর ১৪২৭
চৈত্র ১৪১২
মার্চ ২০০৬

ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৪৯
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৪১৩
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.২৪
ISBN : ৯৮৪-০৬-১০৮৮-১০
Classification No. : ২৯৭.২৪

বিষয় ঃ জীবন-চরিত
আম্বিয়া (আ) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৫০.০০

SIRAT BISHWAKOSH ঃ The Encyclopaedia of Sirah in Bengali, 12th vol. edited by The Board of Editors and Published by A.S.M. Omar Ali on behalf of Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclopaedia of Sirat Project.

Price Tk. 350.00 March 2006

web site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail L info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 350.00; US$: 15.00

লেখকবৃন্দ

- মাস্‌উদুল করীম
- ফয়সল আহমদ জালালী
- আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
- মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান

আমাদের কথা

আলহামদু লিল্লাহ ! যাঁহার অসীম রহমত ও তৌফীকে সীরাত বিশ্বকোষ ১২শ খণ্ড আজ আমরা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি সেই মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। অসংখ্য দরূদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি, বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্যই যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয় সৃষ্টি মানব জাতিকে তাহাদের পদস্খলন ও অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের সাথে পরিচালিত করিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহারই মনোনীত একদল আদর্শবান, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নবী-রাসূল নামে খ্যাত ও পরিচিত। আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা তাঁহাদের আনীত শিক্ষামালার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের জীবন ও কর্মে।

হযরত রাসূলে করীম (স) শেষ নবী। তাঁহার পর আর নবী বা রাসূল আগমন করিবেন না। তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম আদর্শরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

তাই অধঃপতিত ও পথভ্রষ্ট মানুষের সঠিক পথ, শান্তির পথ প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর সেইজন্য প্রয়োজন তাঁহার জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই আমাদের এই পদক্ষেপ। পূর্বে প্রকাশিত ১১টি খণ্ডের মধ্যে প্রথম ৩টি খণ্ড ছিল হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত প্রেরিত নবী-রাসূলগণের জীবন সম্পর্কিত। ৪র্থ খণ্ড হইতে শুরু হয় সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবন-চরিত। ৮ম ও ৯ম খণ্ড ছিল ড. মোহর আলীকৃত 'Siratunnabi and the Orientalist' শীর্ষক গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থখানি ছিল মূলত প্রাচ্যবিদদের রচিত গ্রন্থাবলীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিষ্কলুষ চরিত্রে কালিমা লেপনের যে ঘৃণ্য প্রয়াস চালানো হইয়াছিল তাহার সমুচিত জবাব। বর্তমান ১২শ খণ্ডটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনেরই ধারাবাহিকতা।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ২২ (বাইশ) খণ্ডে প্রকাশিতব্য যে সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্প হাতে নিয়াছে উহার ১০ (দশ) খণ্ডই এই মহামানবের জীবন-চরিত সম্পর্কিত। বর্তমান খণ্ডটি সীরাত বিশ্বকোষের ১২শ খণ্ড হইলেও হযরত রাসূলে করীম (স)-এর জীবন-চরিতের ৭ম খণ্ড। এই খণ্ডে তাঁহার মোহনীয় ও অপরূপ চরিত্র মাধুরীর বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার জীবন ও কর্মের উপর আরও ৩ (তিন)-টি খণ্ড ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনীর উপর আরও

দশটি খণ্ড প্রণয়নের পরিকল্পনা সামনে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এই মহতী প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আমরা আমাদের পাঠক সমীপে দু'আ ও মুনাজাতের অনুরোধ করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ ১২শ খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও যেসব ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি, নিবন্ধকার ও গবেষক নিরলস পরিশ্রম করিয়াছেন আমি তাহাদের সকলকে সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ ও সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের সকলকে আহসানুল জাযা দান করুন।

বাংলা ভাষায় নবী-রাসূল ও সাহাবীগণের উপর সীরাত বিশ্বকোষ সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে ভুলত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মেহেরবানী করিয়া সেইসব ত্রুটি নির্দেশ করিলে আগামী সংস্করণে সংশোধন করা হইবে। এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান পরামর্শ পাইলে তাহার আলোকে পরবর্তী খণ্ডগুলি আরও সমৃদ্ধ করিতেও আমরা প্রয়াস পাইব ইনশাআল্লাহ! পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য জানাই আকুল মুনাজাত। আমীন!

মোঃ ফজলুর রহমান
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। বহু আকাঙ্ক্ষিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর ১২তম খণ্ডটিও প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লক্ষ কোটি হাম্দ ও শোকর পেশ করিতেছি। অযুত সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিয়্যীন, রাহমাতুল লিল-'আলামীন ও শাফী'উল মুযনিবীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যাঁহার সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছি, আর পৃথিবীর তাবৎ মানবমণ্ডলী পাইয়াছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শাশ্বত জীবনবোধ।

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-সহ অসংখ্য নবী-রাসূল অন্ধকারে নিমজ্জিত ও পথহারা মানব সমাজের পথ প্রদর্শনের জন্যই পৃথিবীর বুকে পাঠানো হইয়াছিল। আর এসকল নবী-রাসূলের উপর নাযিলকৃত সহীফা ও কিতাবসমূহের পর তাঁহাদের সীরাত তথা জীবন-চরিতকেই সমগ্র মানবমণ্ডলীর, বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহর সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দিগদর্শন হিসাবে পেশ করা হইয়াছে যাহাতে ইহার আলোকে পথ চলা উম্মাহর জন্য সহজ হয়।

আম্বিয়াকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাই 'আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি' (১০ ঃ ১৬) বলিয়া নিজের সমগ্র জীবনকেই হিদায়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে পেশ করিতে দেখি। অতঃপর কুরআনুল করীমও তাঁহার জীবনে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছে, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে" (৩৩ ঃ ২১)।

অতএব উত্তম আদর্শের উজ্জ্বলতম নমুনা হিসাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর সীরাত তথা জীবন-চরিতকে পরবর্তী উম্মাহর পরবর্তী বংশধরদের সামনে তুলিয়া ধরিবার জন্য পূর্বসূরী সীরাত লেখকদের আদর্শ অনুসরণে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশনা কার্যক্রমের আওতায় জীবনী বিশ্বকোষ নামে ২২ খণ্ডে সমাপ্য একটি বৃহৎ 'সীরাত বিশ্বকোষ' রচনা ও সংকলনের প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৯৬ সালের জুলাই হইতে এইসব কার্যক্রম শুরু হইবার কথা থাকিলেও ইসলামী বিশ্বকোষের অতিরিক্ত তিনটি খণ্ডের কাজ সম্পন্ন করিতে যাইয়া ২০০০ সালের পূর্বে প্রকৃত কাজ শুরু করা যায় নাই। আল্লাহ্র মেহেরবানীই বলিতে হইবে, কাজ শুরু করিবার পর হইতে অদ্যাবধি পর্যায়ক্রমে ইহার ১১টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে এবং এক্ষণে ইহার ১২তম খণ্ডটি পাঠকের হাতে। আর ইহারই মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হইতেছে বিধায় আমরা জগতসমূহের মালিক পরম করুণানিধান মহাপ্রভুর দরবারে পুনরুপি অবনত মস্তকে সিজদায়ে শোকর আদায় করিতেছি।

এতদসঙ্গে আমরা আমাদের সুপ্রিয় পাঠকবর্গের অবগতির জন্য জানাইতে চাই, সীরাত বিশ্বকোষ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত ও উহার সফল বাস্তবায়নের জন্য ৬ষ্ঠ ত্রয়োবার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে ইফাবা কর্তৃক আরও একটি প্রকল্প গৃহীত এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। এই প্রকল্প আমলে যথাক্রমে সীরাত বিশ্বকোষ-এর ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ খণ্ড এবং ইসলামী বিশ্বকোষ-এর ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম খণ্ডের প্রকাশ ইহার লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ধরা হইয়াছে। অধিকন্তু আল-কুরআনুল করীমের উপর ১০ খণ্ডে সমাপ্য একটি বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হইয়াছে। এই সব প্রকল্প যাহাতে সফল ও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হইতে পারে তজ্জন্য আমরা আমাদের সহৃদয় পাঠকবর্গের দো'আ কামনা করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অনেকের নিকট নানাভাবে ঋণী। তন্মধ্যে সম্পাদনা পরিষদের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি অধ্যাপক আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন এবং পরিষদের অপরাপর সদস্যবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যাঁহারা নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ইহার পিছনে নিরলস শ্রম দিয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার নজীর রাখিয়াছেন। এতদসঙ্গে সীরাত বিশ্বকোষ-এর সম্মানিত লেখক ও গবেষকবৃন্দকেও তাঁহাদের নিরলস শ্রম ও মূল্যবান খেদমতের জন্য আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের এই অমূল্য খেদমতের জন্য জাতি যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহাদেরকে স্মরণ করিবে। সর্বোপরি মহাপ্রভুর দরবারে তাঁহারা অবশ্যই ইহার জন্য সীমাহীন পুরস্কারে ভূষিত হইবেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মুহতারাম মহাপরিচালক জনাব মোঃ ফজলুর রহমান সাহেবকেও আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সীরাত বিশ্বকোষের প্রতি তাঁহার প্রবল আগ্রহ আমাদেরকে বিপুলভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। তাঁহার এই আগ্রহ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা আগামী দিনগুলিতেও আমাদেরকে অধিকতর উৎসাহ যোগাইবে।

অতঃপর ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সচিব, পরিচালক অর্থ ও হিসাব, পরিচালক প্রকাশনা, পরিচালক পরিকল্পনা ও লাইব্রেরিয়ানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি তাহাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সেই সঙ্গে প্রকল্পের গবেষণা কর্মকর্তা ও প্রকাশনা কর্মকর্তাসহ আমার সকল সহকর্মী এবং ইহার কম্পোজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে তাহাদের নিরন্তর শ্রম ও সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। আল্লাহ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন ও ইহার উত্তম জাযা দিন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে আমাদের বিনীত আরয, সীরাত বিশ্বকোষের কোথাও কোন ভুল পরিলক্ষিত হইলে কিংবা কোনরূপ সীমাবদ্ধতা নজরে আসিলে তাহা আমাদের গোচরে আনিবেন এবং পরবর্তী সংস্করণ যাহাতে অধিকতর উন্নত, তথ্য সমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয় সেজন্য মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করিবেন। আমরা সকলের সহযোগিতা ও দো'আপ্রার্থী।

وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه انيب ·

আবু সাঈদ মুহম্মদ ওমর আলী

পরিচালক

সূচীপত্র

সীরাত বিশ্বকোষ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا . وَّدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا

"হে নবী! আমি তো আপনাকে পাঠাইয়াছি সাক্ষীরূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাঁহার দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে" (৩৩ ঃ ৪৫-৪৬)।

হযরত মুহাম্মাদ (স)

حضرت محمد صلى الله عليه وسلم

মদীনায় ইসলাম প্রচার ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত

মদীনার পূর্ব নাম 'ইয়াছ্রিব' (يثرب)। ইহা একটি প্রাচীন শহর। মক্কা হইতে ইহা দুই শত সত্তর মাইল উত্তরে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এইখানে হিজরত করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন তখন ইহার নাম হয় 'মদীনাতুন-নবী' বা নবীর শহর। পরে ইহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া 'মদীনা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

প্রাচীন কালে জেরুসালেম হইতে বিতাড়িত এক দল ইয়াহূদী আসিয়া ইয়াছরিবে বসতি স্থাপন করে। তৎপর 'আওস' ও 'খাযরাজ' নামক দুইটি গোত্র এইখানে আগমন করে। তাহারা ছিল ইয়ামানের সুপ্রসিদ্ধ 'কাহতান' বংশীয়। বস্তুত ইয়াহূদী এবং আওস ও খাযরাজ বংশের জনগোষ্ঠী দ্বারাই 'ইয়াছরিব' শহর আবাদ ছিল (সীরাত ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২২৩)।

ইয়াহূদীরা ছিল আসমানী কিতাব তাওরাতের অনুসারী। পক্ষান্তরে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় ছিল মূর্তিপূজারী, পৌত্তলিক। ইয়াছরিবে ইয়াহূদীদের ধর্মীয় চর্চার জন্য 'বায়তুল মাদারিস' নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও ছিল। অপরপক্ষে পৌত্তলিক আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা ছিল অশিক্ষিত। তাহাদের মধ্যে জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা ছিল না। প্রথমদিকে আওস ও খাযরাজ গোত্রের জনগণ ইয়াছরিবে স্বাধীন জাতি হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইয়াহূদীদের সাথে তাহাদের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু পরে ইয়াহূদীদের প্ররোচনায় আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকজন নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, এমনকি গৃহযুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে। এই সুযোগে ইয়াহূদী সম্প্রদায় বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং তাহাদের এক একটি উপগোত্রের সাথে আওস ও খাযরাজ গোত্রকে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করে।

ইয়াছরিবে ইয়াহূদীদের তিনটি গোত্র বসবাস করিত। বনূ নাযীর, বনূ কায়নুকা' ও বনূ কুরায়যা। বনূ কায়নুকা ও অপরাপর ইয়াহূদীদের মধ্যে বহুদিন হইতে শত্রুতা চলিয়া আসিতেছিল। এই প্রেক্ষাপটে বনূ কায়নুকার সহিত খাযরাজ গোত্র মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে পৌত্তলিক অপর গোত্র 'আওস' বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যার সহিত মৈত্রী চুক্তি করে। এই সময় আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক 'বু'আছ'-এর রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। বনূ কায়নুকা খাযরাজ গোত্রের পক্ষে যুদ্ধে শরীক হয়। বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যা বনূ আওসের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে বনূ খাযরাজ ও বনূ কায়নুকা চরমভাবে পরাজিত হয়। বিশেষ করিয়া বনূ নাযীর ও বনূ কুরায়যা ইয়াহূদী গোত্রদ্বয় বনূ আওসের সহিত মিলিত হইয়া বনূ কায়নুকার লোকদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে (আবূ যু'আয়ব, তারীখুল ইয়াহূদ ফী বিলাদিল 'আরাব, পৃ. ১২৯)।

এইভাবে পৌত্তলিক আওস ও খাযরাজদের গৃহযুদ্ধে জড়াইয়া পড়ার সুযোগে ইয়াছরিবে ইয়াহূদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আওস ও খাযরাজগণ নিজেদের এই

পরিণতি প্রত্যক্ষ করিয়া অনুশোচনা করে এবং এই লাঞ্ছনা ও নেতৃত্বহীনতার সংকট হইতে উত্তরণের পথ তালাশ করিতে থাকে (তারীখুল ইয়াহূদ ফী বিলাদিল আরাব, পৃ. ১২৯)।

ইয়াছরিবে যখন এক সময় আওস ও খাযরাজদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন আহলে কিতাব ইয়াহূদীরা এই কথা বলিয়া তাহাদেরকে ভয় দেখাইত, একটু অপেক্ষা কর, একজন নবীর আবির্ভাবের সময় অতি নিকটবর্তী। তোমাদের আগেই আমরা তাঁহার অনুসারী হইব এবং তাঁহার নেতৃত্বে তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করিব (মুল্লা মাজদুদ্দীন, সীরাতে মুসতাফা, পৃ. ৫৭)।

মদীনাবাসীদের মধ্যে ইসলামের সর্বপ্রথম দাওয়াত

মদীনাবাসীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের দাওয়াতের সূচনা হয় নবূওয়াতের একাদশ বৎসরে। তবে ইহার পূর্বেও মদীনার বাসিন্দাদের নিকট অনানুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয় এবং অন্তত দুইজন মদীনাবাসী ইসলাম গ্রহণ করেন।

১. হযরত আয়াস ইব্ন মু'আয ঃ পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, ইয়াহূদীদের প্ররোচনায় ইয়াছরিবের আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় গৃহযুদ্ধে জড়াইয়া পড়িয়াছিল, যাহা ইতিহাসে 'সুমায়র' যুদ্ধ এবং বু'আছ'-এর যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই সমস্ত যুদ্ধে আওস ও খাযরাজগণ আরবের অন্যান্য গোত্রগুলিকে নিজ নিজ পক্ষে টানিয়া আনিয়া নিজেদের সমর শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক তৎপরতা চালাইত। এই সূত্রে হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে খাযরাজ গোত্রের নেতা আনাস ইব্ন রাফি (আবুল হায়সার) একটি প্রতিনিধিদল লইয়া মক্কায় আগমন করেন। উদ্দেশ্য ছিল মক্কার সর্ববৃহৎ ও শক্তিধর গোত্র 'কুরায়শ'-কে খাযরাজের মিত্র গোত্রে পরিণত করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এই খাযরাজ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন বার্তা শুনিয়া তাহাদের নিকট গমন করিলেন এবং বলিলেন, "আমার নিকট এমন কিছু আছে যাহাতে তোমাদের পরম কল্যাণ হইবে। তোমরা কি তাহা গ্রহণ করিবে"? তাহারা বলিল, তাহা কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, "আমি আল্লাহ্র রাসূল। আমার প্রতি কিতাব নাযিল হইয়াছে। শিরক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করিবার জন্য আমি মানুষকে আহ্বান করি।" অতঃপর তিনি তাহাদেরকে কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন এবং উহার মর্ম বুঝাইয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য সমাপ্ত হইলে প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য আয়াস ইব্ন মু'আয স্বতস্ফূর্তভাবে বলিলেন, "হে ভ্রাতৃগণ! আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা যেই উদ্দেশ্যে আসিয়াছ, উহা অপেক্ষা ইহা অনেক উৎকৃষ্ট"। আয়াসের কথা সমাপ্ত হইতেই দলপতি আবুল হায়সার ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার মুখমণ্ডলে এক মুষ্টি কংকর নিক্ষেপ করিল এবং বলিল, "বোকা! চুপ থাক, আমরা এই কাজের জন্য এইখানে আসি নাই"। দলপতির বাধার মুখে দলের আর কেহই কোন কথা বলিল না। তবে তাহাদের সকলের অন্তরেই ইসলামের মাধুর্য কিছু না কিছু রেখাপাত করিল। মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তনের কিছু দিন পর আয়াস মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর সময় তাহার যবান হইতে 'আল্লাহু আকবার' এবং 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছিল (শিবলী নো'মানী, সীরাতুন নবী, ১খ., পৃ. ২৬১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ১৪৮)।

২. সুওয়ায়দ ইব্ন সামিত ঃ ইয়াছরিবের আওস গোত্রের বিশিষ্ট কবি সুওয়ায়দ ইব্ন সামিত, উচ্চমার্গীয় কাব্যচর্চা, বীরত্ব ও ভদ্রতার জন্য তাহার গোত্রে 'আল-কামিল' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। নবূওয়াতের দশম বৎসর মক্কায় তাহার সহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত হইল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং ইসলামের মূলনীতিসমূহ তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। সুওয়ায়দ বলিল, হাঁ, বুঝিতে পারিয়াছি, আমি যাহা জানি, আপনিও সম্ভবত তাহা জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, তুমি কি জান? সুওয়ায়দ বলিল, আমি লুকমানের হিকমত জানি। রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে উহা আবৃত্তি করিবার নির্দেশ দিলেন। সুওয়ায়দ একটি অতি উচ্চমানের আরবী কবিতা আবৃত্তি করিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, তোমার কবিতাগুলি বাস্তবিকই অতি উন্নত এবং উত্তম। কিন্তু আমার নিকট যে বাণী আছে তাহা ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট। ইহা মানবজাতির জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আমার উপর নাযিলকৃত হিদায়াতের নূর ও আলোকবর্তিকা। এই কালামের সহিত তোমার এই কবিতার কোন তুলনাই হইতে পারে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাহাকে পবিত্র কুরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। সুওয়ায়দ স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং বিনা দ্বিধায় অতি আগ্রহের সহিত ইসলাম গ্রহণ করিল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা ১খ., পৃ. ৪২৫)।

সুওয়ায়দ (রা) মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর শিরকমুক্ত ঈমানী যিন্দেগী যাপন করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই তিনি বু'আছ যুদ্ধে প্রতিপক্ষ খাযরাজদের হাতে নিহত হন। তাহার সম্প্রদায় বলিয়াছে যে, সুয়ায়দ ইসলামে দীক্ষিত অবস্থায় ইন্তিকাল করিয়াছেন (মুহাম্মাদ হোসায়ন হায়কাল, হায়াতে মুহাম্মাদ ﷺ, ই.ফা.বা., ১৯৯৮ খৃ., পৃ. ২৬১)।

মদীনাবাসীদের মধ্যে ইসলামের আনুষ্ঠানিক দাওয়াত

হজ্জের মৌসুমে আগত আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের দাওয়াত পেশ করিতেন এবং তাহাদের নিকট ইসলামের প্রতি সাহায্য-সহায়তার হাত প্রসারিত করিবার জন্য আবেদন জানাইতেন। তিনি তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "হে অমুক গোত্র! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরিত হইয়াছি। তিনি তোমাদেরকে একমাত্র তাঁহার ইবাদতের নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি তোমাদেরকে তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তোমরা যে সমস্ত বস্তুর পূজা কর উহা বর্জন কর। তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন কর এবং ইহার সত্যতা স্বীকার কর। তোমরা আমাকে হেফাজত কর যতক্ষণ না আমি তোমাদের নিকট উহা খোলাখুলি বর্ণনা করি যাহা লইয়া মহান আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন" (আবুল হাসান আলী নদবী, আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা, দারুশ শুরূক, বৈরূত ১৯৮৩ খৃ.)।

নবূওয়াতের ১১তম বৎসর। হজ্জের মৌসুম। ইয়াছরিবের খাযরাজ গোত্রের একটি কাফেলা কাবাগৃহ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসিল এবং মীনা পর্বতের মক্কাভিমুখী উপত্যকায় অবস্থিত একটি পাহাড়ী ঘাঁটিতে তাঁবু গাড়িল। স্থানটি ইসলামের ইতিহাসে 'আকাবা' নামে পরিচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার ইসলামের দাওয়াতী অভিযানের এক পর্যায়ে 'আকাবায় খাযরাজ

কাফেলার নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রাথমিক পরিচয় ও কুশল বিনিময়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিলেন এবং পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহারা অভিভূত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ইনিই তো সেই নবী, যাঁহার কথা আমরা সর্বদা ইয়াহূদীদের মুখে শুনিয়া আসিতেছি। ইয়াহূদীরা তাঁহার আগমনের বার্তা শুনিতে পারিলে আমাদের আগে ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে। চল, আমরা তাহাদের আগেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করি।" এই কথা বলিয়া তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ২২৮)। এই সৌভাগ্যশালী মহাত্মাদের সংখ্যা ছিল মোট ছয়জন। যথা ঃ

১. আবুল হায়ছাম মালিক ইব্ন তায়্যিহান
২. আবূ উমামা আস'আদ ইব্ন যুরারা
৩. আওফ ইবনুল হারিছ
৪. রাফি' ইব্ন মালিক
৫. কুতবা ইব্ন আমির এবং
৬. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন বাররাহ।

ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত আবুল হায়ছাম ছিলেন আওস গোত্রীয়। বাকী পাঁচজন খাযরাজ গোত্রীয়। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে নিজেদের (অর্থাৎ আওস ও খাযরাজের) মধ্যে বিরাজমান আত্মকলহ ও বিবাদ-বিসম্বাদের কথা তুলিয়া ধরিলেন এবং এই মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করিলেন, "আমাদের কওমের মধ্যে যে অনৈক্য এবং সংঘাত বিরাজ করিতেছে, আশা করি আপনার মাধ্যমে উহার অবসান ঘটিবে"। আমরা দেশে ফিরিয়া আমাদের কওমকে এই বিষয়টি অবহিত করিব এবং তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব। আপনিও তাহাদের নিকট সেই সমস্ত জিনিস পেশ করুন যাহা আমরা কবূল করিয়াছি। আল্লাহ যদি তাহাদেরকে আপনার অনুসরণের তৌফিক দেন, তাহা হইলে আপনার চেয়ে অধিক সম্মানের অধিকারী আর কেহই হইবে না (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ২২৯)।

মদীনায় ইসলামের দাওয়াতের ক্রমবিকাশ

ইসলামে দীক্ষিত ইয়াছরিবের ছয়জনের হজ্জ কাফেলা মক্কা হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিগত দশ বৎসরে যে পরিমাণ কুরআন নাযিল হইয়াছে, উহার একটি কপি লিখাইয়া হযরত রাফি' ইব্ন মালিকের হাতে সোপর্দ করেন এবং ইয়াছরিবের নব দীক্ষিত মুসলমানদেরকে উহার তা'লীম দেওয়ার নির্দেশ দেন।

নবদীক্ষিত সাহাবীগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা আত্মীয়-স্বজনকে অবহিত করিলেন এবং তাহাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। ফলে তাহাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রত্যেকটি ঘরে ইসলামের চর্চা আরম্ভ হইয়া যায় এবং প্রত্যেক ঘর হইতেই একজন-দুইজন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। যাহারাই ইসলাম গ্রহণ করিতেন, হযরত রাফি' ইব্ন মালিক (রা) তাহাদেরকে

কুরআনের তা'লীম দিতেন। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তিনি ও তাঁহার সঙ্গীগণ ছিলেন অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান (শায়খ মুহাম্মাদ খেদরী বেক, নূরুল-য়াকীন, পৃ. ৬৪, শিবলী, সীরাতুন্নবী, ১খ., পৃ. ২৬৩; ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪২৯)।

ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের প্রভাবে মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার বিরাজমান অনৈক্য ও যুদ্ধ-ফাসাদের মূলোৎপাটন ঘটিল। তাহাদের মাঝে গড়িয়া উঠিল ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব এবং সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় ঐক্য ও একাত্মতা যাহা আরবে বসবাসকারী অন্যান্য গোত্রগুলিকেও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে (দ্র. আল-কুরআনুল কারীম, সূরা আল 'ইমরান, ১০৩)।

পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ নবূওয়াতের দ্বাদশ বৎসর যখন হজ্জের মৌসুম আসিল, তখন ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী এবং ইসলাম গ্রহণে আগ্রহীদের সমন্বয়ে একটি "মদীনার হজ্জ কাফেলা" তৈরী হইল। ইহার সদস্য সংখ্যা ছিল মোট বারজন। এই কাফেলার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মদীনা ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকার প্রত্যেক গোত্র হইতে এক-একজন করিয়া প্রতিনিধি এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহারা মক্কায় পৌঁছিয়া মীনা পর্বতের নিকটস্থ উপত্যকার একটি পাহাড়ী ঘাঁটিতে (আকাবায়) অবস্থান করিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের আগমন বার্তা পাইয়া উক্ত 'আকাবায় তাহাদের সহিত সাক্ষাত করিতে আসিলেন। ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগত ব্যক্তিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে হাত রাখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তৎপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের সকলের নিকট হইতে বিশেষ কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে বায়'আত করাইলেন। এই ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে 'আকাবার প্রথম বায়'আত' নামে খ্যাত (ইবন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৩১)। তাহাদের বায়'আতের বিষয়গুলি ছিল এই ঃ

১. আমরা মহান আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিব না।

২. চুরি করিব না।

৩. ব্যভিচার করিব না।

৪. নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করিব না।

৫. কাহারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিব না।

৬. মহান আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল যাহা কিছু সৎকাজের নির্দেশ দেন, উহা অমান্য করিব না (বুখারী, ১খ., পৃ. ৭, ৫৫, ২খ., পৃ. ৭২৭)।

বায়'আত সমাপনান্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, এই সমস্ত শর্ত পূরণ করিলে প্রতিদান হিসাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বেহেশ্ত প্রদান করিবেন, অন্যথায় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন। ইহা সম্পূর্ণই তাঁহার এখ্তিয়ারাধীন (মুহাম্মদ হায়কাল, হায়াতে মুহাম্মদ, ই. ফা. বা., ১৯৯৮ খৃ., পৃ. ২৬৪)।

এই বায়'আতে অংশগ্রহণকারী বারজনের মধ্যে ছয়জন ছিলেন এমন যাহারা গত বৎসর রাসূলের হাতে ইসলামের দীক্ষা নিয়াছেন। বাকী ছয়জন এই বৎসর নূতন ইসলাম গ্রহণকারী। ইহারা হইলেন ঃ ১. যাকওয়ান ইবন 'আব্দ কায়স; ২. 'উবাদা ইবনুস-সামিত; ৩. আব্বাস ইবনুল উবাদা; ৪. সা'লাবা; ৫. উকবা ইবন 'আমির; ৬. 'উয়ায়স ইবন সাইদা।

হজ্জ সমাপনান্তে কাফেলাটি যখন মদীনায় ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি নিল, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-কে ইমাম ও মু'আল্লিম হিসাবে তাহাদের সহিত প্রেরণ করিলেন। এইবার হযরত মুস'আব-এর নেতৃত্বে মদীনায় পূর্ণ উদ্যমে ইসলামের দাওয়াত ও চর্চা শুরু হইল। তিনি মদীনায় হযরত আস'আদ ইবন যুরারার গৃহে অবস্থান করিয়া নব-দীক্ষিত মুসলমানদেরকে পবিত্র কুরআনের তা'লীমসহ ইসলামের মৌলিক ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি শিক্ষা দিতে থাকিলেন। তাঁহাকে মদীনার "মুকরী" অর্থাৎ "কুরআনের পাঠ দানকারী" বলিয়া সম্বোধন করা হইত (ইবন হিশাম, আস্ -সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৩৪)।

হযরত মুস'আব (রা) অতি উন্নত চরিত্র, বিনয়-নম্রতা ও মহৎ গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ওয়াজ ও নসীহত ছিল অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী। তাঁহার চারিত্রিক উৎকর্ষ ও মর্মস্পর্শী বয়ানের মাধ্যমে ইসলাম মদীনাবাসীদের মধ্যে অতি অল্প সময়ে ছড়াইয়া পড়িল। ফলে মদীনায় এত দ্রুত ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটিল যে, প্রত্যহ দুই-একজন করিয়া মদীনাবাসী ইসলামে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন (ইবন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৩৫)।

মদীনার প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দের ইসলাম গ্রহণ

মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রে দুইজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন সা'দ ইবন মু'আয এবং উসায়দ ইবন হুদায়র। তাহারা যখন জানিতে পারিলেন, সুদূর মক্কা হইতে মুস'আব নামক এক ব্যক্তি তাহাদেরই বংশীয় ভাই আস'আদ-এর গৃহে অবস্থান করিয়া এক নূতন ধর্মাদর্শের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতেছেন, তখন তাহারা উহার সঠিক তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আস'আদের বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। আস'আদের বাড়ীর নিকট পৌঁছিয়া সা'দ বলিলেন, উসায়দ! আমি এখানে অপেক্ষায় রহিলাম। তুমি যাইয়া খবর লইয়া আইস। উসায়দ আস'আদের গৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন। আস'আদ ইহা দেখিয়া হযরত মুস'আবকে বলিলেন, হযরত! আমাদের বংশীয় নেতা উসায়দ আসিতেছেন। যদি তিনি আপনার কথা গ্রহণ করেন তবে তো বড়ই ভাল হইবে।

উসায়দ আস'আদের গৃহে প্রবেশ করিয়া হযরত মুস'আব (রা)-কে অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করিলেন এবং কঠোর ভাষায় বলিয়া দিলেন, "শীঘ্র মদীনা ছাড়িয়া চলিয়া যাও, নতুবা ভাল হইবে না"। হযরত মুস'আব অতি নম্র ভাষায় তদুত্তরে বলিলেন, "জনাব! বসুন, আমাদের বক্তব্য শুনুন। তারপর যদি কোন অন্যায় দেখেন তখন যাহা ইচ্ছা করিবেন"। হযরত মুস'আবের এইরূপ নম্র ও ভদ্র ব্যবহার উসায়দের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করিল। উসায়দ আর কিছু না বলিয়া শান্তভাবে বসিয়া পড়িলেন। হযরত মুস'আব (রা) তাহাকে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন এবং তাঁহার সামনে ইসলামের মহিমা ও শিক্ষা তুলিয়া ধরিলেন। উসায়দ ক্ষণিকের মধ্যেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অভিভূত হইয়া ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। হযরত মুস'আব মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করিলেন। উসায়দ বলিলেন, আমার পশ্চাতে আমার একজন ঘনিষ্ঠ লোক রহিয়াছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলে মদীনায় ইসলামের বিরোধিতা করিবার আর কেহই সাহস পাইবে না। আমি এখনই তাঁহাকে লইয়া আসিতেছি। উসায়দ নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখিয়া সা'দকে বলিলেন,

আমি তো যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছি। এখন আপনি না গেলে কাজ হইবে না। তৎক্ষণাত সা'দ আস'আদের বাড়ীতে আসিয়া হাযির হইলেন। তাহার মুখমণ্ডল ক্রোধে অগ্নিবৎ। গৃহে প্রবেশ করিয়াই আস'আদ ও হযরত মুস'আবকে অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় শাসাইতে লাগিলেন। কিন্তু হযরত মুস'আব (রা) পূর্বের ন্যায় অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সহিত সা'দকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহার মধুর আচরণে মুগ্ধ হইয়া সা'দ শান্তভাবে বসিয়া পড়িলেন। হযরত মুস'আব সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট ইসলামের শিক্ষা ও মর্মবাণী তুলিয়া ধরিলেন। ক্ষণিকের মধ্যেই সা'দ ইসলাম গ্রহণের জন্য তৈরী হইয়া গেলেন (ইবন হিশাম, আস্-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৩৬-৪৩৭)।

মদীনার আবদুল আশহাল গোত্রে ইসলামের দাওয়াত

আবদুল আশহাল মদীনার আওস গোত্রের একটি শাখা গোত্র। হযরত সা'দ-ইবন মু'আয (রা) ছিলেন এই গোত্রের নেতা। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর নিজেকে ইসলাম প্রচারের একজন একনিষ্ঠ দা'ঈ ও আহবায়ক হিসাবে নিয়োজিত করেন। সর্বপ্রথম তিনি আপন পরিবার-পরিজনকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তাঁহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও নিষ্ঠাপূর্ণ দাওয়াতে সাড়া দিয়া তাঁহার গোটা পরিবার ইসলাম কবুল করে। মদীনার ইতিহাসে তাঁহার পরিবারের সকল সদস্য সর্বপ্রথম ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সৌভাগ্যের কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে "সায়্যিদুল আনসার" উপাধিতে আখ্যায়িত করেন (খতীব তাবরীযি, আল্-ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল, সা'দ ইবন মু'আয শিরো., আসাহ্হুল মাতাবি, দিল্লী)।

হযরত সা'দ ইবন মু'আয (রা) আপন পরিবারবর্গকে ইসলামে দীক্ষিত করার পর তাঁহার আপন গোত্র বানূ 'আশহালে দাওয়াতী অভিযান শুরু করিলেন। এই ক্ষেত্রে তিনি অবলম্বন করিলেন একটি হিকমতপূর্ণ পন্থা। সর্বপ্রথম তিনি বনূ আশহালের সর্বস্তরের জনতার এক জমায়েত আহবান করিলেন। প্রাণপ্রিয় নেতার আহবানে সর্বস্তরের জনতা সমবেত হইল। এইভাবে হযরত সা'দ(রা) আশহাল গোত্রের বৃহত্তর সমাবেশে উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে আমার জাতি! তোমরা সত্য করিয়া বল, আমি কেমন লোক"? সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আপনি আমাদের সর্দার, মহান নেতা। আপনি আমাদের মাঝে সম্মানিত ব্যক্তি। আপনার জ্ঞান-গভীরতা ও সুষ্ঠু সিদ্ধান্তের প্রতি আমরা আস্থাশীল। আপনার ন্যায়নিষ্ঠা ও উন্নত চরিত্র সর্বজনস্বীকৃত"। বৃহত্তর জনতার অকুণ্ঠ স্বীকৃতির পর হযরত সা'দ বলিলেন, "আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, তবে এই শিরক ও পৌত্তলিকতার সহিত আমার আজ হইতে আর কোন সম্পর্ক নাই। আমার গোত্রের যে কোন ব্যক্তি অনাদি অনন্ত সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন করিবে তাহার সহিত কোন প্রকার খারাপ কথাবার্তা বলিব না।" প্রাণপ্রিয় মহান নেতার মুখে এই বলিষ্ঠ প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া আশহাল গোত্রের সকল নর-নারী দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। ঐ দিন সূর্যাস্তের পূর্বেই গোটা বনূ আশহাল গোত্র ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় লইল (ইবন হিশাম, আস্-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ৪৩৭)।

মদীনায় ইসলাম প্রচারের গৃহীত কর্মসূচী

হযরত মুস'আব ইবন উমায়র (রা)-এর হিকমতপূর্ণ দাওয়াত এবং নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রচেষ্টায় মদীনার প্রতিটি গোত্রের মধ্যে দ্রুত ইসলামের প্রসার ঘটিতে লাগিল। মাত্র এক বৎসরের মেহনতে শতাধিক মদীনাবাসী ইসলাম কবূল করিলেন। নবূওয়াতের ত্রয়োদশ বৎসর হজ্জের মৌসুম আসিলে নব-দীক্ষিত মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এক নজর দেখিবার জন্য মক্কায় হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে সফরের প্রস্তুতি লইলেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে এই মর্মে পরামর্শও করিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মদীনায় হিজরত করিবার অনুরোধ জানাইবেন। এই উদ্দেশ্যে হজ্জ কাফেলায় মদীনার সকল গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করা হইল। মোট ৭৩ জনের বিশাল হজ্জ কাফেলা। তাঁহাদের মধ্যে উম্মে আম্মারা ও আসমা নাম্নী দুইজন মহিলাও ছিলেন। কাফেলা মক্কায় পৌঁছিলে ১২ যিলহজ্জ গভীর রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আকাবা' নামক স্থানে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে মদীনায় হিজরতের দাওয়াত দেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাদের দাওয়াত কবূল করেন। আলোচনার এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদের নিকট হইতে কতিপয় বিষয়ের উপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। ইতিহাসে ইহাকে "আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত" নামে উল্লেখ করা হয়। এই বায়'আতের অন্যতম বিষয় ছিল, "ইসলাম প্রচারে ও উহার সংরক্ষণে জান-মাল সর্বস্ব উৎসর্গ করিবার অঙ্গীকার" (তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, পৃ. ২৪৪)।

বায়'আত সমাপ্ত হইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-নূতন উদ্যেমে মদীনায় আরও ব্যাপকভাবে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে সুসংগঠিত কর্মসূচী ঘোষণা করেন। উহা এই যে, তিনি আগত মুসলমানদের মধ্য হইতে বার সদস্যের একটি "ইসলাম প্রচার সমন্বয় বোর্ড" গঠন করিয়া দেন। তিনি বলিলেন, তোমরা নিজেদের মধ্য হইতে বারজন লোককে নকীব মনোনীত কর। তাঁহারা হযরত ঈসা-(আ)-এর হাওয়ারীদের ন্যায় আমাকে কেন্দ্র করিয়া ইসলামের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিবে। ইহারা নকীব নামে অভিহিত হইবেন (রাহমাতুললিল আলামীন, ১খ., পৃ. ৯২)।

মদীনায় ইসলাম প্রচারের সমন্বয়ের জন্য মনোনীত এই বারজন নকীব বা সমন্বয়কারী হইলেন ঃ ১. হযরত আস'আদ ইব্ন যুরারা; ২. হযরত রাফি' ইব্ন মালিক; ৩. হযরত উবাদা ইবনুস সামিত; ৪. হযরত সা'দ ইব্নুর রবী'; ৫. হযরত মুনযির ইব্ন 'আমর; ৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা; ৭. হযরত বারা'আ ইব্ন মা'রূর; ৮. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর; ৯. হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা; ১০. হযরত উসায়দ ইব্ন হুদায়র; ১১. আবুল হায়ছাম ও ১২. সা'দ ইব্ন খায়ছামা (রা) (রাহমাতুললিল আলামীন, ১খ., পৃ. ৯২)।

হজ্জ সমাপনান্তে নকীবগণ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া নূতন উদ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিজেদের সর্বস্ব নিয়োজিত করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই মদীনায় ইসলামের সুদৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। মুসলমানদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বীকৃত হইল। মদীনায় মুসলমানদের এইরূপ স্বাধীনতা ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আশ্বস্ত হইলেন এবং মক্কার নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলমানদেরকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। দলে দলে সাহাবীগণ মদীনায় হিজরত করিতে লাগিলেন। এখন মক্কা হইতে

হিজরতকারী মুহাজির ও মদীনার সহযোগিতাকারী আনসারদের সমন্বয়ে গড়িয়া উঠিল এক স্বাধীন ইসলামের কেন্দ্রভূমি "দারুল ইসলাম আল-মাদীনা"। কিছু দিন পর রবী'উল আওয়াল মাসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে মদীনায় ইসলামের দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের সুবাদে মদীনা ইসলাম প্রচারের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইল। এতদিন মদীনার নবদীক্ষিত মুসলমানগণ নিজ নিজ হিকমত ও প্রজ্ঞা খাটাইয়া সাধ্যমত ইসলামের প্রচার ও প্রসার করিতেছিলেন। এখন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত নীতি ও কর্মপন্থার মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতের নবযাত্রা শুরু হইল। ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুসৃত নীতি ও কর্মপদ্ধতিগুলি ছিল মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১. মসজিদ প্রতিষ্ঠা এবং মসজিদ কেন্দ্রিক দাওয়াত, তা'লীম ও তরবিয়তের ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যে তিনি তৎকালের 'কুবা' পল্লীতে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, অতঃপর মদীনায় বনূ নাজ্জারের মহল্লায় অপর একটি মসজিদও প্রতিষ্ঠা করেন যাহা মসজিদুন নাবাবী নামে সুপরিচিত। ইহাই ছিল মদীনার কেন্দ্রীয় মসজিদ এবং ইসলামী দাওয়াত, তা'লীম ও তরবিয়তের কেন্দ্রস্থল।

২. সুফ্ফা বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ঃ দেশ-দেশান্তর হইতে আগত নবদীক্ষিত মুসলমানদের তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য এবং তাঁহাদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে নববী নিমার্ণের পরপরই উহার এক পার্শ্বে একটি সুফ্ফা বা চবুতরা নির্মাণের উদ্যোগ নেন। সাহাবীগণের সহযোগিতায় অতি সহজে এই ছাউনী নির্মাণ সম্পন্ন হয়। ইসলামী তা'লীম ও তরবিয়ত অর্জনে আগ্রহী মুসলমানগণ এই সুফ্ফায় সমবেত হইতেন এবং কিছু কাল এইখানে থাকিয়া ইসলামী তা'লীম ও তরবিয়তের বাস্তব অনুশীলন ও চর্চা করিতেন। এই সুফ্ফাই ইসলামের সর্বপ্রথম মাদ্রাসা গৃহ। দীন শিক্ষা, দীন প্রচার, ইসলাম ও মুসলমানদের খেদমত এই ছিল সুফফার ছাত্রদের প্রধান সাধনা (শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী, পৃ. ২৯২-২৯৪)।

৩. ইসলামই একমাত্র সত্য ও সঠিক ধর্ম। এই সত্যকে উপলব্ধির জন্য চাই চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা। কারণ স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারাই সত্য জয়লাভ করে, আর চাপ ও যবরদস্তির দ্বারা অসত্য ও বাতিলের প্রসার ঘটে। চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার দ্বারা একই সমাজে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্ম ও মতাদর্শী জনগোষ্ঠীর মাঝে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ গড়িয়া উঠে। ফলে সত্য-মিথ্যা ও ভাল-মন্দ যাচাইয়ের একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পরিণতিতে সুস্থ ও রুচিশীল ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সত্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া সহজতর হয়। এই উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রথম মদীনায় বসবাসকারী ইয়াহূদী ও পৌত্তলিকসহ সকল জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিশ্বাসের ঘোষণা দেন। ফলে ধর্মমত নির্বিশেষে সকলের নিকট তাঁহার মর্যাদা ও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। এমনকি এক পর্যায়ে মদীনার সকল জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মানুসারিগণ পরস্পরের মধ্যে একটি সনদ সম্পাদনের জন্য অনুপ্রাণিত

হন। এই সনদে প্রত্যেক ধর্মাদর্শীর চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও জান-মাল, ইজ্জত-আবরূর হেফাজতের পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এইভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনার সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর মন জয় করিয়া নেন এবং মদীনা ইসলামী দাওয়াতের উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হয় (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ১ খ., পৃ. ৫০১)।

৪. পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা

যে কোন মতবাদ ও আদর্শের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য চাই উহার অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ও সম্প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধন। ইহা ছাড়া কোন আদর্শকে বিজয়ী করার চিন্তা সুদূরপরাহত। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় হিজরতর পর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যেই কাজ সম্পাদন করিয়াছেন তন্মধ্যে অন্যতম ছিল মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির ভ্রাতৃত্ব বন্ধন প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামের ব্যাপক-প্রচার ও ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই প্রকার পদক্ষেপ ছিল দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কেননা মদীনার কপট মুনাফিক শ্রেণী সর্বদাই মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিবাদ সৃষ্টির জন্য তৎপর ছিল যাহাতে ইসলামের বিকাশ ব্যাহত করা যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের পদক্ষেপ তাহাদের সকল ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা নস্যাৎ করিয়া দেয় (যাদুল মা'আদ, ২খ., পৃ. ৫৬)।

৫. হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ ধারায় দাওয়াতী কার্যক্রমের প্রসার

মদীনায় বসবাসকারী আহলে কিতাব ও পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মদীনার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আহলে কিতাব ইয়াহূদীদের অন্যতম ধর্মবেত্তা ও ধর্মীয় নেতা ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম। একবার তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কথাবার্তা ও গঠনাকৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন "হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা ইয়াহূদীরা আপনার সত্যতা সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত রহিয়াছি। কিন্তু আমরা হইলাম প্রতিহিংসাপ্রবণ একটি জাতি। আপনি ইহার প্রমাণ দেখিতে পারেন। আপনি আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখিয়া তাহাদের নিকট আমার অবস্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন। অতঃপর আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করুন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন তাহারা কি বলে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নেতৃস্থানীয় ইয়াহূদীদেরকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। তাহারা সমবেত হইল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম গৃহাভ্যন্তরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। কথাবার্তা শুরু হইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! তোমাদের কি হইল? আল্লাহ্ তোমাদের শুভবুদ্ধি দান করুন। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। ঐ মহান সত্তার শপথ করিয়া বলিতেছি, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই! নিশ্চয় তোমরা অবগত আছ যে, আমি মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত একজন সত্য রাসূল। আমি সত্যসহ আবির্ভূত হইয়াছি। অতএব তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। তাহারা বলিল, আমরা এই সম্বন্ধে অবগত আছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তিনবার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিলেন। তাহারাও প্রতিবার একই উত্তর প্রদান করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, আচ্ছা বল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তাহারা সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল, 'তিনি তো আমাদের নেতার সুযোগ্য সন্তান। আমাদের

শ্রেষ্ঠতম আলিমের যোগ্য উত্তরসুরি। তিনি নিজেও শ্রেষ্ঠ আলিম।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা কী মনে করিবে যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ? তাহারা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল— না, ইহা কস্মিন কালেও হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালামকে তলব করিলেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে হাযির হইয়া বলিলেন, হে ইয়াহূদী জাতি! আল্লাহ্কে ভয় কর। সেই আল্লাহ্র শপথ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। নিশ্চয় তোমরা অবগত আছ যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি সত্য ধর্ম লইয়া আসিয়াছেন। ইয়াহূদীরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, তুমি মিথ্যা বলিয়াছ। তুমি নিকৃষ্ট, তোমার পিতাও ছিল নিকৃষ্ট। এইভাবে তাহারা তাঁহার নিন্দাবাদে মুখর হইয়া উঠিল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই হিকমত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াতী কর্মপন্থার কারণে মদীনার সাধারণ ইয়াহূদী এবং অ-ইয়াহূদীদের নিকট এই সত্য স্পষ্ট হইয়া গেল যে, ইয়াহূদী পণ্ডিতরা মূলত সত্য গোপনকারী, স্বার্থ পূজারী ও কপট। ফল এই দাঁড়াইল যে, সাধারণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক আকর্ষণ সৃষ্টি হইল এবং ইসলামে দাখিল হওয়ার পথ সুগম হইল (বুখারী, কিতাবু আহাদীছিল আম্বিয়া)।

৬. বিভিন্ন স্থানে দাঈ ও দাওয়াতী কাফেলা প্রেরণ

মসজিদে নববী ও সুফ্ফা প্রতিষ্ঠার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইসলামের দাওয়াত পৌছাইবার জন্য আরবের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও গোত্রের নিকট দা'ঈ বা দীনী প্রচারক প্রেরণের কার্যক্রম আরম্ভ করেন। ওফাত অবধি তাঁহার এই দাওয়াতী কর্মধারা অব্যাহত ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্ব পর্যন্ত এই জাতীয় দাওয়াতী কাফেলার কার্যক্রম ও উহার ফলাফল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হইল।

১. হযরত খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করিলেন এবং বলিলেন, তুমি কোন গোত্রের সম্মুখীন হইলে যদি তাহাদের মধ্যে আযানের ধ্বনি শুনিতে পাও তবে তাহাদের উপর আক্রমণ করিবে না। আর যদি আযানের ধ্বনি শুনিতে না পাও তবে তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে (তাবারানীর সূত্রে, হায়াতুস সাহাবা, ১খ., পৃ. ১৬৮)।

২. হযরত আবূ উমামা (রা)-কে বনূ বাহিলার নিকট প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরবের বনূ বাহিলাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ উমামা (রা)-কে প্রেরণ করিলেন। তিনি বনূ বাহিলার অবস্থানে পৌছিয়া তাহাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু তাহারা বারংবার দাওয়াত কবূল করিতে অস্বীকার করিল। এক পর্যায়ে হযরত আবূ উমামা পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহাকে পানি দিতে পর্যন্ত অস্বীকার করিল। এমতাবস্থায় তাঁহার তন্দ্রা আসিল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, এক ব্যক্তি একটি সুন্দর কাঁচ পাত্রে অতি সুস্বাদু পানি লইয়া তাহাকে পান করাইতে আসিয়াছে। তিনি তৃপ্তিসহ উহা পান করিলেন। আবূ উমামা বলেন, আল্লাহ্র কসম! সেই পানি পান করার পর আর কখনও আমি তৃষ্ণার্ত হই নাই। আবূ উমামা তন্দ্রা হইতে উঠিয়া পুনরায় দাওয়াত দিতে

আরম্ভ করিলেন। বনূ বাহিলার এক লোক দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে এক পেয়ালা দুধ দিল। তিনি বলিলেন, আমার পিপাসা মিটিয়াছে, এখন প্রয়োজন নাই। লোকদের পীড়াপীড়িতে তিনি স্বপ্নের কথা খুলিয়া বলিলেন। ইহা শুনিয়া বনূ বাহিলার সকলে ইসলাম গ্রহণ করিল (হায়াতুস সাহাবা, ১খ., পৃ. ১৭৩)।

৩. লায়ছ গোত্রীয় এক সাহাবীকে বনূ সা'দ-এর নিকট প্রেরণ

আরবের বিখ্যাত কবীলা বনূ সা'দকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ লায়ছ গোত্রের এক সাহাবীকে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং তাহাদের সম্মুখে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ও সৌন্দর্য তুলিয়া ধরিলেন। বনূ সা'দের নেতা আহনাফ ইব্ন কায়স বলিলেন, নিঃসন্দেহে আপনি আমাদেরকে ভাল কাজের প্রতি দাওয়াত দিতেছেন এবং তিনি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-ও মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করিয়া থাকেন (আল-ইসাবা-এর বরাতে, হায়াতুস সাহাবা, ১খ., পৃ. ১৭৫)।

৪. হযরত আলী (রা)-কে হামাদান গোত্রের নিকট প্রেরণ

ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধ কবীলা হামাদান। তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আলী (রা)-কে প্রেরণ করিলেন। তিনি সেখানে এক কাফেলাসহ পৌঁছিলেন এবং তাহাদের নিকট রাসূলের পয়গাম পৌঁছাইয়া দিলেন। তাহারা সকলেই ইসলাম কবূল করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পাইয়া সিজদায় পতিত হইলেন এবং দু'আ করিলেন, "আস-সালামু 'আলা হামাদান" অর্থাৎ হে আল্লাহ্! হামাদান কবিলার উপর শান্তি বর্ষণ কর (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ার বরাতে, হায়াতুস সাহাবা, ১খ., পৃ. ১৮০)।

৫. বনূ 'আদল ও বনূ আল-কারার উদ্দেশ্যে দশজনের দাওয়াতী কাফেলা প্রেরণ

বনূ 'আদল ও বনূ আল-কারার কয়েক ব্যক্তি মদীনায় আসিয়া আরয করিল, আমাদের গোত্রের কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। এখন তাহাদের তা'লীম ও তরবিয়তের জন্য কয়েকজন মুবাল্লিগ দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের সহিত দশজন সাহাবীকে প্রেরণ করিলেন। কাফেলাটি যখন আর-রজী' নামক স্থানে পৌছিল, তখন আমন্ত্রণকারী কপট লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিল এবং হুযায়ল গোত্রের এক শত দুর্বৃত্তকে ডাকিয়া তাহাদেরকে আক্রমণ করিল। দুর্বৃত্তদের উদ্দেশ্য ছিল সাহাবীদেরকে বন্দী করিয়া কুরায়শদের নিকট বিক্রি করিয়া অর্থ উপার্জন করা। এই উদ্দেশ্যে তাহারা সাহাবীগণকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিল। কিন্তু সাহাবীগণ তাহাদের কুমতলব বুঝিতে পারিলেন এবং আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলেন। শেষে উভয় পক্ষের মধ্যে তীরযুদ্ধ হইল। প্রথমে সাতজন ও পরে আরেকজন মোট আটজন সাহাবী শহীদ হইলেন। দুইজন সাহাবী তথা হযরত যুবায়র ও হযরত যায়দ (রা)-কে দুর্বৃত্তরা কুরায়শদের নিকট বিক্রয় করিয়া দেয়। পরে কুরায়শরা তাঁহাদেরকেও শহীদ করিয়া দেয় (বুখারী, ২খ., পৃ. ৫৮৫)।

৬. নজদের বনূ 'আমেরের উদ্দেশ্যে সত্তরজনের দাওয়াতী কাফেলা প্রেরণ

নজদবাসী বনূ 'আমের গোত্রের 'আমের ইবন মালিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হইয়া বলিল, "হুযূর! ইসলাম আমার কাছে বেশ ভাল লাগে। আশা করি আমার গোত্রের লোকদের কাছেও তাহা ভাল লাগিবে। তাই আমার সাথে যদি কিছু মুবাল্লিগ পাঠাইতেন, তবে তাহাদের মুখে ইসলামের কথা শুনিয়া হয়ত তাহারাও ইসলাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইত"। তাহার এই প্রস্তাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিছুটা দ্বিধাবোধ করিলে আমের বলিল, হুযূর! কোন ভয় নাই। আমি স্বয়ং মুবাল্লিগদের নিরাপত্তার যিম্মা নিতেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নজদে ইসলামের প্রচার-প্রসার ও তালীম-তরবিয়তের জন্য আস্হাবে সুফ্ফার সাহাবীদের মধ্য হইতে সত্তরজনকে মনোনীত করিলেন। ইহারা সকলেই ছিলেন কুরআনের কারী ও হাফিয। নজদের পথে যখন তাঁহারা বীরে মা'উনা নামক স্থানে পৌছিলেন, তখন বনূ 'আমের গোত্রের সর্দার 'আমের তাহার গোত্রকে মুবাল্লিগ সাহাবীদের উপর হামলা করার নির্দেশ দিল। অপ্রস্তুত সাহাবীগণ সাধ্যমত প্রতিরোধ করিলেন এবং মাত্র একজন ছাড়া সকলেই শহীদ হইলেন (ইবন হিশাম, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ২৮৭)।

৭. দূমাতুল জন্দলের খৃস্টানদের উদ্দেশ্যে দাওয়াতী কাফেলা প্রেরণ

দূমাতুল জান্দাল একটি দুর্গ। এই দুর্গ ও সংলগ্ন এলাকায় খৃস্টান সম্প্রদায় বাস করিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাত শত সাহাবীসহ হযরত আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা)-কে সেখানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা তথায় পৌছিয়া খৃস্টান অধিবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। লাগাতার তিনদিন পর্যন্ত সাহাবীগণ তাহাদেরকে ইসলামের আদর্শ বুঝাইলেন। চতুর্থ দিন তাহাদের গোত্র সর্দার আসবাগসহ অধিকাংশই ইসলাম কবুল করিল (ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ২ খ., পৃ. ৮৯)।

৮. বালী গোত্রের উদ্দেশ্যে দাওয়াতী কাফেলা প্রেরণ

হযরত আবদুর রহমান আত-তামীমী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত 'আমর ইবনুল আসকে আরবের বালী গোত্রের লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি তথায় পৌছিয়া বিপদের আশংকা করিলেন এবং রাসূলের সাহায্য চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার সাহায্যার্থে আরও কয়েকজন সাহাবীকে প্রেরণ করিলেন (আল্-বিদায়ার বরাতে, হায়াতুস- সাহাবা, ১খ., পৃ. ১৭৯)।

৯. রিফা'আ ইবন যায়দকে তাঁহার কওমের উদ্দেশ্যে প্রেরণ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত রিফা'আ ইবন যায়দ আল-জুযামী (রা)-কে তাহার (বনূ জুযাম) কওমকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। সাথে তিনি তাহাকে একটি পত্রও লিখিয়া দিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এইরূপ ঃ "আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হইতে রিফা'আকে এই পত্র। আমি তাহাকে নিজ কওম ও তাহাদের মধ্যে গণ্য এমন সকলকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের জন্য প্রেরণ করিতেছি। যে ব্যক্তি ঈমান

আনয়ন করিবে সে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের দলভুক্ত হইবে। আর যে অস্বীকার করিবে, তাহাকে দুই মাস কাল সময় দেওয়া হইল"। হযরত রিফাআ (রা) পত্র লইয়া তাঁহার কওমের নিকট আসিলেন এবং তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাহারা সকলেই ইসলাম কবূল করিলেন (তাবারানীর বরাতে, হায়াতুস-সাহাবা, ১খ., পৃ. ২২৮)।

১০. মক্কায় ইসলাম প্রচারের জন্য উমায়র ইবন ওয়াহাবকে প্রেরণ

উমায়র ইবন ওয়াহাব ছিল মক্কার দুষ্ট লোকদের একজন। রাসূলের চরম শত্রু। বদরের যুদ্ধে তাহার বড় ছেলে ওয়াহাব মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এই ক্ষোভে সে তাহার তরবারিতে বিষ মাখাইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হত্যা করার অসৎ উদ্দেশ্যে মদীনায় আসিল। মদীনার মসজিদে রাসূলের শত্রু উমায়রকে দেখিয়া সাহাবীগণ উদ্বিগ্ন হইলেন এবং তাহাকে বাঁধা দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওহীর মাধ্যমে সবকিছু অবহিত হইয়া বলিলেন, তাহাকে আমার নিকট আসিতে দাও। সে রাসূল ﷺ সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাসূল ﷺ তাহার ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করিয়া দিলেন। উমায়র আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাকাইয়া রহিল। এই সংবাদ তো তাঁহার জানিবার কথা নহে! তিনি জানিলেন কিভাবে ? নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রদত্ত ওহীবলে! উমায়র নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিল। ইসলাম গ্রহণের পর উমায়র বলিলেন. হুযূর! এতদিন আমি আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এখন হইতে আমি সেই নূরকে মক্কায় বিকশিত করিতে চাই। আমাকে অনুমতি দিন। আমি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে মক্কাবাসীর মাঝে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য মনোনীত করিলেন। তিনি মক্কায় ফিরিয়া দিবারাত্রি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় মক্কায় অনেক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিল (আল-ইস্তী'আব-এর বরাতে, হায়াতুস-সাহাবা, ১খ., পৃ. ৩১৭)।

যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইসলামের দাওয়াত না দিয়া কখনও কোন কওমের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন নাই। তিনি যে কোন সেনাদল প্রেরণের পূর্বে তাহাদেরকে নির্দেশ দিতেন, "মানুষের অন্তর জয় করিবে। ইসলামের দাওয়াত না দিয়া কাহারও উপর হামলা করিবে না"। একবার হযরত আলী (রা)-কে যুদ্ধে প্রেরণের প্রাক্কালে নসীহত করিয়া তিনি বলিলেন, "শান্তভাবে অগ্রসর হও। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইয়া প্রথমে তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে যে সকল হক তাহাদের উপর ওয়াজিব হইয়াছে, সে সম্পর্কে তাহাদেরকে অবহিত করিবে। আল্লাহর শপথ ! তোমার দ্বারা যদি আল্লাহ তা'আলা একজন লোককেও হেদায়াত দান করেন, তবে উহা তোমার জন্য লাল বর্ণের উষ্ট্র পাল পাওয়া অপেক্ষা উত্তম হইবে" (হায়াতুস-সাহাবা, ১খ., পৃ. ১৬৫)।

একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লাত ও উয্যার পূজারীদের দিকে এক সেনাদল প্রেরণ করিলেন। উক্ত সেনাদল আরবের এক কবীলার উপর হামলা করিয়া লাত-উয্যার কতিপয়

পূঁজারীকে যুদ্ধবন্দী অবস্থায় রাসূলের নিকট উপস্থিত করিলেন। রাসূল ﷺ বন্দীদের জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি তোমাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়াছিল ? বন্দীরা বলিল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, বন্দীদেরকে ছাড়িয়া দাও (কানযুল উম্মাল-এর বরাতে, হায়াতুস্-সাহাবা, ১খ., পৃ. ১৬৯)।

'যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দাও'-রাসূল-এর এই নির্দেশ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়াছিল। ইহাতে অনেক কবীলা ইসলাম গ্রহণের সুযোগ পাইয়াছিল।

উন্নত আখলাক ও সদাচারের মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াত

তিনি তাঁহার উন্নত আখলাক, উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলী, দয়া-মায়া-মমতা, আদর্শ আচার-ব্যবহার এবং দূরদর্শী চিন্তা ও পরিকল্পনার দ্বারা এই সুমহান দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিটি কথা, কাজ ও পদক্ষেপে ইহার বাস্তব প্রমাণ রহিয়াছে। তাঁহার উন্নত আখলাক ও অনুপম চরিত্র দেখিয়া অভিভূত হইয়া অসংখ্য কাফের-মুশরিক ও ইয়াহূদী-খৃস্টান ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ইহা ছিল ইসলামের প্রতি তাঁহার আমলী দাওয়াত। দৃষ্টান্তস্বরূপ মদীনায় তাঁহার উন্নত আখলাকে প্রভাবান্বিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করা হইল ঃ

১. ইয়াহূদী আলেম যায়দ ইবন সা'নার ইসলাম গ্রহণ

মদীনায় বসবাসকারী ইয়াহূদীদের শ্রেষ্ঠ আলেম যায়দ ইবন সা'না বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মদীনায় আগমন করিলে তাঁহার চেহারার প্রতি প্রথম দৃষ্টিতেই আমি নবূওয়াতের সকল নিদর্শন দেখিতে পাই। কিন্তু দুইটি বিষয় তখনও আমার অজ্ঞাত ছিল। (এক) "নবীর ধৈর্য তাঁহার মূর্খতার উপর প্রবল হইবে"। (দুই) "তাঁহার সহিত যতই মূর্খতার আচরণ করা হইবে, ততই তাঁহার ধৈর্য বৃদ্ধি পাইবে"।

আমি এই দুইটি নিদর্শনের অপেক্ষায় ছিলাম। একদা দুর্ভিক্ষ পীড়িত একটি মুসলিম এলাকায় সাহায্যের জন্য রাসূলের অর্থের প্রয়োজন হইলে আমি স্বেচ্ছায় তাঁহাকে একটি খেজুরের বাগানের বিপরীতে আশি মিছকাল স্বর্ণমুদ্রা ধার দিলাম। তিনি খেজুর পরিশোধের একটি মেয়াদ নির্ধারণ করিয়া দিলেন। কিছুদিন পর মেয়াদ পূর্তির দুই-তিন দিন পূর্বে একটি জানাযার অনুষ্ঠানে রাসূল (স) হাযির হইলেন। তাঁহার সহিত হযরত আবূ বকর, উমার, উছমান (রা)-সহ আরও অনেক সাহাবী ছিলেন। আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বুকের জামা ও চাদর ধরিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি তাকাইলাম এবং বলিলাম, আপনি কি আমার পাওনা পরিশোধ করিবেন না? আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা আবদুল মুত্তালিবের বংশ শুধু টালবাহানাই করিতে শিখিয়াছ। আমার এই ক্রুদ্ধ আচরণ দেখিয়া হযরত উমার ক্ষোভে ফাটিয়া পড়িলেন। বলিলেন, আল্লাহর দুশমন! তুই রাসূলের সাথে কী আচরণ করিতেছিস তাহা আমি দেখিতেছি? আল্লাহর কসম! রাসূলের মজলিসের আদবের কথা চিন্তা না করিলে আমি তোর গর্দান উড়াইয়া দিতাম।

যায়দ ইব্‌ন সা'না বলেন, আমি রাসূলের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, আমার এই মূর্খতাপূর্ণ অন্যায় আচরণ সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত শান্ত দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাইয়া আছেন এবং উমার

(রা)-কে বলিলেন, উমার! তোমার নিকট হইতে ইহা আশা করি নাই। তোমার উচিৎ ছিল, তুমি আমাকে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধের কথা বলিতে। আর তাহাকে সুন্দরভাবে তাকাদা জানাইতে বলিতে। আচ্ছা! তাহাকে লইয়া যাও, তাহার পাওনা দিয়া দাও। যেহেতু তুমি তাহাকে ভয় দেখাইয়াছ সেইজন্য বিশ সা' খেজুর অতিরিক্ত দিবে।

যায়দ ইব্ন সা'না বলেন, হযরত উমার আমাকে লইয়া গেলেন এবং আমার পাওনার অতিরিক্ত বিশ সা' খেজুর আমাকে বেশী দিলেন। আমি বলিলাম, উমার! তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ? তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, আমি যায়দ ইব্ন সা'না। তিনি বলিলেন, তবে কি ইয়াহূদীদের সেই বড় আলেম? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, এত বড় আলেম হইয়া রাসূলের সহিত এইরূপ আচরণ করিলেন কেন? আমি বলিলাম, রাসূলকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখিয়াই আমি তাঁহার নবূওয়াতের সকল নিদর্শন বুঝিয়া পাইয়াছি। তবে দুইটি বিষয়ে অবগত হইতে পারি নাই। (এক) নবীর ধৈর্য তাঁহার প্রতি মূর্খতার আচরণের উপর প্রবল হইবে। (দুই) তাঁহার সহিত যতই মুর্খতাপূর্ণ আচরণ করা হইবে ততই তাঁহার ধৈর্য বৃদ্ধি পাইবে। এখন আমি এই দুইটি নিদর্শনের পরীক্ষা লইয়াছি। অতঃপর তিনি রাসূলের খিদমতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, "আশহাদু আন-লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশাহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু"। তৎপর তাঁহার প্রাপ্ত মালের অর্ধেক মুসলমানদের কল্যাণে উৎসর্গ করিলেন (সংক্ষেপিত, তাবারানীর বরাতে, হায়াতুস সাহাবা, ১খ., পৃ. ২৩১)।

২. বদরের যুদ্ধে সত্তরজন কুরায়শ বংশীয় লোক মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। মদীনায় পৌছিবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে বন্দীদেরকে ভাগ করিয়া দিলেন এবং আদেশ করিলেন প্রত্যেক বন্দীকে আপন গৃহে রাখিবে, তাহাদেরকে অতি যত্নের সহিত মেহমানদারী করিবে। তাহাদের সহিত সদাচরণ করিবে। সাহাবা-ই কিরাম রাসূলের আদেশকে যথার্থ বাস্তবায়ন করিলেন। এমনকি তাহারা বন্দীদেরকে রুটি খাওয়াইয়া নিজেরা শুধু খেজুর খাইয়া থাকিলেন। প্রাণের শত্রুর প্রতি রাসূলের এই সদাচরণ বন্দীদেরকে ভীষণ আন্দোলিত করিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদের এই আদর্শে মুগ্ধ হইয়া অনেক বন্দীই ইসলাম গ্রহণ করিলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৪৭৫)।

৩. ৫ম হিজরীতে বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে তাহারা চরমভাবে পরাজিত হয় এবং মুসলমানদের হাতে তাহাদের প্রায় শতাধিক পরিবারের ছয় শত নর-নারী বন্দী হয়। বনূ মুস্তালিক ছিল আরবের সম্ভ্রান্ত বংশ। বন্দীদের মধ্যে বনী মুস্তালিকের সর্দার কন্যা বাররাও ছিলেন। নিয়ম মাফিক বন্দীদেরকে দাস ও দাসীরূপে মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে হয়। কিন্তু আরবের সম্ভ্রান্ত বংশের সম্ভ্রান্ত নর-নারীদিগকে দাস-দাসীরূপে দেখিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোমল হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তিনি তাহাদের মুক্তির উপায় তালাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি সর্দার কন্যা বাররাকে স্বাধীন করিয়া আপন স্ত্রীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিলেন। যখন এই সংবাদ মদীনায় প্রচারিত হইল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ মুস্তালিকের সর্দার হারিছের কন্যা বাররাকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন মুজাহিদগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন এখন বনূ মুস্তালিক গোত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্বশুরকুল হইয়াছে। কাজেই তাহারা আমাদের বিশেষ

শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন। তাঁহাদেরকে দাস-দাসীরূপে রাখা আমাদের জন্য কিছুতেই শোভা পায় না। এই আলোচনার পর তাহারা সকলেই বনূ মুস্তালিকের সকল নারী-পুরুষকে আযাদ করিয়া দিলেন। মুস্তালিকগণ রাসূলুল্লাহ (স) ও মুসলমানদের এইরূপ আশাতীত সদ্ব্যবহার ও বদান্যতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং গোটা মুস্তালিক গোত্র ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন (ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ২৮৯)।

৪. ষষ্ঠ হিজরীতে বনূ হানীফা গোত্রের সর্দার ছুমামা মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়া মদীনায় নীত হন। তাহাকে মসজিদে নববীর একটি স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া রাখা হইল। আসা-যাওয়ার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, হে ছুমামা! ব্যাপার কি? ছুমামা উত্তর দিতেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তবে নিহত হওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকেই হত্যা করিবেন। যদি মুক্তি দেন তবে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই মুক্তি দিবেন এবং যদি অর্থ চান তবে যে পরিমাণ চাহিবেন দেওয়া হইবে।" এইভাবে তিনদিন অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে নিঃশর্ত মুক্তি দিলেন। ছুমামা অবাক হইয়া গেলেন। প্রাণের শত্রুকে হাতে পাইয়াও মানুষ এইভাবে দয়া করিতে পারে? ছুমামা অভিভূত হইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইয়া একটি বৃক্ষতলে গিয়া গোসল করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে ফিরিয়া আসিলেন এবং ইসলাম কবূলের ঘোষণা দিলেন (আসাহ্‌হুস-সিয়ার, পৃ. ১৫৪-১৫৫, সংক্ষেপিত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) মুল্লা মাজদুদ্দীন, সীরাতে মুস্তাফা, মাকতাবা উসমানিয়্যা, দিল্লী ১৯৫৭ খৃ.; (২) শিবলী নো'মানী, সীরাতুন নবী, ১খ.; (৩) ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া মাকতাবাতুস সাআদা, মিসর ১৯৩২ খৃ., ৩খ.।

মাসউদুল করীম

হুদায়বিয়ার সন্ধি পরবর্তী ইসলাম প্রচার

৬ষ্ঠ হি. ৬২৮ খৃ. ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়। এক হাজার চার শত সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা অভিমুখে 'উমরা পালন করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়াছিলেন। মক্কা হইতে তিন মাইল উত্তরে মক্কায় প্রবেশ করিবার পূর্বে হুদায়বিয়ানামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিবির স্থাপন করেন। অতঃপর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সহিত সন্ধি হয়। সন্ধিতে যেই সকল শর্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল আপাত দৃষ্টিতে তাহা সাহাবায়ে কিরামের নিকট অবমাননাকর মনে হইলেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ধির শর্তানুযায়ী 'উমরা আদায় করা ব্যতিরেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরামকে সঙ্গে লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে সূরা আল-ফাত্হ্ অবতীর্ণ হয়। এই সন্ধি চুক্তিকে সুস্পষ্ট বিজয় বলিয়া আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا .

"নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে দিয়াছি সুস্পষ্ট বিজয়" (৪৮ ঃ ১)।

এই সন্ধি চুক্তিকে যেসব কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্ট বিজয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন, বহু তত্ত্ববিদ এই সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করিয়াছেন। সবগুলি কারণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথার্থও বটে। তবে উহার অন্যতম কারণ হইল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রধান দায়িত্ব ছিল ইসলাম প্রচার করা। এই সন্ধি সম্পাদিত হইবার ফলে ইসলাম প্রচার কার্যটি বিনা বাধায় অগ্রসর হইতেছিল। কারণ কাফির মুশরিকরা মুসলিমদের সহিত স্বাধীনভাবে মেলামেশা করিতে পারিত এবং প্রকাশ্যে ও নির্জনে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষার বিষয় অবহিত হইবার ও প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ লাভ করিত। ফলে ইতোপূর্বে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ সত্ত্বেও যেই পরিমাণ লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অবাধ মেলামেশার সুযোগে দুই বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তাহাদের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সন্ধি সম্পাদিত হইবার সময় যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সফরসঙ্গী সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা ছিল মাত্র চৌদ্দ শত, সেখানে দুই বৎসর পর মক্কা বিজয়ে রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে যুদ্ধে গমনকারী সাহাবীদের সংখ্যা দশ হাজারে উন্নীত হয় (আকবার খান নজীবআবাদী, তারীখে ইসলাম, পৃ. ১৯২)।

হুদায়বিয়ার সন্ধি মূলত 'আরবের কুরায়শ ও কিনানা গোত্রের সহিত সম্পাদিত হয়। সঙ্গত কারণেই উহার প্রভাব সমগ্র আরবের উপর পড়ে নাই। যাহারা কুরায়শদের প্রভাবাধীন ছিল না কিংবা তাহাদের সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল না এমন কিছু 'আরব গোত্র হইতে সন্ধির পরও মদীনা আক্রমণের আশংকা ছিল। ফলে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিভিন্ন দিকে কিছু কিছু সামরিক অভিযান পাঠাইতে হইত। সেই এলাকাসমূহে ইসলামের দাওয়াত দানের পরিবেশ অনুকূল বিবেচিত হইলে কিছু দা'ঈ বা প্রচারক প্রেরণ করা হইত। এই দা'ঈ বা দীন

প্রচারকগণের নিরাপত্তার খাতিরে তাহাদের সহিত কিছু সংখ্যক সৈন্যও পাঠানো হইত। ফলে ইতিহাসে এই জাতীয় প্রচারক দলকে অভিযানকারী দল হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, বঙ্গানুবাদ মুহিউদ্দিন খান, পৃ. ৪০৭)।

হুদায়বিয়ার সন্ধি পরবর্তী ইসলাম প্রচারের যেই সুযোগ আসিয়াছিল তাহা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই ক্রমধারার পরিপূর্ণতা লাভ হয় মক্কা বিজয়ের পর। ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মক্কা বিজয় করেন, অতঃপর ছাকীফ গোত্র ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সমগ্র আরব হইতে দলে দলে লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করে। 'আরবরা মূলত কুরায়শ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় ছিল। কারণ তাহারা ছিল আরব জাতির সরদার, তাহাদিগের পথ-নির্দেশক, বায়তুল্লাহ্ ও হারাম শরীফের অভিভাবক। এমনকি আরব জাতির আদি পিতা ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম (আ)-এর সরাসরি সন্তান। এই কুরায়শ সম্প্রদায়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে, তাঁহার বিরুদ্ধে যতধরনের কুট কৌশল অবলম্বন করার পন্থা ছিল উহার সবগুলিই তাহাদিগের পক্ষ হইতে করা হইত। সেই কুরায়শগণ যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মিত্র হইয়া গেল, মক্কাও বিজিত হইল, তখন সমগ্র আরব সম্প্রদায়ের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া গেল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা, তাঁহার সহিত শত্রুতা পোষণ করা তাহাদিগের সাধ্যাতিত। তখন তাহারা দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ. وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا.

"যখন আসিবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও। তিনি তো তওবা কবূলকারী" (১১০ ঃ ১-৩; ইব্ন কাছীর আদ-দিমাশকী, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৩২)।

উক্ত সময়ে ইসলাম প্রচার কার্য প্রধানত চারটি পন্থায় পরিচালিত হয়।

(১) কোন কোন প্রচারক দলের সহিত আত্মরক্ষার জন্য স্বল্প পরিমাণ সৈন্যও দেওয়া হইত যাহাতে কেহ তাহাদিগের কোন ক্ষতি সাধন করিতে না পারে। তবে তাহাদিগকে যুদ্ধ করিবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। যেমন খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কিছু সৈন্যও দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কাহারও সহিত জোর-যবরদস্তি না করার কঠোর নির্দেশ ছিল। কেহই তাঁহার আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তাঁহার দ্বারা তথায় কিছু রক্তপাতও ঘটিয়া যায়। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাহার করিয়া লইয়া তাঁহার স্থলে আলী (রা)-কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার আহ্বানে সমগ্র এলাকাবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি প্রতিটি নিহত ব্যক্তির এমন কি প্রতিটি নিহত কুকুরেরও রক্ত বিনিময় প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) ইসলামী অধিকারভুক্ত অঞ্চলে যাকাত, কর ইত্যাদি আদায়কল্পে এমন কিছু আলিম ও মুবাল্লিগ নিয়োগ করা হয় যাহারা অর্থ আদায়ের সহিত ইসলাম প্রচারের কাজও সম্পাদন

করেন। তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাতবর্গ হইলেন মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা), আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা), আদী ইব্‌ন হাতিম, আলা ইব্‌ন হাদরামী (রা), খালিদ ইব্‌ন সা'ঈদ ও যিয়াদ ইব্‌ন ওয়ালীদ প্রমুখ।

(৩) কিছু সংখ্যক লোক বিশেষভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা), মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা), 'আমর ইবনুল আস (রা), মুহায়সা ইব্‌ন মাস'উদ (রা), খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ও ওয়াবার ইব্‌ন ইয়াখনাস (রা)-কে পারস্য এলাকায়।

(৪) কোন কোন গোত্র হইতে আগত তাহাদিগের দলপতি বা প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতেন এবং কিছু কাল এখানে অবস্থান করিয়া ইসলামের তা'লীম-তারবিয়্যাত গ্রহণ করিতেন। অতঃপর নিজ নিজ এলাকায় বা গোত্রে ফিরিয়া গিয়া ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হইতেন। তাহাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ও গোত্র হইল ঃ তুফায়ল ইব্‌ন আমর দাওসী (রা), দাওস গোত্রের; যিমাদ ইব্‌ন ছা'লাবা (রা), বানূ সা'দ গোত্রের; উরওয়া ইব্‌ন মাস'উদ (রা), ছাকীফ গোত্রের; ছুমামা ইব্‌ন উছাল (রা), নজ্‌দ এলাকার; 'আমির ইব্‌ন শাহ্‌র, হামদান গোত্রের (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, প্রাগুক্ত)।

খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ (রা)-কে বানূ জাযীমায় প্রেরণ

কোন কোন গ্রন্থে জাযীমার স্থলে জুযায়মা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইব্‌ন হাজার 'আসকালানী পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে, শব্দটি জুযায়মা নহে, উহার শুদ্ধ রূপ হইল জাযীমা (ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৭১)। এই গোত্রের উর্ধ্বতন পুরুষগণ হইলেন যথাক্রমে বানূ জাযীমা ইব্‌ন 'আমির ইব্‌ন আব্‌দ মানাত ইব্‌ন কিনানা। 'আল্লামা কিরমানী অসতর্কতা বশত বলিয়া ফেলিয়াছেন, বানু জাযীমা ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন বাক্‌র ইব্‌ন আওফ যাহা আবদে কায়স্‌ গোত্রের একটি উপগোত্র। উহারা মক্কার নিম্নাঞ্চলস্থিত ইয়ালামলাম নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের নেতৃত্বে তিন শত পঞ্চাশ জন মুহাজির ও আনসার সাহাবীকে এই জনপদে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহাদিগকে কোন যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করা হয় নাই। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن ابى جعفر الباقر قال بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد حين افتتح مكة الى بنى جذيمة داعيا ولم يبعثه مقاتلا.

"আবূ জা'ফার আল-বাকির (র) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে মক্কা বিজয়ের পর বানু জাযীমার নিকট প্রচারক হিসাবে প্রেরণ করিয়াছিলেন, যোদ্ধা হিসাবে তাহাকে প্রেরণ করেন নাই" (ইব্‌ন হাজার আল-আ'সকালানী, প্রাগুক্ত)।

এই দলটিকে মক্কা বিজয়ের পর হুনায়ন অভিযানে বাহির হইবার পূর্বে শাওয়াল মাসে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই ব্যাপারে সকল গাযওয়াবিদ ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন। দা'ওয়াতী কাফিলার অধিপতি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর ইজতিহাদী অসাবধানতার দরুন এই অভিযানে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট খবরটি পৌঁছার পর তিনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে উহার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال بعث النبى ﷺ خالد بن الوليد الى بنى جذيمة فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم ويأسر منهم ودفع الى كل رجل منا اسيره حتى اذا كان يوم امر خالد ان يقتل كل رجل منا اسيره فقلت والله لا اقتل اسيرنى ولا يقتل رجل من اصحابى اسيره حتى قدمنا على النبى ﷺ فذكرناه فرفع النبى ﷺ يديه فقال اللهم انى ابرأ اليك مما صنع خالد مرتين (رواه البخارى).

"সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) হইতে তাহার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ জাযীমা গোত্রের দিকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে প্রেরণ করেন। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন। কিন্তু তাহারা "اسلمنا" ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি, এই কথাটি সুন্দরভাবে উচ্চারণ করিতে না পারিয়া বলিল, "صبأنا صبأنا" আমরা ধর্মান্তরিত হইয়াছি, ধর্মান্তরিত হইয়াছি"। উহা শুনিয়া খালিদ (রা) তাহাদিগের কতিপয় লোককে হত্যা করিলেন, আবার কতিপয় লোককে বন্দী করিলেন এবং আমাদের প্রত্যেকের নিকট বন্দী হস্তান্তর করিলেন। অতঃপর একদিন খালিদ (রা) আদেশ দিলেন, যাহার নিকট বন্দী রহিয়াছে সে যেন তাহাকে হত্যা করে। আমি আবদুল্লাহ বলিলাম, আল্লাহ্র শপথ! আমার নিকট যেই বন্দী রহিয়াছে, তাহাকে আমি হত্যা করিব না। এমনকি আমার সঙ্গী কোন লোকই তাহার বন্দীকে হত্যা করিবে না, যাবত না আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফিরিয়া আসি। আমরা তাঁহার নিকট বিষয়টি ব্যক্ত করিলাম। উহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুই হাত উত্তোলন করিয়া বলিলেন, 'হে আল্লাহ্! খালিদ যাহা করিয়াছে তাহা হইতে আমি মুক্ত' এইভাবে দুইবার বলিলেন" (বুখারী, ২খ., ৬২২)।

صبأنا শব্দের অর্থ হইল, আমি এক ধর্ম ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম গ্রহণ করিলাম। তখনকার আরবে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হইত। ফলে সেখানকার লোকজন এই শব্দটি বলিয়া ইসলাম গ্রহণের কথা বুঝাইয়াছিল। কিন্তু খালিদ (রা)-এর নিকট মুসলিম হওয়া বুঝানোর জন্য এই উক্তিটি যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই বিধায় তিনি তাহাদিগকে হত্যা করেন এবং হত্যা করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন (ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, প্রাগুক্ত)।

সীরাতবিদগণের মতে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) এই গোত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমাদের পরিচয় কি? তাঁহারা উত্তরে বলিয়াছিল, আমরা মুসলিম, আমরা সালাত আদায় করি, সাদাকাহ্ দান করি, আমাদের এখানে মসজিদ রহিয়াছে, সেখানে আযানও হয়। তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা মুসলিম হইলে তোমাদের হাতে অস্ত্র কেন? অস্ত্র লইয়া কি কারণে বাহিরে আসিয়াছ। তাঁহারা উত্তরে বলিলেন, আমাদের ধারণা ছিল হয়তো কোন শত্রুদলের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। খালিদ (রা) বলেন, উহাদিগের রণমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, উহারা সম্ভবত শত্রুবাহিনীর লোক হইবে (আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ২৬৯)।

পরবর্তী দিন ভোরে খালিদ (রা) বন্দীদেরকে হত্যা করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। বানূ সুলায়ম গোত্রের যেই সকল লোক তাহার সঙ্গে ছিল আদেশ পাওয়া মাত্র তাঁহারা কার্যকর করেন। কিন্তু

মুহাজির ও আনসার সঙ্গীরা কোন বন্দীকে হত্যা করেন নাই বরং তাঁহারা বন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খিদমতে লইয়া আসেন। এই বিষয়টি লইয়া খালিদ (রা) ও আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ (রা)-এর মধ্যে কিছু বাদানুবাদও ঘটিয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ (রা)-কে শাসাইয়া বলেন, যদি উহুদ পাহাড়ও তোমার জন্য স্বর্ণে পরিণত হইয়া যায় আর তুমি সম্পূর্ণভাবে তাহা আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর, তবুও তুমি আমার কোন সাহাবীর মর্যাদায় পৌঁছিতে সক্ষম হইবেনা। অতঃপর কিছুকাল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যাপারে খালিদ (রা)-এর উপর মনোক্ষুণ্ন ছিলেন (আবদুর রঊফ দানাপূরী, প্রাগুক্ত)।

ইব্ন হিশাম বলেন, একদল লোক যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এই সংবাদটি পৌঁছায় তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার এই আদেশ কেহ অমান্য করিয়াছিল কি? উত্তর দেওয়া হইল, হ্যাঁ, গৌরবর্ণের এক লোক ও লম্বা প্রকৃতির এক লোক কঠোরভাবে উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! প্রথম অমান্যকারী লোকটি ছিল আমার পুত্র আবদুল্লাহ্ ও দ্বিতীয় লোকটি ছিল আবূ হুযায়ফার মুক্ত দাস সালিম (রা) (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫১)।

ইব্ন কাছীর ইব্ন ইসহাক সূত্রে বলেন, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের সঙ্গে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোক ছিল, সুলায়ম ইব্ন মানসুর ও মুদাল্লাজ ইব্ন মুররাহও ছিল। তাহারা বানু জাযীমায় প্রবেশ করিয়া আতংক সৃষ্টি করে। খালিদ (রা)-কে দেখিবার পর তাহারা অস্ত্র ধারণ করে। তিনি তাহাদিগকে অস্ত্র সংবরণ করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন এক লোক বলিয়া উঠিল, হে বানূ জাযীমার লোকজন! এই লোক হইল খালিদ। সুতরাং তাঁহার ব্যাপারে সাবধান থাকিও। অস্ত্র সংবরণ করিবার পরই তোমাদেরকে বন্দী করা হইবে। আর বন্দী করিবার পরই তোমাদিগের গর্দান উড়াইয়া দেওয়া হইবে। আল্লাহ্র শপথ! আমি অস্ত্র সংবরণ করিব না। এই লোকটির নাম ছিল জাহদাম (جهدم)। তখন স্বগোত্রীয় কিছু লোক তাহাকে ধরিয়া বলিল, হে জাহদাম! তুমি কি আমাদের রক্ত প্রবাহিত করিতে চাহিতেছ? লোকজন ইসলাম গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, অস্ত্র সংবরণ করিয়াছে ও নিরাপদ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহারা তাহাকে অস্ত্রমুক্ত করিয়া লয়। আর সকলেই খালিদ (রা)-এর কথামত অস্ত্র মুক্ত হইয়া যায়। উহার পর খালিদ (রা) তাহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলেন এবং অনেককে হত্যা করিয়া ফেলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উহার সংবাদ পৌঁছিলে তিনি অত্যাধিক মর্মাহত হন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৫০)।

এই মর্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হইবার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে সেখানে প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রা)-কে বলেন ঃ

يا على اخرج الى هؤلاء القوم فانظر فى امرهم واجعل امر الجاهلية تحت قدميك.

"হে আলী! তুমি ঐ গোত্রে গমন কর। উহাদের ব্যাপারটি গভীরভাবে অনুধাবন কর। জাহিলিয়্যা যুগের সকল মন্দ কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা কর।"

'আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক প্রদত্ত সম্পদসহ তথায় গমন করেন এবং সকল হত্যার দিয়াত আদায় করেন, ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। এমনকি নিহত

কুকুরেরও বিনিময় শোধ করেন। সকল ধরনের বিনিময় ও ক্ষতিপুরণ দান করিবার পর তাহার হাতে কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। তিনি উহাও জনপদবাসীর নিকট বিলাইয়া দিয়া বলেন, অজানা কোন কিছু রহিয়া গেলে উহার বিনিময়স্বরূপ এইগুলি প্রদান করা হইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তিনি প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি তাঁহাকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেন (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত)।

ছাকীফ গোত্রে ইসলাম প্রচার

তাইফ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মদীনা অভিমুখে রওয়ানা করেন তখন ছাকীফ গোত্রপতি 'উরওয়া ইব্ন মাস'উদ তাঁহার সহিত পথিমধ্যে সাক্ষাত করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় গোত্রে ইসলাম প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ফিরিয়া গিয়া তাহাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দান করেন। নিজ গৃহের ছাদের উপর উঠিয়া তিনি ইসলামের দাওয়াত দান করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় কাফির ও মুশরিকরা তাহাকে তীরের আঘাতে হত্যা করে। ইনতিকালের পূর্বে তিনি ওয়াসিয়্যাত করিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন মুসলিম শহীদগণের সহিত দাফন করা হয়। তাঁহার শাহাদাত লাভের পর তাঁহার পুত্র আবুল মালীহ্ ও কাবির ইবনুল আসওয়াদ ইব্ন মাস'উদ ইসলামে দীক্ষিত হন। অতঃপর তাঁহারাও নির্যাতনের শিকার হইয়াছিলেন। উহার পর ছাকীফবাসিগণ অবহিত হইল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবুক হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিতেছেন এবং ইহাও অনুধাবন করিল যে, তাহারা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে না। ফলে তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। অবশেষে 'আবদ ইয়ালীল ইব্ন 'আমর ইব্ন 'উমায়রের শরণাপন্ন হইল। তিনি শর্ত দিলেন যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট গমন করিতে হইলে তাঁহার সহিত ছাকীফ গোত্রের আরও কিছুলোক পাঠাইতে হইবে। কারণ উরওয়া ইব্ন মাস'উদ (রা)-এর পরিণতি সম্পর্কে তিনি পূর্বেই অবহিত ছিলেন। অবশেষে একটি প্রতিনিধি দল লইয়া তিনি হিজরী নবম সনের রমাযান মাসে ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হন (আবদুর রহমান আল-খাদরামী, তারীখ ইব্ন খালদূন, ২খ., পৃ. ৫০)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, 'উরওয়া ইব্ন মাস'উদ (রা) ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বীয় গোত্রের প্রতি যাত্রা করিবার ইচ্ছা পোষণ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "উহারা তোমাকে হত্যা করিবে।" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, আমি উহাদিগের মধ্যে উহাদের কুমারী কন্যাগণের চেয়েও প্রিয়। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি তাহাদিগের মধ্যে অতি প্রিয় ছিলেন। কিন্তু ইসলামের দা'ওত দানের সংগে সংগে তিনি তাহাদিগের এমন শত্রুতে পরিণত হইয়া গেলেন যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে। বলা হয় তাহাকে যেই লোকটি হত্যা করিয়াছিল তাহার নাম ছিল ওয়াহ্ব ইব্ন জাবির। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'উরওয়া (রা) সম্পর্কে বলিয়াছিলেন ঃ

ان مثله فى قومه كمثل صاحب يس فى قومه.

"সে তাহার গোত্রে সেই পরিমাণ সম্মানিত যেই পরিমাণ সূরা ইয়াসীনের সাহিব (হাবীব আন-নাজ্জার) তাহার কওমের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন।"

মূসা ইব্ন 'উকবার মতে এ ঘটনাটি আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর নেতৃত্ব আদায়কৃত হজ্জের পর সংঘটিত হইয়াছিল। আবূ বাক্র আল-বায়হাকীও এই মত পোষণ করেন। কিন্তু উহা বাস্তব-সম্মত নয় (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২৩)।

'উরওয়া ইবন মাসঊদ (রা)-এর শাহাদাত লাভের পর বানূ ছাকীফ পূর্ণ একমাস পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করা না করার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্ধে ছিল। অবশেষে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলকে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। উহাদের নেতৃত্বে ছিলেন আবদ ইয়ালীল ইব্ন 'আমর, মিত্র গোত্রের ছিলেন হাকাম ইব্ন 'আমর, শুরাহ্বীল ইব্ন গায়লান, বানূ মালিক উপগোত্রের ছিলেন উছমান ইব্ন আবিল আস, আউস ইব্ন আউফ ও বাহাখ ইব্ন খারশাহ (আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬)।

মূসা ইব্ন উকবার মতে প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ছিল ১৩ জনের মত। কিনানা ইব্ন আব্দ ইয়ালীল ছিলেন তাহাদের নেতা। 'উছমান ইব্ন আবিল আস ছিলেন প্রতিনিধিদলেন সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, প্রতিনিধিদলটি মদীনার উপকণ্ঠে উপনীত হইলে সর্বপ্রথম তাহাদের সহিত সাক্ষাত হয় মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-এর। তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বাহন সমূহের পরিচর্যায় তাহাদিগের আগমনকে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি খুশিতে আটখানা হইয়া বিষয়টিকে অবহিত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি দ্রুত ধাবিত হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তাঁহাকে বিষয়টি অবহিত করিলে তিনি মুগীরা (রা)-কে বাধা দিয়া বলেন, আমিই বিষয়টি সবার আগে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অবহিত করিতে চাই। মুগীরা (রা) তাঁহার কথা মানিয়া লইলে আবূ বাক্র (রা)-ই সবার আগে তাহাদিগের আগমনের বার্তা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অবহিত করেন (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত)। মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) বানূ ছাকীফ গোত্রেরই লোক ছিলেন। ফলে তিনি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করিবার রীতি-নীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। তবুও তাহারা জাহিলিয়্যা যুগের প্রথা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদিগের অবস্থানের নিমিত্ত মসজিদের পাশেই একটি শিবির তৈরি করা হয়। খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস (রা) তাহাদিগের মধ্যে ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে মত বিনিময়ের কাজে মধ্যস্থতা করিতেন। তাহাদিগের জন্য যেই খাবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হইতে বরাদ্দ করা হইত তাহারা তাহা খালিদের গ্রহণ করিবার পূর্বে গ্রহণ করিত না। ইসলাম গ্রহণ করিবার পুর্ব পর্যন্ত তাহাদের এই মনোভাব স্থির ছিল। ইসলাম গ্রহণ করিবার পুর্বে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বরাবরে এই শর্ত পেশ করিয়াছিল যে, তাহাদিগের প্রতিমা 'লাত' তিন বৎসর পর্যন্ত অপসারণ করা হইবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। তাহারা অন্তত একটি মাস পর্যন্ত উহা বহাল রাখার অনুরোধ করিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, উহাও হইতে পারেনা। তাহারা উহা স্বহস্তে ভাঙ্গিবে না বলিয়া আবদার করিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহা মানিয়া লইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব এবং মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা)-কে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সালাত আদায় করিতে অপারগতার শর্ত আরোপ করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, যেই ধর্মে সালাত নাই সেই ধর্মে কোন কল্যাণ নাই। অর্থাৎ সালাতের ব্যাপারে কোন মার্জনা নাই। অতঃপর তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ্

ﷺ তাহাদিগকে একটি পত্র লিখিয়া দিলেন। উছমান ইব্‌ন আবিল আস (রা)-কে তাহাদিগের নেতা নিয়োগ করা হইল (আবদুর রঊফ দানাপুরী, প্রাগুক্ত)।

ইব্‌ন ইসহাক (র) বলেন, ছাকীফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদেরকে একটি অঙ্গীকারনামা লিখিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও উছমান ইব্‌ন আবিল 'আস (রা)-কে তাঁহাদের 'আমীর' নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-তাঁহার ব্যাপারে সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, ইসলামী জ্ঞান অর্জন ও আল-কুরআন শিক্ষা করিতে তিনি অতি উৎসাহী ছিলেন।

তাঁহার সূত্রে হাদীছে বর্ণিত আছে ঃ

عن عثمان بن ابى العاص قال كان من اخرما عهد الى رسول الله ﷺ حين بعثنى الى ثقيف قال يا عثمان تجوز فى الصلاة واقدر الناس باضعفهم فان فيهم الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة.

"উছমান ইব্‌ন আবিল 'আস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাকে ছাকীফ গোত্রে প্রেরণ করেন তখন তিনি বলেন, হে 'উছমান! সালাত সংক্ষেপ কর এবং মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিও। কারণ তাহাদের মধ্যে বয়ো-বৃদ্ধ, অল্প বয়স্ক, দুর্বল ও কাজে ব্যস্ত লোক রহিয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-হিনায়া, প্রাগুক্ত)।

عن عثمان بن ابى العاص قال قلت يارسول الله اجعلنى امام قومى قال انت امامهم فاقتد باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا (رواه ابو داود).

"উছমান ইব্‌ন আবিল আস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম নিয়োগ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের ইমাম। অতএব তুমি দুর্বলদের প্রতি লক্ষ্য রাখিও এবং এক ব্যক্তিকে মুয়ায্‌যিন নিয়োগ করিও যে আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবে না" (আবূ দাঊদ, সালাত অধ্যায়, আযানের বিনিময় গ্রহণ করা অনুচ্ছেদ ১খ., পৃ. ৭৯)।

ইব্‌ন ইসহাক তদীয় সূত্রে ছাকীফ গোত্রের কোন এক লোক হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিবার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত রামাযানের অবশিষ্ট দিনগুলিতে সাওম পালন করিতাম। বিলাল (রা)-আমাদিগকে সাহ্‌রী ও ইফতারী সরবরাহ করিতেন। তিনি যখন সাহ্‌রী লইয়া আসিতেন তখন আমরা বলিতাম, আমরা তো ফজর উদিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি। তখন তিনি বলিতেন, সাহরীর সময় অনেক অনেক দীর্ঘায়িত কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি সাহ্‌রী খাওয়া অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি। আবার তিনি যখন ইফতারী লইয়া আসিতেন তখন আমরা বলিতাম, আমরা তো দেখিতেছি সূর্য পরিপূর্ণভাবে অস্তমিত হয় নাই। তখন তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইফতার করিবার পরই আমি তোমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছি। এই কথা শুনিবার পরই তিনি ইফতার করিতেন (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৫খ., পৃ. ২৫)।

ছাকীফ গোত্রের আগত লোকদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতি রাত্রেই ওয়ায নসীহত করিতেন। বর্ণিত আছে ঃ

عن اوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله ﷺ فى وفد ثقيف قال فنزلت الاحلاف على المغيرة بن شعبة وانزل رسول الله ﷺ بنى مالك فى قبة له كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام فاكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه من قريش ثم يقول لا اسى وكنا مستضعفين مستذلين بمكة فلما خرجنا الى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كانت ليلة ابطأ عنا الوقت الذى كان يأتينا فيه فقلنا لقد ابطأت علينا الليلة فقال انه طرئ على جزئى من القران فكرهت ان اجيئ حتى اتمه قال اوس سألت اصحاب رسول الله ﷺ كيف يجزؤن القران فقالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع واحدى عشرة وثلاث عشرة.

“আওস ইব্ন হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ছাকীফ প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করিলাম। মিত্র গোত্রের লোকেরা আল-মুগীরা ইব্ন শু‘বা (রা)-এর বাড়িতে অবস্থান গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বানূ মালিকের মহল্লায় আমাদের নিকট প্রতি রাত্রে এশার সালাতের পর আগমন করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় আমাদের সহিত আলোচনা করিতেন। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার ফলে তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত। তাঁহার আলোচনার বেশীরভাগ ছিল কুরায়শগণ কর্তৃক তাহার নিগৃহীত হওয়া সম্পর্কে। তিনি বলিতেন, আমি কোন উষ্মা প্রকাশ করিতেছি না, তবে আমরা মক্কায় ছিলাম দুর্বল নিপীড়িত। আমরা মদীনায় আসিবার পর যুদ্ধে কখন আমরা জয়লাভ করিতাম এবং কখনও তাহারা বিজয়ী হইত। এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নির্ধারিত সময়ে আমাদের নিকট আসিতে বিলম্ব করিলেন। আমরা তাঁহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর দিলেন, আল-কুরআনের যতটুকু অংশ আমি নিয়মিত পড়িতাম তাহা ছুটিয়া যাওয়ায় তাহা পূর্ণ করিবার পূর্বে আসিতে আমার ইচ্ছা ছিল না বিধায় এই বিলম্ব। আওস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা আল-কুরআনকে কত অংশ ভাগ করিয়া তিলাওয়াত করিতেন। তাঁহারা উত্তর দিলেন, তিন, পাঁচ সাত, নয়, এগার ও তের অংশে ভাগ করিয়া কুরআন খতম করিতেন” (মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাউদ, ইব্ন মাজার বরাতে, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)।

ছাকীফ গোত্রের লোকেরা সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার পর স্বীয় শহরের দিকে রওয়ানা করে। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব ও আল-মুগীরা ইব্ন শু‘বা (রা)-কে সামনে অগ্রসর হইবার অনুরোধ জানাইলে তিনি তাহা প্রত্যখ্যান করিয়া বলিলেন, বরং আপনিই আপনার স্বজাতির প্রতি অগ্রসর হউন। মুগীরা ইব্ন শু‘বা (রা) কুঠার দ্বারা প্রতিমার উপর চড়াও হইলে তাঁহার স্বজাতীয় বানূ মু‘তাব গোত্রের লোকেরা তাঁহার আশে-পাশে পাহারা বসাইয়াছিল যাহাতে

‘উরওয়া ইব্‌ন মাস‘উদ (রা)-এর মতে তাহার ভাগ্যবরণ করিতে না হয়। প্রতিমা ভাঙ্গিয়া ফেলার করুণ দৃশ্য দেখিবার উদ্দেশ্যে স্বগোত্রীয় মহিলারা বাহিরে চলিয়া আসে এবং নিজেদের পুরুষগণ-কে কাপুরুষ বলিয়া তিরস্কারমূলক কবিতা আবৃত্তি করিতে থাকে। প্রতিমাটি অপসারণ করিয়া আল-মুগীরা (রা) উহার গায়ে জড়ানো সকল অলংকার লইয়া আসেন। উহা আবূ সুফয়ান (রা)-এর নিকট হস্তান্তর করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরওয়া ইব্‌ন মাস‘উদ ও আল-আসওয়াদ ইব্‌ন মাস‘উদ-এর ঋণ পরিশোধার্থে এই সম্পদরাজি লইয়া আসার নির্দেশ দিয়াছেন (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)।

মূসা ইব্‌ন ‘উকবার রিওয়ায়তে রহিয়াছে যে, বানূ ছাকীফ গোত্রের কিনানা ইব্‌ন আবদ ইয়ালীল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট যিনা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা তাহা হারাম করিয়াছেন। ইরশাদ হইয়ারেছ ঃ لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا “যিনার নিকটবর্তী হইও না”। সূদ খাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন, لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا “তোমরা সূদ খাইও না”। শরাব পানের অনুমতি চাহিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, উহা শয়তানী কাজ। আল্লাহ্ তা‘আলা ইরশাদ করিয়াছেন, إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ الخ “শরাব পান করা ও জুয়া খেলা......... অপবিত্র কাজ”। উহা শ্রবণ করিয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিবার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করিল। কিন্তু তাহাদের প্রতিমাসমূহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অভিমত চাহিলে তিনি সব কয়টি ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। তাহারা বলিয়া উঠিল, এই প্রতিমাসমূহ যদি জানিতে পারে যে, আমরা তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলিব তাহা হইলে উহারা আমাদিগকে উল্টা হত্যা করিয়া ফেলিবে। উহাতে ‘উমার (রা) বলিয়া উঠিলেন, ওহে আবদে ইয়ালীল পুত্র! কিসের প্রলাপ বকিতেছ? এইগুলিতো অনুভূতিহীন জড় পদার্থ। ‘উমার (রা)-এর কথায় তাঁহারা বিরক্তি প্রকাশ করিল। অবশেষে তাঁহারা স্বহস্তে প্রতিমাসমূহ না ভাঙ্গিবার অনুরোধ জানাইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহা মানিয়া লইলেন। অন্যদের দ্বারা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। অতঃপর তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করলেন (দানাপুরী, প্রাগুক্ত)।

নাজরানের হারিছ ইব্‌ন কা‘ব গোত্রে ইসলাম প্রচার

দশম হিজরীর রবিউল আখির কাহারও কাহারও মতে রবিউল আউয়াল অথবা জুমাদাল উলা মাস। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে নাজরানস্থিত হারিছ ইব্‌ন কা‘ব গোত্রে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁহার সহিত চার শত লোকের একটি বাহিনীও প্রেরণ করেন (তাবারী, আত-তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলুক, ৩খ., পৃ. ১২৬)। রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে অসিয়্যত করেন যে, উহাদিগের সহিত প্রথমেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না। সর্বপ্রথম তাহাদিগকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিবে। তাহা যেন সংখ্যায় তিন বারের কম না হয়। যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে সম্মত হয় তাহা হইলে তো ভালই, অন্যথায় তাহাদের সহিত তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে। খালিদ (রা) সেখানে পৌঁছিয়া সর্বত্র অশ্বারোহী লোক পাঠাইয়া ইসলামের দাওয়াত ব্যাপকভাবে প্রচার করিলেন। তাহাদিগের ইসলামের দাওয়াত দান ছিল এইরূপ ঃ

ايها الناس اسلموا تسلموا.

"ওহে লোকসকল! ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদ হইয়া যাইবে।"

তাহারা স্বতঃসিদ্ধভাবে ইসলাম গ্রহণ করিল। দাওয়াত দানকারিগণের সম্মান করিল। অতঃপর খালিদ (রা) তাহাদের মধ্যে অবস্থান গ্রহণ কারিয়া কুরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষা দানে ব্রতী হইলেন। কিছু দিন অবস্থান গ্রহণ করিবার পর তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বরাবরে পত্র লিখিলেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبى رسول الله من خالد بن الوليد السلام عليك يا رسول الله ﷺ ورحمة الله وبركاته فانى احمد إليك الذى لا اله الا هو اما بعد يا رسول الله ﷺ فانك بعثتنى الى بنى الحارث بن كعب وامرتنى اذا اتيتهم ان لا اقاتلهم وان ادعوهم الى الاسلام فان اسلموا قبلت منهم وعلمتهم معالم الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه ﷺ وان لم يسلموا قاتلتهم وانى قدمت فدعوتهم الى الاسلام ثلثة ايام .....

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ কর্তৃক মুহাম্মাদ আল্লাহ্র নবী ও রাসূলের প্রতি। হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র রহমত, বরকত ও শান্তি আপনার উপর বর্ষিত হউক। আমি আপনার সামনে প্রশংসা করিতেছি আল্লাহ্র যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতঃপর ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন আল-হারিছ ইব্ন কা'ব গোত্রের প্রতি। আমাকে আদেশ করিয়াছেন, যখন আমি তাহাদের মধ্যে পৌঁছিব তখন তাহাদের সহিত কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইব না। আমি তাহাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান জানাইব। তাহারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহা গ্রহণ করিব। তাহাদিগকে ইসলামের নীতিমালা আল্লাহর কুরআন ও তাঁহার নবীর সুন্নাহ শিক্ষা দিব। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলে তাহাদের সহিত জিহাদ করিব। আমি তাহাদের নিকট আগমন করিয়াছি, তাহাদেরকে তিন দিন ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিয়াছি ...."।

খালিদ (রা)-এর এই পত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হস্তগত হইবার পর তিনি তদুত্তরে নিম্নোক্ত পত্র লিখিলেন—

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى رسول الله الى خالد بن الوليد سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو اما بعد فان كتابك جاءنى مع رسولك يخبر ان بنى الحارث بن كعب قد اسلموا قبل ان تقاتلهم واجابوا الى ما دعوتهم اليه من الاسلام وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان قد هداهم الله بهداه فبشرهم وانذرهم واقبل وليقبل معك وفدهم والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূলের পক্ষ হইতে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ-এর প্রতি। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি তোমার নিকট আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতঃপর দূত মারফত তোমার পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে। উহাতে সংবাদ রহিয়াছে যে, আল-হারিছ ইব্‌ন কা'ব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে কোন ধরনের যুদ্ধ করা ব্যতিরেকে। তুমি তাহাদেরকে যেই ইসলামের দাওয়াত দিয়াছিলে তাহারা উহা গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা সাক্ষী দান করিয়াছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই; মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁহার রাসূল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার রহমতের দ্বারা তাঁহাদেরকে হিদায়াত করিয়াছেন। তুমি উহাদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর, ভীতি প্রদর্শন কর। তুমি চলিয়া আস এবং তোমার সহিত উহাদের প্রতিনিধি দল লইয়া আস। আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৭৬)।

খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-এর সহিত এই গোত্রের যেই প্রতিনিধি দল আগমন করিয়াছিল তাঁহারা হইল কায়স ইব্‌ন হুসায়ন যুলগুস্‌সা, ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মাদান, ইয়াযীদ ইবনুল মাজমাল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কারাদ ও শাদ্দাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা জাহিলিয়্যা যুগে কিসের দ্বারা শত্রুদের উপর বিজয়ী হইতে? তাঁহারা প্রথমে বলিয়াছিল, আমরা কাহারাও উপর বিজয়ী হইতাম না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার বলিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই তোমরা অন্যদের উপর বিজয়ী হইতে। তাহারা তখন উত্তরে বলিল, আমরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকিতাম, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হইতাম না, আমরা কাহারও উপর অত্যাচার করিতাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের উত্তর শুনিয়া বলিলেন, তোমরা সত্যই বলিতেছ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ কায়স ইব্‌ন হুসায়ন (حصين)-কে তাহাদিগের শাসক নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা শাওয়াল মাস কিংবা যিলকা'দা মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। উহার চারমাস পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকাল হইয়া যায় (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৮)।

প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হইবার পর তিনি তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, উহাদিগকে 'আল-হিন্দ' (ভারতবর্ষের) মানুষের মত দেখা যাইতেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, যদি খালিদ এই মর্মে পত্র না লিখিত যে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ, তোমরা যুদ্ধে উদ্যত হও নাই তাহা হইলে, আমি তোমাদের মাথা স্ব স্ব পদতলে ফেলিয়া দিতাম। তখন ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদুল মাদান বলিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা আপনার হাম্‌দ (প্রশংসা) করিতেছিনা, খালিদেরও নয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা কাহার হাম্‌দ করিবে? তাঁহারা উত্তর দিল, যেই আল্লাহ্ আপনার বদৌলতে আমাদিগকে হিদায়াত করিয়াছেন, আমরা তাঁহারই প্রশংসা করি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, তোমরা সত্যই বলিয়াছ (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত)।

নাজরানের খৃস্টানদেরকে ইসলামের দাওয়াত

মক্কা নগরী হইতে সাত মনযিল দূরে ইয়ামানের দিকে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ এলাকার নাম হইল নাজরান। আরবীয় খৃস্টানগণ সেখানে বসবাস বরিত এবং এখানে তাহাদের একটি বিরাট গির্জাও ছিল। গির্জাটিকে তাহারা মুসলামানদের কা'বা-প্রীতির মত সম্মান করিত। আরবের

বুকে উহার সমপর্যায়ের খৃস্টানগণের অন্য কোন উপাসনালয় ছিলনা। এইখানে অনেক প্রসিদ্ধ ধর্মীয় যাজক বসবাস করিত। ইহাদের উপাধি ছিল সায়্যিদ ও আকিব (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, বঙ্গানুবাদ মুহিউদ্দিন খান, পৃ. ৪২৮)। সত্তর জনের একটি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়াছিল। উহাদের নেতা ছিল আল-কিনদা গোত্রীয় 'আবদুল মাসীহ্, ধর্মীয় যাজক ছিল বাক্র ইব্ন ওয়াইল গোত্রের আবূ হারিছা এবং সরদার আল-আয়হাম। খৃস্টান এই প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া তাহাদের ধর্মের যথার্থতা সম্পর্কে ঝগড়ায় লিপ্ত হইল। তখনই সূরা আল-ইমরানের প্রথম দিকের কতিপয় আয়াত ও 'মুবাহালা'র বিধান অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তাহারা মুবাহালায় অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং সন্ধিতে উপনীত হয়। সন্ধি অনুযায়ী তাহারা তাহাদের জন্য একজন শাসক প্রেরণের আবেদন জানাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে নাজরানের শাসক নিয়োগ করেন। অতঃপর তাহাদের 'আকিব' ও 'সায়্যিদ' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করে (ইব্ন খালদূন, কিতাবুল ইবার ওয়াদ-দীওয়ান, তারীখে ইব্ন খালদূন, ২খ., পৃ. ৫৭)।

কুরয ইব্ন আলকামা সূত্রে ইব্ন ইসহাক বলেন, নাজরানের এই খৃস্টান প্রতিনিধি দলে ষাট জন অশ্বারোহী ছিল। উহাদের মধ্যে চব্বিশ জন ছিল উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গ। তিন ব্যক্তি ছিল এমন স্তরের লোক, যাহাদের কর্তৃত্বাধীন ছিল গোটা সম্প্রদায়ের দায়ভার। উহাদের পরিভাষায় 'আকিব' বলা হইত যাহার হাতে পুরা সম্প্রদায়ের নেতৃত্বদানের কর্তৃত্ব থাকিত। তাহার নির্দেশ ও পরামর্শ ব্যতিরেকে নাজরানবাসী কোন কাজ করিত না। তাহাদের এই শাসকের নাম ছিল আবদুল মাসীহ। দলকে সুশৃংখলভাবে পরিচালনা করা ও বাহনের ব্যবস্থাপনা যাহার হাতে ন্যস্ত থাকিত তাহাকে উহাদের পরিভাষায় সায়্যিদ বলা হইত। এই দায়িত্বে তখন নিয়োজিত ছিল 'আয়হাম'। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা। তিনি ছিলেন তাহাদের ধর্মীয় যাজক এবং খৃস্ট ধর্মের সর্বোচ্চ পণ্ডিত। আবূ হারিছা বাক্র ইব্ন ওয়াইল গোত্রের লোক ছিল। কিন্তু সে বসবাস করিত খৃষ্টানদের সহিত। বাইবেলের উপর ছিল তাহার অগাধ পাণ্ডিত্য। তদানিন্তন খৃস্টান রোম শাহী তাহার ধর্মীয় পাণ্ডিত্য ও গবেষণার কথা অবহিত হইয়া তাহাকে খুবই সমাদর করিয়াছিল এবং তাহাকে একটি গির্জা নির্মাণ করিয়া দিয়াছিল। এই প্রতিনিধিদল মদীনার দিকে রওয়ানা করিলে পথিমধ্যে আবূ হারিছা তাহার ভাই কুরয ইব্ন আলকামাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিল, আল্লাহ্র কসম, তিনিই সেই উম্মী নবী যাঁহার প্রতীক্ষায় আমরা ছিলাম। কিন্তু এই কথা প্রকাশ করিয়া দিলে সকল মানুষ আমাদের বিরোধী হইয়া যাইবে। কুরয ইব্ন আলকামা তাহার এই কথা মনে রাখিয়াছিলেন। ফলে মদীনায় পৌঁছিয়া তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া ফেলেন (আবদুর রঊফ, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৪২৪)। এই সম্পর্কে হাদীছে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن حذيفة قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران الى رسول الله ﷺ يريدان ان يلاعناه قال فقال احدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلاعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قالا انا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا امينا ولا تبعث معنا الا امينا فقال لابعثن معكم رجلا امينا حق امين حق امين

فاستشرف لها اصحاب رسول الله ﷺ فقال قم يا ابا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله ﷺ هذا امين هذه الامة (رواه البخارى فى كتاب المغازى باب قصة اهل نجران).

"হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাজরান অঞ্চলের দুই দলপতি আকিব ও সায়্যিদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহার সহিত মুবাহালায় লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করিল। তখন তাহাদের একজন তাহার সঙ্গীকে বলিল, তাহা করিও না। যদি তিনি সত্যই নবী হইয়া থাকেন আর আমরা তাঁহার সহিত মুবাহালায় লিপ্ত হই তাহা হইলে আমরা কৃতকার্য হইতে পারিব না এবং আমাদের পশ্চাতের লোকেরাও নয়। অতঃপর তাহারা বলিল, আপনি যাহা চাহিবেন তাহা আমরা দান করিব। আমাদের সহিত একজন বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করুন, বিশ্বস্ত ব্যতীত কাহাকেও প্রেরণ করিবেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট যথার্থ এবং খুবই বিশ্বস্ত এক লোককে পাঠাইব। বিশ্বস্ততার এই মানদণ্ড কাহার ভাগ্যে জুটিবে উহার প্রত্যাশায় ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহ্বান করিলেন আবূ 'উবায়দা ইব্নুল জাররাহ (রা)-কে। তিনি যখন দাঁড়াইলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, সে হইল এই উম্মতের বিশ্বস্ত লোক" (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, নাজরানবাসীর ঘটনা অনুচ্ছেদ, ২খ., পৃ. ৬২৯)।

নাজরানবাসীর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত যেই পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহা ছিল নিম্নরূপ ঃ

باسم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب من محمد النبى رسول الله الى اسقف نجران اسلم انتم فانى احمد اليكم اله ابراهيم واسحاق ويعقوب اما بعد فانى ادعوكم الى عبادة الله من عبادة العباد وادعوكم الى ولاية الله من ولاية العباد فان ابيتم فالجزية فان ابيتم اذنتكم بحرب والسلام.

"ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূব (আ)-এর ইলাহের নামে মুহাম্মাদ আল্লাহ্র নবী ও রাসূলের পক্ষ হইতে নাজরানের ধর্মযাজকের প্রতি। আমি তোমাদের নিকট ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূব (আ)-এর ইলাহের প্রশংসা করিয়া বলিতেছি, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। অতঃপর আমি তোমাদেরকে দাওয়াত প্রদান করিতেছি মানুষের উপাসনা বর্জন করিয়া আল্লাহ্র উপাসনায় ফিরিয়া আসিবার এবং মানুষের অধীনতা পরিহার করিয়া আল্লাহ্র অধীনতা গ্রহণ করিবার জন্য। এই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিলে তোমাদেরকে কর প্রদান করিতে হইবে। করদানে অস্বীকৃতি জানাইলে তোমাদেরকে যুদ্ধের মুখামুখি হইবার কথা জানাইয়া দিতেছি। ওয়াসসালাম।"

এই পত্রটি রাসূলুল্লাহ্ (স) লিখিয়া দিলেন তাঁহার উপর সূরা আন-নামলের বিসমিল্লাহ্ সম্বলিত ৩০ নম্বর আয়াতটি নাযিল হইবার পূর্বে। যাহার ফলে باسم اله ابراهيم الخ বলিয়া শুরু করা হইয়াছিল (আল-বায়হাকী, বরাত আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৪২)।

পত্রটি যাজকের হস্তগত হইবার পর সে দারুণভাবে আলোড়িত হইল, শুরাহবীল ইব্ন ওয়াদা'আকে ডাকিয়া পাঠাইল এবং চিঠিটির বিষয়বস্তু অবহিত হইয়া মন্তব্য করিতে নির্দেশ দিল।

সে অভিমত ব্যক্ত করিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমা'ঈল (আ)-এর বংশধর হইতে যেই নবী প্রেরণ করিবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তিনিই সেই নবী। নুবুওয়াতের ব্যাপারে আমার অন্য কোন অভিমত নাই। উহাতে যাজকটি বিরক্ত হইয়া তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল। অতঃপর হিময়ার গোত্রের 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন শুরাহবীলকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহাকে চিঠিটি পড়িয়া অভিমত ব্যক্ত করিতে নির্দেশ দিল। সেও প্রথমোক্ত ব্যক্তির ন্যায় অভিমত ব্যক্ত করিলে তাহাকেও সরিয়া যাইতে নির্দেশ দিল। সর্বশেষ বানুল হারিছ গোত্রের জিবাল ইব্ন ফায়দের নিকট পত্রটি পড়িয়া মন্তব্য করিতে নির্দেশ দিল। সেও পূর্বোক্ত দুই জনের ন্যায় অভিমত ব্যক্ত করিল। তিন জনই যখন অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করিল তখন সে সারাদেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের সভা আহ্বান করিল। সকলেরই ঐক্যবদ্ধ অভিমত হইল যে, পূর্বোল্লেখিত তিন জনকেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাঁহার অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করার ব্যবস্থা করা হউক। তাহারা মদীনায় উপনীত হইয়া ভ্রমণের লেবাস পোশাক পরিবর্তন করিল এবং অহংকারবশত যাজকদের পোশাক ও স্বর্ণের আংটি পরিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইল। অতঃপর তাঁহাকে সালাম দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামের উত্তর প্রদান করেন নাই, তাহাদের কোন কথার উত্তরও দেন নাই। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষমান রহিবার পর তাহারা উপায়ন্তর না দেখিয়া তাহাদের পূর্বপরিচিত উছমান ইব্ন 'আফফান ও আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-কে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অতঃপর তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিতি ও তাহাদের সালাম ও কালামের উত্তর না দিবার বিষয়টি অবহিত করিল। এই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন আলী ইব্ন আবী তালিব (রা), উছমান ও আবদুর রহমান (রা)। এই বিষয়ে তাঁহার নিকট পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিলেন, আমার মনে হয় উহারা তাহাদের এই পোশাক পরিবর্তন করিয়া সফরের বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত হইবে। তাহারা তাহাই করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সালাম দিলে তিনি উত্তর প্রদান করিলেন। অতঃপর বিভিন্ন বিষয়ে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অবহিত হইতে চাহিল। এক পর্যায়ে তাহারা বলিল, আমরা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী আমরা আমাদের নবী ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনার অভিমত জানিতে চাহি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, আজ আমি তাঁহার সম্পর্কে কিছুই বলিতে পারিবনা। তোমরা অপেক্ষা কর, আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্পর্কে আমার উপর যাহা অবতীর্ণ করিবেন তাহা আমি তোমাদিগকে বলিব। পরবর্তী দিন তাহারা আবার উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছে।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ. اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَاءَنَا وَاَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكٰذِبِيْنَ.

"আল্লাহ্র নিকট নিশ্চয়ই ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, হও, ফলে সে হইয়া গেল। এই সত্য তোমার

প্রতিপালকের নিকট হইতে। সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর যে কেহ এই বিষয়ে তোমার সহিত তর্ক করে তাহাকে বল, আইস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারিগণকে এবং তোমাদের নারিগণকে, আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে, অতঃপর আমরা আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্র লা'নত" (৩ ঃ ৫৯-৬১)।

এই আয়াতের বিষয়বস্তুকে নাজরানের এই খৃস্টানগণ মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ফলে পরবর্তী দিন ভোরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত হাসান (রা), হুসায়ন (রা) ও তাঁহাদিগের পশ্চাতে হযরত ফাতিমা (রা)-কে লইয়া মুবাহালায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য বাহির হইলেন। সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কোন কোন স্ত্রীও ছিলেন। অবস্থা দৃশ্যে শুরাহবীল বলিয়া উঠিল, বিষয়টি খুবই ঘোরতর। যদি এই লোক নবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে মুবাহালা করিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমণ্ডলে আমাদের একটি নখ, এমন কি একটি চুলও অবশিষ্ট থাকিবেনা। তখন তাহার দুই সঙ্গী বলিয়া উঠিল, এখন আমাদের করার কী আছে? শুরাহবীল বলিল, আমার অভিমত হইল, তাঁহাকে আমরা কর্তা হিসাবে মানিয়া লইব। তিনি যাহা বলিবেন, দ্বিধাহীন চিত্তে উহা গ্রহণ করিব। তিনি কখনও অন্যায় আদেশ দিবেন না। তাহার সঙ্গীদ্বয় এই অভিমত মানিয়া লইল। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে মুবাহালা পরিত্যাগের নিবেদন করিয়া একদিন একরাত্র সময় প্রার্থনা করিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহা অনুমোদন করিলেন। পরবর্তী দিবস সকাল বেলা তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত চুক্তিনামা লিখিয়া দিলেন।

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماكتب محمد النبى الامى رسول الله لنجران ان كان عليهم حكمه فى كل صفراء وبيضاء ورقيق فافضل عليهم وترك ذلك كله على الفى حلة فى كل رجب الف حلة وفى كل صفر الف حلة وذكر تمام الشرط.

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে উম্মী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হইতে এই লিপিকা নাজরানবাসীর প্রতি। তাহাদের প্রতি আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-এর আদেশ ছিল সোনারূপা (নগদ অর্থ) প্রদানের, কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদেরকে উহা প্রদান হইতে রেহাই দিলেন এই শর্তে যে, তাহারা প্রতি বৎসর দুই হাজার জোড়া চাদর প্রদান করিবে, এক হাজার রজব মাসে এবং এক হাজার সফর মাসে। লিপিকায় অন্যান্য শর্তও উল্লেখ করিয়া ফরমানটি তাহাদেরকে প্রদান করিলেন" (তাফসীর ইব্ন কাছীর, উর্দূ, ১খ., ৩য় পারা, পৃ. ৭৫)।

এই পত্রটি লইয়া নাজরানের উচ্চ পর্যায়ের এই প্রতিনিধি দল স্বদেশে পৌঁছিয়া উহা তাহাদের ধর্মীয় নেতার নিকট হস্তান্তর করিল। সে উহা পাঠ করিয়া আকস্মিক বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্র কসম! তিনি আল্লাহ্র রাসূল। উহা শুনিয়া ধর্মযাজকের মাতৃপক্ষীয় ভাই বিশ্র ইব্ন মা'রূর মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হইল। সে তখন বহু বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও নিবৃত্ত হইল না। সোজা মদীনায় উপনীত হইবার পর তাহার উটটি যাত্রা বিরতি করিল। তাৎক্ষণিক তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। কোন এক জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়া শাহাদাত লাভের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদীনাতেই অবস্থান করিতে থাকিলেন (আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩০)।

বানূ আসাদ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

বানূ আসাদ গোত্র ছিল বিভিন্ন রণাঙ্গনে কাফির কুরায়শ গোত্রের দক্ষিণ হস্ত। আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর খিলাফত কালে এ গোত্রেরই লোক তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ মিথ্যা নবুওয়তের দাবী করিয়াছিল। হিজরী নবম সনে উহারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী ﷺ, অনুবাদ মুহিউদ্দীন খান, পৃ. ৪২৯)।

আল-ওয়াকিদীর বিররণ মতে বানূ আসাদ গোত্রের দশজন লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়াছিল। এই প্রতিনিধি দলের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা ছিলেন ওয়াবিসা ইব্‌ন মা'বাদ, তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ, নাফাদা ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন খালফ ও হায্‌রামী ইব্‌ন আমির। উহাদের নেতা ছিল হায্‌রামী ইব্‌ন 'আমির। তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৫খ., পৃ. ৬৮)।

এই গোত্রীয় লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসে এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা মুসলমান হইয়াছি, অন্যান্য আরব জাতিরা আপনার সহিত যখন যুদ্ধে লিপ্ত তখন কোন ধরনের ঝগড়া-বিবাদ ব্যতিরেকে আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, উহাদের অনুভূতি বড়ই দুর্বল, শয়তান উহাদের কথার উপর কথা বলিতেছে। তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لاَ تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

"উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না; বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদেরকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও" (৪৯ ঃ ১৭)।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার জ্ঞানের পরিধি যে সুগভীর ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে সকল সৃষ্টির জ্ঞানই যে তিনি রাখেন সেই কথা অবহিত করেন (মুসনাদে বাযযার, বরাত তাফসীর ইব্‌ন কাছীর (উর্দূ), ৫খ, ২৭ পারা, পৃ. ৯০)।

আয্‌দ গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা মতে আয্‌দ গোত্রের দলপতি সুরদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ সদলবলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করিবার পরও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে গোত্রপতি হিসাবে বহাল রাখেন। তাঁহাকে ইয়ামানের বিভিন্ন মুশরিক গোত্রের সহিত জিহাদ করিবার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইয়ামানের সর্বাধিক সংরক্ষিত অঞ্চল জুরুশ অবরোধ করেন। খাছ'আম গোত্রের লোকেরা তাহাদিগকে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হইবার কথা অবহিত করেন। তাহারা স্ব-স্ব বাসস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এক মাস পর্যন্ত তাহারা অবরুদ্ধ থাকে। অতঃপর সুরদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ (রা)

অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া লইলে জুরুশবাসীরা মনে করে যে মুসলিমগণ ব্যর্থতা স্বীকার করিয়া পালাইতেছে। ফলে তাহারা শহরের নিকটস্থ 'শুক্র নামক পাহাড়ের কাছে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করে। সুরদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা) ও তাঁহার বাহিনী পাল্টা আক্রমণ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। উহাদিগকে কতল করা হয়। জুরুশবাসীরা পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট মদীনায় দুইজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা ঐ দিবসের আসরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শুক্র কোন অঞ্চলে অবস্থিত? তাহারা উত্তর দিল, আমাদের এলাকার একটি পাহাড়ের নাম কুশর। জুরুশবাসীরা উহাকে কুশর হিসাবেই আখ্যায়িত করিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, উহা কুশর নয় বরং উহার নাম শুক্র। দূত হিসাবে আগত লোক দুইটি জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেখানকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনার নিকট কি সংবাদ রহিয়াছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, সেখানে আল্লাহ্র উটগুলিকে বর্তমানে কুরবানী দেওয়া হইতেছে। তাহারা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আবূ বাক্র সিদ্দীক ও উছমান (রা)-এর মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িল। বিশিষ্ট এই দুই সাহাবী তখন তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদিগকে তোমাদিগের স্বজাতির ইনতিকালের সংবাদ প্রদান করিলেন। তাহারা তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট স্বজাতির দুর্দশা লাঘবের জন্য দু'আ চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন দু'আ করিলেন اللهم ارفع عنهم। "হে আল্লাহ্! উহাদের সংকট বিদূরিত কর।" তাহারা যখন জুরুশ প্রত্যাবর্তন করিল, তখন অবহিত হইল যে যেই দিবসে যেই মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহাদের দুর্দশার সংবাদ জানাইয়াছিলেন ঠিক সেই সময় উহাদিগকে কতল করা হইয়াছিল। অতঃপর সেখানকার যাহারা জীবিত ছিলেন তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম হিসাবে তাহারা গণ্য হইতে লাগিল। উহাদের অঞ্চলকে নিরাপদ অঞ্চল হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোষণা দিলেন (আত-তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলুক, পৃ. ১৩০-১৩১)।

হামদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

তাবূক যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মদীনায় প্রত্যাবর্তন কালে হামদান গোত্রের প্রতিনিধিগণ তাঁহার নিকট আগমন করেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন মালিক ইব্ন নামাত, আবূ ছাওর যুলামিশ'আর, মালিক ইব্ন আয়ফা, যিমাম ইব্ন মালিক আস-সালামানী ও 'উমায়রা ইব্ন মালিক আল-খারিফী। তাহাদের পরিধানে ছিল তখন হিব্রী চাদর, মাথায় ছিল 'আদনিয়া' পাগড়ী। তাহারা 'মাহরিয়া' উটের উপর আরোহণ করিয়াছিল। মালিক ইব্ন নামাত তখন স্বীয় গোত্রের প্রসংসায় রাসূলুল্লাহ্র ﷺ-এর সম্মুখে কবিতা পাঠ করিতেছিলেন। মালিক ইব্ন নামাত আরও বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কতিপয় লোক হামদান গোত্রের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে আগমন করিয়াছি। ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই আমাদের আগমন। হামদান গোত্র এই ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করে না। তাহারা বাতিল ইলাহগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়াছে (আস-সুহায়লী, আর-রাওযুল উনুফ,

মালিক ইব্ন নামাত একজন কবি ছিলেন। তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্ব-জাতির উপর 'আমীর' নিয়োগ করেন। তাঁহাকে একটি পত্র লিখিয়া দেন। তাহারা যাহাই প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা মঞ্জুর করেন। তাহাদিগকে ছাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ করিয়াছিলেন। ফলে ছাকীফ গোত্রের কোন কাফেলা বাহির হইলেই উহাদের উপর তাহারা আক্রমণ করিত। উহাদিগকে ছাকীফ গোত্রের সহিত জিহাদের আদেশ দানের বর্ণনার সহিত আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা দ্বিমত পোষণ করেন। কারণ হামদানী গোত্র ছিল ইয়ামানের অধিবাসী আর ছাকীক গোত্র ছিল তাইফের বাসিন্দা।

সুনানে বায়হাকীতে সহীহ সনদে হযরত বারা ইব্ন 'আযিব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করিলেন। উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার লোকদিগকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। আমিও ছিলাম তাঁহার অন্যতম সঙ্গী। আমরা ছয় মাস পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত দিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই ইসলাম গ্রহণ করিল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে সেখানে প্রেরণ করিলেন এবং খালিদ (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এই আদেশও দান করিলেন যে, খালিদ (রা)-এর সঙ্গিগণের কেহ আলী (রা)-এর সহিত থাকিয়া যাইতে চাহিলে থাকিতে পারিবে। ফলে আমি সেখানে রহিয়া গিয়াছিলাম। আমরা যখন সেখানকার লোকদিগের প্রতি রওয়ানা করিলাম তখন তাহারা আমাদের সহিত মিলিত হইল। আমরা একই কাতারে সারিবদ্ধ হইয়া আলী (রা)-এর ইমামতিতে সালাত আদায় করিলাম। সালাত আদায়ান্তে আলী (রা) তাঁহাদিগকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তখন হামদান গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিল। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে উহাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানাইয়া পত্র লিখিলেন। পত্র পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সিজদায় পতিত হইলেন। সিজদা হইতে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, আসসালামু 'আলা হামদান, আসসালামু 'আলা হামদান ঃ হামদানবাসীদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, হামদানবাসীদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক (আবদুর রঊফ দানা পুরী, আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৪২২)।

আবূ মূসা ও মু'আয (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ

আরব রাজ্যসমূহের মধ্যে ইয়ামন ছিল সর্বাধিক স্বাচ্ছন্দ্যশীল এলাকা। প্রাচীন কাল হইতেই উহা উন্নতমানের বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিতেছিল। সাবা ও হিময়ারীদের বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এখানেই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইহলোকে আগমনের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ৫২৫ খৃস্টাব্দে আবিসিনিয়ার খৃস্টানগণ ইয়ামন দখল করিয়া লয়। তাঁহার জন্মের কয়েক বৎসর পর পারসিকগণ উহা জবরদখল করিয়া ফেলে। পারসিক গভর্নর কর্তৃকই উহা শাসিত হইতেছিল। ইয়ামনবাসীরা ছিল জাতিগত দিক দিয়া কাহতাল বংশোদ্ভূত। এই দিকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন ইসমাঈল (আ)-এর রক্তধারার অন্তর্গত আরব। এই জাতিগত পার্থক্যের ফলে সেখানে ইসলাম প্রচারের কিছু সমস্যা অনুভূত হইত। ইয়ামনীরা নিজেদের সংস্কৃতি ও রাজ্য শাসন লইয়া অপরদের উপর গর্ববোধ করিত। সমগ্র আরব জাতি তাহাদিগের উন্নত মর্যাদাকে একবাক্যে স্বীকার করিত। আরবে ইয়ামনীগণই শাসক হিসাবে বিবেচিত হইত। উহার প্রমাণ মিলে যখন ইয়ামন বংশোদ্ভূত কিনদা গোত্রভুক্ত প্রতিনিধি দল মক্কায়

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিত তখন গোত্রপতি বলিয়া উঠে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ও আমরা কি একই বংশোদ্ভুত নই! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জওয়াবে বলিতেন, না, আমরা নায্র ইব্ন কিনানা বংশের লোক। আমরা আপন মাতার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিতে পারি না। স্বীয় পিতাকেও অস্বীকার করি না (ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, ১খ., পৃ. ৩২)।

সাধারণভাবে ইয়ামনে ইসলাম প্রচারের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'আয ইব্ন জাবাল এবং আবূ মুসা আল-আশআরী (রা)-কে প্রেরণ করেন। তাঁহারা স্বতন্ত্র দুইটি অঞ্চলের দায়িত্ব লইয়া সেখানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বিদায় হজ্জের পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাদেরকে প্রেরণ করেন। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن ابى بردة قال بعث رسول الله ﷺ ابا موسى ومعاذ بن جبل قال بعث كل واحد منهما على مخلاف قال واليمن مخلافان ثم قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا فانطلق كل واحد منهما الى عمله قال وكان كل واحد منهما اذا سار فى ارضه كان قريبا من صاحبه احدث به عهدا فسلم عليه فسار معاذ فى ارضه قريبا من صاحبه ابى موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى واذا هو جالس وقد اجتمع اليه الناس واذا رجل عنده قد جمعت يداه الى عنقه فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس ايم هذا قال رجل كفر بعد اسلامه قال لا انزل حتى يقتل قال انما جئ به لذلك فانزل قال ما انزل حتى يقتل فامر به فقتل ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القران قال اتفوقه لفوقا قال فكيف تقرأ انت يا معاذ قالا انام اول الليل فاقوم وقد قضيت جزئى من النوم فاقرأ ما كتب الله لى فاحتسب نومتى كما احتسب قومتى (رواه البخارى).

"আবূ বুরদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবূ মূসা ও মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামান অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি (আবূ বুরদা) বলেন, তিনি দুইজনকে দুইটি অঞ্চলে প্রেরণ করেন। সেদিনকার ইয়ামান দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। রওয়ানা হইবার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা মানুষের সহিত কোমল আচরণ করিবে, রূঢ় আচরণ করিবে না। সুসংবাদ প্রদান করিবে, কাহারও মনে ঘৃণার উদ্রেক করিবে না। অতঃপর তাঁহারা আপন আপন কাজে রওয়ানা হইয়া গেলেন। তাহাদের মধ্যে একজন স্বীয় এলাকা পরিদর্শন করিবার সময় অপরজনের নিকটবর্তী হইলে নূতনভাবে পরস্পর সাক্ষাত করিতেন, সালাম বিনিময় করিতেন। একদা মু'আয (রা) একটি গাধায় সওয়ার হইয়া স্বীয় এলাকা পরিদর্শন করিতে গিয়া আবূ মূসা (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিলেন। আবূ মূসা (রা) তখন উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার আশেপাশে লোকজন ভিড় জমাইয়াছিল। সেখানে একটি লোককে দেখা গেল তাহার দুই হাত ঘাড়ের সহিত বাঁধা। মু'আয (রা) বলিলেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন কায়স! এই লোকটি কে?

আবূ মূসা (রা) বলিলেন, সে ইসলাম গ্রহণ করিবার পর কাফির হইয়া গিয়াছে। মু'আয (রা) বলিলেন, আমি গাধার উপর হইতে অবতরণ করিব না যেই পর্যন্ত তাহাকে হত্যা করা না হইবে। তিনি বলিলেন, আপনি অবতরণ করুন, তাহাকে হত্যা করিবার জন্যই এখানে উপস্থিত করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, উহাকে যেই পর্যন্ত হত্যা করা হইবে না আমি অবতরণ করিব না। অতঃপর তিনি হত্যা করিবার নির্দেশ দিলে তাহাকে হত্যা করা হয়। মু'আয (রা) অবতরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবদুল্লাহ্! আপনি কিভাবে আল-কুরআন তিলাওয়াত করেন? তিনি বলিলেন, আমি অল্প অল্প করিয়া সব সময় তিলাওয়াত করি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মু'আয! আপনি কিভাবে তিলাওয়াত করেন? তিনি বলিলেন, আমি রাত্রের শুরুতে ঘুমাইয়া পড়ি, অতঃপর আমার ঘুমের অংশ শেষ করিয়া জাগ্রত হই এবং আল্লাহ্ কর্তৃক আমার জন্য নির্ধারিত অংশ পাঠ করি। আমি ছওয়াবের নিয়তে ঘুমাই যেভাবে ছওয়াবের নিয়তে জাগ্রত হই" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২২)।

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستأتي قوما اهل كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان هم اطاعوالك بذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة فانهم اطاعوا لك بذالك فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فانهم اطاعوالك بذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب (رواه البخاري).

"ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামনে প্রেরণ করেন তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আহলে কিতাবের এক সম্প্রদায়ের নিকট যাইতেছ। সেখানে যাওয়ার পর তুমি তাহাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এই দুইটি কথার সাক্ষী দেওয়ার দাওয়াত দিও। যদি উহারা তাহা মানিয়া লয় তাহা হইলে তাহাদেরকে অবহিত করিও, নিশ্চয় আল্লাহ্ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করিয়াছেন। যদি উহা তাহারা গ্রহণ করে তখন তাহাদিগকে জানাইয়া দিও, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করিয়াছেন। উহা সচ্ছলদের নিকট হইতে আদায় করিয়া অসচ্ছলদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে। যদি উহারা তাহা মান্য করে তাহা হইলে উহাদের উত্তম মালগুলি গ্রহণ করা হইতে দূরে থাকিও। নির্যাতিত ব্যক্তির বদদু'আ হইতে বাঁচিয়া থাকিও। কারণ তাহার মধ্যে ও আল্লাহ্‌র মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক নাই" (বুখারী, প্রাগুক্ত)।

ইমাম আহমাদ তদীয় সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামনের দিকে প্রেরণ করেন তখন তাহাকে বিদায় দানের সময় তাহার সহিত হাঁটিতে হাঁটিতে বলিয়াছিলেন, হে মু'আয! সম্ভবত এই বৎসরের পর তুমি আমার সহিত সাক্ষাত করিতে পারিবেনা। আমার অনুপস্থিতিতে আমার এই মসজিদ ও কবর পরিদর্শন করিবে। মু'আয (রা) উহা

শ্রবণ করিয়া বিরহ হইয়া যাওয়ার ব্যথায় খুব ক্রন্দন করিলেন। অঃপর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া মদীনার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমার নিকট মুত্তাকীরাই সর্বোত্তম মানুষ, তাহারা যে কোন গোত্রের এবং যে কোন স্থানের হউক না কেন। অপর একটি রিওয়ায়েত রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'আয (রা)-কে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছিলেন, ان البكاء من الشيطان "নিশ্চয় ক্রন্দন শয়তানের তরফ হইতে"। অপর একটি বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মু'আয (রা)-কে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন কালে বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে এমন একটি জাতির প্রতি প্রেরণ করিতেছি যাহাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল। উহারা সত্যের জন্য মরিয়া হইয়া লড়াই করিবে। উহাদের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে তাহাদেরকে সঙ্গে লইয়া অবাধ্যদের বিরুদ্ধে জিহাদ করিবে। তখন দেখিবে তাহারা ইসলামের দিকে ধাবিত হইতেছে। এমনকি স্ত্রী তাহার স্বামীর পূর্বে, সন্তান পিতার পূর্বে, এক ভাই অপর ভাইয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য প্রতিযোগিতা করিবে।

উপরিউক্ত হাদীছ হইতে স্পষ্টত প্রতিভাত হয় যে, মু'আয (রা) ইয়ামন হইতে ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্র ﷺ-এর সহিত মিলিত হইতে পারিবেন না। বাস্তবে হইয়াছিল তাহাই। কারণ তাঁহার ইয়ামনে অবস্থান কালেই বিদায় হজ্জ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উহার একাশি দিন পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকাল হয়।

কোন কোন রিওয়ায়াতের বর্ণনামতে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) ইয়ামন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাহাকে তা'যীমী সিজদার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। কারণ তিনি ইয়ামনে দেখিয়াছেন যে ছোটরা বড়দেরকে সম্মানার্থে সিজদা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি আমি মানুষকে মানুষের জন্য সিজদা করিবার অনুমতি প্রদান করিতাম তাহা হইলে স্ত্রীকে তাহার স্বামীর উদ্দেশ্যে সিজদা করিবার অনুমতি প্রদান করিতাম।

এই ধরনের রিওয়ায়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ্র ﷺ-এর জীবদ্দশায় মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর ইয়ামন হইতে প্রত্যাবর্তনের পক্ষে দলীল উপস্থাপন করা যায় না। কারণ পূর্বোক্ত রিওয়ায়াত শক্তি-শালী ভিত্তির উপর উপস্থাপিত। বিশেষ করিয়া যেখানে কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত রহিয়াছে যে, মু'আয (রা) শাম হইতে ফিরিয়া সিজদা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন (ইব্ন কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৭৮)।

মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামনের দিকে প্রেরণ করিবার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরও কিছু অসিয়্যত করিয়াছিলেন, বর্ণিত আছে ঃ

عن معاذبن جبل ان رسول الله ﷺ لما بعثه الى اليمن قال اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين.

"মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাঁহাকে ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন বলিলেন, তুমি বিলাসবহুল জীবন যাপন পরিহার করিবে। কারণ আল্লাহ্র বান্দাগণ বিলাসী হয় না" (ইমাম আহমাদ ইব্ন হামবাল, আল-মুসনাদ, বরাত আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)।

মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করিবার সময় বিচারকার্য পরিচালনা কিভাবে করিবেন সেই সম্পর্কে তাঁহার নিকট জানিতে চাহিলে তিনি বলিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে ঃ

عن معاذبن جبل ان رسول الله ﷺ لما بعثه الى اليمن قال كيف تقضى اذا عرض لك قضاء قال اقضى بكتاب الله قال فان لم تجد فى كتاب الله قال فبسنة رسول الله ﷺ قال فان لم تجد فى سنة رسول الله ﷺ قال اجتهد رائى ولا الوا قال فضرب رسول الله ﷺ على صدره وقال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله (رواه الترمذى و ابو داؤد).

"মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে ইয়ামানে প্রেরণকালে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট বিচারকার্য পেশ হইলে তুমি কিভাবে সিদ্ধান্ত দিবে? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্‌র কিতাব অনুযায়ী আমি সিদ্ধান্ত দান করিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তুমি আল্লাহ্‌র কিতাবে না পাও? তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দান করিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তুমি হাদীছেও না পাও? তিনি উত্তর দিলেন, আমি স্বীয় অভিমত অনুযায়ী গবেষণা করিব। গবেষণা করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আমি ত্রুটি করিব না। তিনি বলেন, (আমার উত্তর শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার বুকে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তাঁহার রাসূলের প্রতিনিধিকে তিনি যেইভাবে সিদ্ধান্ত প্রদান পসন্দ করেন উহার তাওফীক দান করিয়াছেন" (তিরমিযী, আবূ দাউদ, বরাত মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৩২৪)।

মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা) সেখানে পৌঁছিবার পর জনৈক মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া বলিয়াছিল, হে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতিনিধি! স্ত্রীর উপর স্বামীর কি অধিকার রহিয়াছে? তিনি তাহাকে উত্তরে বলিয়াছিলেন, স্ত্রীর জন্য সম্ভব নয় স্বামীর হক আদায় করা । যতটুকু সম্ভব তুমি স্বামীর হক আদায় করিতে চেষ্টা করিতে থাক। মহিলাটি উহা শুনিয়া বলিল, যদি আপনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি অবহিত থাকিবেন স্বামীর হক স্ত্রীর উপর কতটুকু? প্রত্যুত্তরে মু'আয (রা) বলিলেন, যদি তুমি তোমার স্বামীকে এমতাবস্থায় পাও যে তাহার নাকমুখ হইতে রক্ত পুঁজ গড়াইয়া পড়িতেছে আর তুমি তোমার জিহ্বা দ্বারা উহা চাটিয়া তোল তবুও তুমি তোমর স্বামীর হক আদায় করিতে সক্ষম হইবে না (আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪১৬)।

খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও 'আলী (রা)-কে পর্যায়ক্রমে ইয়ামানে প্রেরণ

তা'ইফ হইতে প্রত্যাবর্তন এবং জি'ইররানা নামক স্থানে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ করিয়া দিবার পর বিদায় হজ্জের পূর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ ও আলী (রা)-কে পর্যায়ক্রমে ইয়ামান প্রেরণ করিয়াছিলেন। আলী (রা)-কে প্রেরণ করিবার পর খালিদ (রা)-কে মদীনায় চলিয়া আসার আদেশ করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن البراء قال بعثنا رسول الله ﷺ مع خالد بن الوليد الى اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر اصحاب خالد من شاء منهم ان يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل فكنت فيمن عقب معه قال فغنمت اواق ذوات عدد (رواه البخارى).

"আল-বারাআ ইব্‌ন 'আযিব (রা)-হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর সহিত ইয়ামানে প্রেরণ করেন, অতঃপর তাঁহার স্থলে পরবর্তীতে আলী (রা)-কে সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি আলী (রা)-কে বলিয়া দেন যে, খালিদ-এর সঙ্গীগণের মধ্যে এই নির্দেশ পৌঁছাইয়া দিও যে, যাহার ইচ্ছা তোমার সঙ্গে থাকিয়া যাওয়ার সে যেন তথায় থাকিয়া যায় এবং যাহার ইচ্ছা মদীনায় চলিয়া আসার সে যেন ফিরিয়া আসে। আল-বারাআ (রা) বলেন, আলী (রা)-এর সহিত যাহারা গিয়াছিলেন আমি ছিলাম তাহাদের একজন। অতঃপর আমি বহু রৌপ্যমুদ্রা লাভ করিয়াছিলাম" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২৩)।

আলী (রা)-কে এই মুহূর্তে ইয়ামানে প্রেরনের উদ্দেশ্য ছিল গানীমাতের মাল হইতে আল্লাহ্ ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্ধারিত অংশ পঞ্চমাংশ গ্রহণের নিমিত্ত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن بريدة قال بعث النبى ﷺ عليا الى خالد ليقبض الخمس وكنت ابغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد الا ترى الى هذا فلما قدمنا على النبى ﷺ ذكرت ذلك له فقال يا بريدة اتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغضه فان له فى الخمس اكثر من ذلك (رواه البخارى).

"বুরায়দা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে খালিদ (রা)-এর নিকট হইতে গানীমাতের এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। আমি ছিলাম আলী (রা)-এর প্রতি বিতৃষ্ণ। ভোরবেলা 'আলী (রা) গোসল করিলেন। আমি খালিদ (রা)-কে বলিলাম, তুমি কি তাহাকে দেখিতেছ না? অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া বিষয়টি তাহাকে জানাইলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, হে বুরায়দা! তুমি কি আলীর প্রতি ক্ষুব্ধ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, আলীর প্রতি বিতৃষ্ণ; কারণ এক-পঞ্চমাংশে তাহার পাওনা আরও অধিক" (বুখারী, প্রাগুক্ত)।

ইয়ামান হইতে আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় সরাসরি উপনীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত হজ্জও করিয়াছিলেন।

عن انس ان النبى ﷺ اهل بحج وعمرة ..... فقدم علينا على بن ابى طالب من اليمن حاجا فقال النبى ﷺ بما اهللت فان معنا اهلك قال اهللت بما اهل به النبى ﷺ قال فامسك فان معنا هديا.

"আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হজ্জ ও 'উমরার একই সাথে ইহরাম করিয়াছিলেন। ...... ইত্যবসরে আমাদের নিকট আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) ইয়ামান হইতে হজ্জ করার উদ্দেশ্যে আগমন করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিভাবে ইহরাম করিয়াছ? কারণ আমাদের সহিত রহিয়াছে তোমার স্ত্রী। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেইভাবে হইরাম করিয়াছেন আমিও সেইভাবে ইহরাম করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, তাহা হইলে তুমি তাহা অব্যাহত রাখ। কারণ আমাদের সহিত কুরবানীর পশু রহিয়াছে" (বুখারী, প্রাগুক্ত)।

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বালের রিওয়ায়াতে রহিয়াছে যে, আলী (রা)-কে যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমি অল্প বয়স্ক যুবক। বিচার কার্য সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই, অথচ আমাকে প্রবীণ একটি জাতির প্রতি প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার বুকে হাত রাখিয়া দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

اللهم ثبت لسانه واهد قلبه.

"হে আল্লাহ! তাহার জিহবাকে অবিচল রাখিও এবং তাহার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করিও"।

অতঃপর তিনি তাঁহাকে অসিয়্যত করেন যে, হে আলী! যখন তোমার সম্মুখে বাদী বিবাদী নালিশ লইয়া আসে তখন প্রথম ব্যক্তি যেই অভিযোগ করে তাহা শুনিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিও না যেই পর্যন্ত এই বিষয়টি দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতে না শুনিবে। উহাতে বিষয়টি তোমার নিকট স্পষ্ট হইয়া যাইবে। আলী (রা) বলেন, উহার পর সমাধান দানে আমি কোন সমস্যায় পড়ি নাই। মুসনাদে আহমাদে আরও বর্ণিত আছে যে, আলী (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইয়ামানে প্রেরণ করিবার পর আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছিলাম যাহারা সিংহ নিধনের জন্য একটি গর্ত খনন করিয়াছিল। সেখানে একটি সিংহ ধরা পড়িবার পর লোকজন ধাক্কা ধাক্কি করিতে লাগিল। ইত্যবসরে গর্তে একটি লোক পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে সে আরও একজনকে টানিয়া ধরিল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি অন্য একজনকে জড়াইয়া ধরিল। এইভাবে গর্তে চারজন পড়িয়া গেল। সিংহ তখন তাহাদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকলকে আহত করিল। অতঃপর এক লোক তীর নিক্ষেপ করিয়া সিংহটিকে খতম করিয়া দিল। অপর দিকে সিংহের আক্রমণের ফলে আহত চার জন লোক মারা গেল। নিহত প্রথম লোকটির আত্মীর-স্বজনরা দ্বিতীয় লোকটির আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে চাহিল। আলী (রা) তখন তাহাদিগের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জীবিত থাকা অবস্থায় তোমরা পরস্পর কিতালে অবতীর্ণ হইবে? তাহা হইতে পারেনা। আমি তোমাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি করিয়া দিব যদি তোমার উভয় পক্ষ উহাতে সম্মত হও। অন্যথায় আমি তোমাদিগকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পাঠাইয়া দিব। তিনি তোমাদের এই বিবাদের সমাধান করিবেন। এতদসত্ত্বেও যাহারা অন্যায় করিবে তাহারা অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। উহার পর তিনি সমাধান দিলেন যে, গর্তের নিকট যে সকল গোত্র উপস্থিত ছিল সবাই মিলিয়া দিয়াতের এক-চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ ও পূর্ণ অংশ একত্রিত

কর। প্রথম যেই লোকটি গর্তে পড়িয়াছিল তাহার আত্মীয়-স্বজনরা পাইবেন এক চতুর্থাংশ, দ্বিতীয় লোকটি পাইবে এক-তৃতীয়াংশ, তৃতীয় লোকটি পাইবে অর্ধাংশ এবং চতুর্থ লোকটি পাইবে পূর্ণ অংশ।

আলী (রা)-এর এই সমাধান মানিয়া লইতে তাহারা অস্বীকার করিল। ফলে তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিল। তিনি তখন মাকামে ইবরাহীমে অবস্থান রত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট বিষয়টির বিবরণ দিলেন। ইতোমধ্যে এক লোক বলিয়া উঠিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আলী (রা) এই ব্যাপারে আমাদেরকে একটি সমাধান দান করিয়াছেন। অতঃপর বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ব্যক্ত করা হইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-এর সমাধানকে স্থির রাখিলেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৫খ., পৃ. ৮৪)।

দাওস গোত্রে ইসলাম প্রচার

দাওস আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ও আবূ হুরায়রা (রা) এই গোত্রেরই লোক ছিলেন। গোত্রপতি তুফায়ল ইব্ন 'আমর আদ-দাওসী ছিলেন এক প্রসিদ্ধ কবি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিজরতের পূর্বেই তিনি মক্কায় উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু মক্কার কাফিরগণ তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে বারণ করিয়াছিল। দৈবাৎ তিনি হারাম শরীফে গেলে সেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে সালাত আদায়রত দেখিতে পাইলেন। পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার কিরা'আত শুনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে বিপ্লব সংঘটিত হইল। আরয করিলেন, আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে খুলিয়া বলুন। তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইসলামের স্বরূপ খুলিয়া বলিলেন এবং আল-কুরআনের তিলাওয়াত শুনাইলেন। সংগে সংগে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হইয়া গেলেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তুফায়ল (রা) গোত্রীয় অন্যান্য লোককেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। দাওস গোত্রে ছিল যিনার বাজার খুবই গরম। তাহারা মনে করিল ইসলাম গ্রহণ করিবার পর এই স্বাধীনতা থাকিবে কিনা। এই কারণে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে সংকোচ বোধ করিল।

তুফায়ল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হইয়া উহাদের অবস্থা শুনাইলেন। তিনি তাহাদের দু'আ করিলেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী ﷺ, বঙ্গানুবাদ মুহিউদ্দীন খান, ১৪২১ হি.)। দাওস নেতা তুফায়ল হিজরতের একাদশ বৎসর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মক্কায় সেই সময় উপস্থিত হইলে মক্কার কাফিররা তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হইতে দূরে থাকিবার জন্য খুবই ভয় দেখাইয়াছিল, যাহার ফলে তিনি স্বীয় কানে তুলা ঢুকাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন যাহাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথা তাহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ না করে। কিন্তু দৈবাৎ কোন এক ফজরের সালাতে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কিরা'আত শুনিয়া ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি তাহার গোত্র যাহাতে ইসলাম গ্রহণ করে সেইজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দু'আ চাহিয়াছিলেন।

তাহার মধ্যে এমন একটি লক্ষণও সৃষ্টি করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রার্থনা করিবার কথা বলিয়া দিলেন যাহার ফলে স্বীয় গোত্রে ইসলাম প্রচার সহজ হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাহার জন্য দু'আ করিলেন ঃ

اللهم اجعل له اية.

"হে আল্লাহ! তাহার মধ্যে একটি লক্ষণ সৃষ্টি করিয়া দাও।"

তুফায়ল (রা) বলেন, আমি যখন স্বীয় আবাসভূমির নিকটবর্তী হইয়া গেলাম তখন আমার দুই চক্ষুর মধ্যবর্তী স্থলে আলোকবর্তিকার ন্যায় একটি 'নূর' সৃষ্টি হইয়া গেল। আমি তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে আলোটি অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরিত হইবার জন্য প্রার্থনা করিলাম যাহাতে স্বজাতি লোকেরা দেশ ত্যাগের ফলে আমার দৈহিক কোন পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে না করে। অতঃপর এই আলোটি আমার হাতের লাঠিতে স্থানান্তরিত হইয়া গেল। আর লাঠিটি একটি হারিকেনের আকৃতি ধারণ করিল। অতঃপর আমি ইসলাম প্রচার করা আরম্ভ করিলাম। আমার আহ্বানে সাড়া দিয়া আমার পিতা, আমার সহধর্মীনি ও আবূ হুরায়রা (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অন্যান্য লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইল। ফলে পুনরায় আমি মক্কা মুকাররামায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া এখানকার অবস্থা শুনাইলাম। তিনি তখন দু'আ করিলেন (উসমান গণী, নায়রুল বারী, দেওবন্দ, ১৪১৭ হি., ৮খ., পৃ. ৪৬৮)

এই সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال جاء الطفيل بن عمرو الى النبى ﷺ فقال ان دوسا قد هلكت عصت وابت فادع الله عليهم فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم (رواه البخارى).

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুফায়ল ইব্ন 'আমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, দাওস গোত্র ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, অবাধ্যতা অবলম্বন করিয়াছে ও ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাইয়াছে। আপনি উহাদের বদদু'আ করুন। তিনি দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান কর এবং তাহাদেরকে আমার নিকট লইয়া আস" (বুখারী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৬৩০)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই দু'আর পর তুফায়ল ইব্ন আমর (রা) স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলেন। লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খায়বারে অবস্থান গ্রহণ করিতেছিলেন তখন ৭০ কিংবা ৮০ জনের একটি মুসলিম কাফিলা লইয়া তিনি তাঁহার নিকট আগমন করিলেন (আল-কাসতাল্লানী, ইরশাদুস সারী, বরাত পাদটীকা সহীহ বুখারী, কৃত আহমদ আলী সাহারান পুরী, ২খ., ৬৩০)।

দাওস গোত্রীয় আবূ হুরায়রা (রা) যখন সপ্তম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করিতে আসিতেছিলেন তখন তাঁহার এক অভিব্যক্তি স্বয়ং তিনিই প্রকাশ করেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن ابى هريرة قال لما قدمت على النبى ﷺ قلت فى الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على انها من دارة الكفر نجت وابق غلام لى فى الطريق فلما قدمت على

النبى ﷺ فبايعته فبينا انا عنده اذ طلع الغلام فقال لى النبى ﷺ يا ابا هريرة هذا غلامك فقال هو لوجه الله فاعتقته.

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিতেছিলাম, তখন পথিমধ্যে (কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে) বলিলাম, হে রাত্রি! তোমার দীর্ঘতা ও যাতনা দান সত্ত্বেও আমাকে কুফরীর স্থান হইতে মুক্তি দাও। অতঃপর তিনি বলেন, পথিমধ্যে আমার গোলাম পালাইয়া গিয়াছিল। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিলাম। ইতোমধ্যে আমার গোলামটি আসিল। তিনি আমাকে বলিলেন, আবূ হুরায়রা! এইতো তোমার গোলাম। তখন আল্লাহ্র ওয়াস্তে তিনি তাহাকে আযাদ করিয়া দিলেন" (বুখারী, প্রাগুক্ত)।

তাঈ গোত্রে ইসলাম প্রচার

জালহামা নামক এক ব্যক্তির উপাধিছিল তাঈ। এই গোত্র তাহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া উহাদিগকে বানূ তাঈ বা তাঈ গোত্র বলিয়া অভিহিত করা হয়। হিজরী নবম বা দশম সনে এই গোত্রের একদল লোক যায়দুল খায়ল নামক এক লোকের নেতৃত্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাফেলার সদস্য সংখ্যা ছিল পনের জন। ইসলাম গ্রহণ করিবার পর গোত্রপতি "যায়দুল খায়ল" (অশ্বের যায়দ)-এর নাম পরিবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহার নাম যায়দুল খায়র বা মঙ্গলের যায়দ বলিয়া আখ্যায়িত করেন। অশ্ব চালনায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিলে তাঁহার এই উপাধি পড়িয়া গিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, আরবে যাহারই প্রশংসা আমি শুনিয়াছি বাস্তবে তাঁহাকে প্রশংসার তুলনায় কম পাইয়াছি, ব্যতিক্রম শুধু যায়দুল খায়ল। তাহার গুণগান যাহা আমি শুনিয়াছিলাম কার্যক্ষেত্রে আমি তাহাকে তদপেক্ষা বেশী পাইয়াছি (উসমান গণী, নায়রুল বারী, প্রাগুক্ত, ৮খ., ৪৭)।

আল্লামা শিবলী নু'মানীর মতে বানূ তাঈ ইয়ামানেরই একটি প্রসিদ্ধ গেত্রের নাম। গোত্রপতি ছিলেন দুইজন— এক জন যায়দুল খায়ল এবং অপর জন আদী ইব্ন হাতিম তাঈ (সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ১৩০)।

বানূ আমের গোত্রে ইসলামের দা'ওয়াত দান

বানূ 'আমির একটি উপগোত্রের নাম ছিল। উহারা ছিল মূলত কায়স আয়লানের অন্তর্ভুক্ত। এই গোত্রের নেতা ছিল তিন জন— আমির ইব্ন তুফায়ল, আরবাদ ইব্ন কায়স ও জাববার ইব্ন সালমা। এই তিন জনের নেতৃত্বে এই গোত্রের তেরজন লোক হিজরী নবম সনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়াছিল। 'আমির ও আরবাদ অসৎ উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে জাববার নিবেদিত প্রাণ লইয়া দরবারে নবুওয়াতে আসিয়াছিলেন।

'আমের মদীনায় উপনীত হইয়া সালূল পরিবারের জনৈক মহিলার গৃহে অতিথি হইয়াছিল। জাব্বার প্রসিদ্ধ সাহাবী কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর পূর্ব পারিচিত ছিলেন। ফলে তের জন সঙ্গী সহ তিনি কা'ব (রা)-এর মেহমান হইয়াছিলেন। তাঁহার মাধ্যমেই উহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপাস্থিত হইয়াছিলেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৩৭)।

আরবাদ ছিল বিখ্যাত কবি সাহাবী লাবীদ (রা)-এর ভাই। 'আমির তাহাকে বলিয়াছিল, আমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট পৌঁছিবার পর আমি তাঁহাকে কথাবার্তা বলার মধ্যে ব্যস্ত রাখিব। উহার ফাঁকে তুমি তাঁহার কাম খতম করিয়া দিবে। তাহার গোত্রীয় লোক 'আমের ইসলাম গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলে সে বলিয়াছিল, আমি সেই পর্যন্ত ক্ষান্ত হইবনা যতদিন সমগ্র আরব আমার পদানত না হইবে। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে আমি কুরায়শ যুবক মুহাম্মাদ-কে অনুসরণ করিব। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করুন। তিনি উত্তর দিলেন, যতক্ষণ তুমি এক আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিবে সেই পর্যন্ত তোমার সহিত কোন বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে না। সে এই সকল কথা বলিতেছিল আর দৃষ্টি রাখিতেছিল আরবদের প্রতি যে, তাহাকে যেই বিষয়ের আদেশ করিয়াছিল তাহা সে পালন করিতে আগাইতেছে কি না? কিন্তু আরবাদ কিছুই করিবার হিম্মত পাইতেছিল না।

অপর একটি বর্ণনায় রহিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমের কে ইসলাম গ্রহণ করিবার দাওয়াত প্রদান করিলে সে বলিয়াছিল, আমি এই শর্তে ইসলাম গ্রহণ করিতে পারি, আপনার অবর্তমানে আমাকে আপনার স্থলবর্তী নিযুক্ত করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উত্তর দিলেন, এই কাজে তোমাকে এবং অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করা যাইবে না। উহা সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন, তিনি যাহাকে ইচ্ছা এই দায়িত্ব অর্পণ করিবেন। অতঃপর বলিল, এই শর্তেও আমি ইসলাম গ্রহণ করিতে পারি যে, মরু অঞ্চল আপনার শাসনাধীন থাকিবে আর শহরাঞ্চল আমি শাসন করিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করিলেন। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহা হইলে আমি কি প্রাপ্ত হইব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, অন্যান্য মুসলমানগণ যাহা পাইবে তুমিও তাহা পাইবে। উত্তর শুনিয়া সে রাগে ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিল। হুমকী প্রদান করিল যে, আমি আপনার বিরুদ্ধে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী জড় করিব। আক্রমণের পর আক্রমণ করিয়া আপনাকে তটস্থ রাখিব। তিনি উত্তর দিলেন, তোমার অনিষ্ট হইতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রক্ষা করিবেন (বুরহানুদ্দীন হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, পৃ. ২১৮)।

উহাদের এই অসৌজন্যমূলক আচরণ দেখিয়া উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা) তাহাদের মাথায় আঘাত হানিতে লাগিলেন আর বলিতে লাগিলেন, হে বানরের দল! এই স্থান হইতে পলায়ন কর। আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ইবনুত তুফায়ল জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রহার কারী! আপনি কে? তিনি বলিলেন, আমি উসায়দ ইব্ন হুদায়র। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার পিতা কি হুদায়র ইব্ন সিমাক। তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন সে বলিল, তোমার পিতা তো তোমা হইতে ভাল লোক ছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমা হইতে ও আমার পিতা হইতে আমিই বরং উত্তম। কারণ তুমিও মুশরিক, আমার পিতাও মুশরিক ছিলেন। উহার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনেক দিন পর্যন্ত উহাদের উপর বদ

দু'আ করিলেন। 'আমির যাহাতে ধ্বংস হইয়া যায় সেই ধরনের রোগগ্রস্থ হইবার অভিশাপ করিলেন। বানূ আমির উপগোত্রের ইসলাম গ্রহণ ও আমিরের অনিষ্ট হইতে পরিত্রাণ রহিবারও দু'আ করিলেন (আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪৩৮)।

সহীহ বুখারীর একটি বর্ণনায় আমির ইবনু'ত-তুফায়ল সম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উহার অংশবিশেষ হইল নিম্নরূপ ঃ

وكان رئيس المشركين عمرو بن الطفيل خير بين ثلاث خصال فقال يكون لك اهل السهل ولى اهل المدر او اكون خليفتك او اغزوك باهل غطفان بالف والف فطعن عامر فى بيت ام فلان فقال غدة كغدة البعير فى بيت امرأة من ال فلان ائتونى بفرسى فمات على ظهر فرسه (رواه البخارى).

"মুশরিক নেতা 'আমের ইবনু'ত-তুফায়ল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তিনটি জিনিসের যে কোন একটি গ্রহণ করিবার এখতিয়ার প্রদান করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, মরু অঞ্চল রহিবে আপনার অধীন আর শহর অঞ্চল আমার অধীন অথবা আমি আপনার স্থলাভিষিক্ত হইব। এই দুইটির বিপরীত হইলে আমি আপনার বিরুদ্ধে হাজার হাজার গাতফানী বাহিনী লইয়া চড়াও হইব। অতঃপর আমের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইল। সে তখন অমুক লোকের মায়ের গৃহে অবস্থান করিতেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, অমুক পরিবারের মহিলার গৃহে অবস্থানরত অবস্থায় তাহার শরীরে উটের দেহে প্লেগের গোটা যেই ভাবে ফুটিয়া উঠে সেভাবেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সে রোগে আক্রান্ত হইবার পর বলিল, আমার ঘোড়াটি লইয়া আস। ঘোড়ার উপর সওয়ার অবস্থাতেই সে মারা গেল" (বুখারী, সহীহ, ২খ, পৃ. ৫৮৬)।

হালাবী বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমের ইবনু'ত-তুফায়লের স্কন্ধে অথবা গলায় প্লেগ রোগের সঞ্চার করিলেন। সে তখন অকল্যাণের গুণে গুণান্বিত পরিবার বানূ সালূল গোত্রের জনৈকা মহিলার গৃহে আশ্রিত ছিল (হালাবী, প্রাগুক্ত)।

মুযায়না গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

আরবের বড় একটি গোত্রের নাম ছিল মুযায়না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উর্ধতন পুরুষ মুদার পর্যন্ত পৌঁছিয়া এই গোত্রটি কুরায়শ বংশের সহিত মিলিত হইয়া যায়। মদীনায় দলবদ্ধ হইয়া সর্বপ্রথম যেই দলটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করিয়াছিল তাহারা ছিল মুযায়না গোত্র। প্রসিদ্ধ সাহাবী নু'মান ইব্ন মুকাররিন (রা) ছিলেন এই গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি। মক্কা বিজয়ের সময় তিনিই ছিলেন এই গোত্রের পতাকা বহনকারী।

পরবর্তী কালে তাঁহারই নেতৃত্বে ইস্পাহান বিজয় হয় (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, বঙ্গানুবাদ মুহিউদ্দিন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ২০০০ খৃ., পৃ. ৪১৯)।

ঐতিহাসিক আল-ওয়াকিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে সর্বপ্রথম আগত প্রতিনিধি দল ছিল মুদার গোত্রাধীন মুযায়না উপগোত্র। উহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল চার শত। পঞ্চম হিজরী

সনের রজব মাসে তাহারা আগমন করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদিগের হিজরত স্থল স্বীয় বাস ভূমিকেই ঘোষণা করেন। ইরশাদ করেন ঃ

انتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا الى اموالكم.

"তোমাদের আবাসভূমিই তোমাদের হিজরত স্থল। তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের নিকট ফিরিয়া যাও।"

নির্দেশ মত তাহারা স্বীয় শহরে প্রত্যাবর্তন করে। অতঃপর ইমাম ওয়াকিদী হিশাম ইবনুল-কালবী সূত্রে উল্লেখ করনে যে, মুযায়না গোত্রের সর্বপ্রথম যেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন খুযা'ঈ ইব্ন 'আবদ নাহ্ম। তাঁহার সহিত ছিল দশ ব্যক্তির একটি দল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসিয়া তাহার গোটা জাতির পক্ষ হইতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যেই আস্থা লইয়া গোটা জাতির পক্ষ হইতে বায়'আত গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাদের মধ্যে সেই অবস্থা দেখিতে পাইলেন না। তাহারা পূর্বের অবস্থান হইতে ফিরিয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সম্পর্কে অবহিত হইয়া হযরত হাসসান ইব্ন ছাবিত (রা)-কে খুযা'ঈর সহায়তায় অগ্রসর হইবার নির্দেশ প্রদান করিলেন। তিনি কতিপয় কবিতা রচনার মাধ্যমে উহাদের সমালোচনা করিলেন। খুযা'ঈ এই কবিতাগুলি স্বীয় গোত্র পৌঁছাইয়া দেন এবং উহা শুনাইয়া স্বীয় গোত্রের ভর্ৎসনা করেন। উহারা তাহা শুনিয়া আনুতপ্ত হয় এবং একত্রিত হইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করিয়া ইসলামে দীক্ষিত হয়। মক্কা বিজয়ের দিন মুযায়না গোত্রের সদস্য সংখ্যা ছিল এক হাজার। এই খুযা'ঈ (রা)-এর হাতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিজয়ের পতাকা দান করিয়াছিলেন (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ানা নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৫খ., পৃ. ৩৩; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২৮-২৯)।

সুনানে বায়হাকীতে হযরত নু'মান ইব্ন মুকাররিন (রা) হইতে তাহাদের প্রত্যাবর্তন কালীন একটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করিবার সংকল্প করি তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'উমার (রা)-কে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন আমাদের বাড়ী ফিরিবার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দেন। উত্তরে উমার (রা) বলিলেন, আমার নিকট সামান্য খেজুর ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। এই টুকু তাহাদের উপযোগী হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় তাঁহাকে একই নির্দেশ প্রদান করিলেন।

অতঃপর হযরত 'উমার (রা) সকলকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় বাস ভূমিতে গেলেন। এমনকি তাঁহার শয্যা গৃহে লইয়া প্রবেশ করিলেন। আমরা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বিরাট উটের ন্যায় খেজুরের একটি স্তুপ পড়িয়া রহিয়াছে। কাফেলার প্রত্যেকেই নিজেদের চাহিদামত উহা হইতে খেজুর গ্রহণ করিলেন। খেজুর গ্রহণের পর আমিই সবার শেষে সে স্থান ত্যাগ করিয়াছি। কী আশ্চর্যের ব্যাপার! এত লোক খেজুর গ্রহণ করিবার পরও উহা যেমন ছিল তেমনই রহিয়া গেল, একটি খেজুরও হ্রাস পাইল না (আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত,

'আদী ইব্ন হাতিম তাঈর ইসলাম গ্রহণ

আরব কিংবদন্তী দাতা হাতিম তা'ঈর পুত্র 'আদী ৭ম হিজরী সনে ইসলাম গ্রহণ করেন। বংশীয় ধারাক্রমে তিনি ইতোপূর্বে খৃস্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি তাঁহার গোত্রীয় একজন নেতা ছিলেন। বানূ তাঈ ছিল ইয়ামানের প্রসিদ্ধ একটি গোত্র। ইব্ন ইসহাক স্বয়ং আদীর বর্ণনা মতে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। 'আদী ইব্ন হাতিম বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইসলামের দা'ওয়াত দান শুনিয়া আমি তাঁহার প্রতি খুবই বিক্ষুব্ধ ছিলাম। আমি আমার আরবীয় গোলামকে বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, মুহাম্মাদের অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের এলাকায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া তুমি অবহিত হওয়া মাত্র আমাকে অবগত করিবে। আমি এলাকা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব। এই লক্ষ্যে তুমি উন্নত মানের উটগুলিকে সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত রাখিবে। একদা আমার গোলামটি আসিয়া সংবাদ দিল যে, সে অনেক পতাকা উডডীয়মান দেখিয়া লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবহিত হইয়াছে যে, এইগুলি মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাহিনীর পতাকা। এই সংবাদ শুনিয়া আমি আমার পরিবার-পরিজন ও সন্তানদিগকে লইয়া সিরিয়ায় অবস্থিত খৃস্টধর্মের মূল কেন্দ্রের দিকে রওয়ানা হইলাম। কিন্তু আমার একজন ভগ্নি এখানে রহিয়া গিয়াছিল। মুসলিম বাহিনী তাহাকে বন্দী করিয়া বানূ তাঈ গোত্রের অন্যান্য বন্দীদের সহিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করিল। এই সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আমার পলায়নের সংবাদ পৌঁছিয়া গিয়াছিল। একদা তাঈ গোত্রের বন্দীদের পাশ দিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গমন করিতেছিলেন। তখন আমার ভগ্নি দাঁড়াইয়া আবেদন করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার পিতা ইনতিকাল করিয়াছেন। আমার অভিভাবকও আমার নিকট হইতে দূরে। আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আল্লাহ্ আপনাকে অনুগ্রহ করিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার আবেদন শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অভিভাবক কে? আমি বলিলাম, আদী ইব্ন হাতিম। শুনিয়া তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্ ও রাসূল হইতে পলায়নকারী। দ্বিতীয় দিনও আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রথম দিনের ন্যায় বলিলাম। তিনি একই উত্তর দিলেন। তৃতীয় দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার পাশ দিয়া গমন কালে আমি নিরাশ হইয়া তাঁহাকে কিছুই বলিতে চাহিলাম না। কিন্তু আলী (রা) আমাকে ইংগিত করিলে আমি দাঁড়াইয়া পূর্বের ন্যায় আবেদন করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, আমি তোমার বিষয় অবহিত হইয়াছি। তোমাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। তুমি তাড়াহুড়া করিওনা। এমন কোন বিশ্বস্ত লোক যদি পাও, যে তোমাকে তোমার স্বজনের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে তখন আমাকে অবহিত করিও। বালী বা কুদা'আ গোত্রের কিছু লোককে পাইয়া আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অবহিত করিলাম যে, ইহাদের সহিত আমি নিরাপদে আপনজনদের নিকট পৌঁছিতে পারিব। তিনি আমাকে কাপড় ও সফরের পাথেয় দান করিয়া বিদায় দিলেন। আমি সিরিয়ায় আমার ভাইয়ের নিকট পৌঁছিয়া গেলাম। তাহাকে দেখিয়া আমি আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের অভিযোগ করিলে তিনি আমাকে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাইয়া সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, অচিরেই তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাত করা প্রয়োজন। তিনি নবী কি বাদশাহ্ উহা পার্থক্য করা আপনার কর্তব্য। হাতিম কন্যার পরামর্শে তিনি মদীনায় রাসূলুল্লালাহ্ ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়া গেলেন। 'আদী ইব্ন হাতিম বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে সালাম দিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

আপনি কে? আমি আমার পরিচয় পেশ করিলাম। আমাকে লইয়া তিনি তাঁহার গৃহের দিকে রওয়ানা করিলেন। এমতাবস্থায় জনৈকা বৃদ্ধা তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিল। সে কথা বলিতে আসিয়াছে বলিয়া জানাইল। তিনি দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহার কথা শুনিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়াই আমার মনে হইল তিনি অবশ্যই কোন রাজা-বাদশাহ নহেন। অতঃপর গৃহে প্রবেশ করিয়া খেজুরের ছালা ভর্তি একটি গদির উপরে আমাকে বসিতে বলিয়া তিনি মাটির উপর বসিয়া গেলেন। অবস্থাদৃশ্যে আমি মনে মনে বলিলাম, নিশ্চিয়ই তিনি কোন রাজা-বাদশাহ নহেন। উহার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 'আদী! তুমি কি খৃস্টান ছিলে না? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। আরও বলিলেন, তুমি কি স্বজাতির লোকদের নিকট হইতে গণীমতের সম্পদ হইতে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করিতে না? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, উহাতো তোমাদের খৃস্টান ধর্মে বৈধ নয়। আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, উহা বৈধ নয়। আমি তখনই বুঝিয়া ফেলিলাম যে, তিনি সত্যিই আল্লাহ্র রাসূল। অজানা কথাও তিনি জানেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, হে 'আদী! হয়ত তুমি মুসলমানদের অস্বচ্ছলতা দেখিয়া ইসলাম গ্রহণ হইতে বিরত রহিয়াছ। আল্লাহ্র শপথ, অচিরেই উহারা এতই সম্পদের অধিকারী হইবে যে, উহাদের মধ্যে সাদাকা গ্রহণের জন্য কোন লোকই পাওয়া যাইবেনা। হয়ত একারণেও তুমি ইসলাম গ্রহণ হইতে বাধা প্রাপ্ত হইতেছ যে, মুসলমানদের শত্রু সংখ্যা বেশী এবং উহাদের জনবল কম। আল্লাহ্র শপথ! অচিরেই তুমি কোন মহিলার নিকট হইতে শুনিতে পাইবে যে, সে কাদিসিয়া হইতে স্বীয় উটের উপর সওয়ার হইয়া এই গৃহ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। পথে সে কাহাকেও ভয় পায় না। হয়ত ইসলামের পতাকাতলে প্রবেশ করিতে তুমি এই কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে যে, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ দলে রহিয়াছে রাজা-বাদশাহ শ্রেণীর লোক। অচিরেই তুমি দেখিতে পাইবে যে, বাবিল শহরের সুরম্য শ্বেত পাথরে নির্মিত অট্টালিকাগুলি মুসলিমদের পদানত হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই বক্তব্য শুনিয়া ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

আদী ইব্ন হাতিম (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণের দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর তৃতীয় বৎসরে আমি দেখিতে পাইলাম যে, বাবিল শহরের সুরম্য অট্টলিকাগুলি মুসলামানদের দখলে আসিয়া গিয়াছে। আরও দেখিলাম, কোন মহিলা একা একা কাদিসিয়া হইতে রওয়ানা করিয়া বায়তুল্লাহ্ শরীফে তাওয়াফ করিয়াছে। পথে সে কাহাকেও ভয় পায় নাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রতিফলিত হইবার ফলে আমি নিশ্চিত হইয়া গেলাম যে, তৃতীয় বৎসর মুলমানগণ এতই প্রাচুর্যের অধিকারী হইবেন যে, তখন তাহাদের মধ্যে কোন লোক সাদকা গ্রহণের প্রতি উৎসাহী পাওয়া যাইবে না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৪১৫/১৯৯৪ ৫খ., পৃ. ৫০)।

'উমার ইবনুল খাত্তাব (র)-এর খিলাফত কালে আদী ইব্ন হাতিম একটি কাফেলাসহ তাহার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তখন তাহাদের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল উহা সহীহ বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

عن عدى بن حاتم قال اتينا عمر فى وفد فجعل يدعو رجلا رجلا
ويسميهم فقلت اما تعرفنى يا امير المؤمنين قال بلى اسلمت اذ كفروا

واقبلت اذ ادبروا ووفيت اذ غدروا وعرفت اذ انكروا فقال عدى فلا ابالى اذا (رواه البخارى).

"আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একটি প্রতিনিধিদল উমার (রা)-এর নিকট আগমন করিলাম। তিনি এক একজনকে নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাকে চিনেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। যখন লোকেরা কুফরী করিল তখন আপনি ইসলাম গ্রহণ করিলেন। যখন তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল তখন আপনি অগ্রসর হইলেন। যখন তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিল তখন আপনি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিলেন। যখন উহারা অস্বীকার করিল তখন আপনি স্বীকার করিলেন। আদী (রা) বলিলেন, যথেষ্ট হইয়াছে, এখন আমার কোন কিছু বলার নাই" (বুখারী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৬৩০)।

'আদী (রা) ছিলেন স্বীয় পিতা হাতিম তা'ঈর মতই দানবীর। কোন এক লোক তাঁহার নিকট একশত দিরহাম সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার উপর এই কারণে চরম রাগ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এত অল্প কিছুর জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা করা হইল কেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن تميم بن طرفة قال سمعت عدى بن حاتم واتاه رجل يسأله مائة درهم فقال تسألنى مائة درهم وانا ابن حاتم والله لا اعطيك ثم قال لولا انى سمعت رسول الله ﷺ يقول من حلف على يمين ثم راى خيرا منها فليات الذى هو خير وفى رواية قال لك اربع مائة فى عطائى (رواه مسلم).

"তামীম ইব্‌ন তারফা হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি যখন তাঁহার নিকট জনৈক লোক এক শত দিরহাম প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি হাতিমের পুত্র। আর তুমি আমার নিকট এক শত দিরহাম প্রার্থনা করিতেছ! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তোমাকে উহা দিব না। অতঃপর বলিলেন, যদি আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হইতে এই কথা না শুনিতাম যে, কোন ব্যক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে কসম করিবার পর যদি উহা হইতে উত্তম কিছু দেখিতে পায় তাহা হইলে সে যেন কসম ভঙ্গ করিয়া সে যেন উত্তম কাজটি করে। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, পরবর্তীতে হাতিম (রা) তাহাকে চারি শত দিরহাম দান করিলেন" (মুসলিম, দেওবন্দ, তা. বি., ২খ., পৃ. ৪৮)।

কিন্‌দা গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

ইয়ামানের অন্তর্গত হাদারামাওতের একটি শহরের নাম ছিল কিন্‌দা। এখানকার অধিবাসিগণকে কিনদী বলা হইত। আশ'আছ ইব্‌ন কায়স (রা) ছিলেন এ গোত্রের নেতা। দশম হিজরী সনে তাঁহার নেতৃত্বে ষাট কিংবা আশি জনের একটি অশ্বারোহী দল রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে আগমন করে। তাহারা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত আগমন করিয়াছিল। তাহাদের গায়ে ছিল

রেশমী চাদর। অস্ত্রে শস্ত্রে ছিল তাহারা খুবই সুসজ্জিত। তাঁহাদের জাকজমক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, তোমরা কি পুর্বে ইসলাম গ্রহণ কর নাই? তাহারা সম্মিলিতভাবে উত্তর প্রদান করিল, হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাহাদিগকে বলিলেন, তাহা হইলে তোমাদের কাঁধে রেশমী চাদর শোভা পাইতেছে কেন? তখন তাহারা সঙ্গে সঙ্গে রেশমী চাদর ছিড়িয়া শরীর হইতে ফেলিয়া দিল। উল্লেখ্য যে, উহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করিবার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল (আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮)।

আশ'আছ ইব্ন কায়স (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহার সহিত বংশীয় সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা আকিলুল মীরার (آكل المرار) গোত্রীয় লোক এবং আপনিও সেই গোত্রভুক্ত। উল্লেখ্য যে, আকিলুল মীরার উপাধি ছিল হারিছ ইব্ন আমর, ইব্ন হাজার, ইব্ন মু'আবিয়া ও ইব্ন কিনদার। রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর এক উর্ধ্বতন দাদী অর্থাৎ কিলাব ইব্ন মুর্‌রার মাতা ছিলেন উক্ত বংশের সহিত সম্পৃক্ত। আশ'আছ (রা)-এর কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুচকি হাসিয়া বলিলেন, এই কথা 'আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব ও রাবী'আ ইব্নুল হারিছের সহিত প্রযোজ্য হয়। আমরা হইলাম নাদ্‌র ইব্ন কিনানা গোত্রের সহিত সম্পৃক্ত। প্রকাশ করা আবশ্যক যে, আব্বাস ও রাবী'আ (রা) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়ামানের ঐ এলাকায় গমন করিয়া তাহাদিগকে "আকিলুল মুরার" গোত্রীয় লোক বলিয়া পরিচয় দান করিলে সেখানকার লোক তাহাদিগকে খুবই সমাদর করিত (তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মূলূক, বৈরূত তা. বি., ৩খ., পৃ. ১৩৮)। হযরত আবূ বাক্‌র (রা) খলীফা নিযুক্ত হইবার পর এই আশ'আছ (রা)-এর সহিত তাহার বোন উম্মু ফারওয়াকে বিবাহ দেন। বিবাহ সম্পন্ন হইবার পর তিনি উটের বাজারে পৌঁছিয়া যেই উটটি তাহার সম্মুখে পড়িত তিনি উহার গর্দান উড়াইয়া দিতেন। বিশ-ত্রিশটি উট তিনি ধরাশায়ী করিলেন। তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া লোকজন হতবাক হইয়া গেল। অতঃপর তিনি উটগুলির মূল্য পরিশোধ করিয়া বলিলেন, এইগুলি আপনাদের দাওয়াতের জন্য যবেহ্ করা হইয়াছে। আমি আপন শহরে থাকিলে উহা অপেক্ষা আরও বড় আয়োজন করিতাম (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ৩৬)।

বানূ তামীম গোত্রে ইসলামের দাওয়াত

সুক্‌য়া (سقيا) নামক স্থানে বাস করিত বানূ তামীম গোত্র। নবম হিজরী সনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উয়ায়না ইব্ন হিস্ন (রা)-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী বাহিনীর একটি দলকে উহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। রাত্রিকালে তাহারা উহাদের প্রতি দৃষ্টি দিলে বানূ তামীম গোত্রের লোকেরা পলায়ন করে। তাঁহারা উক্ত গোত্রের এগারজন পুরুষ, একুশজন মহিলা ও ত্রিশজন বালককে গ্রেফতার করিয়া মদীনায় লইয়া আসেন। উহার পর বানূ তামীম গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করে। উহাতে এই গোত্রের কয়েকজন নেতাও ছিল। যেমন উতারিদ ইব্ন হাজিব, আকরা' ইব্ন হাবিস, যিবিরকান ইব্ন বাদ্‌র ও কায়স ইব্ন আসিম প্রমুখ। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনামতে 'উয়ায়না ইব্ন হিস্ন ও আকরা' ইব্ন হাবিস মক্কা

বিজয়ের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত ছিলেন। অতঃপর বানূ তামীমের প্রতিনিধি দলের সহিত মদীনা আগমন করেন। এই গোত্রীয় লোকেরা ছিল যাযাবর শ্রেণীর লোক। আদব-কায়দা ও আচার-আচরণ সম্পর্কে অবহিত ছিলনা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গৃহের পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া আহ্বান করিল اخرج الينا يا محمد "হে মুহ াম্মাদ! আমাদের নিকট বাহির হউন" (মুহাম্মদ 'উসমান, নাসরুল বারী, ঢাকা, তা. বি., ৮খ., পৃ. ৪২৯)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদিগের নিকট আগমন করিলেন উহারা বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমরা আপনার নিকট আসিয়াছিলাম বংশীয় আভিজাত্য প্রকাশ করিতে। সুতরাং আমাদিগকে অনুমতি প্রদান করুন। তিনি তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করিলে 'উতারিদ ইব্ন হাজিব দাঁড়াইয়া স্বীয় বংশ গৌরব সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করিল। তাহার ভাষণের ধরন ছিল এই রূপ ঃ

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাদিগকে মর্যাদাশীল করিয়াছেন, রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, অগণিত ধন-ভাণ্ডারের মালিক এবং প্রাচ্যের জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। বর্তমান কালে কেহই আমাদিগের সমকক্ষতার দাবী করিতে পারে না। কেহ আমাদিগের সমমর্যাদার দাবী করিলে সে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণের কথা উল্লেখ করুক, যাহা আমরা উল্লেখ করিলাম।

'উতারিদ ভাষণ সমাপনান্তে বসিয়া পড়িল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন ছাবিত ইব্ন কায়স (রা)-কে তাহার উত্তর প্রদানের আহ্বান জানাইলেন। তাঁহার ভাষণের সারকথা ছিল এইরূপ ঃ

"সকল প্রসংসার অধিকারী সেই আল্লাহ্ যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করিয়াছেন, এতদুভয়ে তাঁহার নির্দেশ বাস্তবায়ন করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশ ব্যতীত কিছুই হয় না। তাঁহার সানুগ্রহে আমাদিগকে রাজত্ব দান করিয়াছেন। সর্বোত্তম সৃষ্টি হইতে রাসূল মনোনীত করিয়াছেন, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত বংশের সদস্য, সর্বাধিক সত্যবাদী, সবচেয়ে অধিক চরিত্রবান। তাঁহার উপর কিতাব নাযিল করিয়াছেন। সৃষ্টি জগতের নিকট উহা আমানত রাখিয়াছেন। অতঃপর তিনি ঈমান আনয়নের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। তাঁহার কওমের মধ্যে যাহারা মুহাজির ও দয়াবান তাহারা ঈমান গ্রহণ করিয়াছে। বংশের দিক দিয়া তাঁহারা সবচেয়ে অভিজাত, কর্মের দিক দিয়া সর্বোত্তম। সৃষ্টি কূলের মধ্যে তাঁহারাই সর্ব প্রথম ঈমানের আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। আর আমরা আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী তাঁহার রাসূলের পারিষদ। আমরা সর্বদা কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করি, উহাদিগের সহিত জিহাদে অবতীর্ণ হওয়াকে খুবই সহজ মনে করি।"

বক্তৃতা শেষে কবিতা পাঠের পালা শুরু হইল। বানূ তামীমের প্রসিদ্ধ কবি যাবারকান ইব্ন বাদ্র দাঁড়াইয়া অনেকগুলি কবিতা আবৃতি করিল। তাহার কবিতার প্রথম চরণটি ছিল এই রূপ ঃ

نحن الكرام فلا حى تعادلنا - منا الملوك وفينا ينصب البيع.

"আমরাই সম্ভ্রান্ত, কোন গোত্রই আমাদের সমকক্ষ নয়। আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে রাজা-বাদশাহ, গির্জার প্রতিষ্ঠাতা আমরাই।"

তাঁহার কবিতা পাঠ শেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাস্সান ইব্ন ছাবিত (রা)-এর প্রতি ঈঙ্গিত করিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া যেই কবিতা পাঠ করিলেন তাহার প্রথমাংশ ছিল এইরূপ ঃ

ان الذوائب من فهر واخواتهم - قد بينوا سنة للناس يتبعوا.

“ফিহ্র গোত্রের সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং তাহাদের ভ্রাতৃবর্গ মানবজাতিকে অনুসরণীয় পথ বলিয়া দিয়াছে।”

অতঃপর বানূ তামীম নেতা হাসসান (রা)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করিল। তাঁহার মধ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি রহিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া আগত সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল (তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়া'ল-মুলুক, বৈরূত তা. বি., ৩খ., ১১৫)।

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রিয় নবীকে এই ধরনের আহ্বান করা পছন্দনীয় ছিল না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

“যাহারা ঘরের বাহির হইতে আপনাকে উচ্চস্বরে ডাকে তাহাদের অধিকাংশ নির্বোধ” (৪৯ ঃ ৪)।

وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

“তুমি বাহির হইয়া উহাদের নিকট আসা পর্যন্ত যদি উহারা ধৈর্য ধারণ করিত তবে তাহাই উহাদের জন্য উত্তম হইত। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু” (৪৯ ঃ ৫)।

আয়াতে তাহাদেরকে নির্বোধ বলিয়া অভিহিত করা এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু বলিয়া ঘোষণা প্রদান করিবার মধ্যে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, তাহারা তাওবা করিলে উহা মার্জনা করা হইবে। বানূ তামীমের সাদাসিধা হইবার আরও কিছু ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে।

عن عمران بن حصين قال اتى نضر من بنى تميم النبى ﷺ فقال اقبلوا البشرى يا بنى تميم قالوا يارسول الله قد بشرتنا فاعطنا فرائ ذلك فى وجهه فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يارسول الله.

“ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানূ তামীমের একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিল। তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, হে বানূ তামীম! সুসংবাদ গ্রহণ কর। তাহারা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি তো আমাদেরকে শুধু সুসংবাদ শুনাইলেন, কিছু মালও প্রদান করুন। তাহাদের এই কথায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ পাইল। ইত্যবসরে ইয়ামান হইতে একটি প্রতিনিধি দল আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন যে সুসংবাদ বানূ তামীম গ্রহণ করে নাই। তাহারা বলিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা গ্রহণ করিলাম” (বুখারী, প্রাগুক্ত, ২খ., ৬২৬)।

বানূ তামীম যে ইসলাম গ্রহণ করিয়া প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল সেই সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছ হইতে আভাষ পাওয়া যায়। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عبد الله بن الزبير انه قدم ركب من بنى تميم على النبى ﷺ فقال ابو بكر امر القعقاع بن معبد بن زرارة قال عمر بل امر الاقرع بن حابس قال

ابو بكر ما اردت الا خلافى قال عمر ما اردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت اصواتهما فنزل فى ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله حتى انقضت.

"আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানূ তামীম গোত্রের একদল লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিল। আবূ বাক্র (রা) বলিলেন, কা'কা' ইব্ন মা'বাদ ইব্ন যুরারা (রা)-কে আমীর নিয়োগ করুন। 'উমার (রা) বলিলেন বরং আকরা' ইব্ন হাবিস (রা)-কে আমীর নিয়োগ করুন। আবূ বাক্র (রা) বলিলেন, তুমি আমার বিরুদ্ধে কথা বলিতে চাও। উমার (রা) বলিলেন, আমি আপনার বিরোধিতা করিতে চাহি নাই। উভয়ের বাদানুবাদে উচ্চ ধ্বনি ধ্বনিত হইল। উহার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয় ঃ "হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের সমক্ষে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হইও না এবং আল্লাহ্কে ভয় কর; আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে মু'মিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজদিগের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজদের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁহার সহিত সেইরূপ উচ্চস্বরে কথা বলিও না। কারণ ইহাতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হইয়া যাইবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে" (৪৯ ঃ ১-২; বুখারী আস-সাহীহ, প্রাগুক্ত)।

বানূ তামীমের প্রশংসায় আরও বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابى هريرة قال لا ازال احب بنى تميم بعد ثلث سمعته من رسول الله ﷺ يقولها فيهم هم اشد امتى على الدجال وكانت فيهم سبية عند عائشة فقال اعتقيها فانها من ولد اسماعيل وجاءت صدقاتهم فقال هذه صدقات قوم او قومى.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তিনটি কথা শ্রবণ করিবার পর বানূ তামীমকে ভালবাসিতেছি, কথাগুলি তিনি তাহাদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন। উহারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে কঠোর একটি জাতি। হযরত আইশা (রা)-এর নিকট এই গোত্রের একজন বন্দিনী ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে বলিলেন, উহাকে আযাদ করিয়া দাও। কারণ সে ইসমাঈল (আ)-এর বংশীয়। তাহাদের নিকট হইতে সাদাকার মাল আসিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, উহা আমার গোত্রের সাদাকা" (বুখারী, প্রাগুক্ত)।

আবদুল কায়স গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

বাহরায়নে বসবাসকারী একটি গোত্রের নাম ছিল আবদুল কায়স গোত্র। আবদুল কায়স ছিল ঊর্ধ্বতন গোত্রপতির নাম। গোত্রপতির নামেই পরবর্তী কালে এই গোত্রের নাম আবদুল কায়স হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই গোত্রটি মোট দুইবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করিয়াছিল। প্রথমবার ৫ম হিজরী বা উহারও পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার হিজরী ৮ম সনে কিংবা ৯ম সনে, মতান্তরে দশম সনে (আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহহুস-সিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪)।

উহাদিগকে স্বাগত জানাইতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছিলেন ঃ

مرحبا با الو وفد غير خزايا ولا ندامى-

"কোনরূপ অপমান ও অনুশোচনা ব্যতিরেকে এই দলকে আমি সুস্বাগত জানাইতেছি।"

এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে এক লোকের পরিচিতি ছিল আশজ্জ আবুদল কায়স হিসাবে যাহার মূল নাম ছিল মুনযির ইব্ন আইয (রা)। তাহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছিলেন ঃ

ان فيك خلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والاناة.

"তোমার মধ্যে এমন দুইটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে যেইগুলি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল ﷺ ভালবাসেন। উহা হইল ধৈর্য ধারণ ও ধীরে সুস্থে কর্ম সম্পাদন" (আর-রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪২৮)।

সহীহ বুখারীতে উহাদের আগমন ও প্রস্থানের বিষয়টি সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله ﷺ فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى فقالوا يارسول الله ان بيننا وبينك المشركين من مضر وانا لا نصل اليك الا فى اشهر الحرم حدثنا بجمل من الامر ان عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا قال امركم باربع وانهاكم عن اربع الا يمان بالله وهل تدرون ما ايمان بالله شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصوم رمضان وان تعطوا من المغانم الخمس وانهاكم عن اربع ما انتبذ فى الدباء والنقير والحنتم والمزفت.

"আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাইয়া বলিলেন, কোন ধরনের অপমান ও অনুতাপ ছাড়াই আপনাদেরকে স্বাগত জানাইতেছি। তাহারা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তী স্থানে মুশরিক মুদার গোত্র বাস করে। নিষিদ্ধ মাসগুলি ব্যতীত অন্য কোন সময় আমরা আপনার নিকট পৌঁছিতে সক্ষম নহি। আমাদেরকে কতিপয় বাক্যে কিছু নির্দেশ করুন যাহা আমরা পালন করিলে জান্নাতে প্রবেশ করিব। আর উহা আমরা আমাদের পিছনের লোকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, আমি তোমাদেরকে চারি জিনিসের আদেশ করিব এবং চারি জিনিস হইতে বারণ করিব। প্রথম হইল, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন। তোমরা কি জান, আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন করা কি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু সাক্ষ্য দান করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমযানের সাওম পালন করা, গানীমাতের মাল হইতে এক-পঞ্চমাংশ দান করা। আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিতেছি এমন চারটি জিনিস হইতে যেইগুলিতে নাবীয বানানো হয়, উহা হইল শুকনা লাউয়ের খোলস, বৃক্ষের মূল খোদাই করিয়া যে পাত্র বানানো হয়, সবুজ কলসি ও কালাই করা কোন পাত্র" (বুখারী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৬২৭)।

উল্লেখ্য যে, এই সকল পাত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা আসল উদ্দেশ্য ছিল না। তখনকার যুগে এই সকল পাত্রের সাহায্যে মাদক জাতীয় জিনিস তৈরি, হইত। মদ পানে মানুষ এতই আসক্ত ছিল যে, মদ ব্যতীত তাহাদের স্বাভাবিক জীবনের কল্পনাই করা যাইত না। এই আসক্তিকে কৌশলে নিয়ন্ত্রণ করার নিমিত্তে তাহাদেরকে মদ তৈরীর উক্ত সরঞ্জাম হইতে নিষেধ করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালে নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়া যায়।

বাহরায়নের আবদুল কায়স জনপদেই মসজিদে নববীর পর প্রথম জুমু'আর সালাত আদায় করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابن عباس قال اول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت فى مسجد رسول الله ﷺ فى مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين.

"আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মসজিদে জুমু'আর সালাত আদায় করিবার পর সর্বপ্রথম আবদুল কায়স গোত্রের মসজিদ, যাহা বাহরায়নের জাওয়াছা নামক স্থানে ছিল, যেখানে জুমুআর সালাত অনুষ্ঠিত হয়" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬২৭)।

এই আবদুল কায়স গোত্রের ইসলাম গ্রহণের কাজে ব্যস্ত থাকায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যোহরের ফরয পরবর্তী দুই রাকাআত সুন্নাত আদায় করিতে না পারিয়া তাহা আসরের ফরয আদায় করিবার পর কাযা করিয়াছিলেন। উহা দেখিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আসরের পরও দুই রাকাআত সুন্নাতের বিধান প্রবর্তন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হইলে ইরশাদ করিয়াছিলেন ঃ

انه اتانى اناس من عبد القيس بالاسلام من قومهم فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.

"আমার নিকট আবদুল কায়স গোত্রের কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করিবার নিমিত্তে আগমন করিয়াছিল। তাহাদের সহিত ব্যস্ত থাকায় যুহরের ফরয পরবর্তী দুই রাক্'আত সুন্নাত আমি আদায় করিতে পারি নাই। আসর সালাতের পরে যেই দুই রাকাআত সুন্নাত আদায় করিতে তোমরা আমাকে দেখিয়াছিলে উহা হইল সেই দুই রাকাআত" (বুখারী, প্রাগুক্ত)।

আশ'আরী গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

ইয়ামানের একটি সম্ভ্রান্ত গোত্র ছিল আশ'আরী গোত্র। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ছিলেন এই গোত্রীয় একজন সাহাবী। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নবূওয়াতের দা'ওয়াত তাহাদের নিকট পৌঁছিলে সেইখান হইতে ৫৩ ব্যক্তি মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-ও সেই কাফেলায় ছিলেন। তাঁহারা একটি জাহাজে আরোহণ করিয়া রওয়ানা করিয়াছিলেন। কিন্তু সামুদ্রিক বায়ু অনুকূল না হওয়ায় জাহাজটি হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) গিয়া পৌঁছে। সেইখানে হযরত জা'ফার (রা) পূর্ব হইতেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি উহাদিগকে লইয়া আরব অভিমুখে রওয়ানা করিলেন। সেই সময় খায়বার

বিজিত হইয়া গিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেইখানে তখনও রহিয়া গিয়াছিলেন। ফলে আশ'আরী গোত্রটি খায়বারেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহার নিকট ইসলামের বায়'আত গ্রহণ করে। এই সম্পর্কে সহীহ মুসলিমের বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

عن ابى موسى قال بلغنا مخرج رسول الله ﷺ ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين اليه انا واخوان لى انا اصغرهما احدهما ابو بردة والاخر ابو رهم اما قال بضعا واما قال ثلاثة وخمسين او اثنين وخمسين رجلا من قومى قال فركبنا سفينة فالقتنا سفينتنا الى النجاشى بالحبشة فوافقنا جعفر بن ابى طالب واصحابه عنده فقال جعفر ان رسول الله ﷺ بعثنا ههنا وامرنا بالاقامة فاقيموا معنا قال فاقمنا معه حتى قدمنا جميعا قال فوافقنا رسول الله ﷺ حين افتتح خيبر ..... الى اخره.

"আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হিজরতের কথা পৌঁছিল। আমরা তখন ইয়ামানে ছিলাম। আমি ও আমার বড় দুই ভাই যথাক্রমে আবু বুরদা ও আবূ রুহম হিজরতের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। আমাদের সহিত ৫৩ সদস্যের বা ৫২ জনের একটি কাফেলা ছিল। আমরা নৌযানে আরোহণ করিয়া রওয়ানা করিলাম। কিন্তু আমাদেরকে নৌযান লইয়া গেল নাজ্জাশীর হাবশায়। সেইখানে আমরা জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা) ও তাঁহার সঙ্গীগণের সাক্ষাত লাভ করিলাম। জা'ফার (রা) আমাদিগকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন এবং এখানে অবস্থান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। সুতরাং আপনারাও আমাদের সহিত এখানে অবস্থান করুন। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, তাহার কথায় আমরা সেইখানে অবস্থান করিলাম। অতঃপর সম্মিলিতভাবে সকলেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি সবেমাত্র খায়বার বিজয় সম্পন্ন করিয়াছিলেন" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ৩০৪)।

বানূ হানীফা গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

দশম হিজরী সনে বানূ হানীফা গোত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, বানূ হানীফা গোত্রের এই প্রতিনিধি দলের সহিত মুসায়লামাতুল কায্যাবও শরীক ছিল। তাহারা মদীনায় আসিয়া আল-হারিছের কন্যা আনসার গোত্রীয় এক মহিলার গৃহে মেহমান হইয়াছিল। বর্ণিত আছে যে, বানূ হানীফার এই প্রতিনিধিদল যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করে তখন মুসায়লামাতুল কায্যাবকে তাহারা কাপড়ের আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। পরিচয় গোপন রাখিয়া যখন সে দরবারে নবূওয়াতের নিকটবর্তী হয় তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত কথা বলে। তিনি তখন সাহাবায়ে কিরামের এক মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার হাতে ছিল খেজুরের একটি ডাল। সে তাঁহার নিকট কিছু চাহিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, তোমাকে এই ডালের ছালও দেওয়া যাইবে না। ইব্ন ইসহাক আরও বলেন, আমার নিকট বানূ হানীফা গোত্রের এক শায়খ মুসায়লামার এই দলে

শরীক হওয়া সম্পর্কে ভিন্ন তথ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন বানূ হানীফা গোত্র যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়াছিল তখন তাহাদের সহিত মুসায়লামাতুল কায্যাব ছিল না; বরং সে ছিল প্রতিনিধি দলের জন্য নির্মিত শিবির ও বাহনের দেখা-শোনার কাজে নিয়োজিত। বানূ হানীফা গোত্র ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তাহারা বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের এক সহযাত্রী আমাদের শিবির ও সওয়ার-দেখা শোনার কাজে নিয়োজিত থাকায় আপনার সমীপে উপস্থিত হইতে পারে নাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন বলিলেন, তোমাদিগকে যাহা কিছুর আদেশ দেওয়া হইয়াছে উহা তাহার জন্যও প্রযোজ্য হইবে। অতঃপর কাফেলা যখন ইয়ামামায় প্রত্যাবর্তন করিল তখন মুসায়লামা মুরতাদ হইয়া গেল এবং মিথ্যা নবূওয়াতের দাবি করিয়া বসিল।

অতঃপর সে বানূ হানীফা হইতে সালাতের বিধান রহিত করিয়া দেয়, মদ পান ও যেনা বৈধ বলিয়া ঘোষণা দেয়। তবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে নবী উহা অস্বীকার করে নাই বরং উহার পক্ষে সাক্ষী প্রদান করে (তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ১৩৭)।

গাসসান গোত্রের ইসলাম গ্রহণ

আরব খৃস্টানদের একটি গোত্রের নাম ছিল গাস্সান। রোম সম্রাট কায়সারের পক্ষ হইতে উহারা আরবের একটি অঞ্চল শাসন করিত। ১০ম হিজরীর রামাযান মাসে গাসসান গোত্রাধীন তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিল। তাঁহারা তাৎক্ষণিকভাবে অবশ্য মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, আমাদের গোত্রের অন্যান্যরা ইসলাম গ্রহণ করে কিনা তাহা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। উহারা তো বড়ই ক্ষমতা প্রিয় এবং রোম সম্রাট কায়সারের একনিষ্ঠ ভক্ত। সে যাহাই হউক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের প্রতি সাধারণ প্রতিনিধি দলের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাবর্তন কালে অন্যান্যদলের মত উপঢৌকন দান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। তবে তাহারা মনে প্রাণে গোপনে মুসলিম ছিল। দুই জন ঈমান অবস্থাতেই ইনতিকাল করেন। তৃতীয় ব্যক্তি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর শাসন কালীন সময়ে ইয়ারমূকের যুদ্ধে হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া নিজের ইসলাম গ্রহণ করিবার কথা তাহাকে অবহিত করিলে তিনি তাঁহাকে খুবই সমাদর করেন (দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৮)।

সালামান গোত্রে ইসলামের দা'ওয়াত

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সালামান প্রতিনিধি দল আগমন করিল। তাহারা সাতজন ছিলেন। তাঁহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হাবীব ইব্ন উমার (রা) এই দলের এক সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি উত্তর দিলেন, সময় মত সালাত আদায় করা। এই প্রতিনিধিদল সেই দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত জু'হর ও 'আসর এই দুই ওয়াক্তের সালাত আদায় করিয়াছিলেন। এই দুই সালাতের ব্যাপারে হাবীব (রা)-এর অভিমত ছিল যে, তুলনামূলকভাবে জু'হর হইতে আসরের সালাত সংক্ষিপ্ত ছিল। তাঁহারা স্বীয় এলাকায় অনাবৃষ্টির অভিযোগ করিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ

তাহাদের দেশে বৃষ্টি হওয়ার জন্য দু'আ করিলেন। অতঃপর আমরা সেখানে তিন দিন অবস্থান করিলাম। তিন দিনই আমরা রাসূলুল্লাহ্ -এর মেহমান ছিলাম। ফিরিবার সময় বিলাল (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ আমাদের প্রত্যেককে পাঁচ ওকিয়া (পাঁচ আউন্স) রৌপ্য প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তাহার নিকট অন্য কোন সম্পদ না থাকায় ক্ষমা চাহিলেন। আমরা ভাবিলাম যাহা পাইয়াছি তাহা হইতে উত্তম পাওনা আর কি হইতে পারে। ফিরিয়া দেখিলাম বৃষ্টির জন্য যেই দিন রাসূলুল্লাহ্ দু'আ করিয়াছিলেন, সেই দিনই বৃষ্টি হইয়াছিল। উহারা দশম হিজরীর শাওয়াল মাসে আগমন করিয়াছিলেন (আসহহুস সিয়ার, পৃ. ৪৪৯)।

মুহারিব গোত্রের ইসলাম গ্রহণ ঃ

উহারা আরবের খুবই দুর্ধর্ষ জাতি ছিল। চারিত্রিক দিক দিয়াও তাহারা খুবই নিম্নমানের লোক ছিল। নবূওয়াত লাভের সূচনাকালে যখন রাসূলুল্লাহ্ আরবের বিভিন্ন গোত্রে গিয়া ইসলামের দাওয়াত দিতেছিলেন তখন এই সম্প্রদায় তাঁহার সহিত খুবই রুঢ় আচরণ করিয়াছিল (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪৪৪)।

দশম হিজরী সনে বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে মুহারিব গোত্রের দশ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ্ -এর নিকট আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। এই দলের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন সাওয়া ইবনুল হারিছ এবং তদীয় পুত্র খুযায়মা ইব্ন সাওয়া। তাহারা মক্কায় আগমন করিয়া রামলা বিনতুল হারিছের গৃহে অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের নিকট সেখানে সকালে বিকালে খাদ্য পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বিলাল (রা)। ইসলাম গ্রহণ করিবার পর তাঁহারা বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! অতীতের দিনগুলিতে আমাদের নিকট আপনার চেহারা হইতে ঘৃণিত অন্য কোন চেহারা ছিলনা। আর এই মুহূর্তে আমাদের নিকট আপনার চেহারা মুবারক হইতে অধিক প্রিয় অন্য কোন চেহারা নাই। এই প্রতিনিধি দলের এক লোককে রাসূলুল্লাহ্ চিনিয়া ফেলিয়াছিলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমাকে এই পর্যন্ত জীবিত রাখিয়াছেন যাহার ফলে আপনাকে সত্য নবী বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। তদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ বলিলেন, সকল অন্তরই আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। অতঃপর খুযায়মা ইব্ন সাওয়া (রা)-এর চেহারায় হাতে বুলাইয়া দিলেন। ফলে তাঁহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল চকচকে হইয়া গেল (ইব্ন কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রগুক্ত ৫খ., পৃ.৭০)।

অপর এক সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ উহাদের একটি লোকের প্রতি গভীর মনোনিবেশের মাধ্যমে তাকাইতেছিলেন। তখন মুহারিব গোত্রের এই লোকটি নিবেদন করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সম্ভবত আমার সম্পর্কে আপনি কিছু একটি ভাবিতেছেন? রাসূলুল্লাহ্ বলিলেন, সম্ভবত আমি তোমাকে পূর্বেই দেখিয়াছি। সে তখন বলিল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনি আমাকে দেখিয়াছেন। আপনার সাথে কথা হইয়াছিল, তখন আপনার সহিত আমি কর্কশ ভাষায় কথা বলিয়াছিলাম। আপনার দা'ওয়াতকে বিদ্রূপ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। আর তাহা ঘটিয়াছিল উকায বাজারে। এই মুহূর্তে আপনি আমার নিকট দুনিয়ার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৪৪৫)।

তুজায়ব গোত্রে ইসলামের আলো

তুজায়ব ইয়ামানের কিন্দা এলাকার একটি উপগোত্রের নাম। কিনানা ইব্ন বুস্র আত-তুজায়বী যে তৃতীয় খলীফা উছমান ইব্ন আফফান (রা)-এর কুখ্যাত হত্যাকারী ছিল সে ছিল এই গোত্রীয় লোক। অপর দিকে তাজূব হিময়ারের অঞ্চলের স্বতন্ত্র একটি গোত্রের নাম। হযরত আলী (রা)-এর হত্যাকারী ইব্ন মুলজিম ছিল এই তাজূব গোত্রের লোক। অনেকে এই দুইটি গোত্রকে এক মনে করিয়া বাস্তবতার বিপরীত চলিয়া যান (পাদটীকা, আসাহ্হুস সিয়ার, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৩৪)। এই গোত্রের তের জন লোক নবম হিজরীতে প্রতিনিধি দল হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করে (ইব্ন কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৫খ., পৃ. ৭৩)। দরবারে নবূওয়াতে আগমন কালে তাঁহারা নিজেদের গৃহপালিত প্রাণী এবং ফরয সাদাকার মাল লইয়া আসিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উহা পেশ করিয়া নিবেদন করিয়াছিলেন, আমাদের সম্পদের উপর আল্লাহ তা'আলার যেই হক রহিয়াছে উহা লইয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহাতে আনন্দিত হইলেও বলিয়াছিলেন, উহা ফিরাইয়া লইয়া যাও এবং তোমাদের এলাকার দরিদ্রগণের মধ্যে উহা বিতরণ করিয়া দাও। তাঁহারা তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেখানে বিতরণ করিবার পর যাহা রহিয়াছিল তাহা লইয়া আসিয়াছি। আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) মন্তব্য করিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তুজায়ব গোত্র যেই অভিনব পন্থায় আগমন করিল সেই মত আরবের অন্য কোন গোত্র আসে নাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, হিদায়াত তো আল্লাহ্র হাতে। তিনি যাহার কল্যাণ চাহেন ঈমানের জন্য তাহার অন্তর খুলিয়া দেন। অতঃপর তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এরি নিকট কিছু কথা নিবেদন করিলেন। তিনি তাহা লিখাইয়া দিয়া দিলেন। কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কিত আরও কিছু বিষয় তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানিতে চাহিলে উহাতে তাঁহার হৃদয়ে উহাদের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি পাইল। তিনি বিলাল (রা)-কে তাঁহাদিগকে উত্তমভাবে আপ্যায়ন করিতে নির্দেশ দিলেন। তাহারা শীঘ্র ফিরিয়া যাইতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, আমাদের কামনা হইল স্বগোত্রে ফিরিয়া গিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব আপনার কথা পৌছাইয়া দেওয়া। সাধারণত প্রতিনিধিদল ফিরিয়া যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেই উপঢৌকন দিতেন উহা হইতে বেশী পরিমাণ তাহাদিগকে দান করিলেন। যাওয়ার সময় তিনি তাঁহাদের কেহ বাকী রহিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিল, আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এক যুবককে কাফেলার আসবাবপত্র ও যানবাহন দেখাশোনার জন্য পথিমধ্যে রাখিয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তিনি তাহাকে বানূ আবযার লোক বলিয়া পরিচয় দিলে তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অন্যান্য লোকদের প্রয়োজন মিটাইয়া দিয়াছেন। এখন আমার প্রয়োজন মিটাইয়া দেওয়ার পালা। আমার প্রয়োজন কিন্তু সম্পদ বিষয়ক নহে, তাহা অন্য রকম। আমার আগমন শুধু এই জন্য যে, আমার জন্য মাগফিরাতের কামনা করিবেন, আল্লাহ যেন আমার উপর করুণা করেন এবং আমার অন্তরকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হিফাজত করেন— সেই দু'আ করিবেন। তাহার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করিলেন ঃ

اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه فى قلبه.

"হে আল্লাহ্! তাহাকে ক্ষমা কর, করুণা কর, তাহার অন্তরকে অমুখাপেক্ষী করিয়া দাও"।

দু'আর সহিত অন্যান্য লোকদের জন্য যেই হাদিয়া তুহ্ফা দেওয়া হইয়াছিল তাহাকেও সেইরূপ দান করিয়া বিদায় জানাইলেন। বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্র ﷺ-এর সহিত বানূ আবযা গোত্রের কিছু লোকের সাক্ষাত হইলে তিনি ঐ যুবক ছেলেটি সম্পর্কে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তাহার অতুলনীয় অমুখাপেক্ষিতার কথা তুলিয়া ধরেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পর ইয়ামনে মুরতাদ হইবার যেই হিড়িক পড়িয়াছিল তখন এই ছেলেটি তাহার গোত্রকে উহা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আবূ বাকর (রা)-এর খিলাফত কালে খলীফা নিজেই তাঁহার খবরাখবর রাখিতেন। তাঁহার সহিত সদাচরণের নির্দেশ প্রদান করেন (আসাহহুস-সিয়ার, পৃ. ৪৩৪)।

সুদা' গোত্রে ইসলাম

ইয়ামানের একটি অঞ্চলের নাম ছিল সুদা'। ৮ম হিজরী সনে সেখান হইতে একটি প্রতিনিধিদল আগমন করিয়াছিল। ওয়াকিদীর বিবরণ মতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন জি'ইররানা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযাত্রী দল পাঠাইতে লাগিলেন। এই সময় চার শত মুসলিম সদস্যের একটি বাহিনী কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর নেতৃত্বে "কুনাত" অভিমুখে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের হাতে সাদা বর্ণের একটি পতাকা অর্পণ করিলেন। ছোট ছোট কাল কিছু ঝাণ্ডাও তাঁহাদিগের নিকট প্রদান করিয়া বলিলেন, ইয়ামান এলাকার সেইদিকে যাত্রা করিও যেখানে সুদা' গোত্র রহিয়াছে। সুদা' এলাকার এক লোক যখন অবহিত হইল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার স্বাজাতির নিকট একটি দা'ওয়াতী কাফিলা প্রেরণ করিতেছেন, তখন সে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার কওমের পক্ষে হইতে আগমন করিয়াছি। আপনি এই কাফেলাটিকে ফিরাইয়া আনুন। আমি আমার গোত্রকে লইয়া আপনার দরবারে উপস্থিত হইব। তাঁহার কথায় রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ কায়স ইব্ন সা'দকে কুনাত হইতে প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। অতঃপর সুদাঈ গোত্রীয় এই লোকটি স্বীয় গোত্রে ফিরিয়া গেলেন এবং পনের সদস্যের একটি দল লইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় গোত্রে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা নিজ বাসভূমিতে ফিরিয়া গিয়া ব্যাপক হারে ইসলামের দা'ওয়াত দিতে লাগিলেন, লোকজনও ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল। ফলে বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে এই গোত্রের একশতজন মুসলিম মক্কায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত হজ্জে শরীক হইয়াছিলেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৪৪৫)।

যিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কাফেলা প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার আবেদন করিয়াছিলেন তাঁহার নাম ছিল যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস-সুদা'ঈ (রা)। প্রতিনিধি দল লইয়া আসিবার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে সুদা গোত্রের ভ্রাতা! তোমাকে তোমার গোত্রীয় লোকেরা বড়ই মূল্যায়ন করে। উত্তরে তিনি বলিলেন, উহা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের অনুগ্রহের ফল। ইব্ন কাছীর বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়া বলেন, যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস-সুদা'ঈ (রা) তাঁহার কওমের লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগমন করিবার পূর্বেই ব্যক্তিগতভাবে আসিয়া

ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে রাসূলল্লাহ্ ﷺ প্রেরিত অভিযাত্রী কাফেলাকে অন্য লোক পাঠাইয়া ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট অবস্থানরত তাঁহার কওমের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্র পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট একটি প্রতিনিধি দল চলিয়া আসে। স্বীয় কওমের তাৎক্ষণিক সাড়া দান প্রত্যক্ষ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মন্তব্য করিয়াছিলেন, তুমিই স্বীয় কওমের যোগ্য অধিকর্তা। জওয়াবে তিনি বলিয়াছিলেন, উহা আমার যোগ্যতা নয় বরং আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে হিদায়াত দান করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আমাকে স্বীয় কওমের উপর আমীর নিয়োগ করিতে চাহিলে আমি উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলাম। তিনি তখন আমাকে আমীর নিয়োগ মর্মে একটি আদেশ নামা লিখিলেন। আমি তখন আবেদন করিলাম, স্বীয় গোত্র হইতে সাদাকা সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে কিছু অংশ আমাকে ব্যয় করিবার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই মর্মে অপর একটি ফরমান লিখিয়া দিলেন। হারিছ আস-সুদা'ঈ বলেন, আমার এই চাওয়া এবং রাসূলুল্লাহ্‌র ﷺ কর্তৃক তাহা প্রদান করা কোন এক সফরের ঘটনা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই সফরের প্রাক্কালে কোন এক রসত বাড়ীতে আশ্রয় লইলে সেখানকার লোকজন তাহাদের সাদাকা আদায়কারী আমীর সম্পর্কে অভিযোগ করিল। উপস্থিত লোকদের সম্মুখে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই মন্তব্য করিলেন ঃ

لاخير فى الامارة لرجل مؤمن.

"মু'মিন ব্যক্তির জন্য নেতৃত্ব গ্রহণে কোন কল্যাণ নাই"।

যিয়াদ আস-সুদা'ঈ বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই মন্তব্য আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করিল। অতঃপর আরও একটি লোক আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কোন জিনিস চাহিল। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ

من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع فى الرأس وداء فى البطن.

"ধনাঢ্য অবস্থায় মানুষের নিকট যাচ্ঞা করা মাথা ব্যথা ও পেটের অসুস্থতার পরিচায়ক"। যাচ্ঞাকারী লোকটি তখন বলিল, তাহা হইলে আমাকে সাদাকার সম্পদ হইতে দান করুন। জওয়াবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকা বন্টনের ক্ষেত্রে নবী বা অন্য কাহারও মতামত গ্রহণ করেন নাই। তিনি স্বয়ং উহা আট ভাগে ভাগ করিয়া দিয়াছেন। যদি তুমি আট শ্রেণীর কোন এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হও তাহা হইলে তোমাকে উহা হইতে আমি প্রদান করিব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই অভিমতও আমার হৃদয়ে রেখাপাত করিল। অতঃপর রাত্রিকালে সকল লোক চলিয়া গেলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত আমি নিশি যাপন করিলাম। ফজরের সালাতের সময় হইলে তিনি বলিলেন, হে সুদা'ঈ ভাই, তোমার নিকট কোন পানি আছে কি? আমি উত্তর দিলাম, এত অল্প পরিমাণ পানি আছে যাহা আপনার জন্য যথেষ্ট নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, তাহা পাত্রে ঢালিয়া আমার নিকট লইয়া আস। আমি তাহাই করিলাম, তিনি তাঁহার হাতের তালু পানিতে স্পর্শ করিলে দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী স্থান দিয়া পানির ফোয়ারা বাহির হইতে দেখিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, যাহাদের পানির প্রয়োজন রহিয়াছে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া প্রয়োজন

অনুসারে পানি লইয়া যাওয়ার জন্য বল। প্রয়োজন অনুযায়ী সকলেই পানি লইয়া গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতে দাঁড়াইতে চাহিলেন। বিলাল (রা) তখন ইকামত দানের জন্য দাঁড়াইলেন। যেহেতু আমি পূর্বে আযান দিয়াছিলাম সেজন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে বলিলেন, তোমার সুদা'ঈ ভাই আযান দিয়াছে আর নিয়ম হইল যে আযান দিবে, ইকামত দেওয়া তাহারই অধিকার। সুতরাং আমি ইকামত দিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন সালাত শেষ করিলেন, তখন আমাকে প্রদত্ত তাঁহার দুইটি আদেশনামা লইয়া উপস্থিত হইলাম। নিবেদন করিলাম, আমাকে উহা হইতে অব্যাহতি দান করুন হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হইয়াছে তোমার? সুদা'ঈ বলিলেন, আমি আপনার ইরশাদ শুনিয়াছি, নেতৃত্বে গ্রহণের মধ্যে কোন মু'মিন ব্যক্তির কল্যাণ নাই। আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমানদার। আমি আপনার ইরশাদ আরও শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি স্বচ্ছল অবস্থায় মানুষের নিকট সওয়াল করবে তাহার মাথায় বেদনা দেখা দিবে এবং পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হইবে। অথচ আমি আপনার নিকট সওয়াল করিয়াছি স্বচ্ছলাবস্থায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবারও তাহা স্থির রাখিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বিষয় তাহাই হইবে, চাহিলে তুমি বজায় রাখ, না হয় তাহা অর্পণ করিয়া দাও। তিনি আরও বলিলেন, তাহা হইলে তুমি এমন একজন লোককে দেখাইয়া দাও যাহাকে আমীর নিয়োগ করা যায়। সুদা'ঈ একজন লোকের কথা বলিলে তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই গোত্রের আমীর নিয়োগ করিলেন। অতঃপর যিয়াদ ইবনুল হারিছ আস-সুদা'ঈ নিবেদন করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের এখানে একটি কূঁয়া রহিয়াছে। উহার পানি শীতকালে আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়, কিন্তু গ্রীষ্ম কালে উহা শুকাইয়া যায়। ফলে গোত্রের লোকজন গ্রীষ্মকালে এই দিক সেই দিকে গিয়া বাস করিতে থাকে। আমরা অল্প সংখ্যক মুসলমান, বিভিন্ন স্থানে যাতায়াতে আমাদের জীবনের আশংকা রহিয়াছে। ফলে আমাদের এই কুয়াটির জন্য দু'আ করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাতটি কংকর হাতে লইয়া তাহা মর্দন করিলেন এবং তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, আল্লাহ্‌র নাম লইয়া একটি একটি করিয়া কংকর কূয়াতে নিক্ষেপ করিবে। যিয়াদ সুদা'ঈ সেই মতই করিলেন, ফলে তাহার পানি আর কোন দিন শুকাইল না (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৬৫)।

বানুল মুনতাফিক প্রতিনিধি দলের আগমন

লাকীত ইব্‌ন 'আমির এবং নুহায়ক ইব্‌ন 'আসিম ইব্‌ন মালিক ইবনুল মুনতাফিক দলীয় প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে আগমন করিয়াছিল। লাকীত ইব্‌ন 'আমির বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে যখন উপনীত হইয়াছিলাম তখন তিনি ফজরের সালাত হইতে অবসর হইয়া বলিলেন, উপস্থিত জনতা! চারিদিন যাবত আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে কোন কথা বলি নাই, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। তোমাদের মধ্য হইতে কেহ এমন রহিয়াছে কি যাহাকে তাহার স্বীয় গোত্রের লোক আমার নিকট প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছে? লাকীত বলেন, আমার এই কথা শুনিয়া লোকজন আমার প্রতি তাকাইতে লাগিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার বলিলেন, আপনারা দীন প্রচারের কাজ যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন কি না, সেই সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে। আমি তখন দাঁড়াইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি গায়েব জানেন কি? তিনি তখন জওয়াব দিলেন,

গায়েবের চাবিকাঠি আল্লাহ্‌র হাতে। অতঃপর এই সম্পর্কিত আল-কুরআনের আয়াতটি পাঠ করিলেন। লাকীত বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমাদের দেহ টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে, বাতাস উহাকে উড়াইয়া কোথা হইতে কোথায় লইয়া যাইবে, না হয় পশু পাখি উহা সাবাড় করিবে ইহা সত্ত্বেও উহা কেমন করিয়া একত্রিত করা হইবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহা একটি যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, ঘনবৃক্ষ লতা-পাতার ও সবুজে ঘেরা একটি উদ্যান ছিল। কিন্তু উহার অবস্থা এক সময় এমন হইয়া গেল যে, মানুষের ধারণা হইল যে, বাগানটি একেবারে শেষ হইয়া গেল। এমনি সময় আল্লাহ্ তা'আলা বৃষ্টি দান করিলেন, ফলে বাগানটি পুনরায় সজীব হইয়া গেল। বৃক্ষ ও চারা গাছ প্রাণ ফিরিয়া পাইল। যেই আল্লাহ্ বৃক্ষ ও চারার জীবন ফিরাইয়া দিতে সক্ষম, তিনিই ছড়ানো ছিটানো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফিরাইয়া উহা একত্রিত করিতে সক্ষম। লাকীত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা তো সংখ্যায় এত বিপুল যে, গোটা জগৎব্যাপী মানুষ আর মানুষ। এক আল্লাহ্ এক সঙ্গে আমাদের সকলকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করিবেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, সারাজগৎ ব্যাপী সূর্য যেভাবে আলোক রশ্মি বিকীরিত করিতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা সেই মত গোটা জগৎবাসীকে এক সঙ্গে অবলোকন করিতে সক্ষম হইবেন।

লাকীতের আবার জিজ্ঞাসা, আমরা যখন মহান আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হইব তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সহিত কী আচরণ করিবেন? জওয়াবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাশরের মাঠের অবস্থা, মু'মিন ও কাফিরের পাওয়া ও চাওয়ার বিষয়ের বিবরণ দিলেন। লাকীত জিজ্ঞাসা করিলেন, পাপ পুণ্যের বদলা কিভাবে লাভ করিব? রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন, একটি নেকীর বদলে দশটি পুরস্কার ও একটি পাপের বিপরীতে একটি শাস্তিই ভোগ করিবে। আল্লাহ্ চাহিলে উহাও মার্জনা করিয়া দিতে পারেন।

লাকীত জিজ্ঞাসা করিলেন, জান্নাত ও জাহান্নাম কি? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, জাহান্নামের সাতটি দ্বার রহিয়াছে। কোন দ্বারেই সত্তর বৎসরের পথের কম দূরত্ব নাই। জান্নাতের রহিয়াছে আটটি দ্বার। কোন দ্বারেই সত্তর বৎসরের পথের কম দূরত্ব নাই। লাকীত জিজ্ঞাসা করিলেন, জান্নাতে কি কি রহিয়াছে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, খাঁটী মধুর নদী, এমন পানীয় বস্তুর নদী যাহা পান করিলে কোন ধরনের নেশা আসিবে না। দুধের নদী যাহার স্বাদ কোন সময় পরিবর্তন হইবে না। জান্নাতে আরও রহিয়াছে সব ধরনের ফলমূল, পূত পবিত্র স্ত্রীগণসহ সকল ধরনের সুখ-শান্তি, যাহার কোন উপমা পার্থিব কোন জিনিসের দ্বারা সম্ভব নয়।

লাকীত তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন বিষয়ের উপর আমরা আপনার নিকট বায়'আত গ্রহণ করিব? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন হাত প্রসারিত করিয়া দিয়া বলিলেন, সালাত কায়েম, যাকাত আদায় এবং এই কথার উপর যে, আল্লাহ্‌র সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না।

এই হাদীছের বিষয়বস্তু আরও দীর্ঘ। এখানে কেবল অংশবিশেষ উল্লেখ করা হইল। এই রিওয়ায়াতের বিষয়বস্তুর উপর অনেকেই সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ইবনুল কায়্যিম উহার ভাষাকে নবুওয়াতের ভাষা বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত, ৫খ., পৃ. ৬৩)।

বালিয়্যি প্রতিনিধি দলের ইসলাম গ্রহণ

সাহাবী রুয়াইফা' ইব্‌ন ছাবিত আল-বালয়াবী (রা)-এর গোত্র বালিয়্যি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নবম হিজরী সনের রবী'উল আউয়াল মাসে আগমন করিয়াছিল। গোত্রীয় আত্মীয়তার কারণে তাহারা আসিয়া তাঁহারই মেহমান হয়। অতঃপর তাঁহাকেই সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়। রুয়াইফা' (রা) তাহাদিগকে পরিচয় করাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন, উহারা আমারই গোত্রীয় লোক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ও তাহার গোত্রকে মারহাবা বলিয়া স্বাগত জানাইলেন। তাহারা সকলেই তখন ইসলাম গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ

الحمد لله الذى هداكم للاسلام فكل من مات على غير الاسلام فهو فى النار.

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি তোমাদেরকে ইসলামের জন্য হিদায়াত করিয়াছেন। ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত কেহ মারা গেলে জাহান্নামে যাইবে।"

আবুদ-দাবীব নামে প্রতিনিধি দলে একজন বৃদ্ধ ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, মেহমানদারী করা তাহার বড়ই সখ। উহাতে সে কি ছওয়াব লাভ করিবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যত ভাল কাজ তোমরা করিবে উহা ধনী ও নির্ধন যে কাহারও জন্য করা হউক তাহা তো সাদাকা হিসাবে গণ্য হইবে। সে আবারও জিজ্ঞাসা করিল, মেহমানদারী কত দিন পর্যন্ত করিতে হয়? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তিনদিন। উহার পর মেহমানদারী করা সাদাকার সমপর্যায়ের। মেহমানের জন্যও উচিৎ হইবে না যে, তিন দিন পরও সে অতিথি থাকিবে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মাঠে ঘাটে পাওয়া ভেড়া ও বকরী, যেইগুলি মালিকের নিকট হইতে হারাইয়া গিয়াছে, তাহার হুকুম কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হয়ত উহা তোমার হইবে, বা তোমার ভাইয়ের (মালিকের)। আর যদি উহা ধরিয়া না রাখ তাহা হইলে উহা নেকড়ে বাঘ সাবাড় করিয়া ফেলিবে। হারাইয়া যাওয়া উট সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি উত্তর দিলেন, উহা ধরিয়া রাখা তোমার জন্য উচিত নয়। সে-ই তাহার মালিককে তালাশ করিয়া বাহির করিবে। রুয়াইকা' (রা) বলেন, অতঃপর তাহারা আমার গৃহে ফিরিয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগের জন্য খেজুর লইয়া আসিয়া তাহাদিগকে দান করিলেন। তিন দিন এখানে অবস্থান করিবার পর তাহারা রওয়ানা করিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে সাদর বিদায়ী সম্ভাষণ জানাইলেন (দানাপুরী, প্রাগুক্ত, ৪৪১)।

'আযরা গোত্রে ইসলাম

'আযরা সিরিয়ার একটি বিখ্যাত এলাকার নাম। বানূ 'আযরা সেখানে বসবাস করিত বলিয়া এখানকার নাম 'আযরা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। নবম হিজরীর সফর মাসে সেখানকার বার জন লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আগমন করে। তাহাদের প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন হামযা ইবনুন নু'মান (রা)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক? তাহারা উত্তর দিল, আমরা বানূ 'আযরার লোক,

মাতৃপক্ষ হইতে যাহারা কুসায়্যির ভাই। সুতরাং আমরা আপনারই আত্মীয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আহলান সাহলান বলিয়া তাহাদিগকে স্বাগত জানাইলেন। তখন তাহারা সকলেই ইসলামে দীক্ষিত হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদিগকে সিরিয়া বিজয়ের সুসংবাদ দান করিয়াছিলেন এবং হিরাক্লিয়াসের পলায়নের অগ্রিম বার্তা জানাইয়া দিয়া দিলেন। উহাদিগকে গণকের নিকট না যাওয়ার এবং কুরবানী ব্যতীত অন্যান্য সকল ধরনের যবেহ করা হইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। তাহারা কয়েক দিন রামলায় অবস্থান করিয়া ফিরিয়া গেল। প্রত্যাবর্তনের সময় যথারীতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদিগকে তাহাদের উপঢৌকন দিয়াছিলেন (দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০)।

নাখ'আ প্রতিনিধি দলের আগমন

নাখ'আ ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দলের নাম। উহারা প্রতিনিধিদল হিসাবে আগমনকারী সর্বশেষ দল ছিল। একাদশ হিজরীর মুহাররামের মাঝামাঝি সময়ে তাহারা আগমন করে। এই প্রতিনিধি দলে দুই শত লোক আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্বেই মু'আয ইব্ন জাবাল (রা)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আসিয়া তাঁহারা কেবল উহার অনুমোদন লাভ করিয়াছিলেন।

যুরারাহ ইব্ন 'আমর (রা) এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নিবেদন করিলেন যে, সফরে তিনি বিস্ময়কর কিছু স্বপ্ন দেখিয়াছেন। উহার একটি স্বপ্নছিল এই যে, 'একটি গাধী লাল কাল একটি বাছুর প্রসব করিয়াছে।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বাসস্থানে কোন গর্ভবতী দাসী রাখিয়া আসিয়াছেন কি? তিনি হ্যাঁ সূচক জওয়াব দিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, সে একটি সন্তান প্রসব করিয়াছে, সন্তানটি আপনারই ঔরস জাত। বাছুরটির রঙ এমন কেন সেই সম্পর্কে অবহিত হইতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে পাশে ডাকিয়া আনিয়া চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার শরীরের কোন স্থানে শ্বেত রোগ আছে কি যাহা তুমি গোপন করিয়া রাখিয়াছ?

তিনি বিস্ময়াভিভূত হইয়া স্বীকার করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেহই এই সম্পর্কে অবহিত ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, স্বপ্নে সেই রঙই দেখানো হইয়াছে। যুরারা (রা) বলিলেন, আমি স্বপ্নে আরও দেখিয়াছি যে, নু'মান ইবনুল মুনযির মোতি ও মণিমুক্তা দ্বারা সজ্জিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, উহা আরবের বাস্তব রূপ, যাহা উন্নত মানের আকার-আকৃতি ধারণ করিবে। যুরারা (রা) আরও বলিলেন, আমি দেখিলাম, এক বৃদ্ধা মহিলা দীর্ঘ কেশধারী ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উত্থিত হইতেছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, উহা আরব এলাকা ব্যতীত অন্য দেশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যুরারা সর্বশেষ যেই স্বপ্নের কথা বলিলেন তাহা হইল, তিনি ভূ-পৃষ্ঠ হইতে আগুন উত্থিত হইতে দেখিলেন, আর উহা তাহার ও তাহার পুত্র 'আমরের মাঝে আড়াল হইয়া রহিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহার তা'বীর করিলেন, উহা হইল ফিতনা যাহা পরবর্তী কালে প্রকাশিত হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ফিতনার ধরন কিরূপ হইবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, জনগণ তাহাদের ইমামকে হত্যা করিবে, মুসলমানগণ পরস্পর খুনাখুনিতে লিপ্ত হইবে, এক মুসলমান

অপর মুসলমানকে হত্যা করাকে পানি পান করা হইতেও অধিকতর প্রিয় মনে হইবে। যদি তোমার পূর্বে তোমার পুত্র ইনতিকাল করে তাহা হইলে তুমি এই ফিতনা দেখিয়া যাইবে আর যদি তুমি তাহার পূর্বে ইনতিকাল কর তাহা হইলে সে নিজেই সেই ফিতনা দেখিতে পাইবে। যুরারা বলিলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! দু'আ করুন আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাকে সেই ফিতনার সম্মুখীন না করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার জন্য দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! তাঁহাকে এই ফিতনার সম্মুখীন করিও না। ফলে কিছু দিন পরই তাঁহার ইনতিকাল হইয়া গেল। কিন্তু তাঁহার পুত্র আমীরুল মুমিনীন উছমান ইব্ন আফফান (রা)-এর বিরুদ্ধাচরণকারীগণের দলভুক্ত ছিল (আসাহহুস সিয়ার, প্রাগুক্ত)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ৪৮ ঃ ১, ১১০ ঃ ১-৩, ৩ ঃ ৫৯-৬১, ৪৯ ঃ ১৭, ৪৯ ঃ ৫; (২) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, আস-সাহীহ, ২খ., ৬২২, ২খ., ৬২৯, ২খ., ৬৩০, ২খ., ৬২৬; (৩) মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী, আস-সহীহ, দেওবন্দ তা. বি., ২খ., পৃ. ৪৮, ২খ., পৃ. ৩০৪; (৪) আবূ দাঊদ আস-সিজিস্তানী, সুনান, দেওবন্দ সংস্করণ, তা. বি., ১খ., ৭৯; (৬) আল-খাতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, দেওবন্দ সংস্করণ, তা. বি., পৃ. ৩২৪; (৭) তাবারী, আত-তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, তা. বি., ২খ., পৃ. ১২৬, ৩খ., পৃ. ১৩০; (৮) ইব্ন খালদূন, কিতাবুল ইবার ওয়াদ-দীওয়ান (তারীখে ইব্ন খালদূন), বৈরূত ১৩৯১/১৯৭১, ২খ., পৃ. ৫৭; (৯) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, বৈরূত ১৪১৫/১৯৯৪, ৫খ., পৃ. ৪২, ৫০, ৬৮, ৭৮; (১০) আস-সুহায়লী, আর-রাওদুল উনুফ, বৈরূত তা. বি., ৭খ., পৃ. ৪১৬, ৪২৮; (১১) ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা, যাদুল মা'আদ, বৈরূত তা. বি., ১খ., পৃ. ৩২; (১২) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, উর্দূ), আশরাফী বুক ডিপো, তা. বি., ১খ., ৩য় পারা, পৃ. ৭৫; (১৩) আবদুর রঊফ দানাপুরী, আসাহহুস সিয়ার, দেওবন্দ সংস্করণ, তা. বি., ৩৮৭, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪৩০, ৪৪৮; (১৪) মুহাম্মদ ইব্ন উছমান, নাসরুল বারী, চক বাজার, ঢাকা তা. বি., ৮খ., পৃ. ৪২০, ৪২৯; (১৫) শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, বঙ্গানুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৪২১/২০০০ খৃ., পৃ. ৪০৭; (১৬) আকবর খান নজীব আবাদী, তারীখে ইসলাম, দেওবন্দ তা. বি., ১খ., ৯২; (১৭) ইব্ন হাজার আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যা, দেওবন্দ, তা. বি., ৮খ., পৃ. ৭১; (১৮) আহমদ আলী সাহারানপুরী, পাদটীকা সাহীহ বুখারী, দেওবন্দ সংস্করণ, তা. বি., ২খ., পৃ. ৬৩০; (১৯) বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, বৈরূত, তা. বি., ৩খ., পৃ. ২১৮।

ফয়সল আহমদ জালালী

পত্র মারফত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইসলাম প্রচার

এই প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ছিল ঃ

يٰأَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ.

"হে রাসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমার প্রতি যাহা নাযিল হইয়াছে তাহা প্রচার কর; যদি না কর তবে তো তুমি তাঁহার বার্তা প্রচার করিলে না" (৫ ঃ ৬৭)।

আল-কুরআন ও উহার পয়গাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট ঘোষণা ঃ

هٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا أَنَّمَا هُوَ إِلٰهٌ وَّاحِدٌ.

"ইহা মানবজাতির জন্য এক বার্তা যাহাতে ইহা দ্বারা উহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনি একমাত্র ইলাহ্" (১৪ ঃ ৫২)।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রিসালাতের দায়িত্ব কেবল তাঁহার স্বদেশের সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তিনি বিশ্বের মানুষের নবী। সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব তাঁহার প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নাযিলকৃত বিধান পৃথিবীর মানুষের নিকট সর্বত্র পৌঁছাইয়া দেওয়া ছিল তাঁহার দায়িত্ব। মানবজাতিকে সতর্ক করিয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার দায়িত্ব যাহাতে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরা সতর্ক হইতে পারে এবং উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাই করিলেন। একই দিনে বায়যান্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াস, পারসিক সম্রাট কিসরা বা খসরু পারভেয, ইথিওপীয়-রাজ নাজাশী আসহাম ইব্ন আবজুর, মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার কিবতী রাজা মুকাওকিস, সিরিয়ার গাস্সানী রাজা হারিছ ইব্ন আবূ শুমার, ইয়ামামার গভর্নর হাওযা ইব্ন আলী আল-হানাফীর নিকট পত্রসহ দূতবৃন্দ প্রেরিত হইলেন (মাকাতিবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৩২)।

ইব্ন সা'দের আত্-তাবাকাত এবং ইব্ন আবী শায়বার আল-মুসান্নাফ-এর বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত সাহাবীগণের অবস্থাও ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীদের মত হইয়াছিল। তাঁহারা যদিও কোন দূরবর্তী স্থানে গমনে অনীহা প্রকাশ করেন নাই তবুও গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই তাঁহাদের মুখের ভাষা ও নির্ধারিত গন্তব্যস্থলের ভাষায় পারিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। ইব্ন সা'দের ভাষায় ঃ

فخرج فى يوم واحد منهم ستة تفر وذلك فى المحرم سنة سبع واصبح كل رجل يتكلم بلسان القوم الذين بعثه اليهم.

"তখন একই দিনে ছয় ব্যক্তি মদীনা হইতে বাহির হইয়া পড়েন। ইহা ছিল সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসের ঘটনা। প্রত্যেক দূতই তাঁহাদের গন্তব্য দেশের ভষায় কথা বলিতে শুরু করিয়া দেন। অবশ্য ইব্ন হিশাম ব্যাপারটি কেবল ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীদের ব্যাপারে ঘটিয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৫৮; সীরাতুননবী, সীরাতে ইব্ন হিশামের বাংলা ভাষ্য, ই.ফা. প্রকাশিত এবং জালালাবাদী প্রমুখ অনূদিত, ৪খ., পৃ. ২৭৪)।

ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রসমূহ, ঐ পত্রগুলির প্রাপকবৃন্দ এবং যে সমস্ত উৎস হইতে ঐ পত্রগুলির বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় পাঠকবৃন্দের অবগতির উদ্দেশ্যে প্রথমে আমরা উহার একটি ছক পেশ করিতেছি। পরে বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে।

যে সমস্ত পত্রের বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে সেইগুলির পূর্বে এমন কিছু পত্রের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল যেইগুলির পূর্ণ পাঠ (Text) আমরা পাই নাই, তবে বিভিন্ন কিতাবে এগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়।

আজ হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্বে অনুন্নত বিশ্বে যখন রাস্তাঘাট ও যানবাহনের তেমন কোন সুবিধা ছিল না, ছিল না কোন প্রচার মাধ্যম, তখন পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়াইয়া থাকা জনমানবের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো ছিল এক অকল্পনীয় ব্যাপার। সুতরাং এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য কলম-কালি ও দূতের আশ্রয় গ্রহণ করাই ছিল দওয়াতের অন্যতম প্রধান উৎস।

(১) নবূওয়াতী পত্র

নবূওয়াতী পত্র প্রেরণ অভিনব ব্যাপার ছিল না। আল-কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَلاَ اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلاَ بِكُمْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ وَمَا اَنَا اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ.

"বল, আমি কোন নূতন রাসূল নহি। আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হইবে। আমি আমার প্রতি যাহা ওহী হয় কেবল তাহারই অনুসরণ করি। আর আমি তো এক সতর্ককারী মাত্র" (৪৬ ঃ ৯)।

আল-কুরআনুল কারীমে একটি পত্র প্রেরণের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। তাহা ছিল আল্লাহ্র নবী হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের পক্ষ হইতে সাবার রাণী বিলকীসের প্রতি প্রেরিত পত্র। পত্রখানি যেমন নবূওয়াতী দাওয়াতী পত্র ছিল তেমনি উহার প্রাপক ছিলেন একটি সমৃদ্ধ রাষ্ট্রের শাসক। আল-কুরআনুল কারীমে উহার বর্ণনা আসিয়াছে এইভাবে ঃ

اِذْهَبْ بِكِتَابِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ. قَالَتْ يَاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ. اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ.

"তুমি যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদের নিকট অর্পণ কর: অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদের প্রতিক্রিয়া কী! সেই নারী বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহা সুলায়মানের নিকট হইতে এবং ইহা এই ঃ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে, অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করিও না এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও" (২৭ ঃ ২৮-৩১)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রাবলীর শ্রেণীবিভাগ

রাসূলুল্লাহ্ (স) যেহেতু ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাই তাঁহার প্রতিটি কাজকর্ম সেই উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হইত। তাঁহার পত্রাবলী হইতেছে তাঁহার প্রচার-অভিযানের উন্নততর ও দালীলিক নমুনা। এই পত্রাবলীকে আমরা মোটামুটি এইভাবে ভাগ করিতে পারি।

১। অমুসলিম রাজ-রাজড়াদের নামে লিখিত তাঁহার পত্রাবলী।

২। বিভিন্ন গোত্রের বা গোত্রপতিদের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রাবলী।

৩। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গোত্রের সহিত সম্পাদিত তাঁহার চুক্তিনামা।

৪। বিভিন্ন এলাকায় প্রেরিত তাঁহার সেনাপতি ও প্রশাসকদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রাবলী।

৫। ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন জনের নামে প্রেরিত তাঁহার পত্রাবলী।

৬। বিভিন্ন জনকে জায়গীর বা জমি বরাদ্দ সংক্রান্ত তাঁহার পক্ষ হইত লিখিত বরাদ্দপত্র এবং অভয়নামা ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, উক্ত পত্রগুলির মধ্যে সমসাময়িক অমুসলিম রাজ-রাজড়ার নামে প্রেরিত তাঁহার পত্রগুলি যেমন সর্বাধিক গুরুত্ববহ, তেমনি এইগুলির আলোচনাও সর্বস্তরে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

কালক্রমিকভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পরে সেখানকার ইয়াহূদীদেরসহ আশেপাশের গোত্রসমূহের সহিত সম্পাদিত তাঁহার চুক্তিপত্র, যাহা ইতিহাসে মদীনা সনদ নামে বিখ্যাত, সর্ব প্রথমে আলোচিত হওয়ার কথা থাকিলেও তাহার ছয়, সাত বৎসর পরে তদানীন্তন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দুই পরাশক্তি বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য ও পারসিক সাম্রাজ্যের দুই সম্রাটসহ বিভিন্ন দেশের রাজ-রাজড়ার নামে প্রেরিত পত্রগুলির কথাই আমরা সর্বাগ্রে আলোচনা করিব।

রাজ-রাজড়ার নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র প্রেরণের পটভূমি

হিজরী ষষ্ঠ সালের শেষদিকের কথা। নবূওয়াতের দায়িত্ব লাভের পর মক্কায় দীর্ঘ তের বৎসরের নির্যাতিত জীবন এবং মদীনার ছয় বৎসরের যুদ্ধ-বিগ্রহ ভারাক্রান্ত জীবন অতিবাহিত করিবার পর হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হওয়ায় আল্লাহর রাসূল ﷺ এই প্রথমবারের মত একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণের সুযোগ লাভ করিলেন। সাহাবীগণ তাঁহার অমূল্য উপদেশবাণী শ্রবণের উদ্দেশ্যে চতুর্দিক হইতে আসিয়া তাঁহার দরবারে ভিড় জমাইতে লাগিলেন। সাধারণত ফজরের সালাতের জামা'আতের পর কিছুক্ষণ আল্লাহর ধ্যান ও তাসবীহ পাঠে অতিবাহিত করার পরই নবী

কারীম ﷺ তাঁহার সাহাবীগণের কুশলাদি জানিতে চাহিতেন। তাঁহাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনিবার পর বিগত রাত্রে কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিলে তিনি তাহার ব্যাখ্যা দিতেন। কাহারও কোন সমস্যা থাকিলে তিনি উহা সমাধানের চেষ্টা করিতেন।

এক শুভ প্রভাতে আল্লাহ্র নবী ﷺ তাঁহার ভক্তবৃন্দকে নসীহত করিয়া বলিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে গোটা মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আমি বিশ্বজগতের নবীস্বরূপ প্রেরিত হইয়াছি। সুতরাং আমি সারা বিশ্বের রাজ-রাজড়াদের নিকট আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাইয়া দিতে আগ্রহী যাহাতে কাল কিয়ামতে কেহ এই কথা বলিতে না পারে যে, আমি তো এই ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলাম; আর যাহাতে মানবজাতির কোন একটি বর্ণ বা গোত্রও তাহার স্রষ্টার পয়গাম হইতে বঞ্চিত না থাকে।

সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসের প্রথম দিকের এক সুপ্রভাতে মহানবী ﷺ তাঁহার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ফজরের জামাআতের পর সাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ "বহুল প্রতীক্ষিত সেই মুহূর্তটি আসিয়া গিয়াছে। আমি তোমাদেরকে ইসলামের বার্তাসমূহসহ রাজা-বাদশাহদের দরবারে পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি। শোন, তোমাদেরকে সত্যের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। জান্নাত ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে যাহারা কেবল পার্থিব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে লোকসমাজে মেলামেশা করে, কিন্তু তাহাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করে না। যাও, আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া রাজা-বাদশাহ্দের কাছে ইসলামের বার্তা পৌঁছাইয়া দাও।"

ইব্ন হিশাম জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তির বরাতে আবূ বকর আল-হুযালী সূত্রে ইহা বর্ণনা করেন।

সাহাবী ইব্ন মাখরামা কর্তৃক বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাহাবীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন ঃ "আল্লাহ আমাকে সারা জাহানের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আমার পক্ষ হইতে তোমাদেরকেও দায়িত্ব পালন করিতে হইবে। এই ব্যাপারে তোমরা যেন 'ঈসা (আ)-এর সহচরগণের মত আচরণ না কর। তিনি যখন তাহাদেরকে দীনের দাওয়াত পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিতে চাহিলেন তখন যাহাদেরকে তিনি নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করিতে চাহিলেন তাহারা তাহাতে সম্মত হইল, কিন্তু যাহাদেরকে তিনি দূরবর্তী অঞ্চলে প্রেরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন তাহারা তাহাতে কুণ্ঠা ও অনীহা প্রকাশ করিল। হযরত 'ঈসা (আ) তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ তোমাদেরকে এই দায়িত্ব পালন করাইয়াই ছাড়িবেন। সুতরাং তোমাদেরকে অবশ্যই এই দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

"তিনি এই ব্যাপারে আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করিলেন। ফলে রাতারাতি তাহাদের মুখের বুলি পরিবর্তিত হইয়া গেল। যাহাকে তিনি যেই দেশে প্রেরণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহার মুখে সেই দেশের ভাষাই ফুটিয়া উঠিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ তখন আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার অর্পিত সকল দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত। যেখানে ইচ্ছা আপনি আমাদেরকে প্রেরণ করুন। (সীরাতে ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ.

২৭৮, বাংলাভাষায় সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ২৭৪ ই.ফা. প্রকাশিত; শারহুশ-শিফা, মোল্লা আলী কারী, ১খ., পৃ. ৬৪১; সীরাতে হালাবিয়া, ৩খ., পৃ. ২৭২; কানযুল 'উম্মাল, ৫খ., পৃ.৩২৬-৩২৭; তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৫৫৯; মাকাতীবু'র-রাসূল, 'আলী ইব্ন হুসায়ন 'আলী আল-আহমাদী, ১খ., পৃ. ৩১ (বৈরূত)।

এক নজরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসলাম প্রচারমূলক পত্রসমূহ যেগুলির পূর্ণ পাঠ অজ্ঞাত

ক্রমিক নং এবং প্রাপক	পত্রবাহক ও প্রতিক্রিয়া	বিবরণের উৎস গ্রন্থাদি
১. সাম'আন ইব্ন 'আমর আল-কিলাবী	'আবদুল্লাহ ইব্ন আওসায়া (রা), প্রথমে সে ঈমান আনে নাই বরং পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলে। তবে পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করিয়া নবী দরবারে হাযির হয়।	আল-ইসাবা, ২খ., নং ৩৪৮৩; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৮০।
২. ওয়ারদ ইব্ন মিরদাস বনূসা'দ হাযীম-এর সর্দার	পত্রখানা একটি খর্জুর শাখায় লিখিত ছিল—যাহা প্রাপক ভাঙ্গিয়া ফেলে। তবে পরে সেও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।	আল-ইসাবা, ২খ., পূর্বোক্ত সাম'আনের বিবরণে।
৩. হাদারামাওতের সর্দারবৃন্দ	মসরূক ইব্ন ওয়ায়েল অথবা মাসউদ ইব্ন ওয়ায়েল (রা)।	আল-ইসাবা, ২খ., নং ৪১৭০; দাহ্হাক ইব্ন নু'মানের বর্ণনায়; ঐ, ৩খ., মাসউদ ইব্ন ওয়ায়েলের বর্ণনায়, নং ৭৯৬০; উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৩৬০।
৪ ও ৫. দুইটি জনপদ	আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাবী'আ আন-নুমায়রী, ইব্ন হাজার নাম উল্লেখ ও স্থান নির্ধারণ ব্যতিরেকে এই দুইখানা পত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।	আল-ইসাবা, ২খ., নং ৪৬৬৯।
৬. বনূ হারিছা ইব্ন আমর ইব্ন কুরায়যা	আবদুল্লাহ ইব্ন আওসাজা আল-কারনী আল-বাজালী। তাহারা চর্মগাত্রে লিখিত	আল-ইসাবা, ২খ., জীবনী নং ৪৮৭০; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ২৩৯; মু'জামু কাবাইলিল

	পত্রের পাঠ ধুইয়া ফেলিয়া দিয়া মশকের তালিতে ঐ চামড়া ব্যবহার করে। বিবরণ শ্রবণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্ তাহাদের বিবেককে লোপ করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, উহারা তাঁহার দাওয়াতে সাড়া দেয় নাই।	আরাব, পৃ. ৮৩১।
৭. আবদুল আযীয ইব্ন সায়ফ ইব্ন যী য়াযান, আবূ নু'আয়মের মতে এই প্রাপক হইতেছেন যুর'আ।		উস্দুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৩৩৯; আল-ইসাবা, ২খ., জীবনী নং ৫২৪৪: আবদুল আযীম শিরোনামে।
৮. আমর ইব্ন মালিক ইব্ন উমায়র আল-আহ্যবী	কায়স ইব্ন নি'মত, তিনি নবী দরবারে উপস্থিত হইয়া আমরের দক্ষ অশ্বারোহী এবং জনবরেণ্য নেতা হওয়ার কথা ব্যক্ত করিলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নামে পত্র দেন।এই পত্রখানা হিজরতের পূর্বে মক্কা হইতে প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।	আল-ইসাবা, ৩খ., জীবনী নং ৫৯৫১।
৯. আবদে কিলাবের দুই পুত্র 'আরীব ও হারিছ। এই দুইজন হিময়ার রাজের পক্ষ হইতে প্রশাসকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ইব্ন সা'দ তাবাকাত গ্রন্থে ইহাদের নাম মাসরূহ ও নু'আয়ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।		আল-ইসাবা, ৩খ., জীবনী নং ৬৪২৭; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৪০৬; ইয়া'কূবী, ২খ., পৃ. ৬২।
১০. ফাহ্দ ১১. যুর'আ ১২. বাস/বিস	ইঁহারা হিময়ারের বিভিন্ন শাখাগোত্রের সর্দার ছিলেন যাহাদের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে	আল-ইসাবা, ৩খ., জীবনী নং ৭০৩১; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৮৩।

১৩. আল-বুহায়রী	হিময়ার রাজের নিকট প্রদত্ত পত্রের আলোচনায় আসিবে।	
১৪. আবদে কুলাল		
১৫. রাবী'আ		
১৬. হিজ্‌র		
১৭. জাফীনা আন্-নাহ্দী আল-জুহানী	সে পত্রের ব্যবহৃত চামড়া তাহার পানি উত্তোলনের বালতিতে তালিরূপে ব্যবহার করিয়া চরম ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেয়।	উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ২৯১; আল-ইস্তিআব, আল-ইসাবার পাদটীকারূপে মুদ্রিত, ১খ., পৃ. ২৬৩; আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ১১৭৫; কানযুল উম্মাল ৭খ., পৃ. ১৯।
১৮. রোম সম্রাট, আল-ইসাবায় এই স্থানে 'বুসরার আমীর' রহিয়াছে।	হারিছ ইব্‌ন উমায়র আল-আযাদী, গাস্‌সানী গভর্নর শুরাহবীল পত্রবাহককে হত্যা করে। ইহার পরিণতিতে জা'ফার ইব্‌ন আবূ তালিবের/যায়দ ইব্‌ন হারিছার নেতৃত্বে নবী করীম (স) মূতায় তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন।	আল-ইসাবা, ১খ., জীবনী নং ১৪৫৯; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৩৪২; আল-ইস্তী'আব (ইসাবার পাদটীকায়), ১খ., পৃ. ৩০৫।
১৯. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হারিছ আল-আ'রাজ. আবী যুব্‌য়ান আল-আযদী আল-গামিদী	এই পত্র প্রাপ্তির পর তাহাদের গোত্রের কিছু সংখ্যক মক্কায় এবং কিছু সংখ্যক মদীনায় নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন। কিছু সংখ্যক মক্কায় শব্দের দ্বারা অনুমিত হয় যে, এই পত্রখানা হিজরতের পূর্বেই লিখিত হইয়াছিল।	আল-ইসাবা, ১খ., জীবনী নং ১২২৭; জুনদুব ইব্‌ন কা'ব আল-আযদী আল-গামিদী শিরোনামে; আত-তাবাকাতুল কুব্‌রা, ১খ., পৃ. ২৮০।
২০. খিরাশ ইব্‌ন জাহ্‌শ আল-'আব্‌সী, কোন কোন ঐতিহাসিক ইহাকে হিরাশ বলিয়াও লিখিয়াছেন। ইব্‌ন হাজারের মতে হিরাশই বিশুদ্ধ।	সে ক্ষিপ্ত হইয়া পত্রখানা পোড়াইয়া ফেলে।	আল-ইসাবা, ১খ., জীবনী নং ২৩৭১ ও ২৭২১ (তাঁহার পুত্র রিবঈ-এর আলোচনায়)।
২১. ভারতীয় রাজা সিরবাতিক।	হুযাফা ইব্‌ন ইয়ামান, আমর ইবনুল 'আস ও উসামা ইব্‌ন	উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ২৬৬।

	যায়দ প্রমুখ এ পত্রখানা লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি পত্রের আহ্বানে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে এই বর্ণনা দুর্বল ও বিরল।	
২২. কায়স ইব্ন 'উমার, আবূ যায়দ আল-হামাদানী আল-আরহাবী, ইব্ন হাজার এই প্রাপকের নাম আবূ যায়দ আমর ইব্ন মালিক বলিয়াছেন— যাহার কথা ক্রমিক নং ৮-এ রহিয়াছে। দ্র. ইসাবা, ৪খ., জীবনী নং ৪৬৮।		উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ২০৫।
২৩. জাবালা ইব্ন আয়হাম ইব্ন নু'মান আল-গাসসানী, অবশ্য ইয়া'কূবী এই পত্র প্রাপকের নাম আয়হাম ইব্ন নু'মান লিখিয়াছেন।	আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)।	আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৬৫; ইয়া'কূবী, ২খ., পৃ. ৬২।
২৪. কিন্দার বনূ মু'আবিয়া।		আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৬৫।
২৫. হিময়ারের বনূ আমর		ঐ
২৬. সামাওয়ার রাজা নাফ্ফাছা ইব্ন ফারওয়া।		আত-তাবাকাতুল কুব্রা, ১খ., পৃ. ২৮৪।
২৭. উযরা-	এই পত্রখানাও পাতা রহিত খর্জুর শাখায় লিখিত হয়।	ঐ
২৮. যী-আমর	তাবাকাতুল কুবরার বর্ণনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, যিল-কিলা আল-হিময়ারীকে পত্র লেখার সময়ই যী- আমরকে পত্র দেওয়া হইয়াছিল, আর ইনিও ইয়ামানের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। উসদুল গাবায় ইব্নুল আছীর বলেন, ইনিও মুসলিমরূপে একত্রে	ঐ, ঐ, পৃ. ২৮৩।

	যিল-কিলা'র সাথে পত্রবাহক আবদুল্লাহ ইব্ন বাজালীর সঙ্গী হইয়া নবী দরবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে নবী কারীম ﷺ -এর ইন্তিকালের সংবাদ পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান।	আল-ইস্তীআব, যিল-কিলা' শিরোনামে।
২৯. যিল-কিলা' আল-হিময়ারী	জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ বাজালী (রা) ইনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া নবী দরবারের উদ্দেশ্যে বাহকের সাথে রওয়ানা হইয়াছিলেন, বিবরণ এইমাত্র গিয়াছে।	ইয়া'কূবী, ২খ., পৃ. ৬২।
৩০. উসায়বখ্ত, বাহরায়নের জনৈক সামন্ত-রাজ	মুনযির ইব্ন সাওয়াকে পত্র লিখার সময় তাহাকেও পত্র লিখা হয়। ইনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল্লাহ্ ﷺ -এর সহিত পত্র বিনিময় করেন।	মু'জামুল বুলদান, বাহ্রায়ন শিরোনামে; ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৮৯।
৩১. মাইয, ইহার গোত্র পরিচয় বা কোন এলাকার তিনি সর্দার ছিলেন তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।	ইনি ইসলাম গ্রহণ করেন।	আল-ইসাবা, ৩খ., জীবনী নং ৭৫৯২; উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ২৭০; আল-ইস্তী'আব ৩খ., পৃ. ৪১৮।
৩২. বনূ 'আকীল	রাসূলুল্লাহ ﷺ ঝর্ণা ও খর্জুরবীথি সম্বলিত আকীক এলাকা জায়গীরস্বরূপ দান করেন।	আল-ইসাবা, ৩খ., জীবনী নং ৮০১৭; মুতরিফ ইব্ন উকায়লী-এর আলোচনায়।
৩৩. মুআবিয়া ইব্ন ছাওর আল-আমিরী আল-বুকায়ী।	তিনি পত্রের জবাব দেন এবং সাদাকাও প্রেরণ করেন।	আল-ইসাবা, ৩খ., জীবনী নং ৮০৬১।
৩৪. ওয়ালীদ ইব্ন জাবির ইব্ন যালিম আত-তাঈ আল-বুহ্তুরী	ইনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া জবাবী পত্র দেন।	উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৮৫; আল-ইসাবা, ৩খ., নং ৯১৪৫; আল-ইস্তী'আব, ৩খ., পৃ. ৬০০।

৩৫. আবূ সায়্যার 'আমের	ইনি হইতেছেন বনূ আবস ইব্ন হাবীব গোত্রের ইব্ন হিলাল আল-মুতা'ঈ, ইনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া পত্র লিখেন।	উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৯৬; ইস্তী'আব, ৩খ., পৃ. ১৪।
৩৬. জাযা ইব্ন আমর, উসদুল গাবায় তাহাকে জারীর ইব্ন আমর এবং জুয ইব্ন আমররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। আল-ইসাবায় জারু, আবার কেহ কেহ জাযী বলিয়াছেন।	এই পত্রে তাহাদেরকে আশ্বস্ত করা হইয়াছিল যে, তাহাদের উশর দিতে হইবে না এবং পশুপালের যাকাত আদায়ের জন্য তাহাদের তাহ্সীলদারের নিকট সমবেতও হইতে হইবে না।	আল-ইসাবা, ১খ., জীবনী নং ১১২৬; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ২৭৭, ২৮০ ও ২৮২; আল-ইস্তী'আব, ১খ., পৃ. ২৬৪; কানযুল উম্মাল, ৫খ., পৃ. ৩২২।
৩৭. হারিছা, হিসন ইব্ন কুত্ন, প্রসিদ্ধ হইল রাসূলুল্লাহ ﷺ কুত্ন ইব্ন হারিছাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।	ইহা ছিল তাঁহাদের প্রতি অভয়নামা এবং সাদাকার বিবরণ সম্বলিত পত্র।	উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৩৫৭; আল-ইসাবা, ১খ., জীবনী নং ১৫২৯; আল-ইস্তী'আব, ১খ., পৃ. ২৮৫।
৩৮. আহমার ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন সুলায়ম এবং তাঁহার পুত্র শু'আইল অথবা শা'বাল, তিনি বনূ তামীমের প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন।	আলী ইব্ন আবূ তালিবের কলমে এই পত্রখানা লিখিত হইয়াছিল। উহাতে তাহাদের নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে সকলের প্রতি যত্নবান হওয়ার তাগিদ ছিল।	উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৫৪ ও ২খ., পৃ. ৩৯৯; আল-ইসাবা, ১খ., জীবনী নং ৪৯।
৩৯. আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিছ আল-আ'রাজ আবূ যিব্য়ান আল-আযদী আল-গামিদী। আল-ইসাবা নং ২খ., জীবনী নং ৫২৩৮ এ প্রাপকের নাম আবদ শামস ইবনুল হারিছ আবূ যিব্য়ান আল-আযদী আল-গামিদী বলা হইয়াছে।	প্রাপকের ইসলাম গ্রহণ করার পর প্রতিনিধিরূপে নবী দরবারে আগমনের পর তাঁহাকে অভয়নামা বা অঙ্গীকারপত্ররূপে লিখিত হয়।	উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ২৩৬; আল-ইসাবা, ২খ., জীবনী নং ৪৬০৬ এবং ৫২৩৮।
৪০. আবূ মিকনাফ আবদ রুযা আল-খাওলানী।	এই পত্রের ফলাফল অজ্ঞাত।	আল-ইসাবা, ২খ., জীবনী নং ৫২৩৬; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৩২৮ ও ৫খ., পৃ. ৩০৪।

৪১. সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শাম আল-কিনানী আল-মুদলিজী	হিজরতের সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে আমের ইব্ন ফুহায়রার কলমে একটি চর্ম গাত্রে এই পত্রটি লিখিত হয়।	আল-ইসাবা, ২খ., জীবনী নং ৩১১৫; উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ২৬৫; মুসনাদে আহমাদ, ৪খ., পৃ. ১৮৬।
৪২. বনূ কা'ব ইব্ন আওস	শাদ্দাদ ইব্ন ছুমামা কর্তৃক তাহাদের নিরাপত্তা প্রার্থনার জবাবে এ পত্রখানা লিখিত হয়।	আল-ইসাবা, ২খ., জীবনী নং ৩৮৪৮; 'শাদ্দাদ ইব্ন ছুমামা' শিরোনামে; উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩৮৮।
৪৩. জুশায়শ আদ-দায়লামী, তাবারীতে তাঁহার নাম জুশায়শ ইবনুদ দায়লামী রূপে উল্লেখিত হইয়াছে।	উমার ইব্ন ইয়াহ্নুসের মাধ্যমে প্রেরিত এই পত্রে তাঁহাকে এবং দাদওয়েহ ও ফীরূযকে ভণ্ডনবী আসওয়াদ আল-আনাসীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়।	আল-ইসাবা, ১খ., জীবনী নং ১২৮৬; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ২৮৩; তাবারী, ২খ., পৃ. ৪৬৬; কানযুল উম্মাল, ৫খ., পৃ. ৩৯৬।
৪৪. উছমান ইব্ন আফফানের মক্কায় অবস্থানকালে তাঁহাকে লিখিত পত্র।	উহাতে তাঁহাকে এই মর্মে অবহিত করা হয় যে, মক্কার দিকে একটি বাহিনী যাইতেছে।	উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ১৩৪; আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ৪৬৫; দাওস-মওলা রাসূলুল্লাহ (স) শিরোনামে।

(২) জায়গীর বা ভূ-সম্পত্তি বরাদ্দ সংক্রান্ত পত্রাদি

যেহেতু ইসলামের পক্ষে মন জয়ের উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদানের একটি বিধান শরী'আতে রহিয়াছে, তাহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ (স) যাহাদেরকে জমি-জমা বরাদ্দ দিয়াছেন তাহাও ছিল ইসলামের স্বপক্ষে তাহাদের মন জয়ের বা ইসলামের উপর তাহাদেরকে অটল-অবিচল রাখার উদ্দেশ্যে। তাই ঐ জাতীয় পত্রগুলিও প্রকারান্তরে ইসলাম প্রচারমূলক। নিম্নে ঐ জাতীয় পত্রগুলির একটি তালিকা ও ঐগুলির উৎস গ্রন্থাদির বিবরণ প্রদত্ত হইল ঃ

প্রাপক	বিষয় বস্তু	উৎস গ্রন্থাদী
১. সাম'আন ইব্ন আমর আল-আসলামী		আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৭৯।
২. সানবাশ		মাকাতীবুর রাসূল (স), ১খ., পৃ. ৪৯ ও ঐ, ৩খ., ৪র্থ অধ্যায়।
৩. আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুমামা		
৪. 'আদ ইব্ন খালিদ		
৫. 'আস আল-আদাব		

৬. উবাদা ইবনুল আশ-আস		আল-ইস্তী'আব আল-ইসাবার পাদটীকায়, ২খ., পৃ. ৪৪৪।
৭. জনৈক ব্যক্তি		আল-ইসাবা, ৩খ., জীবনী নং ৬১৩৮।
৮. কাতাদা ইবনুল আ'ওয়ার		
৯. কাছীর ইব্ন সা'দ আল-জুযামী		
১০. মা'কিল ইব্ন সিনান আল-আল-জা'ঈ		মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৪৯-৫০।
১১. মাশমারজ ইব্ন খালিদ আস্-সা'দী	এই প্রাপকগণকে প্রদত্ত পত্রে তাঁহাদিগকে জলাশয় বা পানির কূপ বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছিল।	এবং ঐ। ৩খ., ৪র্থ অধ্যায়।
১২. আব্বাস আর-রা'লী		
১৩. আমিনা বিন্ত আরকাম		
১৪. আওফা ইব্ন মাওলা আত-তামীমী		
১৫. ইয়াস ইব্ন কাতাদা আল-আনবারী		
১৬. সা'ইদা (ইহার গোত্র পরিচয় অজ্ঞাত)		
১৭. ছাওরী ইব্ন উয্রা আল-কুশায়রী		
১৮. মাদীকামরব ইব্ন আবরাযা -	এই পত্রে প্রাপকের ইসলাম গ্রহণকালে তাহার শাসনাধীন খাওলান ভূমির বরাদ্দ তাহার নামে দেওয়া হয়।	আত-তাবাকাতুল কুব্রা, ১খ., পৃ. ২৬৬।
১৯. আবূ ছা'লাবা আল-খুশানী	তিনি বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! শাম দেশের অমুক অমুক ভূখণ্ড আমার নামে লিখিয়া দিন অথচ আগেও ঐগুলি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর করতলগত হয় নাই।	মুসনাদে আহ্মদ, ৪খ., পৃ. ১৯৪।

(৩) বিবিধ বিষয়ক পত্রাবলী

সাধারণত এইগুলি ইসলাম গ্রহণকারী বিভিন্নি ব্যক্তিকে বিভিন্ন মর্মে লিখিত। কোনটিতে বিশেষ কোন আদেশ ছিল, কোনটিতে সাদাকা বা যাকাতের বিধান বা এইরূপ কিছুর বর্ণনা রহিয়অছে। এইগুলিকে আমরা ইসলামের বিধানের প্রচারমূলক পত্র বলিয়া আখ্যায়িত করিতে পারি। নিম্নে এইরূপ পত্রাবলীর একটি ছক প্রদত্ত হইল ঃ

প্রাপক	বিষয় বস্তু	উৎস গ্রন্থাদি
১. আবূ সুফ্য়ান ইব্‌ন হারব	ইহাতে তাঁহাকে একটি চামড়া হাদিয়াস্বরূপ প্রদানের কথা বিবৃত হইয়াছে।	মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৫০।
২. আল-'আলা ইব্‌নুল হাদরামী	বাহ্‌রায়ন হইতে বিশজন আবদুল কায়স গোত্রীয় লোক প্রেরণের আদেশ সম্বলিত এই পত্র পাইয়া তিনি আশাজ্জসহ বিশজনকে পাঠাইয়া দিলেন।	আল-ইসাবা, ২খ., জীবনী নং ৪৮৭২; 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আওফ শিরোনামে।
৩. আবূ জান্দাল ও আবূ বাসীর (রা)	ইহারা উৎপীড়িত হইয়া মক্কা হইতে মদীনায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু কুরায়শদের সহিত হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্ত অনুযায়ী তাহাদেরকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ইহারা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী সাগর পাড়ের এলাকায় আস্তানা গাড়েন। তাঁহাদের মত আরও অনেকে আসিয়া সেখানে তাঁহাদের সহিত যোগ দেন। তাঁহারা কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলায় উপর্যুপরি হামলা চালাইলে তাহাদের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন কুরায়শদের পক্ষ হইতে লিখিত পত্রে তাহাদেরকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স) তাহাদেরকে ঐ মর্মে পত্র লিখেন।	আল-ইসাবা, ৪খ., জীবনী নং ২০৩; উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ১৫০।
৪. আমর ইবনুল খাফাজী আল-আমিরী ও আমর ইবনুল মাহজূব আল-আমিরী।	ধর্মত্যাগী বা মুরতাদ্দগণের ব্যাপারে এই পত্রখানি লিখিত হয় বলিয়া তাবারী উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ফুল্লাহ-এর	আল-ইসাবা, ১খ., জীবনী নং ৫৮২৭; ঐ ৩খ., জীবনী নং ৫৯৫৬ ও ৬৪৮৩।

	বর্ণনামতে যিয়াদ ইব্ন হানযালা ইহার বাহক ছিলেন। পত্রে তাহাদেরকে মুরতাদ্দ-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তাগিদ দেওয়া হয়। ইবনুল মাহজুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিযুক্ত প্রশাসক (আমিল) ছিলেন।	
৫. হামাদানবাসিগণ	গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। ইবনুল আছীর উসদুল গাবায়, ৩খ., পৃ. ২৭৭-এ আবদ খায়র বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমরা ইয়ামান ভূখণ্ডে অবস্থানরত ছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পত্র আমাদের নিকট পৌঁছায়। তাহাতে তিনি মানবমণ্ডলীকে ব্যাপক কল্যাণের দিকে আহ্বান জানান।	আল-ইস্তী'আব, আল-ইসাবার পাদটীকায়, ২খ., পৃ. ৪৪০; "আবদ খায়র ইব্ন য়াযীদ আল-হামাদানী" শিরোনামেও আল-ইসাবা, ৩খ., জীনবী নং ৯৪২১; "য়াযীদ ইব্ন ইয়াহমুদ আল-হামাদানী (আবদে খায়রের পিতা) শিরোনামে।
৬. আমর ইবনুল হাযম আল-আনসারী (রা), ইনি নাজরানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিযুক্ত প্রশাসক ছিলেন।	প্রাপকের পত্রের নাম মুহাম্মদ ও কুনিয়াত বা উপনাম আবূ আবদিল মালিক রাখার আদেশ সম্বলিত।	উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৩২৭; আল-ইসাবা, ৩খ., জীবনী নং ৮৩১২।
৭. মুতাররিফ ইবনুন নাহ্শাল	এক ব্যক্তির স্ত্রী পলায়ন করিয়া মুতাররিফের কাছে আশ্রয় নিয়াছিল, তাহাকে তাহার স্বামীর কাছে প্রত্যর্পনের নির্দেশ এই পত্রে ছিল।	আল-ইসাবা, ৩খ., জীবনী নং ৮৭১৭। নাযলা ইব্ন তারীফ শিরোনামে উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ১০২ আল-আশা আলমাযিনী শিরোনামে, মুসনাদ আহমদ, ২খ., পৃ. ২০২।
৮. ছুমামা ইব্ন আছাল আল-হানাফী	তিনি ইসলাম গ্রহণের পর যখন মক্কাবাসীদের খাদ্যের সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেন	উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ২৭৪; ইস্তী'আব, ইসাবার পাদটীকায়, ২খ., পৃ. ১০৭;

	তখন তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দয়া-দাক্ষিণ্য কামনা করিয়া ছুমামাকে তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের আদেশ দিতে অনুরোধ জানায়। সেমতে দয়ার নবী ছুমামাকে এই পত্রে নির্দেশ দেন।	মুসনাদে আহমদ, ১খ., পৃ. ২৪৭।
৯. হাওশাব যী যুলায়ম, ইনি ছিলেন তু খিয়্যা আল-হিময়ারীর পুত্র, তিনি আল-আলবানী নামে অভিহিত হইতেন। তিনি এবং যুল-কিলা' তাঁহাদের সম্প্রদায়ের প্রধান দুই নেতারূপে বিবেচিত হইতেন।	জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ উহার বাহক ছিলেন। তিনি, যুলকিলা, ফীরূয দায়লামী এবং তাঁহাদের অনুসারিগণ যাহাতে আসওয়াদ আনাসীকে হত্যার ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেন পত্রে এই নির্দেশ প্রদত্ত হয়।	আল-ইস্তী'আব, ১খ., পৃ. ৩৯১; উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৬৩; কানযুল উম্মাল, ১খ., ২৯৬
১০. যুল কিলা আল-হিময়ারী	অভিশপ্ত ভণ্ডনবী আসওয়াদ আনাসীর হত্যা সংক্রান্ত	আল-ইস্তী'আব, ১খ., পৃ. ৩৯১; উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ১৪৩; তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৬৬।
১১. দাহ্হাক ইব্ন সুফ্য়ান আল-কিলাবী, ইনি ছিরেন তদীয় গোত্রের মধ্যকার ইসলাম প্রচারকারীদের রাসূল ﷺ নিযুক্ত আমীর।	আশয়াম আদ-দাবাবী-এর স্ত্রীকে তাঁহার স্বামীর রক্তপণ প্রদানের আদেশ।	আল-ইসবা, ১খ., জীবনী নং ২০৭। আশয়াম শিরোনামে ও জীবনী নং ১১১, আস'আদ ইব্ন যুরারা আল খাযরাযী আল-আনসারী শিরোনামে; উসদূল গাবা, ৩খ., পৃ. ৩৬; দাহ্হাক শিরোনামে, ঐ, ১খ., পৃ. ৯৯ এবং ২খ., পৃ. ২০১; সুনানুল কুবরা (বায়হাকীকৃত), ৮খ., পৃ. ৫৭ ও ১৩৪।
১২. তাইফবাসিগণ	বাজরা হইতে প্রস্তুতকৃত রস (সদ) হারাম হওয়া সংক্রান্ত	আল-ইসাবা, ১খ., জীবনী নং ১৯৩; আসীদ আল-জু'ফী শিরোনামে।

১৩. বনূ জুহায়না, বনূ কুদা'আর একটি উপশাখা গোত্র	মৃত জন্তুর চর্ম ও রগ হইতে কোন উপকার না নেওয়া সংক্রান্ত আদেশ যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার ইন্তিকালের ১মাস আগে প্রেরণ করিয়াছিলেন।	উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ২৬৬; ঐ, ৫খ., পৃ. ৩৫৪; সুনানুল কুবরা (বায়হাকী কৃত), ১০খ., পৃ. ১২৮; মুসনাদে আহমাদ, ৪খ., পৃ. ৩১০; কানযুল উম্মাল, ৮খ., পৃ. ৫০।
১৪. আবূ নুখায়লা আল-লাহাবী ও আবূ রুহায়মা আস-সাম'ঈ	যে যাহা পায় উহা তাহারই, খনিজ সম্পদ বা গুপ্তধনের এক পঞ্চমাংশ এবং যাকাত প্রতি চল্লিশ দীনারে এক দীনার এই বক্তব্য সম্বলিত পত্র।	উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ১৯৮ ও ৩১২; আল-ইসাবা, ৪খ., জীবনী নং ১১৫৬।
১৫. বনূ সুলায়ম ও বনূ জুহায়নার দুই ব্যক্তি	সাদাকা বা যাকাত সংক্রান্ত।	উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ২৩৭; সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ৩২৬।
১৬. আবূ শাহ অথবা শাহ আল-ইয়ামানী; ইব্নুল আছীর ও ইব্ন হাজারের মতে আবূ শাহ-ই বিশুদ্ধ। কেহ তাঁহাকে কালবী আবার অন্য কেহ তাঁহাকে কায়সী বলিয়াছেন। সায়কের সাহায্যার্থে যাহারা ইয়ামানে আসিয়াছিলেন তিনি তাহাদেরই অধস্তন পুরুষ ছিলেন।	রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় খুৎবা দিতে গিয়া মক্কার হুরমত বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন কেহ যেন মক্কায় শিকারের জন্য ওঁৎ না পাতে এবং মক্কাভূমির কোন গাছ না কাটে তখন আবূ শাহ উহা তাঁহার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। সে মতে এই লিপিখানা লিখিত হয়।	উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩৮৪ ঐ, ৫খ., পৃ. ২২৪; আল-ইসাবা, ৪খ., জীবনী নং ৬০৬। ঐ, ২খ., জীবনী-৩৮২৭। আল-ইস্তীআব, ৪খ., পৃ. ১০৬। সুনানুল কুবরা (বায়হাকীকৃত) ৮খ., পৃ. ৫২; মুসনাদে আহমাদ, ২খ., পৃ. ২৩৮; মসীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ১১০।
১৭. 'আবদুল্লাহ ইব্ন কুদামা আস-সা'দী মতান্তরে 'আবদুল্লাহ ইব্ন ওকদান, মতান্তরে 'আমর ইব্ন ওকদান, ইবনুল আছীর, এই শেষোক্ত নামই সঠিক বলিয়াছেন। ইব্ন মান্দা তাঁহাকে ইব্ন কুদামা নামে অভিহিত করিয়াছেন।		উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ২৪৩; আবদুল্লাহ ইব্ন কুদামা শিরোনামে। ঐ, পৃ. ১৭৫; আবদুল্লাহ ইব্ন সা'দী শিরোনামে।

১৮. মক্কাবাসিগণ	একই বিক্রীতে একাধিক শর্ত আরোপের অবৈধতা এবং মুকাতাব গোলাম চুক্তিকৃত পূর্ণ অর্থ প্রদানের পূর্বে মুক্ত হয় না মর্মে বক্তব্য।	সুনানুল কুবরা, ১০খ., পৃ. ৩২৪; কানযুল উম্মাল, ২খ., পৃ. ২২৯।
১৯. নাজাশী, আবিসিনিয়া অধিপতি	আবূ সুফ্য়ান তনয়া উম্মে হাবীবার বিবাহ সংক্রান্ত।	বিস্তারিত আলোচনা পরে আসিতেছে।
২০. মক্কাবাসিগণের প্রতি ৩ বার	মজূসী বা অগ্নি উপাসকদের জিয্য়া দানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য কিতাবীদের ব্যতীত অন্যদের জিয্য়া গ্রহণযোগ্য নয়— এই বক্তব্যের জবাবে মজূসীরা যখন এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করে যে, আপনি হিজর এলাকার মজূসীদের জিয্য়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন এই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র।	আল-কাফী, যাকাত অধ্যায়, পৃ. ৫৬৮ (হরফে মুদ্রিত); আত-তাহযীব, ১খ., পৃ. ২৪৯ (লিথো মুদ্রণ); আত-তাযকিরা, জিহাদ অধ্যায়
২১. খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ (রা)	মজূসীদের রক্তপণ সংক্রান্ত খালিদের প্রশ্নের জবাব। ইহাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানান যে, তাহাদের রক্তপণ য়াহূদী ও খৃস্টানদের মতই।	আত-তাহযীব, ২খ., পৃ. ৪৪২ (লিথো মুদ্রণ); মানলা ইয়াহযুরুহুল ফাকীহ, পৃ. ৫০২ (তৃতীয় হাদীছ)।
২২. নাজরানবাসী আরব ও তথাকার বহিরাগত অনারবগণ	আসওয়াদ আনাসীর ফিৎনা প্রসঙ্গ।	তাবারী, ২খ., পৃ. ৪৬৭; কানযুল উম্মাল, ৫খ., পৃ. ৩২৬।
২৩. আবূ জা'ফার (কে এই আবূ জা'ফ্র তাহা কানযুল উম্মালের সঙ্কলক পরিষ্কার উল্লেখ করেন নাই)	সাদাকা	কানযুল উম্মাল, ২খ., পৃ. ২২২।
২৪. নাজরানবাসিগণ	সূদভিত্তিক ক্রয়বিক্রয়কারীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী	কানযুল উম্মাল, ২খ., পৃ. ২৩৪।

২৫. সালিম ইব্‌ন কিদলানিস ওয়াল-মুসআবীন	বৃষ্টি ও নদী সিঞ্চিত ভূমির যাকাত এক-দশমাংশ (ওশর) এবং ডোল বা বালতি সিঞ্চিত জমির যাকাত অর্ধ্ব উশর এবং গরুর যাকাত উটের মতই	কানযুল উম্মাল, ৩খ., পৃ. ৩০৭। (ইবন্ জারীরের বরাতে)
২৬. উম্মাল বা প্রশাসকবর্গ	রাসূলুল্লাহ-এর দরবারে কোন দূত প্রেরণকালে যাহাদের নাম ও চেহারা উত্তম তাহাদেরকে যেন প্রেরণ করা হয়।	আন-নাসসু ওয়াল ইজ্‌তিহাদ লি-আল্লামা সায়্যিদ শারফুদ্দীন, পৃ. ১৭৭। (মালিক ও বাযযাযের বরাতে)।
২৭. আবিসিনিয়া-রাজ নাজাশী	তাঁহার পক্ষ হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকারী মুসলমান-দেরকে সাজ-সরঞ্জাম প্রদান।	বিশদ আলোচনা পরে আসিতেছে।
২৮. খায়বারবাসিগণ	আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল নামক যে সাহাবী তাহাদের জলাশয়ে নিহত হইয়াছিলেন তাঁহার রক্তপণ দাবি।	সহীহ মুসলিম, ৫খ., পৃ. ১০০; সুনানুল কুবরা (বায়হাকী কৃত), ৮খ., পৃ. ১৭৭।
২৯. আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহশ (রা)	একটি অভিযানে প্রাপককে আমীর নিযুক্ত করিয়া এই পত্র দিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবার পূর্বে যেন পত্রখানা খোলা বা পড়া না হয়।	আস-সুনানুল কুবরা, ৯খ., পৃ. ১২ ও ৫৮।
৩০. বনূ তাগলিবের খৃস্টানগণ	তাহারা যেন তাহাদের সন্তান-দেরকে খৃস্টান না বানায় এই মর্মে লিখিত।	সুনানুল কুবরা, ৯খ., পৃ. ২১৭।
৩১. জুরাশবাসিগণ, জুরাশ ইয়ামানের একটি প্রদেশ, নবী কারীম ﷺ-এর যুগেই সন্ধিসূত্রে বিজিত হয়।	খেজুরের সাথে কিশমিশ মিশাইতে বারণ।	সহীহ মুসলিম, ৬খ., পৃ. ৯২; মুসনাদ আহমাদ, ১খ., পৃ. ২২৪।
৩২. সা'দ হুযায়ম (কুদাআ গোত্রীয়) ও জুযাম উভয়কে অভিন্ন পত্র	কোন ধরনের মালে কি পরিমাণ সাদাকা ফরয হয় তাহার বিবরণ।	আত-তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ৩৬৮।

৩৩. রাফে' ইব্ন খাদীজের নিকট রক্ষিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র।	একদা মারওয়ান খুৎবা দিতে গিয়া মক্কার হারাম হওয়ার কথা বর্ণনা করিলে রাফে' ইব্ন খাদীজ (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, মক্কা হারম হইলে মদীনাও হারাম, স্বয়ং নবী কারীম ﷺ উহাকে হারাম ঘোষণা করিয়াছেন। আমার নিকট খাওলানী চর্মগাত্রে লিখিত তাঁহার এই মর্মের পত্র সংরক্ষিত রহিয়াছে।	মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৫৮।
৩৪. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইবনুল 'আস (রা)	ইহা একটি দু'আ যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে শ্রবণ করিয়া তিনি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য লিখাইয়া ছিলেন — যাহা আমি প্রায়ই দেখিয়া থাকি।	মুসনাদ আহমাদ, ২খ., পৃ. ১৯৬।
	তিনি যাহা নবী দরবারে শুনিতেন তাহা লিখিয়া রাখিতেন।	মুসনাদ আহমাদ, ২খ., পৃ. ১৬২।
৩৫. আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা)	প্রাপকের একটি পত্রের জবাবে এই পত্রখানা লিখিত হইয়াছিল, যাহাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে আসবাগ- তনয়া তামাদিরকে বিবাহ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন।	কানযুল উম্মাল, ৫খ., পৃ. ৩১৮।
৩৬. বনূ 'আবদুল মুত্তালিব ইব্ন 'আব্দ মানাফ	নবী কারীম ﷺ-এর খায়বার হইতে প্রাপ্ত সম্পদ হইতে তাহাদেরকে আপ্যায়নের কথা।	ফুতূহুল বুলদান, পৃ.৪১।
৩৭. আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব।	আব্বাস (রা) যখন মদীনায় হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা	কানযুল উম্মাল, ৭খ., পৃ. ৬৯ (তাবারানী ও আবূ

	করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পত্র দেন তাহার জবাবে এই পত্রখানা লিখিত।	নু'আয়মের বরাতে)।
৩৮. যিয়াদ ইবনুল হারিছ।	প্রাপকের সম্প্রদায়ের সাদা-কাত যাকাত	কানযুল উম্মাল, ৭খ., পৃ. ৩৮।
৩৯. মুসলমানদের প্রতি দশম হিজরীতে লিখিত পত্র।	হজ্জের সামর্থ্য রাখেন এমন সকলকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হজ্জে যোগদানের আহবান	আল-ওয়াসাইল, ২খ., কিতাবুল হজ্জ, হজ্জের প্রকারভেদের বর্ণনায় কাফী-এর বরাতে।
৪০. আমর ইব্ন হাযম, তখন তিনি নাজরানে ছিলেন।	কুরবানী দিতে ত্বরা করা এবং ইফতারে দেরী করা সংক্রান্ত এবং মানুষকে উপদেশ দেওয়ার নির্দেশ।	তারতীব মুসনাদ ইমাম শাফিঈ, ১খ., পৃ. ১৫২।
৪১. আয়লার রাশ ইবনুল উলামা	প্রাপকের পত্রের জবাবে লিখিত।	সহীহ মুসলিম, ৬খ., পৃ. ৬১।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাতিবীন বা সচিবমণ্ডলী

আজ হইতে দেড় হাজার বৎসর পূর্বের বিশ্বে বিশেষত আরবে লেখাপড়ার প্রচলন যে কত সীমিত ছিল তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না। মক্কায় যখন ইসলাম প্রচার শুরু হয় তখন মক্কায় মাত্র সতের ব্যক্তি লিখিতে সমর্থ ছিলেন।[৩৪]

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর মাক্কী জীবনে (৬২২ খৃ. পর্যন্ত) এই কাতিবদের মুখ্য কাজ ছিল ওহী লিখন। এক বর্ণনামতে, মক্কী জীবনের প্রথম দিকের একজন কাতিব ছিলেন শুরাহবীল ইব্ন হাসানা আল-কিন্দী (রা)। ড. হামীদুল্লাহ্র মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক গ্রন্থে উদ্ধৃত একটি দলীল (বালাযুরী, ফুতহুল বুলদান, ৩খ., পৃ. ৫৮০, সংখ্যা ১১০৪; নাদরাতুন নাঈম, মহানবীর জীবনী কোষ, ১খ., পৃ. ৩৪০)।

এই কথার বাস্তব প্রমাণ যে, বনূ লাখমদের অন্তর্ভুক্ত ফারীসদের মক্কায় নবী কারীম (স)-এর সহিত সাক্ষাৎকালে তিনি তাহাদেরকে একটি অভয়-পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। মাক্কী জীবনে আরও যাঁহারা কাতিবের দায়িত্ব পালন করেন তাঁহারা হইতেছেন ঃ

(১) শুরাহবীল ইব্ন হাসানা (রা)

(২) আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ ইব্ন আবী সারহ্ (রা)

(৩) সা'দ ইব্ন আবী সারহ (রা)

(৪) আবূ বকর (রা)

(৫) উমার (রা)

(৬) উছমান (রা)

(৭) আলী (রা) প্রমুখ সাহাবী। (ড. মুহাম্মাদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দীকী, রাসূল মুহাম্মাদের সরকার কাঠামো, পৃ. ২০৬ ও ২০৭; কাত্তানী, ১খ., পৃ. ১১৮)।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর কাত্তিবদের কাজটি ধর্মীয় প্রকৃতি ছাড়াও রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। চতুর্দশ শতকের একজন লেখক আল-কালকাশান্দী দীওয়ানুল ইন্শা' (পত্র যোগাযোগ বিভাগ)-এর আদি উৎস নির্দেশ করিতে গিয়া বলেন, এটাই প্রথম দীওয়ান যাহার গোড়াপত্তন করিয়াছেন স্বয়ং নবী কারীম ﷺ। তবে ঐ সময় এই বিভাগটি এই নামে পরিচিত ছিল না। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে তিনি তাঁহার সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ, গভর্নরগণ ও প্রশাসকবৃন্দের সহিত যোগাযোগ রক্ষা এবং তাঁহাদেরকে নির্দেশ জ্ঞাত করার উদ্দেশ্যে তাঁহাদেরকে পত্র লিখিতেন এবং কর্মকর্তাগণও তাঁহার সমীপে পত্র লিখিতেন। অনুরূপভাবে তিনি বিভিন্ন শাসক ও আমীরগণের নিকটও বেশ কিছু পত্র প্রেরণ করেন। ইয়াহূদী, খৃস্টান ও মুশরিক আরবদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করিয়া তিনি কিছু সংখ্যক চুক্তিও সম্পাদন করিয়াছিলেন। এতদভিন্ন বেশ কিছু ব্যক্তি ও গোত্রের নিকট নবী ﷺ কর্তৃক নিয়োগ দানকারী পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। বহু ব্যক্তির নিকট ইক্তা' বা ভূমির বরাদ্দপত্রও তিনি পাঠাইয়াছিলেন। এইসব দলীল-পত্রের বিষয়াদি এমন এক বিভাগ কর্তৃক আনজাম দেওয়া হইত, যাহা পরবর্তী পর্যায়ে খলীফা যুগে পূর্ণাঙ্গ একটি দীওয়ানুল ইনশা' বা নথিপত্র বিভাগে উন্নীত হইয়াছে এবং স্বাভাবিকভাবেই এই ক্ষেত্রে লেখক সেবাদানের প্রয়োজন হইয়াছে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬-২০৭; কাত্তানী ১খ., পৃ. ১১৮, দলীল নং ৪৩, ৪৩-৪৪)।

মদীনায় কাতিবের দায়িত্ব পালন করিতেন ঃ

১. উবাই ইব্ন কা'ব (রা)

২. যায়দ ইব্ন ছাবিত এবং (পরবর্তী পর্যায়)

৩. মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফয়ান (রা)

ঐ তিনজন ছিলেন নবী কারীম ﷺ-এর স্থায়ী কাতিব। এই তিনজনের মধ্যে আবার উবাই ইব্ন কা'ব (রা) ছিলেন প্রধান কাতিব। তিনি উপস্থিত থাকিলে অন্য কেহ লেখার অনুমতি পাইতেন না। তাঁহার অবর্তমানে যায়দ ইব্ন ছাবিত ওহী লিখিতেন। আল-হুরায়নী, নাওয়াবী, ইব্ন আবদুল বার্র ও বুখারীর মত পরবর্তী পর্যায়ের মুহাদ্দিছগণ একমত যে, হিজরতের পর যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) সকল অবস্থায় নবী কারীম ﷺ-এর সাহচর্যে থাকিতেন এবং এই কারণেই যে কোন লোকের তুলনায় তিনি বিভিন্ন পত্র, দলীল ও ওহী লেখার অধিকতর সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর মু'আবিয়া (রা) এমনি ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে নবী কারীম ﷺ-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন যে, ওহী লেখার প্রশ্নে অন্য কেহই তাঁহার সমতুল্য ছিলেন না (বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, ১খ., পৃ. ৫৩১)।

উসদুল গাবা ও তাবারীতে এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ড. মুহাম্মাদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দীকী বলেন, আনসাব আল-আশরাফের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত একটি কৌতূহল-উদ্দীপক ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, মু'আবিয়া (রা) সর্বাধিক বিশ্বস্ত ও স্থায়ী একজন কাতিব ছিলেন। আল-ইসাবায় আল-মাদাইনীর বরাতে উক্ত হইয়াছে ঃ

كان زيد بن ثابت يكتب الوحى وكان معاوية يكتب للنبى ﷺ بينه وبين العرب.

"যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) ওহী লিখিতেন এবং মু'আবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আরবদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি ও পত্রাদি লিখিতেন" (উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ২২১-২২২; তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৭৩; রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ২৪২ (পাদটীকায়); মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ২৩; কাত্তানী, ১খ., পৃ. ১১৮)।

নবী কারীম ﷺ-এর কাতিবের সংখ্যা

বিভিন্ন সময়ে যাঁহারা নবী কারীম (স)-এর পক্ষে লেখকের দায়িত্ব পালন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রকৃত সংখ্যার প্রশ্নে ঐতিহাসিকগণের মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন ইসহাক ও ইব্ন হিশাম তাঁহাদের মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। অপরপক্ষে ওয়াকিদী বেশ কিছু কাতিবের নাম বর্ণনা করেন। প্রাথমিক স্তরের লেখকগণের মধ্যে ইব্ন সা'দ-এর বর্ণনামতে নবী কারীম ﷺ-এর দলীল-পত্রের সংখ্যা ও কাতিবগণের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬ জন। অথচ বালাযুরী ও তাবারী মাত্র দশজনের নাম উল্লেখ করেন। বস্তুত ইহা পরবর্তী লেখকগণের কৃতিত্ব যে, তাঁহারা নবী কারীম ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত কাতিবগণের একটি পূর্ণ ফিরিস্তি তৈরীর প্রয়াস চালাইয়া সর্বাধিক সংখ্যক নাম প্রকাশ করিয়াছেন। ইব্ন 'আসাকির তদীয় 'তারীখ দামিশ্ক' এবং 'বাহজাত আল-মাহ্ফিল' পুস্তকদ্বয়ে যথাক্রমে ২৩ ও ২৫ জন কাতিবের উল্লেখ করিয়াছেন। ইব্ন সা'দ-এর বরাতে কাত্তানী তাঁহার পুস্তকে এই নামগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন। আল-ইস্তী'আব-এও অনুরূপ সংখ্যার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু কুরতুবীর তাফসীরে আরও একটি নামসহ ২৬ জন কাতিবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। শিবরামালসীর তালিকায় ৪০টি নাম অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। যায়নুদ্দীন আল-'ইরাকী তদীয় কাব্যছন্দে রচিত সীরাহ গ্রন্থে ৪২জন কাতিবের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। বুরহান হালাবীর হাওয়াশী আল-শিফা পুস্তকে সর্বাধিক ৪৩ জন কাতিবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তবুও নিশ্চিতভাবে দাবি করা যায় না যে, ইহাই চূড়ান্ত তালিকা বরং আরও কতিপয় সাহাবী নবী কারীম ﷺ-এর পক্ষে কাতিবের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকিবেন বলিয়া অনুমিত হয় (রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ২০৭, ইফা প্রকাশিত)।

মাজমূ'আত আল-ওয়াছাইক গ্রন্থে ড. হামীদুল্লাহ্ নবী কারীম (ﷺ-এর ২৪৬ খানা পত্রের উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আরব শাসক, গোত্রপ্রধান ও বিদেশী রাজ-রাজড়ার নামে লিখিত পত্রও রহিয়াছে। তবে বেশ কিছু পত্র তাহাতে এমনও রহিয়াছে যেগুলির বিষয়বস্তুর উল্লেখ নাই। যাহাই হউক মাত্র ৭৪টি দলীলের মধ্যে লেখকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্য সর্বাধিক সংখ্যক পত্রের লেখক ছিলেন হযরত আলী, উবাই ইব্ন কা'ব ও মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফ্য়ান (রা)। হযরত আলীর লিখিত ১২ খানা এবং শেষোক্ত দুইজনের লিখিত এগারখানা করিয়া পত্র উহাতে স্থান পাইয়াছে। এই তালিকায় পূর্বোক্ত কাতিব সাহাবী দশজনের সাথে নূতন আরও ১১ জন কাতিব সাহাবীর নিম্নোক্ত সংখ্যক দলীল পাওয়া যায় ঃ

১১. খালিদ ইব্ন সা'ঈদ, ৯ খানা

১২. মুগীরা ইব্ন শু'বা, ৭ খানা

১৩. 'আলা ইব্ন উকবা, ৪ খানা

১৪. আরকাম ইব্ন আবিল আরকাম, ৪ খানা

১৫. ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাখ, ৪খানা

১৬. জুহায়ম ইব্নুস সাল্ত, ২ খানা

১৭. 'আলা ইব্নুল হাদরামী, ২ খানা

১৮. আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ, ১ খানা

১৯. আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর, ১ খানা

২০ মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা, ১ খানা

২১. যুবায়র ইব্ন আল-আওয়াম, ১ খানা।

পত্রবাহক সাহাবীগণ

রাসূলুল্লাহ্ (স) যখন কোন রাজা-বাদশাহ বা গোত্রপ্রধানের নিকট দূতরূপে কাহাকেও প্রেরণ করিতেন, তখন তাঁহার ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতার বিষয় বিবেচনায় রাখিতেন। এইজন্য দূত সাহাবীগণের সকলেই উচ্চ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, প্রাজ্ঞ, সাহসী ও বাগ্মী ছিলেন। আল্লাহর রাসূলের যোগ্য দূতরূপে তাঁহারা তাঁহার বার্তা পৃথিবীর প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা-বাদশাগণের দরবার পর্যন্ত পৌঁছাইতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দূতবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(১) জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আল-বাজালী (রা) : তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী ছিলেন । ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন,

عن قيس قال سمعت جريرا يقول ما رأنى رسول الله ﷺ منذ اسلمت الا تبسم فى وجهى وقال رسول الله ﷺ يدخل من هذا الباب رجل من خير ذى يمن على وجهه مسحة ملك فدخل جرير.

হযরত কায়স (র) বলেন, আমি হযরত জারীর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আমার ইসলাম গ্রহণ অবধি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যতবারই দেখিয়াছেন, আমার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসি দিয়াছেন। একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, এই দরজা দিয়া কল্যাণময় ও বরকতের অধিকারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করিবে যাহার চেহারায় ফেরেশতার হাতের স্পর্শ রহিয়াছে। তখন জারীর (রা) সেই দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেন" (দ্র. ইমাম বুখারী (র), আল-আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ১১২, নং ২৪৯)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে যুল-কিলা' ইব্ন নাকূর ইব্ন হাবীব ইবন হাস্সান ইব্ন তুব্বা এবং যূ-'আমর-এর নিকট ইসলামের দা'ওয়াত সম্বলিত পত্রসহ প্রেরণ করেন। যুল-কিলা' তদীয় স্ত্রী

দুরাইব বিনত আবরাযা ইবনিস সাব্বাহসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের সময় অবধি তিনি তাঁহাদের নিকটেই ছিলেন। অবশেষে মদীনায় ফিরিয়া আসেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৬; তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৮৭; ইব্ন খালদূন, পৃ. ৮৪৫; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ২৭৯)।

মাওলানা আবদুর রাউফ দানাপুরী লিখেন, যুল-কিলা' হিময়ারী এবং যূ-'আমর উভয়ই ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্য পাননি।

(২) মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা) তাহারা উভয়ে ইয়ামানের বাদশাহ্ ছিলেন (দ্র. আসাহহুস সিয়ার (বাংলা), পৃ. ৪২৬; (ওয়াকিদী, কিতাবুল মাগাযী, পৃ. ৩৬৬; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৫৭; তাবারী, ২খ., পৃ. ৫৫২; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১১১ ; উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৩৩১)।

(৩) হাতিব ইব্ন আবী বালতা'আ (রা) ঃ হিজরত-পূর্ব ৩৫ সালে লাখম ইব্ন 'আদীর বংশে জন্মগ্রহণকারী উক্ত সরলমনা সাহাবী একজন দক্ষ তীরন্দায এবং ব্যক্তিগত জীবনে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। জাহিলিয়াতের যুগেও তিনি তীরন্দাযী এবং কবি প্রতিভার জন্য বিখ্যাত ও সমাদৃত ছিলেন। তিনি কুরায়শদের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিলেন। মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে তাঁহার পরিবার-পরিজন মক্কায় কাফিরদের সহিত অবস্থানরত থাকায় তাহারা তাঁহার পরিবারের সাথে যাহাতে সদয় আচরণ করে এই আশায় তিনি কুরায়শদেরকে পত্র মারফত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অভিযানের সংবাদ জানাইবার প্রয়াস পান। তাঁহার ধারণা ছিল, ইহাতে আল্লাহর নবীর কোনই ক্ষতি হইবে না, অথচ তাহার নিজ পরিবার বিরূপ পরিবেশে একটু সদয় আচরণ পাইবে। হযরত উমার (রা) এইজন্য এতই ক্ষিপ্ত হন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এই বলিয়া অনুরোধ জানান, তাহাকে এই মুনাফিকের গর্দান উড়াইয়া দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হউক। জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, উমার! তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিগণ আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমতাহানা নাযিলের মাধ্যমে তাঁহার ঈমানদার হওয়ার ঘোষণা দিলেন এইভাবে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না" (৬০ ঃ ১)।

বলা বাহুল্য, তিনি খাঁটি ঈমানদার না হইলে এইভাবে ঈমানদারগণকে লক্ষ্য করিয়া আয়াত নাযিল হইত না। যে ছয়জন সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছয়জন রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে একই দিনে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন হাতিব তাঁহাদের একজন। তিনি মিসর-রাজ মুকাওকিসের দরবারে পৌঁছিয়া সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। ৩০ হিজরীতে ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মদীনায় তাঁহার মৃত্যু হয় (ই'লামুস-সাইলীন, পৃ. ৮১; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৪৩২; সীরাতুন্নবী, ইবন হিশাম, ২খ., পৃ. ৬০৭, আরবী; ঐ বঙ্গানুবাদ, ইফা প্রকাশিত, ৪খ., পৃ. ৩৭-৩৮; তাবারী, ২খ., পৃ. ৬৪৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৮০)।

(৪) দিহ্য়া ইব্ন খালীফা আল-কালবী (রা) ঃ বিখ্যাত ছয় রাষ্ট্রপ্রধানের নামে পত্র প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে তদানীন্তন বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিধর রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে পত্রসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্বপুরুষ কাল্ব ইব্ন ওবায়ার নামের সহিত সম্পৃক্ত করিয়া তাঁহাকে কালবী বলা হইত। বংশলতিকা এইরূপঃ দিহ্য়া ইব্ন খালীফা ইব্ন ফারওয়া ইব্ন ফুদালা ইব্ন যায়দ আল-কালবী। ইয়ামানী ভাষায় দিহ্য়া অর্থ নেতা। প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদর ছাড়া অন্যান্য জিহাদে নবী কারীম ﷺ-এর সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ করেন। ইয়ারমূকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। হযরত মু'আবিয়ার খিলাফতকাল পর্যন্ত সিরিয়ায় মিয্যা নামক স্থানে বসবাস করেন। আল্লামা শামসুদ্দীন সাখাবী তাঁহার বর্ণনা দিতে গিয়া বলেন ঃ

كان جبريل ياتى رسول الله ﷺ على صورته فى بعض الاحيان وكان اجمل الناس وجها وكان اذا قدم المدينة من الشام لم تبق معصر الا خرجت نظر اليه.

"জিব্রাঈল (আ) কোন কোন সময় তাঁহার বেশে নবী ﷺ দরবারে হাযির হইতেন। তিনি ছিলেন সর্বাধিক সুন্দর পুরুষ। যখন সিরিয়া হইতে মদীনায় পদার্পণ করিলেন তখন তাঁহাকে একনজর দেখিবার জন্য বাহির হইতেন না, সমসাময়িক এমন একটি ব্যক্তিও ছিলেন না, (আত-তুহফাতু'ল-লাতীফ ফী তারীখিল মাদীনা, ১খ., পৃ. ৩৩১, সংখ্যা ১১৮৭)।

(৫) আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামারী ঃ আমর ইব্ন উমায়্যা ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আয়াস আবূ মুনিয়্যা আদ-দামারী। ইব্ন সা'দ বলেন, মুশরিক বাহিনী উহুদ ত্যাগ করার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বীরপুরুষ ছিলেন। অনেক ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রণী। ৪র্থ হিজরীতে বি'রে মা'উনার হৃদয়বিদারক ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সত্তরজন মুসলিম কুরআন বিশেষজ্ঞের মধ্যে একমাত্র তিনিই জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আসেন। হযরত খুবায়বকে যখন কাফিররা শূলে চড়াইয়া শহীদ করে তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার লাশ শূলির কাষ্ঠ হইতে গোপনে নামাইয়া আনার জন্য তাঁহাকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইব্ন আবদিল বার্র তাঁহার সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন ঃ

كان من رجال العرب نجدة وجراة وكان رسول الله ﷺ يبعثه فى اموره.

"তিনি আরবজাতির নির্ভরযোগ্য সাহসী ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার বিশেষ বিশেষ মিশনে তাঁহাকে প্রেরণ করিতেন" (আত-তুহ্ফাতুল লাতীফ, ২খ., পৃ. ৩১৭, সংখ্যা ৩১৫৫)।

হিজরত পূর্ব আনুমানিক ২৫ সালে মদীনার নিকটবর্তী বদর এলাকায় দামরা গোত্রে জন্মগ্রহণকারী এই সাহাবী বৈবাহিক সূত্রে 'আবদে শামস গোত্রের মিত্রগোত্রের সাথে আবদ্ধ ছিলেন। ইথিওপীয় শাসক নাজাশীর সহিত 'আবদে শামস গোত্রের সুসম্পর্ক থাকায় 'আমর ইব্ন উমায়্যা প্রায়ই ইথিওপিয়ায় যাতায়াত করিতেন। এক সময় নাজাশী ঐ বনূ আবদে শামস গোত্রে

দাসরূপে জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং তখন তিনি আরবী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইথিওপিয়ার তদানীন্তন বাদশাহ তাঁহাকে দাসরূপে জনৈক আরব বণিকের নিকট বিক্রি করিয়াছিলেন। নাজ্জাশী তখন বনূ দামরা গোত্রে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। পরবর্তীতে তিনি রাজ্য ফিরিয়া পাইলে মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে জর্জরিত আরব মুসলমান মুহাজিরদেরকে তিনিই আশ্রয় দিয়াছিলেন। বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পরাজয়ের পর পূর্ব-সদ্ভাবের উপর নির্ভর করিয়া আরব পৌত্তলিকরা মুসলমান মুহাজিরদেরকে ফিরাইয়া আনার জন্য তাঁহার দরবারে নিজেদের প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন সম্ভারাদিসহ প্রেরণ করিলে মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি ও দৌত্যকাজের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (স) এই 'আমর ইব্ন উমায়্যাকেই পাঠাইয়াছিলেন, অথচ তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন হিজরী তৃতীয় সালে।

ইথিওপীয় দৌত্যকার্য সফলরূপে সম্পন্ন করার পর মদীনায় ফিরিয়া আসিয়া খার্‌রাতীম মহল্লায় বসবাস করিতে থাকেন। আবূ নু'আয়ম বলেন, ষাট হিজরীর পরে তিনি ইনতিকাল করেন (পূর্বোক্ত তুহফা; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৫খ., পৃ. ৭৩)।

(৬) আবদুল্লাহ্ ইবন হুযাফা আস্-সাহ্মী (রা) ঃ আবদুল্লাহ্ ইবন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আদী ইব্ন সা'দ ইব্ন সাহ্ম ইব্ন আমর ইব্ন হাসীস ইব্ন কা'ব ইব্ন লুয়াই ইব্ন গালিব, আবূ হুযাফা আল-কারানী আস-সাহমী। তিনি ছিলেন প্রথম যুগের মুহাজির। তাঁহার ভাই কায়সসহ ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন। তদীয় মাতা কিতাবিয়্যা ইবনাতু হারছান ছিলেন বানুল হারিছ ইব্ন আবদ মানাতের মহিলা। রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার মাধ্যমেই ঘোষণা করাইয়াছিলেন ঃ

ان ايام منى ايام اكل وشرب وبعال.

"মিনার দিনগুলি হইতেছে পানাহার ও দাম্পত্য জীবন যাপনের।"

হযরত উমার (রা)-এর আমলে একবার তিনি রোমকদের হাতে বন্দী হইয়া হত্যার সম্মুখীন হন। তাহারা তাঁহাকে বন্দী করিয়া ফুটন্ত তৈলপাত্রে নিক্ষেপের ভয় দেখাইয়া ইসলাম ত্যাগের জন্য চাপ দেয়। কিন্তু তিনি কোনমতেই ধর্মত্যাগে রাজী হন নাই। নিজের ঈমান রক্ষার জন্য তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত, এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া রোমক বাহিনীর লোকজন তাঁহাকে তাহাদের সম্রাটের দরবারে হাযির করে। তখন সম্রাট বলিলেন, তুমি আমার মস্তক চুম্বন কর, তাহা হইলে তোমাকে মুক্তি দেওয়া হইবে। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তারপর সম্রাট বলিলেন, তুমি যদি আমার মস্তক চুম্বন কর, তাহা হইলে তোমাকে তোমার সাথিগণসহ মুক্তি দেওয়া হইবে। সঙ্গী-সাথীদের কথা বিবেচনা করিয়া তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন। ফলে তাঁহার ৮০ জন বন্দী সাথীসহ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর যখন তিনি তদীয় সঙ্গীগণসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন খলীফা উমার (রা) বলিলেন, "আমি সহ প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তোমার মস্তক চুম্বন করা।" এই কথা বলিয়া সত্যসত্যই তিনি দাঁড়াইয়া তাঁহার মস্তক চুম্বন করিলেন। হযরত উছমান (র)-এর খিলাফত আমলে ৩৩ হিজরীতে মিসরে তিনি ইন্‌তিকাল করেন (তুহ্‌ফাতুল লাতীফী, ২খ., পৃ. ৩০; আল-মিসবাহুল মুদী, ১খ., পৃ. ২২০-২২১, সংখ্যা ২০০৮)।

(৭) শুজা' ইব্ন ওয়াহব (রা) ঃ শুজা' ইব্ন ওয়াহব ইব্ন রাবী'আ ইব্ন আসাদ আল-আযদী। তিনি বানূ 'আবদে শাম্স-এর মিত্র ছিলেন। প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের ভাই 'উকবা ইব্ন আবী ওয়াহ্বসহ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইয়ারমূকের যুদ্ধসহ ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরতে তিনি শামিল ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দামিশ্ক অধিপতি হারিছ ইব্ন আবী শুমার আল-গাসসানী এবং জাবালা ইব্ন আয়হামের নিকট তাঁহাকে পত্রসহ দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৮ম হিজরী/৬২৯ খৃ. তাঁহাকে সেনাপতি করিয়া একটি বাহিনী প্রেরিত হইয়াছিল (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৬০৭; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬১; তাবারী, ২খ., পৃ. ৬৪৪; ইব্ন খালদূন, পৃ. ৭৮৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৮০; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৩৮৬; জামহারাতু আনসাবিল আরাব, পৃ. ১৮১)।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, দিহ্য়া কালবীর সাথে তিনি রোমেও প্রেরিত হইয়াছিলেন (আসাহ্হুস-সিয়ার, বাংলা ভাষ্য, পৃ. ৪২৫)।

(১০) আমর ইব্ন হায্ম (রা) ঃ খন্দক যুদ্ধের মাত্র ১৫ বৎসর পর্বে মদীনায় খাযরাজ গোত্রে জন্মগ্রহণকারী এই সাহাবীর উপনাম বা ডাকনাম ছিল আবুদ দুহা ও আবূ মুহাম্মাদ । তাঁহার পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম যথাক্রমে যায়দ ও লাওযান। মাত্র পনের বৎসর বয়সে খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। নাজরানের বানুল হারিছ গোত্র হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের আহবানে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করার পর সেখানকার লোকজনকে দীন সম্পর্কে জ্ঞান দান, কুরআন শিক্ষা দান এবং যাকাত আদায় করার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে সেই দেশে প্রেরণ করেন। ঐ সময় তাঁহার বয়স ছিল মাত্র সতের বৎসর। সেখানে তাঁহাকে প্রেরণকালে ইসলামের বিস্তারিত বিধিবিধান সম্বলিত একখানা লিপিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে প্রদান করেন। নবী কারীম ﷺ তাহাকে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিয়োগকালেও এরূপ একখানা লিপি তাঁহাকে দিয়াছিলেন। ৫১ হিজরীতে, মতন্তরে ৫৩ অথবা ৫৪ হিজরীতে হযরত উমার (রা)-এর খিলাফত আমলে মদীনায় তিনি ইন্তিকাল করেন। এই বর্ণনা আবূ নু'আয়ম ও আবুত-তাহযীব গ্রন্থের (তুহফাতুল লাতীফ ফী তারীখিল মাদীনা, ২খ., পৃ. ৩১৯, সংখ্যা ৩১৬৬)।

(১১) হারিছ ইব্ন জুমায়র আল-আযদী (রা) ঃ মহানবী ﷺ-এর একমাত্র দূত, যাঁহাকে সিরিয়ার জনৈক রোমান করদ রাজার কাছে দূত হিসাবে প্রেরণ করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, বুসরার শাসকের কাছে তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। পথে শুরাহবীল ইব্ন 'আমর আল-গাসসানী তাঁহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করে, ইহা ছিল কূটনৈতিক রীতিনীতির চরম লঙ্ঘন। তাই এই ঘটনাকে হালকা করিয়া দেখার উপায় ছিল না। যে কারণে প্রতিশোধ গ্রহণার্থে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত যায়দ ইব্ন হারিছাকে তিন হাজার সাহাবীর একটি বাহিনীসহ রোমকদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে ইহাকে চ্যালেঞ্জরূপে গ্রহণ করে এবং এক লক্ষ সৈন্য তাহার অধীনস্থ গাস্সানী রাজার সাহায্যার্থে প্রেরণ করে। ঐতিহাসিক মূতার যুদ্ধের পটভূমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঐ দূতের রক্তেই রচিত হইয়াছিল [ইসলামের ইতিহাস, নজীবাবাদী, ১খ., পৃ. ২০৭; যাদুল মা'আদ, ভারত, ২খ., পৃ. ১৫৫; তাবাকাত-ই ইব্ন

সাদ, ২খ., পৃ. ১১৮, ২৮৩; সীরাত বিশ্বকোষ, ৬খ., পৃ. ৩৯৫; ঐ, ৭খ., পৃ. ৭, ৩৩৪; হায়াতু মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কল মিসরী, পৃ. ৪১০, (১৫তম সংস্করণ, কায়রো ১৯৬৮ খৃ.); আল-মিসবাহুল মুদী, ১খ., পৃ. ২০৬; উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৪১]।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দূতকে হত্যা ছিল মদীনার নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তাই এই অপরাধের প্রতিবিধানকল্পে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ৩ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ২০খ., পৃ. ১)।

(১২) রিফা'আ ইব্ন যায়দ আল-জুযামী (রা) ঃ বানূ কুদা'আ গোত্রে জন্মগ্রহণকারী এই সাহাবীর পিতামহের নাম ছিল ওয়াহ্ব আদ-দাবীবী/মতান্তরে আদ-দাবীনী। বানূ খুযা'আর শাখা আল-জুযাম গোত্রের বানুদ-দুবায়না উপশাখাটি তাবূকের নিকটবর্তী অঞ্চলে বাস করিত (বিশ্বনবীর রাজনৈকি জীবন, ড. হামীদুল্লাহ কৃত, ইফা, প্রকাশিত, পৃ. ৩০২)। হুদায়বিয়া, সন্ধিকালে ষষ্ঠ হিজরীর শেষদিকে রিফা'আ ইব্ন যায়দ তদীয় গোত্রের আরও কতিপয় ব্যক্তিসহ নবী (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তদীয় গোত্রের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পক্ষ হইতে লিখিত একটি লিপিসহ তিনি স্বগোত্রে ফিরিয়া গেলে গোটা গোত্রই ইসলাম গ্রহণ করে (জামহারাতু রাসাইলিল আরাব, ১খ., পৃ. ৪৯)।

(১৩) সালীত ইবনুল 'আমর (রা) ঃ সালীত ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আব্দ শামস ইব্ন 'আবদ উদ্দ ইব্ন নাসর ইব্ন মালিক ইব্ন হিসল ইব্ন 'আমের ইব্ন লুওয়াঈ আল-'আমিরী। সুকরান ইব্ন 'আমর (সাহল ইব্ন আমর ও খতীবে কুবায়শ লকবে বিখ্যাত) সুহায়ল ইব্ন 'আমর নামক সাহাবী-ত্রয় তাঁহারই ভাই ছিলেন (আত-তুহফাতুল লতীফ, ১খ., পৃ. ৪১০; সংখ্যা ১৫৮০; ঐ, পৃ. ৪৩২, সংখ্যা ১৬৮৬; ৪৩৪, সংখ্যা ১৭০২)। সালীত ও সুকরান উভয়ে আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতকালে ঐ প্রথম মুহাজির কাফেলায় ছিলেন (সীরাতু-নবী, ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৫৪)।

পরবর্তীতে তিনি মদীনায় হিজরত করেন। বদরসহ বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর একজন মুজাহিদরূপে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকরের খিলাফত আমলে ইয়ামামার রিদ্দার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তাবারীর বর্ণনামতে, ১২ হিজরীতে তিনি সেখানে ঐ যুদ্ধে শহীদ হন। ইয়ামামায় যাতায়াতের অভিজ্ঞতা পূর্ব হইতেই তাঁহার ছিল বিধায় সেইখানকার শাসক হাওযা ইব্ন আলী ও ছুমামা ইব্ন আদালের নিকট ইসলামের দা'ওয়াতপত্রসহ প্রেরণের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন (ই'লামুস সাইলীন, পৃ. ১৩৯; উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩৪৪; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৩৮, বৈরূত)।

(১৪) সাইব ইবনুল আওয়াম (রা) ঃ হযরত যুবায়র ইবনুল 'আওয়ামের সহোদর ছিলেন এই সাইব (রা)। তাঁহাদের উভয়েরই মা ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফুফু সাফিয়্যা বিন্ত আবদুল মুত্তালিব। তাঁহার বংশ লতিকা এইরূপ ঃ সা'ইব ইব্ন 'আওয়াম ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ ইব্ন আবদিল উয্যা ইব্ন কুসায়্যি ইব্ন কিলাব (আত্-তুহ্ফাতুল লাতীফ, ১খ., পৃ. ৩৫৬, সংখ্যা ১৩০৯, যুবায়র ইব্ন আওয়াম শিরোনামে)। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত উহুদ ও খন্দকসহ পরবর্তী যুদ্ধসমূহে শরীক ছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। ভণ্ডনবী মুসায়লামা কাযযাবের নিকট রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র লইয়া যান (আল-মিসবাহুল মুদী, ১খ., পৃ. ২১৫)।

(১৫) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সালীম ইব্‌ন হিদার ইব্‌ন হারব ইব্‌ন 'আমের ইব্‌ন উমায়র। আবূ মূসা উপনামেই পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম ছিল তায়্যিবা। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় হিজরত করেন এবং সেইখানেই ইন্‌তিকাল করে।

আবূ মূসা (রা) তাঁহার কয়েক ভাইসহ তাঁহার স্বগোত্রের কতিপয় লোকজনকে লইয়া মক্কা আসেন এবং সাঈদ ইবনুল 'আসের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে নির্যাতনের শিকার হওয়া ছিল অপরিহার্য ভাগ্যলিপি। ফলে হাবশায় হিজরত করেন এবং খায়বার জয়ের পর প্রত্যাবর্তন করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক খায়বার অভিযানকালে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা বলিয়াছেন। আসলে ব্যাপারটি ছিল এই যে, ইয়ামানের দাওস ও আশ'আরী কবীলার বহু ঈমানদার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাতের আশায় সমুদ্রপথে মদীনায় রওয়ানা হন। কিন্তু সামুদ্রিক ঝড় তাঁহাদের কিশতীকে আবিসিনিয়ায় নিয়া ভিড়ায়। সেখানে তাহারা জা'ফার ইব্‌ন আবূ তালিবসহ অন্যান্য মুসলমানের সহিত সানন্দে একত্রে বসবাস করেন এবং খায়বার বিজয়কালে হযরত জা'ফারের সহিতই এখানে আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করেন (প্রফেসর আবদুল খালেক, সাইয়েদুল মুরসালীন, ইফা. (প্রকাশিত) ৩য় সং, ১৯৮৬, ২খ., পৃ. ৮১৯)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশম হিজরী/৬৩১-৩২ খ্রি. সনে হযরত মু'আয ইব্‌ন জাবালের সহিত ইয়ামানের গভর্ণর নিয়োগ করেন। হযরত উমার (রা)-এর খিলাফত আমলে তিনি বসরায় ১৭ হিজরীতে কুফায় বদলী করেন। ২২ হিজরীতে তাঁহাকে কূফার গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এক বৎসর যাইতে না যাইতে পুনরায় তাঁহাকে বসরার গভর্নর পদে ফিরাইয়া নেওয়া হয়। হযরত উছমানের শাহাদতের কয়েক বৎসর পূর্বেই তাঁহাকে তথা হইতে প্রত্যাহার করা হয়। তিনি তখন কূফাতে বসবাস করিতে থাকেন। ৩৪/৬৫৪-৫৫ সনে হযরত উছমান তাঁহাকে পুনরায় কূফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। খলীফার শাহাদতের পর কূফাবাসীরা হযরত আলীর পক্ষ অবলম্বন করিলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তিনি পদচ্যুত হন। সিফফীনের যুদ্ধের পর হযরত 'আলী ও মু'আবিয়ার বিরোধ মীমাংসায় হযরত আলীর পক্ষের সালিশ কিন্তু তাঁহাকেই মনোনীত করা হয়। এই পর্যায়ে মু'আবিয়া পক্ষের সালিশ 'আমর ইবনুল আস-এর কূটবুদ্ধির কাছে পরাস্ত ও ক্ষুব্ধ আবূ মুসা আল-আশ'আরী (রা) প্রথমে মক্কায় ও পরে কূফায় বসবাস করেন।

তাঁহার সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে দাউদ, বংশের বাদ্যযন্ত্র (مزمار) উপাধি দেন। তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি হিসাবেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে ইয়ামানের যুবায়দ ও তৎসন্নিহিত নিম্নাঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ৪২ মতান্তরে ৫২ হিজরীতে কূফায় ইন্‌তিকাল করেন।

(১৬) আবূ হুরায়রা 'আবদুর রহমান আদ-দাওসী (রা) ঃ নামের চেয়ে উপনামেই তিনি অধিকতর মশহূর ছিলেন। তাঁহার আসল নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুসারে তাঁহার আসল নাম ছিল আবদুর রহমান ইব্‌ন সাখর। তাঁহার মাতার নাম ছিল উমায়মা। একদা নবী করীম ﷺ তাঁহার আস্তিনের মধ্যে একটি বিড়াল ছানা দেখিতে পাইয়া তাঁহা এই বিড়ালপ্রীতির জন্য তাঁহাকে আবূ হুরায়রা বা বিড়াল ছানার পিতা

বলিয়া আখ্যায়িত করেন (উসদুল গাবা, ৬খ., পৃ. ৩৩৭)। এই মর্মের একখানা হাদীছ তিরমিযীতেও পাওয়া যায়। তবে সেখানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উল্লেখ না করিয়া আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ

فكانت لى هريرة العب بها فكنونى بها.

"আমার একটি বিড়ালছানা ছিল যাহার সহিত আমি খেলা করিতাম। এজন্য লোকজন আমাকে আবূ হুরায়রা উপনামে অভিহিত করে" (তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৮৪০)।

দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের সুলায়ম ইব্ন ফাহ্ম গোত্রে তাঁহার জন্ম। হুদায়বিয়ার সন্ধি ও খায়বার যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে নবী দরবারে আগমন করিয়া তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন তিনি ত্রিশ বৎসরের যুবক। প্রিয়নবীর সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কাবাসিগণের অন্তর্ভুক্ত হন এবং সর্বদা ছায়ার মত তাঁহাকে অনুসরণ করিতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উযূ-ইস্তিনজার পানিও তিনি আগাইয়া দিতেন এবং বিভিন্ন অভিযানে তাঁহার সঙ্গীরূপে থাকিতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট যেসব খাদ্যদ্রব্য আসিত, তাঁহারই নির্দেশে ঐসব খাদ্যদ্রব্য তিনি সুফ্ফাবাসিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন এবং অনেক সময় নিজে অভুক্ত অর্ধভুক্ত অবস্থায় থাকিতেন, কিন্তু প্রাণান্তকর ক্ষুধা সত্ত্বেও কোনদিন কাহারও নিকট যাঞ্চা করিতেন না। এই সম্পর্কে তিনি নিজে বলেন, অনেক সময় আমি ক্ষুধার জ্বালায় মসজিদের আঙিনায় লুটাইয়া পড়িতাম এবং লোকজন আমাকে মৃগীরোগী ভাবিয়া আমার ঘাড়ে পা রাখিয়া চাপ দিতেন—যাহাতে আমি আরোগ্য হই। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি মৃগীরোগী ছিলাম না, ক্ষুধার জ্বালায় আমি এরূপ লুটাইয়া পড়িতাম। পরবর্তী কালে একদিন রেশমী রুমালে নাক মুছিতে মুছিতে অশ্রুসজল কণ্ঠে তিনি তাঁহার প্রথম জীবনের এই স্মৃতিচারণ করিতেছিলেন (শায়খুল হাদীছ মুহাম্মদ যাকারিয়া, Stories of Sahabah, p. 64, Millat Book Cantre, New Dehli)।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাঁহার সেই দারিদ্র্য পীড়িত জীবনের উল্লেখ করেন এইভাবে ঃ আমি পিতৃহীন অবস্থায় বড় হই, নিঃস্ব অবস্থায় হিজরত করি, বাররা বিন্ত গাযওয়ানের বাড়ীতে পেটেভাতে শ্রমিকরূপে খাটি, অবশেষে আল্লাহ তাঁহাকেই আমার স্ত্রী করিয়া দেন। সুতরাং সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি দীনকে শক্তির মাধ্যম (قواما) করিয়াছেন এবং আবূ হুরায়রাকে ইমাম বানাইয়াছেন (রিজাল ও নিসা হাওলার রাসূল ﷺ পৃ. ৩০৪-৩০৫; কায়রো, সিফাতুস সাফওয়া, ১খ., পৃ. ৩৫০-৩৫১)।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীছ হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, আবূ হুরায়রা (রা) অত্যন্ত জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিয়ামতের দিন আপনার শাফাআতধন্য সর্বপ্রথম ব্যক্তিটি কে হইবে? তখন রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ

لقد ظننت يا ابا هريرة ان لا يسألنى عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث.

"আমি পূর্বেই ধারণা করিয়াছিলাম হে আবূ হুরায়রা! তোমার পূর্বে আর কোন ব্যক্তিই এই প্রশ্নটি আমাকে করিবে না। কেননা, আমি তোমার মধ্যে হাদীছের লিপ্সা প্রত্যক্ষ করিয়াছি" (বুখারী, হাদীছ নং ৯৯, কিতাবুল ইলম)।

নবী কারীম (স) 'আলা ইব্নুল হাদরামীর সহিত তাঁহাকে 'হাজার'-এর অধিবাসীদের নিকট পত্রসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরত উমার (রা) তাঁহাকে বাহরায়নের গভর্নর নিয়োগ করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে অর্থ সঞ্চয়ের অভিযোগে তিনি তাঁহাকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু পরে তদন্তক্রমে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হইলে উমার (রা) পুনরায় তাঁহাকে ঐ পদে বহাল করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু তিনি তাহা পুনরায় গ্রহণে অসম্মত হন (বুখারী, আস-সিয়ার, ২খ., পৃ. ৬১২; রিজাল ও নিসা হাওলার রাসূল, পৃ. ৩০৪-৩০৫)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হইতে দুইটি দু'আ সংরক্ষণ করিয়াছি। তাহার একটি আমি লোকসমাজে প্রচার করিয়াছি এবং অপরটি এমন যাহা প্রচার করিলে আমার এই কণ্ঠনালী কর্তন করা হইবে।

আল-হাফিয হাদীছটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি যে দু'আ লোকসমক্ষে প্রকাশ করেন নাই, বিশেষজ্ঞগণ তাহার অর্থ করিয়াছেন ঐ সমস্ত হাদীছ যেগুলিতে অসৎ লোক, তাহাদের নামধাম ও সময়কালের বর্ণনা রহিয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) ইশারা-ইঙ্গিতে তাহাদের কাহারও কাহারও কথা বলিতেন। কেননা তিনি তাহাদের পক্ষ হইতে প্রাণের আশঙ্কা করিতেন। যেমন তিনি দু'আতে অনেক সময় বলিতেন ঃ

اعوذ بالله من رأس الستين وامارة الصبيان.

"হে আল্লাহ! আমি ষাট হিজরীর প্রান্তভাগ ও বালকদের শাসন হইতে তোমার শরণ প্রার্থনা করি।"

ইহা দ্বারা তিনি মু'আবিয়া ইব্ন য়াযীদের রাজত্বের দিকে ইঙ্গিত করিতেন। কেননা ষাট হিজরীতে তাহার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আল্লাহ তাঁহার দু'আ কবুল করেন। তাহার এক বৎসর পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ৫৭ হিজরীতে হযরত মুআবিয়া (রা) শাসনামলের শেষদিকে, মতান্তরে ৫৯ হিজরীতে মদীনায়, মতান্তরে আল-আকীক নামক স্থানে ৭৮ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন (সিফাতুস্ সাফ্ওয়া, ১খ., পৃ. ৩৫২)।

(১৭) আবদুল্লাহ্ ইব্ন বুদায়ল (রা) ও (১৮) আবদুর রহমান ইব্ন বুদায়ল (রা) ঃ মক্কার বিখ্যাত খুযা'আ গোত্রের গোত্রপতি বুদায়লের পুত্র এই সাহাবী তাঁহার পিতাসহ মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তাঁহাদের গোত্র বনূ খুযা'আ মুসলমানদের সহিত যোগ দেয়। মক্কা বিজয়কালীন অভিযান, হুনায়নের যুদ্ধ, তাবূকের যুদ্ধ এবং তায়েফ অভিযানে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে ইয়ামানে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সিফফীনের যুদ্ধে তিনি ও তাঁহার ভাই আবদুর রহমান ইব্ন বুদায়ল নিহত হন (উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ১২৪; ঐ, ৩খ., পৃ. ২৮২; আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ২৮০; মুঈনুদ্দীন আহমাদ নদভী, সিয়ারুস সাহাবা, আজমগড় ১৯৫৫; মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দীকী, রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, পরিশিষ্ট-৪, পৃ. ৪৩৭)।

(১৯) 'আয়্যাশ ইব্‌ন আবী রাবী'আ (রা) ঃ 'আয়্যাশ ইব্‌ন 'আমর (আবূ রাবী'আ) ইব্‌ন আল-মুগীরা ইব্‌ন আবদিল্লাহ ইব্‌ন উমার ইব্‌ন মাখযূম। তাঁহার উপনাম ছিল আবূ আবদির রাহমান, মায়ের দিক হইতে আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশামের ভাই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বেই ইসলামে প্রবেশকারী সাহাবীগণের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন (ইদরীস কান্ধলাভী, সীরাতুল মুস্তাফা, ১খ., পৃ. ২২৫)।

আবিসিনিয়ায় তাঁহার পুত্র আবদুর রহমানের জন্ম হয়। পরবর্তীতে হযরত উমার (রা)-এর সহিত তিনি মদীনায় হিজরত করেন। আবূ জাহ্‌ল ইব্‌ন হিশাম ও তাহার ভাই আল-হারিছ মদীনায় গিয়া তাঁহাকে ফেরত গ্রহণের জন্য মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া মক্কায় লইয়া যাওয়ার প্রয়াস পায়। তাহারা বলে যে, 'আয়্যাশের মাতা পুত্রকে না দেখা পর্যন্ত কেশবিন্যাস না করার এবং রৌদ্র হইতে ছায়া লাভ না করার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। ইহাতে 'আয়্যাশ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাহাদের সাথে মক্কার পথে রওয়ানা হইলেন। আবূ জাহ্‌ল তাঁহাকে বন্দী করিয়া অকথ্য নির্যাতন চালায়। এই সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে উদ্ধারকল্পে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা)-কে মক্কায় প্রেরণ করেন। খালিদ (রা) তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া আনেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে নিজের দূতরূপে হিময়ারের আল-হারিছ, মাসরূহ এবং নু'আয়ম ইব্‌ন আবদে কুলাল-এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইয়ারমূকের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন (আল-মিসবাহুল মুদী, ১খ., পৃ. ২৪১-২৪৬; ইব্‌ন সা'দ, পৃ. ১৭৬; ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ১৬১; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রাবলী, সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ পৃ. ১২৫-১২৭)।

(২০) ফুরাত ইব্‌ন হায়্যান (রা) ঃ বাক্‌র ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের বনূ আজলান শাখায় তাঁহার জন্ম। পিতার নাম ছিল হায়্যান এবং পিতামহের নাম ছা'লাবা আল-আজালী। মদীনায় হিজরত করিয়া প্রিয়নবী ﷺ-এর সংসর্গ ও আস্থা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে মুসায়লামা কায্‌যাবকে হত্যার উদ্দেশ্যে ছুমামা ইব্‌ন আছালের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা ও বাজ্জাল ইব্‌ন উনফুযার সহিত হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর নির্দেশে তিনি রিদ্দার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ৪৩৯)।

(২১) কুদামা ইব্‌ন মায'উন (রা) ঃ দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার (রা)-এর ভগ্নি সাফিয়্যা বিন্‌ত খাওয়াযের তিনি স্বামী ছিলেন। তাঁহার পূর্ণ নাম ও বংশলতিকা এরূপ ঃ কুদামা ইব্‌ন মায'উন ইব্‌ন হাবীব ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন হুযাফা ইব্‌ন জুমাহ্ আল-কুরাশী আল-জুমাহী (আত-তুহফাতুল লাতীফ, ২খ., পৃ. ২৫১, উছমান ইব্‌ন মাযউন প্রসঙ্গ, সংখ্যা ২৯৩১)। আবূ 'উমার ছিল তাহার উপনাম। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী প্রথম যুগের মুসলমানদের অন্যতম এই সাহাবী এবং তাঁহার দুই ভাই আবদুল্লাহ ইব্‌ন মায'উন ও উছমান ইব্‌ন মায'উন এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সাইব ইব্‌ন 'উছমানসহ একই পরিবারের চার ব্যক্তি মক্কার মুশরিকদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন (ইব্‌ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ২০)।

হযরত কুদামা ইব্‌ন মায্'উন (রা) বদরসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত প্রতিটি জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর সঙ্গে তাঁহাকেও বাহরায়নের

গভর্নর আলী ইব্ন হাওযার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৩৬ হিজরীতে তিনি ৬৮ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন (আল-মিসবাহুল মুদী. ১খ., পৃ. ২৪১-২৪৬)।

(২২) কায়স ইব্ন নামত আল-আরহাবী (রা) ঃ তাঁহার পূর্ণ নাম পরিচয় এই ঃ কায়স ইব্ন নামত ইব্ন কায়স ইব্ন মালিক আল-আরহাবী। তাঁহার গোত্রের লোকজন মক্কার দক্ষিণে বসবাস করিত। এই গোত্রের প্রায় সকল সদস্যই ইসলাম গ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে কায়স ইব্ন নামত হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়া তিনি ও তাহার গোত্রের অপর কতিপয় লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কায়সের মাধ্যমে আরহাব গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি আবূ যায়দ কায়স ইব্ন আমরের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন।

এই ঘটনার দুই অথবা তিন বৎসর পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত উক্ত দুইজন মক্কায় আসিয়া সাক্ষাত করিলে তিনি তাহাদেরকে চর্মগাত্রে লিখিত একখানা দলীল লিখিয়া দেন। ফলে হামাদান গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে। তাহাদের এক শত বিশজন অশ্বারোহী নবী কারীম ﷺ দরবারে আসিয়া হাজির হন (ড. ইয়াসীন মাযহার সিদ্দীকী, রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ৮৯ ও ২৪৭-২৪৮)।

(২৩) শুরাহবীল (রা) ঃ তিনি কাতিব সাহাবীগণের মধ্যে উল্লিখিত শুরাহবীল ইব্ন হাসানা কিনা তাহা নিশ্চিত নহে। তবে আয়লার শাসক ইউহান্নার নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র তিনিই বহন করিয়া লইয়া যান। ইব্ন আবদিল বার্র আল-ইস্তী'আবে পাঁচজন শুরাহবীলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের একজন হইলেন শুরাহ্বীল ইব্ন গায়লান ইব্ন সালামা আছ-ছাকাফী যিনি অন্য তিনজন সাথীসহ আবদ ইয়ালীল-এর নেতৃত্বে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে ছাকীফ গোত্রের লোকজনের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন (আল-মিসবাহুল মুদী, ১খ., পৃ. ২১৬)।

(২৪) মুহাজির ইব্ন উমায়্যা আল-মাখযূমী (রা) ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে হারিছ ইব্ন আবদ কুলালের নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন। জবাবে তিনি জানান, আমি এই ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করিয়া দেখিব। ইহা ইবনুল কায়্যিম (র)-এর বর্ণনা। কিন্তু ইব্ন ইসহাকের বর্ণনায় আছে, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন হিময়ারের বাদশাহ্গণ তাঁহার নিকট তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ সম্বলিত পত্রাদি প্রেরণ করেন। এই পত্রগুলির মধ্যে হারিছ ইব্ন আবদ কুলাল হিময়ারীর পত্রও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাজির ইব্ন উমায়্যাকে উক্ত হারিছের নিকট প্রেরণ করেন। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে পত্র লিখেন। তহাতে একটি কবিতার এই পংক্তিটিও ছিল ঃ

ودينك دين الحق فيه طهارة - وانت بما فيه من الحق امر.

"সত্য তবে দীনের বিধান বিরাজিছে হেথা পবিত্রতা
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সত্য-ন্যায়ের বিধানদাতা"।

দারা কুতনী হযরত ইব্ন উমার-এর প্রমুখাত অনুরূপ লিখিয়াছেন (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৩৮৭)। মুহাম্মদ ইব্ন আলী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই দূত সাহাবীর বংশতালিকা বর্ণনা করিয়াছেন

এইরূপ ঃ আল-মুহাজির ইব্ন উমায়্যা (হুযায়ফা) ইবনিল মুগীরা ইব্ন আমর ইব্ন মাখযূম আল-কুরাশী আল-মাখযূমী। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা) সহোদর ভাই ছিলেন। তাঁহার আসল নাম ছিল আল-ওয়ালীদ। হিজরত করিয়া তিনি যখন মদীনায় আসিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে আল-মুহাজির বলিয়া অভিহিত করেন। ইয়ামানের কিন্দা ও আস-সাদাফ এলাকায় যাকাত উশূলের দায়িত্বে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে মুরতাদরা যখন মাথাচাড়া দিয়া উঠে, তখন তিনি তাহাদেরকে দমনের জন্য যে বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন আল-মুহাজিরও তথায় প্রেরিত হন। তিনি হাযরামাওতের আন-নুজায়র দুর্গ জয় করেন (আল-মিসবাহুল মুদী, ১খ., পৃ. ২৫৬-২৫৭)।

(২৫) আয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আ আল-মাখযূমী ঃ তিনি হযরত খালিদ (রা)-এর পিতৃব্যপুত্র এবং আবূ জাহ্লের সহোদর বৈপিত্রেয় ভাই ছিলেন। তিনি হিজরত করিয়া মদীনায় গমন করিলে আবূ জাহ্ল প্রতারণা করিয়া তাঁহাকে মক্কায় ফিরাইয়া কঠোর নির্যাতন করে। সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা হইতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাতে এতই ব্যথিত হন যে, তিনি তাঁহার মুক্তি ও কাফিরদের বিনাশ কামনায় 'কুনূত' পড়িয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে হারিছ, মাসরূহ এবং নু'আয়ম ইব্ন আব্দ কুলাল-এর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন (আসাহ্হুস সিয়ার, উর্দূ) পৃ. ৩৮৬ ও হাসিয়া)।

(২৬) নু'আয়ম ইব্ন মাস'উদ আল-আশজাঈ (রা) ঃ তিনি গাতাফান গোত্রের নেতা ছিলেন। তাঁহার ডাকনাম ছিল আবূ সালামা। পূর্ণ বংশলতিকা এই ঃ নু'আয়ম ইব্ন মাস'উদ ইব্ন আমের ইব্ন আনীফ ইব্ন ছা'লাবা ইব্ন কুরয ইব্ন হিলাল ইব্ন গাতাফান। তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। খন্দকের যুদ্ধের সময় যখন সম্মিলিত কাফির বাহিনী মদীনা অবরোধ করিয়া বসে এবং তাহা মাসধিক কাল স্থায়ী হইয়া মদীনার অধিবাসিগণের জীবনকে দুর্বিসহ করিয়া তোলে, এমন সময় তিনি নবী (স) দরবারে উপস্থিত হইয়া জানান যে, তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই একমাত্র ইসলাম গ্রহণকারী, কিন্তু সম্প্রদায়ের লোকজন তাহা অবগত নহে। এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসূল তাঁহাকে যে হুকুমই দিবেন তাহা তিনি অবনত মস্তকে পালন করিবেন (ইব্ন কাছীর, আস্-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ২১৩; জেনারেল আকবর খান, ইসলামের প্রতিরক্ষা কৌশল, পৃ. ২৭৬, ইফা. ১ম সং ১৯৮৪ খৃ.)।

ইব্ন হিশাম-এর বর্ণনা হইতে জানা যায়, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে বলিয়াছিলেন, যদি পার তাহা হইলে শত্রুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দাও। কেননা "যুদ্ধ হইতেছে কূটকৌশল ও প্রতারণার খেলা"। সত্যসত্যই তিনি শত্রুদের বিভিন্ন পক্ষের নিকট গমন করিয়া এমন সব কথাবার্তা বলিলেন যে, তাহারা একদল অপর দলকে আর কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহাদের ঐক্য ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং ব্যর্থ মনষ্কাম হইয়া একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায় মদীনা ত্যাগ করিল (ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ১৩৯; সীরাত বিশ্বকোষ, ৭খ., পৃ. ৭৫-৭৭)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করা কয়েকখানা হাদীছের তিনি রাবী। তিনি হযরত উছমান (রা)-এর খিলাফতকালে ইন্তিকাল করেন, মতান্তরে জামালের যুদ্ধে তিনি শহীদ হইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে ইব্ন যীল-লিহ্য়া এবং ইব্ন মুশাইসামা আল-জুবায়রীর নিকট দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ২৫৬-২৫৭)।

(২৭) ওয়াছিলা ইব্নুল আস্‌কা' (রা) ঃ তাঁহার পূর্ণ নাম ও বংশলতিকা এই রূপ ঃ ওয়াছিলা ইব্নুল আস্‌কা ইবন আবদিল উয্‌যা ইব্ন আবদি ইয়ালীল ইব্ন নাশিব আল-লায়ছী। তাঁহার উপনাম ছিল আবূল আস্‌কা, মতান্তরে আবূ মুহাম্মাদ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তাবূক অভিযানে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। দীর্ঘ তিন বৎসর কাল আহলে সুফ্‌ফার সহিত অবস্থান করিয়া তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেন। পরবর্তী কালে বসরা ও সিরিয়ায় বসবাস করেন। দামিশক ও হিমস অভিযানে অংশগ্রহণের পর বায়তুল মুকাদ্দাস গমন করিলে সেখানে তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁহার পিতা তাঁহার প্রতি এতই অসন্তুষ্ট হন যে, তিনি সাথে সাথে বলিয়া উঠেন, 'তোমার সহিত আর একটি কথাও আমি বলিব না'। অবশ্য তাঁহার ভগ্নি তাঁহার পরেপরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত দেখা করিতে আসিলে তিনি জানিতে পারেন যে, তিনি ইতোমধ্যেই তাবূক অভিযানে রওয়ানা হইয়া পড়িয়াছেন। হযরত উকবা (রা)-র সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত তিনি তাবূকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত মিলিত হন এবং সেই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে হযরত খালিদের সঙ্গে উকায়দিরের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন (আল-মিসবাহুল মুদী, ১খ., পৃ. ২৫৯)।

(২৮) হায়্যান ইব্ন মিল্লা ঃ হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দূত দিহ্‌য়া কালবীর ইনি ছিলেন সফরসঙ্গী। ফিলিস্তীনের অধিবাসী আনীফুল ইয়ামানী তাঁহার ভাই ছিলেন। ইহার বেশী আর কোন পরিচয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই (ইমাম যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস সাহাবা, ১খ., পৃ. ১৪৫)।

(২৯) খালিদ ইব্নুল ওয়ালীদ (রা) ঃ তাঁহার দৌত্যকর্ম সংক্রান্ত তথ্যের জন্য দ্র. উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৯৩; রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ২১৫)।

(৩০) আবদুল্লাহ ইব্ন আওসাজা আল-উরানী (রা) ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে সাম'আন ইব্ন আমর ইব্ন কুরায়ত ইব্ন উরাইদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন কিলাবের নিকট পত্রসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত পত্র প্রাপক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেই পত্রখানা— যাহা চর্মগাত্রে লিখিত ছিল— তাহা দ্বারা নিজের বালতিতে তালি লাগাইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তীতে নবী ﷺ দরবারে হাযির হইয়া যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ২৭৫; আল মুফাসসাল ফী তারীখিল 'আরাব কাবলাল ইসলাম, ৮খ., পৃ. ৩০৩)।

(৩১) উকবা ইব্ন নামির (রা) ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুর'আ যী-ইয়াযান-এর নামে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে এই উকবার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি হামাদানের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ইবন মুরর আল-যামাদানী নামেও পরিচিত ছিলেন (ইব্ন হিশাম, সীরাহ, ৩খ., পৃ. ৭০; আল-মিসবাহুল মুদী, ১খ., পৃ. ২০৫; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৪৯২; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৪২১; আয-যাহাবী, তাজরীদু আসমাইস সাহাবা, ১খ., পৃ. ৩৮৫)।

(৩২) আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়াহ্ব আল-আসলামী/আসাদী।

(৩৩) হাবীব ইব্ন যায়দ আল-খাযরাজী

বালাযুরীর ধারণামতে মুসায়লামার নিকট প্রেরিত প্রথম পত্রের ডাকে সে সাড়া না দেওয়ায় তাহাকে ইসলামী রাষ্ট্রবিরোধী যুদ্ধংদেহী আচরণ হইতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পুনরায় তাহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। এই দুইজন সাহাবী ঐ দায়িত্বটি পালন করিয়াছিলেন (দ্র. ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ১০২; রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর সরকার কাঠামো, পৃ. ২১৫)।

চিঠিপত্র বা রাজকীয় ফরমানাদিতে সীল-মোহরের ব্যবহার আরবদেশে প্রচলিত ছিল না। ঐতিহাসিক বালাযুরী আফফান ইব্ন মুসলিম, শু'বা ও কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করেন, আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে তিনি বলিতে শুনিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রোমক সম্রাটের নিকট পত্র লিখিতে মনস্থ করিলেন তখন তাঁহাকে বলা হইল, সীলমোহরবিহীন পত্রাদি তাহারা পড়ে না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ্ (স) একটি রৌপ্যের আংটি প্রস্তুত করাইলেন। তাহাতে অঙ্কিত ছিল محمد رسول الله। তাঁহার সেই আংটির শূভ্রতা যেন এখন আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর আরেকটি বর্ণনা সূত্র হইতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির রিং এবং নাগিনা সবটাই ছিল রৌপ্যের। যুহ্রী ও কাতাদা সূত্রে বর্ণিত অপর এক হাদীছ হইতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আংটির নকশার অনুরূপ নকশাযুক্ত আংটি ব্যবহার অন্যদের জন্য তিনি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উহা কেবল ব্যক্তিগত ব্যবহারের আংটিই ছিল না, উহা ছিল তাঁহার রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহারের সীলমোহরও। পরবর্তীতে হযরত আবূ বকর, উমার ও উছমান (রা)-এর খিলাফত আমলের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত উহা রাষ্ট্রীয় সীলমোহররূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। তারপর একদিন যখন হযরত উছমান (রা) বি'রে আরীস নামক কূপের পাড়ে উপবিষ্ট ছিলেন তখন ঐ আংটিটি কূপে পড়িয়া যায়। তিন দিন পর্যন্ত অনেক খোঁজাখুজি করিয়া, এমনকি উহার সম্পূর্ণ পানি সিঞ্চন করিয়া তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান চালাইয়াও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অগ্যতা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে তিনি অনুরূপ আরেকটি সীলমোহর প্রস্তুত করাইয়া কাজ চালাইয়া যাইতে থাকেন। আংটিটির খোদিত লিপি তিন লাইনে সাজানো ছিল যাহার সর্বনিম্নে মহাম্মদ, মধ্যে রাসূল এবং সর্বোচ্চে আল্লাহ শব্দ ছিল (ফুতূহুল বুলদান, বালাযুরী, পৃ. ৪৪৮; বৈরূত, ১৪০৩/১৯৮৩.; ড. হামীদুল্লাহ, মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৫০, ৫১ ও ৫৭)। লক্ষণীয়, ধারাবাহিকভাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ অংকিত গোলাকার টোপ তৈরী করাইলে উহাতে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নামটি সর্বনিম্নে স্থান পাইত তাহা হইত একান্তই অশোভন— মহা প্রজ্ঞাবান মহানবী ﷺ-এর সজাগ দৃষ্টি তাহা এড়াইয়া যাইতে পারে নাই।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রাবলীর সংরক্ষণ পদ্ধতি পর্যালোচনা

সুদীর্ঘ কাল পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন সম্রাট, গভর্নর, শাসক ও গোত্রপ্রধান বা সামন্ত রাজাদের নামে যে পত্রগুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন ড. হামীদুল্লাহ সেগুলির সংখ্যা সোয়া দুই শত পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন (ড. হামীদুল্লাহর ফরাসী ভাষায় লিখিত" দুকিউমা সিভর লা ডিপ্লোমেসী

মুসলমান, ২খ., পৃ. ৯-১৭; প্যারিস ১৯৩৫, আহমাদ ফারীদূন, মুনশা'তু'স্-সালাতীন, ইস্তাম্বুল ১২৭৪ খৃ. পৃ. ৩০-৩৫)।

(১) স্পেনের খৃস্টান সম্রাটগণের নিকট সংরক্ষিত পত্রখানির চাক্ষুষ বিবরণী ৬ষ্ঠ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত লেখকগণের পুস্তকাদিতে (ড. হামীদুল্লাহ্, দুকিউমা, ১খ., পৃ. ৪৫; কাত্তানী, কিতাবু'ত-তারাতীবিল ইদারিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৫৬-১৬৫, রাবাত মুদ্রণ ১০৪৬ হি.)।

(২) তামীম আদ-দারী (রা)-কে জায়গীর প্রদান সংক্রান্ত পত্রখানির কথা বর্ণনা করিয়াছেন ইমাম আবূ ইউসুফ তদীয় কিতাবুল খারাজে (কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৩২ ও ইব্ন ফাদলিল্লাহ্ আল-উমারী, কিতাবু মাসালিকিল আবসার, ১খ., পৃ. ১৭৪; ড. হামীদুল্লাহ, বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ১৬৮-১৬৯, ১ম সং, ই. ফা. ১৯৮৫ খৃ.)।

(৩) মিসর-রাজ ও খৃস্টান পাদ্রী মুকাওকিসকে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আসল পত্রখানি ১৮৫০ খৃস্টাব্দে মিসরের উঁচু এলাকায় অবস্থিত আখমীম নামক স্থানের এক খৃস্টীয় মঠ বা convent-এ পাওয়া যায় (কায়রোতে অবস্থানরত জনৈক প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ) মসিয়ো বার্তেলেমী তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। কায়রো হইতে মোসিয়ো বেলিন, ১০ মার্চ, ১৮৫২ সালে উহা সংক্রান্ত দীর্ঘ একটি পত্র ফ্রান্সের বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ মোসিও রেণাঁর কাছে প্যারিসে পাঠান। তিনি উহা উক্ত পত্রিকায় ১৫/২০ পৃষ্ঠা জুড়িয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার উক্ত পত্রের কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ

"হস্তলিখিত একটি পত্র আমি সম্প্রতি দেখিয়াছি। উপরিউক্ত প্রাচ্য বিষয়ক সমিতিও এই পত্রের কথা অবগত হইয়াছে, তাহাদের ১৯৫১ সালের ১১ ডিসেম্বরের অধিবেশনে। পত্রটি সনাক্ত করেন মোসিয়োঁ এটি এন বার্তেলামী।

"মোসিয়োঁ বার্তেলমী কায়রোতে অবস্থানরত প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ একজন ফরাসী যুবক। আরবী ভাষায় বিরাট পাণ্ডিত্যের অধিকারী একজন বিনয়ী প্রকৃতির লোক। বেশ কিছুকাল হইতেই তিনি মিসরের প্রাচীন ভাষা অধ্যয়নরত। বিশেষত কিবতী ভাষায় লিখিত ঐ সমস্ত লিপির অনুসন্ধানে লিপ্ত যেগুলি মিসরের নির্জনতাপ্রিয় পাদ্রীগণের হিফাজতে রহিয়াছে এবং যেগুলি দ্বারা প্রাচীন কালের মূল্যবান তথ্যাদির সন্ধান পাওয়া যায়। গত বৎসর এক সফরে মোসিয়ো বার্তেলমী বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করিয়া দারুণ অর্থ সংকটে পতিত হন । অথচ ঐ সফরে অতি অল্প তথ্যই তাঁহার হস্তগত হয়। একদিন প্রবল জঠর জ্বালায় অস্থির হইয়া যখন তিনি আখমীমের নিকটবর্তী জনৈক খৃস্টান দরবেশের আস্তানায় উপনীত হন, তখন সেখানে আরবী ভাষায় লিখিত একখানা পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়— যাহা বাহ্য দৃষ্টিতে একান্তই মামুলী ধরনের ছিল। পুস্তকটির মলাট দৃষ্টে মনে হইতেছিল, উহা যেন বড় আকারের কোন পুস্তকের জন্যই তৈরী করা হইয়াছিল। মলাটের কিনারাগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল এবং ইহার ভিতরের দিকে কিছু কিবতী অক্ষর দৃশ্যমান ছিল। আমাদের এই পর্যটক প্রথম পাতাটি আলাদা করার চেষ্টা করেন যাহা ভিতরের বেশ কিছু পাতাকে লেপটাইয়া রাখিয়াছিল। অত্যন্ত সতর্কতার সহিত যখন উহার প্রথম পাতাটি আলাদা করা হইল তখন ভিতর হইতে মোট দশটি পাতা বাহির হইয়া আসিল। উহাতে কিবতী ভাষার প্রাচীন লিপিতে ইঞ্জীল লিপিবদ্ধ ছিল। এই পাতাগুলি যাহাতে একটি শক্তিশালী বাণীর সংরক্ষণকারী হয়, সেই উদ্দেশ্যে এইভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছিল।

"এই পত্রের বর্ণনামতে মোসিয়ো বার্তেলমী মলাটের ভিতরের কিবতী ভাষার পাতাগুলিকে একটার পর একটা করিয়া যখন আলাদা করিতেছিলেন এমন সময় তিনি দুই বাহুতে শক্তভাবে জড়ানো একটি চামড়ার টুকরা দেখিতে পান যাহার দুইটি স্থান কীটদষ্ট অবস্থায় ছিল। ঐ চামড়ার উপরে কূফী লিপিতে কয়েকটি আরবী অক্ষরের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। অনেক চেষ্টা সাধনার পর তাহাতে তিনি 'মুহাম্মাদ' শব্দটি পাঠ করিতে সমর্থ হন। ফলে বিষয়টি তাঁহার নিকট বেশ আকর্ষণীয় ও কৌতুহলোদ্দীপক মনে হয়। সুতরাং যতটা সম্ভব সতর্কতার সহিত তিনি পৃষ্ঠাগুলিকে আলাদা করার প্রয়াস পান। হাজার চেষ্টার পরও উহাকে ভিজাইয়া নরম করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ফলে প্রথম হইতেই যে শব্দগুলি মিটিয়া যাইতেছিল তাহা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। মোসিয়ো বেলিন তদীয় উক্ত পত্রে আরও লিখেন, অতঃপর বিভিন্ন লোকের সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধার এবং আরবী ইতিহাস হইতে উহার বচন উদ্ধার করা হয়।

"১৯০৪ খৃস্টাব্দে প্রখ্যাত মিসরীয় খৃস্টান পণ্ডিত জুর্জি যায়দান তদীয় আরবী মাসিক আল-হেলাল-এ প্রকাশ করেন, ইস্তাম্বুল হইতে সংগৃহীত উক্ত পত্রের নকলের একটি ফটোকপি। ইহারই নকল সম্ভবত ভারতবর্ষে আসিয়াছিল এবং ১৯১৭ খৃস্টাব্দে ইসলামিক রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল । তবে উহাও আসল কপি ছিল না; বরং নকলের ফটোকপি ছিল।

"অধ্যাপক মারগোলিয়থ আল-হেলাল ১৯০৪ সালের নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত তদীয় প্রবন্ধে (পৃ. ১০৪) উক্ত পত্র উদ্ধারের ঘটনাটিকে অস্বীকার করার প্রয়াস পাইলেও উক্ত পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায়ই (ডিসেম্বর ১৯০৪, পৃ. ১৬০) উহার সত্যতা স্বীকার করিতে হয়" (বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন, ড. হামীদুল্লাহ, পৃ. ১৬০-১৬৫)।

ড. পি. বেজার (Dr. P. Bedger) মসিয়ো বেলিন এবং নলডিকে-এর মত বিশেষজ্ঞগণের পরীক্ষায় উক্ত আবিষ্কৃত পত্রখানা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর আসল পত্র বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। ড. হামীদুল্লাহ-এর "মাজমূ'আতু'ল-ওয়াসাইকিস সিয়াসিয়্যা (নং ২১, পৃ. ৪৫), কলিকাতার মাসিক আল-এসলাম-এর জৈষ্ঠ ১৩২২ বাংলা সংখ্যার ১১৯ পৃষ্ঠায় এবং আলী হুসায়ন আলী তদীয় গ্রন্থ মাকাতীবুর রাসূল-এ (পৃ. ৯৬) উক্ত পত্রখানি নির্ভরযোগ্য বরাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

মসিয়োঁ বার্থেলেমী পত্রখানা ৩০০ পাউণ্ডের বিনিময়ে তুরস্কের সুলতান আবদুল মাজীদের (১৮৩৯-১৮৬১ খৃ.) নিকট হস্তান্তর করেন। সুলতান উহা স্বর্ণের ফ্রেমে বাঁধাইয়া শাহী প্রাসাদের তোপকাপিতে যত্নের সহিত রাখিয়া দেন। পরবর্তী কালে উক্ত শাহী প্রাসাদটি তোপকাপি নামে অভিহিত হয় এবং যাদুঘরের রূপ পরিগ্রহ করে। উক্ত যাদুঘরের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কথাটিতে আজও এই পবিত্র পত্রখানা নবী কারীম ﷺ-এর অন্যান্য পবিত্র স্মৃতিচিহ্নের সহিত সযত্নে সংরক্ষিত রহিয়াছে (মাকতূবাতে নববী, পৃ. ১৭১; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৯৬)।

(৪) ইথিওপিয় সম্রাট নাজাশীর নামে প্রেরিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রখানির ফটোকপি খৃস্টান লেখক জুর্জি যায়দানের 'তারীখ' গ্রন্থে মিসরের আরবী সাময়িকপত্র 'আল-হেলাল'-এর নভেম্বর ১৯০৪ সংখ্যায়, ড. হামীদুল্লাহর মাজমূ'আতু'ল-ওয়াছাইকি'স্-সিয়াসিয়্যাতে এবং তাঁহার বরাতে মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৩০-এ দেখা যাইতে পারে। খৃ. ১৯৪০ সালে জি. আর. এস, লন্ডন কর্তৃক তাহা প্রকাশিত হয়। সহীফায়ে মুহাম্মাদ ইব্ন মুনাব্বির ১৯৪০ সালে ইংরেজ

প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক ডানলপ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির ম্যাগাজিনে তথ্য প্রকাশ করেন যে, জনৈক সিরীয় ব্যবসায়ীর মালিকানায় রক্ষিত চর্মগাত্রে ইথিওপীয় সম্রাট নাজাশীর নিকট লিখিত রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্রখানা পাওয়া গিয়াছে। পত্রের সিরীয় মালিক জানান যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি তাহা দামিশ্কে আগত জনৈক ইথিওপীয় খৃস্টান ধর্মযাজকের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন (আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ২৪৭-এর পাদটীকা; অধ্যাপক আকরম দিয়ার Madinah Society at the Time of the Prophet (sm), vol. 2, p. 132। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুর দিকে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা হইতে প্রকাশিত মুসলিম পত্রিকা। বুরহানুল ইসলাম-এ সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, সম্রাট হইলে সেলাসী একটি মুসলিম প্রতিনিধি দলকে নবী কারীম (স)-এর পত্রখানা বাহির করিয়া দেন (রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী জিন্দেগী, পৃ. ২৬৯-১৮২)।

(৫) রোমক সম্রাট কায়সারের (Heraclious) নিকট প্রেরিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রখানিও সুদীর্ঘ ৭ শতাব্দী পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল বলিয়া ড. হামীদুল্লাহ 'রাসূলে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী'-তে উল্লেখ করিয়াছেন। এই পত্রখানা হিজরী সপ্তম শতকে বিদ্যমান ছিল বলিয়া আল্লামা সুহায়লী বর্ণনা করিয়াছেন। বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কাস্তাল্লানী (মৃ. ৮৫১/১৪৪৭ খৃ.) লিখেন যে, মালিক মানসূর কালাউন সালেহী (৬৭৮-৬৮৯হি.) ৬৮২/১২৮৩ সনে স্পেন সম্রাট আলফনসোর নিকট দূত প্রেরণ করিলে তিনি দূত সায়ফুদ্দীন কুলায়জকে স্বর্ণের কৌটাতে রক্ষিত উক্ত পত্রখানা দেখাইয়া বলেন, ইহা হইতেছে ইসলামের নবীর সেই পত্র যাহা তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ হিরাক্লিয়াসের নামে লিখিয়াছিলেন (কাস্তাল্লানী, ১খ., পৃ. ৬৭; মাকতূবাতে নববী, পৃ. ১৩৫-১৩৬, পাদটীকায়)।

(৬) বাহরায়নের গভর্ণর ব্রনযির ইব্ন সাওয়া-এর নামে প্রেরিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রখানার ফটোকপি জার্মানের প্রাচ্যবিদদের পত্রিকা ZDMG-এর ১৭তম খণ্ডে ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয় ড. বুশ-এর মাধ্যমে। আল-ওয়াছাইকু'স-সিয়াসিয়্যায় উহা দলীল নং ৫৭-রূপে মুদ্রিত হয়। তবে এই পত্রখানার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত হওয়া যায় নাই (Madinahs Society, at the Time of the Prophet (sm), vo. -2, p. 132; মাকতাবাতে নববী, পৃ. ১৭১)।

(৭) ইরান সম্রাট কিসরাকে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রখানা লেবাননের সাবেক উযীর মি. হেনরী ফিরাউনের ব্যক্তিগত পাঠাগারে পাওয়া গিয়াছে। উহা দৈর্ঘে ১৫″ ইঞ্চি ও প্রস্থে ৮″ ইঞ্চি। উহা একটি কাল বর্ণের চামড়ার উপর লিখিত। নীচে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সীলমোহরযুক্ত, মধ্যভাগ ফাড়া (হাদীছের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৭৩, মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, এমদাদীয়া লাইব্রেরী, চক বাজার, ঢাকা, ১৯৬৯ খৃ., ১ম সং.)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রাবলীতে সম্বোধনের ধরন ও উহার প্রভাব

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রগুলির শুরুতে তাঁহার নিজের নাম আগে এবং প্রাপকের নাম পরে থাকিত। সেই যুগে রাজন্যবর্গ ও আমীর-উমারার নিকট পত্র লিখিবার সময় প্রাপকের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার নাম আগে এবং প্রেরকের নাম পরে লিখিবার প্রচলন ছিল। তিনি প্রাপকের নাম তো পরে দিতেনই, তদুপরি প্রাপকের নামের সাথে তেমন আড়ম্বরপূর্ণ পদবীও ব্যবহার

করিতেন না, একান্তই সাদামাটাভাবে তাহাদের নাম লিখাইয়া দিতেন। তাঁহার এইরূপ সম্বোধনই ছিল যুক্তিসংগত। কেননা তিনি যে ধর্মের দিকে তাহাদেরকে আহবান জানাইতেছিলেন সেই ধর্মের আলো সম্পর্কে রাজন্যবর্গ ছিলেন বিভ্রান্ত ও পথহারা। তাই আল্লাহর রাসূলের তুলনায় তাহাদের তেমন মর্যাদা ছিল না যে, তিনি একান্তই ভক্তঅনুরক্ত প্রজাদের মত তাহাদেরকে আড়ম্বরপূর্ণ পদবী ব্যবহার করিয়া সম্বোধন করিবেন।

তদীয় এই অভূতপূর্ব সম্বোধন পদ্ধতি রাজা-বাদশাহদের দরবারসমূহে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। সাধারণ্যে যখন এই ধরনের সম্বোধনের কথা প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন সাধারণ মানুষও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। কেননা তাহারা কোনদিন কল্পনাও করিতে পারিত না যে, প্রবল প্রতাপান্বিত রোমক সম্রাট কায়সার এবং পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের মত কোন ব্যক্তিকে কেহ এমন নির্ভীক সম্বোধন করিতে পারে। তাহার একটি সুফল ফলিল এই যে, ঐ রাজ-দরবারসমূহের মোসাহেবগণ এবং ইরানী ও রোমক আধিপত্যের অধীনে বসবাসকারী আরব গোত্রসমূহের লোকজন ভাবিতে শুরু করে, যে ব্যক্তি যুগের শ্রেষ্ঠ শাসককে এরূপ সম্বোধন করিতে পারে তাঁহার পশ্চাতে অবশ্যই কোন বিরাট শক্তি সক্রিয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এইরূপ সম্বোধনে ইহাই ছিল ইসলামের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক বিজয়। ইরান সম্রাট খসরু পারভেয তো পত্রাবলীতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ দেখিয়াই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠেন। এইরূপ সম্বোধন তাহার দৃষ্টিতে ছিল সম্পূর্ণ অপমানজনক ও একটা অসহনীয় স্পর্ধা। তাই তৎক্ষণা সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস নিজে ব্যাপারটিকে তেমন কোন গুরুত্ব না দিলেও তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট তাঁহার সহোদর ভাই, মতান্তরে ভ্রাতুষ্পুত্র এই পত্রখানা পাঠেরই উপযোগী নহে বলিয়া তাহার অভিমত ব্যক্ত করে। অনেকে আবার নবীর সত্যতা ও তদীয় আহবানের তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষমও হন এবং পত্র প্রাপ্তির পর যথারীতি সেই দাওয়াতে সাড়া দিয়া ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সৌভাগ্যেরও অধিকারী হন। এই পত্রসমূহের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন সীরাত লেখক নিম্নলিখিভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

"একমাত্র পারস্য ও দামিশক ছাড়া অপর সমস্ত দেশের রাজা-বাদশাহগণই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানে নানা উপঢৌকনসহ তাঁর দূতদেরকে বিদায় দেন। এ ভাবে এশিয়া, আফ্রিকা, এমনকি ইউরোপেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার দা'ওয়াতে বিভিন্ন দেশে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর খ্যাতনামা বীর, সম্রাট ও বাদশাহগণ যাহা করিতে পারেন নাই, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদূর মদীনায় অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহার বাণী ও শিক্ষা দ্বারা পৃথিবীর মানুষের মন জয় করিয়া নেন" (ফজলুর রহমান প্রণীত, শান্তির নবী, পৃ. ১৩৪-১৩৬, ১ম সং, ১৯৯৪ খৃ.)।

আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী আস্‌হামার নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্র

আবিসিনিয়া পৃথিবীর একটি অন্যতম প্রাচীন রাষ্ট্র। আরবের দক্ষিণে এবং লোহিত সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই পূর্ব আফ্রিকার রাষ্ট্রটি প্রাচীন কাল হইতেই আবিসিনিয়া (Abyssinis আরবীতে হাবাশী) নামে অভিহিত হইয়া আসিলেও বর্তমানে উহা ইথিওপিয়া নামেই পরিচিত। দেশটির বর্তমান আয়তন বার লক্ষ একুশ হাজার নয় শত বর্গ কিলোমিটার এবং বর্তমান

জনসংখ্যা প্রায় পাঁচকোটি (The Oxford School Atlas, 28th Ed. 1993)। আবিসিনীয় ভাষায় সম্রাটকে নেগাস (Negus) বলা হইয়া থাকে। নাজাশী উহারই আরবী রূপ।

৬ষ্ঠ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দাম্‌রী (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রসহ মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়া আবিসিনিয়ার রাজ-দরবারে গিয়া উপস্থিত হন। পত্রখানা বাদশাহ্‌র নিকট হস্তান্তরকালে তিনি একটি মর্মস্পর্শী ভাষণ দান করেন।

এখানে উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই নাজাশী আস্‌হামা এমনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও সহৃদয় বাদশাহ ছিলেন, যিনি কুরায়শদের প্রেরিত বহুমূল্য উৎকোচ সম্ভার ফিরাইয়া দিয়া তাহাদের দূত আবদুল্লাহ ইব্ন আবী রাবী'আ ও 'আমর ইবনুল আসকে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলিয়া দিয়াছিলেন, আল্লাহ যখন আমার হৃত রাজত্ব আমাকে ফিরাইয়া দেন তখন তিনি আমার নিকট হইতে কোন উৎকোচ গ্রহণ করেন নাই। কাজেই এই রাজ্যে আমার উৎকোচ গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না (ইব্ন হিশাম, আস-সীরাহ, ১খ., পৃ. ৩৩৭-৩৪০; আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ২৫-২৬, বৈরূত ১৯৮৫ খৃ.)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক ইসলামের দা'ওয়াত দানের ব্যাপারে এহেন রাষ্ট্রের প্রধানকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। তাঁহার পত্রবাহক দূত হযরত আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী (রা) পত্রখানি হস্তান্তরের প্রাক্কালে প্রদত্ত ভূমিকামূলক ভাষণে বাদশাহকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন ঃ

"জাঁহাপনা! আমার উপর সত্য পৌঁছাইয়া দেওয়ার এবং আপনার উপর উহা শ্রবণ ও গ্রহণ করার দায়িত্ব বর্তাইয়াছে। বিগত দিনসমূহে আপনি আমাদের প্রতি যে আনুকূল্য ও দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আমরা আপনাকে আমাদের একজন মনে করি। আপনার প্রতি আমাদের যে গভীর আস্থা রহিয়াছে তাহাতে আপনাকে আমাদের বাহিরের বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি না। আমরা আমাদের ঈপ্সিত মঙ্গল আপনার নিকট হইতে লাভ করিয়াছি এবং আপনার পক্ষ হইতে যেসব অমঙ্গলের আশঙ্কা ছিল তাহা হইতে আপনি আমাদেরকে নিরাপদ রাখিয়াছেন।

"আমাদের পক্ষ হইতে আপনার উপর একটি নিশ্চিত দলীল হইতেছে হযরত আদমের সৃষ্টি। যে লীলাময় আল্লাহর কুদরতী হাত হযরত আদমকে পিতামাতা বিহনে মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই হযরত ঈসা আলায়হিস সালামকে পিতা বিহনে মাতৃগর্ভে জন্মদান করিয়াছেন"।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ.

"আল্লাহ্‌র নিকট নিশ্চয় ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। আদমকে তিনি মাটি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি আদেশ করিয়াছেন হও, ফলে সে হইয়া গেল" (৩ ঃ ৫৯)।

"আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে ইনজীল (বাইবেল নূতন নিয়ম) হইতেছে এমন একটি সাক্ষী যাহার সাক্ষ্য কোনদিন প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না। আর ইহা হইতেছে এমন এক মীমাংসাকারী যাহার দ্বারা অবিচার হইতে পারে না। তাই নবী কারীম ﷺ-এর আনুগত্য-অনুসরণে আল্লাহ্‌র রহমত নামিয়া আসিবে। তাহাতে মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে ও কল্যাণ সাধিত হইবে।

"হে রাজন! আপনি যদি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণ না করেন তবে এই নিরক্ষর নবীকে প্রত্যাখ্যান করার দরুন আপনাকে ঠিক সেই দুর্ভোগ পোহাইতে হইবে এবং সেই পাপের অধিকারী হইতে হইবে যেমনটি হযরত ঈসা (আ)-কে অস্বীকার করার দরুন ইয়াহূদীদের হইয়াছিল।

"আমারই মত আরও কয়েকজন বার্তাবাহক রাসূল আকরাম ﷺ-এর পক্ষ হইতে অপর কয়েকজন বাদশাহর দরবারে ইসলামের দা'ওয়াত লইয়া রওয়ানা হইয়াছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে বিরাট আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনার প্রতি পোষণ করেন অন্যদের বেলায় তিনি ততটুকু করেন না। আর তাহাদের সম্পর্কে তিনি যে আশঙ্কা পোষণ করেন আপনার ব্যাপারে তাঁহার মনে সেরূপ আশংকা নাই। আপনার আচরণে তিনি নিশ্চিত যে, আপনি আপনার প্রভুর অতীতে যেরূপ আনুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আপনি অব্যাহত রাখিবেন এবং ভবিষ্যতের বিরাট পুণ্য লাভে আপনি সচেষ্ট থাকিবেন।"

আবিসিনিয়া-রাজ আস্‌হামা গভীর মনোযোগ সহকারে দূতের এই বক্তব্য শ্রবণ করিলেন। অতঃপর জবাবস্বরূপ তিনি বলিলেন, "হে 'আমর! আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর সেই নির্বাচিত ও সম্মানিত রাসূল যাঁহার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় কিতাবী সম্প্রদায়ের লোকজন দিন গুনিতেছে। নিঃসন্দেহে হযরত মূসা (আ) যেইভাবে গর্দভারোহী ঈসা নবীর শুভাগমনের সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন, তেমনি ঈসা (আ)-ও উষ্ট্রারোহী মুহাম্মাদ ﷺ-এর সুসমাচার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এতদুভয়ের মধ্যে চুল পরিমাণ পার্থক্য নাই। এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ দর্শন ও সুসমাচার আমার নিকট সমার্থক। কিন্তু আবিসিনিয়াবাসীদের মধ্যে আমার সমর্থক সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। আপনার নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমাকে একটু সময় দিন যাহাতে আমি আমার স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার কিছু সমর্থক সৃষ্টি করিতে এবং তাহাদের মন প্রস্তুত করিতে তথা অনুকূল জনমত সৃষ্টি করিয়া লইতে সমর্থ হই" (সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৭৯; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১২৮)।

তারপর তিনি 'আমর ইব্‌ন উমায়্যার হস্ত হইতে সেই পত্রখানার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সশ্রদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পবিত্র পত্রখানা শ্রদ্ধাভরে চক্ষুদ্বয়ে লাগাইলেন। তারপর দোভাষীর মাধ্যমে পত্রখানা পড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। তাহার পাঠ ছিল এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله الى النجاشى عظيم الحبشة سلّم انت فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن واشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة فحملت بعيسى فخلقه الله من رّوحه ونفخه كما خلق ادم بيده وانى ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وان تتبعنى وتوقن بالذى جاءنى فانى رسول الله وانى

ادعوك وجنودك الى الله عز وجل وبلّغت ونصحت فاقبلوا نصيحتى والسلام على من اتبع الهدى.

الله

رســـول

محمد

পরম দয়ালু ও পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে হাবশা অধিপতি নাজাশীর নামে— আপনি শান্তিতে থাকুন। সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা আপনার নিকট করিতেছি যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। তিনি রাজাধিরাজ, পবিত্র, শান্তির আধার, নিরাপত্তা বিধানকারী, উচ্চ মর্যাদা দানকারী। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, 'ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র রূহ ও কলেমা, যাহাকে সেই পূত-ললনা মরিয়মের গর্ভে তিনি নিক্ষেপ করিয়াছেন যিনি ছিলেন সতীসাধ্বী মহিলা, যদ্দ্বারা তিনি গর্ভবতী হন এবং 'ঈসা (আ)-কে প্রসব করেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে তদীয় রূহ ও ফুৎকার হইতে সৃষ্টি করেন। তিনি ঠিক সেইভাবে সৃষ্টি করেন যেমনভাবে তিনি আদমকে আপন (কুদরতী) হাতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি আপনাকে এবং আপনার বাহিনীকে সেই একক অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দিকে দা'ওয়াত দিতেছি যাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি মহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত। আমি আল্লাহ্‌র পয়গাম অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে পৌঁছাইয়া দিয়াছি এবং পূর্ণ মঙ্গল কামনা করিয়াছি। সুতরাং আপনি আমার নসীহত কবুল করুন। সত্য পথের অনুসারিগণের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক" (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ৩খ., পৃ. ১৫; তারীখ তাবারী, ২খ., পৃ. ২৯৪; মাজমূ'আতু ওয়াছাইকিস-সিয়াসিয়্যা, পৃ. ৪৫, দলীল নং, ২১; সুবহুল আ'শা, ৬খ., পৃ. ৩৭৯; যুরকানী, ৩খ., পৃ. ৩৯৩; আসাহহুস-সিয়ার, মূল উর্দূ, পৃ. ৩৯২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৮৩; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৬২; সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ৮৩; জামহারাতু রাসাইলিল আরাব, ১খ., পৃ. ৪১; ই'লামুস সাইলীন (ইব্‌ন তূলূন), পৃ. ৫৪; ই'লামুল ওয়ারা, পৃ. ৩০; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৬০)।

(সীলমোহর)
আল্লাহ্‌র
রাসূল
মুহাম্মাদ

আবিসিনিয়ার উক্ত নাজাশীর নাম ছিল আস্‌হামা ইব্‌ন আবজুর। তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিকদের ত্রিত্ববাদের বিরোধী। ত্রিত্ববাদের বিপরীতে তিনি এক আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন। খৃস্টানদের অপর গ্রুপটি ছিল ত্রিত্ববাদের সমর্থক এবং রোমান গীর্জা ও রোমক সম্রাটের সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতাপুষ্ট। রোম-সম্রাটের দরবারে কিছু সংখ্যক মূর্তিপূজারীও থাকিত। একাত্মা ও ত্রি-আত্মার সমর্থকদেরর মধ্যে রোম সম্রাটের দরবারে ও সভা-সমাবেশে অহরহ বিতর্ক লাগিয়াই থাকিত। এই ধরনের বিতর্ক, বাদানুবাদ ও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা সমগ্র খৃস্ট জগত জুড়িয়া বিরাজমান ছিল। নাজাশী নিজে যেহেতু একাত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন, তাই ইসলামের একত্ববাদের দাওয়াত তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করে। উপরন্তু তিনি বিগত এক যুগেরও বেশী সময় ধরিয়া

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলমানগণের চরিত্র ও চালচলন দেখিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদের সততা ও আল্লাহ্মুখী জীবন তাঁহার মনে বেশ দাগ কাটিয়াছিল। তাই তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, এহেন উন্নত চরিত্র ও জীবনদর্শনের অধিকারিগণ যে মহাপুরুষের অনুসারী তিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র সত্য নবী।

যতদূর মনে হয়, উক্ত পত্রখানি বাদশাহ্র আম দরবারে তাঁহার নিকট হস্তান্তর করা হয় নাই। কেননা নাজাশী তদীয় ইসলাম গ্রহণের কথা তাঁহার দরবারী এবং প্রজাসাধারণের নিকট গোপন রাখিয়াছিলেন। আস্-সুহায়লী (মৃ. ৫৮১ হি.) বর্ণনা করেন যে, নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ রাজ্য জোড়া রাষ্ট্র হইয়া গেলে আবিসিনীয়গণ বিদ্রোহ করিতে উদ্যত হয়। তাহারা নাজাশীর বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে। পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া নাজাশী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিতৃব্যপুত্র হযরত জা'ফার (রা)-কে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিলেন, আমি আপনাদের জন্য একটি নৌ-বহর তৈরি করিয়া রাখিয়াছি। আপনারা উহাতে আরোহণ করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকুন। পরিস্থিতির অবনতি লক্ষ্য করিলে মুহাজিরগণকে লইয়া এই নৌ-বহরে করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন। আর আমি যদি পরিস্থিতি সামাল দিতে সমর্থ হই তবে আপনারা পূর্ববৎ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় বসবাস করিত থাকিবেন। এই আয়োজন সম্পন্ন করিয়া তিনি এক টুকরা কাগজে লিখিলেন ঃ

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان عيسى بن مريم عبده وروحه وكلمته القاه الى مريم.

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল। আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মারয়াম -তনয় 'ঈসা (আ) তদীয় বান্দা, তদীয় আত্মা এবং তদীয় কালেমা যাঁহাকে তিনি মারয়ামের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছেন।"

কাগজের উক্ত টুকরাটি তিনি জামার নীচে বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিলেন। ইহার পর আম দরবার ডাকাইয়া আবিসিনীয় বিভিন্ন গোত্রের গোত্রপতিগণকে একত্র করিলেন। তারপর তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? আমি কি তোমাদের শাসক হিসাবে যোগ্য ব্যক্তি নই? তাহারা সমস্বরে জবাব দিল, আমাদের শাসক হিসাবে আপনি যোগ্যতম ব্যক্তি। তবে আমরা শুনিতে পাইয়াছি যে, আপনি খৃস্টধর্ম বিসর্জন দিয়া 'ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র বান্দা বা দাস বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন!

আস্হামা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা? তাহারা জবাব দিল, তিনি তো আল্লাহ্র পুত্র। আস্হামা নিজের হাত বুকের উপর রখিয়া বলিলেন, " ঈসা (আ) ইহা হইতে (অর্থাৎ এই কাগজে লিপিবদ্ধ তাঁহার পরিচয়ের চাইতে) একটুও অতিরিক্ত কিছু শিক্ষা দেন নাই।" সমবেত বিক্ষুব্ধ আবিসিনীয়দের একজনও তাঁহার চাতুর্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আঁচ করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা তাঁহার জবাব শুনিয়া শান্ত হইয়া গেল। বিদ্রোহের আশঙ্কা তিরোহিত হইয়া গেল। মুহাজিরগণ তখন নৌ-বহর হইতে অতবরণ করিয়া পূর্ববৎ নিরাপদে আবিসিনিয়ায় বসবাস করিতে থাকেন (রাওদুল উনুফ, ২খ., পৃ. ৯৭)।

আস্‌হামা নবী কারীম ﷺ-এর পবিত্র পত্রখানা হাতির দাঁতের কৌটায় আবদ্ধ করিয়া সংরক্ষিত করেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬০)। তিনি প্রায়ই বলিতেন, যতদিন এই বরকতময় তোহ্‌ফা আবিসিনিয়ায় সংরক্ষিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত এই দেশের বিরুদ্ধে শত্রুর হস্ত উত্তোলিত হইতে পারিবে না। তাবারী প্রমুখ ঐতিহাসিকের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উক্ত পত্রের পাঠে অধিভুক্ত নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও পাওয়া যায় ঃ

قد بعثت اليك ابن عمى جعفرا ونفرا من المسلمين فاذا جاءوك فاثرهم ودع التبجر.

"আমি আমার পিতৃব্য পুত্র জা'ফারকে এবং তাঁহার সাথে একদল মুসলমানক আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। যখন তাঁহারা আপনার নিকট পৌঁছিবে তখন তাঁহাদেরকে আতিথ্য দান করিবেন এবং উদ্ধত আচরণ হইতে বিরত থাকিবেন।"

অবশ্য হালাবী, আল-কাস্তাল্লানী, আল-কালকাশান্দী প্রমুখের বর্ণনায় এই বর্ধিত অংশের উল্লেখ নাই। ড. হামীদুল্লাহ বলেন, এ রকম বাক্য হিজরী ৬ষ্ঠ সালে কীভাবে লিখা যাইতে পারে? ঐ সময় তো মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের প্রায় পনের বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পত্রের বিষয়বস্তু হইতে অনুমিত হয়, উহা ছিল জা'ফার (রা)-এর পরিচিতিমূলক। জীবনীকারগণ এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব হইলেও পত্রের উক্ত বাক্যগুলি হইতে ধারণা করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নবুওয়াত লাভের প্রাক্কালে আবিসিনিয়াও সফর করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বণিকদের মত নাজাশীর সহিত তাঁহারও ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটিয়া থাকিবে। মুহাজিরগণকে বিদায় দানকালে তাই তিনি বলিয়াছিলেন, আবিসিনিয়ায় এমন এক সম্রাট রহিয়াছেন যাহার রাজত্বে কাহারও প্রতি অবিচার করা হয় না।

ড. হামীদুল্লাহ বলেন, ১৯৩৯ সালে "মদীনার পত্রাবলী" শীর্ষক ভাষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে আমি যখন অক্সফোর্ডে গিয়াছিলাম, তখন অধ্যাপক মারগোলিয়থ স্কটল্যান্ডের জনৈক প্রাচ্যাবিদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যিনি সম্প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর উক্ত পত্রটি পাইয়াছিলেন। উক্ত প্রাচ্যবিদের উদ্দেশ্যে লিখিত আমার পত্রটি অধ্যাপক মারগোলিয়থ তাহার কাছে পৌছাইয়া দেন। স্কটল্যান্ডের ব্রাইডকর্ক নামক স্থানে বসবাসকারী প্রাচ্যবিদ ডি. এম. ডানলপ আমার চিঠির জবাবে ১৯৩৯ সালে ২ জুন সিরিয়া হইতে যে পত্রটি লিখেন, তাহা হায়দরাবাদে (দাক্ষিণাত্য) আমার হস্তগত হয়। উক্ত পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ "বিশেষ এক পরিস্থিতিতে নাজাশীর প্রতি লিখিত এই পত্রখানা সম্প্রতি ফিলিস্তীনের জনৈক পাদ্রীর নিকট হইতে ক্রয় করা হইয়াছে এবং অচিরেই লণ্ডনের জি. আর. এ. এম. পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে তাহা প্রকাশিত হইবে।"

ইহা ছাড়া তিনি অনুগ্রহ করিয়া উপরিউক্ত পত্রের একটি হস্তলিখিত অনুলিপিও প্রেরণ করেন। দেশে ফিরিয়া ইহার একটি ফটোকপি প্রেরণের প্রতিশ্রুতিও তিনি আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইয়া যাওয়ায় তাহার সহিত আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় (বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ১৩২-৩৩)।

সুতরাং উক্ত বাক্যগুলি যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এরই তাহার সম্ভাবনা একবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না; বরং তাহাদেরকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, মুসলমানদের আবিসিনিয়ায়

হিজরতকালেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্রাটের নামে একখানি পত্র দিয়া থাকিনে, যাহাতে উক্ত কথাগুলিও ছিল। তবে সেই চিঠির পূর্ণ বিবরণ অদ্যাবধি জানা যায় নাই। কালের বিবর্তনে হয়ত কোনদিন তহা আবিষ্কৃতও হইতে পারে। ৭ম হিজরীতে সম্রাটের দরবারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যে পত্রখানা পৌঁছিয়াছিল তাহার সহিত এই বাক্যগুলি জুড়িয়া দেওয়া তাবারী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। কারণ তখনও দাওয়াতী পত্র প্রেরণের পরিবেশ তৈরী হয় নাই। আলী ইব্ন হুসায়ন আলী আল-আহমাদী বলেন ঃ

فالمناسب ان يكتب فى السنة التى خرج فيها عمرو بن العاصى الحبشة سفيرا من قبل معاندى مكة لا يذاء جعفر واصحابه.

"সুতরাং ইহাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় যে, যে বৎসর 'আমর ইবনুল 'আস জা'ফার এবং তদীয় সাথীবর্গকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মক্কায় ইসলাম বিদ্বেষীদের পক্ষ হইতে দৌত্যকর্মের জন্য ইথিওপিয়ায় গিয়াছিলেন, ঐ পত্রখানা ঐ সময়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হইতে প্রেরিত হইয়াছিল" (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১২৫)।

আর হিজরী ৬ষ্ঠ সালের শেষ মুহূর্তে বা সপ্তম হিজরীর শুরুতে প্রেরিত পত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তদীয় পিতৃব্য পুত্র জা'ফার তায়্যার (রা)-এর পরিচিতি লিখিবেন, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ইহার এক যুগেরও অধিক কাল পূর্বেই তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া এবং রাজদরবারে ওজস্বিনী ভাষায় ইসলাম ও ইসলামের নবীর পরিচয় তুলিয়া ধরিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, হযরতের পবিত্র রাজদরবারে পঠিত হওয়া এবং পূর্বোক্ত প্রতিক্রিয়া ও ঘটনাসমূহ সংঘটিত হওয়ার পর যখন আবিসিনীয়দের উত্তেজনা ও বিদ্রোহ-বিক্ষোভ প্রশমিত হইল তখন নাজাশী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রের জবাব লিখিলেন। পত্রখানি তিনি জা'ফার ইব্ন আবী তালিব(রা)-এর হাতেই লিখান (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৫৯)। আবিসিনিয়া অধিপতি নাজাশীর জবাবী পত্র ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم. الى محمد رسول الله من النجاشى الاصحم بن ابجر سلام عليك يا نبى الله ورحمة الله وبركاته احمد الله الذى لا اله الا هو الذى هدانى للاسلام. اما بعد فقد بلغنى كتابك يارسول الله فما ذكرت من امر عيسى فورب السماء والارض ان عيسى ما يزيد على ما ذكرت تغرافا انه كما قلت وقد عرفنا ما بعثت به الينا وقد قرينا ابن عماك واصحابه فاشهد انك رسول الله صادقا مصدقا وقد بايعتك بايعت ابن عمك واسلمت على يديه لله رب العالمين وقد بعثت اليك با بنى ارها ابن الاصحم بن ابجر فانى لا املك الا نفسى وان شئت ان اتيتك فعلت يا رسول الله فانى اشهد ان ما تقول حق والسلام عليك يارسول الله.

"পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর প্রতি নাজাশী আসহাম ইব্‌ন আবজারের পক্ষ হইতে। হে আল্লাহ্‌র নবী! আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সালাম, বরকত ও রহমতরাশি আপনার প্রতি বর্ষিত হউক— যিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন ইলাহ নাই এবং যিনি আমাকে ইসলামের হিদায়াত দান করিয়াছেন। পর সমাচার— আপনার পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আপনি হযরত 'ঈসা (আ) সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করিয়াছেন— আসমান-যমীনের মালিকের কসম! ঈসা (আ) তাঁহার চেয়ে তিল পরিমাণও বেশী কিছু ছিলেন না। তিনি ঠিক ততটুকুই ছিলেন যতটুকু আপনি উল্লেখ করিয়াছেন। আপনি যে পয়গামসহ আবির্ভূত হইয়াছেন আমি তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছি— আপনার পিতৃব্যপুত্র ও তদীয় সাথিগণকে আমি আতিথ্য দান করিয়াছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আপনি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল ও সত্যায়িত রাসূল। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আপনাকে প্রত্যয়ন করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী শরীয়াতসমূহে আপনার নবূওয়াতের স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা রহিয়াছে। আমি আপনার ও আপনার পিতৃব্য-পুত্রের বায়'আত গ্রহণ করিয়াছি এবং তাঁহার হাতে বিশ্বজাহানের প্রভু আল্লাহ্ তা'আলার দীনের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছি। আমি আমার পুত্র আরহা ইব্‌ন আসহাম ইব্‌ন আবজারকে প্রেরণ করিয়াছি। আমার নিজের উপর ছাড়া অন্য কাহারও উপর আমার হাত নাই। ইয়া রাসূলাল্লহ্! আপনার কাম্য হইলে আমি আপনার দরবারে আসিয়া হাযির হইব। আমি সাক্ষ্য দিতেছি আপনি যাহা বলেন তাহা সত্য। আপনার প্রতি সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্" (তাবারী, ২খ., পৃ. ২৯৪; যাদুল মাআদ, ৩খ., পৃ. ৬০-৬১; ই'লামুল ওয়ারা, পৃ. ৩০; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৬২; আল-বিহার, ৬খ., পৃ. ৩৯৮; মাজমূআতুল ওয়াছাইকিস সিয়াসিয়্যা, পৃ. ৪৮ (সাওয়ারিউল আনওয়ার, পৃ. ৮১ এর বরাতে); মাজমূআতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৪৬, নং ২৩ (কালকাশান্দী, ৬খ., পৃ. ৪৬৬; বালাগুল মুবীন, পৃ. ৭২-৭৩; সীরাতুল মুস্তাফা, মওলানা ইদরীস কান্ধলভী, ২খ., পৃ. ৩৯৬-৯৭; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১২৮-২৯)।

উক্ত পত্রে নাজাশী সুস্পষ্টভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। সাথে সাথে অন্যদের ব্যাপারে তাঁহার অপারগতার কথাও তিনি খোলাখুলি স্বীকার করিয়াছেন। ইতোপূর্বে কুরায়শ দূত 'আমর ইবনুল আসের জবাবে প্রদত্ত জা'ফার তাইয়ার (রা)-এর ভাষণ শুনিয়া তিনি ইসলামের প্রতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর মদীনা হইতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আনুষ্ঠানিক দাওয়াতী পত্র প্রাপ্ত হইয়া আনুষ্ঠানিকভাবেই ইসলম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুস্পষ্ট শাহাদত বাক্যসহ নবী দরবারে পত্র প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে নিজের আনুগত্যের কথা আনুষ্ঠানিকভাবেও জানাইয়া দিলেন।

নাজাশীর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দ্বিতীয় পত্র

ইব্‌ন সা'দ তদীয় তাবাকাতে লিখেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নাজাশীর নামে দুইখানা পত্র প্রেরণ করেন। প্রথম পত্রখানিতে তাঁহাকে ইসলামের দা'ওয়াত দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় পত্রে আবূ সুফ্য়ান তনয়া হযরত উম্মু হাবীবা (রা)-এর সহিত তাঁহার বিবাহের আয়োজন করার আদেশ দেন। তাহাতে এই কথাও ছিল যে, এইবার হাবশায় হিজরতকারী ও সেখানে বসবাসরত মুসলমানগণকে মদীনায় পাঠাইয়া দিন। কিন্তু ঐ পত্রখানার পাঠ (Text) পাওয়া যায় নাই (ড. হামীদুল্লাহ, মাজমূআতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৭৯; ঐ লেখক, বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ১৩৫)।

পাঠকগণের মনে এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুহল জাগিতে পারে যে, সুদূর ইথিওপিয়ায় প্রবাসী একজন মুহাজির মহিলার সহিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিবাহ অনুষ্ঠানের বা মুসলমানগণকে মদীনায় পাঠাইয়া দিবার নির্দেশ দানেরই বা কী প্রয়োজন পড়িয়াছিল, আর মুহাজিরগণ যখন যথাসম্ভব শীঘ্র মদীনায় ফিরিয়াই আসিবেন, তাহা হইলে ঐ বিবাহ আয়োজনের ব্যাপারটি বিদেশ-বিভুঁইয়ে করারই কী দরকার ছিল?

প্রথম প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, উম্মু হাবীবা রামালা বিন্ত আবী সুফিয়ান তাঁহার স্বামী উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন জাহ্শ আল-আসাদীর সঙ্গেই ইথিওপিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। হতভাগ্য উবায়দুল্লাহ্ ইথিওপিয়ার খৃস্টান পরিবেশে কিছুদিন বসবাস করিয়া অজ্ঞাত কারণে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া পড়িলে ইহা হযরত উম্মু হাবীবা (রা)-এর ভীষণ মনোকষ্টের কারণ হওয়াটাই ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কেননা যে নবীকে ও তাঁহার ধর্মকে বরণ করিতে গিয়া তিনি তদীয় পিতা কুরায়শ নেতা আবূ সুফ্য়ানকে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, তাঁহার হতভাগ্য স্বামী সেই প্রাণপ্রিয় নবী ﷺ ও তাঁহার সত্য ধর্মকেই বিসর্জন দিয়া কুফরী জীবন অবলম্বন করিয়াছে। আল্লাহ্র রাসূল ইথিওপিয়ার রাজদরবারে সেই দেশের সম্রাটের ওকালতিতে স্বয়ং তাঁহার সহিত বিবাহের আয়োজন করাইয়া তাঁহার ভগ্নহৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন, তাঁহার হতভাগ্য স্বামীটি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কুফরী জীবনে চলিয়া গেলেও আল্লাহ্র নবীর নিকট তাঁহার মূল্য একটুও কমে নাই, বরং তাঁহার কদর দুনিয়া ও আখিরাতে হাজার গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং তাঁহার আক্ষেপের কিছুই নাই। সত্য সত্যই হতভাগ্য উবায়দুল্লাহ্ প্রিয়নবীর রক্তের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হইল, আর উম্মু হাবীবা (রা) আল্লাহ্, রাসূল ও তদীয় সত্য ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ শত্রুদের একজনের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইতিহাসে অমর ও উম্মুল মু'মীনীনরূপে চিরভাস্বর হইয়া রহিলেন। উম্মু হাবীবা (রা)-এর মনোকষ্ট দীর্ঘায়িত হউক উহা দরদী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মনোপূত ছিল না। তাই দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাবে বলা যায়, মদীনার নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্র বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ এবং অবশেষে হুদায়বিয়ার সন্ধির কারণে অনেকটা সুসংহত ও নিরাপদ হইয়া যাওয়ায় অপরদিকে ইথিওপীয় সম্রাট নিজে ইসলাম গ্রহণ করিলেও সেখানে মুসলমানগণ যেহেতু একান্তই সংখ্যালঘু এবং খৃস্টানদের অনেকেই তাঁহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিল, তাই মুসলমানদের নিজেদের নিরাপদ রাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তনই ছিল যুক্তিযুক্ত। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রথম পত্রের দূত আমর ইব্ন উমায়্যা দামরীকেই ঐ মর্মের পত্রসহ মুসলমানদেরকে ফিরাইয়া লইয়া আসিবার দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। উল্লেখ্য, এই 'আমর ইব্ন উমায়্যাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ সময়ও ইথিওপিয়ায় মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি ও কূটনৈতিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছিলেন যখন বদরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ক্ষুব্ধ মক্কাবাসী 'আমর ইবনুল আসকে স্বজাতি ও স্বধর্ম বিরোধী পলাতক কুরায়শ সন্তানদেরকে সেই দেশ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য উপঢৌকনাদিসহ প্রেরণ করিয়াছিল, অথচ 'আমর ইব্ন উমায়্যা তখনও মুশরিকই ছিলেন। বদর ও উহুদ যুদ্ধে তাহাকে কুরায়শদের পক্ষে যুদ্ধও করিতে দেখা গিয়াছিল (ইবন সা'দ, ১খ., পৃ. ১৮২-৮৩; ইসলামী বিশ্বকোষ,

ইথিওপীয় সম্রাট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশানুযায়ী প্রিয়নবী ﷺ-এর সহিত উম্মু হাবীবা (রা)-এর 'আকদ' অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। তিনি চারি শত দীনার মহরস্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হইতে নিজেই পরিশোধ করেন এবং বিবাহ উপলক্ষে যথারীতি প্রীতিভোজেরও ব্যবস্থা করেন (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ২খ., পৃ. ১৪৫; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৫৯; আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৩-৩৭)।

তারপর বহুমূল্য উপহার-সামগ্রীসহ অন্যান্য মুহাজিরগণের সহিত তাঁহাকেও মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়া দেন। নাজাশী ঐ প্রতিনিধি দলের সহিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে ঐ বিবরণসহ নিম্নরূপ পত্র দেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم الى محمد ﷺ من النجاشى اصحمة سلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته اما بعد-فانى قد زوّجتك امرأة من قومك وعلى دينك وهى السيرة ام حبيبة بنت ابى سفيان واهديتك هدية جامعة قميصا وسراويل وعطافا وخفّين ساذجتين والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

"পরম দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি নাজাশী আসহামার পক্ষ হইতে আপনার প্রতি আল্লাহ্ শান্তি, রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষণ করুন। ইয়া রাসূলাল্লাহ্! পর সমাচার, আমি আপনার সম্প্রদায়ের ও আপনার ধর্মের অনুসারিণী এক মহিলাকে আপনার সহিত বিবাহ পড়াইয়া দিয়াছি। আর তিনি হইতেছেন মহীয়সী উম্মু হবীবা বিন্ত আবী সুফয়ান। আপনার জন্য আমি উপঢৌকন পাঠাইতেছি— যাহাতে জামা, পায়জামা, চাদর ও চর্মের একজোড়া মোজা রহিয়াছে। আসসালামু আলায়কা ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকুতুহ" (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১২৯; মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৪৮; রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রাবলী, সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ, ৪র্থ সং (ই. ফা. সং), পৃ. ৩৭)।

নাজাশীর আরও একখানা পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়—যাহাতে তিনি তাঁহার পুত্র উরায়হাসহ ইথিওপিয়া প্রবাসী মুহাজিরগণ এবং ষাটজন ইথিওপীয় মুসলমানকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করাইয়া দেওয়ার বিবরণ রহিয়াছে। পত্রখানার পাঠ এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم الى محمد ﷺ من النجاشى اصحمة سلام عليك يا رسول الله من الله ورحمة الله وبركاته لا اله الا الذى هدانى للاسلام اما بعد فقد ارسلت اليك يارسول الله من كان عندى من اصحابك المهاجرين من مكة الى بلادى وها انا ارسلت اليك ابنى اريحا فى ستين رجلا من اهل الحبشة وان شئت أن اتيتك بنفسى فعلت يا رسول الله فانى اشهد أن ما تقول حق والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته.

"পরম দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাজাশী আসহামার পক্ষ হইতে। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে শান্তি, রহমত ও বরকতরাশি বর্ষিত হউক ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! ঐ সত্তা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই যিনি আমাকে ইসলামের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর সমাচার—ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার নিকট আপনার মক্কার যে মুহাজির সাহাবীগণ অবস্থান করিতেছিলেন আমি তাহাদেরকে আপনার নিকট রওয়ানা করাইয়া দিলাম। আর এখন আমার পুত্র উরায়হাকে ষাটজন ইথিওপীয় সঙ্গী সমভিব্যাহারে আপনার দরবারে পাঠাইয়া দিলাম। আর আপনি যদি চাহেন তাহা হইলে আমি নিজেও আপনার দরবারে আসিয়া হাযিরা দিব। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি যাহা বলেন উহা সত্য। ওয়াসসালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লাহ ও বারাকাতুহূ' (মাজমূআতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৭৯; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১২৯, পাদটীকায় আত-তারীখুল মানকূশ ও সাওয়াতিউল আনওয়ার-এর বরাতে)।

নাজাশীর এই সর্বশেষে উল্লিখিত পত্রখানা সম্পর্কে দুই রকম রিওয়ায়াত পাওয়া যায়। এক বর্ণনায় আছে যে, আমর ইব্‌ন উমায়্যা আদ-দামরী হযরত জা'ফার (রা), উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা এবং হাবশায় হিজরতকারী মুহাজিরগণের কাফেলার সাথেই নাজাশী তদীয় পুত্র উরায়হাকে ষাটজন আবিসিনীয় সমভিব্যাহারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে প্রেরণ করেন। এই সময় উরায়হা আবিসিনিয় সাথিগণসহ ভিন্ন জাহাজে আরোহিত ছিলেন। অপর দুইখানা জাহাজে মুহাজিরগণ আরোহণ করেন। সমুদ্রে ঝড় উঠিলে মুহাজিরগণের জাহাজ দুইটি রক্ষা পায় আর নাজাশী-তনয় উরায়হা তদীয় সঙ্গী-সাথিগণসহ সমুদ্র বক্ষে নিমজ্জিত হন। তাঁহাদের মধ্যকার কাহারও জীবন রক্ষা পায় নাই।

অপর রিওয়ায়াত অনুসারে উরায়হা আবিসিনীয় সঙ্গিগণসহ নিরাপদেই মদীনায় আগমন করেন। তাহাদের সকলেই রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পবিত্র হস্তে বায়'আত হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাহারা নাজাশীর পত্রখানা যথারীতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে হস্তান্তর করেন। নাজাশীর ইনতিকালের পর ইথিওপিয়ার একটি প্রতিনিধি দল উরায়হাকে স্বদেশে লইয়া যাওয়ার জন্য মদীনায় আসে। কিন্তু উরায়হা প্রিয় নবীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে সম্মত হন নাই। তিনি মদীনায় থাকিয়া যান। মদীনায় অবস্থানকারী ইথিওপীয়গণ কোন কোন যুদ্ধে অপর মুসলমান সৈন্যগণের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া যুদ্ধও করিয়াছেন।

প্রথম বর্ণনা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে, উরায়হা এবং তদীয় সঙ্গী-সাথিগণ যদি জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুবরণই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐ পত্রখানা আবার কী করিয়া রক্ষা পাইল? এই প্রশ্ন হইতে বাঁচিবার জন্য বলা হইয়া থাকে, ঐ পত্রখানা 'আমর ইব্‌ন উমায়্যার নিকট ছিল। ইহা কোন বোধগম্য কথা নহে যে, যে পত্রখানা পৌঁছাইবার জন্য স্বয়ং নাজাশী আপন পুত্র উরায়হাকে প্রেরণ করিলেন, সেই পত্রখানা আবার তিনি 'আমর ইব্‌ন উমায়্যার হাতে কেন অর্পণ করিলেন? ইহা কূটনৈতিক নীতিরও পরিপন্থী বলিয়া মনে হয়। তারপর উরায়হার হাতে অর্পিত পত্রের পাঠ লক্ষ করুন। নাজাশী লিখিতেছেন ঃ আমি আপনার নির্দেশ পালন করিয়াছি এবং মুহাজিরগণকে রওয়ানা করিয়া দিয়াছি। আর এখন আমার পুত্র উরায়হাকে পাঠাইতেছি।

এই লিপি হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, উরায়হাকে মুহাজিরগণের সহিত রওয়ানা করা হয় নাই, বরং পরবর্তীতে প্রেরণ করা হইয়াছে। আর তিনি পত্রসহ নিরাপদেই মদীনায় পৌঁছিয়াছেন। এইজন্য দ্বিতীয় বিবরণই যথার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 'আমর ইব্ন উমায়্যা (রা) যেই পত্রখনা বহন করিয়া লইয়া যান তাহাতেও উরায়হার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু যতদূর মনে হয় তিনি ঐ সময়ই রওয়ানা হইতে পারেন নাই, বরং পরে রওয়ানা হইয়াছিলেন।

ড. হামীদুল্লাহ্ তদীয় 'মাজমু'আতু'ল-ওয়াছাইক' গ্রন্থে ইথিওপীয় সম্রাটের নামে লিখিত আরও একখানি পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহার পাঠ নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب محمد النبى الى النجاشى الاصحم عظيم الحبشة سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وان محمدا عبده ورسوله.

وادعوك بدعاية الله فانى انا رسوله فاسلم تسلم ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا الا الله ولا نشرك به شيئا ولم يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولّوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون فان ابيت فعليك اثم النصارى من قومك.

"দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। এই পত্রখানা আল্লাহ্র নবী মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে ইথিওপীয় সম্রাট নাজাশীর প্রতি। সালাম তাহার প্রতি যে সত্যপথের অনুসারী, আল্লাহ্ ও রাসূলে বিশ্বাসী এবং যে এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, এক একক লা-শারীক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, যিনি কোন স্ত্রী বা পুত্র গ্রহণ করেন নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আমি আপনাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিতেছি। কেননা আমি তাঁহারই বার্তাবাহক রাসূল। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, তাহা হইলে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবেন। "হে কিতাবী সম্প্রদায়! আইস, এমন একটি ব্যাপারে আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া যাই, যে ব্যাপারটিতে আমরা ও তোমরা সমান। তাহা হইল, আল্লাহ্ ছাড়া আমরা আর কাহারও ইবাদত করিব না, তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক সাব্যস্ত করিব না এবং আমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়া একে অপরকে প্রভুরূপে গ্রহণ করিব না। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয়, তবে তুমি বলিয়া দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলিম, আল্লাহ্তে আত্মসমর্পণকারী" (৩ : ৬৪)। আপনি যদি (সত্য গ্রহণে) পরানুখ হন, তাহা হইলে খৃস্টান জাতির পাপের বোঝা আপনার উপরই বর্তাইবে।"

(সীলমোহর)
আল্লাহ্র
রাসূল
মুহাম্মাদ

(মাজমু'আতু'ল-ওয়াছাইক, পৃ. ৭৯; যুরকানী, আল-মাওয়াহিবু'ল-লাদুন্নিয়া, ৩খ., পৃ. ৩৪৩-৩৪)।

ইতিহাস গ্রন্থসমূহ ঘাটিলে অনুমিত হয়, এই পত্রখানাও যেন আসহামা নাজাশীর নামে লিখিত হইয়াছিল। পত্রশীর্ষে আসহামা নামটিও উৎকীর্ণ ছিল। কিন্তু পত্রের পাঠে এই বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই যে, কখন কাহার মাধ্যমে তাহা প্রেরিত হইয়াছিল। কেননা, আসহামার নামে লিখিত প্রথম পত্রখানা হইতেছে যাহা নবূওয়াতের পঞ্চম বর্ষে জা'ফার তায়্যার (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন অথবা উহার স্বল্পকাল পরে তাঁহাদের ব্যাপারে লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পত্রখানি হইতেছে যাহা 'আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরী (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সপ্তম হিজরীতে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তৃতীয় পত্রখানাও উক্ত আমর (রা)-এর মাধ্যমেই প্রেরিত হইয়াছিল — যাহাতে উম্মে হাবীবা (রা)-এর সহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিণয় এবং মুহাজিরগণের ইথিওপিয়া হইতে রওয়ানা হওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে। মুহাজিরগণের প্রত্যাবর্তনকাল পর্যন্ত এই পূর্ণ মেয়াদের মধ্যে এই শেষোক্ত পত্রের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। হাদীছে অবশ্য উল্লিখিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক বা একাধিক নাজাশীর উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা)-এর বরাতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে আছে ঃ

عن انس ان النبى ﷺ كتب الى كسرى والى قيصر والى النجاشى والى كل جبار يدعوهم الى الله عز وجل وليس بالنجاشى الذى صلى عليه النبى ﷺ -

"রাসূলুল্লাহ (স) কিসরা, কায়সার, নাজাশী এবং প্রতাপশালী রাজন্যবর্গের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাইয়া পত্র প্রেরণ করেন, তবে ঐ নাজাশী নহে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যাঁহার জানাযার নামায পড়িয়াছিলেন" (মুসলিম, ২খ., পৃ. ৯৯)।

কিন্তু ঐ নাজাশীর নাম, পত্র প্রেরণের তারিখ বা পত্রবাহক কে ছিলেন তাহার কোন হদিস পাওয়া যায় না। পত্রখানার মর্ম হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যদি উহা নাজাশী আসহামের নামেই লিখিত হইয়া থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই সপ্তম হিজরীতে হইয়া থাকিবে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বের অন্যান্য রাজা-বাদশাহর নামে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ পত্রখানা যে প্রথমোক্ত পত্র ছিল এই ব্যাপারে সীরাতবেত্তা ও ঐতিহাসিকগণের কোন দ্বিমত নাই। সুতরাং আমাদেরকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয় যে, এই শেষোক্ত পত্রখানা দ্বিতীয় নাজাশীর উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল-যিনি আসহামা নাজাশীর ইন্তিকালের পর তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। اَلسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى বাক্যটিও — যাহা সাধারণত বিধর্মীদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতেন— এই সত্যকে জোরদার করে। প্রমাণবশত ইহাতে নাজাশী আসহামের নাম লিখিত হইয়াছে (যুরকানী, ৩খ., পৃ. ৩৪৬; সীরাতুল মুস্তাফা, কান্ধলভী, ২খ., পৃ. ৩৯৭-৯৮)।

হিজরী ৫ম/৬২৩ খৃ. সালে রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস নিনেভার যুদ্ধে ইরানীদেরকে পরাস্ত করিয়া টাইগ্রীস নদীর অপর পাড়ে ঠেলিয়া দেন। শেষ পর্যন্ত খসরূ পারভেযকে রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে রাজস্ব প্রদানে সম্মত হইতে হয় এবং পবিত্র ক্রুশও তাঁহাকে ফেরত দিতে হয়। এই গৌরবোজ্জ্বল বিজয় উপলক্ষে খৃষ্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসে একটি উৎসবের আয়োজন করে। বিধ্বস্ত

কিয়ামাতা দুর্গ পুনর্নির্মিত হয়। স্বয়ং সম্রাট হিরাক্লিয়াস পবিত্র ক্রুশ সেখানে পৌঁছাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে এন্টিয়ক হইতে অত্যন্ত জাঁকজঁমক সহকারে বাহির হইলেন। পবিত্র ক্রুশের এই মিছিল এবং বিজয় উৎসবে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে উত্তর আফ্রিকা, মিসর, ইরাক ও আরবের রোমক শাসিত এলাকাসমূহ এবং রোমান সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যসমূহের রাষ্ট্রদূতগণ রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে অভিনন্দন জানাইবার উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়া পৌঁছেন। তাহাদের কাফেলাসমূহ এই মিছিলে অংশগ্রহণ করিয়া তাহার জৌলুস বর্ধিত করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত দিহ্য়া আল-কালবীর স্বয়ং সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়া পত্র হস্তান্তর যেহেতু রীতিমত এক অসম্ভব ব্যাপার ছিল তাই তিনি এই উদ্দেশ্যে গাসসানীদের প্রাচীন রাজধানী বুসরার শাসক হারিছের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার দৌত্যকার্যের কথা তাঁহাকে অবহিত করেন।

লক্ষ ভক্ত অনুরক্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় কায়সার যখন পবিত্র ক্রুশসহ হিম্‌সে উপনীত হইলেন, তখন দিহ্য়া আল-কালবী (রা) বুসরার শাসনকর্তার মাধ্যমে কায়সারের দরবারে উপনীত হইলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রখানা তাঁহার নিকট পেশ করিলেন। সেই পত্রখানার পাঠ ছিল নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم الاريسيين ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا مّن دون الله فان تولّوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون.

"পরম দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। আবদুল্লাহ্‌র পুত্র ও আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে রোমের প্রধান হিরাক্লিয়াসের প্রতি। সালাম (শান্তি) বর্ষিত হউক যে হিদায়াতের অনুসারী। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেছি। ইসলাম গ্রহণ করিয়া লউন, নিরাপত্তা লাভ করিবেন এবং আল্লাহ্ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করিবেন। আর আপনি যদি পরাঙ্মুখ হন তাহা হইলে (প্রজা) কৃষককুলের পাপের বোঝা আপনার উপর বর্তাইবে। হে কিতাবী সম্প্রদায়! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করে।' যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, "তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম (আল্লাহ্‌তে আত্ম সর্ম্পণকারী") (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৪-৫; সহীহ মুসলিম, ২খ., পৃ. ৯৭-৯৮ কিতাবুল জিহাদ ওয়াস্-সিয়ার; জামহারাতু রাসাইলিল আরাব, ১খ., পৃ. ৩৮-৩৯; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ২খ., পৃ. ৮১; ইবনুল কায়্যিম, যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৬০; ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৩৫; সুবহুল আ'শা, ৬খ., পৃ. ৩৭৩; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ২৭৫; আল-আগানী, ৬খ., পৃ. ৯৩; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ.

২৭; তাবারী, ২খ., পৃ. ২৯১; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া (কাসতাল্লানী), ৩খ., পৃ. ৩৮৪; তাহাবী, মুশকিলুল আছার, ২খ., পৃ. ৩৯৭; দুররুল মাসদুর, ২খ., পৃ. ৪০; দালাইলুন নবূওয়া, পৃ. ২৯০; আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৭৪; ইয়া'কূবী, ২খ., পৃ. ৬২; কানযুল উম্মাল, ২খ., পৃ. ২৭৫; মুসনাদে আহমাদ, ১খ., পৃ. ২৬৩; মাজমূআতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৮১; মাকাতিবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১০৫)।

কায়সার পত্রখানা পাঠ করিয়া চুপ হইয়া গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর তিনি মুখ খুলিলেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের দরবারে পত্রখানা পেশ করিতে বলিয়া দিলেন। চতুর্দিক হইতে যখন কায়সারের দরবারে অসংখ্য অভিনন্দন আসিয়া পৌঁছিতেছিল এমন সময় এই পত্রখানা যেন কেমন একটা ব্যতিক্রমধর্মী ছিল। ইহার সম্বোধনের ধরন-ধারণ মোটেও সম্রাটের উপযোগী বা তাঁহার মানমর্যাদার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। হিরাক্লিয়াসের তো পত্রের বক্তব্যে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠার কথা, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। ইহা রীতিমত একটা অর্থবহ ব্যাপার ছিল।

আসল ব্যাপার ছিল এই যে, প্রায় এক দশক পূর্বে যখন ইরানীরা হিরাক্লিয়াসকে পরাজিত করিয়া রাজধানী কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত পৌছাইয়া গিয়াছিল তখন ইয়াহূদীরা ও আরব গোত্রসমূহ রোমকদের বিরুদ্ধে ইরানীদেরকে সমর্থন করিয়াছিল। ইরানীরা যেহেতু পৌত্তলিক ছিল, তাই আরবের পৌত্তলিক গোত্রসমূহের সহানুভূতি সাধারণত রোমকদের বিরুদ্ধে তাহাদেরই পক্ষে থাকিত। রোমকদের জন্য এই ব্যাপারটা কম তাৎপর্যবহ ছিল না যে, এহেন পৌত্তলিক আরব কবীলাগুলির মধ্যেই এমন একটি শক্তির উদ্ভব হইতেছে যাহারা পৌত্তলিক ইরানীদের বিরুদ্ধে কিতাবীদের সমর্থক এবং তাহাদের নবী ঈসা (আ)-কে তাহারা আল্লাহ্র নবী বলিয়াও স্বীকার করে। তাই পৌত্তলিক ইরানীদের বিরুদ্ধে এই নূতন ধর্মাবলম্বিগণকে উৎসাহিত করাই ছিল বিজ্ঞজনোচিত পদক্ষেপ। আর এইজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রের বক্তব্যে হিরাক্লিয়াসের মনে যাহা একটু তিক্ততার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা তিনি হজম করিয়া ফেলেন এবং আদেশ দেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাস পৌঁছিয়া আরবের এই নবী এবং তাঁহার নবূওয়াতের দাবি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে হইবে।

রোমক সম্রাটের দরবারে মহানবী ﷺ-এর দূত দিহ্য়া কালবী (রা)

মহানবী ﷺ-এর দূত দিহ্য়া আল-কালবী (রা) প্রথমে বুসরার প্রশাসক গাস্সান-রাজ হারিছ ইব্ন আবী শুমারা আল-গাসসানীর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রসহ উপস্থিত হন এবং উহা কায়সারের নিকট হস্তান্তরের আবেদন জানান। গাসসানরাজ 'আদী ইব্ন হাতিম তাঈ (রা)-কে তাহার সঙ্গে দিয়া সম্রাটের দরবারে তাঁহাকে প্রেরণ করেন (রাসাইলুন নাবী ﷺ, পৃ. ২৬; জামহারাতু রাসাইলিল আরাব, ১খ., পৃ. ৩৭)।

তিনি যখন সম্রাটের দরবারে পৌঁছিলেন তখন পারিষদবর্গ তাঁহাকে বলিল, বাদশাহ জাহাপনাকে দেখামাত্র তাঁহাকে সিজদা করিবে। তারপর তিনি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত মস্তক উত্তোলন করিবেন না। সাথে সাথে দিহ্য়া (রা) বলিলেন, ইহা আমি কস্মিনকালেও করিতে পারিব না। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহাকেও আমি সিজদা করিব না। তাহারা বলিল, তাহা হইলে তো তোমার

পত্র তিনি গ্রহণই করিবেন না। তাহাদের মধ্যকার জনৈক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলিল, আমি তোমাকে এমন এক বুদ্ধি শিখাইয়া দিতেছি যাহাতে তিনি তোমার পত্রখানা গ্রহণ করিবেন, অথচ তাঁহাকে তোমার সিজদা করার প্রয়োজনও হইবে না। দিহ্‌য়া (রা) বলিলেন, কী সেই বুদ্ধি?

সেই ব্যক্তি বলিল, তিনি যখন মিম্বরের উপর উপবিষ্ট থাকিবেন তখন তুমি তাঁহার মিম্বরের উপর পত্রখানা রাখিয়া দিবে। সেখানে অন্য কেহ হাত দিতে সাহস পাইবে না। কায়সার তাহা নিজ হাতে তুলিয়া লইবেন এবং তাঁহার কোন পারিষদকে ডাকিবেন। দূত দিহ্‌য়া কালবী (রা) তাহাই করিলেন। কায়সার নিজ হাতে পত্রখানা উঠাইয়া লইয়া পত্রের শিরোনামে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম' দেখিতে পাইয়া বলিলেন, সুলায়মান আলায়হিস সালামের পর আর কাহাকেও এরূপ পত্র লিখিতে দেখি নাই। তারপর দোভাষী ডাকিয়া তিনি পত্রখানা পাঠ করাইয়া শুনিলেন এবং বলিলেন, তাঁহার সম্প্রদায়ের এমন এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া আন যাহাকে আমি পত্রলেখক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিব [আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ, ২৭৫; সীরাতু যায়নী দাহ্‌লান (হালাবিয়্যার পাদটীকায়), ৩খ., পৃ. ৫৮; কানযুল উম্মাল, ৫খ., পৃ. ২৪৬; মাকাতিবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১০৮-১০৯]।

কায়সারের দরবারে মহানবী ﷺ-এর দূতের ভাষণ

কায়সারের পত্র পাঠের পূর্বেই মহানবী ﷺ-এর দূত দিহ্‌য়া আল-কালবী (রা) তাঁহার উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন ঃ

" হে রোম সম্রাট! আমাকে যিনি আপনার দরবারে দূতরূপে প্রেরণ করিয়াছেন তিনি আপনার চেয়ে অনেক গুণ উত্তম এবং তাঁহাকে যিনি নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন সেই পবিত্র সত্তা হইতেছেন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমি যাহা নিবেদন করিব তাহা বিনীতভাবে শ্রবণপূর্বক আন্তরিকতার সহিত আপনি তাহার উত্তর প্রদান করিবেন। বিনীত বিনম্র অন্তরে শ্রবণ ব্যতিরেকে আপনি উহার মর্ম উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। আর উত্তর প্রদানে আন্তরিক ও সনিষ্ঠ না হইলে সেই উত্তর কোনক্রমেই ন্যায্য ও যথার্থ হইবে না।"

কায়সার বলিলেন, আপনি বলুন! দিহ্‌য়া কালবী (রা) তখন বলিলেন, আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, মসীহ ইব্‌ন মারয়াম (আ) প্রার্থনা করিতেন। জবাবে কায়সার বলিলেন, হাঁ, তিনি অবশ্যই প্রার্থনা করিতেন।

দিহ্‌য়া কালবী (রা) বলিয়াই চলিলেন, আমি আপনাকে সেই পবিত্র সত্তার দিকে আহ্বান জানাইতেছি যাঁহার উদ্দেশ্যে মসীহ (আ) প্রার্থনা করিতেন, যাঁহার সম্মুখে তিনি সিজদায় লুটাইয়া পড়িতেন, যিনি তাঁহাকে পিতা বিহনে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি আসমান-যমীন সবকিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। তারপর আমি সেই উম্মী নবীর দিকে আপনাকে আহবান জানাইতেছি— যাঁহার সুসমাচার হযরত মূসা ও হযরত 'ঈসা (আ) প্রদান করিয়াছেন। আপনি তো তাহা সম্যক অবগত রহিয়াছেন। আপনি যদি এই দাওয়াতে সাড়া দান করেন তাহা হইলে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় মঙ্গলই আপনার জন্য সুনিশ্চিত। আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে উহাতে আপনি ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পারলৌকিক মঙ্গল আপনার হাতছাড়া হইয়া যাইবে, যদিও ইহলৌকিক মঙ্গলে অন্যরাও আপনার সহিত শামিল থাকিবে। আপনি নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন, আপনার একজন প্রতিপালক

রহিয়াছেন- যিনি তাঁহার অগ্রাহ্যকারীদেরকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাঁহার নিয়ামতসমূহ পালাক্রমে হাতবদল করিয়া দেন।”

কায়সার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রখানা দিহ্‌য়া (রা)-এর হাত হইতে গ্রহণ করিয়া নিজ মস্তকে ধারণ করিলেন এবং নিজের চক্ষে ও মুখমণ্ডলে লাগাইলেন। তারপর তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন। দিহ্‌য়া কালবী (রা) বলেন, তারপর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চিন্তা-ভাবনা করিয়া আগামী কাল আমি উহার জবাব দিব (রাওদুল উনুফ, ১৯৭৮ সং., ৪খ., পৃ. ২৪৯; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৭০-৭১)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঐ পত্রখানা সত্যসত্যই হিরাক্লিয়াসকে অত্যন্ত চিন্তিত করিয়া তোলে। কেননা তিনি নিজে তাহার স্বধর্মে বিশেষজ্ঞ এবং আখেরী যামানায় একজন নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে ‘ঈসা (আ) প্রদত্ত সুসমাচার সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন। তাই পত্রখানা তাহাকে অধিক কৌতুহলী করিয়া তোলে। ব্যাপারটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার জন্য তিনি পত্রপ্রেরক নবীর স্বদেশীয় ও স্ব-সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হইতে প্রকৃত তথ্য জানিতে আগ্রহী হইয়া উঠেন।

ঘটনাচক্রে কুরায়শ নেতা আবূ সুফয়ান একটি বাণিজ্য কাফেলাসহ তখন বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত ছিলেন। শাহী কর্মকর্তাগণ তাহাকে এই কথা বলিয়া সম্রাটের দরবারে উপস্থিত করে যে, শাহানশাহের কিছু প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দিতে হইবে।

কায়সার নিজে পত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং পত্রবাহককে সমীহ করিলেও তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র, মতান্তরে ভ্রাতা প্রচণ্ড বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। দিহ্‌য়া কালবীর বর্ণনানুসারে ঐ ব্যক্তিটির দেহ ছিল গৌরবর্ণ, চক্ষু নীলবর্ণ এবং মস্তক মুণ্ডিত। পত্রের শিরোনাম “আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে রোমক প্রধান হিরাকলের প্রতি” শ্রবণ করিয়াই সে গর্জিয়া উঠিল, “এই পত্র আর কোনক্রমেই এই দরবারে পাঠ করা চলে না।” কায়সার বলিলেন, কেন কী হইয়াছে? সে বলিল, পত্রপ্রেরক প্রথমে তাঁহার নিজের নাম লিখিয়াছে। দ্বিতীয়ত, রোমক সম্রাট না লিখিয়া সে রোমের ‘প্রধান হিরাকল’ লিখিয়া সম্বোধন করিয়াছে। এমন তুচ্ছ পত্র কী করিয়া সম্রাটের দরবারে পঠিত হইতে পারে? জবাবে হিরাক্লিয়াস যাহা বলিলেন স্বয়ং দিহ্‌য়া কালবীর ভাষ্য অনুসারে তাহা ছিল এইরূপ ঃ

والله انك لضعيف الراى اترى ارمى بكتاب رجل يأتيه الناموس الاكبر وهو احق ان يبدئ بنفسه ولقد صدق انا صاحب الروم والله مالكى ومالكه.

“আল্লাহ্‌র কসম! তুমি নিশ্চিতভাবেই অপরিপক্ক মত পোষণকারী। তুমি কি লক্ষ করিয়াছ, এমন এক মহান ব্যক্তির পত্র আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, যাঁহার নিকট নামূসে আকবার (পবিত্রাত্মা জিবরাঈল) আগমন করিয়া থাকেন। তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার নাম পূর্বে লিখার অধিকতর হক্‌দার। আর তিনি যথার্থই লিখিয়াছেন, আমি রোমের প্রধান; সম্রাট নই, আল্লাহই আমার এবং রোমের প্রকৃত রাজাধিরাজ।”

দিহ্‌য়া কালবী (রা) বলেন, ইহার পর হিরাক্লিয়াসের নির্দেশে পত্রখানা রাজদরবারে পঠিত হইল। দরবার ভঙ্গের পর লোকজন যখন স্ব স্বগৃহে চলিয়া গেল তখন সম্রাট আমাকে এবং

দরবারের বিশিষ্ট পাদ্রীকে তাহার অন্দর মহলে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট আদ্যোপান্ত বিবরণ পাদ্রীকে শুনাইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রখানা তাহাকেও পড়িয়া শুনাইলেন। সবকিছু অবগত হইয়া পাদ্রী বলিলেন, ইনিই তো সেই বহু প্রতীক্ষিত নবী যাঁহার অপেক্ষায় আমরা কালাতিপাত করিতেছি এবং যাঁহার সুসমাচার ঈসা (আ) আমাদেরকে শুনাইয়া গিয়াছেন। সম্রাট পাদ্রীকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, এবার আমার ব্যাপারে আপনার কী পরামর্শ, বলুন।

জবাবে পাদ্রী বলিলেন, আর যে যাহাই বলুক না কেন, আমি তো তাঁহার সত্যতার অনুমোদনই করিব এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইব। কায়সার বলিলেন, আমি যদি তাহা করি তাহা হইলে আমাকে রাজত্বের মোহ ত্যাগ করিতে হইবে। তারপর তিনি দূতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,

انّى لاعلم ان صاحبك نبى مرسل والذى كنا ننتظره ونجده فى كتابنا ولكنى اخاف الروم على نفسى ولولا ذلك لاتبعته.

"আমি নিশ্চিতভাবে জ্ঞাত আছি, আপনার মনিব আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল যাঁহার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছি এবং যাঁহার কথা আমরা আমাদের ধর্মগ্রন্থে পাইয়াছি। কিন্তু আমি আশঙ্কা করি রোমকগণ আমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। তাহা না হইলে আমি অবশ্যই তাঁহার আনুগত্য করিতাম" (উসদুল-গাবা, ৩খ., পৃ. ৪১; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ.২১৬; তাবারী, ২খ., পৃ. ২৯২-৯৩; আল-কামিল, ২খ., পৃ. ৮)।

ইহার পর তিনি দূতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ওহে! তুমি বিশপ দুগাতিরের কাছে গিয়া তোমাদের মনীবের কথা বল। কেননা রোমবাসীদের দৃষ্টিতে তিনি আমার চেয়েও অধিকতর বরেণ্য। তাহাকে তুমি আমার কথা বলিবে। দেখ, এই ব্যাপারে তিনি কি বলেন (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১১২)।

বিশপ-পাদ্রীর ইসলাম গ্রহণ ও শাহাদত বরণ

বার্তাবাহক দিহ্য়া কালবী (রা) আরো বলেন, যে বিশপ পাদ্রীকে কায়সার রোমবাসীদের নিকট তাহার নিজের চেয়ে অধিকতর বরেণ্য বলিয়া তাহার মতামত জানিবার জন্য আমাকে প্রেরণ করিলেন, প্রতি রবিবার তাহার নিকট বিপুল জনসমাবেশ ঘটিত। তিনি তাহাদেরকে ধর্মোপদেশ দান করিতেন। কিন্তু আমার তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রের ব্যাপারে অবগত করার পরবর্তী রবিবার তিনি আর তাহার হুজরা হইতে বাহির হইলেন না। আমি তাহার নিকট যাতায়াত করিতাম এবং আমার সহিত তাহার কথাবার্তা হইত। ইহার পর দ্বিতীয় রবিবারও তাহার নিকট প্রচুর জনসমাগম হইল। লোকজন দীর্ঘক্ষণ তাহার প্রতীক্ষা করিল, কিন্তু তিনি কোনক্রমেই হুজরা হইতে বাহির হইলেন না। অসুস্থতার ভান করিয়া তিনি হুজরায় অবস্থান করিলেন। ক্রমে কয়েক রবিবার এইরূপ করার পর লোকজন তাহার প্রতি সন্দিহান হইয়া উঠিল। তাহারা তাহাকে বলিয়া পাঠাইল, তুমি আমাদের নিকট উপস্থিত হও আর নাই হও আমরা তোমার হুজরায় ঢুকিয়া তোমাকে বধ করিব। আমরা তো সেই আরবটির আগমনের দিন হইতেই তোমার মধ্যে কেমন একটি অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।

বিশপ পাদ্রী তখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি আমার এই পত্রখানা গ্রহণ কর, ইহা তুমি তোমার মনিবকে দিবে। তাঁহাকে আমার সালাম জানাইবে এবং তাঁহাকে অবশ্যই বলিবে যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং নিঃসন্দেহে মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। আমি তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছি এবং সর্বান্তকরণে তাঁহার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছি। আমি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতেছি। আমার এই ইসলাম গ্রহণে উহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যাহা তুমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছ। তুমি তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইবে। অতঃপর তিনি হুজরা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আর যায় কোথায়! বিক্ষুব্ধ খৃষ্টান জনতা মুহূর্তে চতুর্দিক হইতে তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল এবং তাহাকে শহীদ করিয়া ফেলিল (হায়াতুস-সাহাবা, ২খ., পৃ. ২১৬)।

দিহ্য়া কালবী (রা) কায়সারের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া যখন তহাকে এই বৃত্তান্ত শুনাইলেন, তখন কায়সার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমার তো আশংকা হয়, লোকে আমার সহিতও এইরূপ আচরণই করিবে। আমি তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছিলাম, বিশপ দুগাতির তাহাদের কাছে আমার চেয়েও বেশী বরেণ্য ছিলেন (তাবারী, ৩খ., পৃ. ৮৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৬২-২৬৮; আল-জাওয়াবুস সাহীহ্ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ (ইব্ন তায়মিয়্যা), ১খ., পৃ. ৯৪; ফাতহুল বারী, ১খ., পৃ. ৪০)।

রোমক সম্রাট কায়সার হযরত দিহ্য়াকে বলেন, আমি সম্যক জ্ঞাত আছি যে, সত্যিই তিনি নবী— যেমনটি বিশপ দুগাতির বলিয়াছেন। কিন্তু আমি যদি তাহা প্রকাশ করিতে চাই তাহা হইলে আমার রাজত্ব হাতছাড়া হইয়া যাইবে এবং রোমকগণ আমাকে বধ করিবে। আল্লামা ইদরীস কান্দেহলভী (র) এই ঘটনা বিবৃত করিয়া মন্তব্য করেন, মহানবী ﷺ যে বলিয়াছেন أَسْلِمْ تَسْلَمْ "তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তাহা হইলে সার্বিক নিরাপত্তা লাভ করিবে", উহা সে বিস্মৃত হইল (সীরাতুল মুস্তাফা, ২ খ., পৃ. ৭৭)।

রোমক সম্রাটের দরবারে কুরায়শ কাফেলা

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) পূর্ণ সনদসহ আবূ সুফয়ানের যবানী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, "আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। যুদ্ধ আমাদের দ্বারপ্রান্তে ছিল এবং আমাদের সম্পদরাশি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আমাদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হইল তখন আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, আমরা কাহারও নিকট হইতে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হইলেও আমরা নিজেরা কাহাকেও নিরাপত্তা দিতাম না। সন্ধির পর কয়েকজন কুরায়শ ব্যবসায়ীসহ ব্যবসা ব্যাপদেশে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া পড়িলাম। আমার জানামতে কুরায়শের সকল নারী বা পুরুষের ব্যবসা সামগ্রী ঐ কাফেলায় আমাদের সহিত ছিল। ফিলিস্তীনের গাযা এলাকা ছিল আমাদের বাণিজ্যকেন্দ্র। আমরা সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ সময় রোমক সম্রাট পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছেন। তিনি তাহাদেরকে তাহাদের দখলকৃত এলাকা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। তাহারাও রোমক এলাকা হইতে ছিনাইয়া নেওয়া ক্রুশটি সম্রাটকে ফেরত দিয়াছে। ক্রুশ ফেরত পাওয়ার পর সম্রাট হিমসের তাঁহার আবাসস্থল হইতে প্রার্থনার উদ্দেশ্যে পদব্রজে বায়তুল মুকাদ্দাসের

উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তাঁহাকে সেখানে স্বাগত জানান হয় এবং তাঁহার চলার পথে পুষ্প বর্ষণ করা হয়। তিনি ঈলিয়ায় (বায়তুল মাকদিস) পৌঁছিলেন এবং সেখানে সালাত আদায় ও রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন ভোরে অত্যন্ত বিষন্ন মুখে তিনি নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলেন। তাঁহার বিষন্নতা দর্শনে উৎসুক পাদ্রিগণ তাঁহার এই বিষন্ন ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জবাবে তিনি বলিলেন, গতরাত্রে তারকারাজি পর্যবেক্ষণ করিয়া আমি দেখিতে পাইলাম যে, খতনাকারীদের বাদশাহ্র আবির্ভাব ঘটিয়াছে। উপস্থিত সভাসদগণ বলিলেন, ইহাতে জাহাঁপনার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। আমাদের জানা মতে, ইয়াহূদীরাই কেবল খতনা করিয়া থাকে। তাহারা তেমন কোন শক্তিশালী জাতি নহে। উহারা আপনার অধীনস্থ প্রজামাত্র। ইহার পরও যদি জাহাঁপনা তাহাদের পক্ষ হইতে কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা করেন, তাহা হইলে সারা দেশে লোক প্রেরণ পূর্বক ইয়াহূদীদেরকে হত্যা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে স্বস্তি লাভ করিতে পারেন।

তাহারা যখন এইরূপ সলাপরামর্শ করিতেছিল তখনই বসরার শাসনকর্তার একজন দূত আরবের এক ব্যক্তিসহ সম্রাটের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হয়। দূত বলিল, জাহাঁপনা! এই লোকটি আরব হইতে আসিয়াছে। তাহারা ভেড়া-বকরী ও উট প্রভৃতির মালিক। তাহাদের দেশে এক অভিনব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। জাহাঁপনা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার বর্ণনা দিবে।

লোকটি যখন সম্রাটের নিকট আগমন করিয়া এইরূপ নিবেদন করিল তখন সম্রাট দোভাষীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা কর তাহাদের দেশে কী অভিনব ব্যাপার ঘটিয়াছে? তাহাকে প্রশ্ন করা হইলে জবাবে সে জানাইল, আরবদেশের কুরায়শ বংশের এক ব্যক্তি নবূওয়াতের দাবি করিয়াছেন, কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলেও আমরা তাঁহার ঘোর বিরোধী। অনেক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইয়াছে। আমি তাহাদেরকে এই অবস্থায় রাখিয়াই আপনার সদনে উপস্থিত হইয়াছি।

এইরূপ সংবাদ শ্রবণ করিয়া রোমক সম্রাট তাহাকে বিবস্ত্র করার নির্দেশ দিলেন। দেখা গেল তাহার খতনা করা হইয়াছে। সম্রাট বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি ইহাই স্বপ্নে দেখিয়াছি। ইতোপূর্বে তোমরা যাহা বলিয়াছ তাহা যথার্থ নহে। তাহাকে তাহার বস্ত্র ফেরত দাও। অতঃপর আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া সম্রাট বলিলেন, হে আগন্তুক ! তুমি তোমার পথে চলিয়া যাও। তারপর তিনি তাহার পুলিশ প্রধানকে ডাকাইয়া বলিলেন, গোটা সিরিয়া প্রদেশে খোঁজাখুঁজি করিয়া এমন একটি লোক আন যে ঐ কথিত নবীর স্বগোত্রীয় এবং তাঁহার সম্পর্কে আমাদেরকে সঠিক তথ্য দিতে সক্ষম হইবে। পুলিশের লোকেরা আমাদের কাফেলার সকল লোককে সম্রাটের দরবারে নিয়া উপস্থিত করিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৪৫৪-৫) ৮

নবূওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে হিরাক্লিয়াস ও আবূ সুফ্য়ানের কথোপকথন

সহীহ্ বুখারীতে স্বয়ং আবূ সুফয়ানের ভাষ্য হইতে এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। তাহাতে আছে, রোমের প্রধানগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় হিরাক্‌ল তাঁহার দরবারে বসিয়া কুরায়শগণকে ডাকাইলেন এবং নিজের দোভাষীকেও ডাকিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, বংশের দিক দিয়া কে ঐ ব্যক্তির অধিকতর ঘনিষ্ঠ যিনি নবূওয়াতের দাবি করিতেছেন ?

আবূ সুফয়ান বলেন, তখন আমি জবাব দিলাম, বংশের দিক হইতে আমিই তাঁহার ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। হিরাক্‌ল আদেশ করিলেন, এই লোকটাকে আমার নিকটে লইয়া আস এবং অন্যদেরকে তাহার পিছনে বসাও। তারপর তিনি দোভাষীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, উহাদেরকে বলিয়া দাও, আমি তাহাকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিব। যদি সে আমার কাছে কোন বিষয় মিথ্যা কথা বলে তবে তাহারা যেন তাহা আমাকে অবগত করে।

আবূ সুফয়ান বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, যদি লোকে আমাকে মিথ্যার কলঙ্ক দিবে বলিয়া আশঙ্কা না করিতাম, তবে নিশ্চয় আমি তাঁহার সম্পর্কে মিথ্যাই বলিতাম। তারপর তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, আবূ সুফয়ানের বর্ণনা অনুসারে তাহা নিম্নরূপ ঃ

হিরাক্লিয়াস- তোমাদের মধ্যে তাঁহার বংশমর্যাদা কীরূপ ?

আবূ সুফয়ান- তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত।

হিরাক্লিয়াস- তাঁহার পূর্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ বাদশাহ ছিলেন কি ?

আবূ সুফয়ান- না।

হিরাক্লিয়াস- সম্ভ্রান্ত লোকগণ তাঁহার অনুসরণ করেন, নাকি দরিদ্র ব্যক্তিরা ?

আবূ সুফ্য়ান- গরীবরাই তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে।

হিরাক্লিয়াস- তাঁহার অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, নাকি হ্রাস পাইতেছে ?

আবূ সুফ্য়ান- তাহাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে।

হিরাক্লিয়াস- তাহাদের মধ্যকার কেহ কি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার ধর্ম ত্যাগ করে ?

আবূ সুফ্য়ান- না।

হিরাক্লিয়াস- তোমরা কি তাঁহার এই কথা বলার (অর্থাৎ নবূওয়াত দাবির পূর্বে তাঁহাকে মিথ্যা বলার অপবাদ দিতে ?

আবূ সুফ্য়ান- না।

হিরাক্লিয়াস- তিনি কি তাঁহার কথার খেলাফ করেন ?

আবূ সুফ্য়ান- না, তবে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ইদানীং তাঁহার সহিত আমাদের একটি চুক্তি হইয়াছে। এইবার যে তিনি কী করিবেন তাহা বলিতে পারি না।

আবূ সুফিয়ান পরবর্তী কালে বলেন, ঐ সময়টাতে তাঁহার প্রতি চরম বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই সামান্য একটু অসম্মানসূচক কথা ছাড়া আর কিছুই যোগ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। তারপরও জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত থাকে।

হিরাক্লিয়াস- তোমরা কি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছ ?

আবূ সুফ্য়ান— হাঁ।

হিরাক্লিয়াস - তাঁহার সহিত তোমাদের এই যুদ্ধের ফলাফল কী হইয়াছে ?

আবূ সুফ্য়ান- আমাদের ও তাহার মধ্যে যুদ্ধ হইয়াছে ডোলে পানি তোলার মত; কখনও এক পক্ষ পায়, কখনও বা অপর পক্ষ। অর্থাৎ কখনও তাহার জয় হয়, আবার কখনও আমাদের জয় হয়।

হিরাক্লিয়াস- তিনি তোমাদেরকে কী আদেশ করেন ?

আবূ সুফ্য়ান- তিনি বলেন, এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তাঁহার সহিত আর কাহাকেও শরীক করিও না। তোমাদের পিতৃপুরুষগণ যে সকল দেবদেবীর পূজা করিত তোমরা সেইগুলি ত্যাগ কর। তিনি আমাদেরকে আদেশ দেন সালাত আদায় করিতে, সত্য কথা বলিতে, গুনাহ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করিতে।

নবূওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে রোম সম্রাটের স্বীকারোক্তি

রোম সম্রাট তখন দোভাষীকে বলিলেন, তুমি উহাদেরকে বল, আমি তোমাকে তাঁহার বংশ-মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। জবাবে তুমি বলিলে, তিনি তোমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত। এই রূপই হইয়া থাকে। নবীগণকে তাঁহাদের জাতির উচ্চ বংশেই প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমাদের মধ্যে অপর কেহ কি এইরূপ নবূওয়াতের দাবি করিয়াছে? তুমি বলিলে, না। আমি বলি, তাহার পূর্বে কেহ যদি এইরূপ কথা বলিয়া থাকিত তাহা হইলে আমি বলিতাম, এই ব্যক্তি এমন একটি কথার অনুসরণ করিতেছে, যাহা পূর্বেও কথিত হইয়াছে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পূর্বপুরুষগণের কেহ কি বাদশাহ ছিলেন? তুমি বলিলে, 'না'। আমি বলি, যদি তাহার পূর্বপুরুষগণের কেহ বাদশাহ থাকিতেন তবে আমি বলিতাম, তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাহার পিতৃরাজ্য ফেরত পাইতে আগ্রহী।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার নবূওয়াত দাবির পূর্বে তোমরা তাঁহার প্রতি মিথ্যার অপবাদ দিতে কি? তুমি বলিলে, না। এতদ্বারা আমি এই কথাই বুঝিয়াছি যে, এমনটি হইতেই পারে না যে, তিনি মানুষের সম্বন্ধে তো মিথ্যা পরিহার করেন আর স্বয়ং আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলেন?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বড়লোকগণ তাঁহার অনুসরণ করেন, নাকি দরিদ্রেরা? তুমি বলিলে, দুর্বল দরিদ্রেরাই তাঁহার অনুসরণ করে। আর দুর্বল দরিদ্রেরাই রাসূলগণের অনুসারী হইয়া থাকে।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, নাকি হ্রাস পাইতেছে? তুমি বলিলে, ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। পূর্ণতা লাভ পর্যন্ত ঈমানের ব্যাপারটা এমনই হইয়া থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহ কি তাঁহার ধর্ম গ্রহণের পর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছে? তুমি বলিলে, না। আর ঈমান এইরূপই হইয়া থাকে— যখন উহার সজীবতা অন্তরের সহিত যুক্ত হয়।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কি তাঁহার কথার খেলাফ করেন? তুমি বলিলে, না। রাসূলগণ এইরূপই হইয়া থকেন। তঁহারা কস্মিনকালেও কথার খেলাফ করেন না।

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি তোমাদেরকে কী আদেশ করেন? তুমি বলিলে, তিনি তোমাদেরকে আদেশ করেন এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করিতে এবং তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক না করিতে। আর তিনি তোমদেরকে মূর্তিপূজা করিতে বারণ করেন, আদেশ করেন সালাত কায়েম করিতে, সত্য কথা বলিতে এবং পাপকার্যাদি হইতে বিরত থাকিতে।

তোমার এই কথাগুলি যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে অচিরেই তিনি আমার পদযুগলের নিচের এই স্থানেরও কর্তৃত্ব লাভ করিবেন। তিনি যে আবির্ভূত হইবেন তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু

তোমাদের মধ্যেই যে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে তাহা আমি পূর্বে ধারণা করি নাই। যদি তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারিব বলিয়া জানিতাম তবে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য যে কোন কষ্ট স্বীকার করিতাম। আর যদি আমি তাঁহার নিকটে থাকিতাম, তবে নিশ্চয় তাঁহার পূত চরণযুগল স্বহস্তে ধৌত করিয়া দিতাম।

তারপর তিনি দিহ্য়ার মারফতে প্রেরিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই পত্রখানা, যাহা বুসরার শাসকের মাধ্যমে তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল, তাহা পাঠ করিলেন। এই পত্রখানা পাঠের পূর্বে হিরাক্লিয়াস তাঁহার অমাত্যবর্গের নিকট যে ভূমিকা দিয়াছিলেন, যে প্রস্তাব রাখিয়াছিলেন আর তাহার যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরে আসিতেছে।

আরববাসিগণ খতনা করিয়া থাকে, এই সংবাদে হিরাক্লিয়াস যখন নিশ্চিত হইলেন যে, নবীরূপে আত্মপ্রকাশকারী এবং তাঁহার নিকট পত্র প্রেরণকারীই ঐ যুগের বাদশাহ, তখন তিনি রোমবাসী তাহার সমপর্যায়ের জ্যেতির্বিদ্যা বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে তাঁহার ব্যাপারে পত্র লিখেন। হিরাক্লিয়াসের হিমসে অবস্থানকালেই তাঁহার বন্ধুটির জবাবও এই মর্মে আসিল যে, নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে তিনিও তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ একমত (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৪-৫; বাংলা তাষ্য, তাজরীদুল বুখারী, ১খ., পৃ. ১০-১১, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত, ১৯৫২ খৃ.; সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৭৫; কান্যুল উম্মাল, ৫খ., পৃ. ২৪৬; ইব্ন তায়মিয়্যা, আল-জাওয়াবুস্ সাহীহ্ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ, ৪খ., পৃ. ৩১৬-৩১৯)।

ঐ যুগের পৃথিবীর প্রায় জাতির মধ্যেই সচরাচর একটি আলোচনা শোনা যাইত যে, আখেরী যমানার রাসূলের আবির্ভাব অত্যাসন্ন। সকলের মনেই প্রত্যাশা ছিল যে, শেষ নবী তাহাদের মধ্যেই আবির্ভূত হইবেন। এই ব্যাপারে সর্বাধিক আশাবাদী ছিল ইয়াহুদী জাতি। তাহাদের প্রত্যাশা ছিল যে, রাসূল অবশ্যই তাহাদের মধ্য হইতে আবির্ভূত হইবেন এবং তাহাদেরকে অন্যান্য জাতির অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি দান করিবেন। অনুরূপ খৃস্টান জাতিও আশা করিত যে, তাহাদের মধ্যে বিরাজমান দলাদলি ও কোন্দল দূর করিয়া দিয়া প্রতীক্ষিত নবী আগমন করিয়া তাহাদের মধ্যে তাহাদেরকে একটি ঐক বদ্ধ জাতিরূপে গড়িয়া তুলিবেন। তারপর সমগ্র বিশ্ব জুড়িয়া কেবল একটিমাত্র জাতিরই অস্তিত্ব থাকিবে, আর তাহারা হইবে খৃস্টান জাতি। রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসও তাহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র পাইয়া, আবূ সুফ্য়ানের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া, নিজে নক্ষত্র দেখিয়া, সর্বোপরি হিম্সে অবস্থানকারী তদীয় রোমীয় জ্যোতিষী পণ্ডিত বন্ধুর পত্র পাইয়া তাঁহার সেই ভুলটি ভাঙ্গিল। সমস্ত লক্ষণদৃষ্টে তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মাইল যে, মুহাম্মাদ ﷺ যে নবূওয়াতের দাবি করিয়াছেন তাহা যথার্থ। তিনিই সেই প্রেরিত পুরুষ যাঁহার সুসমাচার যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আসমানী কিতাবসমূহের মাধ্যমে এবং পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। রোমক সম্রাট তাই বায়তুল মুকাদ্দাসে তাঁহার বিজয় ও শোকরানা উৎসকালে উচ্চ পর্যায়ের একটি ধর্মীয় মজলিসও আহ্বান করেন। বুখারী শরীফের পূর্বোল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে রোমের প্রধানগণ, অমাত্যবর্গ, পাদ্রীবর্গ সকলেই সেই মজলিসে হাযির ছিলেন।

সকলের উপস্থিতিতে মজলিস যখন জমজমাট তখন তিনি দরবার কক্ষের দরজা-জানালা অর্গলাবদ্ধ করাইয়া দিলেন। তারপর সর্বসমক্ষে পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। রোমীয় সেই

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের পত্রখানাও তিনি তাহার বক্তব্যের সমর্থনে সকলের সম্মুখে পেশ করিলেন, তারপর তিনি বলিলেন, এই সমস্ত নিদর্শন যদি নবূওয়াতের এই নূতন দাবিদারের মধ্যে পাওয়া যায়, তবে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই কি আমাদের কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায় না? হে রোমবাসিগণ! সফলতা, সুপথ এবং রাজ্যের স্থায়িত্ব যদি তোমাদের অভীষ্ট হইয়া থাকে, তবে কালবিলম্ব না করিয়া এই নবীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া লও।

যেদিন খাস দরবারে আবূ সুফ্য়ানের সহিত সম্রাট ঐভাবে কথাটা শুরু হইয়া গিয়াছিল। এইবার যখন মুখ খুলিয়া পরিষ্কারভাবে তিনি এই কথাটা বলিয়াই ফেলিলেন তখন আর তাহারা ধৈর্য রক্ষা করিতে পারিল না। আবূ সুফ্য়ানের ভাষায় ঃ

রোম সম্রাট যখন তাঁহার বক্তব্য পেশ করিলেন এবং পত্র পাঠ সমাপ্ত করিলেন, তখন দরবারে কোলাহল বৃদ্ধি পাইল এবং মহা হৈ চৈ শুরু হইয়া গেল। রাবী তাহাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন এইভাবে ঃ তাহারা দরজার দিকে বন্য গর্দভের ন্যায় ধাবিত হইল। (কিন্তু মজলিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিল না) কারণ তাহারা দেখিতে পাইল, দরজাগুলি অর্গলাবদ্ধ রহিয়াছে (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৪-৫)।

হিরাক্লিয়াস যখন তাহাদের এই প্রতিক্রিয়া ও দ্রুত পলায়ন প্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করিলেন তখন তিনি কথা পাল্টাইয়া তাহাদেরকে পুনরায় আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন সুরে এইবার তিনি বলিলেন, এইমাত্র আমি আপনাদেরকে যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ছিল নিছক একটি পরীক্ষা। আপনাদের ঈমান ও মনোবল কতটুকু, তাহা দেখাই ছিল আমার উদ্দিষ্ট। এইবার আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, আপনাদের ধর্মের প্রতি আপনাদের অবিচল আস্থা রহিয়াছে। তারপর খৃষ্টধর্মের প্রতি যে কোন হুমকির মুকাবিলায় তাঁহার নিজের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সচেতন থাকার কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে ঘোষণা করিলেন। তাঁহার বাগ্মীসুলভ বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহার প্রতি সমবেত পাদ্রী ও অমাত্যবর্গের আস্থা ফিরিয়া আসিল। তাহাদের উপাসনালয়গুলির জন্য বহু অর্থ বরাদ্দ করিয়া তিনি তাহাদেরকে বিদায় করিলেন।

রোমক সম্রাটের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বিতীয় পত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ নবম হিজরীর রজব মাসে রোমক সম্রাটের উদ্দেশ্যে তাঁহার শেষ হুঁশিয়ারী পত্রটি প্রেরণ করিলেন— যাহা প্রথম পত্রের বাহক দিহ্য়া কালবী (রা)-ই কায়সারের নিকট বহন করিয়া লইয়া যান। সেই পত্রখানির পাঠ ছিল নিম্নরূপ ঃ

من محمد رسول الله الى صاحب الروم انى ادعوك الى الاسلام فان اسلمت فلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم فان لم تدخل فى الاسلام فاعط الجزية بالله تبارك وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والا فلا تحل بين الفلاحين وبين الاسلام ان يدخلوا فيه او يعطوا الجزية.

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে রোম-অধিপতির প্রতি— আমি আপনাকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেছি। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া লন তবে আপনার অধিকারও অন্য দশজন মুসলমানের মত হইবে, সাথে সাথে মুসলমান হিসাবে দায়িত্বও আপনার উপর বর্তাইবে। ইসলামে যদি একান্তই আপনি প্রবিষ্ট না হন, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নামে জিয্‌য়া প্রদান করুন। আমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নির্দেশ হইতেছে, "কিতাবীদের মধ্যে যাহারা (আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি) ঈমান আনয়ন করিবে না এবং সত্য ধর্মকে বরণ করিবে না তাহাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করিবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা জিয্‌য়া প্রদান করে এবং বশ্যতা স্বীকার করে" (৯ ঃ ২৯)। যদি একান্তই আপনি তাহাতে সম্মত না হন, তাহা হইলে অন্তত (আপনার অধীনস্ত) আরব প্রজাদের ইসলাম গ্রহণে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবেন না" [দ্র. কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ২৬ (১৯৮ সং), মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৬৬]।

উক্ত পত্রে আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসের এবং আল্লাহ্‌র আইন মানিয়া লওয়ার দাওয়াতই ছিল মুখ্য। দ্বিতীয় বিকল্প ব্যবস্থারূপে বলা হয়, সম্রাট যেন আল্লাহ্‌র আইনের কাছে নতিস্বীকার করিয়া জিয্‌য়া প্রদান করেন, আর সাথে সাথে এই দাওয়াতও ছিল যে, তিনি ইসলাম গ্রহণে একান্তই অনিচ্ছুক হইলে সম্রাট যেন তাঁহার অধীনস্থ সিরীয় এলাকার ছোট ছোট আরব রাজ্যগুলির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ হইতে বিরত থাকেন, যাহাতে তাহারা ইসলামী প্রথা বা জিয্‌য়া প্রদানের সিদ্ধান্ত নিজেরা স্বাধীনভাবে নিতে সমর্থ হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বিতীয় পত্রের জবাবে হিরাক্লিয়াস

الى احمد رسول الله الذى بشر به عيسى من قيصر ملك الروم انه جائنى كتابك مع رسولك وانى اشهد انك رسول الله نجدك عندنا فى الانجيل بشرنا بك عيسى بن مريم وانى دعوت الروم الى ان يؤمنوا بك فابوا ولو اطاعونى لكان خيرا لهم ولوددت انى عندك فاخدمك واغسل قدميك.

"আহ্‌মাদ রাসূলুল্লাহ্‌র প্রতি— যাঁহার সুসমাচার ‘ঈসা (আ) দিয়াছিলেন, রোমক সম্রাট কায়সারের পক্ষ হইতে— আপনার পত্রখানা আপনার দূতের মাধ্যমে আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল। আমাদের কাছে রক্ষিত ইঞ্জীল কিতাবে আমরা আপনার উল্লেখ পাই। মারয়াম-তনয় ‘ঈসা (আ) আপনার শুভাগমনের সুসমাচার দিয়াছেন। আমি রোমবাসীদেরকে আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের দাওয়াত দিয়াছি, কিন্তু তাহারা তাহাতে সম্মত হয় নাই। তাহারা যদি আমার কথা মানিয়া লইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে তাহা তাহাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর হইত। আমার মন চাহে, আমি যদি আপনার খিদমতে উপস্থিত হইতে পারিতাম আর আপনার পবিত্র চরণযুগল স্বহস্তে ধৌত করিয়া দিতে পারিতাম" (আল-ইয়া‘কূবী, ২খ., পৃ. ৬২; সীরাতে যায়নী দাহ্‌লান, (সীরাতে হালাবিয়্যার পাদটীকায়), ৩খ., পৃ. ৬৪; সীরাতে হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৭৭; মাজমু‘আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৮২)।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ-এর তাবূক অবস্থানকালে হিরাক্লিয়াস জনৈক দূত মারফত তাঁহার কাছে প্রেরিত পত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট প্রশ্ন করেন ঃ

تَدْعُوْنِىْ اِلٰى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ فَاَيْنَ النَّارُ ؟

"আপনি আমাকে এমন বেহেশতের দিকে আহ্বান জানাইতেছেন যাহার বিস্তৃতি আসমানসমূহ ও যমীনব্যাপী, তাহা হইলে দোযখ কোথায় (মাজমূআতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৮৫)?

অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র প্রাপ্তির পর সভাসদবর্গের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যে হিরাক্লিয়াস দূতকে বলেন, انى اخاف على ملكى "আমি আমার রাজত্ব হারানোর আশঙ্কা করিতেছি"। মহানবী (স)-কে দেওয়ার জন্য তিনি একটি কাগজে লিখিয়া দেন, انى مسلم ولكنى مغلوب "আমি মুসলিম কিন্তু পরিস্থিতির শিকার, পরাজিত" (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬)।

রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট প্রেরিত পত্রের সহিত হিরাক্লিয়াস তাঁহার জন্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রাও প্রেরণ করেন। রাসূলুলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

يبقى ملكهم ما بقى كتابى عندهم.

"আমার পত্রখানা যতদিন তাহাদের নিকট সংরক্ষিত থাকিবে ততদিন তাহাদের রাজত্ব টিকিয়া থাকিবে।"

হিরাক্লিয়াসের মুসলিম বলিয়া পরিচয় দেওয়া সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করিলেন, আল্লাহ্র দুশমন মিথ্যা বলিয়াছে। আদতে সে মুসলিম নহে (মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৮৬; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১১৪)।

রোমক সম্রাটের দূতের ঘটনা তাহার নিজের যবানে

আবূ সুফয়ান প্রমুখাৎ বর্ণিত পূর্বোক্ত বর্ণনার সহায়ক বিধায় দূতের বর্ণনাটি নিম্নে হুবহু প্রদত্ত হইল। মু'আবিয়া-পরিবারের আযাদকৃত দাস সাঈদ ইব্ন আবী রাশিদ বর্ণনা করেন, আমি যখন সিরিয়ায় (হিমসে) উপনীত হইলাম তখন আমাকে বলা হইল, পাশের গীর্জায়ই সেই লোকটি বাস করে, যে ব্যক্তিটি রোমক সম্রাটের দূতরূপে মহানবী ﷺ-এর দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কৌতুহলবশে আমি সেই গীর্জায় প্রবেশ করিলাম। সেখানে ঢুকিয়াই দেখিলাম এক বৃদ্ধ বসিয়া রহিয়াছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনিই কি রোমক সম্রাটের দূতরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে গমন করিয়াছিলেন? বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ, আমিই গিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, অনুগ্রহপূর্বক সেই ঘটনা বিবৃত করুন তো।

বৃদ্ধ বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাবূকে আসেন, তখন দিহ্য়া কালবীকে তাঁহার দূতরূপে হিরাক্লিয়াসের নিকট প্রেরণ করেন। সম্রাট পত্রখানা পাইয়াই রোমের বিশপ ও পাদ্রিগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া পৌঁছিলে তিনি দরবারকক্ষের দরজাসমূহে অর্গলাবদ্ধ করাইয়া দিয়া তাহাদেরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনারা তো দেখিতেই পাইতেছেন যে, সেই বিদেশীটি ইতোমধ্যেই আমাদের মাতৃভূমিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সে আমার নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছে। তাহার দাবি তিনটি ঃ হয় আমরা তাহার ধর্মে দীক্ষিত হইব, নতুবা তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইয়া তাহাকে আমাদের রাজ্যের পক্ষ হইতে রাজস্ব প্রদান করিব। আর যদি তাহাও আমরা গ্রহণ না করি তবে তৃতীয় বিকল্প ব্যবস্থা হইতেছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা। আল্লাহ্র কসম! এই

পত্রখানা পাঠে আমার কেন যেন মনে হইতেছে, আমার পদতলের এইসব কিছুই কাড়িয়া লওয়া হইবে। এমতাবস্থায় তাহার ধর্মে দীক্ষিত হওয়া অথবা তাহার রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত হইয়া যাওয়াটাই কি বুদ্ধিমানের মত কাজ হইবে না!

এই কথা শ্রবণ করিয়া দরবার ভর্তি লোকজন চীৎকার করিয়া উঠিল, তাহা হইলে কি আমাদের খৃষ্ট ধর্ম বিসর্জন দিয়া হেজায হইতে আগত এই ব্যক্তিটির বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইতে আপনি আমাদেরকে পরামর্শ দিতেছেন ? রোমক সম্রাট যখন মজলিসের এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিলেন তখন তাঁহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মজলিসের এই লোকগুলি বাহির হইয়া গেলেই গোটা সাম্রাজ্যব্যাপী উহার তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে। এই কথা উপলব্ধি করামাত্র তিনি ভোল পাল্টাইয়া সমবেত অমাত্যবর্গ ও ধর্মযাজকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি আপনাদেরকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, আপনারা স্বধর্মে কতটুকু অবিচল আছেন।

তারপর তিনি জনৈক আরব খৃস্টান ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার নিকট এমন একটি লোককে নিয়া আইস যাহার স্মরণশক্তি প্রখর, অথচ সে স্বচ্ছন্দে আরবী বলিতে সক্ষম। তাহার মাধ্যমেই আমি পত্রের জবাব প্রেরণ করিব। ভৃত্যটি আমার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং সে আমাকে ধরিয়া লইয়া সম্রাটের সমীপে উপস্থিত করিল।

সম্রাট আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তুমি ঐ ব্যক্তিটির নিকট আমার পত্রসহ গমন করিবে এবং তিনটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবে। প্রথমত, আমার নিকট তাহার (প্রথম) পত্রটির কথা সে কিছু বলে কি না? দ্বিতীয়ত, পত্রপাঠের সময় সে দিবস বা রজনীর কোন উল্লেখ করে কি না? তৃতীয়ত, একটি বিশেষ বস্তু তাহার মধ্যে দৃষ্ট হয় কি না?

আমি যথারীতি সম্রাটের পত্রসহ তাবূকে গিয়া উপনীত হইলাম। আমি লক্ষ্য করিলাম, তিনি (রাসূলুল্লাহ) তদীয় সঙ্গী-সাহাবীগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় কূয়ার পাড়ে উপবিষ্ট। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনাদের মনিব কোথায় ? আমাকে বলা হইল, এই যে তিনি বসিয়া রহিয়াছেন। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহার নিকট গিয়া বসিয়া পড়িলাম। তিনি আমার নিকট হইতে সম্রাটের পত্রখানা গ্রহণ করিয়া তাঁহার পাশেই রাখিয়া দিলেন। তারপর আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ তুমি কোন্ গোত্রের লোক হও? আমি জবাব দিলাম, 'তানূখ গোত্রে'। এই কথা কি তোমার মনপূত হয় না যে, তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর সনাতন সত্য ধর্ম কবূল করিয়া তুমি মুসলমান হইয়া যাও ?

আমি জবাব দিলাম, এখন তো একটি জাতির দূতরূপে আমি আপনার দরবারে আগমন করিয়াছি। দৌত্যকর্মের দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তো আমি মতাদর্শ পরিত্যাগ করিতে পারি না। আমার এই জবাব শুনিয়া স্মিতহাস্য করিয়া তিনি বলিলেন ঃ "তুমি যাহাকে চাহিবে তাহাকেই হিদায়াত করিতে পারিবে না, বরং আল্লাহ্ই সেই পবিত্র সত্তা তিনি যাহাকে ইচ্ছা হিদায়াত করিতে পারেন। আর তিনিই হিদায়াতপ্রাপ্তদের সম্পর্কে সম্যক অবগত" (২৮ ঃ ৪৬)।

তিনি তাঁহার বক্তব্য প্রদান অব্যাহত রাখিলেন এবং আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ "হে আমার তানূখী ভ্রাতা! আমি পারস্য-সম্রাট কিসরার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম। সে আমার পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। আল্লাহ্ তাহার রাজত্বকেও খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিবেন। আমি ইথিওপীয় সম্রাট নাজাশীর উদ্দেশ্যেও পত্র প্রেরণ করিয়াছি। সেও আমার পত্রখানা ছিঁড়িয়া

ফেলিয়া দেয়। আল্লাহ্ তাহার রাজত্বকেও খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিবেন। তারপর তোমার মনিবকেও পত্র লিখিয়াছি, তিনি তো তাহা লইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিয়াছেন।"

আমি মনে মনে বলিলাম, ইহা হইতেছে সেই বিষয়ত্রয়ের একটি যেগুলির কথা খেয়াল রাখিবার কথা আমাকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার তূণ হইতে তীর খুলিয়া উহার খাপে এই কথাটি টুকিয়া রাখিলাম। তারপর তিনি তদীয় বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট একটি লোকের নিকট পত্রখানা অর্পণ করিয়া তাহা পাঠ করিতে বলিলেন। আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ পত্র পাঠকারী ভদ্রলোকটির নাম কি? তাহারা জবাব দিল, ইনি হইতেছেন মু'আবিয়া।

আমার মনিব কায়সার তাঁহার প্রেরিত পত্রে এই প্রশ্নটিও করিয়াছিলেন, আপনি আমাকে যে বেহেশতের দিকে আহ্বান জানাইতেছেন (আপনার বক্তব্য অনুসারে), উহা আসমান-যমীন ব্যাপী বিস্তৃত— যাহা ধর্মপ্রাণ ও আল্লাহভীরুগণের জন্য সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা হইলে দোযখ কোথায়? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার জবাবে বলিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! যখন দিবস আসে, তখন রাত্রি কোথায় পালায়? আমি চট করিয়া তূণ হইতে তীর খুলিয়া খাপের উপর এই কথাটিও টুকিয়া রাখিলাম।

পত্রপাঠ পর্ব শেষ হইলে তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি বার্তাবাহক দূত। তোমার যথেষ্ট হক রহিয়াছে। কিন্তু উপঢৌকনস্বরূপ দেওয়ার মত তেমন কিছুই আমার কাছে নাই। কেননা আমরা এখন সফরে রহিয়াছি। আমাদের সফরের সম্বলটুকুও নিঃশেষিত প্রায়। এতদশ্রবণে সমবেত জনতার মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, আমি তাহাকে উপঢৌকন দিতেছি। অতঃপর সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁহার নিজের জাম্বিলটি খুলিয়া জরদ রঙের একটি চোগা বাহির করিয়া তাহা আমার থলের মধ্যে পুরিয়া দিলেন। আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই প্রবীণ ভদ্রলোকটি কে? তাহারা জবাব দিল, ইনি হইতেছেন উছমান। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিলেন, কে এই দূতকে আতিথ্য প্রদান করিবে? জনৈক আনসারী যুবক দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই আনসারী ব্যক্তিটি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন আর আমি তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। আমরা যখন মজলিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে উদ্যত হইলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ঃ হে আমার তানূখী ভ্রাতা! একটু নিকটে আইস তো! আমি ফিরিয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ামাত্র তিনি তদীয় পৃষ্ঠদেশ হইতে বস্ত্র অপসারণ পূর্বক বলিলেন, এই হইতেছে সেই বিশেষ বস্তুটি যাহা দেখিয়া যাওয়ার জন্য তোমার মনিব তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন।

আমি একটু অবনমিত হইয়া তদীয় পবিত্র পৃষ্ঠদেশে মোহ্রে নবূওয়াত প্রত্যক্ষ করিলাম— স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি মাংসপিণ্ড—যাহা একটু উত্থিত অবস্থায় ছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া)।

রোমের রাজপ্রাসাদে মহানবী ﷺ-এর কল্পচিত্র

ইবনুল জাওযী (র) তদীয় সীরাত উমার ইবনুল খাত্তাব গ্রন্থে হযরত দিহ্য়া কালবী (রা)-এর দৌত্যকর্ম সংক্রান্ত একটি বিস্ময়কর ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন বলিয়া আল-বালাগুল মুবীনে, পৃ. ৯২০-১ বর্ণিত হইয়াছে। হযরত দিহ্য়া কালবী বলেন, কায়সার যখন লক্ষ্য করিলেন, তদীয়

অমাত্যবর্গ ইসলামের দাওয়াত গ্রহণে একান্তই অনীহ্ তখন তিনি সেই দিনের মত দরবার মুলতবী করিলেন। পরদিন তিনি আমাকে একটি আলীশান মহলে নিভৃতে একান্তে ডাকিলেন। আমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, প্রাসাদ প্রাচীরে তিন শত তেরটি চিত্র শোভা পাইতেছে। কায়সার আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এইগুলি হইতেছে নবী-রাসূলগণের চিত্র। এখানে তোমাদের নবীর চিত্র ঠিক কোন্‌টি তাহা কি আমাকে বলিতে পার? আমি অত্যন্ত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া একটি ছবির দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলাম, এই তো আমাদের নবীর প্রতিকৃতি। কায়সার বলিলেন, নিঃসন্দেহে ইহাই শেষ নবীর প্রতিকৃতি। আচ্ছা, ঐ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি চিত্র দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কাহার প্রতিকৃতি?

আমি জবাব দিলাম, ইহা আখেরী যামানার নবীর ঘনিষ্ঠতম সহচর আবূ বকরের প্রতিকৃতি। কায়সার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, আর তাঁহার বাম পার্শ্বে যে চিত্রটি শোভা পাইতেছে, ঐটা কাহার প্রতিকৃতি? আমি বলিলাম, এইটি তাঁহার অপর ঘনিষ্ঠ সাহাবী উমার ইবনুল খাত্তাবের প্রতিকৃতি। এইবার কায়সার বলিলেন, তাওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এই দুই ব্যক্তির হাতেই ধর্মের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইবে। দিহ্য়া (রা) বলেন, আমার মিশন সমাপ্ত করত নবী দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়াই আমি তাহা আনুপূর্বিক তাঁহার নিকট বর্ণনা করি। সবকিছু শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, কায়সার যথার্থই বলিয়াছে, ঐ দুইজনের হাতেই ধর্মের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইবে।

মওলানা হিফযুর রহ্‌মান সিওহারভী বলেন, হাদীছের যাচাই-বাছাইয়ের ব্যাপারে ইব্‌নুল জাওযী (র)-এর কঠোরতা সর্বজনবিদিত। তাই তাঁহার বর্ণিত কোন রিওয়ায়াতকে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই। সম্ভবত ফটোগ্রাফী আবিষ্কারের পূর্ববর্তী চিত্রকল্পের চরম উৎকর্ষের যুগে যখন কাহারও বাচনিক বর্ণনা শ্রবণ করিয়াই শিল্পিগণ হুবহু তাহার চিত্র অঙ্কন করিতে পূর্ণ সক্ষম ছিলেন সেই যুগে তাওরাত-ইঞ্জীল তথা বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মে নবী- রাসূলগণের বর্ণনাসম্বলিত বিবরণ অবলম্বনে রোমের ঈসায়ী সম্রাটগণ এইসব চিত্রকল্প উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। দিহয়া কালবী (রা) রোমক সম্রাটের দরবারে সেইগুলিই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। হযরত আবূ বকর (রা) তদীয় খিলাফত আমলে হিশাম আল-'আসকে রোমের রাজদরবারে দূতরূপে প্রেরণ করিলে হিরাক্লিয়াস তদীয় লোকজনকে একটি বড় সিন্দুক তাঁহার কাছে আনয়নের নির্দেশ দেন। উহার মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট খোপ এবং সেইগুলিতে দরজাও ছিল। হিরাক্লিয়াসের নিকট তাহা আনীত হইলে তিনি তাহার তালা খুলিয়া রেশমী বস্ত্রাচ্ছাদিত অনেকগুলি প্রতিকৃতি বাহির করিলেন, প্রত্যেকটি খোপ হইতে একটি করিয়া প্রতিকৃতি বাহির করিয়া তিনি বলিলেন, এইগুলি হইতেছে নবী-রাসূলগণের প্রতিকৃতি। তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল শ্বেত বর্ণের প্রতিকৃতিও দেখা গেল। হিরাক্লিয়াস হিশামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনি কি এই ব্যক্তিকে চিনেন? হিশাম বলিলেন, ইনিই তো আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। আপনি এই প্রতিকৃতিগুলি কোথায় পাইলেন? হিশামের এই প্রশ্নের জবাবে সম্রাট জানাইলেন, হযরত আদম (আ) তদীয় সন্তানদের মধ্যকার যাঁহারা নবী-রাসূল হইবেন তাঁহাদেরকে দেখাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করিয়াছিলেন। আল্লাহ তখন এই প্রতিকৃতিগুলি তাঁহার নিকট নাযিল করেন। সূর্যের অস্তাচলে অবস্থিত আদম (আ)-এর হিফাযতখানায় এইগুলি সুসংরক্ষিত অবস্থায় ছিল। যুল-কারনায়ন

সেইগুলি উদ্ধার পূর্বক হযরত দানিয়াল-এর নিকট সমর্পণ করেন। তিনি আবার সেইগুলিকে নূতন রূপ দান করেন (ই'লামুস্ সাইলীন, পৃ. ৭৬-৭৮)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রের প্রতি কায়সারের সম্ভ্রম প্রদর্শন

হিদায়াতের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সুপথ প্রদর্শন করেন এবং সুবুদ্ধি সুমতি দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা এই পরম ঈপ্সিত দৌলত হইতে বঞ্চিত রাখেন। রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস পার্থিব লোভ ও রাজত্বের মোহে বিভোর থাকার দরুন মহানবী ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দানে ব্যর্থ হইলেও তিনি মনেপ্রাণে তাঁহার সত্যতার কথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মহানবী ﷺ-এর পবিত্র পত্রখানা শিরে ধারণ করেন, চোখে-মুখে লাগান এবং চুম্বনের মাধ্যমে তিনি তাঁহার সেই ঐকান্তিক ভক্তির অভিব্যক্তিও ঘটাইয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁহার নিকট প্রেরিত মহানবীর এই পত্রখানা একটি স্বর্ণ-নির্মিত পাত্রে সসম্মানে সংরক্ষণও করেন।

আমীর সায়ফুদ্দীন মনসূরী বলেন, একদা খলীফা মানসূর কিছু উপঢৌকনসহ আমাকে মরক্কোর বাদশাহ্র নিকট প্রেরণ করেন। এই শেষোক্ত বাদশাহ্ একটি সুপারিশের জন্য আমাকে ফিরিঙ্গী বাদশাহের দরবারে প্রেরণ করেন— যিনি ছিলেন রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অধস্তন বংশধর। দৌত্যকর্ম সম্পন্ন করিয়া আমি যখন তাঁহার দরবার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলাম তখন তিনি আমাকে একটু থামিতে বলিলেন। সাথে সাথে তিনি বলিলেন, আপনি যদি আজকের দিনটি থাকিয়া যান তাহা হইলে আমি আপনাকে একটি মহান স্মৃতি ও দুর্লভ বস্তু দেখাইব। তাঁহার কথায় আমি সেই দিনের মত সেখানে রহিয়া গেলাম।

নির্দিষ্ট সময়ে তিনি একটি স্বর্ণের পাতে মোড়া সিন্দুক আনাইলেন। উহার মধ্য হইতে একটি স্বর্ণ নির্মিত পাত্র বাহির করিলেন। অতঃপর তাহা খুলিয়া রেশমী বস্ত্রে মোড়া একখানা পত্র বাহির করিলেন। পত্রখানার অধিকাংশ অক্ষরই মিটিয়া গিয়াছে।

বাদশাহ্ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ইহা হইতেছে আমার পিতামহ হিরাক্লিয়াসকে লিখিত আপনার নবীর পত্র। উত্তরাধিকার সূত্রে আমি এখন ইহার স্বত্বাধিকারী। আমার পিতামহ বলিয়া গিয়াছেন, যতদিন এই পত্রখানা তোমাদের নিকট সংরক্ষিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত এই রাজত্ব টিকিয়া থাকিবে। সুতরাং এই সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্বার্থে আমরা পত্রখানার প্রতি পূর্ণ সম্ভ্রম পোষণ করিয়া থাকি। কিন্তু সাথে সাথে খৃস্টান সাধারণের নিকট তাহা গোপন রাখি (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৭৭-৭৮; যুরকানী, ৩খ., পৃ. ৩৪২)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী ও হিরাক্লিয়াসের আশংকার বাস্তবায়ন

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক জনৈক প্রবীণ সিরিয়াবাসীর বরাতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সংবাদ হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছিলে তিনি সিরিয়াভূমি ত্যাগ করিয়া কন্সটান্টিনোপল চলিয়া যাইতে মনস্থ করেন। উহার প্রাক্কালে তিনি মহানবীর সত্যতা বর্ণনা করিয়া তাঁহার আনুগত্য অবলম্বনে রোমবাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পান। ইহাতে তাহারা অসম্মতি প্রকাশ করিলে তিনি জিয্য়া দানের মাধ্যমে আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভের প্রস্তাব দেন। তাহাতেও যখন তাহারা চরম অনীহা প্রকাশ করিল তখন তিনি প্রস্তাব দিলেন, তাহা হইলে চল আমরা তাঁহার সাথে এই মর্মে সন্ধি

করিয়া লই যে, দক্ষিণ সিরিয়া আমরা মুহাম্মাদকে ছাড়িয়া দিব এবং তিনি আমাদেরকে শামে (উত্তর সিরিয়ায়) থাকিতে দিবেন।

রাবী বলেন, ঐ সময়কার সিরিয়া প্রদেশটি ফিলিস্তীন, জর্দান, দামিশ্ক, হিম্স এবং সীমান্তবর্তী গিরিপথের (যতদূর মনে হয় গোলান উপত্যকা) এই পার লইয়া গঠিত ছিল। আর গিরিপথের ঐ পার ছিল শাম। রোমবাসিগণ ইহাতে আপত্তি জানাইয়া বলিল, আমরা মুহাম্মাদকে সিরিয়া ছাড়িয়া দিব অথচ আপনি সম্যক জ্ঞাত রহিয়াছেন যে, সিরিয়া ভূখণ্ডটি শামেরই অবিচ্ছেদ অঙ্গ। আমরা ইহা কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

তাহাদের এইরূপ অস্বীকৃতি লক্ষ্য করিয়া হিরাক্লিয়াস বলিলেন, আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তোমাদের ভূখণ্ডে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিয়া নিজেদেরকে সফল বলিয়া ভাবিতে পসন্দ করিতেছ মাত্র, ইহার অধিক কিছু নহে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৪৬৪-৫)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

قد مات كسرى ولا كسرى بعده واذا هلك قيصر نلا قيصر بعده والذى نفسى بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل الله .

"কিসরার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পর আর কোন কিসরা পারস্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবে না। অতঃপর যখন কায়সার নিপাত যাইবে, তাহার পর আর কোন কায়সার রোমক সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আসীন হইবে না। যে পবিত্র সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার শপথ, তাহাদের উভয়ের ধনভাণ্ডারসমূহ তোমরা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিবে" (মুসলিম, জিল্দ ২)।

সত্যসত্যই হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে (হি. ১৪/৬৩ খৃ.) সিরিয়ার উপর উপর্যুপরি মুসলিম হামলা চলিতে থাকে এবং হযরত উমর (রা)-এর খিলাফত আমলে গোটা বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধ সিরিয়া প্রদেশ মুসলমানদের পদানত হয়। এইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীর মাত্র ছয় বৎসরের মধ্যেই সেখান হইতে রোমক শাসনের অবসান ঘটে (দ্র. যায়নী দাহ্লান, ফুতুহাতে ইসলামিয়া, ১খ., বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, গীবন, Decline and Fall of the Byzantine Empire প্রভৃতি)।

আরীসিয়্যীন কাহারা ?

রোমান সম্রাটকে লিখিত পত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন ঃ

فـان تـولـيـت فـعـلـيـك اثـم الاريـسـيـيـن.

এই اريسين শব্দটির আসল রূপ সম্পর্কে নানা আলিমের নানা মত। ইমাম মুসলিম (র)-সহ একদল মুহাদ্দিছ মনে করেন, শব্দটি আসলে الاريسين (আল-ইরীসিয়্যীন), কিন্তু ইমাম বুখারী (র) বলেন, শব্দটি আসলে আল-ইয়ারীসিয়্যীন। আবার অনেকে ইহাকে আল-আরীসিয়্যীন বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, প্রাচীন যুগের কোন এক নবীকে অস্বীকারকারী আবদুল্লাহ ইব্ন আরীসের নাম হইতেই উহার উৎপত্তি— যাহার অর্থ, ব্যাপকভাবে নবীকে অস্বীকারকারী দল। আবার অন্য কেহ বলিয়াছেন, ইহারা হইতেছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরূস (عبد الله بن عروس)-এর অনুসারী খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী যাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র মনে করেন না।

বিখ্যাত আরবী অভিধান আল-কামূস আল-মুহীতে শব্দটির আলোচনায় আছে ঃ

ارس (الارس) بالكسر الاصل الطيب والأرس والاريسن كجليس وسكيت الاكار اليسون واريسون وارارسة وأرارسة وأرارس وأرس يأرس أرسا وارّس تأريسا صار أرسيا وكسكيت الامير وارّسه تأريسا استعمله واستخدمه.

মোটকথা, কৃষককুল, সেবক ও ভৃত্য শ্রেণীর লোকজন (তারতীবু'ল-কামূসিল মুহীত আলা ত'রীকাতি'ল-মিস'বাহি'ল-মুনীর ও আসাসি'ল-বালাগ'া, ১খ., পৃ. ১৩২-৩; 'ঈসা আল-বারী আল-হ'লাবী ও শুরাকাউহু বি-মিস'র)।

হাদীছের অন্য একটি বর্ণনা হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়, যাহাতে এই ক্ষেত্রে বলা হইয়াছে ঃ

فلا تحل بين الفلاحين والانتلام.

"আপনি আপনার কৃষক প্রজাদের এবং ইসলামের মধ্যে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবেন না" (জামহারাতু রাসাইলিল আরাব, ১খ., পৃ. ৩৯; সু'বহু'ল-আ'শা, ৬খ., পৃ. ৩৭৭; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ৫৫; কায়রো ১৯৩৪ খৃ.; আল-মিস'বাহু'ল-মুদী, ২খ., পৃ. ১০৩; মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৮২)।

আল্লামা ইব্ন কাছীরের রিওয়ায়াতেও এই স্থলে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হইয়াছে ঃ

فان ابيت فان اثم الاكاريين عليك.

"আপনি যদি অগ্রাহ্য করেন তবে কৃষককুলের পাপের বোঝা আপনার উপরই বর্তাইবে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৪৫৭; বাংলা ভাষ্য, ইফাবা. প্রকাশিত ২০০৪)।

কিতাবুল আমওয়ালের সংকলক আবূ 'উবায়দ শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, শব্দটির অর্থ কৃষক হইলেও এখানে কেবল কৃষকদের কথা বুঝান হয় নাই। ব্যাপক অর্থে সমস্ত প্রজাকুলকেই বুঝান হইয়াছে। কেননা আরবগণ অনারব সকল জাতিকেই একান্তই কৃষিনির্ভর চাষাভূষা জাতি মনে করিত। ঐ সকল জাতির লোকজন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপরই নির্ভরশীল ছিল।

কাযী ইয়ায (র) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই বাক্যটিকে আরও বর্ধিত কলেবরে রিওয়ায়াত করিয়াছেন এইভাবে ঃ

فان ابيت فانا نهدم الكفور ونقتل الارسيين وانى اجعل ذلك فى رقبتك.

"আপনি যদি অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে আমরা পল্লীসমূহ ধ্বংস করিব এবং (এইগুলির অধিবাসী) কৃষককুলকে হত্যা করিব, আর ইহার তাবৎ দায়দায়িত্ব আপনার ঘাড়েই চাপাইব" (কাযী ইয়ায, মাশারিকুল আনওয়ার আলা সিহাহিল আছার, ২খ., পৃ. ৮৩-৮৪; ই'লামুস সাইলীন, পৃ. ৭০)।

উক্ত হাদীছে كفور শব্দটি পল্লী-গ্রাম অর্থে এবং আরীব আরীসিয়্যীন কৃষককুল অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইবনুল মানযূরও 'লিসানুল 'আরাব' গ্রন্থে শব্দটিকে কৃষিজীবীর সম-অর্থের বলিয়া উল্লেখ করিয়া ইহার সমর্থনে ইমাম ছা'লাব-এর বরাত দিয়াছেন। এই ব্যাপারে তিনি ইবনুল 'আরাবীর অনুরূপ উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবূ উবায়দার এরূপ উদ্ধৃতিও তিনি ব্যবহার করিয়াছেন,

যাহাতে তিনি বলেন, আমার মতে 'আরবীস সর্দার ও বড়দেরকে বলা হইয়া থাকে যাহাদের হুকুম তামিল করা হয় এবং যখন তাহারা আনুগত্য চাহে তখন তাহাদের আনুগত্য করা হয় (দ্র. লিসানুল আরাব ارس ধাতু)।

ইবনুল মানযূর (র) আযহাবীর বরাতে লিখেন ঃ "ইরাকের সাওয়াদ এলাকার লোক যাহারা পারসিক সম্রাটের ধর্মের অনুসারী ছিল, তাহারা কৃষিজীবী ছিল। রোমকরা সাজ-সরঞ্জাম তৈরী ও শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিল। এইজন্য তাহারা অগ্নিউপাসকদেরকে আরীসিয়্যীন বা কৃষককুল বলিয়া অভিহিত করিত। আরবগণও ইরানীদেরকে ফাল্লাহীন বা কৃষককুল বলিয়া অভিহিত করিত" (নবীয়ে রহমত, পৃ. ৩১৫, ১ম সং ১৯৯৭ খৃ.)।

লক্ষণীয়, এহেন ইরানীদের সম্রাটের নামে প্রেরিত পত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিন্তু উক্ত শব্দটি ব্যবহার করেন নাই। আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) তাই মন্তব্য করেন, উল্লেখিত কারণে আমাদের নিকট অগ্রাধিকারযোগ্য অভিমত এই যে, ইরীসিয়্যীন-এর অর্থ এইখানে আরিয়ূস মিসরী (২৮০-৩৩৬ খৃ.)-এর অনুসারীবর্গ যিনি একটি খৃস্টান উপদলের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি খৃস্টীয় আকীদা-বিশ্বাস ও সংস্কারে গোত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই উপদল বায়যান্টাইন সাম্রাজ্য ও খৃস্টান গীর্জাকে দীর্ঘকাল পেরেশান করিয়া রাখিয়াছিল। আরিয়ূস তাওহীদ ও একত্ববাদের ধ্বনি উচ্চারিত কণ্ঠে তুলিয়া ধরেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি ভাষায়) পিতা ও পুত্রের মধ্যে পার্থক্য করার দাওয়াত দেন (Encyclopaedia of Religion and Ethics, ১খ.)।

এইজন্য অগ্রাধিকারযোগ্য ও অনুমানসিদ্ধ কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সতর্ক বাণী ঃ فان توليت فان عليك اثم الاريسيين -এ উল্লেখিত আরীসিয়্যীন বলিতে ইহাদেরকেই বুঝান হইয়াছে। কেননা সেই যুগের খৃস্টান জগতের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব এবং বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের ক্ষমতা যাহার হাতে ছিল তিনি ছিলেন হিরাক্লিয়াস। তখনকার খৃস্টানদের মধ্যে এই ফেরকাই তুলনামূলকভাবে নির্ভেজাল তাওহীদের ধারক-বাহক এবং তাহারাই ঐ পর্যন্ত তাহার উপর কায়েম ছিল (The New Catholiç Encyclopaed_ia, ১৪খ., পৃ. ২৯০, Holy Trenity শীর্ষক নিবন্ধ)।

ইরানের শাহানশাহ খসরু পারভেজের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

খসরু পারভেজের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ঃ পারসিক ভাষায় খসরু শব্দের আরবী রূপ হইতেছে কিস্রা আরবীতে খসরু শব্দের সহীহ উচ্চারণ খুসরাত। ইহা সেই যুগের পারস্য সম্রাটগণের উপাধি ছিল, যেমনটি ছিল মিসরের 'ফিরআউন ও ইথিওপিয়ার সম্রাটগণের নাজাশী উপাধি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র প্রাপক কিস্রার নাম ছিল খসরু পারভেজ। তিনি বিশ্ববিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ পারস্য সম্রাট প্রথম খসরু নওশেরোয়ার পৌত্র ছিলেন। তাহার পিতা হুরমুজ ৫৯০ খৃস্টাব্দে নিহত হওয়ার পর তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৬২৮ খৃস্টাব্দে (৭ম হিজরীর ১১ জুমাদাল উলা) নিহত হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৭ বৎসরকাল ধরিয়া তিনি রাজ্য শাসন করেন। তিনি পারসিক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে ২য় খসরু নামে বিখ্যাত।

সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই বিদ্রোহী বাহ্‌রাম চুবীনের হাতে পরাস্ত হইয়া তিনি সাসানী রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বায়ান্টাইন সম্রাট মরীস (Maurice)-এর আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধারে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মরিস বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা সাহায্য

করিলে তিনি তাহার পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন এবং পুনর্বার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার বিপদের বন্ধু সম্রাট মরিস বিদ্রোহী কোকাসের হাতে নিহত হইলে কোকাসই বায়যান্টাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট হইয়া যায়। তিনি তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ৬১২ খৃ. রোমান সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণ চালান। কোকাসের নিহত হওয়ার পরও তাঁহার সেই প্রতিশোধস্পৃহা স্তিমিত হয় নাই। তাঁহার বিজয় অভিযান রাজধানী কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। মিসর, সিরিয়া ও ফিলিস্তীনসহ বিশাল ভূভাগ তিনি রোমকদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লন। সেইজন্য তাঁহার উপাধি হয় পারভেজ বা বিজয়ী (আর-রাওদুল উনুফ, ২খ., পৃ. ২৫২; আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ১৫১)।

ইরানের ঐতিহাসিকগণ একমত যে, সম্রাট ২য় খসরু পারভেজ ইরানের ইতিহাসের সর্বাধিক ঐশ্বর্যশালী ও শান-শওকতের অধিকারী সম্রাট ছিলেন। তাহার শাসনামলে সাসানী সাম্রাজ্য উন্নতি, বিলাস ব্যসন ও সৌন্দর্য উপকরণে সমৃদ্ধির শিখরে উপনীত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমের রাজ্যগুলি অবধি তাহার মুদ্রা চালু ছিল তাঁহার নামের সঙ্গে যেইসব শানদার পদবী ও বিশেষণ তিনি নিজে ব্যবহার করিতেন তাহা এইরূপ, ঈশ্বরগণের মধ্যে অবিনশ্বর মানব, মনুষ্যগণের মধ্যে অদ্বিতীয় ঈশ্বর, তাঁহার ক্ষমতা ও মর্যাদা সর্বোচ্চে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বপ্রভায় উদিত হন, তাঁহার প্রভাব তিনি অন্ধকার রাত্রিসমূহকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তোলেন (ইরান ব-'আহ্‌দে সাসানিয়া, পৃ. ৬০; থিওনীলেক্‌টিস-এর বরাতে); আস্‌-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, পৃ. ২৫১, ষষ্ঠ মুদ্রণ, বৈরূত, ১৯৮৪ খৃ.)। ঐতিহাসিক তাবারী তাঁহার সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ

كان من اشد ملوكهم بطشا وانفذهم رأيا وأ بعمدهم غورا وبلغ خيما ذكر من البأس والنجدة والنصر والظفر وجمع الاموال والكنوز ومساعدة القدر ومماعدة الدهر اياه مالم يتهيأ لملك اكثر منه ولذلك سمى ابرويز وتفسيره بالعربية المظفر.

"সর্বাধিক পরাক্রমশালী, সর্বাধিক সিদ্ধান্ত প্রদানক্ষম ও দূরদর্শী, বীরত্বে, শৌর্যবীর্যে, বিজয় সাফল্যে, ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যে ভাগ্যের আনুকূল্যে অদ্বিতীয় ও অভূতপূর্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত — যাহা অন্য কোন সম্রাটের ভাগ্যে ইতোপূর্বে জুটে নাই। এইজন্য তাঁহার লকব হয় পারভেজ— আরবীতে যাহাকে মুজাফ্‌ফার বা বিজয়মণ্ডিত বলা হইয়া থাকে" (তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, পৃ. ৯৯৫; আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা, পৃ. ২৫২)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র প্রেরণ

ষষ্ঠ হিজরীর শেষদিকে রোমক বাহিনী ইরানের শাহানশাহ খসরু পারভেজকে নিনোভার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া টাইগ্রীস (দিজলা) নদীর অপর পাড়ে ঠেলিয়া দেয়া। খসরু পারভেজের তখন চরম সঙ্কটকাল। রোমকদের হাতে পরাজয়ের গ্লানি তাঁহার মনমেজাজকে রুক্ষ করিয়া তুলিয়াছিল। দরবারের অমাত্যবর্গ এবং সেনাধ্যক্ষগণের প্রতি কথায় কথায় তাঁহার ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছিল। কেননা তাঁহার ধারণা ছিল, এই অমাত্যবর্গ ও সেনাধ্যক্ষগণের কর্তব্যে উদাসীনতা, কাপুরুষতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই তাঁহাকে হিরাক্লিয়াসের হাতে পরাজয় বরণ করিতে হইল। তাহাদেরকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। গোটা পারসিক সাম্রাজ্যের সকলেই তখন সন্ত্রান্ত।

প্রতিদিন কোন না কোন আমীর বা অমাত্যের গ্রেফতারীর, কোন না কোন উযীরের ফাঁসির এবং কোন না কোন সেনাপতির পলায়নের খবর রাখিতেছিল। শাহানশাহ একটা ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফুঁসিয়া উঠিতেছিলেন। পরাজিত জাতি যেন চরম হতাশা ও আতঙ্কে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ঠিক এমনি পরিস্থিতিতে একজন ভিনদেশী লোক অদ্ভুত পোষাক পরিহিত অবস্থায় শ্বেত প্রাসাদের নিকটে দাঁড়াইয়া শাহানশাহে ইরানের রক্ষী অফিসারদের নিকট বারবার প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমাত প্রার্থনা করিতেছিল। তাহার গায়ে ছিল এক পশুর কম্বল যাহা সে কাকনের মত গলায় জড়াইয়া রাখিয়াছিল- তাহার বগলদ্বয়ের নীচ দিয়া দামন পর্যন্ত যাহা ছিল বাবুল কাটায় সেলাই করা, যাহার কোমরে বাঁধা ছিল একটা রজ্জু আর তাহার সাথে ঝুলতেছিল কোষ আবদ্ধ তাহার তলোয়ারখানা। তাহার মাথায় বাঁধা ছিল এক প্রস্থ রুমাল, কিন্তু পদযুগল ছিল পাদুকাশূন্য। এই অবস্থায় শ্বেত প্রাসাদের রক্ষীগণ কোনমতেই তাহাকে প্রাসাদ অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দিতেছিল না।

এমন সময় একদিন স্বয়ং শাহানশাহ খররু পারভেজ যখন আরবদের অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে মন্তব্য করিতেছিলেন তখন সুযোগ পাইয়া জনৈক পরিষদ তাঁহাকে জানাইলেন যে, এমনি এক অদ্ভুত বেশভূষার লোক গত কয়েকদিন ধরিয়া দরবারে প্রবেশের অনুমতি দানের জন্য প্রহরীদেরকে অনুরোধ করিতেছে। সে নিজেকে মদীনার দূত বলিয়া পরিচয় দিতেছে। খসরু পারভেজ তখনই তাহাকে দরবারে প্রবেশের অনুমতি দান করিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাসেদ আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা সাহ্মী (রা) তখন তাঁহার সেই দরবেশসুলভ বেশভূষায় খসরু পারভেজের সম্মুখে উপনীত হইলেন। পরিষদবর্গতো এই কম্বল পরিহিত আগন্তুকের নির্ভীক পদক্ষেপে দরবারে প্রবেশের ধরন-ধারণ দেখিয়াই অবাক। যে মহান শাহানশাহে ইরানের দরবারে প্রবেশের সময় বড় বড় রাজা-বাদশাহগণ পর্যন্ত থাকেন ভীত-সন্ত্রস্ত, কুর্নিশরত, এই লোকটির মধ্যে তাহার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। যেন ইহা সম্রাটের দরবার নহে, সরাইখানা। কিছু একটা জাতীয় প্রহরীগণ তাঁহাকে সতর্ক করিলেন, শাহানশাহের দরবারে প্রবেশকালে কুর্নিশ করিতে হয় হে! কিন্তু আগন্তুক তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, আল্লাহ্ ছাড়া কাহাকেও মোরা করিনাকো কুর্নিশ!"

আগন্তুকের এইরূপ বেপরোয়া উক্তি শ্রবণে রুক্ষ মেজাজের শাহানশাহ খসরু পারভেজ অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। কী, স্বয়ং শাহানশাহের মুখের উপর একটা গ্রাম্য মানুষের এত বড় স্পর্ধা! দরবারের লোকজন শাহানশাহের অগ্নিমূর্তি দর্শনে ভয়ে জড়সড় হইয়া তোল। কিন্তু আগন্তুক নির্বিকার। তিনি তাঁহার জামার আস্তিন হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া নির্ভয়ে খসরু পারভেজের সন্মুখে রাখিয়া দিলেন। নকীব পত্রখানা লইয়া সসম্ভ্রমে বাদশাহ্র সন্মুখে দাঁড়াইয়া গেল। অতঃপর খসরু পারভেজের নির্দেশে উচ্চকণ্ঠে সে তাহা পড়িয়া শুনাইল। পত্রের পাঠ ছিল এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وامن بالله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الى الناس كافة لينذر من كان حيا اسلم تسلم فان ابيت فعليك اثم المجوس.

“পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে পারস্য প্রধান কিসরার প্রতি। যে হিদায়াতের অনুসরণ করে, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে তাহার প্রতি সালাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, লা-শরীক আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি এই উদ্দেশ্যে প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল। যেন আমি সমগ্র জীবিত মানবজাতিকে সতর্ক করিয়া দেই। ইসলাম গ্রহণ করুন শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবেন, আর যদি অগ্রাহ্য করেন তাহা হইলে সমগ্র অগ্নি উপাসক জাতির পাপের বোঝা আপনার উপর বর্তাইবে”।

(সীলমোহর)
আল্লাহ্‌র
রাসূল
মুহাম্মাদ

সহীহ বুখারী, কিতাবু আখবারিল আহাদ, ৪র্থ অধ্যায়, ২খ., পৃ. ২৯৫-২৯৬; 'জামহারাতুর রাসাইলিল 'আরাব, ১খ., পৃ. ৩৫; সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৭৭; ইজাযুল কুরআন, পৃ. ১১২; আল-কামিল, ২খ., পৃ. ৮১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ২৬৯; সুব্‌হুল আ'শা, ৬খ., পৃ. ৩৭৭; মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ৭৫; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৯০; মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া লিল-কাস্তাল্লানী, শারহে যুরকানী, ৩খ., পৃ. ৩৮৯; দালাইলুন নুবূয়্যা (আবূ নুআয়ম), পৃ. ২৯৩, তাবারী, ২খ., পৃ. ২৯৫-৬।

উপরিউক্ত পাঠ তাবারীর বর্ণনা হইতে লওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে হামদুল্লাহ আল-মুস্তাওফীর উদ্ধৃত পত্রের পাঠ ও বর্ণনা বর্ধিত অংশসহ এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله الى يرويزبن هريز اما بعد مانى احمد الله لا اله الا هو الحى القيوم الذى ارسلنى بالحق بشيرا ونذيرا الى قوم غلبهم السفه وسلب عقولهم ومن يهدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ان االله بصيرا بالعباد ليس كمثله شئ وهو السميع البصير اما بعد فاسلم تسلم او ائذن بحرب من الله ورسوله ولم تعجزهما-

“পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ হইতে হুরমুজ পুত্র পারভেজের প্রতি। সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক— যিনি আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে সেই জাতির প্রতি, যাহারা অজ্ঞতার মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে এবং যাহাদের বিবেকবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। যাহাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেন তাহাকে কেহই পথভ্রষ্ট করিতে পারে না, এবং যাহাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন কেহই তাহাকে হিদায়াত করিতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাঁহার বান্দাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত। কোন কিছুই তাঁহার সদৃশ নহে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (৪২ ঃ ১১)। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ

করিবেন, নতুবা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন। আল্লাহ্ ও রাসূলকে আপনি অপারগ করিতে সক্ষম হইবেন না।

(সীলমোহর)
আল্লাহ্র
রাসূল
মুহাম্মাদ

ফাদিল সাবরী হামদানী, মুহাম্মাদ ও যেমামদারা (মুহাম্মাদ ইব্ন বালাআমী কৃত তাবারীর অনুবাদের বরাতে ভারতীয় মুদ্রণ, পৃ. ৩৬১; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৯৬)।

এই ব্যাপারে শী'আ আলিম ও গবেষক 'আলী ইব্ন হুসায়ন 'আলী আল-আহ্মাদীর মন্তব্য প্রতিধানযোগ্য। তিনি লিখেন ঃ আমার দৃঢ় ধারণা, প্রথমোক্ত পত্রখানিই সঠিক যাহা বড় বড় ঐতিহাসিক ও মুহাদ্দিছগণ বর্ণনা করিয়াছেন। আমার শায়খ (ইব্ন শাহ্র আশূব) এইজন্য তদীয় মানাকিব গ্রন্থে কেবল প্রথম রিওয়ায়াতই উদ্ধৃত করিয়াছেন— যদিও তাঁহার উদ্বৃত পত্রের বক্তব্য অধিকাংশের বর্ণনার পরিপন্থী। ইহা সেই যুগের ইসলামের অবস্থার পরিপন্থীও বটে। কেননা পত্রখানি ষষ্ঠ বা সপ্তম হিজরীর, মুসলমানগণ সেই যুগে অর্থাভাব, সংখ্যাস্বল্পতা এবং রণসম্ভারের দিক হইতে অনেকটা রিক্ত ছিলেন। সুতরাং জিয্য়াদান বা যুদ্ধ ঘোষণার জন্য পারসিক সম্প্রদায়ের মত বিপুল শক্তিধর সম্রাটকে চ্যালেঞ্জ করার মত অবস্থা তখন ছিল না।

অধিকন্তু নবী করীম ﷺ-এর রোমক সম্রাট, ইথিওপীয় সম্রাট ও মিসর-রাজ প্রমুখকে লিখিত পত্রে যাহা ঐ একই সময়ে লিখিত হইয়াছিল— এই বক্তব্য নাই। তবে হাঁ, ইহা অপর পত্র হইতে পারে— যাহা জিয্য়া সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর লিখিত হইয়া থাকিবে। যেমন কিতাবুল আমওয়াল (পৃ. ২০)-এ রহিয়াছে, কিন্তু তাহাও বিশুদ্ধ হইবার উপায় নাই। কেননা কিসরা ইব্ন হুরমুজ যাহার কথা পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, ইহার পূর্বেই নিহত হইয়াছেন। আর জিয্য়ার আয়াত নাযিল হইয়াছে নবম হিজরীতে। আর কিতাবুল আমওয়ালে যাহা এককভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাও নাজাশীকে লিখিত পত্রের বিপরীত। আর কিসরা আহ্লে কিতাব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তবে তাহা দশম হিজরীতে বা উহার কাছাকাছি সময়ে কিসরাকে লিখিত পত্র হইয়া থাকিতে পারে যখন ইসলাম বেশ শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে এবং মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, শক্তি-সামর্থ্য ও প্রস্তুতি উন্নত হইয়াছে, যাহা জ্ঞানীগণের নিকট বিদিত (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৯৭)।

(৩) উপরিউক্ত বর্ণনাদ্বয় ছাড়াও খতীব বাগদাদী, আলী মুত্তাকী আল-হিন্দী (বুরহানপুরী) পত্রের পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন এইভাবে ঃ

من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس أن اسلم تسلم من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فله ذمة الله وذمة رسوله.

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হইতে পারস্য প্রধান কিসরার প্রতি— ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবেন। যে ব্যক্তি আমাদের এই সাক্ষ্য দেয় (কলেমা শাহাদাত পাঠ করে) আমাদের কিবলাকে কিবলারূপে অনুসরণ করে, আমাদের যবেহকৃত গোশ্ত খায়,

তাহার জন্য আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের যিম্মা রহিল" (তারীখ বাগদাদ, ১খ., পৃ. ১৩২; কান্যুল উম্মাল, ২খ., পৃ. ২৮৭)।

(৪) আবূ 'উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লাম ও আলী মুত্তাকী কানযুল উম্মালের অন্যত্র লিখেন ঃ

كتب رسول الله ﷺ الى كسرى وقيصر ورالنجاشى كتابا واحدا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى كسرى وقيصر والنجاشى اما بعد تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولّوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون.

الله
رسول
محمد

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কিস্রা, কায়সার এবং নাজাশীকে অভিন্ন পত্র লিখেন এইভাবে ঃ বিসমিল্লাহির রহ্মানির রাহীম। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ হইতে কিস্রা, কায়সার ও নাজাশীর প্রতি— অতঃপর হে কিতাবিগণ! আইস সেই কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ্ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করি। যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া লয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, অবশ্যই আমরা মুসলিম" (৩ ঃ ৬৪)।

(সীলমোহর)
আল্লাহ্র
রাসূল
মুহাম্মাদ

(আবূ 'উবায়দ, কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ২৩; কান্যুল উম্মাল, ২খ., পৃ. ৩২০)।

(৫) কিসরাকে লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রের আরেকটি ভাষ্য পাওয়া যায়, যাহার পাঠ এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد رسول الله الى كسرى بن هرمزد اما بعد فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو وهو الذى اوانى وكنت يتيما واغنانى وكنت عائلا وهدانى وكنت ضالا ولن يدع ما أرسلت به الا من قد سلب معقوله والبداء غالب عليه اما بعد يا كسرى فاسلم تسلم او ائذن بحرب من الله ورسوله ولم تعجزهما والسلام محمد رسول الله.

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ হইতে কিসরা ইব্ন হুরমুজদের প্রতি। অতঃপর আমি আপনার নিকট সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন

ইলাহ নাই। তিনিই সেই পবিত্র সত্তা যিনি আমাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন, অথচ আমি ছিলাম ইয়াতীম। তিনি আমাকে অভাবমুক্ত করিয়াছেন অথচ আমি ছিলাম নিঃস্ব। তিনি আমাকে পথনির্দেশ দিয়াছেন অথচ আমি ছিলাম পথ সম্পর্কে অনবহিত। আমি যাহা লইয়া প্রেরিত হইয়াছি তাহা ত্যাগ করিতে পারে না সেইসব লোক ব্যতীত যাহাদের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, আর যাহাদের উপর বিপদ প্রবল হইয়াছে। অতঃপর, হে কিসরা, সুতরাং আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপত্তা লাভ করিবেন। নচেৎ আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুন! আপনি তাহাদেরকে অপারগ করিতে সক্ষম হইবেন না। ওয়াস-সালাম.।

(সীলমোহর)

আল্লাহ্র

রাসূল

মুহাম্মাদ

(প্রফেসার এডওয়ার্ড ব্রাউন, লিটারেরী হিস্ট্রি অব পারসিয়া, ১খ., পৃ. ১৮৩; তারীখে আদাবে ইরান, ফার্সীতে অনূদিত, পৃ. ২৯৬; মাকাতীবুর রাসূল ১খ., পৃ. ৯৫-৯৬; আল-ইরবু ফী আখবারিল কু'র সি ওয়াল আরাব)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রের বক্তব্য শ্রবণে খসরু পারভেজ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। বেপরোয়া মানসিকতাসম্পন্ন পত্রবাহকের ঔদ্ধত্য দর্শনে এমনিতেই তিনি ক্রুদ্ধ ছিলেন। কেননা কিস্রার দরবারের প্রথানুসারে তিনি তাহাকে কুর্ণিশ করেন নাই। এইবার পত্রের মর্ম শ্রবণে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পত্রের ভাষা ও সম্বোধন ছিল এমনি ধরনের— যেন কোন প্রতাপান্বিত শাসক তাহার কোন প্রজাকে সম্বোধন করিতেছেন। আরবদের সম্পর্কে এতকাল তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইহারা হইতেছে একটা নিছক উপজাতি। যুদ্ধজয়ীদের পিছনে পিছনে ঘুরিয়া কিছু উচ্ছিষ্ট লাভ করিয়া বা কিছু লুটপাট করিয়া আবার তাহারা তাহাদের মরু প্রান্তরে নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। তাহাদের গোত্রপতিগণ সর্বদাই ইরানের শাহানশাহের ভাতাভোগী এবং অনুগ্রহ প্রার্থীরূপে চলিয়া আসিতেছে। সেই আরবদেরই অজ্ঞাত এক ব্যক্তি তাঁহাকে এমনভাবে সম্বোধন করিতেছেন যেন তিনি কোন সম্রাট নহেন, তাহার পশুপালের রাখাল! শাহানশাহ পরম ক্রোধভরে গর্জিয়া উঠিলেন, কী তাহার স্পর্ধা! আমার নামের পূর্বে সে কিনা তাহার নিজের নাম লিখিয়াছে।

খসরু পারভেযের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রপ্রাপ্তি সংক্রান্ত আরও কিছু তথ্য

ঐতিহাসিকগণের সাধারণ বর্ণনা মতে, পারস্য সম্রাট খসরু পারভেয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। তারপর পত্রখানার কী হইল সেই সম্পর্কে তাঁহারা নীরব। তখন কে জানিত যে, কিসরার সেই জমজমাট বিলাসবহুল দরবার অচিরেই চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যেই পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়ায় উহা বাহ্যত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কালের কুটিল চক্রকে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করিয়া সুদীর্ঘ চৌদ্দ শত বৎসর পরও সেইটি উহার অস্তিত্বসহ বিরাজমান। ইতিহাসের পাতায় ইহা এক বিস্ময়কর ঘটনা হিসাবে বিদ্যমান। এই বিষয়টির বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

১৩৮২/১৯৬৩ সালে (মে মাসে) বৈরূতের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াভিভূত করে। উহা দ্বারা জানা যায়, লেবাননের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরী ফেরাউনের

পৈত্রিক সংরক্ষণাগারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পারস্য সম্রাটকে লিখিত পত্রখানা পাওয়া গিয়াছে। খৃস্ট ধর্মাবলম্বী হেনরী ফেরাউন উক্ত পত্রখানার যথার্থতা যাচাই করিয়া দেখার জন্য তাহা ডক্টর সালাহুদ্দীন আল-মুনাজ্জিদকে দেন।

নানাভাবে যাঁচাই করিয়া দেখিয়া উক্ত ডক্টর আল-মুনাজ্জিদ বৈরূতের দৈনিক 'আল-হায়াতে' ২২ মে, ১৯৬৩ তারিখে একটি দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। হেনরী ফেরাউন অনেক অর্থের বিনিময়েও পত্রখানার স্বত্ব বিক্রয় করিতে সম্মত হন নাই। বিখ্যাত গবেষক ডক্টর হামীদুল্লাহ্ (প্যারিস) স্বচক্ষে উক্ত পবিত্র পত্রখানা প্রত্যক্ষ করেন। ডক্টর আল-মুনাজ্জিদ-এর প্রবন্ধটির ব্যাপারে তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁহার নিজের বর্ণনাও সংযোজিত করেন। ১৯৬৪ সালের মে মাসের সংখ্যা উর্দূ মাসিক আল-বালাগ (করাচী)-এ তাঁহার বর্ণনাটি বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় যে, কথিত পত্রখানা সত্য সত্যই খসরূ পারভেযকে লিখিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আসল পত্র। আরবী দৈনিক আল-হায়াতেব প্রথম পৃষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত প্রকাশিত উক্ত গবেষণা প্রবন্ধে ড. আল-মুনাজ্জিদ লিখেন ঃ

গত বৎসর (১৯৬২ খৃ.) নভেম্বর মাসের শেষদিকে হেনরী ফেরাউন আমার নিকট একটি চর্মখণ্ড প্রেরণ করেন। তাহাতে কূফী লিপির মত হরফে একটি লিপি উৎকীর্ণ ছিল। উক্ত চর্ম খণ্ডটির হেফাযতের উদ্দেশ্যে তাহার নীচে সবুজ বর্ণের কাপড় সাঁটিয়া দিয়া তাহা একটি ফ্রেমের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে সেই বস্ত্রখণ্ডটি পঁচিয়া গিয়াছিল। কেবল ফ্রেমের সাহায্যেই চর্মখণ্ডটি নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। যখন আমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে উহার পাঠোদ্ধারে মনোযোগী হইলাম তখন আমার নিকট এই রহস্য উন্মোচিত হইল যে, আসলে ইহাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই মুবারক পত্র যাহা তিনি পারস্য সম্রাট খসরূ পারভেযের নামে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং যাহার মাধ্যমে তিনি তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়াছিলেন।

আমার জীবনে ইহা ছিল পরম সৌভাগ্যক্ষণ, যখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঐ মুবারক পত্রখানা পাঠ করিলাম। এই পত্রখানার হরফ ও শব্দমালার গবেষণায় আমি গত কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়াছি। আমি এই সংক্রান্ত ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থের মৌলিক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া পূর্ণ নিশ্চিত হইয়া আমার গবেষণাপ্রসূত প্রবন্ধটি প্রকাশ করিতে পারিয়া আনন্দবোধ করিতেছি। হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরব উপদ্বীপের রাজা-বাদশাহগণ এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের শাসকদের নিকট ইসলামের দাওয়াতসম্বলিত পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রগুলির একটি ছিল পারস্য সম্রাট খসরূ পারভেযের নিকট, যাহার অধীনে ছিল ইরাক ও ইরান। উল্লেখ্য যে, আরবগণ সেইসব বস্তুর উপরই লিখিত যাহা সেই যুগে পাওয়া যাইত। যেমন হাড়. পাথর, খেজুরপাতা ও চর্ম। চর্মে লিখার প্রচলনই ছিল বেশী। উট ও হরিণের চর্মকে যতদূর সম্ভব পাতলা করিয়া তাহাতে লিখা হইত। লিখার এই চর্মকে তাহাদের পরিভাষায় বলা হইত রাক্ক। ইংরেজীতে ইহাকে Parchment বলা হইয়া থাকে। কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে এই রাক্ক-চর্মেই লিখার প্রচলন ছিল এবং উহা অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইত। তাওরাত -ইনজীল কিতাবাদি এই রাক্ক নামক বিশেষ ধরনের পাতলা চর্মেই লিখিত হইত। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বগণকে পত্র লিখার সময় এই রাক্ক ব্যবহারের প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাজা-বাদশাহগণের নিকট পত্র লিখিতে এই রাক্কই ব্যবহার করিয়াছিলেন। কুরআন শরীফের সূরা আত-তূর-এ রাক্ক শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে বুসরার শাসকও রোম সম্রাটের নিকট প্রেরিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাহাকে সম্রাটের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ করিয়া দেন।

ইরানে মজূসী ধর্ম তথা অগ্নিপূজার প্রচলন ছিল। ইহা ছিল আরবদের আকীদা-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। এইজন্য তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না যে, আরবগণ তাহাদের নিকট এমন এক পত্র প্রেরণ করিয়াছে যাহাতে অন্য ধর্ম গ্রহণের দাওয়াত রহিয়াছে এবং তাহা অগ্রাহ্য করিলে শাস্তির সতর্কবাণীও উচ্চারিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পারস্যের যে কিস্‌রার নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, পারস্য-সম্রাটগণের মধ্যে সে-ই ছিল অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী সম্রাট। ইরান, ইরাক, বাহরায়ন ও ইয়ামান পর্যন্ত তাহার রাজত্ব প্রসারিত ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূত যখন ইসলামের দাওয়াতসম্বলিত পত্র লইয়া তাহার দরবারে উপস্থিত হইলেন তখন তিনি তাহা পাঠ করিয়া শুনানোর এবং সাথে সাথে তাহার অনুবাদ করার আদেশ দেন। পত্রখানা পড়িয়া শুনান শুরু হইল, কিন্তু তাহা পাঠ শেষ না হইতেই সে ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং সম্রাটসুলভ জোশে গর্জিয়া উঠিল, ঐ ব্যক্তিটি আমাকে এহেন পত্র লিখিয়াছে অথচ সেও আমার গোলাম বৈ নহে!

কিস্‌রা পত্রের ধরনই নিজের মর্যাদার পরিপন্থী বলিয়া ধারণা করে। সে লক্ষ্য করিল যে, তাহাতে লিখিত রহিয়াছে ঃ মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে কিসরার প্রতি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার নিজস্ব নাম দিয়া পত্র শুরু করিয়াছেন, তাহার ভ্রান্ত ধারণামতে ইহা ছিল তাহার একটি অবমাননা। দ্বিতীয়ত, প্রেরক ও প্রাপক উভয়ের নাম একই ছত্রে একই মর্যাদায় রাখা হইয়াছে। কিসরার ধারণামতে, মনিব ও গোলামের এই সমতা ছিল রীতিমত অবমাননাকর।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিসরাকে লিখিত পত্রের দূত ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা (রা)। ইতোপূর্বে তিনি বহুবার ইরান সফর করিয়াছেন। তাঁহার এই পূর্ব-অভিজ্ঞতার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকেই ইরানের দৌত্যকর্মের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। পত্রখানা পাঠ সমাপ্ত না হইতেই কিসরা পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ইরানে হুযাফা সেই দৃশ্য অবলোকন করিয়া নবী (স) দরবারে ফিরিয়া আসেন এবং তাঁহাকে কিসরার অবমাননাকর আচরণ সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন ঃ আল্লাহ তাহার রাজত্ব ধ্বংস করুন! সত্য সত্যই তাহাই হইয়াছিল। এই ঘটনার পর একটি মাস অতিক্রান্ত না হইতেই খসরূ পারভেযের পুত্র শাহরিয়া তাহাকে হত্যা করে। ইহাতে ঐ সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রের ব্যাপারে কিসরার আচরণকে বলা হইয়াছে মায্‌ক (مـزق), কেহ কেহ ইহাকে শাক্ক (شق)-ও বলিয়াছেন। কিন্তু আরবী ঐ শব্দ দুইটি افناء (নিশ্চিহ্ন ও অস্তিত্বহীন করিয়া দেওয়ার) অর্থ বহন করে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রখানা লিখিত ছিল চর্মগাত্রে। চর্ম একটি বেশ শক্ত বস্তু, তাই তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার মত নহে। হাঁ, যদি তাহার উপর পানি ঢালিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে হয়ত হরফগুলি মিটাইয়া ফেলা সম্ভব হইত। তাহা ছিল চর্মের উপর এবং তাহাও উত্তম চর্মের উপর। তাই যতদূর মনে হয়, কিস্‌রা যখন তাহা ছিঁড়িয়া তাচ্ছিল্যভরে ফেলিয়া দেয়, তখন তাহা উঠাইয়া আনিয়া ইব্‌ন হুযাফা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে পুনরায় পেশ করিয়াছিলেন। পত্রবাহক যদি তাহা তথায় রাখিয়াই আসিতেন এবং কিস্‌রা বা তাহার লোকজন তাহা রাখিয়া দিত তাহা হইলে প্রাচীন ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে তাহা উল্লিখিত থাকিত। যেমনটি নাজাশী, মুকাওকিস ও হিরাক্লিয়াসের নিকটে লিখিত পত্রসমূহের ব্যাপারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, তাঁহারা সেই পত্রগুলি নিজেদের কাছে সংরক্ষণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লিখিত পত্রগুলি সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থ ও অলংকারশাস্ত্র গ্রন্থসমূহে উল্লেখ আছে। এইসব গ্রন্থে এই পত্রখানিরও উল্লেখ রহিয়াছে। উহাতে সামান্য কিছু শব্দের ব্যবহারের ঈষৎ পার্থক্য ছাড়া সব পত্রই প্রায় এক রকম । তাবারীর ইতিহাসগ্রন্থ হইতে উল্লিখিত পত্রের কিছু বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হইল। ইতিহাস পাঠে কয়েকটি ব্যাপার সম্মুখে আসে ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার একজন দূত কিসরার দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২) ঐ দূত ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা আস-সাহ্‌মী (রা)।

(৩) আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা (রা) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রখানা কিসরার কাছে হস্তান্তর করিলেন, তখন তাহা তাহার নিকট অসহনীয় লাগিল এবং সে এমন ক্রুদ্ধ হয় যে, দোভাষীকে উহার পাঠ সম্পন্ন করিতেও দেয় নাই।

(৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রখানার পাঠ অত্যন্ত মশহুর ছিল। মৌলিক গ্রন্থসমূহে তাহা সুসংরক্ষিত রহিয়াছে। অলংকার শাস্ত্রের অনেক লেখকও বিভিন্ন বিষয়ে প্রকৃষ্ট নমুনাস্বরূপ তাহা পেশ করিয়াছেন।

হেনরী ফেরাউন প্রেরিত পত্রখানার বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাপারে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলে আমরা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারি যে, তাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রই। ইহার বৈশিষ্ট্যসমূহ হইতেছে ঃ

(১) এই উত্তম রাক্ক বা চর্মগাত্রে লিখিত। ইহা অনেকটা খাকী রঙের এবং ইহার প্রান্তভাগ কিছুটা কৃষ্ণাভ।

(২) ইহার আকৃতি অনেকটা আয়তাকার অর্থাৎ ইহা ছিল অনেকটা দীর্ঘাকৃতির। ইহার প্রান্তভাগ অসম। নীচের অংশ উপরের অংশের চেয়ে কম চওড়া। ইহার দৈর্ঘ্য ২৮ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থ ২১/২.১ সেন্টিমিটার ।

(৩) ইহাতে পনেরটি ছত্র রহিয়াছে। সবগুলি ছত্রের দৈর্ঘ্য সমান নহে।

(৪) ছত্রগুলি যেইখানে শেষ হইয়াছে তাহারই নীচে একটি গোলাকৃতি সীলমোহরের চিহ্ন রহিয়াছে।

(৫) পত্রখানাদৃষ্টে ধারণা করা হয় যে, উপর দিক হইতে নিচের দিকে পানি বহাইয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহার দরুন কোন কোন হরফ মুছিয়া গিয়াছে, আবার কোন কোনটি আবছা হইয়া গিয়াছে। ইহার সীলমোহরও একেবারে মুছিয়া গিয়াছে,,তবে ইহার মধ্যবর্তী স্থানে একটি 'রা' (ر) অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। সম্ভবত ইহাই রাসূল' শব্দের 'রা' বর্ণ হইবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সীলমোহরের মধ্যে সর্ব নীচের ছত্রে মুহাম্মাদ, মধ্যবর্তী লাইনে রাসূল এবং সর্বউপরের ছত্রে আল্লাহ শব্দটি অঙ্কিত ছিল।

(৬) এই পত্রের ডানদিকের তৃতীয় ছত্রের শুরু হইতে ছত্রের মধ্য পর্যন্ত ছেঁড়া। অতঃপর প্রস্থের দিকে আর ছেড়াঁ নাই, কিন্তু দৈর্ঘ্যের দিকে দশম ছত্র পর্যন্ত তাহা ছেঁড়ার দাগ রহিয়াছে।

(৭) পত্রের এই ছেঁড়াকে অত্যন্ত পাতলা চামড়া দ্বারা সেলাই করিয়া মেরামত করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ নূতন সংযোজিত চর্ম রাক্ক-এর মত মূল্যবান ও টেকসই নহে, বরং মামুলী চামড়া। মূল পত্রে ব্যবহৃত চর্মের তুলনায় পরবর্তীতে সংযোজিত এই চর্মের বয়স যে কম তাহাও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

(৮) পত্রের লিখন পদ্ধতি হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তাহা একান্তই প্রাথমিক ও অনুন্নত লিখন পদ্ধতির যুগে লিখিত। এইজন্য তাহাতে কোন শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য বা বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় না। ছত্রগুলি সোজা নহে। উপরন্তু উহার লিখন পদ্ধতি সেই যুগটিকেও চিহ্নিত করার জন্য সহায়ক।

ইহার কোন কোন ছত্রের শেষে লক্ষ্য করা যায়, একটি শব্দ হয়ত ঐ ছত্রে শুরু হইয়াছে, শব্দটির অপূর্ণ অংশ পরবর্তী ছত্রে লিখিয়া সম্পূর্ণ করা হইয়াছে। ঐ যুগের লিপিমালায় কোন নুকতা ব্যবহৃত হইত না। উক্ত পত্রখানাতেও কোন নুক্‌তা ও স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই। ইহার পাঠ (Text) এবং ছত্রসমূহ ছিল ঃ

(১) বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানি
(২) আর-রাহীম মিন মুহাম্মাদিন আবদিল্লাহি ওয়া
(৩) রাসূলিহী ইলা কিসরা আযীমি ফা
(৪) রিসি সালামুন আলা মানিত্তাবা'আল হুদ্‌
(৫) (া) ওয়া আমানা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া
(৬) শাহিদা আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া
(৭) হ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু ওয়া মুহাম্মাদ (আলিফ বা 'া ন' অংশটি নাই)
(৮) আবদুহু ও রাসূলুহূ আদ্‌ 'উকা
(৯) বি-দি 'আয়াতিল্লাহি ফা-ইন্নানী আনা রাসূ
(১০) লু ল্লাহি' আলান্‌ না-সি কাফফাতান
(১১) লি-উনযিরা মান কানা হাইআন ওয়া ইয়ূহিক্কা
(১২) আল-কাওলু ইলাল কাফিরীন আ
(১৩) স্‌লিম্‌ তাস্‌লিম ফাইন আবায়তা ফাই
(১৪) ন্নামা 'আলায়কা ইছমুল মাজূ
(১৫) সি,

এইখানে সীলমোহর অঙ্কিত- যাহার মধ্যের ছত্রের 'রা' (ر) বর্ণটি শুধু রহিয়াছে।

হেনরি ফেরাউনের নিকট রক্ষিত উক্ত প্রাচীন দলীলকে যখন আমরা সেইসব প্রাচীন ইসলামী কিতাবসমূহে উল্লিখিত পত্রের সহিত মিলাইয়া দেখি, তখন আমরা তাহাতে মিল দেখিতে পাই। মামুলী কিছু তফাৎ অবশ্য তাহাতে দৃষ্ট হয় যাহা ধর্তব্য নয়।

(১) উক্ত দলীলে মিন মুহাম্মাদিন আবদিল্লাহি ওয়া রাসূলিহী' রহিয়াছে আর কিতাবসমূহের বর্ণনায় শুধু রাসূলিল্লাহ রহিয়াছে (আবদিল্লাহ নাই)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিরাক্লিয়াস ও মুকাওকিসকে লিখিত পত্রদ্বয়ে এইরূপই রহিয়াছে যাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত দলীলখানার শব্দগুলিই যথার্থ।

(২) উক্ত দলীলে 'বি-দিয়াতিল্লাহ' আর কিতাবসমূহে 'বি-দু'আইল্লাহি রহিয়াছে। কিন্তু উক্ত দলীলের শব্দই বিশুদ্ধতর মনে হয়; কেননা আবূ নুআয়ম ইসফাহানীতে এরূপই হুবহু রহিয়াছে।

(৩) উক্ত দলীলে এবং কিতাবসমূহের বর্ণনায় 'ফাইন আবায়তা' শব্দ রহিয়াছে। কেবল ইব্‌ন কাছীরের বর্ণনায় শব্দটি ফাইন তাওয়াল্লায়তা' রহিয়াছে। যেহেতু উভয় শব্দই সমার্থবোধক তাই এই ব্যাপারে আর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন হয়ত নাই।

(৪) উক্ত দলীলে 'ফাইন্নামা আলায়কা ইছমুল মাজূস' রহিয়াছে, আর কিতাবসমূহে রহিয়াছে 'ফাইন্না ইছমাল মাজূসে 'আলায়কা'। দলীলের মতনে ইন্না শব্দের সাথে 'মা' যুক্ত রহিয়াছে এবং তাহার পূর্বে আলায়কা রহিয়াছে। ইহা কুরআন শরীফের শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতির সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। যেমন কুরআন শরীফে রহিয়াছে, ফাইন তাওয়াল্লাও ফাইন্নামা আলায়কাল বালাগুল মুবীন (১৬ ঃ ৮২)।

এই সামান্য শাব্দিক পার্থক্যে অর্থগত কোন তফাৎ হয় না। শব্দের গরমিল হওয়ার কারণ হয়ত এই যে, সেইসব কিতাবের লেখক-সংকলকগণ যাহাদের কিতাব হইতে এই পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন মানুষ হিসাবে তাঁহাদের কিছু স্মৃতি বিভ্রম হইতে পারে।

উক্ত পত্রখানার লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা যায়। উল্লেখ থাকে যে, আরবী লিপি শনাক্ত করিবার বিদ্যাটি একটি আধুনিক বিজ্ঞান। ডঃ আল-মুনাজ্জিদের এই পত্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্তগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রাক-ইসলামী যুগের এবং ইসলামের আবির্ভাব-উত্তর যুগের আরবী হিজাযী বর্ণমালা হইতেছে নাবাতী বর্ণমালার সর্বশেষ রূপ (বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত-সম্পাদনা পরিষদ)।

(২) ইসলামের আবির্ভাবকালে হিজাযের বর্ণমালা কূফী বর্ণমালা ছিল না। কেননা কূফী বর্ণমালা কূফার সহিত সম্পৃক্ত আর কূফার উদ্ভব হইয়াছে ১৬ হি. সনে। তাহার পরই কূফী বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে।

(৩) আরবরা জাহিলী যুগে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইহাকে মক্কী লিপিমালা বলিয়া অভিহিত করিত। কিন্তু হিজরতের পর যখন ইসলামী রাষ্ট্র মদীনায় প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন মাদানী লিপিমালার প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বিষয়টি অনিশ্চিত, মক্কী বর্ণমালা নামে কোন বর্ণ ছিল বলিয়া তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

(৪) মাদানী লিপিমালার আয়ুষ্কাল খুব দীর্ঘ নহে। হযরত উছমান (রা)-এর খিলাফাত আমলের শেষ পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব টিকিয়া রহিয়াছিল। তারপর হযরত আলী (রা)-এর খিলাফাত আমলে যখন কূফা রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হইল এবং উমায়্যা শাসকগণও ইহার উন্নতির বিধান করিলেন, তখন কূফী বর্ণমালা আসিয়া ইহার স্থান দখল করিয়া নেয় এবং সর্বত্র তাহা প্রচলিত হইয়া যায় (মাদানী বর্ণমালা নামে কিছু তথ্য পাওয়া যায় না—স. প.)।

(৫) উক্ত পত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের দলীলরূপে স্বীকার করিলে ইহার পরিচয়ের প্রমাণের জন্য ঐ দলীলকে সেই লিপিসমূহের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে, যেইগুলি প্রাক-ইসলামী যুগে, ইসলামের প্রথম যুগে এবং নবী কারীম ﷺ-এর যুগে লিখিত হইয়া আমাদের যুগ পর্যন্ত টিকিয়া রহিয়াছে।

(৬) আমরা যখন অন্যান্য প্রাপ্ত লিপিমালার সহিত উক্ত দলীলের লিপিকে মিলাইয়া দেখি, কখনও মনে হয় তাহা যেন হুবহু ঐ লিপি, আবার কখনও তাহাতে সামান্য ফারাক দেখা যায় যাহা যুগের বিবর্তনের ফলে হইয়া থাকিবে।

(৭) আমরা মদীনার নিকটবর্তী সালাআ পর্বত গাত্রে ইসলামের প্রথম যুগের লিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। তাহাতে আবূ বাক্র (রা), উমার (রা) ও আলী (রা)-এর নামসমূহ উৎকীর্ণ

রহিয়াছে। ইহার লিখনকাল হইতেছে ৪/৬২৬ সাল । সালাআ পর্বতের উক্ত ফলকের সহিত আমাদের আলোচিত দলীলের লিপিমালার হুবহু মিল রহিয়াছে।

(৮) ২২ হিজরীতে লিখিত একটি লিপিও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহা হযরত 'আমর ইব্‌নুল 'আস (রা)-এর অধীনস্ত কোন সিপাহসালারের পত্র যাহা আরবী ও হিব্রু উভয় ভাষায়ই লিখিত। আমরা লিপির সহিত উক্ত দলীলকে মিলাইয়া দেখিলে তাহাতে বর্ণগুলির অবয়বের মিল দেখিতে পাই। অবশ্য ২২ হিজরীতে লিখিত লিপিটি কিছুটা উন্নত। সময়ের বিবর্তনের সহিত তাল মিলাইয়া অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এই অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে।

(৯) আমাদের নিকট একটি সমাধিতে উৎকীর্ণ লিপিও রহিয়াছে যাহা ৩১ হিজরীতে মিসরে আবদুর রাহমান ইব্‌ন খায়রের শিলালিপিরূপে উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। দস্তাবেযের সহিত উহা মিলাইয়া কোন কোন হরফের মধ্যে বিস্ময়কর মিল খুঁজিয়া পাই।

আমরা এমনও করিয়াছি যে, একটি ছক আঁকিয়া তাহাতে এই যাবৎ প্রাপ্ত লিপিসমূহের হরফগুলিকে সাজাই। অতঃপর ইহার পাশাপাশি আরেকটি ছকে উক্ত রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্রের হরফগুলিকে সাজাইলাম। এইরূপ নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, দস্তাবেযের বর্ণমালা একান্তই প্রাথমিক পর্যায়ের। ইহাতে কোন পরিপাট্য নাই এবং তাহা হইতেছে খৃস্টীয় সপ্তম শতকে হিজাযে যেই লিপিমালা প্রচলিত ছিল তাহাই, আর ইহাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানা ছিল।

(১১) হিজরতকাল হইতে 'উছমান (রা)-এর খিলাফত আমলের শেষ পর্যন্ত সময়ের পরই কূফী লিপির প্রচলন সূচিত হয়। ইহার প্রমাণ হইতেছে তাইফের সেই লিপি যাহা হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর আদেশে লিখিত হইয়াছিল। আর উহা হইতেছে ৫৭ হিজরী সালের ঘটনা। উপরিউক্ত দলীল-প্রমাণের দ্বারা ইহাই নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, আমাদের আলোচ্য দস্তাবেযের লিখন কার্য হিজরী ৭ম হইতে ৩৫ সালের মধ্যে কোন এক সময়ে সম্পন্ন হইয়া থাকিবে।

(১২) যেহেতু ৭ম হইতে ৩৫ হিজরী সালের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন জীবনী লিখিত হয় নাই যে, কেহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্ত পত্রের একটা কপি জীবনী রচনার উদ্দেশ্যে নকল করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করা হইবে। তাই আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ইহাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই পত্র যাহা তিনি কিসরার প্রতি প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্ত পত্রখানার আলোকচিত্র সম্মুখে রহিয়াছে। রাক্ক চর্মপত্রের ছেঁড়া ও সেলাই দ্বারা উহার মেরামতও লক্ষণীয়। কিস্‌রা পত্রখানার প্রথম বাক্যটি শুনিয়াই প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম, তাহারপর কিস্‌রার নাম সহ্য করিতে পারে নাই। সে ইহাকে তাহার জন্য অবমাননাকর মনে করিয়া পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলে। যতদূর মনে হয়, তাহার দরবারের কোন লোক উহা উঠাইয়া নিয়া সংরক্ষণ করে অথবা স্বয়ং দূত আবদুল্লাহ ইবন হুযাফা (রা) চুপিসারে তাহা উঠাইয়া নিজের কাছে রাখেন যাহাতে তাহা কাহারও পদতলে না পড়ে। এমনও হইতে পারে, আবদুল্লাহ মুখে এই অপ্রীতিকর সংবাদটি দেওয়া অপেক্ষা উক্ত জীর্ণদশাগ্রস্ত পত্রখানাই কিসরার জবাবরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করিয়া থাকিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সাহাবীগণের যেইরূপ ভক্তি ও ভালবাসা ছিল তাহাতে এইরূপ করাটা আদৌ বিচিত্র নহে [দ্র. মাকতূবাতে নাবাবী, পৃ.

জনৈক বাংলাদেশী রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে লিখিত নবী কারীম ﷺ-এর মূল পত্রের আলোকচিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। মহানবী স্বরণিকার ১৪১৯/১৯৯৯-২০০০ সালে প্রকাশিত "রাসূলুল্লাহ্‌র পত্রাবলী সন্ধিচুক্তি ও ফরমানসমূহ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণে "পত্রগুলির প্রামাণ্যতা" শীর্ষক আলোচনায় বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা কাস্তাল্লানীর বরাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মালিক মানসূর কাল্লাদুন সালিহী ৬১২/১২৮৩ সনে স্পেন-সম্রাট আল-ফনসোর নিকট দূত প্রেরণ করিলে উক্ত সম্রাট দূত সায়ফুদ্দীন কুলায়জকে স্বর্ণের কৌটায় সংরক্ষিত একখানা পত্র দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, এই পত্রখানা তাঁহার পূর্বপুরুষ রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখিয়াছিলেন। আমরা আরও উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, জর্দানের বাদশাহ হুসায়নের পিতামহ এবং মক্কার শরীফ হুসায়নের পুত্র 'আবদুল্লাহ স্পেন হইতে মক্কায় আগত জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে এই মহামূল্যবান পত্রখানা হস্তগত করিলে তাহা তাঁহার এক রাণীর হাতে চলিয়া যায়। অর্থের বিনিময়ে রাণী তাহা হস্তান্তরে সম্মত হইলে আবূ জাবীর শাসক শায়খ যায়দ ইব্‌ন সুলতান আন-নাহিয়ান দশ লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে তাহা ক্রয় করিয়া আবূজাবীর ইসলামী মিউজিয়ামে সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। চর্মগাত্রে লিখিত উক্ত পত্রখানা ছিল ৮ ছত্রের। সুলতানের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মিসরীয় গবেষক ডক্টর ইয্‌যুদ্দীন ইবরাহীম পত্রখানার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিত হন যে, উহা হিরাক্লিয়াসকে লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র [দ্র. রাসূলুল্লাহর পত্রাবলী, ২য় সংস্করণ, পৃ. ২১]।

পারস্যের রাজদরবারে মহানবী ﷺ-এর দূতের ভাষণ

পত্রখানা হস্তান্তরকালে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুযাফা (রা) আল্লাহ্‌র একত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়াছিলেন।

কিসরার দরবারে তাহার সেই ভাষণটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

يا معشر الفرس انكم عشتم باحلامكم لعدة ايامكم بغير نبى ولا كتاب ولا تملك من الارض الا ما فى يديك ولا تملك منها اكثر وقد ملك قبلك ملوك اهل دنيا واهل اخرة فأخذ اهل الاخرة بحظهم من الدنيا وضيع اهل الدنيا خطهم من الاخرة فاختلفوا فى سعى الدنيا واستووا فى عدل الاخرة ولقد صغر هذا الامر انا اتيناك به وقد والله جائك من حيث خفت وما تصغيرك اياه بالذى يدفعه عنك ولا تكذيبك به بالذى بخرجك منه وفى وقعة ذى تار على ذلك دليل.

"হে পারস্যবাসিগণ ! সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া আপনাদের জীবন এমনভাবে অতিবাহিত হইয়াছে যে, আপনাদের নিকট কোন নবী বা কিতাব আসে নাই।"

আপনাদের যে রাজত্বের জন্য আপনারা আজ গর্বিত, আল্লাহ্‌র জমীন তাহার তুলনায় অনেক অনেক গুণ বেশী বিস্তৃত। আপনাদের সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক বড় বড় সাম্রাজ্য তাঁহাতে রহিয়াছে। অতীতেও এইরূপ অনেক সাম্রাজ্য বিদ্যামান ছিল। হে সম্রাট! আপনার পূর্বে অনেক রাজ-রাজড়া ও সম্রাট নৃপতি অতীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যকার যাহারা পরকালকে তাঁহাদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিয়াছিলেন তাঁহারা পার্থিব জগতে তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত ভোগ্যবস্তুসমূহ সফলভাবে ভোগ করিয়া সফলভাবে এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, আর যাহারা এই পার্থিব

জীবনের সুখভোগকেই তাহাদের চরম লক্ষ্যে পরিণত করিয়াছে, তাহারা তাহাদের পারলৌকিক কল্যাণ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। পার্থিব অর্জনের জন্য সকলেই কর্মরত এবং এই ব্যাপারে তাহারা বিভিন্নরূপ চিন্তাভাবনার অধিকারী, কিন্তু আখিরাতের ইনসাফের ক্ষেত্রে সকলেই এক ও অভিন্ন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আমি যাঁহার বার্তা লইয়া আপনার নিকট আগমন করিয়াছি আপনি তাঁহার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিলেন, অথচ আপনি সম্যক অবগত যে, এমন এক সত্তার নিকট হইতে ইহা আসিয়াছে যাহার আতঙ্ক আপনার অন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। স্মরণ রাখিবেন, সত্যের এই আওয়াজ আপনার তাচ্ছিল্য প্রদর্শনে অবদমিত হইবার নহে। আর আপনার মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য আপনি তাঁহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। যূ-কারের ঘটনাটি তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ" (আর-রাওদুল উনুফ, ৪খ., পৃ. ৬৭-৮)।

প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য, কূফার নিকটবর্তী যু-কার নামক জলাশয়ের নিকট — সিরীয় আরবদের নিকট পারস্য সম্রাটের বিশাল বাহিনী যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল — যাহাতে বেদুইন যাযাবর বলিয়া উল্লেখিত আরবদের সামরিক প্রতিভার অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল (আল-মুন্‌জিদ ফিল আ'লাম, পৃ. ২৯৯; বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ২২৫-৬)।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা (রা) তাঁহার ভাষণে সেদিকেই ইঙ্গিত করেন, খুসরাও পারভেজ তো শুরু হইতেই ক্রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফার সাহসিকতাপূর্ণ ভাষণ শ্রবণের পর তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাগে ক্ষোভে অপমাণে তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। দূতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কী মজার কথা! আরবদেরকে পদদলিত করার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র শঙ্কা নাই হে! কাহারও কোন সাহায্য গ্রহণ ব্যতিরেকে অনায়াসেই আমি এই দেশটি দখল করিয়া লইতে পারি! তোমার কি জানা নাই যে, ফিরাউন কীভাবে বনূ ইসরাঈল জাতিকে পদদলিত করিয়াছিল? তোমাদের অবস্থা কোনক্রমেই বনূ ইসরাঈলের তুলনায় উন্নততর নহে। পক্ষান্তরে আমার ক্ষমতা ফিরাউনের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। এমতাবস্থায় আমি যে তোমাদের উপর জয়লাভ করিয়া সহজেই তোমদেরকে দাস জাতিতে পরিণত করিতে পারি সেই ব্যাপারে কি তোমার কোন সন্দেহ আছে? তোমাদের এমন কী শক্তি আছে যে, আমাকে প্রতিরোধ করিবে?

বাকী রহিল আমার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের কথা। ইহার প্রতি কুকুরের মত তোমাদের লোলুপ দৃষ্টি ও উদ্যত দাঁত যে বসাইয়া রাখিয়াছ সেই সম্পর্কে আমি সম্যক সচেতন রহিয়াছি। তোমরা তাহা উদরস্থ্ করিতে এবং তাহার দ্বারা তোমাদের চক্ষু জুড়াইতে অভিলাষী। আর যূ-কারের যে ঘটনার কথা তুমি উল্লেখ করিয়াছ তাহা ছিল সিরিয়ার ঘটনা। ভুলিয়া যাইও না, ইহা সিরিয়া নহে— পারস্য।

তারপর দূতের প্রতি কটমট করিয়া তীব্র দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হে! আমার দরবারে প্রবেশকালে কুর্নিশ কর নাই কেন? জবাবে দূত বলিলেন, আমরা মুসলমান। মুসলমান এক মহান আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহাকেও প্রণিপাত করে না। ইহা আমাদের নবীর শিক্ষা। খসরু মুখ ভেঙচাইয়া দাঁত কটমট করিয়া বলিলেন, যদি দূত হত্যা নীতি বহির্ভূত কাজ না হইত তবে আমি এই মুহূর্তে তোমার গর্দান উড়াইয়া দিবার নির্দেশ দিতাম। এই কথা বলিয়া খসরু পারভেজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্রখানা হাতে লইয়া টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। সাথে

সাথে আদেশ করিল, দূতকে দরবার হইতে বাহির করিয়া সাগরপাড়ে পৌঁছাইয়া দাও। আর কোন দিন সে যেন আমাদের রাজ্যের ত্রি-সীমার মধ্যে ঢুকিতে না পারে।

দূতকে অপমান করার উদ্দেশ্যে খসরুর নির্দেশে তাঁহার মাথায় একটুকরী মাটিও চাপাইয়া দেওয়া হয় বলিয়া এক বর্ণনায় জানা যায়। এতটুকুতেই তাহার ক্রোধ পড়িলনা। তিনি ইয়ামানের ইয়ানী গভর্নর বাযানের নিকট ফরমান প্রেরণ করিলেন, যেন হিজাযী ঐ ব্যক্তিটিকে গ্রেফতার করিয়া তাঁহার দরবারে পাঠাইয়া দেওয়া হয়— যে শাহানশাহের নামে ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্র প্রেরণের স্বর্ধা প্রদর্শন করিয়াছে (মওলানা হিফজুর রহমান সিওহারভী, বালাগে মুবীন, পৃ. ১৩৫-৬)।

মহানবী ﷺ-কে গ্রেফতারের জন্য বাযানের লোক প্রেরণ

ইয়ামানের গভর্নর মালিক বাযানের তখন চরম সঙ্কটকাল। কেননা ইহার মাত্র কয়েক মাস পূর্বে ৬২৭ কৃস্টাব্দে রোম সম্রাট কায়সার নিনেভা অবস্থানকালে কিস্‌রাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইরানীদের এই পরাজয়ের সংবাদ যখন ইয়ামানে পৌঁছিল তখন ইয়ানীদের আধিপত্যে অসন্তুষ্ট গোত্রসমূহ আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠে। ফলে ইয়ামানে রীতিমত এক অশান্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। নাজরানের খৃস্টান রাজ ছিল রোমের কায়সারের সমর্থক। তাহারা সর্বদাই গোত্রসমূহকে বাযানের বিরুদ্ধে উস্‌কানী দিত। অপরদিকে আবিসিনীয়রাও, যাহার শাসক নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইয়ামানের উপকূলবর্তী এলাকাসমূহে মহড়া দিতে থাকে। রোমকদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল তাঁহার জন্য একটা স্থায়ী হুমকিস্বরূপ। যে কোন সময় তাহারা ইয়ামানে হামলা চালাইতে পারে, অথচ ইরানের দিক হইতে তাঁহার সাহায্য লাভের কোন আশাই ছিল না। কেননা নিনেভার পতনের পর সমগ্র ইরানে খসরুর বিরুদ্ধে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয় এবং প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ভয়ে সবসময়ই তাঁহাকে সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত।

এই আগ্নেয়গিরিতুল্য বিস্ফোরনোম্মুখ অবস্থায় বাযান একান্তই অসহায়বোধ করিতেছিলেন। কেননা যে কোন সময় সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারিত। এমনি পরিস্থিতিতে আরবের নবীকে গ্রেফতারের আদেশ সংক্রান্ত খসরুর ফরমানকে তিনি একটা অসময়োচিত পদক্ষেপ বলিয়া মনে করিতেছিলেন এবং কোনমতেই তাহা সমর্থন করিতেছিলেন না। কেননা রোমকদের মোকাবিলায় আরবদের মধ্যে বন্ধু সৃষ্টির পরিবর্তে শত্রু সৃষ্টি করা মোটেই বিজ্ঞজনোচিত কাজ ছিল না। অপরদিকে আবিসিনিয়ার সাথে যাহাতে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া না উঠে তজ্জন্যও মুসলমানদের নবীর সহিত এইরূপ আচরণ না করা জরুরী ছিল। কেননা আবিসিনিয়া মুসলমানদের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং জোর গুজব রটিয়াছিল যে, বাদশাহ নাজাশী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

বাযান এইসব ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন শাহানশাহে ইরানের প্রতিনিধি, আর ইরানী সামরিক অফিসারদের বর্তমানে শাহানশাহের আদেশ অমান্য করারও তাঁহার উপায় ছিল না। অগত্যা তিনি তাঁহার একান্ত সচিব কাহরামান (قهرمان) এবং খারখাস্‌রা নামক অপর এক ব্যক্তিসহ হিজাযের দিকে রওয়ানা করিয়াছিলেন (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ১৫৪)।

মহানবী (স)-এর দরবারে পারসিক দূত

ইহা ছিল হিজরী ষষ্ঠ সনের (৬২৮ খৃ.) শীতকালের ঘটনা। উক্ত দুইজন সর্দার তাইফের পথ ধরিয়া মদীনায় প্রবেশ করিলে তাইফের সর্দারগণ এবং মক্কার কুরায়শগণ ইরানের শাহানশাহ

মুহাম্মাদ ﷺ-কে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে লোক প্রেরণ করিয়াছেন শুনিয়া উল্লসিত হইল। তাহারা ইরানী দূতদ্বয়কে অভ্যর্থনা জানাইল। এখানেই প্রথমবারের মত দূতদ্বয় মহানবী ﷺ, মুসলমান জাতি এবং তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিশদভাবে জানিতে পারে। এখানেই তাহারা নবূওয়াতের সূচনাকাল হইতে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত সংঘটিত তাবৎ ঘটনা সবিস্তারে জানিবার সুযোগ লাভ করে। যদিও এই বিবরণ তাহারা ইসলামের শত্রুগণের মুখেই শ্রবণ করিল, তবুও যেন তাহাদের মনে যাঁহাকে তাহারা গ্রেফতার করিতে যাইতেছে, তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে তাহাদের পূর্ব ধারণার অনেক উঁচু মানের মানুষ তিনি। তাই তাঁহাকে গ্রেফতার করার গুরুদায়িত্ব কীভাবে যে তাহারা পালন করিবে, তাহা তাহাদের বড় ভাবনার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা মদীনায় পৌছিয়া যখন সেখানকার অধিবাসিগণের জীবনযাত্রা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাঁহাদের ভক্তি ও ভালবাসার দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিল তখন তাহারা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিল যে, কী দুঃসাধ্য দায়িত্বভারই না তাহাদের উপর অর্পিত হইয়াছে! তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা বাদ দিয়া কেবল পারস্য সম্রাটের নির্দেশটি তাঁহার গোচরীভূত করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হইল। তাহারা নিবেদন করিল ঃ

আমাদের শাহানশাহ আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য মালিক বাযানকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। আর মালিক বাযান এই উদ্দেশ্যে আমাদেরকে প্রেরণ করিয়াছেন। তাই আপনার পক্ষে উচিত হইবে আমাদের সহিত চলা। তাহাতে আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের মঙ্গল হইবে। আর আপনি যদি অসম্মত হন তবে তাহাতে অমঙ্গলকেই ডাকিয়া আনা হইবে। তাহা আপনার ও আপনার সম্প্রদায়ের ধ্বংসের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। আপনাদের রাজ্য লুণ্ঠিত হইবে।

তাহারা অনেকটা ভয়ে ভয়েই এই পয়গাম পৌঁছাইল। তাহাদের ধারণা ছিল, ইহাতে প্রতিপক্ষ উত্তেজিত হইয়া দুই-চারটি কড়া কথা শুনাইয়া তাহাদেরকে বিদায় করিয়া দিবেন। তাহারা মনে মনে তাহা কামনাও করিতেছিল যেন তাহাই হয় এবং তাহারা নিরাপদে ইয়ামানে ফিরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহাদের বিস্ময়ের কোন সীমা রহিল না, যখন তাহারা লক্ষ্য করিল, আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে ইহার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। এত বড় একটা কথা শোনার পরও তিনি একেবারেই নির্বিকার চিত্ত! ইরান সম্রাটের পয়গাম যেন তাঁহার মনে একটুও রেখাপাত করিল না। তাহারা আরও বিস্মিত হইল যখন দেখিল, তিনি ইহার কোন জবাব না দিয়াই সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক অপর একটি ব্যাপারে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি তাহাদেরকে বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা কাল আমার নিকট আসিও, তোমাদের এই কথার উত্তর দিব। এখন তোমরা আর একটি কথা শোন! আচ্ছা বল তো, আল্লাহ প্রদত্ত পুরুষসুলভ সৌন্দর্যময় দাড়িগুলি কাটিয়া এবং লম্বা লম্বা গোঁফ রাখিয়া তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডলকে এরূপ বিশ্রী করিয়া রাখিয়াছ কেন? তোমাদেরকে এই কুশিক্ষা কে দিয়াছে? তাঁহারা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল, ইহা আমাদের প্রভুর (সম্রাটের) হুকুম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, কিন্তু আমাদের প্রভু আমাদেরকে দাড়ি লম্বা করিয়া রাখিতে এবং গোঁফ ছাটিয়া ছোট করিতে হুকুম দিয়াছেন। বড়ই পরিতাপের বিষয়, তোমরা প্রকৃত প্রভুর আদেশ অমান্য করিয়া মনগড়া প্রভুর আদেশ পালন করিতেছ (হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৬৮৯)।

আসলে এই গোঁফ ছিল ইরানী সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মের অন্তর্ভুক্ত। লম্বা গোঁফ ছিল ইরানী সাম্রাজ্যের শক্তি ও দাপটের প্রতীক। এই গোঁফে তা আর প্যাঁচ দিতে দিতে তাহারা ইরান শাসিত

এলাকাসমূহে অত্যন্ত দম্ভ ও গর্ব সহকারে ঘোরাফেরা করিত। আর ঐসব এলাকার প্রজা-সাধারণকে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ভরা দৃষ্টিতে দেখিত। তাহাদের এবম্বিধ দম্ভদর্শনে শাসিত জাতি-সমূহের লোকজন ভিতরে ভিতরে ফুসিয়া মরিত, কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিতে পারিত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরামর্শে আসলে তাহাদের এই দাম্ভিকতা পরিহারের দিকেই ইঙ্গিত ছিল।

পরদিন যখন কাহরামান ও খর-খসরা নামক দূতদ্বয় নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে পরম ঔৎসুক্য সহকারে তাঁহার জবাব শুনিবার জন্য আগমন করিল, তখন তিনি তাহাদেরকে এমনই এক সংবাদ দিলেন যাহা শ্রবণে তাহারা রীতিমত হতভম্ব হইয়া গেল। তিনি তাহাদেরকে বলিলেন,

ابلغا صاحبكما ان ربى قد قتل ربه كسرى فى هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها.

"তোমাদের মনিবকে গিয়া বলিবে, আমার প্রভু বিগত রাত্রিতে তোমাদের মনিবকে হত্যা করিয়াছেন। শিরোইয়া তাহার পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন"।

উহা ছিল হিজরী সপ্তম সনের ১০ জুমাদাল উলা মঙ্গলবারের রাত্রির শেষ প্রহর। এতদশ্রবণে দূতদ্বয় অপ্রতিভ হইয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিল। অতঃপর বলিল, ইহার ফল কিন্তু ভাল হইবে না। আমাদের শাহানশাহ আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করিয়াই ছাড়িবেন। পৃথিবীর মানচিত্রে এই দেশের নাম-নিশানা অবশিষ্ট থাকিবে না।

পূর্ণ প্রত্যয়ের সহিত গম্ভীর স্বরে রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন, তোমাদের ঐসব চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই। যাও, মালিক বাযানকে এই ঘটনার সংবাদ জানাইয়া আমার পক্ষ হইতে বলিয়া দিও, আমার ধর্ম বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হইবে। বিশ্বের যেখানেই কাহারও মুদ্রা (দাপট) চালু রহিয়াছে সেখানেই আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনুভূত হইবে। মালিক বাযান যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে তাঁহার শাসনাধীন রাজ্য তাঁহার হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ঐ রাজ্যের শাসকরূপে আমরা তাঁহাকেই বহাল রাখিব। বিদায়ের প্রাক্কালে নবী কারীম ﷺ দূত খরখসরাকে একটি স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত কোমরবন্দ উপঢৌকনস্বরূপ দান করেন— যাহা তিনি কোন এক বাদশাহ্র পক্ষ হইতে উপঢৌকন পাইয়াছিলেন (আল-কামিল, ২খ., পৃ. ৮৫, ১৪৬; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬০)।

দূতদ্বয়ের প্রতিবেদন ও গভর্নর মালিক বাযানের ইসলাম গ্রহণ

দূত কাহ্রামান ও খরখস্রা রাসূলুলুল্লাহ ﷺ-এর এই পয়গাম লইয়া ইয়ামানে ফিরিয়া গেল। তাহারা বাযানকে আনুপূর্বিক সকল বৃত্তান্ত অবগত করিল। বাযান জিজ্ঞাসা করিলেন, নবূওয়াতের এই নূতন দাবিদারকে তোমাদের নিকট কেমন মনে হইল? জবাবে তাঁহার একান্ত সচিব কাহরামান বলিলেন, রাজন! আমি পৃথিবীর অনেক বড় বড় রাজা-বাদশাহ্র দরবারে গিয়াছি। তাঁহাদের সহিত কথাবার্তা বলিয়াছি, একত্রে পানাহারও করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মত এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আমি অন্য কাহারও মধ্যে দেখি নাই।

বাযান অত্যন্ত কৌতূহলভরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ভক্ত-অনুরক্তদের কোন সামরিক বাহিনীও কি তাঁহার সহিত থাকে? জবাবে কাহরামান বলিলেন, না, তেমন কিছু আমাদরে দৃষ্টিতে পড়ে নাই। এইসব কথা শুনিয়া বাযান বেশ চিন্তাযুক্ত হইলেন। তারপর তিনি মন্তব্য করিলেন,

ইহা তো কোন সাধারণ মানুষের ব্যাপার হইতে পারে না। এইসব কথাবার্তা স্পষ্ট নবী-রাসূলের কথাবার্তার অনুরূপ মনে হইতেছে। তবুও আমরা প্রতীক্ষা করিয়া দেখিব, কিসরা সংক্রান্ত তাঁহার ভবিষদ্বাণী কতটুকু সত্য।

মালিক বাযানকে তারপর আর বেশীকাল অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ইহার কয়েক দিন পরই ইরানের শাহী কাসেদ নূতন বাদশাহ্‌র ফরমানসহ ইয়ামানে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। নূতন বাদশাহ তাঁহার ফরমানে লিখিয়াছেন, আমি কিসরাকে হত্যা করিয়াছি। কারণ, তিনি ইরানবাসীদের প্রতি রীতিমত অবিচার ও স্বেচ্ছাচারিতা চালাইয়া গিয়াছেন। সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে নির্বিচারে হত্যা করিয়াছেন। তাহাদের ধনসম্পদ লুট করিয়াছেন। আমার এই ফরমান পৌঁছিবামাত্র তুমি আমার আনুগত্য স্বীকার করিবে। আর যে ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবার জন্য কিস্‌রা তোমাদের নির্দেশ দিয়াছিলেন পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি তাঁহাকে উত্যক্ত করিবে না। তাহার পত্রের মূল পাঠ ছিল এইরূপ ঃ

اما بعد فانى قتلت ابى كرى ولم اقتله الاغضبا لفارس لما كان استحل من قتل اشرافيهم وتهجيزهم فى بعوثهم فاذ اجاك كتابى هذا فخذ لى الطاعة عن بقبلك وانظر الرجل الذى كان كسرى كتب اليك فيه فلا تهجه حتى يأتيك امرى فيه.

(দ্র. ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ২খ., পৃ. ১৪৬; রাসাইলুন নাবিয়্যি, পৃ. ৫৯; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬০; ইয়া'কূবী, ২খ., পৃ. ৬১)।

শাহী দূত যখন কিস্‌রার হত্যার ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করিল তখন কাহরামান ও খরখস্‌রা সমস্বরে বলিয়া উঠিল, আল্লাহ্‌র কসম! কিস্‌রা ঠিক ঐ রাত্রেই নিহত হইয়াছেন যে রাত্রের কথা মুসলমানদের নবী আমাদেরকে বলিয়াছিলেন।

দরবারে উপস্থিত লোকজন এই কথা শ্রবণে বিস্ময়ভিভূত হইয়া গেল যে, আজ এতদিন পর যে সংবাদটি এই দরবারে পৌঁছিল, মুসলমানদের নবী তাহা সেই রাত্রিতেই কেমন করিয়া অবহিত হইলেন! বাযান বলিলেন, নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতেই তিনি এই সংবাদ যথাসময়ে অবগত হইয়া থাকিবেন। অতঃপর তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন ঃ আজ হইতে আমি আল্লাহ্‌র নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি। তাঁহার রিসালাতকে আমি স্বীকার করিয়া লইলাম। তাঁহার আনুগত্য আমি সর্বান্তকরণে বরণ করিয়া লইলাম। তারপর তিনি পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, খুনী অত্যচারী বাদশাহদের আনুগত্যের চেয়ে আল্লাহ্‌র সত্য নবীর আনুগত্য করাই কি উত্তম নহে [আল-ইসাবা কাহরামান আলোচনা প্রসঙ্গে) ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ১২৭-২৮] ?

ইসলাম গ্রহণের পর মালিক বাযান একজন দূত প্রেরণ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ অবহিত করেন এবং তাঁহার দরবারে এই মর্মে দরখাস্ত পাঠাইলেন যেন তিনি তাঁহার কোন প্রতিনিধি ইয়ামানে প্রেরণ করিয়া ইয়ামানবাসিগণের ইসলাম শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেমতে মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রা)-কে পত্রসহ মালিক বাযানের নিকট তথায় প্রেরণ করেন। বায়হাকীর তারীখ গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাহার মূল পাঠ পাওয়া যায় নাই।

কিসরার নিকট প্রেরিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা (রা) যথাসময়ে মদীনায় ফিরিয়া আসিয়া যখন তাঁহার সফরবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানাইলেন যে, কিসরা তাঁহার পত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে তখন অবলীলক্রমে তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে এই কথাটি নির্গত হইল, আল্লাহ তাহার সাম্রাজ্যকেও টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবেন।

মাত্র কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আরব, ইয়ামান, সিরিয়া সর্বত্রই এই সংবাদ রটিয়া গেল যে, পারস্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। বিদ্রোহীরা খসরু পারভেযকে হত্যা করিয়া তাহার পুত্র শিরোইয়াকে সিংহাসনে বসাইয়াছে। মহানবী ﷺ-কে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে কিসরা লোক প্রেরণ করিয়াছেন শুনিয়া উল্লসিত কুরায়শ মহলের হর্ষ তখন বিষাদের রূপ পরিগ্রহ করিল (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৯৫)।

ঐতিহাসিক খাতীবের বর্ণনা হইতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র খানি ছিঁড়িয়া ফেলিলে দূত আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা (রা) তাহাকে কঠোর বাক্য শুনান। সম্ভবত তাহাতে তাহার মনে পরিবর্তন সূচিত হইয়াছিল। অতঃপর খাতীব লিখেন ঃ

ادرج كسرى له شقفا من حرير فاهواها لرسول الله ﷺ.

"কিসরা দেরাজ হইতে কয়েক টুকরা রেশমী বস্ত্র বাহির করিয়া তাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন"।

ঐতিহাসিক ইয়া'কূবী বলেন ঃ

وكتب اليه كسرى كتابا جعله بين سرقتي حرير وجعل فيهما مسكا فلما دفعه الرسول الى النبى ﷺ فتحه فاخذ قبضت من المسك فشمه وناوله اصحابه وقال لاحاجة لنا فى هذا الحرير ليس من لباسنا.

"কিস্‌রা তাঁহার উদ্দেশ্যে একটি পত্র লিখেন এবং উহা দুইটি রেশমী বস্ত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়া উহার মধ্যে কস্তুরী স্থাপন করেন। দূত যখন উহা নবী কারীম ﷺ-এর নিটক হস্তান্তরিত করিল তখন তাহা খুলিয়া উহার মধ্য হইতে এক মুষ্টি কস্তুরী লইয়া উহার সুগন্ধি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার সাহাবীগণকেও দান করিলেন এবং বলিলেন, ঐ রেশমে আমাদের প্রয়োজন নাই। উহা আমাদের পরিধেয় নহে" (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৯৩)।

এই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন ঃ

لتدخلن فى امرى اذ لاتينك بنفسى ومن معى وامر الله اسرع من ذلك فاما كتابك فانا اعلم به منك فيه كذا وكذا ولم يفتحه ولم يقرأه.

"হয় তোমরা আমার দীনে প্রবেশ করিবে, না হয় আমি ও আমার সঙ্গিগণ তোমার নিকট আসিয়া পড়িব (বিজয়ী বেশে)। আর তোমার পত্র—আমি তোমার চেয়ে উহা সমধিক অবগত, উহাতে অমুক অমুক ব্যাপার রহিয়াছে। অথচ তিনি তাহা খুলেনও নাই এবং পড়িয়াও দেখেন নাই"।

ইয়া'কূবী বলেন, তারপর দূত কিসরাকে তাহা অবহিত করিল। কিন্তু এই বর্ণনাটি এককভাবে ইয়া'কূবীরই। মুসনাদে আহমাদে, ১খ., পৃ. ৯৬ ও ১৪৫-এও কিসরার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে

কস্তুরী ও রেশমী বস্ত্র উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণের কথা বর্ণিত হইয়াছে (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৯৩)।

খাতীব বাগদাদী পত্রের পাঠও উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। পত্রখানার বক্তব্য শ্রবণের পর ক্রুদ্ধ কিসরা কাঁচি আনাইয়া পত্রখানাকে টুকরা টুকরা করিয়া তাহা আগুনে ভস্মীভূত করেন। কিছু দিন পর অনুতপ্ত হইয়া তিনি বলেন, এইবার আমাদের উচিত হইবে (অনুতাপের নিদর্শনস্বরূপ) কিছু উপঢৌকন পাঠাইয়া দেওয়া। তারপর তিনি রেশমী বস্ত্রে পত্র ও উপঢৌকনাদি প্রেরণ করেন। কিন্তু ২২ মে ১৯৬৪ তারিখে বৈরুতের আরবী দৈনিক আল-হায়াতে এবং পরবর্তীতে করাচীর উর্দু মাসিক আল-বালাগের মে, ১৯৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত তথ্য হইতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র কাঁচিকাটা ও ভস্মীভূত করা সংক্রান্ত খাতীব বাগদাদীর মন্তব্য নিছক অনুমান ভিত্তিক। আসল ঘটনা হইতেছে, পত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলার পর কেহ একজন চুপিসারে সকলের অলক্ষে তাহা উঠাইয়া নিয়াছিলেন-যাহার ফলে অদ্যাবধি উহা সংরক্ষিত থাকা সম্ভব হইয়াছে। অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া প্যারিসে অবস্থানকারী ভারতীয় গবেষক পণ্ডিত ড. হামীদুল্লাহ (২০০২) মাজমূ'আতুল ওয়াছাইকিস সিয়াসিয়্যা লিল-আহ্দিন নাবাবী ওয়া'ল-খিলাফাতির রাশিদা-তে এবং খালিদ সায়্যিদ আলী, রাসাইলুন নাবিয়্যি ﷺ ইলাল-মুলুকি ওয়াল-উমারা ওয়াল-কাবাইল" গ্রন্থে লেবাননের মিঃ হেনরী ফিরআউনের সৌজন্যে প্রাপ্ত উক্ত পত্রখানির ফটোষ্টাট কপি প্রকাশ করিয়াছেন। মিসরীয় পুরাতত্ত্ববিদ ড. সালাহুদ্দীন আল-মুনাজ্জিদ পত্রটির পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের পর দীর্ঘ সন্দর্ভে মন্তব্য করেন যে, পরীক্ষা ও বিশ্লেষণে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহাই সেই পবিত্র পত্র যাহা নবী কারীম ﷺ পারস্য সম্রাটের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ড. হামীদুল্লাহ স্বচক্ষে উহা দেখিয়াছেন (সায়্যিদ মাহবুব রিযভী, মাকতুবাতে নাবাবী, পৃ. ১৫১-১৬৫; মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, পৃ. ৭৩-৪, ১ম সংস্করণ ১৯৬৯ খৃ.)।

শাহ হরমুযানের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র

নবী কারীম ﷺ-এর আমলে ইরানের একাংশে শাহী খান্দানের একজন শাহযাদা হরমুযানের রাজত্ব ছিল। আহওয়ায, রামহরমুয, তুসতার ও সূস ছিল তাহার শাসিত এলাকাসমূহের বিখ্যাত শহর। নবী কারীম ﷺ হরমুযানকেও ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র দেন। সেই পত্রখানার বাহক কে ছিলেন তাহা ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকিলেও কিস্‌রা-দরবারে যিনি দৌত্যের দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন সেই আবদুল্লাহ ইব্‌ন হুযাফা আস-সাহমী (রা)-ই এই দায়িত্বও পালন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমতি হয়। সেই পত্রখানার পাঠ ছিল এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد عبد الله ورسوله الى الهرمزان انى ادعوك الى الاسلام اسلم تسلم.

الله
رسول
محمد

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম— আল্লাহ্‌র দাস ও তদীয় রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে হরমুযানের প্রতি- আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবেন" (সীলমোহর, মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ) (মওলানা হিফজুর রহমান, বালাগুল মুবীন, পৃ. ১৪১; মাকতূবাতে নববী, পৃ. ১৬৫)।

হরমুযান পত্রখানির কী জবাব দিয়াছিলেন বা আদৌ কোন জবাব দিয়াছিলেন কি না, তাহা অজ্ঞাত। কিন্তু সেই সময় ইসলাম গ্রহণের তাওফীক তাহার হয় নাই। পরবর্তীতে হযরত উমার ফারূক (রা)-এর খিলাফত আমলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উমার (রা) তাঁহার জন্য বার্ষিক দুই হাজার মুদ্রার ভাতা মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে মদীনায় অভিবাসিতও করিয়াছিলেন (মাকতূবাতে নাবাবী, পৃ. ১৬৬; বালাগুল মুবীন, পৃ. ১৩৯-১৪৫)।

মুকাওকিসকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র প্রেরণের প্রেক্ষাপট

হিজরী সপ্তম সাল। ৬২৮ খৃস্টাব্দের গ্রীষ্মকাল তখন সবেমাত্র শুরু হইয়াছে। মদীনার দূত হাতিব ইব্‌ন আবী বালতা'আ (রা) প্রাচীন মিসরের বাবলিয়্যন দুর্গে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র কিবতী জাতির নেতা মুকাওকিসের নিকট অর্পণ করিলেন। পত্রটির মূল পাঠ ছিল এই ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد عبد الله ورسوله الى مقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم يؤتك اجرك مرتين فان توليت فانما عليك اثم القبط ويأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون.

الله
رسول
محمد

"পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহর নামে। আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে কিবতী জাতির মহান নেতা মুকাওকিসের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হউক তাহার প্রতি যে সত্য পথের অনুসারী। আমি আপনাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাইতেছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দিবেন। পক্ষান্তরে যদি অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে গোটা কিবতী জাতির পাপের বোঝা আপনার উপরই বর্তাইবে। হে কিতাবী সম্প্রদায়ের লোকজন! আইস, এমন একটি ব্যাপারে আমরা একমত হইয়া যাই যাহাতে আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। তাহা হইল, আমরা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও যেন ইবাদত না করি। কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি আর আমাদের মধ্যকার কেহ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়া আমাদেরই মধ্যকার কাহাকেও প্রতিপালকরূপে গ্রহণ

না করে। তারপরও যদি তাহারা অস্বীকার করে তবে বলিয়া দাও, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণকারী মুসলিম।"

(সীলমোহর)
আল্লাহ্র
রাসূল
মুহাম্মাদ

(আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ১২৯; আস্-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৮০; আদ-দুররুল মানছূর, ২খ., পৃ. ৪০, আয়াতে মুবাহালার তাফসীরে; সুবহুল আ'শা, ৬খ., পৃ. ৩৭৮; খিতাতুল মাকরীযী, ১খ., পৃ. ২৯; হুস্নুল মুহাদারা, ১খ., পৃ. ৪২; কাসতাল্লানী, মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৩খ., পৃ. ৩৯৭; তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., প. ২৬৫)।

মুকাওকিসের উদ্দেশ্যে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রের আরেকটি পাঠ পাওয়া যায়। তাহা নিম্নরূপঃ

من محمد رسول الله الى صاحب مصر والاسكندرية اما بعد فان الله تعالى ارسلنى رسولا وانزل على قرأنا وامرنى بالاعذار وانذار ومقاتلة الكفار حتى يدينوا بدينى ويدخل الناس فى ملتى وقد دعوتك الى الاقرار بوحدانية الله تعالى فان فعلت سعدت وان ابيت شقيت والسلام

الله
رسول
محمد

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হইতে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসকের প্রতি। (আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনার পর) অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। আমার প্রতি তিনি কুরআন নাযিল করিয়াছেন। তিনি আমাকে অব্যাহতি দান ও সতর্কীকরণের এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দিয়াছেন যাবৎ না তাহারা আমার ধর্মে বিশ্বাসী হয় এবং লোকজন আমার মিল্লাতে প্রবেশ করে। আমি আপনাকে আল্লাহ্র একত্বের স্বীকারোক্তির প্রতি আহ্বান জানাইতেছি। যদি আপনি তাহা স্বীকার করিয়া লন তবে তাহা হইবে আপনার জন্য মঙ্গল আর আপনি তাহা প্রত্যাখান করিলে তাহা হইবে আপনার জন্য অমঙ্গল" (সীলমোহর)।

(জামহারাতু রাসাইলিল আরাব, ১খ., পৃ. ৪৩; সুবহুল আ'শা, ৬খ., পৃ. ৩৭৮; মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ১৩৭)।

বৃদ্ধ পোপ বিন ইয়ামীন পত্রের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর দূতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, জবাবের জন্য আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। আপনি বাবিলিয়্যূন আমার মেহমানরূপে কয়েক দিন অবস্থান করুন।

পত্রের বক্তব্য বিন ইয়ামীনের অন্তরে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। কত সহজ-সরল বক্তব্য এই পত্রের! আল্লাহর একত্বের এই দাওয়াত ইয়াকূবী ও মালাকানী খৃস্টানদের জটিল ধর্মীয় মারপ্যাচের অনেক ঊর্ধ্বে, অথচ কতই না চিন্তা উদ্দীপক! এই পত্রে সেই বিস্মৃত সত্যই যেন বাঙময়- হইয়া উঠিয়াছে যাহা ভারী ভারী খৃস্টীয় গ্রন্থাদির নিচে এতদিন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

তাঁহার অন্তর যেন ডাক দিয়া বলিতেছিল, এই সেই শাশ্বত সত্য যাহার সুসমাচার পূর্ববর্তী ধর্মগুলি ও সত্যব্রতী মহাপুরুষগণ দিয়া গিয়াছেন। বস্তুত ইহাই একজন নবী ও রাসূলের আহ্বান। তবে কি আমার নিকট দূত ও বার্তাপ্রেরক সেই বহুল প্রতীক্ষিত সত্য নবীই ? যেন তাহাই হয়। তবে জেরুসালেমের পরিবর্তে মক্কায়ই কেন তাঁহার অভ্যুদয় ঘটিল? কিবতী জাতির নায়ক এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

রাত্রিবেলা অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে তিনি মদীনার কাসেদকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, দূত প্রবর! এইবার আমার কাছে আপনাকে প্রেরণকারীর কিছু পরিচয়ও ব্যক্ত করুন। কেমন তাঁহার অবয়ব, বংশমর্যাদা, চালচলন ও কথাবার্তা? তাঁহার অভ্যুদয়ের পর তাঁহার স্ব-জাতির মধ্যে কী পরিস্থিতির উদ্ভব হইল?

মিসরীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারঙ্গম সুভাষী দূত হাতিব ইব্ন আবী বাল্‌তা'আ (রা) মক্কা ও মদীনার মধ্যে সংঘটিত সব কাহিনীই একে একে বিবৃত করিলেন। হেরা গুহার সেই স্মরণীয় নির্জনতা, ওহী নাযিল হওয়ার কথা, সাফা পর্বতের সেই বহুবিশ্রুত উপদেশ, কুরায়শদের বিরোধিতা, মক্কা হইতে হিজরত বা বাস্তত্যাগ, তারপর একে একে সংঘটিত বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধসমূহ, উপরন্ত তাওহীদ, আখিরাত, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সেই বিপ্লবাত্মক দা'ওয়াত যাহা চিন্তার জগতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে— তাহার এই বিবরণ হইতে উহার কিছুই বাদ পড়িল না । এই সময় মুকাওকিসকে লক্ষ্য করিয়া হাতিব (রা) যে ভাষণ প্রদান করেন হাফিফ ইবনুল কায়্যিমসহ অনেকেই তাহা নিজ নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাষণটি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

মিসর রাজের দরবারে মহানবী ﷺ-এর দূত হযরত হাতিব (রা)-এর ভাষণ

انه كان قبلك من يزعم انه الرب الاعلى (يعنى فرعون) فاخذه الله نكال الاخرة والاولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يقبر غيرك بك ان هذا النبى دعا الناس فكان اشدهم عليه قريش واعداهم له يهود واقربهم منه النصارى ولعمرى ما بشارة موسى بعيسى عليهما الصلوة والسلام الاكبشارةعيسى بمحمد ﷺ .

"(রাজন!) আপনার পূর্বে এই দেশে এমন এক ব্যক্তিও ছিল যে নিজেকে রব্বুল আ'লা বা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু বলিয়া দাবি করিত (অর্থাৎ ফিরআওন)। ফলে আল্লাহ্ তাহাকে দুনিয়া ও আখিরাতের কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করিলেন। আল্লাহ্‌র গযব যখন নামিয়া আসিল তখন সে বা তাহার রাজ্য লোক-লশকর কিছুই রহিল না। সুতরাং আপনি অন্যের ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। এমন যেন না হয়, আপনার ধ্বংসই অন্যের জন্য শিক্ষণীয় হইয়া দাঁড়ায়।

"এই নবী বিশ্বের তাবৎ মানব গোষ্ঠীকে এই সত্যের দাওয়াত দিয়াছেন। কুরায়শ জাতি তাঁহার ঘোরতর বিরোধিতা করিয়াছে, ইয়াহূদীগণ করিয়াছে তীব্রতর বৈরিতা। পক্ষান্তরে খৃস্টান সমাজ তুলনামূলকভাবে তাঁহার প্রতি সম্প্রীতির পরিচয় দিয়াছে"।

"কসম আল্লাহ্‌র! যেভাবে হযরত মূসা (আ), হযরত ‘ঈসা (আ)-এর আগমনের সুসমাচার দিয়া গিয়াছিলেন ঠিক তেমনই হযরত ‘ঈসা (আ) মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের সুসমাচার প্রচার করিয়া গিয়াছেন" ।

وما دعاؤنا اياك الى القرأن الا كدعائك اهل التوراة الى الانجيل وكل نبى ادرك قوما فهم امة فالحق عليهم ان يطيعوه فانت ممن ادرك هذا النبى ولسنا ننهاك عن دين المسيح بل نأمرك به.

"আমাদের বেলায় আপনাকে কুরআনের দাওয়াত দেওয়াটা ঠিক তেমনই যেমনটি আপনি তাওরাতপন্থীগণকে ইঞ্জীলের প্রতি দাওয়াত দিয়া থাকেন"।

"যে নবী যে জাতিকে পাইয়াছেন, তাহারাই তাঁহার উম্মত। তাঁহার অনুসরণ করা তাহাদের কর্তব্য। আপনি যেহেতু এই নবীর যুগ পাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আনুগত্য করা আপনার কর্তব্য। আমরা আপনাকে মসীহ (আ)-এর ধর্ম পালনে বাধা দিতেছি না, বরং তাঁহার প্রচারিত বার্তার অনুসরণ করিতেই বলিতেছি। কেননা তিনি শেষ নবীর আনুগত্যের নির্দেশই আপনাদেরকে প্রদান করিয়াছেন" (রাহমাতুললিল আলামীন, ১খ., পৃ. ১৫৬-৫৭; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৯৯)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-দূত ও মুকাওকিসের প্রশ্নোত্তর

একান্ত গোপন প্রশ্নোত্তরকালে মুকাওকিস ও দূতের মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল উহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন ইব্ন সা'দ তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে । তিনি দূতকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আমি আজ তোমাকে তিনটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। দূত বলেন ঃ আমিও আপনাকে সঠিক জবাব দিব। তারপর তাঁহাদের মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয়, তাহা নিম্নরূপ ঃ

মুকাওকিস ঃ মুহাম্মাদ কী দা'ওয়াত দিয়া থাকেন? দূত ঃ তিনি দা'ওয়াত দেন যেন আমরা এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্রই 'ইবাদত করি, দিবারাত্র পাঁচবার সালাত আদায় করি, রমযানের রোযা রাখি, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করি, অঙ্গীকার পূর্ণ করি। তিনি আমাদেরকে বারণ করেন মৃত জন্তু ও রক্ত ভক্ষণ করিতে।

মুকাওকিস ঃ তুমি তাঁহার অবয়ব ও আচরণ সম্পর্কে কিছু বল। দূত হাতিব বলেন ঃ আমি সংক্ষেপে তাঁহার বর্ণনা দিলে মুকাওকিস বলিলেন ঃ আরও কিছু ব্যাপার রহিয়া গিয়াছে যাহা তুমি বর্ণনা কর নাই। তারপর তিনি নিজেই সেগুলি বলিতে লাগিলেন ঃ 'তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে ঈষৎ লালিমা রহিয়াছে, কচিতই সেই লালিমা অনুপস্থিত থাকে। তাঁহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে মোহ্রে নবূওয়াত রহিয়াছে। তিনি গর্দভে আরোহণ করেন। তিনি ঢিলা-ঢালা চোগা পরিধান করেন। তিনি খেজুর ও রুটির ভগ্নাংশ ভক্ষণের দ্বারাই দিনাতিপাত করেন। সাক্ষাৎকারী পিতৃব্য না পিতৃব্য-পুত্র তাহার কোন পরোয়া তিনি করেন না অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের অন্যায় আবদারকে প্রশ্রয় দেন না (আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ৫০৩; সীরাত যায়নী দাহলান, ৩খ., পৃ.৭৩; আল-মিসবাহুল মুদী , ২খ., পৃ. ১৩০-১)।

দূতের মুখে সবকিছু শোনার পর মিসরের পোপ ও জাতীয় নেতার মধ্যে সত্যভাষী বিন ইয়ামীনের মুখ দিয়া তাঁহার মনের অজান্তেই বাহির হইয়া আসিল, "আমি পূর্বেই জানিতাম আল্লাহ্র শেষ নবীর শুভাগমন ঘটিবে। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, শামদেশেই তাঁহার অভ্যুদয় ঘটিবে। কেননা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ শামদেশেই আবির্ভূত হইয়াছেন। কিন্তু এইবার দেখিতেছি আমার ধারণাকে ভুল প্রতিপন্ন করিয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন কঠিন সাধ্য-সাধনার দেশ আরবের মাটিতে"। তারপর দীর্ঘক্ষণ মাথা নীচু করিয়া কী যেন ভাবিলেন, অতঃপর বলিলেন ঃ

"হে আমার নবাগত অতিথি! আমার স্ব-জাতীয় কিব্তীগণ কিন্তু তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে আমাকে সমর্থন করিবে না। হে ইব্ন আবী বালতা'আ! আমি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, আমার এই অঙ্গণে এই দেশের এই মাটিতে তোমার নবীর বিজয় পতাকা উড্ডীন হইবে। আমার পদতলের এই স্থান পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গী-সাথিগণ দ্রুত ছড়াইয়া পড়িবেন।"

এই আলাপ-আলোচনার পর হাতিব যখন বিদায় গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন বাবলিয়্যুন দুর্গের সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া বিন ইয়ামীন তাঁহার হস্ত হাতিবের স্কন্ধের উপর রাখিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, আমি কিব্তীদেরকে এই ব্যাপারে ঘূর্ণাক্ষরেও কিছু বলিব না। আমার ও তোমার মধ্যকার আলোচনা তাহারা জ্ঞাত হউক, ইহা আমার কাম্য নহে। হাঁ, তুমি যখন তোমার গুরুর কাছে ফিরিয়া যাইবে তখন অবশ্যই তোমাকে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, সবই তাঁহাকে বলিবে (প্রাগুক্ত, আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৪৯; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১০১-২)।

নবী কারীম ﷺ সম্পর্কে মুকাওকিসের মূল্যায়ন ও পত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

নবী কারীম ﷺ সম্পর্কে দূতের ভাষণের পর মুকাওকিস তাঁহার মূল্যায়ন করেন এইভাবে ঃ

انى نظرت فى هذا النبى فوجدته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب فيه ولم اجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكذاب وجدت معه آيته النبوة باخراج الخبء والاخبار بالنجوى وسأنظر ثم اخذ الكتاب وجعله فى حق من عاج وختم عليه ودفعه الى جاريته.

"আমি এই নবীর ব্যাপারটি মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি কোন অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ করিতে আদেশ করেন না, আবার কোন কাঙ্ক্ষিত কাজ করিতে বারণও করেন না। তিনি কোন বিভ্রান্তকারী যাদুকরও নহেন, আবার ভণ্ড মিথ্যুক গণকও নহেন। আমি তাঁহার মধ্যে নবূওয়াতের লক্ষণাদি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তিনি গোপন অর্থাৎ লোকচক্ষুর অন্তরালের বিষয়সমূহ বাহির করিয়া আনেন এবং গোপন তথ্য বলিয়া দেন। অতঃপর মুকাওকিস পত্রখানা হাতে লইয়া গজদন্তের উহা একটি কৌটাতে পুরিয়া উহার উপর সীলমোহর লাগাইলেন। তারপর উহা তাহার দাসীর নিকট রাখিয়া দিলেন এবং বলিলেন আমি তাহার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিব (মাকাতিবুর রাসূল ﷺ, ১খ., পৃ. ৯৯; আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৪৯-৫০)।

নবী কারীম (স)-কে মুকাওকিসের জবাবী পত্র

অতঃপর মুকাওকিস তাঁহার আরবী দোভাষীকে ডাকাইয়া মদীনা হইতে আগত পত্রের জবাব লিখাইলেন এইভাবে ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط سلام عليك اما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت اظن انه يخرج بالشام وقد اكرمت رسولك وبعثت اليك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم وبثياب واهديت اليك بغلة لتركبها والسلام عليك.

"আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদ-এর প্রতি কিবতী জাতির নায়ক মুকাওকিসের পক্ষ হইতে। আপনার প্রতি সালাম। পর সমাচার, আমি আপনার পত্রখানা পাঠ করিয়াছি এবং উহাতে আপনি

যাহা উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহার প্রতি আপনি দা'ওয়াত দিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। একজন নবীর আবির্ভাব যে আসন্ন তাহা আমি জ্ঞাত আছি। আমার ধারণা ছিল, তিনি শামদেশে আবির্ভূত হইবেন। আমি আপনার দূতকে সমাদর করিয়াছি এবং সম্মান প্রদর্শন করিয়াছি। কিবতী জাতির কুলশীলা ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারিণী দুইটি বালিকা ও বস্ত্রাদি আপনার খিদমতে প্রেরণ করিলাম। সাথে সাথে আপনার বাহনস্বরূপ একটি খচ্চর উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করিলাম। আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হউক" (আল-মিস্‌বাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ১৩১-২; আত-তাবাকাতুল কুব্‌রা, ১খ., পৃ. ২৬০; আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫০; সীরাত যায়নী দাহ্‌লান, ৩খ., পৃ. ৭১)।

নবী কারীম ﷺ-এর জন্য প্রেরিত মুকাওকিসের উপঢৌকন

প্রকৃতপক্ষে মুকাওকিসের উপঢৌকন-সম্ভারের পূর্ণ তালিকা পত্রে প্রদত্ত হয় নাই, ঐ পূর্ণ তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ

(১) মারিয়া বিন্‌ত শামঊন কিবতিয়্যা— নবী নন্দন ইবরাহীমের গর্ভধারিণী যাঁহার সম্পর্কে নবী কারীম ﷺ বলেন ঃ اعتقها ولدها। "তাঁহার পুত্রই তাঁহাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছে"।

(২) কায়সার/মতান্তরে সিরীন— মারিয়ারই সহোদরা এবং দেখিতে তাঁহারই মত এবং পরমা সুন্দরী ছিলেন। ইহাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নবী দরবারের কবি হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত (রা)-কে দান করিয়াছিলেন (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ.১৩৬; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬)। অবশ্য সুহায়লী ইহাকে হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিতের পুত্র আবদুর রহমানের জননীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন (আর-রাওদুল উনুফ, ২খ., পৃ. ২৫৫-৫৬)।

(৩) কায়সারা (قيسرة) নাম্নী অপর একটি বালিকা— যায়নী দাহ্‌লান যাহাকে কায়স (قيس) লিখিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে সাহাবী আবূ জাহ্‌ম ইব্‌ন হুযায়ফা আল-আবদীকে দান করেন। উক্ত সাহাবী তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রফেসর আবদুল খালেক মুকাওকিসকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন (সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ১৬৭)। হাদিয়াস্বরূপ মুকাওকিসের তিনটি বালিকা প্রেরণের কথাই উক্ত হইয়াছে।

(৪) অপর একটি কৃষ্ণাঙ্গী বালিকা যাহার নাম ছিল বারীরা (আস্-সীরাতুল হালাবী, ৩খ., পৃ. ২৫০)।

(৫) একটি নপুংসক গোলাম—যাহার নাম ছিল মাবুর (দ্র. রাওদুল উনুফ)। কিন্তু ফুতূহুশ-শামে তাহাকে মাবূর বলা হইয়াছে (আস্-সীরাতুল হালাবিয়া, ৩খ., পৃ. ২৫০)।

(৬) একটি ধূসর বর্ণের মাদী খচ্চর। ইহাই ছিল সেই বিখ্যাত দুলদুল—যাহা পরবর্তীকালে তিনি হযরত আলী (রা)-কে দান করিয়াছিলেন এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া হযরত হাসান (রা)-ও উহা ব্যবহার করিয়াছেন (মুহাম্মাদ ছাঈদ ইব্রাহীমপুরী, তাওয়ারিখে মুহাম্মদী, ৭খ., পৃ. ২০)।

(৭) ইয়াফুর নামক একটি গাধা (আস-সীরাতুল হালাবিয়া, ৩খ., পৃ. ২৫১)।

(৮) লাজ্জাজ নামক একটি ঘোড়া। মতান্তরে ঘোড়াটির নাম মায়মূন/মা'মূন (দ্র. মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ১৬৩)।

(৯) মিসরীয় বিন্‌হা নামক স্থানের বিখ্যাত মধু।

(১০) একটি সুর্মাদানী— উহা রাখিবার চতুষ্কোণবিশিষ্ট বাক্সসহ, একটি তৈল রাখার বোতল, একটি কাঁচি, মিসওয়াক, চিরুণী ও একটি আয়না (আস্-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫১)।

বলা হইয়া থাকে যে, সাথে আরও ছিল পাগড়ী, কিবতী চোগা, সুগন্ধি দ্রব্য, সুগন্ধি কাঠ (আগর বা চন্দন জাতীয়), কস্তুরী, এক হাজার মিছকাল স্বর্ণ, কাঁচের নির্মিত পানপাত্র ইত্যাদি।

(১১) কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, মুকাওকিস মুসলমানদের চিকিৎসার সুবিধার্থে একজন চিকিৎসকও প্রেরণ করিয়াছিলেন। নবী কারীম ﷺ এই কথা বলিয়া তাহাকে ফেরৎ পাঠাইয়া দেন ঃ

ارجع الى قومك فانا قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع.

"তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া যাও। কেননা আমরা এমন এক জাতি যাহারা ক্ষুধা না পাইলে আহার করি না, আর যখন আহার করি তখন সম্পূর্ণ পেট ভর্তি করিয়া আহার করি না; ফলে আমাদের রোগব্যাধি কমই হইয়া থাকে)" (আস্-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫১; মুস্তাদরাক হাকেম, ৪খ., পৃ. ৩৮; আল-আমওয়াল, পৃ. ২৪০, মিসর, ১৯৮১ সং; মাকাতীবুর রাসূল (স), ১খ., পৃ. ১০০-১০১)।

মুকাওকিস সত্যসত্যই নবী কারীম ﷺ-এর দূতের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করেন এবং তাঁহাকে উত্তম আতিথ্য দান করেন। হাতিব (রা) নিজেই বলিয়াছেন ঃ

كان المقوقس لى مكرما فى الضيافة.

"মুকাওকিস আমাকে আতিথ্য দান করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেন।"

অবশ্য হাতিব (রা) পাঁচ দিনের বেশী সেখানে অবস্থান করেন নাই (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬০-২৬১)।

মুকাওকিস তাঁহাকে উপঢৌকনস্বরূপ এক শত দীনার ও পাঁচটি বস্ত্র দান করেন। তাঁহার আরব উপদ্বীপে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি সান্ত্রীদের ছোট একটি দলও তাঁহার সহিত রওয়ানা করেন। কিন্তু সিরিয়ায় পৌঁছিয়াই তিনি মদীনাযাত্রী একটি কাফেলার সঙ্গ লাভ করায় সেখান হইতেই সান্ত্রীদেরকে তাহাদের দেশে ফেরত পাঠাইয়া দেন এবং নিজে ঐ কাফেলার সহিত মিলিত হইয়া মদীনায় পৌঁছেন (আস্-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫২; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১০১-২)।

বিন ইয়ামীনের উল্লিখিত পত্রখানি ছিল এক সাবধানী ব্যক্তির কূটকৌশলপূর্ণ পত্র। ইহাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে অগ্রাহ্য করার কোন উল্লেখ ছিল না। এতদসত্ত্বেও দূতকে সম্মান প্রদর্শন, উপঢৌকন প্রেরণ প্রভৃতি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি তাঁহার অন্তরে সম্ভ্রমবোধ ছিল। বিন ইয়ামীন তখনকার মত ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তাই মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া হাতিব (রা) যখন উপঢৌকন-সামগ্রীসহ তাঁহার পত্রখানি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে অর্পণ করিলেন এবং মুকাওকিস যাহা তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা বলিলেন তখন তিনি বলিলেন ঃ

ضن الخبيث بملكة ولا بقاء ملكه.

"খবীছটি তাহার রাজ লিপ্সায় ইসলামের আহ্বানে সাড়া দিতে কার্পণ্য করিল। অথচ তাহার রাজত্বের স্থায়িত্ব নাই" (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫২)।

মুকাওকিসের ইসলাম গ্রহণ না করা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কেন তাহার উপঢৌকন গ্রহণ করিলেন তাহার জবাবে আবূ উবায়দ কিতাবুল আমওয়ালে বলেন ঃ

لانه كان قد اقر نبوته ولم يظهر التكذيب للنبى ﷺ ولم يؤيسه من الاسلام فلهذا انر النبى ﷺ قبل هديته.

"যেহেতু মুকাওকিস তাঁহার নবূওয়তের স্বীকৃতি দিয়াছিলেন এবং নবী কারীম ﷺ-কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন নাই এবং তাঁহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে নিরাশও করেন নাই। আমরা মনে করি, এই জন্যই তিনি তাঁহার উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন" (কিতাবুল-আমওয়াল, পৃ. ২৪০, মিসরীয় মুদ্রণ ১৯৮১ খৃ.)।

কিন্তু মাকাতীবুর রাসূল ﷺ-এর গ্রন্থকার বলেন, আসলে উহার কারণ ছিল মুকাওকিস মুশরিক বা পৌত্তলিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন খৃস্টান। তাই নবী কারীম ﷺ তাহার উপঢৌকনাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেমনটি তিনি করিয়াছিলেন রোমক সম্রাট কায়সারের হাদিয়ার ব্যাপারে। কেননা তিনিও খৃস্টান তথা আহলে কিতাব ছিলেন (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ১০২)।

মওলানা হিফযুর রহমান সওহারবীর এতদসংক্রান্ত বর্ণনায় অতিরিক্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাই পূর্ণ বিবরণের পুনরোক্তি না করিয়া সেই অতিরিক্ত তথ্যগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

মুকাওকিসের পত্রে উল্লিখিত বালিকাদ্বয় মারিয়া ও সিরীন মদীনার পথে রওয়ানা হওয়ার পর পথিমধ্যেই হাতিব (রা)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। মদীনায় উপনীত হওয়ার পর মারিয়া নবী কারীম ﷺ-এর হারেমে প্রবেশ করিলেন এবং নবী নন্দন ইবরাহীমকে গর্ভে ধারণ করিয়া ইবরাহীম জননী নামে অভিহিত হন। সীরীনকে নবী দরবারের নন্দিত কবি হযরত হাস্সানের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। উক্ত দুই বালিকা ছিলেন সহোদরা।

শায়খ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী তদীয় তারীখ মিসর (মিসরের ইতিহাস) গ্রন্থে হাতিবের দৌত্যকর্মের বিবরণ দিতে গিয়া লিখেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র যখন মুকাওকিসের দরবারে পেশ করা হইল তখন তিনি শ্রদ্ধাভরে উহা চুম্বন করিলেন এবং পত্র পাঠ শ্রবণে মন্তব্য করিলেন ঃ

"ইহাই বহুল প্রতীক্ষিত নবীর আবির্ভাবের সন্ধিক্ষণ । তাওরাত-ইঞ্জীল তথা বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়ম হইতে আমরা তাহা অবগত হইয়াছি। এই নবী দুই সহোদরকে এক অভিন্ন স্বামীর বিবাহাধীন রাখা অনুমোদন করিবেন না, তিনি কাহারও দান-দক্ষিণা (সাদ্কা) গ্রহণ করিবেন না, তবে হাদিয়া-উপঢৌকন গ্রহণ করিবেন। তাঁহার অধিকাংশ সাথী-সহচরই দরিদ্র হইবেন। তাঁহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে মুহ্রে নবূওয়াত শোভা পাইবে।"

মুকাওকিসের উপহার সামগ্রীর মধ্যে এক হাজার মিছকাল পরিমাণ স্বর্ণ এবং কুড়িটি মিসরীয় বস্ত্রের কথাও মওলানা হিফযুর রহমান উল্লেখ করিয়াছেন (বালাগে মুবীন, যাদুল মা'আদ ও সীরাতে হালাবিয়্যার বরাতে, পৃ. ৫১-৫২)।

এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, মুকাওকিস যেহেতু ধর্ম সম্পর্কে সুপণ্ডিত এবং অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তাই সম্ভ্রান্ত কিবতী বংশীয়া অপরূপ সুন্দরী দুইটি বালিকাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে প্রেরণ করিয়া এবং তাঁহাদের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্না হওয়ার কথাটি ব্যক্ত করিয়া তিনি যে নবী কারীম ﷺ তাহাদের উভয়কে নিজ হারেমে রাখিয়া দেন কি না, তাহা পরীক্ষা করেন নাই, তাহা বলা মুশকিল। কেননা আখেরী যামানার নবী যে দুই সহোদরাকে একই পুরুষের হারেমে একত্রে রাখা অনুমোদন করিবেন না, ইহা তো তাঁহার জানাই ছিল। আল্লামা সুয়ূতীর বর্ণনায় তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে উক্ত বালিকাদ্বয়ের একটি অর্থাৎ

সিরীনকে হাস্‌সানের নিকট হস্তান্তরের বিবরণ শুনিয়া তাঁহার নবূওয়াত সম্পর্কে মুকাওকিসের প্রত্যয় বৃদ্ধিরই কথা। অবশ্য রাজ্যলিপ্সা তাহাকে সত্যধর্ম গ্রহণে বিরত রাখিয়াছে, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

মাবূরের নিষ্কাম প্রেম ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মানবসুলভ ক্রোধ

মারিয়া ও মাবূর যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক মুকাওকিসকে লিখিত পত্রের সুবাদেই নবী দরবারে উপনীত হইয়াছিলেন, তাই তাহাদের একটি কৌতুহলোদ্দীপক ও শিক্ষণীয় ঘটনা উদ্ধৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মানুষ ছিলেন, আলিমুল গায়ব বা অন্তর্যামী ছিলেন না, এই সত্যটিও এই ঘটনায় চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সম্ভবত এই বিবেচনায়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রাবলীর আলোচনায় মাওলানা হিফযুর রহমান প্রমুখ বিচক্ষণ আলিম এই ঘটনাকে তাঁহাদের পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

মাবূর ও মারিয়া দুইজন ছিলেন চাচাতো ভাই-বোন। ছোটবেলা হইতেই তাহারা একত্রে হাসিয়া খেলিয়া মানুষ হন এবং ঘটনাক্রমে দুইজনই আবার একত্রে উপঢৌকন সামগ্রীর সঙ্গে মদীনায় নবী দরবারে প্রেরিত হন। মাবূর তাঁহার অপরূপ সুন্দরী এই চাচাতো ভগ্নির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। উভয়ে বয়োপ্রাপ্ত হইলে তিনি শঙ্কিত হইলেন যে, পিতৃব্যকন্যার প্রতি তাঁহার এই অতি আসক্তি শেষ পর্যন্ত না তাহাকে পাপাচারে লিপ্ত করে। তিনি তাহার এই নিঃস্বার্থ প্রেমকে কলুষিত করিতে কোন মতেই সম্মত ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি লিঙ্গ কর্তন করিয়া নপুংসক হইয়া যান।

কালক্রমে মারিয়া যখন নবী সহধর্মিনীর মর্যাদা লাভ করেন আর মাবূর তাঁহার দাসরূপে খেদমতে নিয়োজিত রহিলেন, তখন একদিন বাহির হইতে ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাবূরকে তাঁহার নিজ শয্যার উপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহার নূরানী চোহারায় ক্রোধের ছাপ অঙ্কিত হইল। অত্যন্ত বিমর্ষ অবস্থায় তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া হযরত উমার (রা) তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ঘটনা অবহিত হইয়া হযরত উমার উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সেদিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে এই বেশে অগ্রসরমান দেখিয়া মাবূর ব্যাপারটি আঁচ করিতে পারেন। তিনি দৌড়াইয়া গিয়া একটি খেজুর গাছে লাফাইয়া উঠেন এবং নিম্নাঙ্গের কাপড় তুলিয়া তাঁহার দিকে মেলিয়া ধরিলেন। অবাক বিস্ময়ে হযরত উমার (রা) প্রত্যক্ষ করিলেন যে, মাবূর একান্তই নপুংসক। লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ফিরিয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মাবূরের নিম্নাংগ তো একেবারেই সমান। তাহার পুরুষাঙ্গ একেবারে গোড়া হইতেই কর্তিত। নিষ্কাম প্রেমিক মাবূরের প্রতি তাঁহাদের সন্দেহ অমূলক বিধায় উভয়ের ক্রোধ প্রশমিত হইল। আল-মিসবাহুল মুদীতে ফুতূহ মিসর-এর বরাতসহ আছে, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে বলিলেন, জিবরাঈল আমার নিকট আসিয়া তাঁহার (মারিয়ার) এবং তাহার নিকটাত্মীয়ের পাপমুক্ত থাকার কথা অবহিত করিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, তাহার গর্ভে আমার সন্তান রহিয়াছে। সে দেখিতে আমারই মত হইবে (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ১৩৪০; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া)।

বিজ্ঞজন প্রেরিত বিজ্ঞ দূত

নবী কারীম ﷺ-এর দূত হাতিব ইবন আবী বালতা'আ (রা) যখন ইসলামের নবীর সত্যতা সম্পর্কে মুকাওকিসের দরবারে তাঁহার বক্তব্য পেশ করিতেছিলেন, তখন মিসর-রাজের মনে

একটি প্রশ্নের উদয় হয় এবং তিনি তাহা হাতিবের নিকট ব্যক্তও করেন, "শক্রুদের নিপীড়নে বাধ্য হইয়া তিনি দেশান্তরিত হইলেন। তিনি যদি সত্য নবীই হইবেন তাহা হইলে অভিশাপ দিয়া শত্রুদেরকে নিপাত করিয়া দিলেন না কেন?"

হাতিব তাহাকে পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, হযরত 'ঈসা (আ) যে সত্য নবী ছিলেন তাহা তো আপনি বিশ্বাস করেন। ক্রুশবিদ্ধ করিয়া শক্রুরা তাঁহাকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও পায়তারা করিতেছে দেখিয়াও তিনি তাহাদেরকে অভিশাপ দিয়া নিপাত করিয়া দিলেন না কেন?

হতচকিত হইয়া মুকাওকিস বলিলেন, "তাই তো! আপনি সত্যিই বিজ্ঞজন প্রেরিত বিজ্ঞ দূত। বিজ্ঞজনোচিত উত্তরই আপনি দিয়াছেন" (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ১৩০-১; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ১খ., পৃ. ১৮১; যায়নী দাহ্লান, ৩খ., পৃ. ৭০; নূরুল ইয়াকীন, শায়খ মুহাম্মাদ খিদারী বেককৃত, পৃ. ৬৯; হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৬৯৩)।

বৈরী ভাবাপন্ন মুগীরা ও মুকাওকিসের কথোপকথন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রলাভ ও দূতের মুখে তাঁহার বিবরণ শ্রবণে মুকাওকিস যে কী পরিমাণ প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় মুগীরা ইব্ন শু'বার পরবর্তী কালের বর্ণনা হইতে। তিনি বলেন, ইব্ন মালিক ও আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মিসরে মুকাওকিসের দরবারে উপনীত হই। তখন মুকাওকিস আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে তো মুহাম্মাদ ও তদীয় সঙ্গিগণ অন্তরায় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা তোমাদেরকে বাধা দেন নাই?

আমরা বলিলাম, আমরা সমুদ্রপথে আসিয়াছি এবং তাহাদের নিকট আমাদের আগমনের কথা গোপন রাখিয়াছি। তারপর তাহার ও আমাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাহা এইঃ

মুকাওকিস ঃ তাঁহার দাওয়াতের প্রেক্ষিতে তোমরা কী করিলে?

মুগীরা ঃ আমাদের একটি লোকও তাহার অনুসারী হয় নাই।

মুকাওকিস ঃ কেন তোমরা এরূপ করিলে?

মুগীরা ঃ এক নূতন ধর্ম লইয়া তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন যাহা আমাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম নহে, আবার জাহাপনার ধর্মও নহে। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষগণের ধর্মই আকড়াইয়া আছি।

মুকাওকিস ঃ তাহার স্ব-সম্প্রদায়ের লোকজনের প্রতিক্রিয়া কী?

মুগীরা ঃ তরুণরা তাঁহার অনুসারী হইয়াছে। তাঁহার স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত ও বাহিরের বিরুদ্ধবাদীদের সহিত বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের যুদ্ধ হইয়াছে। কখনও একপক্ষ জয়লাভ করিয়াছে, কখনও অন্য পক্ষ।

মুকাওকিস ঃ তিনি কী করিতে বলেন?

মুগীরা ঃ তিনি আমাদেরকে আহ্বান জানান, এক লা-শারীক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন কিছুর ইবাদত করিতে বারণ করেন, আমাদের দেবদেবীদেরকে ত্যাগ করিতে বলেন। তিনি আমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করিতে এবং যাকাত দিতে বলেন। বিশ মিছকালে অর্ধ মিছকাল যাকাত আদায় করিতে এবং সর্বপ্রকার সম্পদের যাকাত দিতে বলেন।

মুকাওকিস ঃ আদায়কৃত যাকাত তিনি কী খাতে ব্যয় করেন ?

মুগীরা ঃ তিনি তাহা দরিদ্রদেরকে ফিরাইয়া দেন। তিনি আত্মীয়তা সম্পর্ক বজায় রাখিতে, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদয় আচরণ করিতে, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিতে, ব্যভিচার ও মদ্যপান না করিতে বলেন এবং গায়রুল্লাহ্র নামে যবেহকৃত পশুর গোশ্ত ভক্ষণ করিতে বারণ করেন।

মুকাওকিস ঃ তাঁহার বংশমর্যাদা কেমন?

মুগীরা ঃ তিনি উচ্চ বংশজাত লোক।

মুকাওকিস ঃ নবী-রাসূলগণ উচ্চ বংশজাতই হইয়া থাকেন। তাঁহার সত্যতা সম্পর্কে তোমাদের অভিজ্ঞতা কী?

মুগীরা ঃ বাল্যকাল হইতেই তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী। এইজন্য আমরা তাঁহার প্রতি চরম বৈরী ভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে সাদিক (সত্যবাদী) ও আমীন (বিশ্বস্ত) নামে অভিহিত করিয়া থাকি।

মুকাওকিস ঃ যে মানুষটি মানুষের ব্যাপারে মিথ্যা বলেন না, তিনি কেমন করিয়া আল্লাহ্‌র ব্যাপারে মিথ্যা বলিতে পারেন? আচ্ছা, বল তো,কোন শ্রেণীর লোক তাঁহাকে বেশী অনুসরণ করে?

মুগীরা ঃ তাহাদের অধিকাংশই গরীব-মিস্‌কীন ও নিঃস্ব লোক।

মুকাওকিস ঃ সচরাচর ঐ শ্রেণীর লোকেরাই সর্বপ্রথম নবী-রাসূলগণের অনুসারী হইয়া থাকেন। ইয়াছরিবের (মদীনার) ইয়াহূদীরা তাঁহার সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করে?

মুগীরা ঃ উহারা তাঁহার প্রধান শত্রু।

মুকাওকিস ঃ উহারা বিদ্বেষবশত তাঁহার প্রতি বৈরিতা করে। নতুবা তিনি যে সত্য নবী এই কথাটি তাহাদের সম্যক জানা রহিয়াছে। তাওরাতে শুভাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে এমন একজন নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় তাহারা রহিয়াছে, যেমনটি প্রতীক্ষায় রহিয়াছি আমরা নিজেরাও।

তারপর মুকাওকিস আবার বলিতে শুরু করিলেন ঃ "তিনি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল। বিশ্বব্যাপী আসমানী বার্তা পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্যই তাঁহার আগমন। কিবতী ও রোমকদের কাছে যদি তাঁহার পয়গাম বা বার্তা পৌঁছায়, তাহা হইলে তাহাদেরকেও তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। হযরত 'ঈসা (আ)-এর প্রচারিত শিক্ষা অনুযায়ী তাঁহার আনুগত্য আমাদের জন্য অপরিহার্য। তুমি তাঁহার যে সমস্ত গুণের কথা বলিলে অতীতের নবী-রাসূলগণ এইসব গুণে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার সাফল্য অনিবার্য। তাহাদের তাঁহার বিরুদ্ধাচরণের কোন উপায় থাকিবে না। তাঁহার দীন জলে-স্থলে ছড়াইয়া পড়িবে।

মুগীরা ঃ সারা দুনিয়ার লোকও যদি তাঁহার অনুসারী হইয়া যায়, তবুও আমরা তাঁহার অনুসারী হইব না।

মুগীরা বলেন, আমাদের কথা শুনিয়া মুকাওকিস মাথা নাড়িয়া বলিলেন, এখনও তোমরা ইহাকে তামাশা মনে করিতেছ ?

মুগীরার ভাবান্তর ও খৃস্টান পাদ্রীর সহিত কথোপকথন

মুগীরা বলেন, মুকাওকিসের মন্তব্য আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আমি আমার সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, আজমী (অনারব) রাজ-রাজড়াগণ পর্যন্ত তাঁহার ভয়ে তটস্থ, তাঁহারাও তাঁহার সত্যতায় আস্থাবান। অথচ আমরা তাঁহারই আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী হইয়াও তাঁহাকে কী ঘৃণাই না করি। এতদ্ব্যতীত এই নূতন ধর্মের নবীর প্রতিনিধিগণ আমাদের দ্বারে আগমন করিয়া আমাদেরকে তাঁহার ধর্মের দাওয়াত দেন। আমার মানসিক অবস্থা আলেকজান্দ্রিয়া ত্যাগের পর হইতেই আমাকে বিব্রত করিতেছিল। আমি বলিলাম, ইয়াহূদী-খৃস্টানদের সমস্ত গীর্জা-উপাসনালয় দর্শন না করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করিব না। অতঃপর তন্নতন্ন করিয়া আমি এই নূতন নবীর নিদর্শনাদি ও বিবরণ জানিতে সচেষ্ট হই। সৌভাগ্যক্রমে ঐ সময় আমি ইউহান্‌স

নীজার শীর্ষপদে অধিষ্ঠিত একজন অতি বিজ্ঞ কিবতী পাদ্রীর সাক্ষাত লাভ করি। লোকজন অসুস্থ হইলে তাঁহার নিকট দু'আর জন্য আসিত। তাঁহার মত বিজ্ঞ লোক আমি আর দেখি নাই। তাঁহার সহিত আমার নিম্নরূপ কথোপকথন হয় ঃ

মুগীরা ঃ আপনারা কি একজন নবীর প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক সেই প্রতীক্ষিত নবী সম্পর্কে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে বিবৃত নিদর্শনাদি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন।

পাদ্রী ঃ হাঁ, আমরা একজন নবীর আবির্ভাবের প্রতীক্ষায় আছি। তিনি আখেরী যমানার নবী। তাঁহার ও যীশুর মধ্যবর্তী সময়ে আর কোন নবী হইবেন না। যীশু আমাদেরকে তাঁহার অনুসরণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। তিনি হইবেন একজন উম্মী (নিরক্ষর) নবী। তিনি হইবেন আরব বংশোদ্ভূত। তাঁহার নাম হইবে আহমাদ। তাঁহার দৈহিক চিহ্নাদি ও বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

"তিনি হইবেন একজন মধ্যম গড়নের লোক। তাঁহার চক্ষুদ্বয়ে লালিমা মিশ্রিত থাকিবে। তাঁহার গাত্রবর্ণ ধবধবে শুভ্রও হইবে না, আবার ধূসর বর্ণও হইবে না। তিনি হইবেন দীর্ঘকেশী, মোটা বস্ত্র পরিধানকারী, অনাড়ম্বর আহারে অভ্যস্ত, যাহা পাইবেন তাহা খাইয়াই তুষ্ট থাকিবেন, তাঁহার স্কন্ধে তরবারি ঝুলন্ত থাকিবে। কে তাহার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হইল তিনি তাহার পরোয়া করিবেন না। সতত আত্মসংগ্রামে লিপ্ত, উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সঙ্গী-সাথী পরিবেষ্টিত। তাঁহারা তাঁহাকে নিজের সন্তান ও পিতামাতার চেয়েও অধিক ভালবাসিবে। তিনি তাহাদেরকে এক হারেম হইতে বাহির করিয়া অন্য হারেমে লইয়া যাইবেন। কঙ্করময় ও খর্জুর বীথির ভূমিতে তিনি হিজরত করিবেন। ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্ম তিনি পালন করিবেন।

মুগীরা ঃ তাঁহার সম্পর্কে আরও কিছু বলুন।

পাদ্রী ঃ

يأتزر على اوسطه ويغسل اطرافه ويخص بما لا تخص الانبياء قبله وكان النبى يبعث الى قومه ويبعث هو الى الناس كافة.

"তিনি লুঙ্গি পরিধান করিবেন এবং ধৌত করিবেন তাঁহার প্রান্তদেশসমূহ (উযূর প্রতি ইঙ্গিত), পূর্ববর্তী নবীগণ যে বৈশিষ্ট্যসমূহ লাভ করেন নাই তেমন বৈশিষ্ট্যে তিনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হইবেন। পূর্ববর্তী কালে নবী কেবল তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিই প্রেরিত হইতেন, কিন্তু তিনি প্রেরিত হইবেন সারা বিশ্বের মানবজাতির প্রতি। সারা বিশ্বের মাটি তাঁহার জন্য মসজিদ ও পবিত্র, যেখানেই সালাতের সময় হইবে সেখানেই তায়াম্মুম করিয়া সালাত আদায় করিবেন। অথচ পূর্ববর্তীগণ এই ব্যাপারে কঠোর নিয়মনীতির অধীন ছিলেন, তাঁহারা গীর্জা বা উপাসনালয় ছাড়া প্রার্থনা করিতে পারিতেন না" (সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৯৩-৯৪)।

মুগীরা ইব্ন শু'বা বলেন, আমি তাঁহার ও অন্যান্যদের প্রত্যেকটি কথা অন্তরে গাথিয়া রাখিলাম। পাদ্রী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বৈশিষ্ট্যস্বরূপ আরও একটি কথা বলিয়াছিলেন, "তিনি তাঁহার গোড়ালীর উপরে লুঙ্গি পরিবেন অর্থাৎ দাম্ভিক লোকের মত মাটি ঘেঁষিয়া লুঙ্গি পরিবেন না। মুগীরা বলিলেন, তাঁহার কথা শুনিয়া এবং অনুরূপ অন্যান্য পাদ্রীদের কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ি এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করি (খাসাইসুল কুবরা, পৃ. ১২-১৩; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ৯৩-৯৪)।

কিবতী জাতির মহান নেতা

মিসর-রাজ মুকাওকিস যদি রোমক সম্রাটের নিয়োজিত একজন গভর্ণর বা প্রাদেশিক শাসক পর্যায়ের নেতাই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে عظيم القبط বা কিবতী জাতির মহান নেতা অভিধায় অভিহিত করিয়া একজন স্বাধীন নৃপতির মর্যাদায় অভিষিক্ত করিলেন কেন, এই প্রশ্নটা স্বাভাবিকভাবেই কাহারও মনে উদিত হইতে পারে। সূক্ষ্মদর্শী সীরাতবেত্তা আল্লামা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী এই প্রশ্নটির জবাব দিয়াছেন এইভাবে—

"সম্ভবত ৬২৭ খৃষ্টাব্দে মিসরের উপর ইরানীদের প্রাধান্য ও বিজয় লাভের সময় কিবতী লাট পাদ্রী মুকাওকিস ক্ষমতার বাগডোর স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি সন্ধি চুক্তি ৬২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হয় নাই। সম্ভবত এই বিরতিকালেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লিপি মুকাওকিসের নিকট পৌঁছে, যখন মিসরের গভর্নর প্রায় স্বাধীনই ছিলেন (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা (আরবী), পৃ. ২৫৩)।

পত্র প্রেরণের উর্বভূমি

পারস্য উপসাগর, ফোরাত নদী, সিরীয় উপত্যকা এবং নজদের মধ্যবর্তী এলাকায়, যাহাকে আরব্য ইরাক বলা হইয়া থাকে, হীরার বাদশাহদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহারা ছিলেন প্রাচীন আমালেকা আরব বংশোদ্ভূত। প্রথমদিকে ইরানের শাসকদের সহিত ইহাদের বেশ কয়েকটি যুদ্ধ হয়। শেষপর্যন্ত গোটা অঞ্চলটিই পারসিক সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যে পরিণত হয়; বরং ইহার উচ্চ এলাকাকে পারসিক সাম্রাজ্যের মধ্যে শামিল করিয়া লওয়া হয়। ইহার রাজধানী ছিল হীরা। হীরার রাজন্যবর্গ পারসিক সম্রাটকে যথারীতি কর পরিশোধ করিতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় তাহার সাহায্যার্থে সৈন্যবাহিনী প্রেরণে তাহারা বাধ্য ছিলেন। কিন্তু অভ্যন্তরীণভাবে তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। ইসলামের অভ্যুদয়কালে এখানে ইয়াহূদী, খৃস্টান, অগ্নি উপাসক ও নক্ষত্রপূজারী পৌত্তলিকরা বসবাস করিত।

ইরাকের অধিকার লইয়া প্রায়ই হীরা ও গাস্সানের রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। দূমাতুল জান্দালের উকায়দির রাজবংশ এবং সিরিয়ার গাস্সানী রাজবংশ উভয়েই ছিলেন রোমের করদ রাজা এবং খৃস্টান হীরার রাজন্যবর্গ সর্বদা ছিলেন ইরানের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই হীরা রাজবংশের লোকজন ইরানী শাহযাদাদের গৃহশিক্ষক থাকিতেন। পারসিক সম্রাটগণ তাহাদের সন্তানগণকে মরুচারী জীবনযাত্রা ও শিকার বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে হীরার রাজাদের নিকট প্রেরণ করিতেন। ইরানের বিখ্যাত সম্রাট বাহ্রামগোরও এই রাজবংশের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তাই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করার পর হীরার রাজপুরুষদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান ও আনুকূল্য প্রদর্শন করেন এবং তাহাদেরকে পারসিক উপনিবেশসমূহে সম্রাটের প্রতিনিধি বা ভাইসরয় নিযুক্ত করেন।

এইভাবে আরব্য ইরাকে হীরার বাদশাহগণের বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বাহ্রায়ন ও হীরা রাজ্যে এই বংশোদ্ভূত বেশ কয়েকটি খান্দান রাজত্ব করে। নবী কারীম ﷺ-এর যুগে যাহারা বাহ্রায়নে রাজত্ব করিতেছিলেন তাহাদেরকে 'মানাযেরা' বলা হইয়া থাকে। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ সত্ত্বেও তাহারা আরব বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে মনেপ্রাণে একটি অনারব শক্তির আধিপত্য মানিয়া লইতে পারিতেছিলেন না। সর্বদাই এই অধীনতাপাশ ছিন্ন করার একটা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের মনের মণিকোঠায় লালিত হইত। ইরানী সম্রাটগণ তাহা আঁচ

করিতে পারিতেন এবং সর্বদাই তাহাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেন। হীরার রাজন্যবর্গ এই দুর্বলতার সুযোগও গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইরানের অনারব সংস্কৃতি হীরাবাসিগণকে প্রভাবান্বিত করে। ফলে সেই আজমী বিলাসব্যসন হীরার রাজ-দরবারেও দেখা দেয়। খসরু পারভেযের তীক্ষ্মদৃষ্টি তাহা এড়াইতে পারে নাই। কিন্তু রোমকদের সহিত আসন্ন একটা বড় রকমের যুদ্ধের পরিকল্পনা থাকায় তিনি আপাতত সেদিকে দৃষ্টি দান সমীচীন মনে করেন নাই। কেননা ঐ আসন্ন যুদ্ধে হীরার রাজন্যবর্গের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ ছিল অপরিহার্য।

অবশেষে ইরান ও রোমের মধ্যে ঐ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হইলে খসরু পারভেযের বাহিনী আরব্য ইরাক, সিরিয়ার রোম শাসিত এলাকাসমূহ এবং ফিলিস্তীনকে পদদলিত করিয়া মিসরের নীল নদের তীর পর্যন্ত চলিয়া আসে। এই যুদ্ধে আরব্য ইরাক ও সিরিয়া ফ্রন্টে হীরার রাজন্যবর্গ বিরাট ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু বিজয় লাভের পর খসরু পারভেয তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রসমূহকেই স্বীয় দরবারে প্রাধান্য দিতে থাকেন। ফলে হীরা ও বাহরায়নের রাজন্যবর্গ ইরানী দরবারের প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। তাহারা তাহাদের অধীনস্ত আরব গোত্রসমূহকে তলে তলে সংগঠিত করিতে লাগিলেন। খসরু তাহা আঁচ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তা করিতে না করিতেই রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াস বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতিসহ তাহার মাথার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। খসরু কৌশলে তাহাদের মনোরঞ্জন পূর্বক সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিলেও তলে তলে তাহারা আরব গোত্রসমূহকে নিবৃত্ত রাখিতেই সচেষ্ট থাকেন। যুদ্ধে পারসিকদের পরাজয়ের ইহা একটি অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়ায়। লড়াইয়ে বাহরায়নের মানাযেরা রাজবংশ হৃষ্টচিত্তে ইরানীদের সাহায্য তো করেই নাই, উপরন্তু তাহারা এবং তাহাদের প্রভাবাধীন আরব গোত্রগুলি ইরানীদের রসদপত্র মওকা বুঝিয়া লুটও করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সিরীয় আরব গোত্রসমূহের অসন্তুষ্টির আশঙ্কায় যুদ্ধ জয়ের পর হিরাক্লিয়াসও তাঁহাদের মূল্যায়ন করেন নাই।

বাহরায়ন ও হীরার রাজন্যবর্গের জন্য ইহা ছিল রীতিমত এক ক্রান্তিকাল। ইরানীদের আস্থা তাঁহারা ইতোমধ্যেই হারাইয়াছে। ঐদিকে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দূমাতুল জান্দাল ও সিরিয়ার প্ররোচনায় রোমক শক্তিও যে কোন সময় হামলা চালাইতে পারে এমন একটা আশঙ্কা সতত বিরাজমান। মুনযির উক্ত দুই শক্তির মুকাবিলায় তৃতীয় শক্তিরূপে সম্মিলিত আরব ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু যে বিরাট সামরিক শক্তি ও উদার সমাজনীতির মধ্যে নিহিত শক্তি এই অভাব পূরণ করিতে পারিত, তাহার কোনটাই তাহার কাছে ছিল না। ইসলামের নব আবির্ভূত রাষ্ট্রশক্তি এবং ইহার মধ্যে নিহিত ঐক্যপ্রতিষ্ঠার শক্তির কথা অবহিত হইয়া এবং তাঁহাদের হাতে কুরায়শদের উপর্যুপরি পরাজয়ের সংবাদ শ্রবণে তাঁহার মনে এমন একটি প্রত্যয় দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল যে, ইসলামের এই নব উত্থিত শক্তিই তাঁহার ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার ক্ষমতা রাখে। এমনই এক পরিস্থিতিতে নবী কারীম (স)-এর দা'ওয়াত লইয়া 'আলা ইব্নুল হাদরামী (রা) বাহরায়নে গিয়া উপনীত হইলেন। নবী কারীম ﷺ দূতকে বিদায় দানকালে বলিয়া দিলেন, মুনযির যদি সন্তোষজনক জবাব দেয়, তবে আমার পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি ঐ দেশেই অবস্থান করিবে এবং এই সময় তাহাদের ধনীদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিয়া সেখানকার দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করিবে। তখন হযরত 'আলা হাদরামী (রা) তাঁহার কাছে একটি

লিখিত নির্দেশ প্রার্থনা করেন এবং মহানবী ﷺ সেমতে বিভিন্ন প্রকার মালের ও পশু সম্পদের যাকাতের হার উল্লেখপূর্বক একখানা লিপি তাঁহার সাথে দিয়া দেন। মুনযিরের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রখানা ছিল এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى المنذربن ساوى سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو واشهد ان لا اله الا هو اما بعد فانى ادعوك الى الاسلام فاسلم تسلم واسلم يجعل لك الله ما تحت يديك واعلم ان دينى سيظهر الى منتهى الخف ولحافى.

الله
رسول الله
محمد

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে মুনযির ইব্‌ন সাওয়াকে। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। অতঃপর আমি আপনার নিকট সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি লাভ করিবেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আপনার অধীনস্থ রাজ্য আল্লাহ আপনার হাতেই রাখিয়া দিবেন। জানিয়া রাখিবেন, আমার ধর্ম ভূভাগের সেই প্রান্ত অবধি বিস্তার লাভ করিবে যে অবধি ঘোড়া ও উট পৌঁছিতে সক্ষম।

(সীলমোহর)
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

মুনযিরকে মহানবী (স)-এর দূতের উপদেশ ও তাঁহার প্রতিক্রিয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত 'আলা ইবনুল হাদরামী (রা) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রসহ মুনযিরের নিকট উপনীত হইলাম তখন তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, হে মুনযির! এই দুনিয়ায় আপনি কতই না বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। আখিরাতের ব্যাপারে আপনি নির্বোধ ও অবিবেচক হইবেন না। এই মজুসিয়াত বা অগ্নি উপাসনার পারসিক ধর্ম হইতেছে নিকৃষ্টতম ধর্ম। এই ধর্মে এমন সব মহিলাকে বিবাহ করার বিধান রহিয়াছে যাহাদেরকে বিবাহ করা লজ্জাজনক। ইহারা এমন সব বস্তু ভক্ষণ করে যাহা ভক্ষণে অন্যরা রীতিমত ঘৃণাবোধ করে। এই দুনিয়ায় আপনারা এমন আগুনের পূজায় নিমগ্ন যাহা আখিরাতে আপনাদেরকে গ্রাস করিবে। আর আপনি তো নির্বোধ ও অবিবেচক নহেন! একটু ভাবিয়া দেখুন, যিনি দুনিয়ার ব্যাপারে কোন দিন মিথ্যা বলেন নাই, তাঁহাকে কি আমরা বিশ্বাস করিব না? যিনি কোনদিন বিশ্বাসভঙ্গ করেন নাই, তাঁহার প্রতি কি আমরা আস্থা স্থাপন করিব না? যিনি কোন দিন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নাই, তাঁহার প্রতিশ্রুতিতে কেন আমরা বিশ্বাস করিব না? যদি তাহাই হইয়া থাকে (আর তাহা তো নিঃসন্দেহে এইরূপই) তাহা হইলে ইনিই তো সেই উম্মী নবী যাঁহার সম্পর্কে কোন সুবিবেচক ও জ্ঞানী ব্যক্তির এইরূপ বলার অবকাশ নাই যে, হায়! তিনি যাহার আদেশ করিয়াছেন তাহাতে যদি বারণ করিতেন অথবা তিনি যাহা বারণ করিয়াছেন, যদি তাহার আদেশ করিতেন।

জবাবে মুনযির বলিলেন, আমার স্বধর্ম সম্পর্কে চিন্তা করিয়া দেখিলাম, ইহা তো কেবল এই দুনিয়ার ব্যাপার, ইহাতে আখিরাত বলিতে কিছুই নাই। পক্ষান্তরে তোমাদের ধর্মে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টাই আছে। যে ধর্মে দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার সবটাই আছে, মৃত্যুকালীন স্বস্তি লাভের ব্যবস্থা আছে, তাহা বরণ করিয়া নিতে আমার বাধা কোথায়? গতকাল পর্যন্ত যাহারা এই দীন গ্রহণ করিত, তাহাদের জন্য আমি বিস্ময়বোধ করিতাম, আর আজ যাহারা এই দীন প্রত্যাখ্যান করে, তাহাদের জন্য আমি বিস্ময়বোধ করি (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৪৩)।

উক্ত পত্রখানা যতদূর মনে হয় হুদায়বিয়ার সন্ধির অব্যবহিত পরেই ষষ্ঠ হিজরীতে প্রেরিত হইয়াছিল। পত্রলাভের পর মুনযির ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দূত যখন এই সংবাদ মদীনায় পাঠাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুনযিরের নিকট অপর একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। পত্রখানির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

من محمد رسول الله الى المنذر بن ساوى السلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فانى اذكرك الله عز وجل فان من ينصح لنفسه وانه من يطع رسلى ويتبع امرهم فقد اطاعنى ومن نصح لهم فقد نصح لى وان رسلى قد اثنوا عليك خيرا وانى قد شفعتك فى قومك فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم وانك مهما تصلح فلم نعز لك عن عملك ومن اقام على يهودية او مجوسية فعليه الجزية.

الله
رسول
محمد

"মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হইতে মুনযির ইব্ন সাওয়াকে। আপনার প্রতি আল্লাহ্‌র করুণা বর্ষিত হউক। আমি আপনার নিকট সেই এক আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল। অতঃপর আমি আপনাকে মহান আল্লাহর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। যে উপদেশ গ্রহণ করে সে তাহার নিজেরই উপকার করে। যে আমার দূতগণের আনুগত্য করে এবং তাহাদের আদেশ মান্য করে, প্রকৃতপক্ষে সে আমাকেই মান্য করে। আর যে তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, প্রকৃতপক্ষে সে আমার প্রতিই সদ্ব্যবহার করে। আমার দূতগণ আপনার প্রশংসা করিয়াছেন। আর আপনি আপনার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে যে সুপারিশ করিয়াছেন আমি তাহা মঞ্জুর করিলাম। সুতরাং মুসলমানদেরকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দিন যেগুলির মালিক থাকা অবস্থায় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা ত্রুটি করিয়াছে তাহাদের ত্রুটি আমি মাফ করিয়া দিয়াছি। আপনিও তাহাদেরকে মাফ করিয়া দিন। যতদিন পর্যন্ত আপনি সৎপথে থাকিবেন ততদিন পর্যন্ত আমরা আপনাকে পদচ্যুত করিব না। আর যে ব্যক্তি ইয়াহূদী অথবা মাজূসী (অগ্নি উপাসনার) ধর্মে অবিচল থাকিবে তাহাকে অবশ্যই জিয্য়া দিতে হইবে" (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৮০-৩৮১)।

(সীলমোহর)
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

এই পত্রের ভাষ্যদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, এই পত্রখানা মুনযিরের কোন পত্র অথবা পয়গামের জবাবেই প্রেরিত হইয়া থাকিবে। পত্রের ধরণ-ধারন সম্পূর্ণ রাজকীয়—যাহাতে মুনযিরকে শাসকপদে বহাল রাখার নিশ্চয়তা দেওয়া হইয়াছে এবং সাথে সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার কী আচরণ হইবে, তাহার নির্দেশনাও দেওয়া হইয়াছে।

মুনযির ইব্‌ন সাওয়া অতঃপর আর একটি পত্র লিখিয়া প্রথম পত্রের ব্যাখ্যা জানিতে চাহেন। তিনি তাঁহার সেই পত্রে জানিতে চাহেন যে, মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত লোকজন বলিতে কাহাদেরকে বুঝায় এবং যাহারা মুসলিম সমাজ বহির্ভূত থাকিবে তাহাদের নিকট হইতে কী হারে জিয্‌য়া লইতে লইবে। মুনযিরের সেই পত্রখানার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

اما بعد يا رسول الله فانى قرأت كتابك على اهل البحرين فمنهم من احب الاسلام واعجبه ودخل فيه ومنهم من كرهه فلم يدخل فيه وبارضى يهود ومجوس فاحدث الى امرك فى ذلك.

-"অতঃপর ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! বাহরায়নবাসীদেরকে আমি আপনার পত্র পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি। তাহাদের মধ্যকার কিছু লোক উহা পসন্দ করিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। আবার কিছু লোক উহা অপসন্দও করিয়াছে এবং তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই। আমার দেশে ইয়াহূদী এবং অগ্নি উপাসকরাও রহিয়াছে। এই ব্যাপারে আপনার নির্দেশ দানে মর্জি হয়" (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৪৩)।

মুনযিরের প্রতি নবী কারীম ﷺ-এর তৃতীয় পত্র

মুনযির ইব্‌ন সাওয়ার ব্যাখ্যা প্রার্থনার জবাবে নবী কারীম ﷺ তাঁহার উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ পত্র প্রেরণ করেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى منذر بن ساوى سلام الله عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو اما بعد فمن استقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذى له ما لنا وعليه ما علينا ومن لم يفعل فعليه دينار من قيمة المعافرى والسلام ورحمة الله يغفر الله لك.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে মুনযির ইব্‌ন সাওয়াকে। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা বর্ষিত হউক! আমি আপনার নিকট সেই মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। অতঃপর সমাচার এই যে, যে ব্যক্তি আমাদের কিবলাকে কিবলা বলিয়া মান্য করে এবং আমাদের যবেহকৃত পশুর গোশত খায় সে-ই মুসলিম বলিয়া গণ্য হইবে। তাহার অধিকারও ঠিক ততটুকু যতটুকু আমাদের মধ্যকার অধিকার রহিয়াছে এবং তাহার উপর ঠিক ততটুকু দায়িত্বও বর্তাইবে, যতটুকু আমাদের উপর বর্তাইয়া থাকে। আর যে তাহা করিবে না (আমাদের মূল্যবোধে বিশ্বাসী হইবে না) তাহার উপর মু'আফিরী কাপড়ের মূল্যের (এক দীনার) জিয্‌য়া ধার্য হইবে। সালাম ও আল্লাহ্‌র রহমত আপনার প্রতি বর্ষিত হউক। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন" (ইমাম আবূ ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃ. ১৩১, দারুল মা'রিফা, বৈরূত)।

মুনযিরের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চতুর্থ পত্র

নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাবূক যাত্রা করিতে মনস্থ করেন, তখন হযরত কুদামা ও আবূ হুরায়রা (রা)-কে জিয়্য়া বাবত সংগৃহীত অর্থ লইয়া আসিবার জন্য মুনযিরের নিকট প্রেরণ করেন। সেই সময় অপর একজন শাসককেও নির্দেশ প্রদান করা হয় তিনিও যেন তাহার এলাকা হইতে জিয়্য়া বাবৎ সংগৃহীত অর্থ আবূ হুরায়রার মাধ্যমে মদীনায় পাঠাইয়া দেন। এই যাত্রায় তিনি মুনযিরকে লিখিয়াছিলেন ঃ

من محمد رسول الله ﷺ إلى المنذر بن ساوى فادفع اليهما كتابا آخر أما بعد فانى قد بعثت إليك قدامة وأبا هريرة فادفع إليهما ما اجتمع عندك من جزية أرضك والسلام وكتب أبى.

"অতঃপর কুদামা ও আবূ হুরায়রাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি। আপনার দেশের যে জিয়্য়া সংগৃহীত হইয়াছে তাহা তাহাদের নিকট দিয়া দিন। ওয়াসসালাম।

এই পত্রগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন উবাই ইব্ন কা'ব (রা) (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৮২; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৬)।

আবূ রাবী, মুনযিরের ইসলাম গ্রহণ এবং মদীনায় গমন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইমাম নাবিগ তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং মুনযিরকে সাহাবী বলিয়াছেন।

ঐতিহাসিক ইব্নুল আছীর 'উসদুল গাবা' গ্রন্থে এবং ইব্ন হাজার আল-ইসাবাতে মুনযিরের মাওলা (মুক্ত দাস) নাফে' আবূ সুলায়মান প্রসঙ্গে বর্ণনায় উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন এবং মুনযির মদীনায় আগত বাহরায়নের প্রতিনিধিদ দলে ছিলেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৪৪)। এমনকি মুনযিরের মৃত্যুকালে আমর ইবনুল আস (রা) তাঁহার মৃত্যু শয্যায় উপস্থিত ছিলেন বলিয়াও বলা হইয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রী তাঁহার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের ব্যাপারে ওসিয়াত করিতে পারে বলিয়া আমর (রা) তাহাকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু মুনযির সমস্ত সম্পত্তিই ভাগ করিয়া যাওয়া পসন্দ করেন।

মোটকথা, মুনযির ইব্ন সাওয়া তাঁহার জীবনের অন্তিম দিন পর্যন্ত একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান— রূপে জীবন অতিবাহিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকালের অল্প পূর্বেই এবং বাহরায়নবাসীদের রিদ্দার প্রাক্কালে তাঁহার ইন্তিকাল হয়। 'আলা ইব্নুল হাদরামী (রা) তহ্সীলদাররূপে মুনযিরের ঐখানেই নিযুক্ত ছিলেন। মুনযিরের ইনতিকালের পর তিনি মদীনার পক্ষ হইতে বাহ্রায়নের প্রথম গভর্নররূপে নিযুক্ত হন (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৪৩)।

মুনযিরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন সালে পত্র লিখিয়াছিলেন— ৬ষ্ঠ হিজরীতে না অষ্টম হিজরীতে, সেই সম্পর্কে মতভেদ আছে। কিন্তু প্রকৃত কথা হইল, বেশ কয়েকটি পত্রই তাঁহার নামে প্রেরিত হইয়াছিল। প্রথমবার ষষ্ঠ হিজরীতে অন্যান্য রাজ-রাজড়াকে পত্র লিখার সময়ই প্রেরিত হইয়াছিল। জিইররানা হইতে লিখিত পত্রটি যে অষ্টম হিজরীতে প্রেরিত তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। কেননা হুনায়ন অবরোধ অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরেই হইয়াছিল। সুতরাং বিভিন্ন পত্র বিভিন্ন সময়ে লিখিত হইয়াছিল— যাহার সূচনা হইয়াছিল ষষ্ঠ হিজরীতে এবং সমাপ্তি অষ্টম হিজরীতে।

নবী কারীম ﷺ-এর যুগে হাজার-এর সর্দার ছিলেন উসায়বুখত। সেহ্‌বুখত, সী-বুখত, উসায়হাব, উসায়খাব প্রভৃতি বিভিন্ন বানানে এই নামটি পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্যে কোনটি যে তাহার প্রকৃত নাম আর কোনটি বিকৃত তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবে তিনি যে বাহরায়ন এলাকার হাজর-এর সর্দার ছিলেন এই ব্যাপারটি সর্বজন স্বীকৃত।

নবী কারীম ﷺ উসায়বখতের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত প্রেরণ করেন। তিনি আনন্দচিত্তে উক্ত আহ্বানে সাড়া দেন এবং যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আকরা' ইবন হাবিসকে দূতরূপে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে স-সম্মানে গ্রহণ করেন এবং বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁহাকে আতিথ্য দান করেন। তাঁহাকে বিদায় দানকালে রাসূলুল্লাহ্ (স) যে পত্রটি তাঁহার হাতে তুলিয়া দেন তাহা নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ﷺ إلى اسيبخت بن عبد الله صاحب هجر إنه قد جاءني الأقرع بكتابك وشفاعتك لقومك وإني قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك فابشر فيما سألتني وطلبتني بالذي تحب ولكني نظرت أن أعلمه وتلقاني فإن تجئنا أكرمك وإن تقعد اكرمك أما بعد فإني لا أستهدي أحدا وإن تهد إلى أقبل هديتك وقد حمد عمالي مكانك وأوصيك بأحسن الذي أنت عليه من الصلاة والزكاة وقرابة المؤمنين وإني قد سميت قومك بني عبد الله فمرهم بالصلاة وبأحسن العمل وأبشر والسلام عليك وعلى قومك المؤمنين.

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে হাজার এলাকার প্রধান উসায়বুখতের প্রতি। হাম্‌দ ও সালাতের পর— আপনার পত্র ও আপনার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সুপারিশসহ আমার নিকট আল-আকরা ইব্‌ন হাবিস আসিয়াছেন। আমি আপনার সুপারিশ মঞ্জুর করিয়াছি এবং আপনার সম্প্রদায়ের ব্যাপারে তাহার সুপারিশ মানিয়া লইয়াছি। আমি আপনাকে সুসংবাদ দিতেছি, আমি আপনার আবেদন মঞ্জুর করিয়াছি এবং আমার নিকট যাহা চাহিয়াছেন তাহা দান করিয়াছি। আমি অপেক্ষা করিয়াছি যে, আপনি আমার নিকট উহা ব্যাখ্যা করিবেন। আপনি আমার নিকট আগমন করিলে আমি আপনাকে সসম্মানে গ্রহণ করিব। আর আগমন না করিলেও আপনার প্রতি সম্মানবোধ আমার অন্তরে রহিয়াছে। অতএব আমি কাহারও নিকট হইতে উপঢৌকনের প্রত্যাশা করি না, তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আপনি উপঢৌকন দিলে তাহা গ্রহণ করিব। আমার কর্মচারিগণ আপনার উচ্চ মর্যাদার প্রশংসা করিয়াছেন। আমি আপনাকে সালাত, যাকাত ও মুসলমানদের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের উপদেশ দিতেছি। আমি আপনার সম্প্রদায়ের নামকরণ করিয়াছি বনূ 'আবদিল্লাহ্। সুতরাং তাহাদেরকে সালাত ও সৎকর্মের উপদেশ দিবেন। আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনার প্রতি ও আপনার সম্প্রদায়ের ঈমানদারগণের প্রতি সালাম" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৪-২৭৫)।

সাথে সাথে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের (হাজারবাসীর) উদ্দেশ্যেও স্বতন্ত্রভাবে একটি লিপি লিখাইয়া দূতের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে লিখিত ছিল ঃ

اما بعد فانی اوصیكم بالله وبانفسكم ان لا تضلوا بعد ان هديتم ولا تعودوا بعد ان رشدتم.

"হামদ ও সালাতের পর, আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্র ব্যাপারে একনিষ্ঠ থাকার উপদেশ দিতেছি। সাথে সাথে তোমাদের নিজেদের ব্যাপারেও উপদেশ দিতেছি যে, হিদায়াত লাভের পর গোমরাহীতে পতিত হইও না এবং সরল পথের দিশা লাভের পর বক্র পথের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িও না"।

اما بعد فقد جاءنی وفدكم فلم ات اليهم الا ما سرهم ولو انی اجتهدت فيكم جهدی كله اخرجتكم من هجر فشفعت غائبكم وافضلت علی شاهدكم فاذكروا نعمة الله عليكم-

"আমার কাছে তোমাদের প্রতিনিধিগণ আসিয়াছেন। আমি তাহাদের সহিত প্রীতিকর আচরণই করিয়াছি। আমি যদি তোমাদের প্রতি আমার পূর্ণ শক্তি ও অধিকার প্রয়োগ করিতাম, তবে তোমাদেরকে ভূমি হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতাম। কিন্তু না, আমি তোমাদের অনুপস্থিতদের ব্যাপারে সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছি এবং তোমাদের মধ্যকার উপস্থিতদের প্রতি উদার ব্যবহার করিয়াছি। সুতরাং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা তোমরা স্মরণ রাখিবে।"

اما بعد فانه قد اتانی الذی صنعتم وانه من يحسن منكم لا احمل عليه ذنب المسئ فاذا جاءكم امرائی فاطيعوهم وانصروهم علی امر الله وفی سبيله فانه من يعمل منكم عملا صالحا فلن يضل عند الله ولا عندی.

"অতঃপর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে। তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলগণকে দুষ্কর্মকারীদের দুষ্কর্মের জন্য দায়ী করা হইবে না। আমার নিযুক্ত আমীরগণ যখন তোমাদের নিকট পৌঁছিবেন তখন তোমরা তাহাদের আনুগত্য করিবে এবং আল্লাহ্র নির্দেশ পালন এবং তাঁহার পথে তোমরা তাহাদেরকে সহযোগিতা করিবে। তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তিই সৎকর্ম করিবে, আল্লাহ্র নিকট বা আমার নিকট সেই ব্যক্তি পথভ্রষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে না" (দ্র. আল-আমওয়াল, পৃ. ১৯১; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৫-৭৬)।

বাহরায়নের আরেক নেতা হেলাল ইব্ন উমায়্যার নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم سلم وانت فانی احمد اليك الله الذی لا اله الا هو لا شريك له وادعوك الی الله وحده تؤمن بالله وتطيع وتدخل فی الجماعة فانه خير لك والسلام علی من اتبع الهدی.

"পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহর নামে। আপনি শান্তিতে থাকুন! আমি আপনার নিকট ঐ আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাঁহার কোন শরীক নাই। আমি আপনাকে এক আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাইতেছি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করুন, তাঁহার আনুগত্য করুন এবং ইসলামী দলের অন্তর্ভুক্ত হউন। কেননা উহাই আপনার জন্য

উত্তম। যে ব্যক্তি হিদায়াতের অনুসারী তাহার উপর শান্তি বর্ষিত হউক" (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ২৭৫)।

বাহ্রায়নের জনগণের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

সাথে সাথে বাহরায়নের জনগণের উদ্দেশ্যেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হইতে একটি লিপি প্রেরিত হয়। তাহা ছিল এইরূপ ঃ

اما بعد فانكم اذا اقمتم الصلوة واتيتم الزكوة ونصحتم لله ولرسوله واتيتم عشر النخل ونصف عشر الحب ولم تمجسوا اولادكم فلكم ما تسلمتم عليه غير ان بيت النار لله ولرسوله وان ابيتم فعليكم الجزية.

"অতঃপর যখন তোমরা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে এবং আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি আন্তরিক হইবে, খেজুরের এক-দশমাংশ এবং অন্যান্য শস্যের বিশ ভাগের এক ভাগ পরিশোধ করিবে, নিজেদের সন্তানদেরকে অগ্নিউপাসক হইতে দিবে না, তাহা হইলে ইসলাম গ্রহণকালে তোমাদের যাবতীয় সম্পদের মালিকানা তোমাদেরই থাকিবে। তবে বায়তুন-নার আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের মালিকানাধীন থাকিবে। আর যদি তোমরা এই সমস্ত বিষয় অস্বীকার কর তাহা হইলে তোমাদেরকে অবশ্যই জিয্য়া পরিশোধ করিতে হইবে" (আল-বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৭৯)।

উমানের রাজন্যদ্বয়ের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

প্রাচীন ভৌগোলিকগণ আরব উপদ্বীপকে পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ (১) তিহামা, (২) হিজায, (৩) য়ামান, (৪) নাজদ এবং (৫) 'আরূদ (عروض)। এই শেষোক্ত প্রদেশটি পূর্ব নাজ্দ ও ইরাক সীমান্ত হইতে শুরু করিয়া আরব উপসাগর (যাহা আমাদের নিকট উমান উপসাগর নামে পরিচিত) পর্যন্ত বিস্তৃত। উমান বাহ্রায়ন ও ইয়ামামা ঐ আরবদেরই তিনটি রাজ্য (দ্র. মাকতূবাতে নবভী, পৃ. ১৭৫)। দেশটির উমান নামকরণ করা হয় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রপৌত্র উমান ইবন সাবা ইব্ন ইয়াকযান-এর নামানুসারে।

হাসান ইব্ন আদিয়া বলেন, আমি একদা হযরত ইব্ন উমারের সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন দেশের লোক? আমি বলিলাম, উমানের। তিনি বলিলেন, আমি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হইতে শ্রুত একটি হাদীছ তোমার নিকট বর্ণনা করিব না? আমি বলিলাম, আলবৎ। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়াছেন ঃ

انى لاعلم ارضا من ارض العرب يقال لها عمان على شاطى البحر الحجة منها افضل او خير من حج من غيرها.

"আমি এমন একটি আরব ভূমির নাম জানি যাহাকে উমান নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। দেশটি সাগর তীরে অবস্থিত। ঐ দেশ হইতে আসিয়া হজ্জ করিলে অন্য যে কোন ভূমি হইতে আগন্তুকদের হজ্জের তুলনায় উত্তম।"

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ

مـن تـعـذر عـلـيـه رزقـه فـعـلـيـه بـعـمـان.

"যে ব্যক্তি জীবিকার কষ্টে পতিত হয় তাহার উচিত ওমানে যাওয়া" (মু'জামুল বুলদান, ৪খ., পৃ. ১৫০)।

ওমানের উপকূলীয় এলাকা অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল, সুজলা-সুফলা। দেশটির পাহাড়-পর্বত খনিজ দ্রব্যাদিতে, দরিয়া মুক্তায় এবং প্রান্তরসমূহ রকমারি শস্য ও ফল-ফলারীতে পরিপূর্ণ। এখানকার জঙ্গলে মূল্যবান সুগন্দি কাঠ পাওয়া যায়। বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। রাজধানী মস্কট। উহা ওমান উপসাগরের পশ্চিম কোলে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আমলে ওমান ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ মজুসী ধর্ম প্রচলিত ছিল।

অষ্টম হিজরীর যী-কা'দা মাসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রসহ হযরত 'আমর ইবনুল 'আস (রা), যিনি তাঁহার কূটনৈতিক পারঙ্গমতা এবং মিসর জয়ের কৃতিত্বের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে, ওমানে গমন করেন। আবদ ও জা'ফার নামক দুই ভাই তখন সেখানকার রাজা ছিলেন। ঘটনাচক্রে আবদের সহিত আমর ইবনুল আসের পিতা আসের পূর্ব হইতেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে 'আমর সর্বপ্রথম 'আবদের নিকটই গিয়া উঠেন। তাঁহার ভাষায় ঃ

আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রসহ ওমানে গিয়া পৌছিলাম তখন সর্বপ্রথম আমার আবদের সহিত সাক্ষাত হয়। তিনি ছিলেন সর্দার এবং তাঁহার ভাইয়ের তুলনায় নম্র প্রকৃতির লোক। আমি তাঁহাকে জানাইলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হইতে দূতের দায়িত্ব লইয়া এইবার আপনার এবং আপনার ভাইয়ের নিকট আমার আগমন। 'আবদ বলিলেন, দেখ, আমার ভাই আমার চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং রাজ্যের প্রকৃত রাজা তিনিই। আমি তোমাকে তাঁহার দরবারে পৌছাইয়া দিব। তবে আগে বল, তুমি তাঁহার পক্ষ হইতে কিসের দাওয়াত লইয়া আসিয়াছ?

জবাবে আমর ইবনুল আস (রা) বলিলেন, আমি একক লা-শারীক আল্লাহ্র দিকে আপনাদেরকে আহ্বান জানাইতে আসিয়াছি। উপরন্তু আপনাদেরকে আরও সাক্ষ্য দিতে হইবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার বান্দা ও রাসূল। এই সময় তাঁহাদের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন হয়। ইহার বিবরণ একটু পরেই আসিতেছে। তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে পত্র দেন তাহার পাঠ ছিল এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد بن عبد الله الى جيفر وعبد البنى الجلندى سلام على من اتبع الهدى اما بعد فانى ادعوكما بدعاية الاسلام اسلما تسلما انى رسول الله الى الناس كافة لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وانكما ان اقررتما بالاسلام وليتكما وان ابيتما ان تقرا بالاسلام فان ملككما زائل عنكما دخيلى تحل بساحتكما وتظهر نبوتى على ملككما.

"পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহর নামে। আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে জুলান্দীর পুত্রদ্বয় আব্দ ও জা'ফারের প্রতি। শান্তি বর্ষিত হউক তাহার প্রতি যে হিদায়াতের অনুসরণ করে। অতঃপর আমি আপনাদের উভয়কে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাইতেছি।

আপনারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবেন। আমি সমগ্র মানবজাতির প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূলরূপে প্রেরিত হইয়াছি— যাহাতে আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে সতর্ক করিয়া দেই এবং অগ্রাহ্যকারীদের উপর আল্লাহ্‌র দলীল পূর্ণ হইয়া যায়। আপনারা উভয়ে যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আমি আপনাদের উভয়কেই শাসক পদে বহাল রাখিব। আর যদি অগ্রাহ্য করেন এবং ইসলাম গ্রহণে অসম্মত হন, তবে (মনে রাখিবেন) আপনাদের রাজত্ব টিকিবে না এবং আমার ঘোড়া (অশ্বারোহী বাহিনী) আপনাদের আঙিনায় ঢুকিয়া পড়িবে এবং আপনাদের রাজ্যে আমার নবূওয়াতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে" (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৮৪; আল-জামহারা, ১খ., পৃ. ৪৬; সুবহুল আ'শা, ৬খ., পৃ. ৩০৮-এর বরাতে; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ৩খ., পৃ. ৪০৪; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৪৭)।

পত্র প্রেরণের বৎসর ও বাহক সম্পর্কে মতভেদ

ফুতূহুল বুলদানে (পৃ. ৮৮) উক্ত হইয়াছে যে, পত্রখানির বাহক ছিলেন আবূ যায়দ, আর আমর তাহাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহাদের ইসলাম গ্রহণের পর যাকাত উত্তোলনের উদ্দেশ্যে। লেখক উহার স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়া বলিয়াছেন, পত্র প্রেরিত হয় ষষ্ঠ হিজরীতে আর আমর ইসলাম গ্রহণ করেন ৮ম হিজরীতে। সুতরাং ঐ সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষে তাঁহার দৌত্যের প্রশ্নই আসে না। কিন্তু ইব্‌নুল আছীর তদীয় আল-কামিল-এ (২খ., পৃ. ৮৮) এবং উসদুল গাবার লেখক তদীয় গ্রন্থে (১খ., পৃ. ৩১৩) এবং আল-ইসাবা জা'ফার-এর আলোচনায় লিখেন, পত্রটি ৮ম হিজরীতেই প্রেরিত হয় এবং উহার বাহক 'আমরই ছিলেন (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৪৮-৯)।

দূত আমর ইবনুল আস ও ওমানের রাজার কথোপকথন

'আব্‌দ : তুমি হইতেছ তোমাদের কওমের সর্দারের পুত্র। আচ্ছা বল দেখি, তোমার পিতা এই ব্যাপারে কী করিয়াছেন? কেননা আমরা তাহাকে আমাদের আদর্শরূপে ধরিয়া নিতে পারি।

আমর : তিনি তো মারা গিয়াছেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, তিনি নবী কারীম ﷺ-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেন নাই। হায়, যদি তিনি ঈমান আনয়ন করিতেন, যদি ঈমানদার হিসাবে তাহার মৃত্যু হইত তাহা হইলে কতই না উত্তম হইত! আমিও প্রথম তাহার মতেরই অনুসারী ছিলাম। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পরম দয়ায় আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করিয়াছেন।

আব্‌দ : তুমি কবে হইতে তাঁহার অনুসারী হইলে?

আমর : এই অল্প কিছুদিন পূর্ব হইতে।

আব্‌দ : কোথায় তুমি এই নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইলে?

আমর : (ইথিওপীয়) রাজ নাজাশীর দরবারে। হাঁ, আর তিনিও তো ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন।

আব্‌দ : তাঁহার প্রজাসাধারণ ইহাতে তাঁহার সহিত কী আচরণ করিল?

আমর : তাঁহাকে তাহারা পূর্বের মতই বাদশাহরূপে বহাল রাখিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যকার অনেকেও ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

আব্দ ঃ বিশপ ও পাদ্রীরাও কি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন?

আমর ঃ হাঁ।

আব্দ ঃ দেখ আমর, তুমি কী বলিতেছ? একটু ভাবিয়া-চিন্তা করিয়া কথা বলিও। মিথ্যা বলার চেয়ে একজন মানুষের জন্য অধিকতর জঘন্য ও অপমানজনক আর কিছুই হইতে পারে না।

আমর ঃ আমি একটুও মিথ্যা বলিতেছি না। আমাদের ধর্মে তাহা বৈধও নহে।

আব্দ ঃ তাহাতে হিরাক্লিয়াসের প্রতিক্রিয়া কী হইল? তিনি কি নাজাশীর এই ধর্মান্তরিত হওয়ার সংবাদ অবহিত হইয়াছেন?

আমর ঃ হাঁ, তিনি তাহা অবগত হইয়াছেন।

আব্দ ঃ তুমি কেমন করিয়া এই কথা বলিতেছ?

আমর ঃ কেন, নাজাশী তো হিরাক্লিয়াসের নিকট গিয়াছেনও। সম্রাটের ভাই নিয়াক তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, ইহা কেমন কথা? নাজাশী রোম দরবারের এক সামান্য গোলাম, তাহার মুখে এত বড় কথা? আবার সে সম্রাটের ধর্মও জলাঞ্জলি দিয়াছে!

তখন হিরাক্লিয়াস বলিলেন ঃ তাহাতে কী! সে তাহার নিজের জন্য একটি ধর্ম বাছিয়া লইয়াছে এবং তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছে। আমার তাহাতে কী করণীয় থাকিতে পারে? কসম আল্লাহ্র! এই সাম্রাজ্যের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারিলে আমিও তাহাই করিতাম।

আব্দ ঃ দেখ আমর, তুমি এই সব কী বলিতেছ ?

আমর ঃ আল্লাহর কসম, আমি একটুও অতিশয়োক্তি করিতেছি না।

আব্দ ঃ আচ্ছা, এবার বল দেখি, তিনি কী করিতে বলেন, আর কী করিতে বারণ করেন?

আমর ঃ তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন করিতে এবং তাঁহার অবাধ্যতা হইতে বাঁচিয়া থাকিতে বলেন। তিনি সৎকর্ম, আত্মীয়তা রক্ষার আদেশ করেন এবং জুলুম-নিপীড়ন ও সীমালঙ্ঘনে বারণ করেন। তিনি বারণ করেন ব্যভিচার, মদ্যপান, পাথরপূজা, মূর্তিপূজা ও ক্রুশের পূজা করিতে।

আব্দ ঃ তিনি কী উত্তম দীনের দাওয়াতই না দিয়া থাকেন! আমার ভাই যদি আমার কথা শুনিতেন, তাহা হইলে আমরা বাহনে সওয়ার হইয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করিতাম এবং তাঁহার সত্যতার প্রত্যয়ন করিতাম। কিন্তু আমার ভাইটি রাজত্ব লিপ্সার কারণে তাহার মায়া ছাড়িতে পারিবেন না, নবীকে গ্রহণ করার পরিবর্তে পাপের পথই বাছিয়া লইবেন।

আমর ঃ তিনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকেই কওমের সর্দাররূপে বহাল রাখিবেন। তিনি তখন সম্প্রদায়ের ধনীদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিয়া তাহাদের মধ্যকার দারিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিবেন।

আব্দ ঃ ইহা তো অতি উত্তম কথা। আচ্ছা যাকাত কী? আমর বলেন, তখন আমি আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন প্রকারের সম্পদের যে যাকাত ফরয করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিয়া বলিলাম। ঐগুলির কথা বলিতে গিয়া যখন ফায় সম্পদের কথা উল্লেখ করিলাম তখন আব্দ বলিলেন, হে আমর! আমাদের যে ফায়গুলি বৃক্ষলতার উপর জীবনধারণ করে আর উন্মুক্ত জলাশয়সমূহের পানি পান করে। সেগুলির উপরেও যাকাত ধরা হইবে? আমি বলিলাম, হাঁ।

আব্দ— দূর অজগাঁয়ের লোকেরা তাহাদের অগণিত পশুর যাকাত আদায়ে সম্মত হইবে বলিয়া আমার তো মনে হয় না। আমর বলিলেন, ইহার পর আব্দ কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁহার ভাইয়ের প্রাসাদে অবস্থান করিলেন এবং আমার আগমনের সংবাদ তাহাকে অবহিত করিলেন। অতঃপর একদিন তিনি আমাকে তাহার দরবারে তলব করিলেন। আমি তাহার দরবারে প্রবেশ করিলাম। তাহার রক্ষীরা তখন আমার বাহুতে ধরিয়া রাখিল। তিনি বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও। আমি তখন বসিতে উদ্যত হইলাম। তাহারা তখন আমাকে ছাড়িতে চাহিল না। আমি তাঁহার দিকে তাকাইয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিলাম। তিনি বলিলেন, তুমি যে জন্য আসিয়াছ তাহা বল। তখন আমি নবী কারীম ﷺ-এর সীলমোহরযুক্ত পত্রখানা তাঁহার নিকট হস্তান্তর করিলাম। তিনি সীলমোহর ভাঙ্গিয়া পত্রখানা নিজে পড়িয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ভাইকে তাহা পড়িতে দিলেন। তিনিও তাহা পাঠ করিলেন। পর জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা কুরায়শরা এই ব্যাপারে কী করিয়াছে তাহা কি একটু বলিবে? আমি জবাব দিলাম, তাঁহারা তাহার ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অথবা যুদ্ধের ভয়ে ভীত হইয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছে।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার সাথী কাহারা? আমি বলিলাম যাহারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করিয়াছে তাঁহারাই তাহার সঙ্গী-সাথী। তাহারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়াত লাভে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, ইতোপূর্বে তাহারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলেন। হে রাজন! আপনার পর্যায়ের আর কেহই আমার জানামতে অবশিষ্ট নাই। আজ আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুসারী না হন তাহা হইলে মুসলিম বাহিনীর অশ্বরাজির খুরতলে আপনার শস্যশ্যামল প্রান্তরগুলি দলিত-মথিত হইবে। সুতরাং আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, নিরাপত্তা লাভ করিবেন। তিনি আপনাকেই আপনার সম্প্রদায়ের নেতৃত্বভার অর্পণ করিবেন। আমি চাই, পদাতিক বাহিনী ও অশ্বারোহী বাহিনীর পদতলে আপনার প্রিয়ভূমি দলিত না হউক। তিনি জবাব দিলেন, আজিকার দিনটি তুমি আমাকে ভাবিতে দাও। আগামী কাল আবার আসিও।

পরদিন আমি পুনরায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে সাক্ষাতদানে অস্বীকৃতি জানাইলেন। আমি তাঁহার ভাইয়ের নিকট বলিলাম, আমি তো তাঁহার নিকট পৌঁছিতে সমর্থ হই নাই। তিনি আমাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, আমি তোমার দা'ওয়াতের ব্যাপারে ভাবিয়া দেখিলাম, আমি যদি আমার যথাসর্বস্ব এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দেই যাহার বাহিনী এখনও আমার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় নাই, তাহা হইলে আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইব। আর যদি একান্তই তাঁহার বাহিনী আমাদের এখান পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াই যায় তবে তাঁহার সহিত এমন প্রচণ্ড যুদ্ধই করিব যাহা হইবে ইতোপূর্বেকার তাঁহার সকল যুদ্ধের চেয়ে ভিন্নতর।

তখন আমি বলিলাম, বেশ, তাহা হইলে আমি আগামী কল্যই ফিরিয়া যাইতেছি। যখন তাঁহার নিশ্চিত বিশ্বাস হইল যে, সত্যসত্যই আমি চলিয়া যাইব, তখন তিনি একান্তে তাঁহার ভাইয়ের সহিত মিলিত হইলেন। পরদিন প্রত্যুষেই তাঁহারা আমাকে ইতিবাচক জবাব দিলেন এবং তাঁহারা দুই ভাইসহ সকলে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা আমার যাকাত গ্রহণ করায় অন্তরায় হইলেন না বরং আমার বিরোধীদের মুকাবিলায় তাঁহারা আমার সমর্থকে পরিণত হইলেন। তাঁহারা তো

মুসলমান হইলেনই, তাঁহাদের সহিত আরও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করিলেন (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৪৯-৫১)।

আল-ইসাবায় (১খ., পৃ. ১৬২) জুলান্দা প্রসঙ্গে ইবন ইসহাকের বরাতে বলা হইয়াছে, নবী কারীম ﷺ যখন আমর ইবনুল আসকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন তখন ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে তাহাকে অবগত করাকালে তিনি বলেন ঃ

ولنى على هذا النبى الامى انه لا يأمر بخير الا كان اول آخذ به ولا ينهى عن شر الا كان اول تارك له وانه يغلب فلا يبطر ويغلب ولا يهجر وانه يفى بالعهد وينجز الوعد واشهد انه نبى.

"উহা আমাকে এমন একজন উম্মী নিরক্ষর নবী শিক্ষা দিয়াছেন যিনি এমন কোন সৎকাজের আদেশ করেন না যাহা সর্বপ্রথম তিনি না করেন এবং এমন কোন মন্দকাজ হইতে বারণ করেন না যাহা হইতে সর্বপ্রথম তিনি নিজে বিরত না হন। তিনি বিজয়ী হন, কিন্তু দম্ভ প্রকাশ করেন না, বিজয়ী হইয়া বিজিতদেরকে পরিত্যাগ করেন না। তিনি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন, ওয়াদা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। এতদশ্রবণে তিনি (পত্রপ্রাপক) সাক্ষী দিলেন যে, তিনি প্রকৃতই আল্লাহর নবী"।

আর সাথে সাথে কবিতার ছন্দে তিনি বলিলেন ঃ

اتانى عمرو بالتى ليس بعدها من الحق شيئى والنصيح نصيح
فقلت له ما زدت ان جئت بالتى جلندى عمان فى عمان يصيح
فياعمرو قد اسلمت لله جهرة ينادى بها فى الواديين فصيح.

"আমর আমার নিকট এমন সত্য লইয়া আসিয়াছে যাহার পরে আর কোন সত্য নাই। উহা সত্যই অপূর্ব নসীহত।

আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি ওমানের জুলান্দার নিকট যাহা লইয়া আগমন করিয়াছ, তাহাতে কোন বাড়াবাড়ি নাই যাহা ওমানের সর্বত্র শ্রুত হইতেছে।

"হে আমর! আমি প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ (ইসলাম গ্রহণ) করিতেছি যাহা এক প্রাঞ্জলভাষী নবী প্রান্তরে প্রান্তরে ঘোষণা করিতেছেন"।

তারপর তিনি (ইসাবার লেখক) বলেন, পত্রপ্রাপক ছিলেন জায়ফার। এমনও হইতে পারে যে, পিতা জুলান্দা ও পুত্র জায়ফার উভয়েই পত্রের প্রাপক ছিলেন। জায়ফার প্রসঙ্গে আলোচনাশেষে তিনি বলেন, এমনটি হওয়া বিচিত্র নহে যে, জুলান্দা বার্ধক্যগ্রস্ত হওয়ায় পুত্রদ্বয়ের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া দিয়াছিলেন। আমর ওমানে থাকা অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইন্‌তিকাল করেন (মাকাতীবুর রাসূল, পৃ. ১৪৭-১৫১; তাবারী, ২খ., পৃ. ৫২০; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬২)।

ওমানবাসীদের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

من محمد رسول الله الى اهل عمان اما بعد فاقرؤا بشهادة ان لا اله الا الله وانى رسول الله وأدوا الزكوة وخطوا المساجد كذا والا غزوتكم.

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে ওমানবাসীদের প্রতি। অতঃপর তোমরা দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য দান করিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তোমরা যাকাত দিবে এবং মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিবে। অন্যথায় তোমাদের বিরুদ্ধে আমি অভিযান পরিচালনা করিব" (মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ১২৯; ই'লামুস সাইলীন, পৃ. ১০২; উসদুল গাবা, ৬খ., পৃ. ১৬৩)।

ওমান ও বাহ্‌রায়নবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত আরেকটি পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى العباد الاسبذيين سلم انتم اما بعد ذلكم فقد جانى رسلكم ومع وفد البحرين فقبلت هديتكم فمن شهد منكم ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واستقبل قبلتنا واكل من ذبيحتنا فله مثل ما لنا وعليه ما علينا ومن ابى فعليه الجزية على رأسه دينار معافرى على الذكر والانثى ومن ابى فليأذن بحرب من الله ورسوله وعليكم ان لا تمجسوا (اولادكم وان مال) بيت النار ثنيا لله ولرسوله وعليكم فى ارضكم مما افاء الله علينا منها مما سقت السماء او سقت العيون من كل خمسة واحد ومما يسقى بالرشاد والسوانى من كل عشرة واحد وعليكم فى اموالكم من كل عشرين درهما ومن كل عشرين دينار دينارا وعليكم فى مواشيكم الضعف مما على المسلمين وعليكم ان تطحنوا فى ارحائكم لعمالنا بغير اجر والسلام على من اتبع الهدى.

"পরম দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে বাহ্‌রায়নবাসীদের প্রতি। তোমরা শান্তিতে থাক। অতঃপর তোমাদের দূতগণ বাহ্‌রায়নের প্রতিনিধিদলের সহিত আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তোমাদের প্রেরিত উপঢৌকনাদি আমি গ্রহণ করিয়াছি। তোমাদের মধ্যকার যাহারা সাক্ষ্যদান করিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং আমাদের কিবলাকে কিবলারূপে মান্য করিবে, আমাদের যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করিবে, তাহারা মুসলিম, আমাদের অধিকার ও কর্তব্য তাহাদের ক্ষেত্রেও বর্তাইবে। আর যে ইসলামের দা'ওয়াতকে অস্বীকার করিবে, তাহার উপর এক মু'আফিরী দীনার জিয্‌য়া ধার্য হইবে, চাই সে পুরুষ হউক বা নারী হউক। আর যে তাহাও দিতে অস্বীকার করিবে সে যেন আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে মজুসী (অগ্নিউপাসক) বানাইবে না। বায়তু'ন-নার তথা অগ্নি-উপাসনালয়ের সম্পদ আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্য নির্ধারিত। তোমাদের ভূমিতে আল্লাহ্ আমাদের জন্য যে ভাগ নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা হইল, যে ভূমিতে বৃষ্টি অথবা প্রাকৃতিক ঝর্ণাদির পানির সাহায্যে ফসল উৎপাদিত হয়, তাহার এক-পঞ্চমাংশ, আর যে ভূমিতে বালতির সাহায্যে পানি সিঞ্চিত হইয়া থাকে, তাহার এক-দশমাংশ ফসল (রাষ্ট্রকে পরিশোধ করিতে হইবে), আর তোমাদের সম্পদের মধ্যে দেয় হইল বিশ দিরহামে এক দিরহাম এবং প্রতি বিশ দীনারে এক

দীনার। পশু সম্পদের ব্যাপারে তোমাদের দেয় হইল একজন মুসলমানের তুলনায় দ্বিগুণ। আর আমাদের (রাষ্ট্রীয়) কর্মকর্তাদের গম তোমাদের গম ভাঙ্গার যাতায় বিনা পারিশ্রমিকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। হিদায়াতের অনুসারীদের প্রতি সালাম" (মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ১২২)।

ওমানের অন্য রাজাদের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

এই পত্রখানি পূর্বে উক্ত আবদ ও জায়ফার ব্যতীত অন্যান্য রাজাদের নামে লিখিত হইয়াছিল। সম্বোধনের বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। পত্রখানার পাঠ এইরূপ ঃ

من محمد النبی رسول الله لعباد الله الاسبذيين (ملوك عمان واسد عمان) من كان منهم فی البحرين انهم ان امنوا واقاموا الصلوة واتوا الزكوة واطاعوا الله ورسوله واعطوا حق النبی ﷺ ونسكوا نسك المؤمنين فانهم امنون.

"নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হইতে আল্লাহ্‌র আসবাযবাসীদের (ওমান আসাদ-ওমানের রাজন্যবর্গের) প্রতি, তাহাদের মধ্যকার যাহারা বাহ্‌রায়ন এলাকায় রহিয়াছেন। তাহারা যদি ঈমান আনয়ন করেন, সালাত কায়েম করেন, যাকাত দেন এবং আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করেন, নবীর হক প্রদান করেন এবং মুসলিম রীতিতে পশু যবেহ করেন তবে তাহাদের জন্য নিরাপত্তা রহিয়াছে"।

পরবর্তী অংশটুকু পূর্বোক্ত পত্রের অনুরূপ। তবে শব্দে ও পাঠে কিছু পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এইরূপ ঃ

وان لهم ما اسلموا عليه غير ان بيت النار ثنيا لله ورسوله وان عشور التمور صدقة ونصف عشور الحب وان للمسلمين نصرهم ونصحهم وان لهم على المسلمين مثل ذلك وان لهم ارحائهم يطحنون بها ما شاؤا.

"তাহারা যে সমস্ত বস্তুর মালিক থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে সেই সব বস্তু তাহাদেরই থাকিবে, তবে অগ্নি উপাসনালয়গুলির মালিকানা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের জন্য বর্তাইবে। খেজুরের এক-দশমাংশ এবং অন্যান্য শস্যের বিশ ভাগের এক ভাগ (অর্ধ উশর) যাকাতস্বরূপ দিতে হইবে। মুসলমানগণ তাহাদের সাহায্য-সহযোগিতা এবং শুভাকাঙ্ক্ষার হকদার এবং তাহারা অনুরূপ মুসলমানদের নিকট হইতে হকদার হইবেন। তাহারা তাহাদের যাতাকলের মালিক থাকিবে এবং ইচ্ছামত উহাতে পেষণের কাজ করিবে"।

ইথিওপিয়ায় হিজরতকারী মুসলিম কাফেলার অন্যতম সদস্য সালীত ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আবদে শাম্‌স-এর ইয়ামামায় যাতায়াতের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকায় নবী কারীম ﷺ তাঁহাকেই হাওযার নিকট দূতরূপে প্রেরণ করেন। পত্রবাহকের নাম বলা হইয়াছে সুলায়ত ইব্‌ন কায়স আল-আনসারী (মাকতূবাতে নববী, পৃ. ১৭৫)।

এই পত্রখানা ঠিক ঐদিনই প্রেরিত হইয়াছিল যেদিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজ-রাজড়াকে রাসূলুল্লাহ (স) পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্র প্রাপক হাওযা ধর্মত খৃস্টান ছিলেন (আল-কামিল, ইব্‌ন আছীর, ২খ., পৃ. ৮২; মু'জামুল বুলদান, বাহ্‌রায়ন শব্দের আলোচনায়)। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাওযার উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রখানির পাঠ ছিল নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هوذة بن على سلام على من اتبع الهدى واعلم ان دينى سيظهر الى منتهى الخف والحافر فاسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديك.

"পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে হাওযা ইব্ন আলীর প্রতি। যে হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার প্রতি সালাম। জানিয়া রাখিবেন, আমার ধর্ম অবিলম্বে অশ্ব ও উষ্ট্রের চারণভূমির (ভূখণ্ডের) শেষ সীমানা পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করিবেন। আপনার নিয়ন্ত্রণে যাহা আছে তাহা বহাল থাকিবে" (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৩৬)।

হাওযাকে মহানবী (স)-এর দূতের উপদেশ

পত্র হস্তান্তরের সময় দূত সালীত (রা) হাওযাকে যে উপদেশমূলক ভাষণ প্রদান করেন তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও অত্যন্ত অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। তিনি হাওযার প্রভাব-প্রতিপত্তিকে বিন্দুমাত্র ভয় না করিয়া তাহার মুখের উপর বলিয়া দিলেন ঃ

يا هوذة انك سودلك اعظم حائلة وارواح فى النار وانما السيد من تبع بالايمان ثم زود بالتقوى وان قوما سعدوا برأيك فلا يشقون به وانى امرك بخير مامور بة وانهاك عن شيئ منهى عنه امرك بعبادة الله وانهاك عن عبادة الشيطان فان فى عبادة الله الجنة وفى عبادة الشيطان النار فان قبلت نلت ما رجوت وامنت ما خفت وان ابيت فبيننا وبينك كشف الغطاء وهول المطلع.

"হে হাওযা! আপনার নেতৃত্ব-কর্তৃত্বই (সত্য গ্রহণের পথে) সবচেয়ে বড় বাধা এবং দোযখে গমনের সবচেয়ে বড় হেতু। প্রকৃত নেতা তো সেই ব্যক্তি যে ঈমানের দৌলত এবং তাক্ওয়ার পাথেয় অর্জনে ধন্য হইয়াছে। আপনার সম্প্রদায় তো আপনার বিজ্ঞ নেতৃত্বের জন্য সৌভাগ্যবান। ইহার (অর্থাৎ এই পত্রের) ব্যাপারে যেন তাহারা হতভাগ্য প্রতিপন্ন না হয়। আমি আপনাকে নির্দেশিত উত্তম বিষয়ের আদেশ করিতেছি এবং নিষিদ্ধ বস্তু হইতে বারণ করিতেছি। আমি আপনাকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি এবং শয়তানের ইবাদত হইতে বিরত থাকিতে বলিতেছি। কেননা আল্লাহ্র ইবাদতে জান্নাত লাভ হয় এবং শয়তানের ইবাদতের দ্বারা জাহান্নাম পাওয়া যায়। আপনি যদি আমার আহ্বানে সাড়া দেন, আপনার কাঙ্ক্ষিত বস্তু আপনি লাভ করিবেন। আর যদি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন তাহা হইলে আপনার এবং আমার মধ্যে পর্দা উন্মোচিত হইবে অর্থাৎ আপনার নিরাপত্তা থাকিবে না এবং বিভীষিকাময় দৃশ্যের অবতারণা হইবে।"

জবাবে হাওযা বলিলেন, হে সালীত! আপনার দিকনির্দেশনা দ্বারা আমি নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। তবে ভালমন্দ বিবেচনার আমার নিজস্ব একটা মানদণ্ড আছে, আপনার বক্তব্য শ্রবণে উহাতে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। তাই আমাকে একটু সময় দিতে হইবে। আমার সেই বোধটুকু ফিরিয়া আসুক, ইন্শাআল্লাহ আমি আপনার জবাব দিব" (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৩৮)।

পত্র প্রাপ্তির পর হাওযা দূতকে সাদরে বরণ করেন, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া নিজের পাশেই আসন দান করেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬২)। অতপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রের জবাব দিলেন এইভাবে,ঃ

ما احسن ما تدعوا اليه واجمله وانا شاعر قومى وخطيبهم واعرب تهاب مكانى فاجعل لى بعض الامر اتبعك.

হাওযার প্রতিক্রিয়া এবং তাহার পত্রের বর্ণনা মওলানা মুহাম্মদ ছায়ীদের সহজ সরল ভাষায় বিধৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ

পত্র পাইয়া হাওযা তাযিম করিল।
ছলীতোর আপনার কাছে বসাইল॥
এনাম খেলাত দান করিল তাহারে।
পত্রের উত্তর দিল লিখিয়া তা পরে॥
যে দীনের দিকে তুমি বোলাও আমায়।
সত্যই তা ভাল দীন শোবা নাহি তায়॥
কিন্তু এক শর্ত আমি করি খেদমতে।
মঞ্জুর করিলে তাহা আসিব দীনেতে॥
প্রসিদ্ধ শায়ের আমি কৌমের খতিব।
ডরায় আমাকে সবে ধনী কি গরীব॥

রাষ্ট্র ক্ষমতার কিছু অংশ আমাকে দান করিলে আমি আপনার অনুগত হইব (দ্র. তাওয়ারীখে মুহাম্মাদী, ৭খ., পৃ. ২৮)।

সাথে সাথে সে সালীতকে মূল্যবান উপঢৌকন, হাজারের মূল্যবান রেশমী বস্ত্র এবং কারকাবা নামক একটি গোলামও দান করেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬২; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৩৮)।

ইব্‌নুল আছীরের বর্ণনায় আছে, সাথে সাথে সে একটি প্রতিনিধি দলও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমীপে প্রেরণ করে এই বক্তব্য দিয়া যে, তিনি যদি তাঁহার পরবর্তী শাসক তাহাকে নিযুক্ত করিয়া যান তাহা হইলে সে ইসলাম গ্রহণ করিবে এবং তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবে। তাঁহাকে সাহায্য-সহযোগিতাও করিবে। নতুবা সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এই প্রতিনিধি দলে মুজ্জা'আ ইব্‌ন মুরারা এবং রাজ্জাল ইব্‌ন উনফুযাও ছিলেন। এই মুজা'আ মুসায়লামার পতনের পরবর্তী কালে হযরত খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে কন্যা দান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হইতে তিনি জমির বরাদ্দ লাভেও ধন্য হন। দুইজনই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকি রাজ্জাল নবী ﷺ দরবারে কিছুদিন অবস্থান করিয়া সূরা বাকারা এবং আরও কতিপয় দুআ শিক্ষা করে। কিন্তু পরবর্তীতে ইয়ামামায় ফিরিয়া এই নরাধম মুরতাদ হইয়া ভণ্ডনবী মুসায়লামাকে নবী কারীম ﷺ উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়া মারাত্মক অপপ্রচারে লিপ্ত হয় যাহা ইসলামের জন্য খুবই ক্ষতিকর হইয়াছিল (আল-কামিল, ২খ., পৃ. ৮২; ইব্‌ন খালদূন, ২খ., পৃ. ৫০৩; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ২৬২)।

হাওযার প্রতি খৃষ্টান ধর্মযাজকের সতর্কবাণী

ওয়াকিদী বর্ণনা করেন, হাওযার দরবারে একজন খৃস্টান পাদ্রী থাকিতেন। তিনি হাওযাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে সে জবাব দেয়, হাঁ, আমার নিকট তাঁহার পত্র আসিয়াছিল। তিনি আমাকে তাঁহার ধর্ম গ্রহণের দাওয়াত দিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার সেই আহ্বানে সাড়া দেই নাই। উক্ত পাদ্রী তাহাকে ইহার কারণ কী জিজ্ঞাসা করিলে সে জানায়, আমার স্ব-ধর্মের প্রতি একটা দুর্বলতা আছে। এতদ্ব্যতীত আমি আমার সম্প্রদায়ের সর্দার, তাঁহার ধর্ম গ্রহণে শেষ পর্যন্ত যদি আমার রাজত্বই হাতছাড়া হইয়া যায় এই আশঙ্কায়ই শঙ্কিত ছিলাম।

খৃস্টীয় পণ্ডিত বলিলেন, আপনি যদি তাঁহার আনুগত্য করিতেন, তাহা হইলে তিনি কস্মিনকালেও আপনার রাজত্ব হইতে আপনাকে অপসারিত করিতেন না। তিনি আরবের নবী। হযরত ঈসা (আ) ইনজীলে তাঁহার সু-সমাচার দিয়া গিয়াছেন। এই পাদ্রীর নাম ছিল আরকূন। ইনি দামিশকবাসী রোমান ক্যাথলিক ছিলেন এবং হযরত আবূ বকর (রা)-এর আমলে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৩৮)।

দৌত্যকার্য সম্পন্ন করিয়া হযরত সালীত (রা) হাওযার জবাবী পত্র ও তাহার প্রদত্ত উপঢৌকনাদিসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। হাওযার জবাব পাঠ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ

لو سألني سيابة من الارض ما فعلت بادوباد ما فى يديه.

পুঁথিকার মওলানা মুহাম্মদ ছায়ীদ পুঁথির ভাষায় উহার চমৎকার অনুবাদ করিয়াছেন এবং সাথে সাথে ব্যাখ্যামূলক মন্তব্যও সংযোজন করিয়াছেন ঃ

পত্র পড়ে কহিলেন নবী মোস্তফায়।
"বিন্দুমাত্র জমিও না দিব আমি তায়॥
শীঘ্রই সে নিজে আর সর্ব ধন তার।
বিনষ্ট হইয়া যাবে গযবে খোদার।"
ইসলাম সস্তার মাল নহে কোন কালে।
বেচাকেনা হইবে যে রাজ্যের বদলে॥
দুনিয়ার লোভে যেবা হয় মোছলমান।
কচুর পাতার জল তাহার ঈমান॥

(তাওয়ারিখে মোহাম্মদী, ৭খ., পৃ. ২৮; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬২)।

এক বৎসর পর যখন নবী কারীম ﷺ মক্কা বিজয় করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন জিবরাঈল আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, বেদীন হাওযা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। নবী কারীম ﷺ সাহাবীগণকে তাহা অবগত করিলেন। সাথে সাথে মন্তব্য করিলেন, অতঃপর হাওযার স্থলে ঐ দেশে এমন এক মহা মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটিবে যে নবী হওয়ার দাবি করিবে। সত্যসত্যই ইহার কিছুদিন পরেই ইয়ামামায় ভণ্ডনবী মুসায়লামার অভ্যুদয় ঘটে (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬২; সীরাত হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৮৬; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৩৯)।

মুসায়লামা কাযযাবকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

দশম হিজরীতে ইয়ামামার প্রতিনিধি দলের সহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আগমনকারী মুসায়লামা ইব্ন হাবীব কথা প্রসঙ্গে নবী কারীম ﷺ-এর নিকট প্রস্তাব দেয়, আপনি যদি

নবূওয়াতে আমাকেও আপনার সহিত অংশীদার করিয়া লন এবং আপনার ইনতিকালের পর আমাকে যদি আপনার স্থলাভিষিক্ত করার প্রতিশ্রুতি দান করেন, তাহা হইলে আমি ঈমান আনয়ন করিতে পারি। সাহাবী কায়েস ইব্ন সাম্মাশ (রা) তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর পার্শ্বেই ছিলেন। নবী কারীম ﷺ তাহার জবাবে বলেন ঃ "আমার হস্তস্থিত এই ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডও আমি তোমাকে দিব না" (لو سألتنى هذا العسيب ما اعطيتكه) (সীরাত হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫২; ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ২৪৪)।

সাথে সাথে তিনি আরও বলেন, আমাকে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তোমার অন্তর্নিহিত মতলব এবং ইহার পরিণতি দেখানো হইয়াছে।

উক্ত প্রতিনিধি দলের ইয়ামামায় প্রত্যাবর্তনের পর হাওযার মৃত্যু হয় এবং মুসায়লামা তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়। মুসায়লামা নবূওয়াতের দাবি করিয়া বসে। প্রতিনিধিদল তাহার অন্যতম সাথী, রাজ্জাল ইব্ন উনফুয়া নবী ﷺ দরবারে বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করিলেও ঐ সময় মুসায়লামার পক্ষে মিছামছি প্রচারণা চালায় যে, বাক্যালাপকালে নবী কারীম ﷺ মুসায়লামাকে তাহার সহ-নবীরূপে স্বীকৃতি দিয়াছেন। ফলে গোটা ইয়ামামায় ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়িয়া যায়। দলে দলে লোক মুসায়লামার দলে ভিড়িতে থাকে। এই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইব্ন উমায়্যা আদ-দামরীর মাধ্যমে মুসায়লামাকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাইয়া একখানা পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রখানার পাঠ পাওয়া যায় না (মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ২৫৬-৭)।

মুসায়লামা ছুমামা ইব্ন উছাল এবং আবদুল্লাহ ইবনুন নাওয়াহা নামক দুই ব্যক্তিকে পত্রসহ তাহার দূতরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে প্রেরণ করে। তিনি মুসায়লামার নবূওয়াত দাবি সম্পর্কে তাহাদের মতামত জানিতে চাহিলে তাহারা এই ব্যাপারে মুসায়লামার প্রতি তাহাদের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করে। তখন তিনি বলিলেন ঃ দূত হত্যা কূটনৈতিক রীতির পরিপন্থী না হইলে আমি তাহাদের গর্দান উড়াইয়া দিতাম (আল-কামিল, ২খ., পৃ. ২০৪; মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৮৭)। মুসায়লামার পত্রের পাঠ এইরূপ ঃ

من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليك اما بعد وانى قد اشركت فى الامر معك وانا لنا نصف الارض ولقريش نصف الارض ولكن قريشا قوم يعتدون.

"আল্লাহ্র রাসূল মুসায়লামার পক্ষ হইতে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ-এর প্রতি। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। অতঃপর রাষ্ট্রশক্তিতে আমি আপনার সাথে অংশীদার; অর্ধেক ভূখণ্ড আমার এবং অর্ধেক কুরায়শদের। কুরায়শরা বৈরী ভাবাপন্ন জাতি" (মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ২৫৭; মিসবাহুল মুদী, ২খ., প. ৩৮৭)।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উবায় ইব্ন কা'ব (রা)-এর হস্তে ইহার জবাব লিখাইলেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى اما بعد فان الارض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين.

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে মিথ্যাবাদী মুসায়লামার প্রতি। সালাম হিদায়াতের অনুসারী যে তাহার প্রতি। অতঃপর তাবৎ ভূমি আল্লাহ্র মালিকানাধীন। তিনি তদীয় বান্দাদের মধ্য

হইতে যাহাকে চাহেন তাহাকে তাহা দান করেন। শুভ পারিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য"- (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৮৭; সীরাত ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৮১)।

নবী কারীম ﷺ এই পত্রখানা হাবীব ইব্ন যায়দ ইব্ন আসিম (রা)-কে অর্পণ করিয়া উহা মুসায়লামার নিকট পৌছাইবার নির্দেশ দান করেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াহ্ব আসলামী এবং হযরত সাইব ইব্ন আল-'আওয়াম (রা)-কে তাঁহার সঙ্গীরূপে দেওয়া হয়। পত্র পাইয়া মুসায়লামা অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে এবং পত্রবাহক হাবীব (রা)-এর হাত-পা কাটিয়া ফেলে। অপর দুইজন নবী কারীম ﷺ-এর খিদমতে পৌছিয়া যখন দূতের প্রতি মুসায়লামার এই পৈশাচিক আচরণ সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করিলেন তখন তিনি অত্যধিক মর্মাহত হইলেন এবং আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষায় রহিলেন।

অবশেষে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলের সূচনাকালেই এই ভণ্ডনবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত হয়। মুসলিম পক্ষেও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকারের পর সতের হাজার ধর্মত্যাগী মুরতাদ অনুসারীসহ এই ভণ্ড মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়। শহীদ শ্রেষ্ঠ হযরত হামযা (রা)-এর ঘাতক ওহ্‌য়াশী ঠিক ঐ বল্লমটি দ্বারা মুসায়লামাকে হত্যা করিয়া তাঁহার পূর্ব পাপের কাফ্ফারা আদায় করেন— যাহা দ্বারা উহুদ যুদ্ধের দিন তিনি হামযাকে শহীদ করিয়াছিলেন। ইয়ামামাবাসীরা অতঃপর পুনরায় ইসলামের ছায়াতলে ফিরিয়া আসে (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৮৭-৮; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৩)।

ছুমামা ইব্ন উছালের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

ان رسول الله ﷺ كتب الى ثمامة بن اثال وهوذة بن على ملكى اليمامة وكذا ابن الاثير فى اسد الغابة فى ترجمة سليط بن عمر.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ছুমামা ইব্ন উছাল এবং হাওযা ইব্ন 'আলী ইয়ামামার এই উভয় রাজাকেই পত্র লিখেন। উসদুল গাবায় সালীত ইব্ন 'আমর প্রসঙ্গে আলোচনায় অনুরূপ লিখিয়াছেন" (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৩৯)।

লক্ষণীয়, হাওযার পূর্বেই এখানে ছুমামার নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং উভয়ই যে ইয়ামামার বাদশাহ ছিলেন তাহাও ব্যক্ত করা হইয়াছে। কালের আবর্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছুমামাকে লিখিত পত্রখানা হারাইয়া গেলেও ধরিয়া লইতে হইবে, পত্রবাহক ও পত্রের বক্তব্য অভিন্ন।

উল্লেখ্য, আল-ইসাবায় বুখারীর বরাতে এবং সহীহ মুসলিম, ৫খ., পৃ. ১৫৮; কিতাবুল জিহাদ, সুনানে বায়হাকী, ৬খ., পৃ. ৩১৯ ও ৯খ., পৃ. ৬৫-৬৬; মুসনাদ ২খ., পৃ. ২৪৬; ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ৩১৫-তে আবূ হুরায়রা (রা)-এর একটি এই মর্মের বর্ণনা রহিয়াছে যে, ছুমামা একটি মুসলিম অভিযানকালে বন্দী হইয়া নবী ﷺ দরবারে আনীত হন। উসদুল গাবায় ইব্ন ইসহাক আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীছে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ছুমামা উমরা করিতে আসিয়া মদীনায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং এই সময়ে গ্রেফতার হইয়াছিলেন। সীরাতকার হালাবী বলেন, ছুমামা যেহেতু ইতোপূর্বেই সালীতের হাতে সপ্তম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাকে ঐ মর্মের পত্র দেওয়ার প্রেক্ষিত ছিল না তাহা ঠিক নহে। কেননা পত্র প্রেরণের ঘটনাটি একেবারে সপ্তম হিজরীর শুরুতে মুহাররাম মাসে কিংবা ৬ষ্ঠ হিজরীর একেবারে শেষ প্রান্তে

যিলহজ্জ মাসে ঘটিয়াছিল। আর তাহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ঘটে পত্র প্রেরণের পরে সপ্তম হিজরীর মুহাররাম মাসে। কেননা আবূ হুরায়রা (রা) নিজে ইসলাম গ্রহণ করেন ৭ম হিজরীতে এবং খায়বারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত আসিয়া সাক্ষাত করেন। আর খায়বার যুদ্ধ ঘটে ৭ম হিজরীর মুহাররাম মাসে। সুতরাং তাহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাহাকে এইরূপ পত্র প্রেরণের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই। পত্র পাওয়ার পর অন্য অনেকের মত ছুমামার মনেও হয়ত প্রথমে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার ইসলাম গ্রহণের বিবরণ হইতে জানা যায়, তিনি নবী কারীম ﷺ-কে হত্যার উদ্দেশ্যেই মদীনায় প্রবেশ করিয়া মুসলিম বাহিনীর হাতে ধরা পড়িয়াছিলেন। সীরাতে হালাবিয়্যার পাদটীকায় (২খ., পৃ. ১৬৩) মুদ্রিত দাহলানের এই তথ্যও আশ্চর্যজনক ও বিভ্রান্তিকর যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ষষ্ঠ হিজরীর মুহাররাম মাসের দশ তারিখ গত হইলে কার্তা অভিমুখে একটি অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং তাহারাই ছুমামাকে বন্দী করিয়া আনিয়াছিলেন।

রাওদাতুল কাফী গ্রন্থে (পৃ. ২৯৯) আবূ জা'ফার বাকির (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম ﷺ প্রেরিত বাহিনীর হাতে ছুমামা বন্দী হন। ইতোপূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার ব্যাপার দু'আ করিয়াছিলেন "হে আল্লাহ! ছুমামাকে আমার বশে আনিয়া দিন।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্দী ছুমামাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি তোমাকে তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণের অনুমতি দিতেছি ঃ হয় আমি তোমাকে হত্যা করিব। সাথে সাথে বন্দী ছুমামা বলিলেন, তাহা হইলে আপনি একটি মহা শত্রুকেই নিপাত করিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, অথবা পণ গ্রহণ করিয়া তোমাকে মুক্ত করিয়া দিব। ছুমামা বলিলেন, তাহা হইলে আপনি ইহার চড়া মূল্য লাভ করিবেন। অথবা তোমাকে নিরাপত্তা দিয়া মুক্ত করিয়া দিব। সাথে সাথে ছুমামা বলিলেন, তাহা হইলে আপনি আমাকে কৃতজ্ঞ দেখিতে পাইবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, আমি তোমার প্রতি অবশ্যই বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছি। ছুমামা বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষপর্যন্ত তাহাকে নিঃশর্ত মুক্তি দান করিয়াছেন । সাথে সাথে এই সময় ছুমামা বলিয়াছিলেন ঃ

فانى اشهد ان لا اله الا الله وانك محمد رسول الله وقد والله علمت انك رسول الله حيث رأيتك وما كنت لاشهد بها وانا فى الوثاق-

"আমি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, আর নিশ্চয় আপনি হে মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

"আল্লাহর কসম! প্রথম দর্শনেই আমি নিশ্চিত হইয়াছিলাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল কিন্তু বন্দী অবস্থায় উহা স্বীকার করা আমি শোভনীয় বিবেচনা করি না" (ইস্তীআব, আল-ইসাবার পাদটীকা, ১খ., পৃ. ২০৩; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৩৯-৪০)।

সিরিয়ার গভর্নর হারিছ ইব্ন আবী শামির আল-গাস্সানীর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজ-রাজড়াদের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করার সময় দূত শুজা' ইব্ন ইব্ন ওয়াহ্ব আল-আসাদীর মাধ্যমে হারিছের নিকটও একখানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রটির পাঠ ছিল নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى الحارث ابن ابى شمر سلام علي من اتبع الهدى وامن به وصدق وانى ادعوك ان تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى ملكك

"পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হইতে হারিছ ইব্‌ন আবী শামিরকে। সালাম তাহার প্রতি যে হিদায়াতের অনুসারী হইয়াছে এবং তাহার প্রতি ঈমান আনিয়াছে এবং আস্থা প্রকাশ করিয়াছে। আমি আপনাকে সেই আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নের দা'ওয়াত দিতেছি যিনি একক, যাঁহার কোন অংশীদার নাই। (ঈমান আনয়নের ফলে) আপনার রাজত্ব টিকিয়া থাকিবে" (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৩৪-৩৫)।

পত্রবাহক শুজা' দামিশকে পৌঁছিয়া জানিতে পারিলেন, হারিছ সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অভ্যর্থনা উপলক্ষে বায়তুল মুকাদ্দাসে রহিয়াছে। পারস্যের উপর বিজয়লাভ এবং পারসিকদের ছিনাইয়া লওয়া পবিত্র ক্রুশ পুনরুদ্ধারের পর উহার পুনঃস্থাপন উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে হিরাক্লিয়াস তখন পদব্রজে হিমস হইতে ঈলিয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। অগত্যা দূত শুজাকে কয়েক দিন দামিশকে তাহার প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়।

হারিছ দামিশকে প্রত্যাবর্তন করিলে দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রখানা তাহার নিকট হস্তান্তর করিলেন। পত্রপাঠে হারিছ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিল। নূতন নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন না করিলে রাজত্ব হারাইতে হইবে এমন একটা প্রচ্ছন্ন হুমকিকে সে কোনমতেই সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে পত্রখানি ছুঁড়িয়া মারিয়া গর্জিয়া উঠিল, আমার রাজ্য আবার কে ছিনাইয়া লইবে? সাথে সাথে তাহার উযীরকে অবিলম্বে মদীনা আক্রমণের জন্য সৈন্য-সামন্ত প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিল, অপরদিকে যুদ্ধের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া এই ব্যাপারে রোমক সম্রাটের সম্মতি আদায়ের জন্যও সচেষ্ট হইল। হিরাক্লিয়াস এই ব্যাপারে তাহাকে বারণ করায় সে যুদ্ধযাত্রা হইতে বিরত থাকে (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৩৫)।

হযরত শুজা' বর্ণনা করেন, দামিশ্‌কে অবস্থানকালে বাদশাহর অভ্যর্থনা কক্ষের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা মুরীর সহিত আমার কয়েক দিনের সহঅবস্থানের ফলে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়। লোকটি ছিল রোমান বংশোদ্ভুত। একদিন সে আমার নিকট আমাদের নবী কারীম ﷺ সম্পর্কে জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি তাহাকে তাঁহার বিবরণ শুনাইলে তাহার মনে বিরাট এক পরিবর্তন সূচিত হইল। আবেগভরা কণ্ঠে সে আমাকে বলিল ঃ

"তুমি আমাকে তাঁহার সম্পর্কে যাহা যাহা বলিলে, ইনজীল কিতাবে আগমনকারী নবীর লক্ষণাদির সহিত তাঁহার অদ্ভুত মিল রহিয়াছে। আমরা তো তাঁহারই প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। আমি সর্বান্তকরণে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিয়াছি এবং তাঁহার সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছি। কিন্তু আমার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে কাহাকেও ঘূর্ণাক্ষরেও কিছু বলিতে যাইও না। আমার আশংকা হয়, হারিছ তাহা আঁচ করিতে পারিলে আমাকে সে প্রাণে বধ করিবে। এমনিতে কিন্তু সে আমার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল এবং তাহার মেযাজের উপর আমার বেশ দখল আছে।"

একদিন হারিছ অত্যন্ত শান-শওকতের সহিত দরবার অনুষ্ঠান করিল। মুরী সেখানে আমার আগমন সংবাদ তাহাকে অবগত করিলে সে আমাকে তাহার দরবারে ডাকাইল এবং পত্রখানা আমার হাত হইতে গ্রহণ করিয়া পাঠ করাইয়া শুনিল এবং ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিল।

হযরত শুজা-এর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই মুরী তাহাকে তাহার নিজ বাটীতে লইয়া গিয়া আপ্যায়িত করেন এবং তাঁহাকে উপঢৌকনাদি দিয়া বলেন, নবী কারীম ﷺ-কে আমার সালাম বলিবেন এবং তাহাকে জানাইবেন যে, আমি তাঁহার দীনের অনুসারী।

হারিছের পত্র যখন হিরাক্লিয়াসের নিকট পৌঁছিল তখন দূত দিহ্য়া আল-কালবী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রসহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন (ই'লামুস সাইলীন, পৃ. ১০৮)। হিরাক্লিয়াসের পক্ষ হইতে নবী কারীম ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার বিরুদ্ধে হারিছের প্রতি নিষেধাজ্ঞাসূচক পত্র আসার পর হারিছ দূতকে ডাকিয়া বলিল, আপনি কবে দেশে ফিরিতেছেন? হযরত শুজা' বলিলেন, আগামী কাল। তখন হারিছ তাহাকে এক শত মিছকাল মুদ্রা প্রদানের নির্দেশ দেন। হযরত শুজা' (রা) বলেন, আমি যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া হারিছের জবাব ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করিলাম তখন তিনি বলিলেন, তাহার রাজত্ব অচিরেই ধ্বংস হইবে। মূরীর সালাম গ্রহণ করিয়া তিনি বলেন, সে সত্য সত্যই ঈমান আনিয়াছে (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৬৫-৬৬)।

হারিছের নির্দেশক্রমে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে যে বাহিনী প্রস্তুত করা হয়, মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে (৬৩০ খৃ.) স্বয়ং হিরাক্লিয়াসের নেতৃত্বে ঐ বাহিনীই যুদ্ধের পায়তারা শুরু করে। গাস্সানী বাদশাহর হুংকার এবং যুদ্ধপ্রস্তুতি মদীনার জন্য যে কত বড় হুমকির সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার বিবরণ পাওয়া যায় হযরত উমার (রা)-এর একটি উক্তি হইতে। বুখারী শরীফের কিতাবুত তাফসীর, সূরা তাহ্রীমের তাফসীর প্রসঙ্গে এবং মুসলিম শরীফের কিতাবু'ত-তালাকে (باب بيان ان تخيره امرأة لا يكون طلاقا) হাদীছটি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে হযরত উমার (রা) বলেন ঃ

كان لى صاحب من الانصار اذا غبت اتانى بالخبر واذا غاب كنت اتيه بالخبر ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا انه يسير الينا فقد امتلئت صدورنا منه فاتى صاحبى الانصار ويدق الباب وقال افتح افتح فقلت جاء الغسانى ؟

"আমার একজন আনসারী বন্ধু ছিলেন। আমি যখন নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে অনুপস্থিত থাকিতাম তখন তিনি আমাকে আসিয়া ঐ সময়ে নবী ﷺ দরবারে কী কী ব্যাপার ঘটিয়াছে বা কী কথাবার্তা হইয়াছে তাহার সংবাদ আমাকে অবহিত করিতেন। আর যখন তিনি অনুপস্থিত থাকিতেন তখন আমি আসিয়া তাহাকে তাহা অবহিত করিতাম। ঐ সময় আমরা জনৈক গাস্সানী বাদশাহর ভয়ে অস্থির ছিলাম যাহার সম্পর্কে আমরা শুনিয়াছিলাম যে, সে আমাদের দেশে হামলা করিবে। একদা আমার সেই আনসারী বন্ধুটি আসিয়া দরজায় করাঘাত করিতে করিতে বলিতেছিলেন, খুলুন, খুলুন। আমি বলিলাম, গাস্সানী কি আসিয়া পড়িয়াছে (সীরাতুন নবী, নদভী, পৃ. ৩১৫)।

উক্ত পাঠ হইতে উহা একদিনের ঘটনা বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু التاج الجامع للاصول -এ বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযীর বরাতে উদ্ধৃত পাঠ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, যখনই ঐ আনসারী বন্ধুটি আসিয়া তাঁহাকে দরজা খুলিতে বলিতেন, তখনই হযরত উমার বলিতেন, গাস্সানীরা কি আসিয়া পড়িল (আত-তাজুল জামি লিল-উসূল, ৪খ., পৃ. ২৬৯)।

অবশেষে ১৪হি/৬৩৫ খৃ. সালে সিরিয়ায় গাস্সানী শাসনের অবসান ঘটে (বালাগে মুবীন, পৃ. ১৬৯; মকতূবাতে নববী, পৃ. ১৮১)। হালাবী লিখেন ঃ

وفـي كـلام بعـض ان الحـارث اسـلم ولـكـن قـال اخـاف ان اظـهـر اسـلامى فيـقتلنى قـيصر.

"কেহ কেহ বলিয়াছেন, হারিছ ইসলাম গ্রহণ করেন, কিন্তু সাথে সাথে বলেন, আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ প্রকাশ পাইলে রোম সম্রাট আমাকে প্রাণে বধ করিবেন"।

কিন্তু যতদূর মনে হয় ওয়াকিদীর বর্ণনায় একটি ভুলের জন্য এই ভ্রম প্রমাদের সৃষ্টি। কেননা ووصلنى صرا স্থলে তিনি ووصلنى سرا লিখিয়াছেন। যাহারা হারিছ গাস্সানীর ইসলাম গ্রহণের কথা লিখিয়াছেন, তাহারা এইজন্যই ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। হারিছ গাস্সানীর মত ইসলামের এমন একটি প্রবল শত্রু যদি সত্যসত্যই ইসলাম গ্রহণ করিত, তাহা হইলে ইতিহাসে তাহার ইসলাম— উত্তর যুগের গৌরবময় কীর্তিগাথা অবশ্যই স্থান পাইত।

জাবালা ইব্ন আয়হামের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

পরবর্তী গাস্সানী রাজা জাবালা ইব্ন আওহামের নিকটও রাসূলুল্লাহ ﷺ একখানা পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই পত্র মারফত ইসলামের দাওয়াত পাইয়া তিনি ইসলাম গ্রহণও করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য উপঢৌকনও প্রেরণ করেন বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এই পত্রখানার পাঠ বা বিশদ বিবরণ জানা যায় নাই (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৫; মাজ্মূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৯৮)।

আর-রাওদুল উনুফ গ্রন্থে (২খ., পৃ. ৩৫৭) বর্ণিত শুজা' ইব্ন ওয়াহব (রা), হারিছ ইব্ন আবী উমারের পুত্র জাবালা ইব্ন আওহামের নিকট গমন করেন। সে ছিল ছয় হাত দীর্ঘকায় এক বিশালাকার ব্যক্তি। সে বাহনে আরোহিত অবস্থায় তাহার পদযুগল মাটি স্পর্শ করিত। তারপর তিনি তাহাকে ইসলামের প্রতি যে কৌশলপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় দাওয়াত দেন তাহার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া বলেন, এক পর্যায়ে জাবালা ইসলামের নবীর দা'ওয়াতের প্রশংসা করে এবং বলে, এই জন্য রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অনুরোধ সত্ত্বেও আমি মূতার যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে সম্মত হই নাই। আমি ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিব।

অতঃপর হযরত উমার (রা)-এর শাসনামলে তাহার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ আমীরুল মুমিনীনকে অবগত করিয়া তাহাকে মদীনায় আগমনের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সে তাহাকে পত্র দেয়। সে তাহার পরিবারবর্গের আড়াই শত লোক পরিবেষ্টিত অবস্থায় অত্যন্ত শান-শওকতের সহিত মদীনায় আগমন করে। আমীরুল মুমিনীন মদীনায় তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিজের পাশেই বসিতে দিয়া সম্মানিত করেন।

অতঃপর হজ্জের সময় জাবালার চাদরের আঁচলে একজন সাধারণ নাগরিকের পা পড়িলে জাবালা প্রচণ্ড ঘুষিতে তাহার নাক ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রেক্ষিতে হযরত উমার (রা)-এর কাছে বিচারপ্রার্থী উক্ত নাগরিকের ও তাহার নাক ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকার রহিয়াছে শুনিয়া জাবালা বলে, আমি একজন বাদশাহ্ আর বাদী একজন সাধারণ মানুষ। এমতাবস্থায় তাহার আর আমার মর্যাদা কি এক?

জবাবে আমীরুল মুমিনীন বলেন, ইসলাম তোমাকে ও তাহাকে একই সমতলে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। সুতরাং একমাত্র তাকওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হওয়া ভিন্ন মর্যাদার দিক হইতে কেহ কাহারও অপেক্ষা বড় বা ছোট নহে।

জাবালা বলিল, আমি তো ভাবিয়াছিলাম, ইসলাম আমাকে আমার জাহিলিয়াত-আমলের মর্যাদার তুলনায় অধিকতর মর্যাদার আসনে আসীন করিবে। জবাবে উমার (রা) বলেন, সেইসব জাহিলী যুগের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতার কথা ভুলিয়া যাও।

জাবালা বলিল, তাহা হইলে তো আমি আবার আমার খৃষ্টীয় ধর্মে ফিরিয়া যাইব। জবাবে আমীরুল মুমিনীন জানাইলেন, তাহা হইলে আমি তোমার গর্দান উড়াইয়া দিব। কেননা ইসলাম গ্রহণের পর ধর্মত্যাগীর ইহাই শাস্তি।

জাবালা যখন হযরত উমারের দৃঢ়তা লক্ষ্য করিল তখন একটি রাতের অবকাশ চাহিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে তাঁহার সম্মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং ঐ রাত্রিতেই পাঁচ সাত জন সঙ্গী-সাথী লইয়া মক্কা হইয়া সিরিয়ায়, ইহার পর কনস্টান্টিনোপলে হিরাক্লিয়াসের দরবারে উপস্থিত হয় এবং পুনরায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। সম্রাট ইহাকে তাহার বিরাট বিজয় মনে করেন এবং তাহার নামে বিরাট ভূভাগের বরাদ্দ দিয়া তাহার নিকট নিজের মেয়ে বিবাহ দেন। সেখানে ধন-দৌলত, মণিমাণিক্য ও প্রভূত সম্মানের অধিকারী হইলেও পরবর্তীতে হিরাক্লিয়াসের দরবারে প্রেরিত হযরত উমারের এক দূতের নিকট সে তাহার তীব্র অনুশোচনার কথা ব্যক্ত করিয়া অশ্রুপাত পর্যন্ত করে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৫১-৩৫৬)।

বালকার শাসক ফারওয়াকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

বালকা নামক রোমক সাম্রাজ্যের একটি সীমান্তবর্তী প্রদেশের গভর্নর ছিলেন ফারওয়া ইব্ন আম্র আল-জুযামী। রোমক সম্রাটের পক্ষ হইতে মা'আনে তিনি গভর্নর নিয়োজিত ছিলেন। মা'আন ছিল আরব উপদ্বীপের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। রোম-সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী বাল্কা প্রদেশের রাজধানী। আকাবা হইতে ৭০ কিলোমিটার দূরবর্তী এই এলাকাটি এখন পূর্ব জর্দানের অন্তর্ভুক্ত। মা'আন শহরটির নামকরণ করা হয় একটি পাহাড়ের নামে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্বের সেরা রাজ-রাজড়াগণের নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্রসহ দূত প্রেরণ করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া তাঁহার মধ্যে এই নূতন ধর্ম এবং উহার নবী সম্পর্কে জানার পরম কৌতূহল সৃষ্টি হয়। লোক মারফত এই নূতন নবীর চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে খোঁজখবর লইয়া ফারওয়া নিশ্চিত হন যে, সত্যসত্যই তিনি আল্লাহর প্রেরিত শেষ রাসূল। সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাসূলে কারীম ﷺ-এর প্রতি তাহার গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা জ্ঞাপন করিয়া মাস'ঊদ ইব্ন সা'দ নামক তাহার এক দূতের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রখানির পাঠ ছিল এইরূপ ঃ

لمحمد رسول الله انى مقر بالاسلام مصدق به اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله انت الذى بشر بك عيسى بن مريم عليه الصلوة والسلام.

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ-এর প্রতি। আমি সর্বান্তকরণে ঈমান আনয়ন করিয়াছি এবং ইসলামের সত্যতার প্রত্যয়ন করিতেছি। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন নাই

এবং মুহাম্মাদ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রাসূল। আপনিই সেই পবিত্র সত্তা যাঁহার শুভাগমনের সুসমাচার ঈসা ইব্‌ন মারয়াম আলায়হিস সালাতু ওয়াস-সালাম দিয়া গিয়াছেন।"

পত্রের সহিত ফারওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ নিম্নলিখিত উপঢৌকনাদিও দূত মারফত প্রেরণ করেন ঃ

(১) একটি মাদী খচ্চর— উহার নাম ছিল ফিদ্দা (فضة)

(২) একটি গাধা— যাহা নাম ছিল ইয়া'ফুর। কথিত আছে যে, উহা এতই বুদ্ধিমান ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বার্তাবাহীরূপে গভীর রাতেও সাহাবীগণের বাড়ীতে গিয়া দরজায় ঢুশ দিয়া তাহাদেরকে নবী কারীম ﷺ-এর নিকট লইয়া আসিত। উহা নবী কারীম ﷺ-এর এতই অনুরক্ত ছিল যে, তাঁহার ইনতিকালে শোকাভিভূত হইয়া একটি কূপে পড়িয়া জীবন বিসর্জন দেয় (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৭৮-৭৯)।

(৩) একটি ঘোড়া— উহার নাম ছিল আজ-জারব (الظرب)।

(৪) কিছু বস্তুসামগ্রী— এইগুলির মধ্যে স্বর্ণখচিত একটি কিংখাবের কাবাও (পরিচ্ছদ) ছিল। ইহা হইতেছে হিজরী দশম সনের ঘটনা (আল-কামিল, ২খ., পৃ. ১১৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৮৬; মাজমূ'আতুল ওয়াছাইকিস সিয়াসিয়া, পৃ. ৯৬-৭)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূতকে বারটি উকিয়া ও একটি নাশ্ প্রদানের জন্য বিলালকে নির্দেশ দেন।

জাওহারী বলেন, নাশ হইতেছে কুড়ি দিরহাম, উহা এক উকিয়ার অর্ধেক। তাবাকাতে আছে, উহা হইতেছে পাঁচ শত দিরহাম (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৫৪; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮১)।

ফারওয়ার উক্ত ভক্তিপূর্ণ পত্রের জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহার প্রতি যে জবাবী পত্র প্রেরণ করেন তাহা ছিল এইরূপ ঃ

من محمد رسول الله الى فروة بن عمرو اما بعد فقد قدا علينا رسولك وبلغ ما ارسلت به وخبر عمار قبلكم واتانا باسلامك وان الله هداك بهداه ان اصلحت واطعت الله ورسوله واقمت الصلوة واتيت الزكاة.

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হইতে ফারওয়া ইব্‌ন 'আমর-এর প্রতি। অতঃপর আপনার দূত আপনার প্রেরিত দ্রব্যাদিসহ আমার নিকট পৌঁছিয়াছে এবং আপনার পক্ষ হইতে যাবতীয় সংবাদ আমাকে সম্যক অবহিত করিয়াছে। আপনার ইসলাম গ্রহণের বার্তা আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে তাঁহার হিদায়াতের পথে পরিচালিত করিয়াছেন। যদি আপনি সঠিকভাবে চলেন, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করিয়া যান, সালাত কায়েম করেন এবং যাকাত দিতে থাকেন (তবে এই হিদায়াতের ধারা অব্যাহত থাকিবে)" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮১; সুবহুল আ'শা, ৬খ., পৃ. ৩৬৮)।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট যখন ফারওয়ার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ পৌঁছিল, তখন গাস্‌সানী গভর্নর হারিছ ইব্‌ন আবী উমার তাহাকে এই কথা বলিয়া আরও উত্তেজিত করিয়া তোলে। হিরাক্লিয়াস তখন তাঁহাকে তাহার রাজধানীতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং এই অপরাধে তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ কারাবন্দী অবস্থায়ই ফারওয়া কবিতায় তাঁহার মনের যে ভাব প্রকাশ করিলেন তাহা এইরূপ ঃ

طـرفت سلمـى موهنا اصحابى - والـروم بـين الباب والـقروان
صـد الخيال وساكه ما قـد رأى - وهـمت ان اغفى رقد ابكانى
لا تكلحـن الـعين بعدى اثمـرا - سـلمى ولا تدنـن للاتـيان
ولـقد عـلمت ابا كبشة انـنى - وسط الاعزة لا يحصى لسـانى
فـلئن هـلكت لنـفقـدن اخـاكم - ولئن بقيت لـتعرفن مـكانى
ولقد جمعت اجل ما جمع الفتى - مـن جودة وشـجاعة وبيان.

"রোমকরা যখন ঘোরাফেরা করছিল কারাগারের ফটকে
আর জানোয়ারদের পানপাত্রগুলোর মধ্যখানে
প্রিয়সী সুলমা তখন বন্ধুদের নিকট হাযির হল
রাতের এক প্রহর অতিক্রান্ত হতেই।
যে দৃশ্যটি সে দেখতে পেল তাতে সে হলো ব্যথিত মর্মাহত
চেয়েছিলাম একটু হালকা ঘুমিয়ে নিতে, কিন্তু কে কাঁদালো মোরে।
ঘুমোতে আর পারলাম কই?
আমার পর আর চোখকে সুর্মা-কাজল করো না হে প্রিয়সী সুলমা!
নিজেকে আর সমর্পণ করো না কারো সহবাসে!
আবূ কুবায়শা!
বন্ধুদের মাঝে যায় না কাটা আমার রসনা
তা তো তুমি সম্যক অবগত!
আমি মরে গেলে তোমরা হারাবে তোমাদের এক ভাইকে
আর যদি বেঁচে যাই তবে দেখবে আমার মর্যাদা কত!
তেজস্বিতা, বীরত্ব ও আখি তার যতটুকু অর্জন করতে পারে কোন যুবক
তার সর্বোত্তম সবকিছুর সমাহারই তো ঘটিয়েছিলাম নিজের মধ্যে।"

অতঃপর সম্রাট পুনরায় তাঁহাকে দরবারে হাযির করাইয়া বলিলেন, মুহাম্মাদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া আবার স্বধর্মে ফিরিয়া আস, আমি তোমাকে তোমার রাজত্ব ফিরাইয়া দিব। জবাবে তিনি বলিলেন, আমি কস্মিনকালেও মুহাম্মাদ ﷺ-এর দীন হইতে বিচ্যুত হইব না। আপনি সম্যক জানেন যে, ঈসা (আ) তাঁহার সু-সমাচার দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু রাজত্ব হারাইবার ভয়ে আপনি তাহা মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। কোনক্রমেই তাঁহাকে ধর্মচ্যুত করিতে পারিবে না বলিয়া যখন তাহারা নিশ্চিত হইল তখন তাহাকে শূলিবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে মনস্থ করিল এবং ফিলিস্তীনের ইক্‌রা জলাশয়ের তীরে তাহাকে লইয়া গেল। তিনি গাহিয়া উঠিলেন ঃ

الا هـل اتـى سلمى بان حليلها - على ماء عفرى فوق احد الرواحل
عـلى ناقة لم يضرب الفحل امها - مـشذبـة اطـرافـها بالـمناجـل.

"সুলমার নিকট কি পৌঁছেছে এই বার্তা যে, তার স্বামী
ইক্‌রা জলাশয়ের তীরে এমন একটি উটনীর পিঠে সওয়ার

যার মায়ের উপর কোনদিন উপগত হয়নি কোন নর উট
আর তার হস্তপদ এক এক করে কেটে ফেলা হয়েছে
কাস্তের দ্বারা" (মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৭৮-৭৯)।

কী নৃশংসভাবে হাত-পা কাটিয়া তাঁহাকে শূলে চড়ানো হয়, তাহার মর্মস্পর্শী বর্ণনা রহিয়াছে তাঁহার এই অন্তিম কবিতায়। শূলে আরোহণের পর মৃত্যুর ঠিক পূর্বক্ষণে পরম আবেগ সহকারে তিনি বলেন,

بلغ مراة المسلمين بانني سلم لربى اعظمى ومقامى-

"মুসলমানদের সর্দারদের পৌঁছে দিও বার্তা আমার।
মাওলার তরে দিনু সঁপি অস্থি এবং হাস্তি আমার" (পৃ. গ্র.)।

দূমাতুল জান্দালের শাসক উকায়দিরের নামে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র

দূমাতুল জান্দাল আরব উপদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত মদীনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী একটি জনপদ। তায় পাহাড় সন্নিহিত এই এলাকাটি একটি প্রাচীর দ্বারা সংরক্ষিত। বনূ কিনানা নামক আরব গোত্রের বসবাসস্থল ছিল এই অঞ্চলটি। দূমা শব্দের উচ্চারণ এবং দূমাতুল জান্দালের নামকরণ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। মাকাতীবুর রাসূল গ্রন্থে (২খ., পৃ. ২৮৮) উহার বর্ণনা রহিয়াছে এইভাবে ঃ

دومة بضم الدال وفتحها وقد انكر ابن الدريد الفتح وعده من اغلاط المحدثين.

"দূমা দাল-অক্ষরের পেশযোগে এবং দাওমা— দাল-এর উপর যবরযোগে উভয় রূপেই প্রচলিত রহিয়াছে। ইব্‌ন দুরায়দ দূমা-ই শুদ্ধ উচ্চারণ বলিয়াছেন, দাওমা উচ্চারণকে তিনি হাদীছ-বেত্তাগণের ভুল বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।"

দূমাতুল জান্দাল ছিল আরব বাণিজ্যিক কাফেলাগুলির গমনাগমন পথসমূহের সঙ্গমস্থল। রোমানদের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া এখানকার আরবগণ খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। বর্তমানে ঐ এলাকাটি আল-জাওফ (الجوف) নামে পরিচিত।

জান্দাল অর্থ পাথর বা শিলা। কথিত আছে যে, উকায়দির এবং তদীয় ভ্রাতৃবৃন্দ তাহাদের মাতুলের সহিত সাক্ষাত মানসে হীরায় যাতায়াত করিত। একদা তাহারা শিকারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া এমন একটি স্থানে গিয়া উপনীত হইল যেখানে কয়েকটি পাথর নির্মিত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত আর কিছুই তাহারা দেখিতে পাইল না। তাহারা সেখানে কয়েকটি যায়তূন গাছ এবং অন্যান্য গাছ রোপণ করিয়া উহার নামকরণ করিল দূমাতুল জান্দাল (ফুতূহুল বুলদান, ইফা. প্রকাশিত বাংলা ভাষ্য পৃ. ৫৯; মু'জামুল বুলদান, ২খ., পৃ. ৪৮৮; দূমাতুল জান্দাল শব্দ)।

উকায়দির ছিল এই দূমাতুল জান্দালের শাসক এবং সে ছিল রোম-সম্রাটের করদ রাজা। নবী করীম ﷺ তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিবার জন্য হযরত খালিদ ইব্‌ন ওলীদকে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে বলিয়া দেন, ইসলাম গ্রহণে সে সম্মত না হইলে তাহাকে জিয্‌য়া দানের বিকল্প প্রস্তাব দিবে।

হযরত খালিদ (রা) দূমাতুল জান্দালে পৌঁছিয়া যথারীতি তাহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণ তো করিলই না, উপরন্তু খালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইল। যুদ্ধ যেহেতু

উদ্দিষ্ট ছিল না, তাই হযরত খালিদ (রা) তেমন কোন বাহিনীও সাথে লইয়াই যান নাই। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া ঐ অল্প সংখ্যক লোক লইয়া তিনিও যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে উকায়দিরের ভাই মালিক নিহত হয় এবং তাহার স্বর্ণ খচিত বহুমূল্য জুব্বা মুসলমানদের হস্তগত হয়। উকায়দির বন্দী অবস্থায় মদীনায় নবী (স)-এর দরবারে নীত হয়। বন্দী হইলেও সে তাহার শাহী লেবাসেই সেখানে উপনীত হয়। নবী কারীম ﷺ সসম্মানে তাহাকে মজলিসে বসাইয়া ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাঁহার উদার ব্যবহার ও মধুর বাণীতে অভিভূত হইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে ইসলাম গ্রহণ করে। মদীনা হইতে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে নবী কারীম ﷺ-এর নিকট হইতে সে একটি অভয়পত্র লিখাইয়া নেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই ফরমানটি ছিল এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لاكيدر حين أجاب إلى الاسلام وخلع الانداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف الله فى دومة الجندل وأكنافها أن له الضاحية من الضحل والبور والمعامى واغفال الأرض والحلقة والسلاح والحافر والحيصن ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور وبعد الخمس لا تعدل سارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحظر عليكم النبات ولا يؤخد منكم إلا عشر الثبات تقيمون الصلاة لوقتها وتؤتون الزكاة بحقها عليكم بذاك العهد والميثاق ولكم بذكك الصدق والوفاء شهد الله ومن حضر من المسلمين.

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হইতে দূমার উকায়দিরের জন্য (লিখিত), যখন সে প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিয়া ইসলামের ডাকে সাড়া দিয়া খালিদ সায়ফুল্লাহ্‌র সহিত আসিয়াছিল। উহা দূমা ও আশেপাশের অধিবাসীদের উদ্দেশ্যেও বটে। তোমাদের আবাদী জমি বহির্ভূত জমি (পানি স্বল্পতাগ্রস্ত উচু ভূমি), অনাবাদী জমি, অজ্ঞাত ভূমিসমূহ, চিহ্নহীন ভূমিসমূহ, লৌহবর্ম, অস্ত্র-শস্ত্র, খুরবিশিষ্ট পশুসমূহ এবং তোমাদের দুর্গসমূহ আমাদের অধিকারে থাকিবে। আর তোমাদের অধিকারে থাকিবে শহর সংলগ্ন খেজুরবাগানসমূহ এবং আবাদভূমির প্রবহমান ঝর্ণাসমূহ। (যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) মাঠে বিচরণরত তোমাদের পশু (আদায়কারীর নিকট) একত্র করা যাইবে না এবং আলাদা পশুকে ইহার সহিত শামিলও করা হইবে না। চারণভূমি হইতে তোমাদের পশুসমূহকে বারণ করা হইবে না। নির্দিষ্ট সময়ে তোমরা সালাত আদায় করিবে, যাকাত প্রদান করিবে। এই বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে অঙ্গীকার ও চুক্তিনামা প্রদান করা হইতেছে। তোমাদের পক্ষ হইতে সততা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিবে। আল্লাহ এবং উপস্থিত মুসলমানগণ ইহার সাক্ষী রহিলেন" (ফুতূহুল বুলদান, আরবী, বৈরূত ১৯৮৩ খৃ.) পৃ. ৭২-৩; ঐ বাংলা ভাষ্য পৃ. ৫৮; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮৮; আল-ইকদুল ফারীদ, ১খ., প্রতিনিধিদল অধ্যায়; মু'জামুল বুলদান, আহমাদ জাবিরকৃত কিতাবুল ফুতূহ-এর বরাতে দূমা শব্দ দ্র. ই'লামুস-সাইলীন, প. ৪১; মুসনাদ আহমদ, ৩খ., পৃ. ১৩২; রাওদুল উনুফ. ২খ., পৃ. ৩১৯; আল-মাওয়াহিব-শারহে যুরকানী, ৩খ., পৃ. ৪১৪; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১৯৪ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৬; ইমতাউল আসমা (মাকরিযী কৃত), ১খ., পৃ. ৪৬৬ ইসাবা, ১খ., পৃ. ১২৪; আল-কামিল, ২খ., পৃ. ১০৭; আত-তানবীহ ওয়াল-ইশরাফ, পৃ. ২৩৬)।

উল্লেখ্য, উক্ত উৎসসমূহের মধ্যে পত্রের পাঠে ঈষৎ শব্দগত পরিবর্তন রহিয়াছে। তবে বক্তব্য অভিন্ন। আবূ উবায়দ বলেন, একটি ব্যাপার প্রণিধানযোগ্য যে, ছাকীফগণ যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু অতিরিক্ত বস্তু তাহাদেরকে দান করিয়াছিলেন, অথচ দূমাতুল জান্দাল বাসিগণের ইসলাম গ্রহণের পর তাহাদের কিছু কিছু বস্তু যাকাত হিসাবে গ্রহণ করিলেন। আমার ধারণায় ইহার তাৎপর্য এই যে, ছাকীফগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেরাই ইসলাম গ্রহণ করিতে আগাইয়া আসিয়াছিল, তাহারা বাধ্য হইয়া আসে নাই। তাহাদের অঞ্চলের কোন স্থানের উপর যুদ্ধের দ্বারা বিজয় আসে নাই। পক্ষান্তরে দূমাবাসীরা মুসলিম আধিপত্য ও বিজয় প্রতিষ্ঠার পর ইসলাম গ্রহণ করিতে আসিয়াছিল। অস্ত্রশস্ত্র পরিবহনের জন্য ব্যবহারযোগ্য পশু বা সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহারের কেল্লাসমূহ যদি তাহাদের হাতে রাখা হয়, তাহা হইলে তাহারা যে সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহ বা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না, তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? তাই ইহাদের দখল হইতে এইগুলি না নেওয়া পর্যন্ত তাহাদের বাহ্যিক ইসলাম গ্রহণ পার্থিব ও বস্তুগত দিক হইতে ততটুকু নির্ভরযোগ্য গণ্য হইতে পারে না। হযরত আবূ বকর (রা) তদীয় খিলাফত আমলে কোন ইসলামত্যাগী ব্যক্তি পুনরায় ইসলামে ফিরিয়া আসিলে তাহার প্রতি এই নীতিই অবলম্বন করিতেন (কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১৮৯, কায়রো ১৯৮১ খৃ.)।

উকায়দির অতঃপর বেশ কয়েক বৎসর মুসলমানদের সহিত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া চলে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পরপরই সে যাকাত বন্ধ করিয়া দেয়। প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিয়া সে হীরায় চলিয়া যায়। সেখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া দূমাতুল জান্দালের নামানুসারে সে উহার নামকরণ করে দূমা। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র হুরায়ছ ইব্‌ন আবদুল মালিক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং উকায়দিরের অধিকারে যেসব সম্পত্তি ছিল সেইগুলির অধিকারী হন। হযরত মু'আবিয়া (রা)-এর পুত্র য়াযীদ এই হুরায়ছের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কবি সুওয়ায়দ ইব্‌ন শাবীব কালবী উকায়দিরের ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া বলেন ঃ

لا يأمن قوم عثار جدودهم كما زال من خبث ظعائن اكيدرا.

"কোন সম্প্রদায়েরই তাহার নেতৃবৃন্দের অপকর্ম হইতে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। উকায়দির যেভাবে তাহার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া গিয়াছে তাহার যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে" (বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৬১-৬২)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বার-তের দিন তাবূকে অবস্থান করিয়া যখন নিশ্চিত হইলেন যে, শত্রুপক্ষের আর যুদ্ধে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই, তখন তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে গুরুত্বপূর্ণ আকাবা অঞ্চলের গোত্রীয় নেতৃবর্গের নামে একটি অভয় পত্র লিখেন। ইতোমধ্যে আশেপাশের গোত্রসমূহের প্রধানগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হইতে অভয়পত্র হাসিল করিয়া লইয়াছিলেন। এইবার আকাবার সর্দারগণও তাহা লাভ করিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই অভয়পত্রটি ছিল এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله ليوحنة بن روبة وأهل أيلة لسفنهم وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد رسول الله ولمن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن

وأهـــل البحر ومن أحـــدث حدثا فـــإنه لا يحـــول مـاله دون نـفسه وأنـــه طـيبة لـمن أخـذه مـــن الناس وأنـه لا يحل أن يـمنـــعـوا مـاء يـردونـه ولا طــريقـا يـريدونــه مـــن بر بحر هـــذا كتـاب جـهـيم بن الصـــلت وشـرحبيل بـــن حسنة بـإذن رســـول الله.

"আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ আন-নাবী-এর পক্ষ হইতে য়ূহান্না ইব্ন রূবা, আয়লাবাসিগণ এবং তাহাদের জাহাজসমূহ, কাফেলাসমূহ, তাহাদের জল ও স্থল সকলের জন্য নিরাপত্তা পত্র। তাহাদের সহিত পথচারীরূপে শাম ও ইয়ামানের অধিবাসী এবং সমুদ্র পথযাত্রী, আরও যাহারা রহিয়াছে তাহাদের সকলের জন্য আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ-এর যিম্মা রহিল। কেহ যদি কোন সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তবে তাহার সম্পদ তাহার রক্ষা প্রাচীর হইবে না। এমতাবস্থায় কেহ তাহাদের সম্পদ হস্তগত করিলে তাহা তাহার জন্য বৈধ হইবে। পানির ঘাটে (অর্থাৎ জলাশয়ে) এবং চলার পথে পথ চলিতে তাহারা কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না। পত্রটি জুহায়ম ইবনুস সালতের দ্বারা লিখিত"।

য়ূহান্না ও আয়লার সর্দারদের নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরেকখানি বিস্তারিত পত্র ছিল এইরূপ ঃ

الي يوحنة بن دوبة وسروات اهل ايلة انـتم فـاني احـــمد اليـــكم الله الـــذي لا اله هو فـاني لم اكن لاقـــاتلكم حتي اكـــتب اليكم فاسلم واعـــط الـجزية واطع الله ورســـوله ورسـل رسوله واكـــرمهم واكسهم كسوة حسنة فمهما رضـيت رسلي فانـــي قد رضيت وقد علم الـجزية فان اردتـــم ان يأمن البحر والبـر فاطع الله ورســـوله ويـمنع عنـــكم كـــل حق كـان للعـرب والعـــجم الا حـق الله و حق رسـوله وانـــك ان رددتـــهم ولـم ترضهم لا اخذ منكم شيئا حتي اقاتلكم فاسبي الصغير واقتل الكبير فانى رسول الله بالحق اومن بالله و كتبه ورسله و بالمسيح ابن مريم انه كلمة الله واني اومن به انه رســـول الله وات قبل ان يـمسكم الشر فـاني قـد اوصـيت رسلي بكم واعـــط الحرمة ثلاثة اوسق شـعير. وان حرملة شفع لكم وانـــي لولا الله وذلـــك لم اراســـلكم شيئا حتى تري الـــجيش وانكم ان اطعتم رسلى فـان الله لكم جـار ومـحمد ومـــن يكـــون منه وان رسلى شرحبيل وابـــى و حـرملة وحـريث بـن زيد الطائى فانهم مهما قضوا عليه فقد ضيتـــه وان لكم ذمـة الله وذمة محمد رسول الله السلام عليكم ان اطـعتم وجهـزوا اهـل مقنا الى ارضهم.

"ইউহান্না ইব্ন দূবা এবং আয়লা-সর্দারগণের প্রতি। আপনারা শান্তিতে থাকুন। আমি আপনাদের নিকট সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। আমার এই লিপি আপনাদের নিকট না পৌঁছা পর্যন্ত আমি আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ইচ্ছা পোষণ

করিব না। আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন অথবা জিয্য়া দান করুন, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের এবং রাসূলের দূতদের আনুগত্য করুন, তাহাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করুন এবং রেশমী গাযযা বস্ত্র ছাড়া অন্য বস্ত্রে তাহাদেরকে সম্মানিত করিবেন, বিশেষত যায়দকে উত্তম বস্ত্র দান করিবেন"।

"আমার দূতগণ আপনাদের আচরণে খুশী হইলেই আমি খুশী। তাহাদেরকে জিয্য়ার বিধান শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আপনারা যদি জলে-স্থলে নিরাপদ থাকিতে চাহেন তাহা হইলে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করুন। তাহা হইলে আরব-আজমের সকল শক্তির কবল হইতে আপনাদের প্রতিরক্ষা ও হেফাজতের ব্যবস্থা করা হইবে। তবে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের হক মাফ হইবার নহে, তাহা অবশ্যই আদায় করিতে হইবে। আপনারা যদি এইসব ব্যাপার অগ্রাহ্য করেন এবং তাহাদের সন্তুষ্টি বিধান না করেন তাহা হইলে আপনাদের উপহার-উপঢৌকন আমরা গ্রহণ করিব না। আমাকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ফলে আপনাদের পূর্ণ বয়স্কগণ নিহত এবং অপ্রাপ্তরা বন্দী হইবে।

"আমি নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্র রাসূল। আমি আল্লাহ্র প্রতি, তাঁহার কিতাবসমূহ, তাঁহার রাসূলগণ এবং মরিয়ম তনয় মসীহ্-এর প্রতি ঈমান পোষণ করি এবং বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহর কলেমা এবং আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। আপনাদেরকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করিবার পূর্বেই আপনারা অনুগত হইয়া আসুন। আমার দূতগণকে আমি আপনাদের ব্যাপারে (প্রয়োজনীয়) উপদেশ দান করিয়াছি। হারমালাকে তিন ওয়াসাক গম দিবেন। হারমালা আপনাদের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। যদি আল্লাহ্র (হুকুম তামিলের) ও হারমালার সুপারিশের ব্যাপারটি না হইত তাহা হইলে আপনাদেরকে আর পত্র লিখিবার প্রয়োজন বোধ করিতাম না। আপনারা আমার বাহিনীকে (সক্রিয়) দেখিতে পাইতেন। আপনারা যদি আমার দূতদের আনুগত্য করেন তাহা হইলে মুহাম্মাদ ও তাঁহার লোকজন সকলেই আপনাদের সঙ্গে রহিয়াছেন। নিশ্চয় আমার দূত শুরাহবীল, উবায়্যি, হারমালা, হুরায়ছ ইব্ন যায়দ আত-তাঈ আপনাদের ব্যাপারে যে ফয়সালা করিবেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন তাহাতে আমার সম্মতি থাকিবে। আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে আপনাদের জন্য নিরাপত্তা রহিল। আনুগত্যের শর্তসাপেক্ষে আপনাদের প্রতি সালাম। মাকনাবাসী (ইয়াহূদীদের) তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করুন। তাহাদের জন্য পাথেয় দিয়া দিবেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৭-৮; আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৪০৬-৭)।

পত্রখানা পাওয়ামাত্র ইউহান্না তাহাতে সাড়া দেন এবং নবী (স) দরবারে উপস্থিত হইয়া জিয্য়া দানের শর্তে আনুগত্যের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন। উল্লেখ্য, সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত মায়াকান্নায় ইয়াহূদী-খৃস্টানদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতেছে, ইয়াহূদীরা খৃস্টানদের হাতে পরাস্ত হইলে রহমতের নবী ইয়াহূদীদেরকে তাহাদের মাতৃভূমি হইতে উচ্ছেদ না করিয়া তাহাদের স্বদেশে ফেরত পাঠাইবার ব্যবস্থা করার জন্য তাঁহার সহিত চুক্তিবদ্ধ আকাবার খৃস্টানদেরকে নির্দেশ দিলেন। আনুগত্যের শপথ গ্রহণের পর ইউহান্নার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ববর্ণিত অভয়নামাটি প্রদত্ত হইয়াছিল।

ফুতূহুল বুলদানের বিবরণ হইতে জানা যায়, এই এলাকায় বসবাসকারী প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর মাথাপ্রতি এক দীনার হারে কর ধার্য করা হইয়াছিল এবং প্রতি বৎসর এই এলাকা

হইতে তিন শত দীনার আদায় হইত। এই চুক্তির শর্তানুসারে তাহারা ঐ এলাকা দিয়া অতিক্রমকারী মুসলমানদের আতিথ্য প্রদানে বাধ্য ছিল। বিনিময়ে তাহাদের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মুসলমানগণ তথা ইসলামী রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছিল (ফুতূহুল বুলদান, আরবী, পৃ. ৭১; ঐ বাংলা ভাষ্য, ইফা. প্রকাশিত, পৃ. ৫৭)।

এই অভয়পত্রখানিকে চুক্তিবদ্ধতার ব্যাপারে ইসলামী আহ্কামের এক বিশদ বিবরণ বলা যাইতে পারে। তাই ইহার ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে। চুক্তিপত্রের মাধ্যমে একদিকে যেমন ঐ এলাকাবাসিগণ এবং তাহাদের জল ও স্থলপথসমূহ নিরাপদ হইয়া গেল, তেমনি মুসলমানগণও ঐ এলাকা অতিক্রমকালে তাহাদের সহযোগিতা ও আতিথ্যের হকদার হইলেন। এই চুক্তিটি না হইলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পথে অবস্থানের সুবিধাভোগী এই এলাকাটির জনগণ নিশ্চিতভাবেই অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়িয়া যাইত।

মাকনাবাসীদের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অভয়পত্র

মাকনাও আকাবা উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত ছিল। ইহা ছিল আয়লার নিকটবর্তী একটি ইয়াহূদী বসতি। তাহাদের প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তাহাদের জন্য একটি নিরাপত্তাপত্র রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রার্থনা করে। তাহাদেরকে প্রদত্ত অভয়নামাটির পাঠ ছিল এইরূপ ঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হইতে জাম্বাবাসী ও মাকনাবাসীদের প্রতি।

أما بعد فقد نزل على أيتكم راجعين إلى قريتكم فإذا جاءكم كتابى هذا فإنكم آمنون لكم ذمة الله وذمة رسوله وإن رسول الله غافر لكم سيئاتكم وكل ذنوبكم وإن لكم ذمة الله وذمة رسوله لا ظلم عليكم ولا عدى وإن رسول الله جاركم مما منع منه نفسه فإن لرسول الله بزكم وكل رقيق فيكم والكراع والحلقة إلا ما عفا عنه رسول الله أو رسول رسول الله وإن عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخلكم وربع ما صادت عروككم وربع ما اغتزل نساؤكم وإنكم برئتم بعد من كل جزية أو سخرة فإن سمعتم وأطعتم فإن على رسول الله أن يكرم كريمكم ويعفو عن مسيئكم أما بعد فإلى المؤمنين والمسلمين من أطلع أهل مقنا بخير فهو خير له ومن اطلعهم بشر فهو شر له وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم أو من أهل رسول الله والسلام.

"অতঃপর তোমাদের দূতগণ দেশে প্রত্যাবর্তনের সময় আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। আমার এই পত্রপ্রাপ্তির সাথে সাথে তোমরা নিরাপদ; তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের যিম্মা (আশ্রয় বা নিরাপত্তা) রহিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওসাল্লাম তোমাদের সমস্ত অসদাচরণ ও অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন। (এখন) তোমাদের জন্য আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আশ্রয় রহিল। না তোমাদের উপর কোন জুলুম হইবে, না কোনরূপ বাড়াবাড়ি। স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল তোমাদের সেইরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন যেমনটি নিজের জন্য করেন। আল্লাহ্র রাসূল বা

তদীয় দূতগণ তোমাদের হাতে যেসব বস্তু ছাড়িয়া দিয়াছেন সেগুলি ব্যতীত তোমাদের বস্ত্রাদি, তথা গৃহসামগ্রী, ক্রীতদাস, তোমাদের ঘোড়াসমূহ ও তোমাদের বর্মসমূহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অথবা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতিনিধির মালিকানাধীন থাকিবে। ইহার পর তোমাদের খেজুর বাগানের উৎপন্নজাত ফসলের এক-চতুর্থাংশ, তোমাদের শিকারকৃত মৎস্যাদি এবং তোমাদের মহিলাদের বুননের আয়ের এক-চতুর্থাংশ (রাজস্ব স্বরূপ) দেওয়া তোমাদের জন্য জরুরী হইবে। অতঃপর জিয্য়া এবং অনিচ্ছাকৃত দানের/দৈহিক শ্রম দানের সকল দায়িত্ব হইতে তোমরা মুক্ত থাকিবে।

"তোমরা যদি শ্রবণ কর ও আনুগত্য কর তাহা হইলে আল্লাহ্র রাসূলের দায়িত্ব হইবে তোমাদের সম্মানিতদেরকে সম্মান করা এবং তোমাদের অপরাধীদেরকে ক্ষমা করা।

"অতঃপর মুমিন এবং মুসলমানদের যাহারা মাকনাবাসীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করিবে তাহাদের জন্য মঙ্গল এবং যাহারা খারাপ ব্যবহার করিবে তাহা তাহাদের জন্য অমঙ্গলজনক হইবে। তোমাদের নেতা হয় তোমাদেরই মধ্য হইতে হইবে নতুবা রাসূল পরিবারের কেহ হইবে। আবূ তালিব-পুত্র আলী উহা নবম হিজরীতে লিখিয়াছেন" (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৮১-২; আল-ওয়াছাইকুস সিয়াসিয়া, পৃ. ৯১-২; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৭; ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৭১; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ২৮৮-৯০)।

হাদারামাওতের নেতৃবৃন্দের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

হাদারামাওত আরব উপদ্বীপের সর্বদক্ষিণস্থ ভূ-ভাগ— যাহা আরব সাগরের উপকূলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে আহকাফ ও পশ্চিমে সানা অবস্থিত। ইহা বৃহত্তর ইয়ামানের একটি প্রদেশ। কথিত আছে যে, কাহ্তানের এক অধস্তন বংশধরের নাম ছিল হাদারামাওত। তাহার নামানুসারেই এই ভূভাগের এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছে। ইহহি ছিল 'আদ ও ছামূদ জাতির বাসস্থান। প্রাচীন কালে এখানকার লোকজন নিজেদের একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি কোন অংশেই ইয়ামানের তুব্বাদের চেয়ে কম ছিল না।

হাদারামাওতের শেষ স্বাধীন রাজা ছিলেন হুজর। তাহার আমলেই শাহী দাপটের অবসান ঘটে। অতঃপর তদীয় পুত্র ওয়াইল ইব্ন হুজরের মর্যাদা একজন সামন্ত রাজার পর্যায়ে নামিয়া আসে, যাহাকে আরবীতে কায়ল (قيل) বলে। হাদারামাওত রাজ্যটি তখন একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রাজার রাজত্ব ছিল। এমনি পরিস্থিতিতে হিজরী দশম সনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেই দেশের যে নেতৃবৃন্দের নামে ইসলামের দাওয়াতসম্বলিত পত্র দেন তাহাদের নাম হইতেছে ঃ (১) ফাহ্দ, (২) আল-বুহায়রী, (৩) রাবী'আ, (৪) আলবসী, (৫) আব্দ কুলাল, (৬) হুজর, (৭) যুর'আ।

দশম হিজরীতে নবী কারীম ﷺ ইয়ামানের হাদারামাওত, আহ্কাফ, সান'আ, নাজরান ও 'আসীর প্রদেশসমূহের নেতৃবৃন্দের দাওয়াত পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব, মু'আয ইব্ন জাবাল এবং হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-কে নিযুক্ত করেন। ফলে আল্লাহ্র ফযলে এক বৎসরের মধ্যে গোটা ইয়ামান ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই সময়ের দাওয়াতপ্রাপ্তগণের অন্যতম ছিলেন হাদারামাওতের শেষ স্বাধীন ও প্রতিপত্তিশালী হুজরের পুত্র ওয়া'ইল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়া যখন মদীনার পথে রওয়ানা হইলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন সাহাবীগণকে এই সংবাদ পরিবেশন করিলেন যে, দূরবর্তী দেশ হাদারামাওতের সর্দার

ওয়া'ইল আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রেমে মদীনায় আসিতেছেন। তিনি হাদারামাওতের রাজা হুজরের পুত্র।

সত্যসত্যই ইহার কয়েক দিন পরে ওয়াইল যখন মদীনায় পৌঁছিয়া নবী ﷺ-এর দরবারে উপনীত হইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাইলেন। নিজের নিকটবর্তী আসনে তাঁহাকে উপবিষ্ট করাইয়া তিনি তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। তাঁহার মর্যাদাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নিজের গায়ের চাদরখানা তাহার বসার জন্য বিছাইয়া দিলেন। তিনি তাহার জন্য প্রাণ ভরিয়া দু'আ করিলেন যেন আল্লাহ ধনে-জনে বরকত দিয়া তাহাকে সমৃদ্ধ করেন।

কয়েক দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে অবস্থানের পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি লইয়া যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে খুশী মনে বিদায় দেন এবং হাদারামাওতের নেতৃবৃন্দের উপর তাঁহার নেতৃত্ব বহাল রাখেন। ওয়া'ইল (রা) তাহাতে অত্যন্ত প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর জন্য একটি লিখিত উপদেশাবলী প্রার্থনা করেন। হযরত মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ মুতাবিক হাদারামাওতের ভাষা-স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অনেকটা হেজায ও হাদারামাওতের মিশ্রিত ভাষায় যাহা লিখিয়া দিলেন, তাহা ছিল এইরূপ ঃ

مـــن محمد رسول الله الى اقـــيال العباهلة والارواع الـمسابيب فى التبعة لا مقورة الالبـــاط ولا خـــناك وانـطوا الشبـجة وفـى السبـوب الـخمس ومـن زنـــامم بكر فـاصقعـوه مـأه واستـــوفقـــوه عـاما ومـــن زناصم الثـيب نضرحوه بالاضـاميم واستـولا تـوفى الدين.

ইব্ন সা'দ এই পত্রখানির বিশুদ্ধ আরবী রূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন এইভাবে ঃ

من مـحـمـد رسـول الله الى اقـيـال العـبـاهلة ليـقـيـمـوا الصلوة ويـــؤتوا الزكـوة والصدقة على التسعة السائمة كصاحبها السيمة لاخــــلاط ذلا وراط ولا شـغـار ولا جلب ولا خنــــب ولا شناق وعليهم العــون لسرابا الـمسلمـين وعلى كل عشرة ما تـحمل العراب من اجبى فقد اربـــى.

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হইতে আবাহেলা নেতৃবৃন্দের নামে। তাহারা যেন সালাত কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। প্রত্যেক নিসাবধারী পশু মালিকদের জন্য তাহাদের ঐ সকল পশুর যাকাত আদায় করা অপরিহার্য, যেগুলি বৎসরের অধিকাংশ সময় চারণক্ষেত্রসমূহে চরিয়া বেড়ায়। যাকাত প্রদানের ব্যাপারে খিলাত, ওরাত, শেগার, জালাব, জানাব ও শিনাক নিষিদ্ধ। তাহাদের দায়িত্ব হইবে ইসলামী বাহিনীকে রসদ দিয়া সাহায্য করা। প্রতি দশ ব্যক্তির উপর একটি উট বোঝাই শস্যদান জরুরী হইবে। যে ব্যক্তি প্রকৃত অবস্থা গোপন করিবে, সে সুদখোরতুল্য হইবে" (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৯৬-৪০৫; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮৭)।

এই পত্রখানিতে ব্যবহৃত গবাদিপশুর যাকাত সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খিলাত ঃ যাকাত হইতে বাঁচিবার জন্য চালাকি করিয়া কয়েকজনের পশুকে একত্র করিয়া তাহার উপর যাকাত ধার্য করাকে খিলাত বলে। যেমন, কাহারও ছাগল-ভেড়া চল্লিশটি হইতে এক শত কুড়িটি পর্যন্ত থাকিলে তাহাকে উহা হইতে কেবল একটি যাকাতস্বরূপ দিতে হয়। দুইজনের যদি চল্লিশটি করিয়া থাকে, তবে দুইটি পৃথক পৃথক ছাগল বা ভেড়া যাকাতস্বরূপ দিতে হইবে। কিন্তু দুইজনের মালিকানাধীন আশিটিকে চালাকি করিয়া এক মালিকের মালিকানাধীন বলিয়া দেখাইলে কেবল একটিই যাকাতস্বরূপ দিতে হইবে। আল্লাহ্‌র বিধানকে এইভাবে চাতুর্য অবলম্বন করিয়া ফাঁকি দেওয়া সম্পূর্ণ অবৈধ-হারাম। অনুরূপ একজনের গবাদিপশুগুলিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে দেখাইয়া তাহার উপর অতিরিক্ত যাকাত ধার্য করাও আদায়কারীদের জন্য বৈধ নহে।

বিরাত ঃ যাকাত ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের কিছু পশুকে অন্যত্র সরাইয়া রাখা বা অন্য কেহ যাকাতের নিসাব পরিমাণ পশুসম্পদের মালিক না হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে ফাঁসাইবার উদ্দেশ্যে সেও নিসাব পরিমাণ গবাদি পশুর মালিক বলিয়া আদায়কারিগণকে ভ্রান্ত ধারণা দেওয়া। উহাও নিষিদ্ধ।

শানাক ও শিগার— যাকাত ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজের গবাদি পশুর একাংশকে অন্যের পশুর সহিত মিলাইয়া দেওয়া। যেমন পাঁচটি উটের জন্য একটি ছাগল যাকাত দিতে হয়। আবার পঁচিশটি ও ত্রিশটি উটের ও একই যাকাত। তাই অন্যের পঁচিশটি উটের সহিত নিজের পাঁচটি মিলাইয়া দিলে আলাদা আর কোন যাকাতই দিতে হয় না। এইভাবে ফাঁকি দিয়া একটি ছাগল বা ভেড়া দানের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

জালাব— যাকাত আদায়ের স্থান হইতে যাকাত আদায়কারীর তাঁবু দূরে রাখিয়া পশুপালের মালিককে সেখান পর্যন্ত যাইতে বাধ্য করা।

জানাব— যাকাত দাতাদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে পশুপালকে কয়েক মাইল দূরত্বে সরাইয়া দেওয়া যাহাতে যাকাতে আদায়ে বিঘ্ন হয়।

উক্ত প্রতিটি কাজই প্রবঞ্চনামূলক। আল্লাহ্‌র আইনকে ফাঁকি দিবার এই প্রবণতা হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই পত্রে তাহাদেরকে সাবধান করিয়া দেন।

ওয়াইল ইব্‌ন হুজর ও হযরত মুআবিয়া (রা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাদারামাউত-সর্দার ওয়াইল ইব্‌ন হুজরকে পত্র লিখিয়া দিয়া তাহাতে মোহরাঙ্কিত করিয়া তাহার হাতে অর্পণ করিলেন। এই সময় তিনি হযরত মুআবিয়াকে তাহার সহিত একত্রে রওয়ানা করিয়া দিলেন। ওয়াইল উষ্ট্র পৃষ্ঠে আর মুআবিয়া (রা) পদব্রজে পথ চলিতেছিলেন। মরুভূমির উষ্ণ হাওয়ায় উত্তপ্ত বালিরাশির উপর দিয়া পথ চলা যখন মুআবিয়ার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি ওয়াইলকে অনুরোধ করিলেন যেন তাহাকেও তিনি উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসিবার অনুমতি দেন। কিন্তু ওয়াইল তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি স্পষ্ট বলিয়া দিলেন, বাদশাহ্‌র সহিত একই আসনে বসিবার তুমি যোগ্য নহ। তিনি বলিলেন, তাহা হইলে দয়া করিয়া আপনার পাদুকাযুগলই না হয় আমাকে ব্যবহার করিতে দিন— যাহাতে উত্তপ্ত বালিরাশির অসহনীয় স্পর্শ হইতে আমি আত্মরক্ষা করিতে পারি। কিন্তু তাহাতেও হাদারামাওত সর্দারের মন গলিল না। তিনি বলিলেন, উষ্ট্রের ছায়ায় ছায়ায় পথ চলিতে থাক। মুআবিয়া (রা) বলিলেন, এই ছায়া আর আমাকে কতটুকু রক্ষা করিবে? এই বলিয়াই তিনি চুপ হইয়া গেলেন।

ইসলামের প্রভাবে অল্প কিছুদিন পরেই হাদারামাওত সর্দারের সম্বিৎ ফিরিয়া আসে। তাহার পূর্বের শাহী ঠাঁট-ঠমকেরও অবসান ঘটে। হাদারামাওত ছাড়াইয়া কূফায় আসিয়া তিনি বসবাস করিতে থাকেন। হযরত মুআবিয়া (রা)-এর শাসনামল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

একবার তিনি হযরত আমীর মুআবিয়ার দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে প্রভুত সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁহার নিজ আসনের পার্শ্বেই তাহাকে বসিতে দেন। কথা প্রসঙ্গে সেই দিনের সেই পথ চলার প্রসঙ্গটিও উঠিল। হযরত ওয়াইল (রা) তাঁহার সেই দিনের সেইরূপ ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, হায়! সেদিন কেন যে আমি আপনাকে উষ্ট্রপৃষ্ঠে বসিতে দিলাম না।

যাহা হউক, ওয়াইল বাদশাহী ছাড়িয়া মহানবীর খেদমতকেই সম্মানের পথ বলিয়া বাছিয়া নেন এবং শেষ পর্যন্ত একজন উঁচুদরের সাহাবীর মর্যাদায় ভূষিত হন (বালাগে মুবীন, পৃ. ২১১-২; আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৯৬-৪০৫)।

হিময়ারী বাদশাহগণের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

ফুআদ বুস্তানী প্রণীত আরবী বিশ্বকোষ, মু'জামুল বুলদান, আরদুল কুরআন প্রভৃতি পুস্তক পাঠে জানা যায়, ইয়ামানের দক্ষিণ ভাগ জুড়িয়া যে রাজ্যটি সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া কায়েম ছিল তাহা হিময়ার নামে মশহুর ছিল। হিময়ার শব্দটি আরবী হুমরা (حمرة) শব্দ হইতে নির্গত, যাহার অর্থ লোহিত বর্ণ। আরবগণ হাবশী বা কৃষ্ণাঙ্গদেরকে বলিত সূদান (سودان) অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ পক্ষান্তরে হাবশীগণ আরবদেরকে বলিত হিময়ার বা লোহিত বর্ণের জাতি। এই হিময়ারীগণ খৃস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর পূর্বে পশ্চিম ইয়ামানে আগমন করে এবং চতুর্দিকের আরব এলাকায় তাহাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তাহাদের এই সালতানাত বেশ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। শেষ পর্যন্ত ইসলামের আর্বিভাবের কিছু পূর্বে তাহা বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া কয়েকটি সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। এই বাদশাহদেরই বংশধরগণের মধ্যে 'আবদ কুলালের সন্তানদ্বয় হারিছ ও শুরায়হ এবং হামাদান , মু'আফির ও নু'মান ছিলেন হিময়ারীদের নেতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ দশম হিজরীতে আয়্যাশ ইব্ন আবী রবী'আ আল-মাখযূমী (রা)-কে দৌত্যকর্মের দায়িত্ব দিয়া এই রাজন্যবর্গের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রখানা ছিল এইরূপ ঃ

انتم ما امنتم بالله ورسوله وان الله وحده لا شريك له بعث موسى باياته وخلق عيسى بكلماته قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى الله ثالث ثلاثة عيسى ابن الله.

"আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক সেই পর্যন্ত যাহাতে আপনারা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখিবেন। আল্লাহ্ এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। তিনি মূসা (আ) কে নিদর্শনাদি দিয়া পাঠাইয়াছেন এবং 'ঈসা (আ)-কে তাঁহার কলেমা দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ইয়াহূদীরা বলে, উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খৃস্টানরা বলে 'ঈসা তিন উপাস্যের একজন, 'ঈসা আল্লাহ্‌র পুত্র" (আল-মিসবাহ আল-মুদী, ২খ., পৃ. ৩৬৬)।

নবী কারীম ﷺ পত্রখানা হযরত 'আয়্যাশ (রা)-এর হাতে অর্পণ করিয়া বলিয়া দেন, যখন তুমি ইয়ামানে তোমার মনযিলে মকসূদে গিয়া উপনীত হইবে তখন যদি রাত হইয়া যায়,

রাত্রিবেলা তাহাদের দরবারে যাইও না। ভোর হইলে উযূ করিয়া দুই রাকআত সালাত আদায় করিয়া আল্লাহ্‌র দরবারে তোমার উদ্দেশ্যের সফলতার জন্য দু'আ করিবে। যখন আমার এই পত্র ঐ নেতৃবৃন্দের হাতে অর্পণ করিবে তখন তাহা তোমার ডান হাত দ্বারা তাহাদের ডান হাতে অর্পণ করিবে। ইন্‌শাআল্লাহ্ তাহারা ইহা কবূল করিবে এবং ইতিবাচক সাড়া দিবে। আলাপ-আলোচনার পূর্বে সূরা বায়্যিনাত তিলাওয়াত করিবে। তারপর امن بمحمد وانا اول المؤمنين "আমি মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছি এবং আমি সর্বপ্রথম মু'মিন" বলিয়া তাহাদের সহিত বাক্যালাপ শুরু করিবে। অতঃপর লক্ষ্য করিবে তাহারা কোন প্রমাণ বা লিপি উপস্থাপনে ব্যর্থ হইবে। তাহারা যদি অবোধ্য ভাষায় তোমাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলে, তবে তুমি বলিবে, দোভাষীর মাধ্যমে ইহা অনুবাদ করিয়া আমাকে শুনাইয়া দিন। তখন তুমি এইরূপ দু'আ করিবে ঃ

قل حسبى الله امنت بما انزل الله من كتابه وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير.

"বল, আল্লাহ্‌ই আমার জন্য যথেষ্ট। আমি ঈমান আনয়ন করিয়াছি আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করিয়াছেন তাহার প্রতি এবং আমি আদিষ্ট হইয়াছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিতে। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের পালনকর্তা। আমাদের জন্য আমাদের কর্মফল এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কর্মফল। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। আল্লাহ্‌ই আমাদের সকলকে একত্র করিবেন এবং শেষ প্রত্যাবর্তন তাঁহারই নিকট"।

উল্লেখ্য, ইহা আল-কুরআনের ৮২তম সূরা-এর ১৫তম আয়াত, তবে 'হাস্‌বিয়াল্লাহ্' শব্দটি এখানে বাড়তি আছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে আরও বলেন, তারপর তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে বলিবে, "আপনাদের সেই কাষ্ঠ খণ্ডগুলি কোথায় যেগুলি দর্শনমাত্র আপনারা সিজদায় লুটাইয়া পড়েন?" কথিত আছে যে, ঐ তিনটি কাষ্ঠ খণ্ড সম্ভবত ক্ষুদ্রাকৃতির এবং এইগুলির একটি ছিল ঝাউ গাছ নির্মিত— যাহার উপর শুভ্র ও হলুদ রঙের আস্তরণ ছিল। দ্বিতীয়টি ছিল আবলুস কাঠের এবং তৃতীয়টি ছিল একটি গ্রন্থিযুক্ত কাঠ— যাহাকে আরবীতে খায়যুরান বলা হইয়া থাকে। ইহা ছিল বাঁশ বা বেত জাতীয়। রাসূলুল্লাহ্ (স) হযরত আয়্যাশকে বলিয়া দেন, ঐ কাষ্ঠগুলি পাইয়া গেলে তুমি সর্বসমক্ষে তাহা পোড়াইয়া ফেলিবে।

পত্রবাহক হযরত 'আয়্যাশ (রা) বর্ণনা করেন, আমি যখন আমার গন্তব্যস্থলে গিয়া উপনীত হইলাম, তখন আমি একটি বিশাল প্রাসাদে নীত হইলাম। তিন তিনটি তোরণ অতিক্রম করিয়া আমি মূল ফটকের পর্দার নিকট গিয়া উপনীত হইলাম। পর্দা উঠাইয়া যখন আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম তখন শাহী দরবার চলিতেছিল। আমি অগ্রসর হইয়া বলিলাম, আমি আখেরী যমানার নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দূত। সাথে সাথে আমি পত্রটি হস্তান্তর করিলাম। এই সময়ে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে তখন যাহা যাহা করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন সেই মতই কাজ করিলাম। হিময়ারের নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর বরকতময় পত্রখানা পাইয়া চুম্বন করিলেন এবং উহা পাঠ করিয়া স্বতস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ মুতাবিক তাহাদের নিকট হইতে কাষ্ঠখণ্ডগুলি চাহিয়া লইলাম এবং প্রকাশ্য রাজপথে তাহা

পোড়াইয়া ভস্ম করিলাম। তারপর আমার মিশন পূর্ণ করিয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া নবী কারীম (স)-এর নিকট আনুপূর্বিক তাহা বর্ণনা করিলাম।

কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, ইসলাম গ্রহণের পর হিময়ারের রাজন্যবর্গ তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদসহ রীতিমত একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের ইসলাম গ্রহণে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাহাদের প্রতিনিধি দলকে সাদর আপ্যায়নে সম্মানিত করেন। এই সময় তিনি হিময়ারের রাজন্যবর্গের নামে আরেকটি উপদেশ পত্র লিখিয়া অত্যন্ত মর্যাদার সহিত তাহাদেরকে স্বদেশের পথে রওয়ানা করিয়া দেন। সেই পত্রটির বক্তব্য ছিল এইরূপ ঃ

أما بعد ذلكم فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا هو أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم فبلغ ما أرسلتم وخبر عما قبلكم وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين فإن الله تبارك وتعالى قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكواة وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سبقت العين وسقت السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وان فى الابل الاربعين ابنة لبوت وفى ثلاثين من الابل ابن لبون ذكر وفى كل خمس من الابل شاة وفى كل عشر من الابل مشاثان وفى كل اربعين من البقر بقرة وفى كل ثلاثين من والبقر تبيع جذع ارجزعة وفى كل اربعين من الغنم سائمة وحدها شاة وانه فريضة الله التى فرض الله على المؤمنين الصدقة فمن زاد خيرا فهو خيرله ومن ادى ذلك واشهد على اسلامة وظاهر المؤمنين على المشركين فانه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم وله كرمة الله وكرمه رسوله.

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হইতে হিময়ারের বাদশাহগণের প্রতি। আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। আমার রোম ভূখণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আপনাদের দূতগণ আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা পৌত্তলিকদের সহিত আপনাদের যুদ্ধসহ সেখানকার যাবতীয় সংবাদ আমাকে সবিস্তারে অবগত করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে তাঁহার হিদায়াত দ্বারা ধন্য করিয়াছেন। আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলের আনুগত্য করিয়া যাওয়া এখন আপনাদের দায়িত্ব।

"আপনারা সালাত কায়েম করিবেন, যাকাত আদায় করিবেন, গনীমতের মধ্য হইতে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের হক এক-পঞ্চমাংশ আদায় করিবেন। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের সম্পদে যে যাকাত নির্ধারণ করিয়াছেন তাহা হইল, নদী ও বৃষ্টি সিঞ্চিত জমিতে উশর বা এক-দশমাংশ এবং সেচ-সিঞ্চিত জমিতে অর্ধ-উশর বা কুড়ি ভাগের এক ভাগ" (তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ৩৫৬; আল-মিসবাহ আল-মুদী ২খ, পৃ. ২৬৮; ফুতূহুল বুলদান, ১খ., পৃ. ৭০; তারীখ তাবারী,

"প্রতি চল্লিশটি উটের যাকাত হইতেছে একটি যুবতী উষ্ট্রী, ৩০টি উটের যাকাত একটি যুবক উট, প্রতি পাঁচটি উটের যাকাত একটি ছাগল এবং দশটি উটের দুইটি ছাগল।

"প্রতি চল্লিশটি গরুর যাকাত হইতেছে একটি গাভী এবং প্রতি ত্রিশটি গরুর যাকাত হইতেছে একটি বাছুর। প্রতি চল্লিশটি ছাগলের যাকাত হইতেছে একটি নর ছাগল। পশু সম্পদের যাকাতের হিসাব ইহাই। যাকাতের এই হিসাব বা পরিমাণ আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের উপর ফরয করিয়াছেন। যে উহার বেশী দিবে তাহার জন্য অতিরিক্ত ছওয়াব রহিয়াছে। কিন্তু যে কেবল নির্ধারিত পরিমাণ যাকাত আদায় করে, নিজের মুসলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করে, পৌত্তলিকদের মুকাবিলায় মুসলমানদের সহযোগিতা করে, সে-ই প্রকৃত মুসলমান। একজন মুসলমানের প্রাপ্য তাবৎ হক তাহার প্রাপ্য। অনুরূপ একজন মুসলমানের তাবৎ কর্তব্যও তাহার উপর বর্তাইবে।

"এই অঙ্গীকার পূরণের নিশ্চয়তা মহান আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষ হইতে দেওয়া হইতেছে।"

وانه من اسلم من يهودى او نصرانى فانه من المؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهوديته او نصرانيته فانه لا يرد عنها وعليه الجزية على كل حال ذكر او انثى حر او عبد دينار واف من قيمة المعافر او عوضه ثيابا فمن ادى ذلك الى رسول الله ﷺ فان له ذمة الله وذمة رسوله ومن منعه فانه عدو الله ولرسوله.

"যেই য়াহূদী বা খৃষ্টান ইসলাম গ্রহণ করিবে, তাহার প্রতিও উহা প্রযোজ্য। ধর্মত্যাগে তাহাকে কোনমতেই বাধ্য করা হইবে না। তবে জিয্য়া দান তাহার কর্তব্য হইবে যাহার পরিমাণ প্রত্যেক বয়স্ক লোকের জন্য এক দীনার বা ঐ মূল্যের কাপড় বা অন্য কোন বিনিময়। যে ব্যক্তি উহা আদায় করিবে তাহার হিফাযতের যিম্মাদারী আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের উপর রহিল। আর যে ব্যক্তি জিয্য়া দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবে সে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের শত্রু। সীলমোহর ঃ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (তাবাকাত, রাওদুল উনুফ, ১খ., পৃ. ২১৯; মাকতুবাতে নববী, পৃ. ২৫০-১)।

হিময়ারী পত্র প্রাপকগণ ও বাহকের নাম ঃ তাবাকাত গ্রন্থে পত্রখানির পাঠ-এর শুরুতে পরোক্ষভাবে অর্থাৎ প্রতিনিধি দলের সদস্যগণের নামরূপে এবং রাওদুল উনুফে প্রত্যক্ষভাবে পত্র প্রাপকগণের নাম রহিয়াছে এইভাবে ঃ

كتب رسول الله ﷺ إلى الحارث بن عبد كلال وإلى نعيم بن عبد كلال وإلى النعمان قيل ذى رعين ومعافر وهمدان.

"আবদে কুলালের পুত্র হারিছ ও নু'আয়ম এবং নু'মান যূ-রু'আয়ন, মু'আফির ও হামাদানের সামন্তরাজগণ" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৫৬; আর-রাওদুল উনুফ, ৪খ., পৃ. ২১৯)।

তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৫-এ আবদে কুলাল পুত্র শুরায়হ্-এর নামও রহিয়াছে। ইবন সা'দ-এর উক্ত গ্রন্থের উপরিউক্ত উভয় স্থানে হিময়ারী রাজাগণের পত্র এবং তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে আগমনকারী দূতরূপ মালিক ইবন মুরায়া আর-রাহাবীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সাথে সাথে দূত আগমনের সময় নবম হিজরীর রমযান মাসের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

যুর'আ যূ-ইয়াযানের নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র

ইয়াযান ইয়ামানের একটি প্রান্তরের নাম। ঐ নামে ইয়ামানে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। উহার রাজ্যকে যূ-ইয়াযান বা ইয়াযান অধিপতি বলা হইত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেই যূ-ইয়াযানকে পত্র লিখিয়া ছিলেন তাহার আসল নাম ছিল আমের ইবন আস্‌লাম (আল-মু'জাম, ইয়াকূত হামাবী; তাবারী, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, হালাবিয়্যা, সীরাত যায়নী দাহ্‌লান, সীরাত ইবন হিশাম, আল-কামিল, ইব্‌নুল আছীর, ২খ., পৃ. ১১১)। প্রভৃতি গ্রন্থে যুর'আ যী ইয়াযান (ইবন শব্দ ছাড়া) লিখিত আছে। পক্ষান্তরে কিতাবুল আমওয়াল, উসদুল গাবা, ফুতূহুল বুলদান প্রভৃতি গ্রন্থে যুর'আ ইবন যী-ইয়াযান বলা হইয়াছে। আবার হালাবিয়্যাতে আল-ইস্তী'আব ও যাহাবীর বরাতে যুর'আ ইবন সায়ফ ইবন যী-ইয়াযান রহিয়াছে। আবূ উবায়দ বলেন, আমাদের মতে তিনি যুর'আ ইবন যী-ইয়াযান। 'আলী ইবন হুসায়না আল-আহ্‌মাদী এই ব্যাপারে একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

والكل صحيح لان زرعة من اذواء اليمن وابوه وجده ايضا كذالك فبعضه يقول زرعة ذى يزن وأخر زرعة بن ذى يزن او زرعة بن سيف بن ذى يزن ولا بأس بالكل.

"উপরিউক্ত প্রত্যেকটি অভিধান বিশুদ্ধ। কেননা যুর'আ তদীয় পিতা এবং পিতামহ সকলেই ইয়ামানের রাজা ছিলেন। তাই কেহ বলেন যুর'আ যী-ইয়াযানকে যুর'আ ইবন যী-ইয়াযান, আবার কেহ যুর'আ ইবন সায়ফ ইবন যী-ইয়াযান। কোনটাই অশুদ্ধ নহে" (মাকতূবাতুর রাসূল, ১খ., পৃ. ২৩১)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুর'আসহ হিময়ার, হামাদান ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের রাজাগণকে যাকাত পরিশোধ করিতে এবং তাঁহার দূতগণের নিকট তাহা পৌছাইয়া দিতে নির্দেশ দান করেন। কেননা ঐ দূতগণ ঐ এলাকার রাজ্যগুলির তাহসীলদারের দায়ীত্ব পালনরত ছিলেন।

যুর'আকে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রখানার পাঠ ছিল এইরূপ ঃ

اما بعد فان محمدا النبى ارسل الى زرعة بن ذى يزن (ان) اذا اتيكم رسلى فانى امركم بهم خيرا معاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة ومالك بن عبادة وعتبه بن نيار ومالك بن مرارة واصحابهم فأجمعوا ما كان عندكم من الصدقة والجزية فابلغوها رسلى فان اميرهم معاذ بن جبل ولا ينقلبن من عندكم الا راضين.

اما بعد فان محمدا يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان مالك بن مرارة الرهاوي (قد) حدثنى انك اسلمت من اول حمير وبارقت المشركين فابشر بخير وانى امركم يا حمير خيرا فلا تخونوا ولا تحادوا وان رسول الله مولى غنيكم وفقيركم وان الصدقة لا تحل لمحمد ولا لاهله انما هى زكاة تزكون بها لفقراء المؤمنين وان مالكا قد بلغ الخبر وحفظ الغيب.

وانى قد ارسلت اليكم من صالحى اهلى واولى دينهم فامركم به خيرا فانه منظور اليه والسلام.

"অতঃপর, আল্লাহ্র নবী মুহাম্মাদ ﷺ যুর'আ যী-ইয়াযানের নিকট এই পত্রখানা প্রেরণ করিতেছেন।

"আমার দূতগণ যখন আপনাদের নিকট পৌছিবেন তখন তাহাদের সহিত ভাল আচরণ করার নির্দেশ দিতেছি। তাহারা হইতেছেন মু'আয ইবন জাবাল, আবদুল্লাহ্ ইবন রাওয়াহা, মালিক ইবন উবাদা, উতবা ইবন নিয়ার, মালিক ইবন মুরারা ও তাহাদের সাথীবর্গ। আপনাদের উপর ধার্যকৃত যাকাত ও জিয্য়ার মাল একত্র করিয়া আমার দূতগণের নিকট পৌছাইয়া দিবেন। তাহাদের আমীর হইতেছেন মু'আয ইবন জাবাল। তাহারা যেন আপনাদের নিকট হইতে সন্তুষ্ট না হইয়া ফিরিয়া না আসেন।

"অতঃপর মুহাম্মাদ ﷺ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই এবং তিনি তাঁহার বান্দা ও রাসূল। (দূত) মালিক ইবন মুরারা আর-রাহাবী আমাকে বলিয়াছেন, হিমায়ারীদের মধ্যে আপনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং মুশরিকদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। সুতরাং মঙ্গলের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। হে হিময়ারীগণ! আমি আপনাদেরকে সদাচরণের নির্দেশ দিতেছি। আপনারা খিয়ানত করিবেন না এবং বিরোধিতা ও শত্রুতায় অবতীর্ণ হইবেন না। আল্লাহ্র রাসূল হইতেছেন আপনাদের ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলেরই অভিভাবক। 'সাদাকা' মুহাম্মাদ এবং তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য বৈধ নহে। উহা হইতেছে নিঃস্ব মুমিনদের জন্য। উহার দ্বারা আপনারা (আপনাদের সম্পদের) পবিত্রতা অর্জন করিবেন।"

"(দূত) মালিক যথাযথভাবে সংবাদ পৌছাইয়া দেন এবং গোপনীয়তা রক্ষা করিয়াছেন। আমি আপনাদের নিকট আমার গোষ্ঠীর সর্বাধিক সৎ এবং দীনদার লোকদেরকে আপনাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। সুতরাং তাহাদের প্রতি সদাচরণের নির্দেশ আপনাদেরকে দিতেছি। কেননা তাহা লক্ষ্য রাখা হইবে। ওয়াস্ সালাম।"

কিতাবুল আমওয়াল এবং ফুতূহুল বুলদানের বর্ণনা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, এই বক্তব্য হারিছ ইবন আব্দে কুলালকে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রও ছিল। তাবারীর উদ্ধৃত এই শিরোনামের পত্রের পাঠে ঈষৎ শাব্দিক তারতম্য রহিয়াছে। যেমন وان محمدا عبده স্থলে তাবারীতে وانه عبده এবং ولا تخونوا এর স্থলে فلا تخونوا স্থলে واولى دينهم স্থলে اولى دينى এবং পত্রের শুরুতে ارسلت শব্দের স্থলে بعثت منظور اليه স্থলে ننظور اليهم এবং واولى علمهم শব্দ রহিয়াছে। ইহাতে অর্থের তেমন তারতম্য ঘটে না।

হামাদানের কায়স ইবন মালিক আরহাবীর নামে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র

ইয়ামানের সর্বাধিক জনঅধ্যুষিত হামাদান এলাকার অধিবাসী কায়স ইবন মালিক ইবন সা'দ ইবন মালিক আল-আরহাবী মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট দেখা করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে তাঁহার স্বাগোত্রীয়দেরকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে উদ্বুদ্ধ করেন।

সেই মতে কায়স (রা) স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তাঁহার আহবানে সাড়া দিয়া তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর স্বগোত্রীয় কিছু লোকজনসহ পুনর্বার নবী ﷺ দরবারে হাযির হইলে তিনি তাঁহাদেরকে অভ্যর্থনা জানাইতে গিয়া বলেন ঃ

نعم وافد القوم قيس وفيت ووفى الله بك.

"কায়স কওমের প্রতিনিধিবর্গকে স্বাগতম। (হে কায়স!) তুমি তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছ, আল্লাহ্ তোমাকে প্রতিশ্রুত প্রতিফল দান করুন।"

সম্ভবত উমরাতুল কাযা আদায়ের জন্য নবী কারীম ﷺ মক্কায় গমন করিলে কায়স সেখানেই তাঁর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহার স্বগোত্রীয়দেরকেও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া আনিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই অঙ্গীকার অত্যন্ত সাফল্যের সহিত পূরণ করায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে এইরূপ অভ্যর্থনা জানাইয়াছিলেন। ঐ গোত্রের প্রধান ছিলেন উমায়র যূ-মাররান আল-কায়ল ইবন আফলাহ্ ইবন শারাহীল ইবন রাবী'আ। ই'লামুস সাইলীন (পৃ. ৯১-৯২), আল-ইসাবা (৩খ., পৃ. ১২১) এবং উসদুল গাবায় (৪খ., পৃ. ২৯৭) নবী কারীম-এর সাহাবীরূপে তাঁহার উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কায়সের জন্য যে পত্রটি লিখাইয়া দেন তাহা ছিল এইরূপ ঃ

الى قيس بن مالك الارحبى سلام عليك اما بعد ذلك فانى استعملك على قومك عربهم وحمورهم ومواليهم واقطعتك من ذرة نسار مأتى صاع ومن زبيب خيوان مأتى صاع جار لك ولعقبك من بعدك ابن الابن.

"কায়স ইবন মালিক আল-আরহাবীর প্রতি। আপনার প্রতি সালাম। অতঃপর সমাচার, আমি আপনাকে আপনার সম্প্রদায়ের 'আমিল (প্রশাসক) নিযুক্ত করিলাম। তাহাদের আরব-অনারব ও দাস সকলের (দায়িত্ব আপনাকে পালন করিতে হইবে)। নিসার এলাকার ভুট্টা বা বাজরা (মাজমূ'আতুল ওয়াছাইকে গম ও যবের ন্যায় এক প্রকার শস্য বলিয়া উহার উল্লেখ রহিয়াছে। দ্র. ঐ, পৃ. ৪৪৯) হইতে দুই শত সা' পরিমাণ এবং খায়ওয়ান এলাকার যব হইতে (বার্ষিক) দুই শত সা' পরিমাণ কিসমিসের বিনিময়ে উহা আপনাকে বরাদ্দ করিলাম। ইহা আপনার পরেও আপনার বংশধরদের জন্য সর্বদা অব্যাহত থাকিবে" (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ২২৪; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪০-১; মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ১৯১; রিসালাতুন নাবাবিয়্যা, নং ৮২ এবং কায়তানী ৯ ঃ ৬৬-এর বরাতে; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ২৩৩-৩৪)।

ব্যাখ্যা ঃ উসদুল গাবায় عربهم 'আইন অক্ষরযোগ থাকিলেও তাবাকাতে غربهم গায়ন অক্ষরযোগে রহিয়াছে, ইবন সা'দ যাহার অর্থ করিয়াছেন উহার (হামাদানের) পশ্চিমস্থ আরহাব, নিহিম/নুহুম, শাকির, বাদ'আ, মুরহিবা, দালান, খারিফ, উযুর ও হাজূর কাবীলাসমূহ।

হামাদানের নেতা উমায়র যূ-মাররানের নামের লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফরমান ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله الى عمير ذى مران ومن اسلم من همدان سلم انتم فانى احمد الله اليكم الذى لا اله الا هو اما بعد

ذلك فانه بلغني اسلامكم مرجعنا من ارض الروم فابشروا فان الله قد هداكم بهداه وانكم اذا شهدتم ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واتيتم الصلوة واقمتم الزكاة فان لكم ذمة الله وذمة رسوله على دمائكم واموالكم وارض البور التى اسلمتم عليها سهلها وجبلها وعيونها وفروعها غير مظلومين ولا مضيق عليكم فان الصدقة لا تحل لمحمد وال بيته وانما هى زكاة تزكون بها اموالكم لفقراء المسلمين وان مالك ابن مرارة الرهاوى حفظ الغيب وبلغ بالخير وامرك به يا ذا مران خيرا فانه منظور اليه وكتب على ابن ابى طالب وليحيكم ربكم.

"পরম দয়াময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে মাররান অধিপতি উমায়র এবং তাঁহার সহিত হামাদানের আরও যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি। আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। আমি আপনাদের নিকট সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। অতঃপর সমাচার— রোমক ভূমি হইতে প্রত্যাবর্তন করার পর আপনাদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। আপনারা সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কেননা আল্লাহ্ আপনাদেরকে তাঁহার হিদায়াত দান করিয়াছেন। আপনারা যতক্ষণ সাক্ষ্য দান করিবেন যে, আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করিবেন, যাকাত দান করিবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের জান ও মাল এবং যে অনাবাদী ভূমির মালিক থাকা অবস্থায় আপনারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন উহার সমভূমি, পাহাড়ী অঞ্চল, নদীনালা এবং ঐগুলির শাখা-প্রশাখাসমূহ (সংশ্লিষ্ট সবকিছু) কোনরূপ জুলুম বা হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে আপনারা ভোগদখল করিবেন। ইহার যিম্মা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের রহিল।

"মুহাম্মাদ বা তাঁহার পরিবারবর্গের জন্য 'সাদকা' (যাকাত) বৈধ নহে। উহা হইতেছে, আপনাদের যাকাত দ্বারা আপনারা আপনাদের সম্পদের পবিত্রতা সাধন করিবেন; উহা নিঃস্ব মুসলমানদের জন্য।

"(দূত) মালিক ইবন মুরারা রাহাবী গোপনীয়তা রক্ষা করিয়াছেন এবং খবরাদি যথার্থভাবে পৌঁছাইয়াছেন। তাহার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ আমি আপনাদেরকে দিতেছি। লেখক আলী ইবন আবী তালিব। আপনাদের রব আপনাদেরকে জীবিত রাখুন" (ইয়া'কূবী, ২খ., পৃ. ৬৫; উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ১৪৭ ও ২খ., পৃ. ১৪৫; ই'লামু'স্-সাইলীন, পৃ. ২৪; আল-ইসাবা) উমায়র এবং (মালিক ইব্ন মুরারা-এর আলোচনা প্রসঙ্গে, ৩খ., পৃ. ২৯৭)।

উসদূল গাবায় উদ্ধৃত এই পত্রের পাঠে অতিরিক্ত ব্যাখ্যামূলক বাক্য আছে ঃ

على دمائكم واموالكم وعلى ارض القوم الذين اسلمتم عليها.

"তাহাদের জান-মাল এবং ঐ সমস্ত ভূমি যাহা সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন হইলেও ঐগুলি তাহাদের হাতে (বন্ধকী বা ইজরায়) থাকা অবস্থায় তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু জমির

প্রকৃত মালিকরা এখনও ইসলাম গ্রহণ করে নাই, ঐ প্রকারের জমির উপরও হামাদানবাসীদের ভোগের অধিকার এই পত্রে মানিয়া লওয়া হইয়াছে'। উক্ত পত্র প্রাপ্তির পর হামাদানবাসিগণ ১০৭টি উট যাকাতস্বরূপ দিলেন (আল-ইসাবা, নং ৭৬৮৬)।

যূ-খায়ওয়ান আল-হামাদানীর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله يعك ذى خيوان ان كان صادقا فى ارضه وماله ورقيقه فله الامان وذمة محمد ﷺ وكتب له مالك (وفى المجموعة خالد) بن سعيد.

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে খায়ওয়ান অধিপতি আক্ক-এর প্রতি। তিনি যদি সত্যনিষ্ঠ হন তাহা হইলে তাঁহার ভূমি, সম্পদ এবং তাঁহার রাকীক পল্লীটি সবই নিরাপদ থাকিবে। ইহা মুহাম্মাদের যিম্মা। তাহার জন্য এই দলীলের লেখক মালিক" (মাজমূ'আতে খালিদ) ইব্ন সাঈদ (উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ১৪১; আল-ইসাবা, নং ২৪৫৩)।

খায়ওয়ান ইয়ামানের একটি এলাকা ও শহর। মক্কা হইতে দুই দিনের পথ দূরে অবস্থিত। এই স্থানটিতেই জাহিলী যুগের বিখ্যাত ইয়া'উক (يعوق) মূর্তি অবস্থিত ছিল (দ্র. মু'জামুল বুলদান)।

রাকীক শব্দের আভিধানিক অর্থ গোলাম। ঐ পল্লীতে গোলাম-বাদীর বাজার ছিল বিধায় উহা রাকীক নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত খায়ওয়ান অধিপতি আক্ক-এর গোলাম বেঁচা-কেনার ব্যবসা ছিল। এইজন্য এই বাজার পল্লীটি তাহার হাতছাড়া হইয়া যাওয়া তাহার জন্য বেশ ক্ষতির কারণ হইত।

আক্ক ছিল খায়ওয়ান আধিপতির নাম। ঐ নামে একটি মশহুর গোত্রও বিদ্যমান ছিল। উহা আক্ক ইব্ন 'আদছান / আদনান-এর নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। জাহিলিয়াত ও ইসলাম উভয় যুগের ইতিহাসেই তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায় (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৪৪৫)।

রাবী'আ ইব্ন যূ-মার্হাবের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

মারহাব ছিল হাদরামাওতের একটি মূর্তি ও তাহার মন্দির। তাহার সেবাইতকে যূ-মারহাব বলা হইত (দ্র. মু'জামুল বুলদান)। রাবী'আ ছিলেন ঐ মারহাব মন্দিরের পুরোহিতের পুত্র। তাহাদের পরিচিতি এইরূপঃ বনূ যী-মারহাব রবী'আ ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন মা'দীকারাব। তাহারা হাদরামাওতের অধিবাসী ছিলেন। তাহাদের এলাকা হইল মাজান্না (مظنة) (দ্র. মু'জামুল কাবাইল, পৃ. ১০৭৩)।

ইব্ন সা'দের বর্ণনামতে ঃ

كتب رسول الله ﷺ لربيعة بن ذى مرحب الحضرمى واخوته واعمامه ان لهم اموالهم ونحلهم ورقيقهم وابارهم وشجرهم ومياهم وسواقيهم ونبتهم وشراجعهم بحضرموت وكل مال لالى ذى مرحب وان كل وهن بارضهم يحسب ثمره وسره وقضبه من رهنه الذى هو فيه وان كل ما كان فى ثمارهم من خير فانه لا يسئله احد عنه وان

الله ورسوله براء منه وان نصر آل ذى مرحب على جماعة المسلمين وان ارضهم بريئة من الجور وان اموالهم وانفسهم وزافر حائط الملك الذى كان يسيل الى ال قيس وان الله ورسوله جار على ذلك وكتب معاوية.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাবী'আ ইব্‌ন যী-মারহাব হাদ্‌রামী, তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ এবং পিতৃব্যবর্গের প্রতি প্রেরিত পত্রে লিখেন ঃ তাহাদের ধনসম্পদ, তাহাদের মধু মক্ষিকা, গোলাম-বাঁদী, কূপসমূহ, বৃক্ষসমূহ, নহর অর্থাৎ প্রবহমান জল-ধারাসমূহ, হাদারামাওতের বনজঙ্গল ও প্রান্তরে উদগত বনজ সম্পদ সবকিছুর মালিকানা যূ-মারহাব বংশীয়দের হাতে থাকিবে। অবশ্য যেসব ভূ-সম্পদ তাহাদের হাতে বন্ধকীসূত্রে রহিয়াছে, সেগুলির উৎপন্নজাত ফসলের মালিক মূল মালিকরাই হইবে। এইসব সম্পদ তাহাদের নিকট হইতে কেহ চাহিতে পারিবে না। ইহার অন্যথাকারীদের সহিত আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলের কোন সম্পর্ক নাই। যূ-মারহাব বংশীয়দের সাহায্য করা মুসলমানদের জন্য জরুরী হইবে। তাহাদের এলাকা জুলুমমুক্ত থাকিবে। তাহাদের জানমাল এবং কায়েস বংশীয়দের দিকে প্রবহমান জলধারার তাহারাই মালিক থাকিবে। আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের সাহায্য তাহাদের জন্য অব্যাহত থাকিবে। পত্রটির লেখক মু'আবিয়া" (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২৬৬; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩১৩)।

রোমের পোপ দুগাতিরের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

দিহ্‌য়া কালবী (রা)-কে রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্রসহ প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রোমের পোপ দুগাতিরের নামেও একখানা পত্র তাঁহার নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন— যাহা তিনি যথাসময়ে প্রাপকের হাতে পৌঁছাইয়াও দিয়াছিলেন। ইব্‌ন সা'দ সেই পত্রখানার পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন এইভাবে ঃ

سلام على من امن اما على اثر ذلك فان عيسى بن مريم روح الله القاها الى مريم الزكية وانى اومن بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما اوتى موسى وعيسى وما اوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون والسلام على من اتبع الهدى.

"সালাম তাহার প্রতি যে আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে। অতঃপর মারয়াম-তনয় 'ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র রূহ এবং তাঁহার কলেমা (বাণী) যাহাকে তিনি সতী-সাধ্বী মারয়ামের প্রতি (অর্থাৎ তাঁহার গর্ভে) নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমি আল্লাহ্‌তে এবং তদীয় বিধানসমূহ বিশ্বাস স্থাপন করি যাহা আমার প্রতি এবং ইবরাহীম, ইস্‌মাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব এবং তাঁহাদের পরিজনদের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে এবং যাহা মূসা, 'ঈসা এবং অন্যান্য নবীর প্রতি নাযিল করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র রাসূলগণের মধ্যে আমরা প্রভেদ করি না। আমরা মুসলিম — আল্লাহ্‌তে আত্মনিবেদিত। সালাম তাহার প্রতি যে হিদায়াতের অনুসরণ করে" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৬; মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৮৬; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., প.১৬৯)।

দুগাতির পত্রপাঠে নবী কারীম ﷺ-এর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়া এবং ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করিয়া তাঁহার দীর্ঘকালের ভক্তদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন (দ্র. তাবারী, ২খ., পৃ. ২৯১ ও ৬৯৩; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৪১; আল-কামিল, ২খ., পৃ. ৮০)।

আকছাম ইব্ন সায়ফীর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

আক্ছাম ইব্ন সায়ফী আরবের অদ্বিতীয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরূপে স্বীকৃত ছিলেন। আল-কারাজেকী বলেন ঃ

كان اكثم حكيم العرب ومقدما فيهم ولم يكن العرب يفضل عليه احدا.

"আক্ছাম ছিলেন হাকীমুল আরব বা আরবের প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এবং তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রবর্তী। আরবগণ অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর স্থান দিত না" (কানযুল ফাওয়াইদ, পৃ. ২৪৯)।

তিনি তিন শত ত্রিশ বৎসর আয়ু লাভ করেন। আবার কেহ কেহ তাঁহার বয়স এক শত নব্বই বৎসর বলিয়াছেন। আল-মু'জামে মারজুবানীর বরাতে উদ্ধৃত আকছামের নিজের কবিতা হইতে দ্বিতীয় উক্তিটির সমর্থন পাওয়া যায়। উহাতে তিনি বলেন ঃ

وان امرأ قد عاش تسعين حجة - الى مأة لم يسأم العيس جاهل
اتت مأتان غير عشر وفائها - وذلك من مر الليالى قلائل.

আকছাম বনূ উসায়্যিদ ইব্ন আমর লুজায়ম (দ্র. নিহায়াতুল ইরব পৃ. ৪১) অথবা বনূ উসায়্যিদ ইব্ন আমর ইব্ন তামীম (মু'জাম্মুল কাবাইল, পৃ. ২৭)-এর লেখক ছিলেন।

ইকদুল ফারীদ, ১ম ও ২য় খণ্ডে, আল-বাসাইর ওয়ায্-যাখাইর (পৃ. ১৫১) এবং জামহারাতু রাসাইলিল আরাব (১খ., পৃ. ১৯-২১)-তাঁহার প্রজ্ঞাময় বাণী এবং বিভিন্ন ব্যক্তির নামে লিখিত জ্ঞানমূলক পত্রাদির বিবরণ দেখিলে তাঁহার প্রজ্ঞা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়।

আকছাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকজন তাহাতে আপত্তি তোলে এবং বলে, আপনি আমাদের শিরোমণি। তাঁহার নিকট গিয়া আপনি নিজেকে খাটো করিবেন তাহা হইতে পারে না। তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা, তাহা হইলে তাঁহার এমন একটি লোকের ব্যবস্থা কর, যে তাঁহার ও আমার মধ্যে ভাব বিনিময়ের বাহন হইবে। তখন লোকজন এ উদ্দেশ্যে দুইজন লোককে নির্বাচিত করিয়া দেয়। ঐ ব্যক্তিদ্বয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপনীত হইয়া আকছাম ইব্ন সায়ফীর দূতরূপে নিজেদের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে বলে, আকছাম আপনার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন, আপনি কে? কী আপনার বৈশিষ্ট্যমূলক পরিচয় আর কীইবা আপনার আনীত বার্তা? (من انت وما جئت)? নবী কারীম ﷺ তাহার জবাবে বলিলেন ঃ আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ, (انا محمد بن عبد الله انا عبده ورسوله) তারপর তিনি তাঁহার আনীত বার্তা কী এই প্রশ্নের জবাবে তিলাওয়াত করিলেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ করেন ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকর্ম ও সীমালংঘন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাহাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর" (১৬ ঃ ৯০)।

দূতদ্বয় ফিরিয়া গিয়া যখন আকছামকে তাহা অবহিত করিল এবং এই আয়াতের কথা তাঁহাকে বলিল, তখন তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকজনকে ডাকিয়া বলিলেন ঃ

ای قوم اراه يأمر بمكارم الاخلاق وينهى عن ملائمها فكونوا فى هذا الامر رؤ ساء ولا تكونوا اذنابا وكونوا فيه اولا ولا تكونوا اخرا .

"হে আমার সম্প্রদায়! আমি দেখিতেছি তিনি উত্তম কার্যাবলীর আদেশ দেন এবং নিন্দনীয় কার্যাবলী হইতে বারণ করেন। সুতরাং এই ব্যাপারে (এই ধর্ম গ্রহণে) তোমরা শিরোমণি হও, পশ্চাৎবর্তী লেজ হও না। তোমরা সর্বাগ্রে আগাইয়া আসিবে, সকলের পিছনে থাকিবে না" (দ্র. (তাফসীর ইব্ন কাছীর, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়; হাফিয আবূ আবূ ইয়া'লার মারিফাতুস-সাহাবা গ্রন্থের বরাতে; আরও দ্র. উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ১১২; আল-ইসাবা, ১খ., পৃ ৬১; আকছামের আলোচনায়)।

আল-ইস্তীআব-আহনাফ ইব্ন কায়সের আলোচনায়

আকছাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাহার দূতদ্বয়ের মাধ্যমে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি লিখেন ঃ

بسمك اللهم من العبد الى العبد بابلغنا ما بلغك فقد اتانا عنك خبر لا ندرى ما اصله فان كنت ارئت فارنا وان كنت علمت فعلمنا واشركنا فى كنزك والسلام .

(মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৫৭)

"তোমার নামে হে আল্লাহ, আল্লাহ্র এক বান্দার পক্ষ হইতে আরেক বান্দার প্রতি। আপনার নিকট যাহা (সত্য) পৌঁছিয়াছে তাহা আমাদেরকে অবহিত করুন! আপনার পক্ষ হইতে আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে, কিন্তু উহার মূল বা ভিত্তি সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। আপনি যদি দেখাইতে পারেন তবে আমাদেরকে দেখান এবং আপনি যদি জ্ঞাত হইয়া থাকেন তবে আমাদেরকেও জ্ঞাত করুন এবং আপনার এই রত্নভাণ্ডারে আমাদেরকেও অংশীদার করুন"।

ইহার জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহার উদ্দেশ্যে লিখিয়া পাঠান ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله على اكثم ابن صيفى احمد الله اليك ان الله امرنى ان اقول لا اله الا الله اقولها وامر الناس بها الخلق خلق الله والامر كله لله خلقهم واماتهم وهو ينشرهم واليه المصير ادبتكم باداب المرسلين ولتسئلن عن النباء العظيم ولتعلمن نبأه بعد حين .

"পরম দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হইতে আকছাম ইব্ন সায়ফীকে। আমি আপনার নিকট আল্লাহ্র প্রশংসা করি। আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ

দিয়াছেন যেন আমি বলি, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি উহা বলিয়া থাকি এবং লোকজনকে উহার আদেশ দিয়া থাকি।

"সমস্ত সৃষ্টবস্তু আল্লাহরই সৃষ্টি। সমস্ত আধিপত্য একমাত্র আল্লাহ্রই। তিনিই তাহাদের স্রষ্টা ও মৃত্যুদাতা, তিনিই তাহাদেরকে পুনরুত্থিত করিবেন এবং তাঁহারই নিকট সকলের প্রত্যাবর্তন স্থল। আমি আপনাদেরকে সমস্ত নবী-রাসূলগণের শিষ্টাচারই শিক্ষা দিতেছি। মহাসংবাদ সম্পর্কে অবশ্যই আপনারা জিজ্ঞাসিত হইবেন এবং তাহার সংবাদ অবশ্যই একটু পরেই আপনারা অবগত হইবেন" (কান্যুল ফাওয়াইদ, কারামেকী প্রণীত, পৃ. ২৪৯; ইক্মালুদ্দীন ও তামামুন নি'মা, শায়খ মুহাম্মাদ আলী ইব্ন বাবইয়া কুমী কৃত, পৃ. ৩১৪(ফী বাবিল মু'আম্মারীন); আল-ইসাবা, ১খ., পৃ.৬ (একাংশ বর্ণিত হইয়াছে); জামহারাতু রাসাইলিল আরাব, ১খ., পৃ. ৬৮ (উস্তায হাসান তাওফীককৃত, তারীখু লুগাতিল আরাবিয়্যা, পৃ. ৭৯-এর বরাতে); মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৫৫-৫৭)।

আল-ইসাবায় আকছাম ইব্ন সায়ফীর বর্ণনায় আছে ঃ "আকছামের দূত, আর সে ছিল তাহারই পুত্র, আকছামের নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কী প্রত্যক্ষ করিলে? সে জবাব দিল, আমি লক্ষ্য করিলাম, তিনি সৎকার্যাদির আদেশ করেন এবং নিন্দনীয় কার্যাদি হইতে বারণ করেন। তখন আকছাম তদীয় সম্প্রদায়ের লোকজনকে একত্র করিয়া তাহাদেরকে এই নবীর অনুসরণ করিতে বলেন। সাথে সাথে বলেন, দেখ, সুফ্য়ান ইব্ন মুজাশি' তাহার পুত্রের নাম এই নবীর প্রতি তাহার অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ 'মুহাম্মাদ' রাখিয়াছেন এবং নাজরানের পোপ তাঁহার কথা বলিতেন এবং তাঁহার শুভাগমনের সুসমাচার প্রায়ই দিতেন। সুতরাং তাঁহার অনুসরণে তোমরা অগ্রণী হইও, পশ্চাৎবর্তী হইও না। তখন মালিক ইব্ন নুওয়ায়রা (مالك ابن نويرة) বলিল, তোমাদের শায়খ (গুরু) কামনাশ্রয়ী এবং কুসংস্কারের শিকার। আকছাম তাহার জবাব দেন এবং এক শত কুড়িজন লোক লইয়া মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আকরা' ইব্ন হাবিস, সালামা ইব্ন কায়স, আবূ তামামা আল-হুজায়মী, রিয়াহ ইব্ন রাবী' প্রমুখ এই দলে তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। মদীনা হইতে চার দিনের পথ দূরে থাকিতেই তাহার এই ব্যাপারে ঘোর বিরোধী পুত্র হাবাশ (حبش) গোটা কাফেলার উষ্ট্রগুলি যবেহ করিয়া তাঁহাদের যাত্রা স্তব্ধ করিয়া দেয়। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে মরুভূমিতে জীবনের অন্তিম সময়ে আকছাম সহযাত্রিগণকে এই নবীর অনুসরণ করিতে তাকিদ দেন এবং নিজে সকলের সম্মুখে কলেমা পাঠ করিয়া ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন (দ্র. জামহারাতু রাসাইলিল আরাব, সাবহুল উয়ূন, পৃ. ৯৪-এর বরাতে)।

আল-ইসাবায় বলা হয়, মৃত্যুর পূর্বে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু শায়খ কারাজেকী বলেন, তিনি যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ঃ

ومن يخرج مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله.

এবং আয়াতখানি তাঁহার উপলক্ষেই নাযিল হইয়াছিল (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৫৮; আল-কুরআন, ৪ ঃ ১০৮)।

উমানবাসীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

سلام عليكم اما بعد فاقروا بشهادة ان لا اله الا الله وانى رسول الله واد واواكوة وخطو المساجد كذا وكذا والا غزوتكم .

"আপনাদের প্রতি সালাম। অতঃপর আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল, এইরূপ সাক্ষ্যদান করুন এবং ইহা স্বীকার করুন, যাকাত আদায় করুন এবং অমুক অমুক মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করুন। নতুবা আমি আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিব"। ইতঃপূর্বে উমানের রাজন্যদ্বয় জায়ফার ও আবদের নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। ইহা অপর একখানি পত্র। আবূ শাদ্দাদ দামরী আল-উমানী বলেন, এই পত্রখানি যখন আসিল, তখন উহা পড়িতে পারে এমন কোন লোক আমাদের মধ্যে ছিল না। অগত্যা এক শিক্ষিত গোলামের মাধ্যমে আমরা উহা পড়াইয়া শুনিলাম।

দিমার আসলে ইয়ামানের রাজধানী সান্'আর পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম। উক্ত দিমারী আবূ শাদ্দাদ মূলত ঐ স্থানেরই লোক ছিলেন, পরবর্তীতে উমানে বসবাস করিতেন। কেহ কেহ তাহাকে দামাঈ বলিয়াছেন। আর মু'জামের বর্ণনামতে দামা হইল উমানের নিকটস্থ একটি জনপদ। সম্ভবত উমানের দামা এলাকার লোকজনকে লক্ষ্য করিয়াই পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল (আল-ইসাবা, ৪খ., ও ৫খ., এবং উহার পাদটীকায় মুদ্রিত আল-ইস্তী'আব; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১১৮-৯)।

যিয়াদ ইব্ন জাহূর লাখমিয়্যীর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

من محمد رسول الله الى زياد بن جهور سلم انت فانى احمد الله اليك الذى لا اله الا هو اما بعد فانى اذكرك الله واليوم الاخر اما بعد فليوضعن كل دين دان به الناس الا الاسلام فاعلم ذلك.

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে-যিয়াদ ইব্ন জাহূরের প্রতি। আপনি শান্তিতে থাকুন। আমি আপনার নিকট সেই আল্লাহ্র প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। অতঃপর আমি আপনাকে আল্লাহ্ এবং শেষ বিচারের দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। অতঃপর মানুষ যত ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেছে উহার প্রত্যেকটিই পরিত্যাজ্য; ব্যতিক্রম কেবল ইসলাম। আপনি উহা জানিয়া রাখুন"।

পত্রের ভাষা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, পত্র প্রাপক আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই তাহাকে কেবল ধর্ম পরিবর্তন করিয়া ইসলামের ডাকে সাড়া দিতে আহবান জানান হইয়াছে। সিরিয়ার লাখমিয়্যীনগণ সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যিয়াদ ফিলিস্তীনের অধিবাসী ছিলেন। এই যিয়াদ মিসর জয়ে অংশগ্রহণ করিয়া ফিলিস্তীনে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আল-ইসাবায় যিয়াদ স্থলে যিয়াদাহ (زيادة) আছে (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৬৫-৬)।

বকর ইব্‌ন ওয়াইল-এর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

من محمد رسول الله الى بكر بن وائل اما بعد فاسلموا تسلموا .

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে বকর ইব্‌ন ওয়াইল-এর নামে—তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি লাভ করিবে।"

এই পত্রখানির রাবী হইতেছেন যুব্‌য়ান ইব্‌ন মারছাদ আস-সুদূসী আশ-শায়বানী (রা)। তিনি হিজরত করিয়াছিলেন এবং হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াচিলেন। বকর ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রকে লিখিত পত্রের বাহক ছিলেন তিনিই। তিনি বর্ণনা করেন, আমাদের গোত্রে পত্র পাঠ করিবার মত কেহ ছিল না। বনী দুবায়'আ (بنى ضبيعة) গোত্রের এক ব্যক্তি পত্রখানি পড়িয়া দেয়। ঐ গোত্রটিকে বনুল কাতিব বা লেখকগোত্র বলা হইত (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ২৮১)।

ইয়ামামা হইতে বাহ্‌রান পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বকর ইব্‌ন ওয়াইল গোত্রের বসবাস ছিল। তাহাদের শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে ছিল বনূ দুবায়'আ, বনূ সাদুস, বনূ শায়বান—যাহারা ইয়ামামায় বসবাস করিত। ইহাদের মধ্যে আরও ছিল বনূ ইয়াশকুর, বনূ উকবা, বনূ ইজল, বনূ হানীফা হাওযা ইব্‌ন আলী ও ছুমামা ইব্‌ন উছাল এই বনূ ইজল গোত্রেরই লোক ছিলেন— যাহারা ইয়ামামার বাদশাহ হইয়াছিলেন এবং যাহাদের নামে লিখিত পত্রের কথা ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

সম্ভবত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রথমে তাহাদের বাদশাহদের নামে এবং পরে তাহাদের প্রতিনিধি দল আসিলে ব্যাপকভাবে তাহাদের গোত্রীয় লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া পত্র দিয়াছিলেন (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৬৭)।

ইয়াহূদী জাতির প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

من محمد رسول الله اخى موسى وصاحبه بعثه الله بما بعثه به انى انشدكم بالله وما انزل على موسى يوم طور سيناء وفلق لكم البحر وانجاكم واهلك عدوكم واطعمكم المن والسلوى وظلل عليكم الغمام هل تجدون فى كتابكم انى رسول الله اليكم والى الناس كافة فان كان ذلك كذلك فاتقوا الله واسلموا وان لم يكن عندكم فلا تباعة عليكم .

"আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এবং মূসার ভাই ও সমগোত্রীয় মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে। তাঁহাকে যেমন তিনি রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহাকেও তিনি তেমনি রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নামে বলিতেছি এবং তূর দিবসে তিনি মূসার উপর যাহা নাযিল করিয়াছিলেন তাহার এবং তিনি যে তোমাদের জন্য সাগরকে বিদীর্ণ করিয়া তোমাদেরকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন এবং তোমাদের শত্রুদিগকে নিপাত করিয়াছিলেন এবং তোমাদিগকে মান্না ও সালওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং মেঘমালার দ্বারা তোমাদের উপর ছায়াপাত করিয়াছিলেন সেইগুলির। তোমরা কি তোমাদের কিতাবে পাও যে, আমি তোমাদের এবং গোটা মানবজাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং ইসলাম গ্রহণ কর। আর যদি উহা (সেই প্রমাণ) তোমাদের নিকট না

থাকে তবে তোমাদের উপর আমাকে অনুসরণের দায়িত্ব বর্তাইবে না" (দ্র. বায়হাকী, আস্-সুনানুল কুবরা, ১০খ., পৃ. ১৮০, কিতাবুশ শাহাদাত (সাক্ষ্য অধ্যায়) ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণিত। তবে পত্র প্রাপক মদীনার ইয়াহূদী সমাজ, না খায়বারের না মাকান্নার, না বনূ জাম্বার, না অন্য কোথাকার ইয়াহূদী সমাজ, না গোটা ইয়াহূদী জাতি তাহার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নাই (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৭২)।

খায়বারের ইয়াহূদীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র

من محمد بن عبد الله الامى رسول الله الى يهود خبر اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

"আবদুল্লাহর পুত্র ও আল্লাহ্র রাসূল উম্মী (নিরক্ষর) মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে খায়বারের ইয়াহূদীদের প্রতি। অতঃপর সমাচার—সমস্ত ভূ-পৃষ্ঠ আল্লাহর মালিকানাধীন। তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্যই (আল-আ'রাফঃ ১২৮)। পুণ্য কাজ করার বা পাপকার্য হইতে বাঁচিয়া থাকার ক্ষমতা নাই একমাত্র মহান ও শ্রেষ্ঠ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত" (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৭৩)।

খায়বারের ইয়াহূদীদের নিকট যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই পত্রখানা পৌঁছিল তখন তাহারা তাহাদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন সালামের নিকট উহা তাহাদেরকে পড়িয়া শুনাইতে বলে। পত্রপাঠান্তে তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এই পত্রে কী পাইলে? জবাবে তাহারা বলিল, আমরা তো উহাতে তাওরাতে বর্ণিত নিদর্শনাদি দেখিতে পাইতেছি। তিনি যদি মূসা ও দাঊদ, যাহার সুসমাচার শুনাইয়া গিয়াছেন তিনিই হইয়া থাকেন তাহা হইলে তো তাওরাতের কার্যাকারিতা রহিত হইয়া যাইবে এবং ইতোপূর্বে আমাদের উপর যাহা হারাম ছিল তাহা হালাল হইয়া যাইবে। আমাদের নিকট আমাদের নিজেদের ধর্মে অবিচল থাকাটাই অধিকতর প্রিয়।

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম বলিলেন, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আখিরাতের উপর দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিতেছ, রহমত ছাড়িয়া আরামকেই বাছিয়া লইতেছ!। তাহারা বলিল, না, তাহা নহে। তখন তিনি বলিলেন, তাহা হইলে আল্লাহ্র পক্ষে আহ্বানকারীর ডাকে তোমরা কীভাবে সাড়া না দিয়া পারিবে? তখন তাহারা তাহাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়া তাঁহার ভূত-ভবিষ্যতের জ্ঞান পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলে তিনি তাহাদেরকে মূর্খ গোষ্ঠী (قوم تجهلون) বলিয়া অভিহিত করেন।

এই পত্রখানা সপ্তম হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির আগে বা পরে প্রেরিত হইয়া থাকিবে। ইয়াহূদীরা যেহেতু বিশ্বাস করিত যে, নবূওয়াত কেবল তাহাদের গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, তাহার জবাবস্বরূপ বলিয়া দেওয়া হইল, সকল বস্তুর মালিক একমাত্র আল্লাহ, তিনি যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারেন। ইয়াহূদীদের দিন যে শেষ হইয়া আসিয়াছে, একটি পালাবদল অত্যাসন্ন, উক্ত পত্রে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৭৩-৭৪)।

খায়বারের ইয়াহূদীদের প্রতি আরেকটি বিস্তারিত পত্র

من محمد رسول الله صاحب موسى واخيه المصدق لما جاء به الا ان الله قال لكم يا معشر اهل التوراة وانكم لتجدون ذلك فى كتابكم محمد رسول الله ط والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من اثر السجود ط ذلك مثلهم فى التوراة مثلهم فى الانجيل ج كزرع اخرج شطأه فازره فا ستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ط وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما ·

وانى انشدكم بالله وانشدكم بما انزل عليكم وانشدكم بالذى اطعم من كان قبلكم من اسباطكم المن والسلوى وانشدكم بالذى ايبس البحر لا بائكم حتى انجاكم من فرعون وعمله الا اخبرتمونى هل تجدون فى ما انزل الله عليكم ان تؤمنوا بمحمد فان كنتم لا تجدون ذلك فى كتابكم فلا كره عليكم قد تبين الرشد من الغىّ فادعوكم الى الله ونبيه.

উক্ত পত্রের বক্তব্য পূর্বের পত্রের অনুরূপ এবং ইহাতে আয়াতের অর্থ দেওয়া হইল ঃ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তাহার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদেরকে রুকূ ও সিজদায় অবনত দেখিবে। তাহাদের লক্ষণ তাহাদের মুখমণ্ডলে সিজদার প্রভাবে পরিস্ফুট থাকিবে, তাওরাতে তাহাদের বর্ণনা এইরূপ এবং ইঞ্জীলেও তাহাদের বর্ণনা এইরূপই। তাহাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যাহা চাষীকুলের জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যাহারা ঈমান আনয়ন করে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের।"

পত্রের শেষ বাক্যে "তোমরা যদি উহা তোমাদের কিতাবে না পাইয়া থাক তাহা হইলে তোমাদের উপর কোনরূপ জবরদস্তি নাই"-এর সহিত বিখ্যাত আয়াতুল কুরসী-এর পরবর্তী আয়াতাংশ قد تبين الرشد من الغى "সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হইতে সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে" উদ্ধৃত করার পর বলা হইয়াছে—সুতরাং আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্ ও তদীয় নবীর প্রতি আহ্বান জানাইতেছি (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৭৪)।

আযরূহবাসীদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

هذا كتاب من محمد النبى لاهل اذرح انهم آمنون بامان الله وامان محمد وان عليهم مأة دينار فى كل رجب وافية طيبة وان الله عليهم كفيل بالنصح والاحسان للمسلمين ومن لجأ اليهم من المسلمين من المخافة والتعزير اذا خشوا على المسلمين فهم آمنون حتى يحدث اليهم محمد قبل خروجه.

"ইহা নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে আযরূহবাসীদেরকে। ইহারা আল্লাহ্ এবং মুহাম্মাদের আশ্রয়ে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। প্রত্যেক বৎসর রজব মাসে নিখাদ এক শত দীনার পরিশোধ করা তাহাদের দায়িত্ব। মুসলমানদের সহিত কল্যাণকামিতা ও সুসম্পর্কের বিনিময়ে তাহারা আল্লাহ্র যিম্মা বা আশ্রয়ে থাকিবে। মুসলমানদের উপর তাহাদের ভীতি থাকা অবস্থায় যদি কোন মুসলমান কোন ব্যাপারে অপর মুসলমানের অথবা শাস্তির ভয়ে তাহাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পূর্বে মুহাম্মাদ পরবর্তী কোন নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তাহাদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তা নিশ্চিত" (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ২৯৫)।

জারবাসীদের নামেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুরূপ একটি পত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৯০)।

তিহামার বনূ খুযা'আ নেতা বুদায়ল প্রমুখের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

من محمد رسول الله الى بديل وبسر وسروان بنى عمرو فانى احمد اليكم الله الذى لا اله الا هو اما بعد ذلكم فانى لم اثم مالكم ولم اضع فى جنبكم وإن اكرم اهل تهامة على واقربه رحما منى انتم ومن تبعكم من المطيبين اما بعد فانى قد اخذت لمن هجر منكم مثل كما اخذت لنفسى ولو هجر بارضه الا ساكن مكة الا حاجا او معتمرا. وانى ان سلمت فانكم غير خائفين من قبلى ولا مخرفين اما بعد فقد اسلم علقمة وبن علاثة وابنا هوذة وهاجرا وبايعا على من تعهم من عكرمة وان بعضنا من بعض فى الحلال والحرام وانى والله ما كذبتكم وليحيينكم ركبم.

'আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হইতে বুদায়ল, বুসর প্রমুখ বনূ 'আমর গোত্রের নেতৃবৃন্দের প্রতি।

"আমি আপনাদের নিকট সেই আল্লাহ্র প্রশংসা করিতেছি যিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই। অতঃপর আমি আপনাদের আত্মীয়তা সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত বা আপনাদের কল্যাণকামিতার

অবমূল্যায়ন করিতে চাহি না। তিহামাবাসিগণের মধ্যে আপনারাই এবং আপনাদের অনুবর্তীগণই, যাহারা সৎকর্মশীল ও পুণ্যাত্মা আমার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত এবং নিকটাত্মীয় [শা'বীর বর্ণনায় অনুবর্তীগণের বিশেষণরূপে مطيبين (সৎকর্মশীল বা পূণ্যাত্মাগণ) এবং উরওয়ার বর্ণনায় مصلين (নামাযীগণ) ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি নিজের জন্য যাহা পসন্দ করি, তাহা আপনাদের মধ্যকার ঐ ব্যক্তির জন্যও পসন্দ করি যে হিজরত করিয়াছে, যদিও তাহার হিজরত নিজ ভূমিতেই হইয়া থাকুক না কেন, সেই ব্যক্তি হজ্জ ও উমরা উপলক্ষে ব্যতীত মক্কায় বসবাস করে না। তিহামাবাসীদের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তিগণও আমার পক্ষ হইতে ঠিক সেইরূপ সদাচরণ লাভের হকদার যতটুকু স্বয়ং তিহামাবাসিগণ হকদার।

"আমি যদি নিরাপদ থাকি, তবে আমার পক্ষ হইতে আপনাদের কোন ভয় নাই এবং আমার পক্ষ হইতে অঙ্গীকার ভঙ্গেরও কোন আশঙ্কা নাই। উলাসার পুত্র আলকামা, হাওযার পুত্রদ্বয় এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ইকরিমার অনুসারী তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা দুইজনই হিজরত করিয়াছে এবং তাহাদের ও অনুবর্তীদের পক্ষ হইতে বায়'আতে আবদ্ধ হইয়াছে যে, তাহারা যেসব অধিকার ভোগ করিবে, তাহারাও অর্থাৎ তাহাদের অনুবর্তিগণও সেইরূপ অধিকার ভোগ করিবে। হারাম-হালালের ব্যাপারে তাহারা একই পর্যায়ের বলিয়া গণ্য হইবে। আমি তোমাদের সহিত মিথ্যাচার করিতেছি না। তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে বাঁচাইয়া রাখুন (দীর্ঘজীবি করুন)" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭২)।

তিহামা—কালকাশানদী তদীয় নিহায়াতুল আরাব গ্রন্থে বলেন, তিহামা একটি পর্বতের নাম, যাহা ইয়ামান হইতে সুদূর সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। বলা বাহুল্য, ঐ পর্বতের পার্শ্ববর্তী এলাকা হিসাবে আরবের এই বিশাল প্রদেশটি তিহামা নামে বিখ্যাত। তিহামা আসলে আরব উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা। উহা নজ্‌দ হইতে অপেক্ষাকৃত নীচু। প্রস্থে উহা কোথাও বেশী, কোথাও কম।

فتشتمل تهامة قسما كبيرا من اليمن وقسما اقل من الحجاز·

বনূ খুযা'আ আযদ গোত্রের একটি শাখা। মক্কা ও মারর উয-যাহরানের এবং পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী এলাকায় উহাদের বসবাস ছিল। উহারা বনূ কিনানার মিত্র ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটাত্মীয় বলিয়া উহারা গণ্য হইতেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্র-পিতামহ আবদে মানাফের মাতা এই গোত্রীয় মহিলা ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব বংশানুক্রমে তাহাদের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এই গোত্রটি সর্বদা নবী কারীম ﷺ-এর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। হিজরী পঞ্চম সালে কুরায়শ এবং খায়বারের ইয়াহূদীদের সম্মিলিত বাহিনীর মদীনা আক্রমণের প্রাক্কালে ইহারাই মুসলমানদের নিকট মদীনা আক্রমণের সংবাদ দিয়াছিলেন। ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন এই মর্মে চুক্তি হইল যে, আরবের গোত্রসমূহ নিজেদের ইচ্ছামত উভয় পক্ষের মধ্য হইতে যে কোন পক্ষকে বন্ধুরূপে বাছিয়া লইতে পারিবে, তখন বনূ খুযা'আ গোত্র তাহাদের পূর্ব ঐতিহ্য অনুসারী মুসলমানদের মিত্ররূপে থাকারই ঘোষণা দিয়াছিল। নবী কারীম ﷺ-এর আমলে উহারা মক্কার নিকটবর্তী এলাকায় বসবাসরত ছিলেন।

বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি এবং গোত্রপতির নামে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রাবলী

এই জাতীয় কয়েকখানা পত্র ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এই পত্রগুলি কোন গোত্রপতির নামে হইলেও আসলে গোটা গোত্রই উদ্দিষ্ট। এইগুলির কোন কোনটিতে ঐ গোত্রকে অভয় দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের কর্তব্য ও অধিকার নির্দেশ করা হইয়াছে। আবার কোন কোনটিতে শারী'আতের আহ্কাম বর্ণিত হইয়াছে। আবার কোন কোনটি ঐ গোত্রের প্রতিনিধি বা প্রতিনিধি দলের আগমনে তাহাদের হাতে তাহাদের অনুরোধে বা স্বতস্ফূর্তভাবে নবী কারীম ﷺ-এর পক্ষ হইতে দেওয়া হইয়াছে। এই গোত্র বা পত্রপ্রাপক গোত্রপ্রধানের নামগুলি মোটামুটি এইরূপ ঃ

(১) মা'দীকারিব ইব্ন আবরাহা
(২) খালিদ ইব্ন দিমাদ আল-আযদী
(৩) বনূ সিবাব ইবনিল হারিছ
(৪) ইয়াযীদ ইব্ন তুফায়ল হারিছী
(৫) 'আবদ্ ইয়াগূছ ইব্ন ওয়া'লা হারিছী
(৬) বনূ যিয়াদ ইব্ন হারিছ
(৭) য়াযীদ ইব্ন মুহাজ্জাল হারিছী
(৮) কায়স ইব্ন হুসায়ন
(৯) বনূ হারিছ ও বনূ নাহদ
(১০) বনূ কানান ইব্ন ইয়াযীদ হারিছী
(১১) 'আমির ইবনুল হারিছ আল-হারিছী
(১২) বনূ মু'আবিয়া ইব্ন জারূল তাঈ
(১৩) 'আমির ইব্ন আসওয়াদ তা'ঈ
(১৪) বনূ জুওয়াইন তা'ঈ
(১৫) বনূ মা'আন তা'ঈ
(১৬) হানাওয়া আযদী
(১৭) সা'দ হুযহামী ও বনূ জুযাম
(১৮) বনূ জুর'আ ও বনূ রাবী'আ জুহানী
(১৯) বনূ জু'আল
(২০) বনূ খুযা'আ
(২১) 'আওসাজা ইব্ন হারমালা আল-জুহানী
(২২) বনূ শানাখ জুহানী
(২৩) বনূ জুরহুম ইব্ন রাবী'আ জুহানী
(২৪) 'আমর ইব্ন মা'বাদ জুহানী
(২৪) বনুল হুরকা জুহানী
(২৬) বিলাল ইব্ন হারিছ মুযানী
(২৭) বুদায়ল ও বুসর-বনূ 'আমরের নেতৃদ্বয়
(২৮) মাসলামা ইব্ন মালিক হারিছী
(২৯) 'আব্বাস ইব্ন মিরদাস আব্বাস সুলামী
(৩০) হাওযা ইব্ন সুলামী
(৩১) হারাম ইব্ন আব্দ 'আওফ সুলামী
(৩২) বনূ গিফার
(৩৩) বনূ দামরা
(৩৪) জামীল ইব্ন মারছাদ
(৩৫) বুহ্তার তা'ঈ
(৩৬) 'আবদুল কায়স
(৩৭) বনূ ছাকীফ
(৩৮) বনূ খুবাব আল-কাল্বী
(৩৯) বনূখাছ' আম (বালাগে মুবীন, পৃ. ২১১-২)

খালিদ ইব্ন দিমাদ আল-আযদীর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

খালিদের পিতা দিমাদ ইব্ন ছা'লাবা ছিলেন আযদ গোত্রের লোক। জাহিলিয়াতের যুগে তাঁহার ডাক্তারী ও সার্জারীর পেশা ছিল। মূলত ইয়ামানের অধিবাসী দিমাদ নবী কারীম ﷺ-এর আবির্ভাবের পর মক্কায় আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমন অবস্থায় দেখিতে পান যে, একদল ছেলে-ছোকরা পাগল পাগল বলিতে বলিতে তাঁহার পিছনে পিছনে ছুটিতেছে। তাহা লক্ষ্য করিয়া দিমাদ অনেকটা দরদের সহিত নবী কারীম ﷺ-এর নিকটে পৌঁছিয়া বলেন, আমি পাগলের চিকিৎসা করিতে পারি। জবাবে নবী কারীম ﷺ হাম্দ ও ছানা পাঠান্তে তাহাকে লক্ষ্য

করিয়া কয়েকটি কথা বলেন। দিমাদের অন্তরে তাহা এমনভাবে রেখাপাত করে যে, সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন (মুসনাদে আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, ১খ., পৃ. ৩০২; মকতূবাতে নাবাভবন।

ان له ما اسلم عليه من ارضه على ان يؤمن بالله لا يشرك به شيئا ويشهد ان محمدا عبده ورسوله وعلى ان يقيم الصلوة ويؤتى الزكاة ويصوم شهر رمضان ويحج البيت ولا يؤوى محدثا ولا يرتاب وعلى ان ينصح لله ولرسوله وعلى ان يحب احباء الله ويبغض اعداء الله وعلى محمد النبى ان يمنعه مما يمنع منه نفسه وماله واهله وان الخالد الازدى ذمة الله وذمة محمد النبى ان وفى بهذا.

"খালিদ ইব্ন দিমাদ যে ভূ-সম্পদসহ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা তাহারই মালিকানাধীন থাকিবে। তবে শর্ত হইতেছে, তাহাকে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান রাখিতে হইবে, তিনি তাঁহার সহিত অন্য কাহাকেও শরীক করিবেন না এবং সাক্ষ্য দিতে হইবে যে, মুহম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল। তাহাকে সালাত কায়েম করিতে হইবে, যাকাত আদায় করিতে হইবে, রমযানের সাওম পালন করিতে হইবে এবং আল্লাহ্র ঘরের হজ্জ করিতে হইবে। কোন নূতন প্রথা সৃষ্টিকারী (বিদ্'আতী)-তে আশ্রয় দেওয়া যাইবে না। ইসলামের সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী থাকিতে হইবে। আল্লাহ্র বন্ধুদেরকে ভালবাসিতে হইবে এবং তাঁহার শত্রুদেরকে ঘৃণা করিতে হইবে। নবী মুহাম্মাদের উপর দায়িত্ব বর্তাইবে যে, তিনি যেন তাহার এমনি হিফাযত করেন যেমনভাবে তাঁহার নিজের জান-মাল ও পরিবারবর্গের হিফাযত করিয়া থাকেন। খালিদ আল-আয্দীর জন্য আল্লাহ্ ও নবী মুহাম্মাদের উপর যিম্মাদারী রহিল— যাবৎ তাহার বিশ্বস্ততা বহাল থাকে" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৭)।

জুনাদা আল-আয্দী ও তাহার সম্প্রদায়ের প্রতি নবী কারীম (স)-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لجنادة وقومه ومن تبعه ما اقاموا الصلوة واتوا الزكاة واطاعوا الله ورسوله واعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبى وفارقوا المشركين فان لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله وكتب ابى.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এই পত্রখানা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে জুনাদা, তাহার সম্প্রদায় ও তাহার অনুসারিগণের প্রতি। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করিবে, গনীমতে আল্লাহ্র খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) এবং নবীর অংশ দিতে থাকিবে, মুশরিকদের নিকট হইতে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের জন্য আল্লাহ্ ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র নিরাপত্তার দায়িত্ব রহিল। পত্রলেখক উবায়্যি (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭০; আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩১৩)।

উসদুল গাবা এবং আল-ইসাবায় জুনাদা আল-আযদীর পরিচয় বিধৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ

هو جنادة ابن ابى امية الازدى ثم الزهرانى واسم ابى امية مالك او كثير وله ذكر فى الصحابة.

"সাহাবীরূপে তাঁহার পরিচিতি, তাঁহার পিতার নাম আবূ উমায়্যা মালিক, মতান্তরে কাছীর আল-আযদী, পরবর্তীতে আয্-যাহ্রানী"। এই পত্রের শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم এবং শিরোনাম কেবল কান্যুল উম্মালেই রহিয়াছে (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩১৪)।

রিফা'আ ইব্ন যায়দ আল-জুযামীর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর লিপি

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله ﷺ لرفاعة ابن زيد انى بعثته فى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم الى الله والى رسوله فمن اقبل منهم ففى حزب الله وحزب رسوله ومن ادبر فله امان شهرين.

"পরম দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে। ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে রিফা'আ ইব্ন যায়দের প্রতি। আমি তাহাকে তাহার স্ব-সম্প্রদায় এবং যাহারা তাহাদের সাথে শামিল হইয়াছে তাহাদেরকে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরণ করিলাম। তাহাদের মধ্যকার যে বা যাহারাই তাহাতে সাড়া দিবে, আল্লাহ্র দলে এবং তাঁহার রাসূলের দলের লোক বলিয়া গণ্য হইবে। যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে, তাহাদের দুই মাসের নিরাপত্তা দেওয়া হইবে" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৫৪-৩৫৫; আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩২২-২৩; প্রফেসর আব্দুল খালিক, সাইয়েদুল মুরসালীন, ২খ., পৃ. ৩৮৬)।

এই রিফা'আ খায়বার যুদ্ধের পূর্বে এবং হুদায়বিয়ার সন্ধির কিছু পরে ৭ম হিজরীর শুরুর দিকে নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হন নবী করীম ﷺ-কে একটি গোলাম উপহার দেন, যাহার নাম ছিল মিদ'আম, যে খায়বারের যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। রিফা'আ তাহার সম্প্রদায়ে পৌঁছিয়া তাহাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলে তাহারা তাহার ডাকে সাড়া দেয় এবং গোটা কবীলাই ইসলাম গ্রহণ করে।

সাম'আন আর-রাকি'-এর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাম'আন (ইব্ন 'আমর ইব্ন কুরায়ত ইব্ন উবায়দ ইব্ন আবী বাক্র ইব্ন কিলাব)-কে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আওসাজা আল-'উয়ানীর মাধ্যমে একখানা পত্র প্রেরণ করেন। সে ঐ পত্রখানা (যাহা চর্ম গাত্রে লিখিত ছিল) দ্বারা তাহার মশকে তালি দেয়। এই জন্য উহারা বনূর রাকি' (ওয়াছাইকের ভাষায় বনুল মুরাক্কা) নামে অভিহিত হয়— যাহার অর্থ তালিওয়ালা বা পট্টিওয়ালা গোত্র। অতঃপর এই সাম'আন নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইব্ন সা'দ আবূ ইসহাক আল-হামাদানীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, 'উয়ানী যখন তাহার নিকট আসে তখন তাহার মেয়ে তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলে, তোমার বিপদ আসন্ন দেখিতে পাইতেছি। তোমার নিকট আরব সর্দারের পত্র আসিল আর তুমি কিনা উহা দ্বারা তোমার মশকে তালি লাগাইলে। সত্য সত্যই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি বাহিনী তাহার নিকট দিয়া অতিক্রমকালে তাহার সব কিছু কাড়িয়া নেয়। তখন সেই ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলিমরূপে নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, মুসলমানদের মধ্যে বিলি-বন্টন হইয়া যাওয়ার পূর্বে যতটুকু সম্পদ তুমি লাভ করিয়াছ, তুমি কেবল উহারই হকদার হইবে (আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩২৯-৩০)।

আবূ শাহ্ আল-য়ামানীর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين الا وانها لم تحل لاحد قبلى الا وانما احلت لى ساعة من النهار وانها لا تحل لاحد كان بعدى لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطها الا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يفتدى واما ان يقتل.

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মক্কা আক্রমণ হইতে হাতীকে রোধ করিয়াছেন, তাঁহার রাসূল এবং মুমিনগণকে তিনি উহার উপর বিজয়ী করিয়াছেন। আমার পূর্বে কাহারও জন্য মক্কা (যুদ্ধ-বিগ্রহ) বৈধ করা হয় নাই। আমার বেলায় কেবল দিনের স্বল্পক্ষণের জন্য উহা (রক্তপাত) বৈধ করা হইয়াছিল; আমার পরে আর কাহারও জন্য উহা বৈধ করা হইবে না। এই এলাকার শিকার (যোগ্য পশু-পাখী)-কে ভয় দেখান যাইবে না (অর্থাৎ তাড়া করা যাইবে না), উহার কোন কাঁটা গাছও কাটা যাইবে না, উহাতে পতিত বা হারান বস্তু কাহারও জন্য বৈধ হইবে না, কেবল উহার অনুসন্ধানকারী (মালিক) ব্যতীত। কাহারও কোন ব্যক্তি নিহত হইলে হয় সে উহার ফিদয়া (রক্তপণ) গ্রহণ করিবে, নতুবা হত্যার বদলে হত্যা করিবে।"

আবূ শাহ্ য়ামানীর অনুরোধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার জন্য উহা লিখাইয়া দিয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, মক্কার কোন সাধারণ তৃণপাতা, কাঁটাগাছ পর্যন্ত কাটিতে এই বক্তব্যে নিষেধ করা হইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিতৃব্য হযরত 'আব্বাস (রা) বলিয়াছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইযখির ঘাসকে উহার ব্যতিক্রম রাখিতে হইবে। কেননা উহা আমাদের গৃহ নির্মাণে ও মৃত দাফনের মত অতীব প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য সামগ্রী। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইযখির ঘাস ইহার ব্যতিক্রম বলিয়া ঘোষণা দিলেন। এই আবূ শাহ য়ামানীকে কাল্ব গোত্রীয় বলিয়া ঐতিহাসিকগণ তাঁহার কুলজিনামায় বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পিতা পারস্য দেশীয় এবং মাতা আরব বংশীয় ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষগণ সায়ফ যী-ইয়াযানের সাহায্যার্থে পারস্য হইতে ইয়ামানে আসিয়াছিলেন (সাহীহুল বুখারী, ২খ., পৃ. ১০১৬)।

সুহায়ল ইব্ন আমরের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

কুরায়শ নেতা সুহায়ল ইব্ন 'আমর ছিলেন একজন কূটনীতিবিদ এবং অনলবর্ষী বক্তা। হিজরতের পূর্বে তাহার বিষাক্ত অপপ্রচার ও উত্তেজনাকর বক্তৃতা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মুসলমানদের জীবনকে দুর্বিসহ করিয়া তুলিয়াছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে তিনি ছিলেন কুরায়শ পক্ষের ভাষ্যকার ও প্রতিনিধি। তাঁহারই আপত্তির দরুন সন্ধিপত্রে লিখিত 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্, শব্দগুলি কাটিয়া মুছিয়া ফেলিতে মুসলমানগণ বাধ্য হইয়াছিলেন, বাধ্য হইয়াছিলেন বাহ্যত অনেকটা নতি স্বীকারমূলক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে। নির্যাতিত আবূ জান্দাল হাতে-পায়ে বেড়িবদ্ধ অবস্থায় চুক্তি সম্পাদন শেষ হইতে না হইতেই মুসলমানদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন কিন্তু সন্ধির শর্তানুসারে মহানবী ﷺ একান্ত অনিহা সত্ত্বেও তাঁহাকে তাঁহার পরম নির্যাতক পিতা সুহায়লের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়াও তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন। মক্কা বিজয়ের দিন যখন নবী করীম ﷺ পরাস্ত মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে

প্রশ্ন করিয়াছিলেন ঃ এখন তোমাদের কী বক্তব্য? কী ব্যবহার আমার কাছে তোমাদের প্রাপ্য? তখন এই সুহায়লই জবাব দিয়াছিলেন ঃ

نقول خيرا ونظن خيرا اخ كريم وابن اخ كريم.

"আমরা মঙ্গলের কথাই বলিব, আমরা সুধারণাই পোষণ করি হে মহান ভাই, মহান ভাতিজা।"

সত্য সত্যই তাঁহার কথা ও ধারণামত মহানবী ﷺ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিদায় হজের দিন তিনিই নবী করীমের বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া সকলকে জানাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালে যখন মক্কাবাসীদের অবস্থা নড়বড়ে হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের ধর্মচ্যুতির উপক্রম হইয়াছিল, তখন এই সুহায়লই তাঁহার বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তব্যের সাহায্যে সকলকে অবিচলভাবে ইসলামের উপর টিকাইয়া রাখিয়াছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর নবী করীম ﷺ তাঁহার নামে লিখিত পত্রে নির্দেশ দিলেন ঃ

ان جـــائك كـتـابى لـيـلا فـلا تصبحن او نـــهـارا فـلا تـــمـسين حـتى تبـعث الى مـــزداتـين من ماء زمزم.

"আমার এই পত্রখানি রাত্রিতে তোমার নিকট পৌঁছিলে তুমি আর পরদিন সকালের অপেক্ষা করিও না, আর দিনের বেলা পৌঁছিলে সন্ধ্যা অপেক্ষা করীও না। দুই মটকা যমযমের পানি আমার নিকট পাঠাইয়া দাও"।

হযরত সুহায়ল (রা) পত্র পাওয়ামাত্র এই হুকুম তামিল করেন এবং একটি উটের পিঠে মদীনার উদ্দেশ্যে যম্যমের পানি রওয়ানা করিয়া দেন (আল-ইসাবা, ১খ., নং ৩৮ এবং ৪খ., নং ৯৩; (নারী অধ্যায়) আল্-মাজমূ'আ, পৃ. ২৩৮; কাত্তানী, ১খ., পৃ. ১০১ এর বরাতে; উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩৭২; মাকতূবাতে নবভী, পৃ ২৯২-৩)।

যামাল ইব্ন 'আমর ইব্ন উযরাকে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র

ইহার নাম সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেহ বলিয়াছেন যামাল ইব্ন 'আমর, কেহ বলিয়াছেন যামাল ইব্ন রবী'আ, আবার কেহ বলিয়াছেন যুমায়ল ইব্ন 'আমর। তিনি বনূ উযরা ইব্ন সা'দ ইব্ন হুযায়ম-এর লোক ছিলেন। ইহারা ইয়ামানে বসবাস করিতেন। নবম হিজরীর সফর মাসে বার সদস্যবিশিষ্ট তাঁহাদের প্রতিনিধি দলটি নবী কারীম ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়। তাহারা জানিতে চাহেন যে, নবী কারীম ﷺ কোন দিকে আহবান করিয়া থাকেন।

জবাবে নবী কারীম ﷺ তাহাদেরকে বলেন, একক লা-শারীক আল্লাহ্র ইবাদত করিবে এবং এই কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর তাহাদের জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি তাহাদেরকে ইসলামের ফরয কার্যাবলীর বিবরণ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র রাসূল। আপনি আমাদেরকে যে দাওয়াত দিয়াছেন আমরা তাহা সর্বান্তঃকরণে কবুল করিলাম। এখন হইতে আমরা আপনার সাহায্যকারীরূপে থাকিব। ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদেরকে ব্যবসা ব্যাপদেশে সিরিয়ায় যাইতে হয়— যেখানে হিরাক্লিয়াসের রাজত্ব ও বসবাস। এই ব্যাপারে কি আপনার নিকট কোন ওহী নাযিল হইয়াছে?

জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদেরকে জানাইলেন, সিরিয়া অচিরেই বিজিত হইবে, রোমক সম্রাট সেখান হইতে পলায়ন করিবে। নবী কারীম ﷺ এই সময় তাহাদেরকে গণক ঠাকুরদের নিকট যাইতে এবং তাহাদের যবেহকৃত পশুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করিতে বারণ করেন এবং বলিয়া দেন, তোমাদের উপর কেবল কুরবানীর দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েক দিন তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়া হাদিয়া-তোহফা দিয়া বিদায় করেন (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৪৮-৪৯; সীরাতুল মুস্তাফা, ২খ., পৃ. ২৯৪)। প্রতিনিধি দলটি ফেরত যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদেরকে এই লিপিমালা প্রদান করেন ঃ

من محمد رسول الله لزمل بن عمرو ومن اسلم معه خاصة وانى بعثته الى قومه عامة فمن اسلم ففى حزب الله ومن ابى فله امان شهرين شهد على بن ابى طالب ومحمد بن مسلمة الانصارى.

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে যামাল ইব্‌ন 'আমর এবং তাঁহার সহিত একত্রে ইসলাম গ্রহণকারীদিগকে বিশেষভাবে এবং তাঁহাকে তাঁহার স্বগোত্রীয়দের প্রতি আমভাবে আমি প্রেরণ করিলাম। (তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া) যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে তাহারা আল্লাহ্‌র দলের অন্তর্ভুক্ত (বলিয়া গণ্য) হইবে। আর যাহারা তাহাতে অসম্মত হইবে বা তাহার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিবে, তাহাদের জন্য দুই মাসের নিরাপত্তা রহিল" (দ্র. মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ২০৫, নং ১৭৯; রিসালাতু নাবাবিয়্যা, নং ৫২; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৪৮-৯; মু'জামুল কাবাইল, পৃ. ৭৬৮; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ২৪০)।

মুতাররিফ ইব্‌ন কাহিন আল-বাহিলীর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

ইয়ামানের গোত্রপতি মুতাররিফ ইব্‌ন কাহিন আল-বাহিলীকে জমি আবাদ এবং গবাদি পশুর যাকাতের বিধান উল্লেখ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রখানা ছিল নিম্নরূপ ঃ

هذا كتاب من محمد رسول الله لمطرف بن الكاهن ولمن سكن بيته من باهلة ان من احيا ارضا مواتا بيضاء فيها مناخ الانعام ومراح فهى له وعليهم فى كل ثلاثين من البقر فارض وفى كل أربعين من الغنم عتود وفى كل خمسين من الأبل ثاغية مسنة وليس للمصدق أن يصدقها إلا فى مراعيها وهم آمنون.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এই পত্রখানা মুতাররিফ ইবনুল কাহিন আল-বাহিলী এবং তাহার পরিবার-পরিজন, যাহারা তাহার ঘরে বাস করে তাহাদের উদ্দেশ্যে। পশুপালের বিচরণক্ষেত্র, অনাবাদী জমি যে আবাদ করিবে উহা তাহারই হইবে। তাহাদের উপর প্রতি ত্রিশটি গরুর জন্য একটি পূর্ণ বয়স্ক গরু, প্রতি চল্লিশটি ছাগল-ভেড়াতে একটি এক বছর বয়েসী ভেড়া এবং প্রতি পাঁচটি উটে একটি পূর্ণ বয়স্ক ছাগী যাকাত ধার্য হইবে। যাকাত প্রদানকারী তাহার পশুচারণক্ষেত্র ভিন্ন অন্য স্থানে যাকাত দিতে বাধ্য থাকিবে না। তাহারা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিরাপত্তা ভোগ করিবে" (দ্র. আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৮৩; মকতূবাতে নববী, পৃ. ২০৮-৯, তাবাকাতের বরাতে)।

আল-আকবার ইব্ন আবদিল কায়সের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রদত্ত লিপি

من محمد رسول الله إلى الأكبر بن عبد القيس انهم آمنون بأمان الله وأمان رسوله على ما أحدثوا فى الجاهلية من القحم وعليهم الوفاء بما عاهدوا ولهم أن لا يحبسوا عن طريق الميرة ولا يمنعوا صوب القطر ولا يحرموا حريم الثمار عند بلوغيه والعلاء بن الحضرمى أمين رسول الله على برها وبحرها وحاضرها وسراياها وما خرج منها وأهل البحرين خفراؤه من الضيم وأعوانه على الظالم وأنصاره فى الملاحم عليهم بذلك عهد الله وميثاقه لا يبدلوا قولا ولا يريدوا فرقة ولهم على جند المسلمين الشركة فى الفىء والعدل فى الحكم والقصد فى السيرة حكم لا تبديل له فى الفريقين كليهما والله ورسوله يشهد عليهم.

"মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হইতে আল-আকবার ইব্ন আবদিল কায়সের প্রতি। জাহিলিয়াতের যুগে কৃত অপরাধসমূহ সত্ত্বেও তাহারা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের পক্ষ হইতে নিরাপত্তার অধিকারী। তাহারা যেসব ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছে তাহা তাহাদেরকে পূরণ করিতে হইবে। তাহাদের খাদ্যশস্যাদি পরিবহনের পথে বাধা দেওয়া যাইবে না। বৃষ্টির পানি হইতে উপকৃত হইতে তাহাদেরকে বাধা দেওয়া যাইবে না। পরিপক্ক অবস্থায় তাহাদের ফল-ফলাদি আহরণে তাহাদেরকে বাধা দেওয়া যাইবে না। আল্লাহ্র রাসূলের পক্ষ হইতে আল-'আলা ইব্ন হাদরামীকে তাহার জল-স্থল, স্থায়ী জনপদসমূহ, উহার প্রাসাদসমূহ (سرايا ها) এবং সেইগুলি হইতে যাহা কিছু বাহির হইবে সবকিছু যিম্মাদার করা হইল। বাহরায়নবাসিগণ তাহাকে সর্বপ্রকার নিপীড়ন হইতে রক্ষা করিবে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সাহায্যকারী এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে তাহার সাহায্যকারীরূপে থাকিবে। এইগুলির দ্বারা তাহারা আল্লাহর সহিত অঙ্গীকারে আবদ্ধ রহিল। তাহারা উহার অন্যথা করিবে না বা উহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইবে না। মুসলমানদের সৈন্যবাহিনীকে ফায় বা গণীমতে শরীক রাখিতে হইবে এবং তাহাদের সহিত ন্যায়ানুগ আচরণ করিতে হইবে। বিচারে ন্যায়পরায়ণতা ও জীবন যাপনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিবে। এই আদেশ উভয় পক্ষের কাহারও জন্য পরিবর্তনযোগ্য নহে। আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূল তাহাদের ব্যাপারে সাক্ষী রহিলেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮৩)।

বনূ ওয়াইল নেতৃবৃন্দের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

কুরায়শদের মধ্যে সর্বপ্রথম যে গোত্রটি তাহার প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মধ্যে একটি স্বাধীন রাজ্যের গোড়াপত্তন করিয়াছিল তাহারা হইতেছে বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্র। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত যুব্‌য়ান ইব্ন মিরদাস আস-সাদূসী (রা)-এর মাধ্যমে এই গোত্রটির নিকট ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত সংক্ষিপ্ত একটি পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রটি ছিল ঃ

اما بعد فاسلموا تسلموا.

"অতঃপর তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া লও, নিরাপত্তা লাভ করিবে" (বালাগে মুবীন, পৃ. ২১৯-২০)। উল্লেখ্য যে, এই গোত্রের সর্দার ওয়াইল ইব্ন হুজরের নামে লিখিত বিস্তারিত পত্রের বর্ণনা ইতোপূর্বে দেওয়া হইয়াছে।

বনূ আরীদ-এর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم وكتب رسول الله ﷺ بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى عريض طعمة من رسول الله عشرة أوسق قمحا وعشرة أوسق شعيرا فى كل حصاد وخمسين وسقاً تمرا يوفون فى كل عام لحينه لا يظلمون شيئا وكتب خالد بن سعيد.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে বনূ 'আরীদের জন্য আহার্যস্বরূপ প্রতি বৎসর ফসল কাটার সময় দশ ওয়াসাক গম, দশ ওয়াসাক যব এবং ৫০ ওয়াসাক খেজুর দেওয়া হইবে। তাহাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম করা হইবে না। পত্রখানি লিখেন খালিদ ইব্ন সা'ঈদ" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৯)। মাকতূবাতে নববীতে (পৃ. ২২১) উহাদিগকে বনূ উরায়দ বলা হইয়াছে। তাবাকাতে পত্রের সাথে সাথে এই কথাটিও উল্লিখিত আছে যে, ইহারা ইয়াহূদী ধর্মাবলম্বী ছিল।

তিহামার পার্বত্য অঞ্চলবাসীদের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

তিহামার পার্বত্য অঞ্চলে সমাবেশ ঘটিয়াছিল কিনানা, মুযায়না, আল-হিকাম ও আল-কায়া গোত্রের বেশ কিছু লোক এবং তাহাদের ক্রীতদাসদের। তাহাদের খাদ্যদ্রব্যের তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। দস্যুবৃত্তি, রাহাজানিই ছিল তাহাদের পেশা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিজয়বার্তা তাহাদের নিকট পৌঁছিলে তাহারা প্রমাদ গণিল। তাহাদের একটি প্রতিনিধিদল নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে আসিয়া হাযির হইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের পূর্ব অপরাধসমূহের ক্ষমার ঘোষণা দিয়া এবং তাহাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করিয়া একটি লিপি প্রদান করেন। তাহা ছিল এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى رسول الله لعباد الله العتقاء إنهم إن امنوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعبدهم حر ومولاهم محمد ومن كان منهم من قبيلة لم يرد إليها وما كان فيهم من دم أصابوه أو مال أخذوه فهو لهم وما كان لهم من دين فى الناس رد إليهم ولا ظلم عليهم ولا عدوان وإن لهم على ذلك ذمة الله وذمة محمد والسلام عليكم وكتب أى بن كعب.

"পরম দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে। ইহা আল্লাহ্র রাসূল নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে আল্লাহ্র স্বাধীন বান্দাদের প্রতি। তাহারা যদি ঈমান আনয়ন করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তাহা হইলে তাহাদের গোলামরাও স্বাধীন এবং তাহাদের অভিভাবক হইলেন মুহাম্মাদ। তাহাদের মধ্যকার যাহারা কোন গোত্র হইতে (পালাইয়া) চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদেরকে আর ফেরত পাঠান হইবে না। তাহাদের উপর কোন রক্তপণ থাকিলে তাহা আর দিতে হইবে না বা তাহারা কোন সম্পদ লইয়া আসিয়া থাকিলে তাহা তাহাদেরই থাকিবে। পক্ষান্তরে লোকদের কাছে তাহাদের কোন পাওনা থাকিয়া থাকিলে উহা তাহাদিগকে ফেরত লইয়া দেওয়া হইবে। তাহাদের প্রতি কোন প্রকার যুলুম বা বাড়াবাড়ি করা হইবে না। এই ব্যাপারে তাহাদের জন্য আল্লাহ্ এবং

মুহাম্মাদের দায়িত্ব। উবাই ইব্ন কা'ব এই পত্রখানি লিখেন। ওয়াস্‌সালামু আলায়কুম" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৮)।

কাল্‌ব গোত্রের বনূ জনাবের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

কাল্‌ব গোত্রের শাখা বনূ জনাবের সর্দার কাতান ইব্ন হারিছা স্বগোত্র নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। নবী কারীম ﷺ তাঁহাকে সালাত ও যাকাতের মাস্‌আলা সম্বলিত একটি ফরমান লিখাইয়া দেন। ঐ ফরমানটি ছিল এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبى رسول الله لبنى جناب وأحلافهم ومن ظاهرهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتمسك بالإيمان والوفاء بالعهد وعليهم فى الهاملة الراعية فى كل خمس شاة غير ذات عوار والحمولة المائرة لهم لاغية والسقى الرواء والعذى من الأرض يقيمه الأمين وظيفة لا يزاد عليهم شهد سعد بن عبادة وعبد الله بن أنيس ودحية بن خليفة الكلبى.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে বনূ জনাব এবং তাহাদের মিত্রদের প্রতি— যাহারা তাহাদের সহিত সহযোগিতা করে, সালাত কায়েমে, যাকাত প্রদানে, ঈমানের উপর অবিচল থাকার ব্যাপারে এবং প্রতিশ্রুতি পালনে। তাহাদের উপর বিনা রাখালে চরিয়া খাওয়া প্রতি পাঁচটি ছাগলের একটি যাকাতস্বরূপ দান করা অপরিহার্য। মালবাহী পশুর উপর কোন যাকাত নাই। যে সকল পশু পথ ভুলিয়া তাহাদের এলাকায় ঢুকিয়া পড়ে সেইগুলির মালিকানা তাহাদেরই হইবে। বৃষ্টি সিঞ্চিত ও নহর সিঞ্চিত ভূমিতে যাকাত উসুলকারী নির্ধারিত তাহ্‌শীলদার বেতন আদায় করিবেন। সা'দ ইব্ন উবাদা, আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স ও দিহ্‌য়া ইব্ন খালীফা আল-কালবী উহার সাক্ষীস্বরূপ রহিলেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮৫-৬)।

আমাইর কাল্‌ব-এর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লিপি

كتاب من محمد رسول الله لعمائر كلب واحلافها ومن صاده الاسلام من غيرها مع قطن بن حارثه العلمى باقامة الصلوة لوقتها وايتاء الزكاة لحقها فى شدة عقدها ووفاء عهدها بمحضر شهود من المسلمين سعد بن عبادة وعبد الله بن انيس ودحية بن خليفة الكلبى عليهم فى اطهمولة الراعية البساط انطؤا فى كل خمسين ناقة غير ذات عوار والحمولة المائرة لهم لاغية وفى الشرى سنة حامل او حافل دنيها سقى الجرول من العين المعين العشر من ثمرها بما اخرجت ارضها وفى العذى شطره بقيمة الامين ولا يزاد عليهم وظيفة ولا يفرق يشهد الله تعالى على ذلك ورسوله وكتب ثابت ابن قيس بن شماس.

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে আমাইর কাল্‌ব এবং তাহাদের মিত্রদের প্রতি এবং অন্যদের মধ্য হইতে ইসলাম তাহাদের সহিত আরও যাহাদেরকে একত্র করিয়াছে। কাতান ইব্ন

হারিছা আল-'উলায়মীর সহিত তাহাদের প্রতি। সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করিতে হইবে। যাকাত তাহার হকদারদিগকে দিতে হইবে। ঈমানের তথা কলেমার অঙ্গীকারে তাহারা অবিচল থাকিবে। প্রতিশ্রুতি পূরণ করিবে। মুসলমানদের মধ্য হইতে সা'দ ইব্ন 'উবাদা, আবদুল্লাহ ইব্ন উনায়স, দিহ্য়া ইব্ন খালীফা আল-কালবী সাক্ষীস্বরূপ রহিলেন। চারণক্ষেত্রে চরিয়া খাওয়া তাহাদের প্রতি পঞ্চাশটি উটনীর উপর একটি যাকাতস্বরূপ দিতে হইবে যাহা হইবে ত্রুটিমুক্ত। খাদ্যসামগ্রীর পরিবহন কাজে ব্যবহার্য উটের কোন যাকাত দিতে হইবে না। বয়স্ক দুধেল বকরীরও যাকাত আছে (অন্যত্র প্রতি পাঁচটিতে একটি নিসাব বর্ণিত হইয়াছে)। নালা ও প্রবহমান ঝর্ণা সিঞ্চিত জমির ফসলের উশর দিতে হইবে। বৃষ্টি সিক্ত জমিতে যাকাতের পরিমাণ অর্ধেক— যেভাবে তাহ্শীলদার নির্ধারণ করিয়া দিবে। তাহার অধিক তাহাদের উপর কোনরূপ কর ধার্য করা হইবে না। তাহাদের পশুপালকে (অধিক যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে) পৃথক পৃথক করিয়া যাকাত নির্ধারণ করা যাইবে না। আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল ইহার সাক্ষী রহিলেন। ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাসের কলমে পত্রখানি লিখিত" (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৪১৭)।

আল-'আরাব কাবলাল ইসলাম গ্রন্থে (পৃ. ৭৫) আল-আসমাঈ বলেন ঃ

ان العمائر بطن من الكلب فليس المراد المعنى اللغوى بل هو علم لهذا البطن.

"আমাইর বনূ কালবের একটি শাখার নাম। সুতরাং আভিধানিক অর্থে উহা ব্যবহৃত হয় নাই, বরং 'আমাইর' শব্দটি বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।"

পূর্বোল্লেখিত পত্রখানি এবং এই পত্রখানিতে অনেক সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ইব্ন হাজার এবং ইবনুল আছীরের হারিছা ইব্ন কাতান ইব্ন যাইর সংক্রান্ত আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দূমাতুল জান্দাল, কাল্‌ব, 'আমাইরে কাল্‌ব ও সাকূন গোত্রীয়দেরকে বিভিন্ন পত্র লিখিয়াছেন। সাকূন গোত্র কিন্দার একটি শাখাগোত্র। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঐ গোত্রের বাদশাহ— যিনি দূমাতুল জান্দালের বাদশাহরূপে পরিচিত ছিলেন— যাহার নাম ছিল আবদুল মুগীছ উকায়দির ইব্ন আবদুল মালিক, তাহাকে একটি পত্র দেন (পূর্বে উল্লিখিত)। দ্বিতীয় পত্রটি দেন (সাধারণভাবে) দূমাবাসীদের উদ্দেশ্যে। উহারা ছিল কালবেরই বিভিন্ন দল-উপদল। হারিছা ইব্ন কাতানের মাধ্যমে এই পত্রখানি প্রদত্ত হয়। তৃতীয় পত্রখানা দেন কালবের প্রতিনিধি দলকে। ইহাতে কালব এবং উহার আমাইর এবং তাহাদের চুক্তিবদ্ধগণও শামিল ছিলেন। ইহাতে অনেক শাখা-গোত্র ছিল। চতুর্থ পত্রখানা ছিল বনি দোনাবের নামে। মু'জামুল কাবাইলের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা সকলেই খৃস্টান ছিলেন (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৪২১)। সুতরাং বক্তব্য প্রায় অভিন্ন হইলেও পত্রগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। অবশ্য, পত্রগুলি পাশাপাশি রাখিয়া পাঠ করিলে কিছু কিছু তারতম্যও ধরা পড়ে।

বনূ আসাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর লিপি

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى إلى بنى أسد سلام عليكم فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو أما بعد فلا تقربن مياه طىء وأرضهم فإنه لا تحل لكم مياههم ولا يلجن أرضهم إلا من

أولــجوا وذمـة محمد بــريئة مــمن عصـــاه وليقم قــضاعــى ابــن عمرو وكتب خـالد بن سـعـيد.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে বনূ আসাদের প্রতি। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক! আমি তোমাদের নিকট সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি যিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নাই। অতঃপর তোমাদের কেহ যেন 'তাই' গোত্রের কূপ বা জলাশয়ের ধারেও না যায় এবং তাহাদের ভূমিতে প্রবেশ না করে। তোমাদের জন্য তাহাদের কূপগুলি ব্যবহার করা বৈধ নহে। তাহাদের অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কেহ যেন তাহাদের ভূমিতে কোনক্রমেই প্রবেশ না করে। এই নির্দেশ অমান্যকারীদের ব্যাপারে মুহাম্মাদের কোনই দায়িত্ব নাই। কুদা'আ ইব্‌ন আমর তাহাদের শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। খালিদ ইব্‌ন সাঈদের কলমে লিখিত" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৯-২৭০; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৪৫)।

বনূ আসাদ কবীলাটি মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে কুরায়শদের সহায়ক শক্তি ছিল। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলের শুরুর দিকে নবূওয়াতের দাবিদার তুলায়হা ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ছিল এই বংশেরই লোক। মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে ইহারা নবী ﷺ দরবারে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তখনও তাহারা আত্মম্ভরিতা হইতে মুক্ত হইয়া উঠে নাই। তাই অনেকটা গর্বের সহিত তাহারা বলে ঃ আমাদের বিরুদ্ধে কিন্তু কোন অভিযান আপনি প্রেরণ করেন নাই। আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি। তাহাদের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই নাযিল হয় আল-কুরআনের শ্লেষাত্মক বাণী ঃ

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لاَ تَمُنُّوْا عَلَىَّ اَسْلاَمَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

"উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, তোমাদের আত্মসমর্পণ (ইসলাম গ্রহণ) আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না, বরং আল্লাহ্‌ই তোমাদেরকে ইসলামের পথে পরিচালিত করিয়া ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও" (৪৯ ঃ ১৭)।

উক্ত পত্রের বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয়, 'তায়' গোত্রের জলাশয় ব্যবহার এবং তাহাদের এলাকায় অবাধ প্রবেশের অনুমতি উহারা প্রার্থনা করিয়াছিল। এই পত্রের মাধ্যমে তিনি তাহাদেকে এই ব্যাপারে বারণ করিয়া দেন।

বনূ আসাদ ইব্‌ন খুযায়মা এবং তাহাদের মুদারীর মিত্রদের প্রতি

كتـاجه ﷺ الى اسـد بن خـزيمة ومن تألف اليـهم من احـيـاء مـضـر ان لكم حـمـاكم ومرعـاكم مفيض السمـا ء حيث اشتـهى وصديع الارض حيث ارتوى ولكم مهـيل الرمال وما جازت وتلاع الـحزن وما سادات.

"তোমাদের রক্ষিত স্থান এবং চারণক্ষেত্র যতদূর পর্যন্ত বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয় এবং কর্ষণযোগ্য তথা আবাদযোগ্য ভূমিসমূহ এবং পানি প্রবাহের ঢালু স্থানসমূহ এবং ঐসব স্থানে উৎপাদিত বৃক্ষলতা সকল কিছু তোমাদেরই থাকিবে" (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৪৬-৭)।

মুদার গোত্রীয়রা দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী সিরীয় প্রান্তরে বসবাস করিত। হেজাযের বিস্তীর্ণ এলাকায় তাহাদের প্রচুর সংখ্যায় বসবাস ও দাপট বজায় ছিল। আর বনূ আসাদগণ ইসলামের আবির্ভাবকালে ইজা ও সালমার মধ্যবর্তী হেজাযী এলাকায় বসবাস করিত। পানির সহজলভ্যতার জন্য মুদারীয় অনেক কবীলাই ইহাদের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত পত্রে বনূ আসাদের সহিত তাহাদেরকেও এমনভাবে শামিল রাখা হয় যেন প্রতিনিধিদলে আগত ১০ জনের তাহারাও অন্তর্ভুক্ত। বনূ আসাদ গোত্র নক্ষত্র পুজারী, বিশেষত বুধ গ্রহের পূজারী ছিল (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৪৮)।

বনূ গিফারের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

আরবের দুর্ধর্ষ বনূ গিফার গোত্রের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রের বিবরণ দিতে গিয়া ঐতিহাসিক ইব্ন সা'দ লিখেন ঃ

كتب رسول الله ﷺ لبنى غفار أنهم من المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين وأن النبى عقد لهم ذمة الله وذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم ولهم النصر على من بدأهم بالظلم وأن النبى إذا دعاهم لينصروه أجابوه وعليهم نصره إلا من حارب فى الدين ما بل بحر صوفة وأن هذا الكتاب لا يحول دون إثم.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ গিফারের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে বলেন ঃ (১) বনু গিফার মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে। মুসলমানদের যেইরূপ অধিকার তাহাদেরও সেইরূপ অধিকার থাকিবে এবং মুসলমানদের উপর যেই সকল দায়িত্ব বর্তায়, তাহাদের উপরও সেইরূপ দায়িত্ব বর্তাইবে। (২) আল্লাহ্র নবী তাহাদের জানমালের হিফাজতের জন্য আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের যিম্মাদারীর অঙ্গীকার করিয়াছেন। (৩) তাহাদের উপর কেহ অত্যাচারের সূত্রপাত করিলে তাহাদেরকে সাহায্য করা হইবে। (৪) আল্লাহ্র নবী তাহাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাইলে তাহারা সাড়া দিবে এবং সাহায্য করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু সেই যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ হইলে তাহা ব্যতিক্রম হইবে (অর্থাৎ নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে অন্য পক্ষের ধর্মের যুদ্ধে শামিল থাকা জরুরী হইবে না)। (৫) যতদিন সাগরে পশম সিক্ত করার মত এতটুকু পানিও থাকিবে ততদিন (অনন্তকাল ধরিয়া) এই সন্ধি কার্যকর থাকিবে। (৬) কোনরূপ অপরাধমূলক কার্যকলাপ সংঘটিত না হইলে চুক্তি অপরিবর্তিত থাকিবে"।

সিরিয়া ও ফিলিস্তীনগামী মহাসড়কের পার্শ্বে বসবাসকারী এই গোত্রের লোকজনের ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ব্যবসায়ী কাফেলাসমূহের উপর হামলা চালাইয়া লুটপাট করিয়াই জীবিকা নির্বাহ হইত। বিখ্যাত সাহাবী আবূ যার গিফারী (রা) এই বংশেরই লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বেই এই কবীলার অর্ধেক লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। অবশিষ্টগণ হিজরতের পরে ইসলাম গ্রহণ করে। তাহাদের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ দরবারে পৌঁছিয়া সন্ধির প্রস্তাব দেয়। নবী কারীম ﷺ তাহাদের জন্য উপরিউক্ত লিপিখানা লিখাইয়াছেন (তাবাকাত,

বনূ গাদিয়ার ইয়াহূদীদের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লিপি

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى غاديا أن لهم الذمة وعليهم الجزية ولا عداء ولا جلاء الليل مد والنهار شد وكتب خالد بن سعيد.

"পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে। ইহা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে বনূ গাদিয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র। (১) তাহাদের যিম্মাদারী গ্রহণ করা হইল। (২) তাহাদের উপর জিয্‌য়া দানের দায়িত্ব বর্তাইবে। (৩) তাহাদের উপর কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা হইবে না। (৪) তাহাদেরকে দেশান্তরিত করা হইবে না। (৫) রাত্রি উহাকে (এই চুক্তিকে) দীর্ঘতর এবং দিন উহাকে দৃঢ়তর করিবে" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৯)।

ইব্‌ন সা'দ ও ইবনুল আছীর উভয়ে লিখিয়াছেন, এই গোত্রটি ছিল একটি ইয়াহূদী গোত্র। নবম হিজরীতে নবী কারীম ﷺ সদলবলে ওয়াদিউল কুরা অতিক্রম করিয়াছেন শুনিতে পাইয়াই তাহারা নিজেদের প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়া নবী কারীম ﷺ-এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তাহারা জিয্‌য়া দান করিবে এবং নিজেদের এলাকায় বসবাস করিতে থাকিবে। কিন্তু বৃহত্তর ইয়াহূদী জাতির দেশদ্রোহিতামূলক তৎপরতার জন্য তাহাদেরকে যখন দেশান্তরিত করা হয় তখন সাথে সাথে ইহারাও দেশান্তরিত হয়।

পত্রে উক্ত لا عداء ولا جلاء এর অনুবাদ করিতে গিয়া কোন কোন অনুবাদক লিখিয়াছেন ঃ ইহারা নবী ﷺ-এর সহিত কোন প্রকার অবাধ্যতা বা দ্রোহমূলক কাজ করিবে না (দ্র. মাকতূবাতে নববী, পৃ. ২২১)। কিন্তু তাহা ঠিক অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না, বরং ঐ ইয়াহূদীদেরই সমজাতীয় বনূ তামার সহিত চুক্তিকালে ব্যবহৃত শব্দাবলী ঃ ان لهم الذمة وعليهم الجزية بلا عداء উদ্ধৃত করিয়া মাকাতীবুর রাসূলের বিজ্ঞ লেখক যাহা বলিয়াছেন তাহাই বিশুদ্ধতর মনে হয়। তিনি এই পত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন ঃ لا عداء اى لا ظلم

"বাড়াবাড়ি করা হইবে না, অর্থাৎ তাহাদের প্রতি যুলুম করা হইবে না" (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৪৩৫)।

সাঈদ ইব্‌ন সুফ্‌য়ান আর-রি'লীকে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

وكتب رسول الله ﷺ لسعيد بن سفيان الرعلى هذا ما أعطى رسول الله ﷺ سعيد بن سفيان الرعلى أعطاه نخل السوارقية وقصرها لا يحاقه فيها أحد ومن حافه فلا حق له وحقه حق وكتب خالد بن سعيد.

"এই দস্তাবেযের দ্বারা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ সুফ্‌য়ান ইল-রি'লীকে সুওয়ারিকিয়্যার খেজুর বাগান এবং উহার প্রাসাদটি দান করিলেন। কেহ উহাতে তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। কেহ যদি বাধা দেয় তবে সেই অধিকার তাহার নাই (উহা অনধিকার চর্চা হইবে), উহার অধিকার কেবল তাহার (সঙ্গীদেরই) থাকিবে। খালিদ ইব্‌ন সাঈদের কলমে" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮৫; আল-মিসবাহুল মুদী, ২খ., পৃ. ৩৭৫)।

ইয়াকূত বলেন, সাওয়ারিকিয়্যা বা সুওয়ারিকিয়্যা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। উহা কারিয়া আবী বকর সিদ্দীক-এর গ্রাম। উহা বনূ সুলায়মের মালিকানাধীন ছিল। এখানে মসজিদ, মিম্বার, বাণিজ্য বিতান প্রভৃতি ছিল— যাহাতে বনূ সুলায়মের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সম্পত্তি ছিল। দূর-দূরান্তের ব্যবসায়ীরা আসিয়া এখানে ভিড় জমাইত। এই স্থানে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইত। খেজুর, আঙুর, কলা, আপেল, তীন ফল, তরমুজ ও পেয়ারা জাতীয় ফল-ফলাদি এখানে খুব বেশী উৎপন্ন হইত। এলাকায় প্রচুর উট, ঘোড়া ও মেষ ছিল। হিজায ও নজদের বিভিন্ন এলাকায় এখান হইতে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা হইত (সামহূদী প্রণীত ওয়াফাউল ওয়াফা, ২খ., পৃ. ৩২৫)।

বনূ শান্খের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লিপি

আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে জুহায়না কবীলার শাখাগোত্র বনূ শান্খের প্রতি লিখিত পত্রখানি ছিল এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى رسول الله ﷺ لبنى شنخ من جهينة محمد النبى بنى شنخ من جهينة أعطاهم ما خطّوا من صفينة وما حرثوا ومن حاقهم فلا حق له وحقهم حق كتب العلاء بن عقبة وشهد.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইহা সেই পত্র যাহা দ্বারা নবী মুহাম্মাদ ﷺ জুহায়নার শাখাগোত্র বনূ শান্খকে সুফায়নার ঐ ভূ-সম্পদ দান করিয়াছেন যাহা তাহারা চিহ্নিত করিয়া লইয়াছে এবং যাহাতে তাহারা চাষাবাদ শুরু করিয়াছে। কেহ যদি তাহাতে তাহাদেরকে বাধা দেয়, তবে সেই অধিকার তাহার নাই। ইহাতে তাহাদেরই অধিকার বর্তাইবে। আল-'আলা ইব্ন উক্বা পত্রখানির লেখক ও সাক্ষী থাকেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭১)।

বনূ ওয়াইল নেতা নাহ্শাল ইব্ন মালিকের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লিপি

ইয়া'কূবী বলেন, বাহিলা গোত্রের প্রতিনিধি দলের নেতা মুতাররিফ ইবনুল কাহিন আল-বাহিলীর নেতৃত্বে তাহাদের এই দল নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা ছিল বাহিলারই অন্তর্ভুক্ত বনূ কারিস বা বানূ কার্রাদ। অপর দলটির নেতৃত্ব দেন নাহ্শাল ইব্ন মালিক। এই মালিক ইব্ন নাহ্শাল এবং তাহার সহিত আগমনকারী অপর সদস্যগণ, যাহারা বাহিলার অন্তর্ভুক্ত বনূ শায়বান গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে অত্র লিপি প্রদান করেন ঃ

وكتب رسول الله ﷺ النهشل بن مالك الوائلى من باهلة باسمك اللهم هذا كتاب من محمد رسول الله ﷺ لنهشل بن مالك ومن معه من بنى وائل لمن اسلم واقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغنم خمس الله وسهم النبى وأشهد على إسلامه وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله وبرىء إليه محمد من الظلم كله وأن لهم أن لا يحشروا ولا يعشروا وعاملهم من أنفسهم وكتب عثمان بن عفان.

"বি-ইসমিকা আল্লাহুম্মা— হে আল্লাহ্! তোমারই নামে। এই পত্রখানি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে বাহিলা গোত্রের নাহশাল ইব্ন মালিক ওয়াইলী এবং তাঁহার সহিত ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রতি। যাহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করিবে, গণীমতের এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রাপ্যরূপে পরিশোধ করিবে, ইসলামের সাক্ষ্য বা স্পষ্ট ঘোষণা দিয়া মুশরিকদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া যাইবে, তাঁহারা মহান আল্লাহ্র প্রদত্ত নিরাপত্তায় নিরাপদ। মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে তাহাদের উপর কোন প্রকার যুল্ম বা বাড়াবাড়ি হইবে না। তাহাদের পশুপালনে (যাকাতের উদ্দেশ্যে) একত্র করা হইবে না বা তাহাদের উপর 'উশর ধার্য করা হইবে না। আর যাকাত আদায়কারীদেরকে তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচন করা হইবে। উছমান ইব্ন আফ্ফান এই পত্রের লেখক" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮৪)।

'আবদে ইয়াগূছ ইব্ন ওয়া'লা আল-হারিছীর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লিপি

দশম হিজরীতে বনুল হারিছের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ দরবারে হাযির হইলে নবী কারীম ﷺ তাহাদেরকে যে লিপি প্রদান করেন তাহার বর্ণনায় ইব্ন সা'দ বলেন ঃ

كتب رسول الله ﷺ لعبد يغوث بن وعلة الحارثى أن له ما أسلم عليه من أرضها وأشيائها يعنى نخلها ما أقام الصلاة وآتى الزكاة وأعطى خمس المغانم فى الغزو ولا عشر ولا حشر ومن تبعه من قومه وكتب الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى.

আবদে ইয়াগূছ ইব্ন ওয়া'লা আল-হারিছীকে নবী করীম ﷺ লিখেন ঃ "তাহার ইসলাম গ্রহণের সময় সে যেসব জমি-জিরাত ও খেজুর বাগানের মালিক ছিল সেই সব তাহারই থাকিবে যতদিন পর্যন্ত সে সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে এবং যুদ্ধলব্ধ গনীমত-সম্ভারের খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) দিবে। তাহার উপর কোন উশর নাই এবং যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে তাহার পশুপালকে একত্রও করা হইবে না। তাহার সম্প্রদায়ের আরও যাহারা তাহার অনুসরণ করিবে তাহাদের জন্যও ইহা প্রযোজ্য হইবে। আরকাম ইব্ন আবিল আরকাম আল-মাখযূমী পত্রখানি লিখেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৮)।

বনূ দামরার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

হিজরী দ্বিতীয় (৬২৩ খৃ.) সনের শুরুর দিকে সফর মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ দামরার নিকট হইতে যুদ্ধ নহে, মিত্ররূপে থাকার অঙ্গীকার আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ গোত্রের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফরমানটি ছিল এইরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لبنى ضمرة بانهم امنون على اموالهم وانفسهم وان لهم النصرة على من رامهم الا ان يحاربوا فى دين الله ما بل بحر صوفة وان النبى اذا دعاهم لنصره اجابوه عليهم بذالك ذمة الله وذمة رسوله.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর পক্ষ হইতে বনূ দামরার প্রতি। (১) তাহারা জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করিবে। (২) তাহাদের প্রতি যে কোন বহিরাক্রমণের মুকাবিলায় তাহাদেরকে সাহায্য করা হইবে। তবে ধর্মযুদ্ধের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না। (৩) আল্লাহর নবী সাহায্য চাহিলেই তাহারা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিবে। (৪) এই চুক্তি স্থায়ী হইবে (مابل بحر صوفة) (৫)। এই চুক্তির ব্যাপারে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের যিম্মাদারী রহিল" (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৮৫)।

বনূ যুহায়র গোত্রের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

আবুল 'আলা বর্ণনা করেন, একদা আমি মুতাররিফের সহিত উটের হাটে গেলাম। এমন সময় একখণ্ড চর্ম হাতে জনৈক বেদুঈন দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, তোমাদের মধ্যে পাঠক্ষম কেহ আছ কি? তাহার কথা শুনিয়া আমি অগ্রসর হইয়া বলিলাম, হাঁ, আমি পড়িতে জানি। তোমার কী পড়িতে হইবে লও দেখি। বেদুঈনটি তখন তাহার হস্তস্থিত চর্ম খণ্ডটি আমার দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, এই নিন, আমাদের নামে নবী কারীম ﷺ-এর পত্র আসিয়াছে। ইহা আমাদেরকে একটু পড়িয়া শুনান। আমি তাহা হাতে লইয়া পড়িতে শুরু করিলাম। তাহাতে লিখিত ছিল ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبى لبنى زهير بن أقيش حى من عكل أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس فى غنائمهم وسهم النبى وصفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله.

"পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহ্র নামে। নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে উক্ল গোত্রের শাখাগোত্র বনূ যুহায়র ইব্ন উকায়শের প্রতি। তাহারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল এবং পৌত্তলিকদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলে, তাহাদের গণীমত-সম্ভারের এক-পঞ্চমাংশ নবীর প্রাপ্য এবং তাহার পসন্দের বিশেষ অংশ দিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্ এবং তদীয় রাসূলের পক্ষ হইতে নিরাপত্তা লাভ করিবে।"

পত্রের এই বক্তব্য শ্রবণের পর লোকজন ঐ বেদুঈনকে চতুর্দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি নবী কারীম ﷺ-এর পবিত্র মুখ হইতে কোন হাদীছ শুনিয়াছ? বেদুঈন জবাব দিল, হাঁ, শুনিয়াছি। লোকজন বলিল, আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হউন! দয়া করিয়া তাহা আমাদেরকে একটু শুনাও। বেদুঈন বলিল ঃ

سمعته يقول من سره أن يذهب كثير من وحر الصدر فليصم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. فقال له القوم أو بعضهم أسمعت هذا من رسول الله قال أراكم تخافون أن أكذب على رسول الله ﷺ والله لا أحدثكم حديثا اليوم.

"আমি তাহাকে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি নিজের বুকের জ্বালা নিবারণ করিতে চাহে তাহার উচিত ধৈর্যের মাসের অর্থাৎ রমযান মাসের রোযা এবং প্রত্যেক মাসে তিনটি করিয়া রোযা রাখা"।

তখন ঐ লোকজন বা তাহাদের মধ্যকার কেহ একজন বলিল, সত্যিই কি তুমি উহা রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে শুনিয়াছ? ইহাতে ঐ বেদুঈন সাহাবী অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন এবং বলিলেন, তোমরা দেখিতেছি আমাকে এতই হীন ভাবিতেছ যে, আমি আল্লাহ্র রাসূলের নামে মিথ্যা রটনা করিতেছি! তাঁহার প্রতি আল্লাহ্ সালাত বর্ষণ করুন। আল্লাহ্র কসম! আজ আমি তোমাদেরকে আর একখানা হাদীছও শুনাইব না" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৯)।

এই বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত বেদুঈন সাহাবী নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে সশরীরে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইসলাম গ্রহণ ও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার গোত্রের লোকজনের উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত পত্রখানি তাঁহার নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন।

উবাদা ইবনুল আশয়াব-এর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

উবাদা ইবনুল আশয়াব (রা) ছিলেন আদনান বংশের শাখাগোত্র 'আন্য ইব্ন ওয়াইল গোত্রের লোক। তনি ফিলিস্তীনে বসবাস করিতেন। সেখান হইতে প্রতিনিধি দলসহ নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইয়া তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে নিম্নরূপ লিপি প্রদান করেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم. من نبى الله لعبادة بن الاشيب العنزى انى امرتك على قومك ممن جرى عليه عمالى وعمل بنى ابيك فمن قرء عليه كتابى هذا فلم يطع فليس له من الله معون .

"বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। আল্লাহ্র নবীর পক্ষ হইতে উবাদা ইবনুল আশয়াব আল-আনযীর প্রতি। আমি তোমাকে তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের আমীর নিযুক্ত করিলাম, যাহাদের উপর ইতোপূর্বে আমার শাসকগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছেন এবং তোমার জ্ঞাতি ভাইয়েরাই শাসকরূপে এই দায়িত্ব পালন করিয়াছে। যাহার নিকট আমার এই পত্র পঠিত হইবে আর সে আনুগত্য না করিবে, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহার জন্য কোন সহায়তা থাকিবে না"।

বনূ খুযা'আর শাখাগোত্র বনূ আসলামের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লিপি

এই বনূ আসলামের পরিচিতিস্বরূপ মাকাতীবুর রাসূলে বলা হইয়াছে ঃ

بطون من العرب والمراد هنا اسلم بن افصى بن حارثة بطن من خزاعة من القحطانية.

"উহা একটি আরব গোত্র। এখানে আসলাম বলিতে আসলাম ইব্ন আফসা ইব্ন হারিছাকে বুঝানো হইয়াছে যাহা কাহ্তান বংশীয় খুযা'আ গোত্রের একটি শাখাগোত্র" (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৪৩)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রদত্ত লিপি সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

كتب رسول الله ﷺ لاسلم من خزاعة لمن آمن منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وناصح فى دين الله أن لهم النصر على من دهمهم بظلم وعليهم نصر النبى ﷺ إذا

دعاهم ولأهل باديتهم ما لأهل حاضرتهم وأنهم مهاجرون حيث كانوا وكتب العلاء بن الحضرمى وشهد.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুযা'আর আসলাম গোত্রের উদ্দেশ্যে লিখেন ঃ তাহাদের মধ্যকার যাহারা ঈমান আনয়ন করিবে, সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা করিবে, তাহাদের উপর অতর্কিতে হামলাকারীদের জুলুমের মুকাবিলায় তাহাদেরকে সাহায্য করা হইবে। তাহাদের উপরও নবী কারীম ﷺ-কে সাহায্য প্রদানের দায়িত্ব বর্তাইবে, যখন তিনি তাহাদেরকে সাহায্যার্থে আহবান করিবেন। তাহাদের মরুবাসিগণও শহরবাসিগণের মত অধিকার ভোগ করিবে। আর তাহারা যেখানেই থাকুক, মুহাজির হিসাবে গণ্য হইবেন। আল-'আলা ইবনুল হাদরামী এই পত্রটির লেখক ও সাক্ষী"।

আল-'আলা ইবনুল হাদরামীর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

অষ্টম হিজরীর (৬১০ খৃ.) দ্বিতীয়ার্ধে আল-'আলা ইবনুল হাদরামী ﷺ বাহ্‌রায়নে শাসকরূপে নিযুক্ত হন। বাহরায়নে তখন মুনযির ইব্‌ন সাওয়া-ই শাসক ছিলেন।

كتب رسول الله ﷺ إلى العلاء بن الحضرمى أما بعد فإنى قد بعثت إلى المنذر بن ساوى من يقبض منه ما اجتمع عنده من الجزية فعجله بها وابعث معها ما اجتمع عندك من الصدقة والعشور والسلام وكتب أبى.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল-'আলা ইবনুল হাদরামীকে লিখেন ঃ অতঃপর আমি মুনযির ইব্‌ন সাওয়ার নিকট এই উদ্দেশ্যে লোক প্রেরণ করিয়াছি যেন সে তাহার নিকট জিয্‌য়ার যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা বুঝিয়া লয়। তুমি উহা পাঠাইতে ত্বরা করিবে এবং তোমার নিকট যাকাত ও উশরের যে মাল সঞ্চিত হইয়াছে তাহাও তাহার সহিত পাঠাইয়া দিবে। ওয়াসসালাম। পত্রখানি লিখিয়াছেন উবায়্যি" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৬)।

বাহরায়নের অধিবাসীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

اما بعد انكم اذا اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة ونصحتم لله ورسوله واتيتم عشر النخل ونصف عشر الحب ولم تمجسوا اولادكم فلكم ما اسلمت غير ان بيت النار لله ورسوله وان ابيتم فعليكم الجزية.

"অতঃপর যতদিন পর্যন্ত তোমরা সালাত কায়েম করিতে থাকিবে, যাকাত দিতে থাকিবে, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে (মূলে আছে মঙ্গল কামনা করিবে), খেজুরের উশর ও শস্যাদির অর্ধ-উশর (কুড়ি ভাগের এক ভাগ) দিতে থাকিবে আর তোমাদের সন্তাদেরকে অগ্নি উপাসক বানাইবে না, ততদিন পর্যন্ত তোমরা যেসব সম্পদের মালিক থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ, সেই সবের মালিক তোমরাই থাকিবে। তবে বায়তু'ন-নার বা অগ্নি উপাসনালয়-এর মালিকানা হইবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের। তোমরা যদি ইহাতে অস্বীকৃত হও, তাহা হইলে তোমাদের উপর জিয্‌য়া দানের দায়িত্ব বর্তাইবে" (ফুতূহুল বুলদান, আরবী, পৃ. ৮১; ঐ, বাংলা ভাষ্য, পৃ. ৭৫)।

মাহ্রী ইবনুল আব্য়াদ-এর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

وكتب رسول الله ﷺ هذا كتاب من محمد رسول الله لمهرى بن الابيض على من آمن من مهرة أنهم لا يؤكلون ولا يغار عليهم ولا يعركون وعليهم إقامة شرائع الإسلام فمن بدل فقد حارب الله ومن آمن به فله ذمة الله وذمة رسوله واللقطة مؤداة والسارحة منداة والتفث السيئة والرفث الفسوق وكتب محمد بن مسلمة الانصارى.

"মাহ্রী ইবনুল আব্য়াদের নামে লিখিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রটি ছিল এইরূপ ঃ আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে মাহ্রী ইবনুল আব্য়াদ-এর প্রতি। মাহরার যাহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছে, তাহাদের উপর কেহ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিবে না, তাহাদের উপর কেহ আক্রমণ করিবে না, তাহাদের উপর কোনরূপ কষ্টকর বোঝা চাপান হইবে না। তাহাদের উপর দায়িত্ব বর্তাইবে, তাহারা ইসলামী রীতিনীতি (شرائع الاسلام) প্রতিষ্ঠা করিবে। যে অন্যথা করিবে সে যেন আল্লাহ্র সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিল। আর যে উহাতে বিশ্বাস করিবে তাহার জন্য আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের দায়িত্ব রহিল। কুড়াইয়া পাওয়া বস্তু ফেরতযোগ্য, চরিয়া বেড়ান পশুর যাকাত দিতে হইবে। মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা পত্রখানি লিখিয়াছেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮৬; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৪১২)।

'তাফাছ' হইতেছে ইহ্রাম অবস্থায় বর্জনীয় কাজসমূহ, যেমন চুল-দাড়ি কাটা, বগল বা নাভির নীচের লোম পরিষ্কার করা ইত্যাদি। সম্ভবত ঐ সম্প্রদায়ের লোক জানিতে চাহিয়াছিল যে, কুরআনে বর্ণিত তাফাছ শব্দটির অর্থ কী? রাফাছই বা কী? জবাবে বলা হইয়াছে, তাফাছ ইহরাম অবস্থায় যাহা বর্জনীয়, আর ইহরাম পরা অবস্থায় রাফাছ বা স্ত্রী সঙ্গম ও ইহার আনুষঙ্গিক কথাবার্তা, ইশারা-ইঙ্গিত গোনাহ্র কাজ (মাকাতীব, ২খ., পৃ. ৪১৩)।

বনূ জু'আয়ল গোত্রের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লিপি

কুরায়শ এবং তাহাদের মিত্র বনূ জু'আয়লকে সম-অধিকার প্রদান করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদেরকে একই লিপি প্রদান করেন। উহার বর্ণনা এইরূপ ঃ

وكتب رسول الله ﷺ لبنى جعيل من بلى أنهم رهط من قريش ثم من نبى عبد مناف لهم مثل الذى لهم وعليهم مثل الذى عليهم وأنهم لا يحشرون ولا يعشرون وأن لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وأن لهم سعاية نصر وسعد بن بكر وثمالة وهذيل وبايع رسول الله ﷺ على ذلك عاصم بن أبى صيفى وعمرو ابن أبى صيفى والأعجم بن سفيان وعلى بن سعد وشهد على ذلك العباس بن عبد المطلب وعلى بن أبى طالب وعثمان بن عفان وأبو سفيان بن حرب.

"কুরায়শের বনূ আবদে মানাফের শাখাগোত্র বালীয়্যের বনূ জু'আয়ল গোত্রের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিপি প্রদান করেন ঃ কুরায়শের অধিকার ও কর্তব্যের মত তাহাদের উপরও দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তাইবে এবং অধিকার লাভ করিবে। যাকাতের জন্য তাহাদের পশুপালকে হাঁকাইয়া

উশুলকারীদের নিকট লইয়া যাইয়া একত্র করিতে হইবে না, আর তাহাদের উশরও দিতে হইবে না। তাহারা যেসব সম্পদের মালিক থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে উহা তাহাদেরই থাকিবে। বনূ নাসর, সা'দ ইব্ন বাক্র, ছুমালা ও হুযায়ল গোত্রের নিকট হইতে যাকাত আদায় করিবে। 'আসিম ইব্ন আবী সায়ফী, 'আমর ইব্ন আবী সায়ফী, আ'জাম ইব্ন সুফ্য়ান এবং 'আলী ইব্ন সা'দ এই মর্মে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বায়'আত হইয়াছেন। ইহার সাক্ষীস্বরূপ রহিয়াছেন আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব, 'আলী ইব্ন আবী তালিব, উছমান ইব্ন 'আফ্ফান এবং আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব" (তাবাকাত, ১খ., পৃ.২৭০-৭১; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., প. ৩৪৩)।

ছুমালা ও আল-হুদ্দান প্রতিনিধিদলের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

বনূ ছুমালা আযদের শানাওয়া গোত্রের শাখাগোত্র। তাহাদের পূর্ণ পরিচিতি, বনূ ছুমালা ইব্ন আসলাম ইব্ন আহ্জুন ইব্ন কা'ব। হুদ্দানও ঐ গোত্রেরই শাখা (নিহায়াতুল আরাব, পৃ. ১৮৭; মু'জামুল কাবাইল, পৃ. ১৫২)।

وكتب رسول الله ﷺ لوفد ثمالة والحدان هذا كتاب من محمد رسول الله لبادية الأسياف ونازلة الأجواف مما حازت صحار ليس عليهم فى النخل خراص ولا مكيال مطبق حتى يوضع فى الفداء وعليهم فى كل عشرة أوساق وسق وكاتب الصحيفة ثابت بن قيس بن شماس شهد سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة.

"রাসূলুল্লাহ্ (স) ছুমালা ও আল-হুদ্দান-এর প্রতিনিধি দলের নামে নিম্নরূপ পত্র লিখেন ঃ ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হইতে সমুদ্র উপকূল ও প্রান্তরের কিনারায় বসবাসকারী এবং জনপদের মধ্যবর্তী স্থানে স্থায়ীভাবে বসতকারী ছুমালা ও আল-হুদ্দানের প্রতিনিধি দলের জন্য যাহারা সুহার হইতে আহরণ করে। তাহাদের মধু পরিমাপের জন্য, পরিমাপকারী বা ফল-ফসল মাপিবার জন্য প্রচলিত পরিমাপ পদ্ধতির অনুসরণ করা হইবে না। ঐগুলি স্তুপের মধ্যে রাখা হইবে (এবং এইভাবেই অনুমান পরিমাপ করা হইবে)। তাহাদেরকে প্রতি দশ ওয়াসাকে এক ওয়াসাক যাকাতস্বরূপ দিতে হইবে। ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস লিপিখানি লিখিয়াছেন। সা'দ ইব্ন উবাদা এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা উহার সাক্ষী রহিলেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮৬; মাকাতীব, ২খ., পৃ. ৩০৮)।

ইয়াকূত পত্রে উল্লিখিত সুহার সম্পর্কে লিখেন ঃ

صحار مدينة طيبة الهواء والخيرات والفواكه.

"সুহার উত্তম আবহাওয়া ও ফলমূল সমৃদ্ধ একটি জনপদ"।

তাহাদের পরিচিতি সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। পত্রের বক্তব্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, তাহারা উমানের সুহার ও উহার আশেপাশের এলাকার বাসিন্দা ছিল। মু'জামুল কাবাইলে আছে ঃ

ان ثمالة كانت تسكن قريبا من الطائف والحدان تسكن السراة مع ان ابن سعد عدهما من وفود اليمن.

"ছুমালা গোত্র তায়েফের নিকটে বসবাস করিত আর আল-হুদ্দান গোত্র আস-সারাত এলাকায়। যদিও ইব্ন সা'দ তাহাদেরকে ইয়ামানের প্রতিনিধি দলসমূহের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন"।

ইয়াকূবী তাহাদেরকে হামাদানের প্রতিনিধি দলের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন— যাহাদের নেতা ছিলেন মাসলামা ইব্ন হায্যান আল-হাদ্দানী (মাকাতীব, ২খ., পৃ. ৩১০)।

জুনাদা আল-আযদীর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

ইব্ন সা'দ লিখেন ঃ

كتب رسول الله ﷺ كتابا لجنادة الأزدى وقومه ومن تبعه ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطاعوا الله ورسوله وأعطوا من المغانم خمس الله وسهم النبى ﷺ وفارقوا المشركين فإن لهم ذمة الله وذمة محمد بن عبد الله وكتب أبى.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুনাদা আল-আয্দী, তাহার সম্প্রদায় এবং তাহার অনুসারীদের প্রতি লিখেন ঃ যতদিন পর্যন্ত তাহারা সালাত কায়েম করিতে থাকিবে, যাকাত আদায় করিতে থাকিবে, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করিবে, গনীমতে আল্লাহ্র খুমুস ও নবীর অংশ দিতে থাকিবে এবং পৌত্তলিকদের সহিত দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র যিম্মা এবং মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ্র যিম্মা তাহাদের জন্য থাকিবে। উবায়্য এই পত্রখানি লিখিয়াছেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭০, মাকাতীব, ২খ., পৃ. ৩৬১)।

বনূ মা'লাবিয়া ইব্ন জারওয়াল আত-তায়িঈন-এর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

كتب رسول الله ﷺ لبنى معلوية بن جروال الطائيين لمن أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله وسهم النبى ﷺ وفارق المشركين. وأشهد على إسلامه أنه آمن بأمان الله ورسوله وأن لهم ما أسلموا عليه والغنم مبيتة وكتب الزبير بن العوام.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মা'লাবিয়্যা ইব্ন জারওয়াল আত-তায়িঈন-এর নামে লিখেন, তাহাদের মধ্যকার যাহারা ঈমান আনয়ন করিবে, সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করিবে, গনীমত হইতে আল্লাহ্র (প্রাপ্য) খুমুস এবং নবী ﷺ-এর জন্য নির্ধারিত অংশ দিবে, মুশরিকদের নিকট হইতে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে এবং তাহার নিজের মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য তথা ঘোষণা দিবে, সে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রদত্ত অভয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে। তাহারা যেসব সম্পদের মালিক থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিবে, উহা তাহারই মালিকানায় থাকিবে এবং তাহাদের এলাকায় রাত্রিবেলায় অবস্থানকারী মেষপালের তাহারাই মালিক হইবে। যুবায়র ইবনুল আওয়াম এই লিপিখানা লিখিয়াছেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ.২৬৯)।

বনূ মা'ন আত-তায়িঈনদের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

وكتب رسول الله ﷺ لبنى معن الطائيين أن لهم ما أسلموا عليه من ورائها مبيتة ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وميههم وغدوة الغنم وأطاعوا الله ورسوله وفارقوا المشركين وأشهدوا على إسلامهم وأمنوا السبيل وكتب العلاء وشهد.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ মা'ন আত-তাঈঈনকে লিখেন, তাহারা তাহাদের যে সমস্ত জনপদ এবং তাহাদের যেসব জলাশয়সহ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং যে সমস্ত মেষ-ছাগ বাহির হইতে তাহাদের এলাকায় আসিয়া রাত্রি যাপন করিবে ঐগুলি তাহাদেরই থাকিবে— তাহারা যতদিন সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিতে থাকিবে, আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করিতে থাকিবে, মুশরিকদের সহিত পার্থক্য রক্ষা করিয়া চলিবে, নিজেদের মুসলমান হওয়ার সাক্ষী বা ঘোষণা দিতে থাকিবে এবং রাস্তাঘাটের নিরাপত্তা বিধান করিয়া চলিবে। লিপিখানার লেখক ও সাক্ষী আল-'আলা" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৯; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., প. ৩৪০)।

আমের ইব্নুল আসওয়াদ ইব্ন আমের ইব্ন জুয়ায়ন আত্-তায়ীর নামে পত্র

وكتب رسول الله ﷺ لعامر بن الأسود ابن عامر بن جوين الطائى أن له ولقومه طىء ما أسلموا عليه من بلادهم ومياههم ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين وكتب المغيرة.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমির ইব্ন আসওয়াদ ইব্ন আমির ইব্ন জুয়ায়ন আত্-তাঈকে লিখেন যে, তিনি এবং তাহার সম্প্রদায় বনূ তাঈ যে সমস্ত জনপদ ও জলাশয়ের মালিক থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে সেইগুলি তাহাদেরই মালিকানাধীন থাকিবে, যতদিন পর্যন্ত তাহারা সালাত কায়েম করিতে থাকিবে, যাকাত আদায় করিতে থাকিবে এবং মুশরিক বা অংশীবাদীদের হইতে দূরত্ব বজায় রাখিবে। মুগীরা উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৯; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩১৭)।

উপরিউক্ত তিনখানা পত্রই তাউ গোত্রীয়দের উদ্দেশ্যে লিখিত। উহা দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত গোত্রটি বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রশাসনের অধীনে চলিত।

আমর ইবনুল মা'বাদ আল-জুহানী, বানুল হুরাকাহ্ এবং বনূ জুরমুয-এর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র ঃ

من اسلم منهم واقام الصلوة واتى الزكوة واطاع الله ورسوله واعطى من الغنائم الخمس وسهم النبى الصفى ومن اشهد على اسلامه وفارق المشركين فانه امن بامان الله وامان محمد وما كان من الدين مدونة لاحد من المسلمين قضى عليه برأس المال وبطل الربا فى الرهن وان الصدقة فى الثمار العشر ومن لحق بهم فان له مثل ما لهم.

"তাহাদের মধ্যকার যে বক্তি ঈমান আনয়ন করিবে, সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করিবে, গনীমত-সম্ভার হইতে খুমুস এবং নবীর অংশ 'সাফী' দিবে, যে ব্যক্তি তাহার নিজের মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য দিবে এবং মুশরিকদের হইতে দূরত্ব রক্ষা করিবে, মুসলমানদের কোন ব্যক্তির নিকট যদি কাহারও কোন পাওনা থাকিয়া থাকে, তবে তাহাকে তাহার মূলধন ফেরত দানের ফায়সালা প্রদান করা হইল এবং বন্ধকী দ্রব্যের সূদ

বাতিল। ফলফলাদির যাকাত হইতেছে 'উশর বা এক-দশমাংশ। অন্য যাহারা তাহাদের সহিত শামিল হইবে তাহাদের জন্যও অনুরূপ অধিকার বর্তাইবে" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭১-৭২)।

বনূ জুহায়নার পূর্ণ পরিচয় এইরূপ ঃ বনূ জুহায়না ইব্ন যায়দ ইব্ন লায়ছ.... আল কুদা'ঈ। তাহাদের নিবাস ছিল মদীনা ও ওয়াদিল কুরার মধ্যবর্তী স্থানে। তাহাদের অনেক শাখাগোত্র ছিল, তম্মধ্যে উক্ত পত্রে উল্লিখিত বানুল হুরাকাহ এবং বানুল জুরমুয অন্যতম (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৪১-২)।

বনুল জুরমুযের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

বানুল জুরমুয ইব্ন রাবী'আ গোত্রের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মর্মে পত্র লিখেন ঃ

انهم امنون ببلادهم لهم ما اسلموا عليه وكتب المغيرة.

"তাহারা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত। তাহারা যে সমস্ত জনপদের অধিকারী থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে সেইগুলি তাহাদেরই থাকিবে। মুগীরা ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭১)।

উমায়র ইবনুল হারিছ আল-আযদীর নামে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পত্র

اما بعد فمن اسلم من غامد فله ما للمسلم حرم ماله ودمه ولا يحشر ولا يعشر وله ما اسلم عليه من ارضه (اخرجه بو موسى لا يحشروا ولا يعشروا)

"অতঃপর গামিদ গোত্রের যে-ই ইসলাম গ্রহণ করিবে তাহার জন্য সেই অধিকারই থাকিবে যাহা একজন মুসলমানের থাকে। তাহার জান-মাল মর্যাদাপ্রাপ্ত— তাহার রক্তপাত বা সম্পদহানি হারাম। যাকাত আদায়ের সুবিধার জন্য তাহার পশুপালকে উশুল কারীর নিকট লইয়া যাইতে হইবে না, তাহাকে উশরও দিতে হইবে না [আবূ মূসা (রা)-এর বর্ণনায় لا يحشروا ولا يعشروا শব্দদ্বয় বহুবচনে বর্ণিত হইয়াছে]" (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ১৪১)।

দশম হিজরীর রমযান মাসে বনূ গামিদ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইলে এই পত্রখানা প্রদত্ত হয়।

মালিক ইব্ন আহমার আল-জুহাবীর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد رسول الله لمالك بن احمر ولمن تبعه من المسلمين امانا لهم ما اقاموا الصلوة واتوا الزكوة واتبعو المسلمين وجانبوا المشركين وادوا الخمس من المغنم وسهم الغارمين وسهم كذا وكذا فهم امنون بامان الله عز وجل وامان محمد رسول الله.

"পরম দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহর নামে। এই পত্রখানি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে মালিক ইব্ন আহমার এবং তাহার মুসলিম অনুসারীদের জন্য লিখিত। মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হইতে তাহাদের নিরাপত্তা যতক্ষণ তাহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে এবং মুসলমানদের অনুসরণ করিবে। যাহারা মুশরিকদের হইতে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলেন, গনীমতের

খুমুস এবং যোদ্ধাদের অংশ আদায় করেন এবং অমুক অমুক খাতে দেয় দান করেন, তাহারা মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহর এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ প্রদত্ত নিরাপত্তার অধিকারী" (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ২৭১)।

মালিক ইব্ন আহমার ইব্ন জুহাব ছিলেন বনূ কাহ্লানের শাখাগোত্র জুহাব ইব্ন আদীর একটি প্রশাখা গোত্রের লোক। মাদয়ান হইতে তাবুক পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ছিল ইহাদের বসবাস। যায়দ ইব্ন হারিছা এই গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। অষ্টম হিজরীতে উহারা আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহার বাহিনীর সহিত লড়িয়াছে। ১৪ হিজরীতে উহারা এন্টিয়কে হিরাক্লিয়াসের নিকট চলিয়া যায়।

এই গোত্রটি নক্ষত্র পূজারী ছিল। মুশতারী নক্ষত্র ছাড়াও তাহারা মুশরিকে শামে অবস্থিত একটি মূর্তির পূজা করিত। উহার নাম ছিল উকায়সির। তাহারা ঐ মূর্তির মন্দিরে তীর্থযাত্রা করিত এবং ঐখানে মস্তক মুণ্ডন করিত।

নবম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূকের উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মালিক ইব্ন আহমার পথিমধ্যে আসিয়া সদলবলে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন। তিনি তাহার সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণের সুবিধার্থে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একখানা লিপি চাহিলে প্রস্থে চার আঙ্গুল পরিমাণ এবং দৈর্ঘ্যে এক বিঘৎ একটি চর্মগাত্রে উক্ত পত্রখানা লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মালিক ইব্ন আহমার ইসলাম গ্রহণের পর সিরিয়ায় বসবাস করিতেন (ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৭৯)।

বানুল হাস্হাস আল-আনবারীর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

هذا كتاب من محمد رسول الله لمالك وعبيد وقيس بنى الحسحاس انكم امنون مسلمون على دمائكم واموالكم لا تؤخذون بجبريمة غيركم ولا يجنى عليكم الا ايديكم.

"ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে বানুল হাস্হাস-এর মালিক, উবায়দ ও কায়সের প্রতি। তোমাদের জানমালের নিরাপত্তা রহিল। অন্যদের অপকর্মের জন্য তোমাদেরকে দায়ী করা হইবে না বা অন্যদের অপরাধের শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করিতে হইবে না" (উসদুল-গাবা, ৩খ., পৃ. ৩৪৮; সুনানুল কুবরা ৮খ., পৃ. ২৭; আল-ইসাবা, ২খ., নং ৫৩৩৬; উবায়দ ইবনুল হাস্হাসের আলোচনা প্রসঙ্গে; আল-ইস্তী'আব (আল-ইসবার পাদটীকায় মুদ্রিত), পৃ. ৩৬২)।

জুরায়শবাসীদের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লিপি

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى ﷺ اله لا هل جريش ان لهم حماهم الذى اسلموا عليه فمن رعاه بغير لباط اهله نماله سحت وان زهيرين الحماطه فان انبه الذى كان فى خثعم فامسكوه فانه عليهم ضامن وشهد عمر بن الخطاب ومعاويه بن ابى سفيان وكتب.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইহা নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জুরায়শবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র। তাহারা যে চারণক্ষেত্রের অধিকারী থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে উহা তাহাদেরই থাকিবে। যে ব্যক্তি নিজেদের চারণক্ষেত্রের বাহিরে গিয়া তাহাদের চারণক্ষেত্রে পশু চরাইবে তাহাদের সম্পদ অবৈধভাবে লব্ধ সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে। যুহায়র ইবনুল হুমাতা— যাহার পুত্রকে খাছ'আম গোত্রের লোকজন আটকাইয়া রাখিয়াছে, সে তাহাদের নিকট যামিনস্বরূপ থাকিবে। উমার ইবনুল খাত্তাব এবং মু'আবিয়া ইব্ন আবূ সুফ্য়ান ইহার সাক্ষী রহিলেন" (মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ২১০; ইমতাউল আসমা (মাকরিযী), ১খ., পৃ. ৫০৫; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৬৮)।

জুরায়শ ইয়ামানের একটি বিশাল জনপদের নাম। নবী কারীম ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই দশম হিজরীতে বিনা যুদ্ধে চুক্তির ভিত্তিতে ফায় প্রদানের শর্তে উহা বিজিত হয়। চুক্তিতে তাহারা জমিভেদে 'উশর ও অর্ধ 'উশর আদায় করিবে বলিয়া স্থির হয়। হিময়ারীদের ঐ নামের একটি গোত্রের নামে ঐ স্থানটির ঐরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। আধুনিক আরবের মানচিত্রে দেখা যায়, উহা বীশার নিকটে অবস্থিত (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৬৯; মু'জামুল বুলদান, ২খ., পৃ. ১২৬; মু'জামুল কাবাইল, ১খ.-এর বরাতে)।

আয্দ গোত্রের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

من محمد رسول الله الى من يقرأ كتابى هذا من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوة فله امان الله ورسوله وكتب هذا الكتاب العباس ابن عبد المطلب.

"আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে এমন প্রতি ব্যক্তির প্রতি যে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং সালাত কায়েম করে, তাহার জন্য আল্লাহ এবং তদীয় রাসূলের পক্ষ হইতে নিরাপত্তার অঙ্গীকার রহিল। এই পত্রখানি লিখিয়াছেন 'আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আল-'আব্বাস" [কানযুল উম্মাল, ৭খ., পৃ. ১৭; (ইব্ন আসাকিরের বরাতে); মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৭০]।

বিশাল আযদ গোত্রটি মাআরিব হইতে বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে তাহারা সিরিয়া, বাহরায়ন, ইয়াছরিব ও ইয়ামানের বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করে। আলী মুত্তাকী তদীয় গ্রন্থ কানযুল উম্মালে লিখেন, আবূ রাশিদ এবং তাঁহার ভাই আবুল 'আসিয়ার মাধ্যমে এই পত্রখানা রাসূলুল্লাহ ﷺ আয্দ সর্দারদের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ইব্ন হাজার তদীয় আল-ইসাবায় বলিয়াছেন, আয্দের এক শতজন সর্দার যখন প্রতিনিধি দলরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবদুর রহমান ইব্ন আবদের, মতান্তরে উবায়দের নেতৃত্বে আগমন করিয়াছিলেন তখন তাহাদের নিকট উক্ত পত্রটি র্পণ করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, পত্রখানা আযদের সকল গোত্রের প্রতিই প্রযোজ্য ছিল (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৭১; ঐ, ১খ., পৃ. ২৪৪-৫)।

ইয়ামানবাসিগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

من صل صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلكم المسلم له ذمة الله وذمة رسوله ومن ابى فعليه الجزية.

"যে ব্যক্তি আমাদের সালাত আদায় করিবে, আমাদের কিবলার অনুসরণ করিবে, আমাদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাইবে, উহারাই মুসলিম (বলিয়া গণ্য হইবে)। এমন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের যিম্মা রহিল। আর যে অস্বীকার করিবে তাহার উপর জিয্য়া দানের দায়িত্ব বর্তাইবে" (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৭৩)।

সায়ফী ইব্ন আমিরের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لصيفى بن عامر على بنى ثعلبة بن عامر من اسلم منهم واقام الصلوة واتى الزكوة واعطى خمس المغنم وسهم النبى والصفى فهو امن بامان الله.

"পরম দয়ালু ও পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে সায়ফী ইব্ন আমিরকে যিনি বনু ছা'লাবা ইব্ন আমির গোত্রের নেতৃত্বে রহিয়াছেন— তাহাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিবে, সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে এবং গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ, নবীর অংশ এবং গনীমত সম্ভারের ভাগ-পূর্ব নবীর পসন্দনীয় বস্তু দিবে, সে আল্লাহ প্রদত্ত নিরাপত্তার অধিকারী" (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ১৯৬-৯৭)।

সীরাতে হালাবিয়্যা (৩খ., পৃ. ২৬০)-এর বর্ণনা হইতে জানা যায়, অষ্টম হিজরীতে জিইররানা হইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যাগমনের পর বনূ ছা'লাবা গোত্রের চার ব্যক্তি মুসলমানরূপে নিজেদের পরিচয় ব্যক্ত করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন। তাহারা তাহাদের স্বগোত্রের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেদের পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে আতিথ্যদান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বিদায়কালে বিলালের মাধ্যমে প্রত্যেককে পাঁচ উকিয়া করিয়া রৌপ্য দান করিয়াছিলেন। কিন্তু বনূ ছা'লাবা গোত্রের কোন জনপদে বসবাসকারী শাখার প্রতি এই পত্রখানা প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। কেননা সিরিয়ার যাতুস-সালাসিল (ইয়া'কূবী, ২খ., পৃ. ৫৯-এর বর্ণনা হইতে) যাতুল-কিস্সা (ঐ, ২খ., পৃ. ৫৭ এর বর্ণনা মতে) মদীনা হইতে ইরাকের দিকে ত্রিশ মাইল দূরত্বে গাতানের দুই পাহাড় পরিবেষ্টিত স্থানে (ইয়া'কূবী ২খ-এর বর্ণনামতে) এই গোত্রের লোকজনের বাস ছিল (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৯৮: মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৭৪-৫০)।

বাহরায়নবাসী আবদুল কায়স গোত্রীয়দের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لعبد القيس وحاشيتها من البحرين وما حولها انكم اتيتمونى مسلمين مؤمنين بالله ورسوله وعاهدتم على دينه فقبلت على ان تطيعوا الله ورسوله فيما اجبتم وكرهتم وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتحجوا البيت وتصوموا رمضان وكونوا قائمين لله بالقسط ولو على انفسكم وعلى ان توخذ من حواشى اموال اغنياءكم فترد على فقرائكم على فريضة الله ورسوله فى اموال المسلمين.

"দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহর নামে। ইহা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে বাহরায়নের আবদুল কায়স গোত্রীয়গণ এবং তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ও উহাদের পার্শ্ববর্তী জনগণের উদ্দেশ্য লিখিত পত্র। তোমরা মুসলিমরূপে আল্লাহর প্রতি ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমানদাররূপে আমার নিকট আগমন করিয়াছ, এবং তাঁহার দীনের উপর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছ। আর আমিও উহা গ্রহণ করিয়াছি এই শর্তে যে, তোমরা আনুগত্য করিবে আল্লাহর ও তদীয় রাসূলের, আনুগত্য করিবে তোমাদের প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যাপারসমূহে, কায়েম করিবে সালাত, দান করিবে যাকাত, হজ্জ করিবে বায়তুল্লাহর, সাওম পালন করিবে রমযানের। আল্লাহর জন্য তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, যদিও তাহা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেও যায়। আর এই শর্তে যে, তোমাদের ধনীদের নিকট হইতে প্রান্তিক সম্পদ লইয়া তোমাদের দরিদ্রদের মধ্যে উহা ফিরাইয়া (বণ্টন করিয়া) দেওয়া হইবে এবং মুসলমানদের সম্পদে আল্লাহর নির্ধারিত হক আদায় করার শর্তে" (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৭২)।

পত্র উল্লেখিত حواشى الاموال বা প্রান্তিক সম্পদ বলিতে পশুসমূহের বাছুর বা শবক বুঝানো হইয়াছে। বলাবাহুল্য পশুর যাকাত সাধারণত শাবক পশু দ্বারাই আদায় করা হইয়া থাকে।

আবদুল কায়েস ইব্ন আফসা (افمى) [নিহায়াতুল আরাব গ্রন্থে আকসা (اقصى) বলা হইয়াছে] একটি বিশাল গোত্র। মূলত তিহামার অধিবাসী। অতঃপর তাহাদের প্রচুর সংখ্যক লোক বাহরায়নে স্থানান্তরিত হয় (মুজামুল কাবাইল, পৃ. ৭২৬)। প্রতিনিধি দলের বৎসর অর্থাৎ নবম হিজরীতে (উসদুল গাবার বর্ণনামতে দশম হিজরীতে) মুনযির ইব্ন আইদের নেতৃত্বে (নিহায়াতুল আরাবের বর্ণনামতে) এবং ইয়াকূবীর বর্ণনা মতে (২খ., পৃ. ৬৩) জারূদ ইব্ন হানাশের নেতৃত্বে তাহাদের প্রতিনিধি দল নবী (স) দরবারে উপস্থিত হইলে তাহাদেরকে উক্ত পত্রখানা দেওয়া হইয়াছিল (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৭৯)।

আযদের বারিক শাখার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

هذا كتاب من محمد رسول الله لبارك ان لا تجذ ثمارهم وان لا ترعى بلادهم فى مربع ولا مصيف الا بمسئلة من بارق ومن مر بهم من المسلمين فى عرك او جدب فله ضيافة ثلاثة ايام فاذ اينعت ثمارهم فلابن السبيل اللقاط يوسع بطنه من غير ان يقتثم شهد ابو عبيده بن الجراح وحذيفة بن اليمان وكتب ابى بن كعب.

"এই পত্রখানা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে বারিক গোত্রের প্রতি এই মর্মে যে, তাহাদের ফসল কাটা যাইবে না বা তাহাদের এলাকায় কাহারও পশুচারণ করা চলিবে না, না বসন্তে না গ্রীষ্মে বারিকরা নিজেরা না চাহিলে বা তাহাদের অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে। আর মুসলমানদের যে কেহ তাহাদের নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিবে সুকালে এবং আকালে [অর্থাৎ যখন ফসল ভাল হয় তখনও, আবার যখন খরা বা আকাল হয় তখনও], তিন দিনের আতিথ্য তাহাদের পাওনা হইবে। যখন তাহাদের ফল আহরণের সময় হইবে তখন পথচারী গাছের নীচের পড়া ফল-ফলাদি পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে, তবে সঞ্চয় করিয়া উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ এবং হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। উবায়্যি ইব্ন কা'ব পত্রটি লিখিয়াছেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮৬ ও ৩৫২; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., ৩৮০-৮২)।

আহ্মার ইব্ন মু'আবিয়ার নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

هذا كتاب لاحمر بن معاوية وشعبل بن احمر فى رحالهم واموالهم فمن اذاهم فذمة الله منه خلية ان كانوا صادقين وكتب على بن ابى طالب وختم الكتاب بخاتم رسول الله ﷺ .

"এই পত্রখানা আহমার ইব্ন মু'আবিয়া ও শি'বাল ইব্ন আহমার-এর জন্য তাহাদের বাহনসমূহ ও ধন-সম্পদের (নিরাপত্তার) ব্যাপারে লিখিত। যে ব্যক্তি তাহাদেরকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তা'আলার কোন যিম্মা তাহার ব্যাপারে থাকিবে না, যদিও ইসলামের ব্যাপারে সে নিষ্ঠাবান হইয়া থাকে। আলী ইব্ন আবী তালিব পত্রখানি লিখেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীলমোহর তাহাতে অঙ্কিত করেন" (উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৫৪; আল-ইসাবা, ১খ., নং ৪৯.; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৭৩)।

এই পত্র প্রাপকগণ ছিলেন তামীম গোত্রীয়। পিতাপুত্র স্বগোত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কায়লা বিন্ত মাখরামার নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

من محمد رسول الله لقيلة والنسوة ثلاث لا تظلمن احدا ولا تستكرهن على نكاح وكل مؤمن او مسلم لمن ولى وناصر احسن ولا تسئن.

"মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ-এর পক্ষ হইতে কায়লা এবং মহিলাত্রয়ের নামে। সাবধান! কেহ যেন তাহাদের প্রতি যুলুম বা বিবাহের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি না করে। প্রতিটি মুমিন ও মুসলমান তাহাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারীস্বরূপ। তাহারাও উত্তম আচরণ করিবে মন্দ আচরণ করিবে না" (কানযুল উম্মাল, ২খ., পৃ. ২৮৭; [তাবারানীকৃত আল-কাবীরের বরাতে] তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩২০; আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ৯০১; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৪০৮)।

তামীম গোত্রীয় মাখরামা (রা)-এর কন্যা এই মহিলার স্বামী হাবীব ইব্ন আযহার তিন কন্যা রাখিয়া ইনতিকাল করিলে তাহারা অসহায় হইয়া পড়েন। ঐ কন্যাদের চাচাত ভাই 'আমর ইব্ন আছওয়াব ইব্ন আযহার তাহাদেরকে মায়ের নিকট হইতে কাড়িয়া নিলে মহিলাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সাহচার্য্যে লাভের প্রয়াসী হন। তিনি ঐ উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে বাহির হওয়ার সময় তাহার কনিষ্ঠতম কন্যা জুয়ায়রা মাতার সঙ্গে বাহির হইবার জন্য কান্না জুড়িয়া দেয়। অগত্যা মহিলাটি তাহাকে লইয়াই পথে বাহির হন। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরই তাহার উক্ত চাচাত ভাইটি জোরপূর্বক তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যায়। অগত্যা কায়লা বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের প্রতিনিধি দলের সহিত মদীনায় নবী (স) দরবারে গিয়া উপনীত হন এবং সমস্ত ব্যাপার নবী কারীম ﷺ-কে অবহিত করেন। তখন নবী কারীম ﷺ তাহাকে উক্ত পত্রখানা অর্পণ করেন। অসহায় বিধবা ও পিতৃহীনাদের প্রতি এই পত্রে তাঁহার সহমর্মিতা চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ.,

খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদ (রা)-র নিকট রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

হযরত খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদকে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পত্রখানা আসলে ছিল জবাবী পত্র। তাই প্রথমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খেদমতে লিখিত তাঁহার পত্রের বক্তব্য এবং প্রেক্ষাপট জানা দরকার। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দশম হিজরীর রাবীউল আওয়াল অথবা জুমাদাল উলা মাসে তাঁহাকে নাজরানের বনূ হারিছ ইব্‌ন কা'ব গোত্রের নিকট প্রেরণ করেন। এই গোত্রটি ছিল অত্যন্ত দুর্দম ও জেদী প্রকৃতির। ইসলামের দাওয়াতকে তাহারা শুধু উপেক্ষাই করিত না, বরং আনুগত্যের আহবানকে তাহারা রুখিয়া দাঁড়াইত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের নিকট প্রেরণের পূর্বে খালিদ (রা)-কে বলিয়া দেন যে, তাহাদের প্রতি কোনরূপ আক্রমণ পরিচালনার পূর্বে উপর্যুপরি তিন দিন পর্যন্ত তিনি যেন তাহাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানাইতে থাকেন। সাথে সাথে তিনি তাঁহাকে ইহাও বলিয়া দেন যে, তাহারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে আর তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না।

হযরত খালিদের তিন দিনের দাওয়াতী কার্যক্রমের উত্তম ফল পাওয়া গেল। গোটা গোত্রের লোকজন অশ্বারোহী মুসলিম বাহিনীর দাওয়াতে অভিভূত হইয়া এইবার আর রুখিয়া দাঁড়াইল না; বরং গোত্রের সকলেই একযোগে ইসলাম গ্রহণ করিল। দা'ওয়াতের এইরূপ অভূতপূর্ব ফল লাভ ছিল অনেকটা অকল্পনীয় ও আশাতিরিক্ত। এই নূতন প্রেক্ষাপটে এখন তাহার করণীয় কি তাহা জানিবার জন্য তিনি ঐ গোত্রে অবস্থানরত অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট নির্দেশ চাহিয়া পত্র লিখেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبى رسول الله من خالد بن الوليد السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو اما بعد يارسول الله فانك بعثتنى الى الحارث بن كعب وامرتنى اذا اتيتهم ان لا اقاتلهم ثلاثة ايام وادعوهم الى الاسلام فان اسلموا اقمت فيهم وقبلت منهم وعلمتهم معالم الاسلام وكتاب الله وسنة نبيه وان لم يسلموا قاتلتهم وانى قدمت اليهم فدعوتهم الى الاسلام ثلاثة ايام كما امرنى رسول الله ﷺ وبعثت فيهم ركبانا قالوا يا بنى الحارث اسلموا تسلموا فاسلموا ولم يقاتلوا وانا مقيم بين اظهرهم امرهم بما امرهم الله به وانهاهم عما نهاهم الله عنه واعلمهم معالم الاسلام وسنة النبى ﷺ حتى يكتب الى رسول الله والسلام عليك يارسول الله.

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মাদ-এর প্রতি খালিদ ইব্‌ন ওলীদের পক্ষ হইতে। আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতরাশি বর্ষিত হউক ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমি আপনার নিকট সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণনা করিতেছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। অতঃপর ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাকে বনূ হারিছ ইব্‌ন কা'ব গোত্রে প্রেরণকালে নির্দেশ দান করিয়াছিলেন যেন তিন দিন পর্যন্ত যুদ্ধ না করিয়া তাহাদেরকে ইসলামের দিকে

দাওয়াত দিতে থাকি এবং তাহারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে যেন তাহা মানিয়া লইয়া তাহাদেরকে ইসলামের বিধি-বিধান, আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবীর সুন্নাহর শিক্ষা দান করি। পক্ষান্তরে তাহারা যদি ইসলামের দাওয়াতে সাড়া না দেয় তাহা হইলে যেন তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করি। আল্লাহ্‌র রাসূলের নির্দেশানুযায়ী আমি তিন দিন পর্যন্ত তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়াছি এবং অশ্বারোহীদিগকে গোত্রের মধ্যে প্রেরণ করিয়া দাওয়াত দিয়াছি ঃ হে বানুল হারিছ গোত্রীয়গণ! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া লও তাহা হইলে নিরাপত্তা লাভ করিবে। সেমতে তাহারা যুদ্ধ না করিয়া ইসলামই গ্রহণ করিয়াছে। আমি এখন তাহাদেরই মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ব্যাপারসমূহের আদেশ এবং তাঁহার নিষিদ্ধকৃত ব্যাপারসমূহ হইতে বারণ করিতে থাকিব এবং আল্লাহ্‌র রাসূলের আমার নিকট পত্র লেখা অবধি ইসলামের প্রধান বিষয়াদির শিক্ষা দিতে থাকিব। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক ইয়া রাসূলাল্লাহ্" (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., ১৭৪-১৭৫)।

খালিদ (রা)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জবাবী পত্র

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খালিদ ইব্‌নুল ওয়ালীদের সেই পত্রের জবাবে লিখিলেন ঃ

من محمد النبى رسول الله الى خالد بن الوليد سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو اما بعد فان كتابك جائنى مع رسولك بخبر ان بنى الحارث بن كعب قد اسلموا قبل ان تقاتلهم واجابوا الى ما دعوتهم اليه من الاسلام وشهدوا ان لا اله الا الله (وحده لا شريك له) وان محمدا عبده ورسوله وان قد هداهم الله بهداه فبشرهم وانذرهم واقبل وليتقبل معك وفدهم السلام عليك ورحمة الله وبركاته.

"আল্লাহ্‌র রাসূল নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদের প্রতি। আমি তোমার নিকট সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তোমার দূত মারফত তোমার এই সংবাদ সম্বলিত পত্রখানা আমার নিকট পৌঁছিয়াছে যে, বানুল হারিছ তোমার যুদ্ধ পরিচালনার পূর্বেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে এবং তোমার ইসলামের দাওয়াতে সাড়া দিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্ তাহাদেরকে তাঁহার হিদায়াতের পথে পরিচালনা করিয়াছেন। সুতরাং তুমি তাহাদেরকে সুসংবাদ দান কর এবং সতর্ক কর। তুমি ফিরিয়া আইস এবং তোমার সহিত তাহাদের একটি প্রতিনিধি দলও যেন আসে। তোমার প্রতি সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকতসমূহ বর্ষিত হউক" (সীরাত ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৭৫)।

ঐ পত্রের নির্দেশ মুতাবিক সত্য সত্যই বানুল হারিছ ইব্‌ন কা'ব গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল হযরত খালিদের সহিত নবী ﷺ দরবারে হাযির হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কায়স ইব্‌ন হুসায়ন (রা)-কে ঐ গোত্রের আমীর নিযুক্ত করিয়া দেন। শাওয়ালের শেষদিকে বা যু'ল-কা'দার শুরুতে তাহারা স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন করার চার মাস পূর্ণ না হইতেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেন।

ফুজায়' ও তাহার অনুসারিগণের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্র

كتب رسول الله ﷺ لفجيع كتابا من محمد النبى للفجيع وتبعه وأسلم وأقام الصلاة واتى الزكاة وأعطى الله ورسوله وأعطى من المغانم خمس الله ونصر النبى وأصحابه وأشهد على إسلامه وفارق المشركين فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফুজায়-এর নামে প্রদত্ত একটি পত্রে লিখেন ঃ নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে ফুজায়' এবং তাহার অনুসরণে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিবে, সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে, গনীমত হইতে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের অংশ ও খুমুস প্রদান করিবে, আল্লাহ্ ও রাসূলকে (তথা তাঁহাদের দীনকে) ও তাঁহার সাহাবীগণকে সাহায্য করিবে, নিজের মুসলিম হওয়ার সাক্ষ্য বা ঘোষণা দিবে এবং অংশীবাদীদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখিবে, সে-ই আল্লাহ্র নিরাপত্তা এবং মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে নিরাপত্তার অধিকারী হইবে" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০৪-৫)।

বনূ ছাকীফকে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب رسول الله ﷺ لثقيف كتب أن لهم ذمة الله الذى لا اله الا هو وذمة محمد بن عبد الله النبى على ما كتب عليهم فى هذه الصحيفة أن واديهم حرام محرم لله كله عضاهه وصيده وظلم فيه وسرق فيه أو اساءة وثقيف أحق الناس بوج ولا يعبر طائفهم ولا يدخله عليهم أحد من المسلمين يغلبهم عليه وما شاءوا أحدثوا فى طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم لا يحشرون ولا يعشرون ولا يستكرهون بمال ولا نفس وهم أمة من المسلمين يتولجون من المسلمين حيث ما شاءوا وأين تولجوا ولجوا وما كان لهم من أسير فهو لهم هم أحق الناس به حتى يفعلوا به ما شاءوا وما كان لهم من دين فى رهن فبلغ اجله فانه لواط مبرأ من الله وفى حديث يروى عن ابن اسحاق فانه لياط مبرأ من الله وما كان من دين فى رهن وراء عكاظ فانه يقضى الى عكاظ برأسه وما كان لثقيف من دين فى صحفهم اليوم الذى أسلموا عليه فى الناس فان لهم وما كان لثقيف من وديعة فى الناس أو مال أو نفس غنمها مودعها أو أضاعها ألا فانها مؤداة وما كان لثقيف من نفس غائبة أو مال فان له من الأمن ما لشاهدهم وما كان لهم من مال بلية فان له من الأمن ما لهم بوج وما كان لثقيف من حليف أو تاجر فأسلم فان له مثل قضية أمر ثقيف وان طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم فانه لا يطاع فيهم فى مال ولا نفس وان الرسول ينصرهم على من ظلمهم والمؤمنون ومن كرهوا أن يلج عليهم من الناس فانه لا يلج عليهم وان السوق والبيع بأفنية البيوت وان لا يؤمر عليهم الا

بعضهم على بعض على بنى مالك أميرهم وعلى الأخلاف أميرهم وما سقت ثقيف من أعناب قريش فان شطرها لمن سقاها. وما كان لهم من دين فى رهن لهم يلط فان وجد أهله قضاء قضوا وان لم يجدوا قضاء فانه الى جمادى الأولى من عام قابل من بلغ أجله فلم يقضه فانه قد لاطه وما كان لهم فى الناس من دين فليس عليهم الا رأسه وما كان لهم من أسير باعه ربه فان له بيعه وما لم يبع فان فيه ست قلائص نصفين نصفين قال أبو عبيد فى الكتاب نصفان حقاق وبنات لبون كرام سمان ومن كان له بيع اشتراه فان له بيعه.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইহা আল্লাহ্‌র রাসূল ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ নবীর পক্ষ হইতে ছাকীফ গোত্রকে প্রদত্ত পত্র। যিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই সেই আল্লাহ্ এবং 'আবদুল্লাহ্‌র পুত্র নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হইতে এই পত্রে উল্লিখিত শর্ত অনুসারে তাহাদেরর জন্য যিম্মা বা নিরাপত্তার দায়িত্ব রহিল ঃ (১) ছাকীফ গোত্রের গোটা উপত্যকাই হারাম—আল্লাহ্‌র সম্মানে সম্মানিত স্থান। এখানকার কাঁটা জাতীয় বৃক্ষাদি কাটা, ইহাতে শিকার করা, জুলুম ও চুরি করা বা এখানে কোনরূপ মন্দ আচরণ করা নিষিদ্ধ।

(২) ওজ উপত্যকায় ছাকীফদের হকই অগ্রগণ্য। তাহাদের তায়েফ ভূমিতে সামরিক অভিযান চালান যাইবে না। বাহিরের কোন মুসলমান বিজয়ীর বেশে সেখানে প্রবেশ করিবে না।

(৩) তাহাদের উপত্যকায় তাহারা ঘর-বাড়ী নির্মাণসহ যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে।

(৪) কর আদায়ের উদ্দেশ্যে তাহাদেরকে একত্র করা যাইবে না।

(৫) তাহাদের নিকট হইতে উশর আদায় করা হইবে না।

(৬) যুদ্ধযাত্রায় সশরীরে অংশগ্রহণ বা অর্থ প্রদানে তাহাদেরকে বাধ্য করা হইবে না।

(৭) তাহারা মুসলিম উম্মাহ্‌ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং মুসলমান অধ্যুষিত যে কোন এলাকায় অবাধে প্রবেশ করিতে পারিবে। তাহাদের উপর কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

(৮) তাহাদের হস্তস্থিত বন্দীরা তাহাদেরই। তাহাদের ব্যাপারে তাহারাই তাহাদের ইচ্ছামত অধিকার প্রয়োগ করিবে। কোন বন্ধকীর বিনিময়ে তাহাদের যেসব ঋণ রহিয়াছে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা এমন সূদ যাহার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। আর যে সমস্ত দেনার মেয়াদ উকাযের মেলা পর্যন্ত, উকায মেলার সময় উহার মূলধন পরিশোধ্য।

(৯) আজিকার এই চুক্তিপত্রের পূর্বে ইসলাম গ্রহণের পূর্ব হইতে তাহাদের যে পাওনা লোকের নিকট রহিয়াছে উহা তাহাদের প্রাপ্য। লোকের নিকট তাহাদের যেসব গচ্ছিত দ্রব্য মাল হউক বা প্রাণী হউক, উহা দ্বারা লাভই হউক আর লোকসান হউক, তাহা অবশ্য পরিশোধ্য।

(১০) ছাকীফ গোত্রের অনুপস্থিত লোকজনও এই নিরাপত্তার হকদার হইবে এবং তাহাদের লিয়্যা অঞ্চলে অবস্থিত সম্পদ, পশুপাল ও জন্তু অবস্থিত সম্পদের মত নিরাপদ থাকিবে।

(১১) ছাকীফ গোত্রের চুক্তিবদ্ধ মিত্র এবং সম ব্যবসায়িগণ যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাহারাও ছাকীফদের সমপর্যায়ের অধিকার ভোগ করিবে।

(১২) কোন নিন্দুকের নিন্দা বা কোন জালিমের জুলুম ছাকীফদের জান-মালে গ্রাহ্য হইবে না। অন্যদের কথায় বা নিন্দাবাদের প্রভাবে তাহাদের জানমালের ক্ষতির কোন দিক স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে না।

(১৩) ছাকীফ গোত্রের উপর কেহ জুলুম করিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এবং ঈমানদারগণ তাহাদেরকে সাহায্য করিবেন (এবং জুলুম প্রতিরোধ করিবেন)।

(১৪) তাহাদের অপসন্দের কেহ তাহাদের এলাকায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(১৫) বাজার ও ক্রয়-বিক্রয় তাহারা তাহাদের ঘরের আঙিনায় করিতে পারিবে (অর্থাৎ এই ব্যাপারে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা চলিবে না)।

(১৬) তাহাদের আমীর তাহাদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত করা হইবে। বনূ আমিরের উপর তাহাদেরই লোক এবং অন্যদের আমীর অন্যরা হইবে। মিত্রদের আমীর তাহাদের মধ্য হইতে হইবে।

(১৭) কুরায়শদের যেসব দ্রাক্ষাকুঞ্জে ছাকীফরা পানি সিঞ্চন করে, ঐগুলির অর্ধেক ফসল পানি সিঞ্চনকারীর প্রাপ্য হইবে।

(১৮) বন্ধকী দ্রব্যের বিনিময়ে তাহাদের পাওনাসমূহের কোন সূদ হইবে না। দেনাদারদের সামথ্য্য থাকিলে নগদ পাওনা শোধ করিয়া দিবে। যাহাদের সেই সামর্থ্য নাই, আগামী বৎসরের জুমাদাল উলা মাস পর্যন্ত তাহাদের মেয়াদ বর্ধিত হইবে। ঐ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যাহারা কর্জ পরিশোধ করিবে না, তাহারা উহাকে সূদের সহিত যুক্ত করিবে।

(১৯) তাহারা জনগণকে যে সমস্ত ঋণ প্রদান করিয়াছে তাহারা সেইগুলির মূলধনই ফেরত পাইবে।

(২০) তাহাদের নিকট রক্ষিত যে বন্দীদেরকে মালিকগণ বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে তাহার সেই বিক্রয় কার্যকর বিবেচিত হইবে এবং যাহাদেরকে তাহারা বিক্রয় করে নাই তাহাদের মুক্তিপণ হইবে ছয়টি করিয়া উটনী— দুই ভাগে পরিশোধ্য, তিনটি এমন যেগুলি চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে, আর তিনটি এমন যেগুলি তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। যে ব্যক্তি কোন বস্তু ক্রয় করিয়াছে, উহা তাহারই হইবে" (কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১৮৪-৫, ১৪০১ হি., কায়রো মুদ্রণ, পৃ. ২৮৯-৯২)।

বনূ ছাকীফের মুসলমানদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পত্র

এই ব্যাপারে কিতাবুল আমওয়ালের বর্ণনা হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب من محمد النبى رسول الله المؤمنين ان عضاه وج وصيده لا يعضد ولا يقتل صيده فمن وجد يفعل شيئا من ذلك فانه يجلد وتنزع ثيابه ومن تعدى ذلك فانه يؤخذ فيبلغ محمدا رسول الله ﷺ وان هذا من محمد النبى وكتب خالد بن سعيد بأمر محمد بن عبد الله رسول الله فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله لثقيف وشهد على نسخة هذه الصحيفة صحيفة رسول الله التى كتب لثقيف على ابن أبى طالب وحسن بن على وحسين بن على وكتب نسختها لمكان الشهادة.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইহা আল্লাহ্র রাসূল নবী মুহাম্মাদ কর্তৃক বিশ্বাসিগণের প্রতি প্রদত্ত পত্র। ওজ্জের কাঁটা গাছ অকর্তনীয়, উহাতে শিকার করা চলিবে না। সেখানে শিকারের জন্তুকে বধ করা চলিবে না। যাহাকে সেখানে ঐরূপ কর্মে লিপ্ত পাওয়া যাইবে তাহাকে বেত্রদণ্ড দেওয়া হইবে এবং তাহাকে বিবস্ত্র করা হইবে। যে উহা লঙ্ঘন করিবে তাহাকে পাকড়াও করিয়া আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ -এর সমীপে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। ইহা নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে। খালিদ ইব্ন সা'ঈদ আল্লাহ্র রাসূল এবং আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ-এর নির্দেশে উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং উহা যেন কেহ লঙ্ঘন না করে। তাহা হইলে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ ছাকীফের জন্য যে বিধান দিয়াছেন উহার আলোকে সে দোষী সাব্যস্ত হইবে, নিজেই নিজের উপর জুলুম করিবে। ছাকীফদের জন্য লিখিত এই চুক্তিপত্রে সাক্ষীস্বরূপ রহিলেন' আলী ইব্ন আবী তালিব এবং আলীর পুত্রদ্বয় হাসান ও হুসায়ন" (কিতাবুল আমওয়াল, উর্দূ অনু. পৃ. ২৯২-৯৩)।

আমর ইব্ন হাযম (রা)-কে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

ইয়ামানবাসীদেরকে কুরআন-সুন্নাহ্র তালীম প্রদান এবং যাকাত উশুলের উদ্দেশ্যে সেই দেশে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিম্নের নির্দেশনামূলক পত্রখানা তাঁহাকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

هذا كتاب من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عهدا من رسول الله لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله فى امره كله فان الله مع الذين اتقوه والذين هم محسنون وامره ان ياخذ الحق كما امره ان يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلم الناس القران ويفقهم فى الدين وان ينهى الناس فلا يمس احد القران الا وهو طاهر ويخبر الناس بالذى لهم والذى عليهم ويلين لهم فى الحق ويشتد عليهم فى الظلم فان الله كره الظلم ونهى عنه فقال الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبشر الناس بالجنة ويعملها وينذر الناس النار وعملها ويستالف الناس حتى يتفقهوا فى الدين ويعلم الناس معالم الحج وسننه وفرائضه وما امره الله به والحج الاكبر الحج والحج الاصغر العمرة وان ينهى الناس ان يصلى الرجل فى ثوب واحد صغير الا ان يكون واسعا فيخالف بين طرفيه على عاتقيه وينهى ان يحتبى الرجل فى ثوب واحد ويقضى الى السماء بفرجه ولا يعقص شعر رأسه اذا عفى فى قفاه وينهى الناس ان كان بينهم هيج ان يدعو الى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم الى الله وحده لا شريك له فمن لم يدع الى الله ودعا الى العشائر والقبائل فليعطفوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم الى الله وحده لا شريك له ويأمر الناس باسباغ الوضوء وجوههم وايديهم الى المرافق وارجلهم الى الكعبين وان يمسحوا رؤوسهم كما امرهم الله عز وجل

وامروا بالصلاة لوقتها واتمام الركوع والسجود والخشوع وان يغلس بالصبح وان يهجر بالهاجرة حتى تميل الشمس وصلاة العصر والشمس فى الارض مبدرة والمغرب حين يقبل الليل لا تؤخر حتى قبدوا النجوم فى السماء والعشاء أول الليل وأمرهم بالسعى الى الجمعة اذا نودى بها والغسل عند الرواح اليها وأمره أن يأخذ من المغانم خمس الله ما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار فيما سقى المغل وفيما سقت السماء العشر وما سقى الغرب فنصف العشر وفى كل عشر من الابل شاتان وفى عشرين اربع شياه وفى اربعين من البقر بقرة وفى كل ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة جذع او جذعة وفى كل اربعين من الغنم سائمة وحدها شاة فانها فريضة الله التى افترض على المؤمنين فمن زاد فهو خير له ومن اسلم من يهودى او نصرانى اسلاما خالصا من نفسه فدان دين الاسلام فانه من المؤمنين له مالهم وعليه ما عليهم ومن كان على يهود ديته ونصرانيته فانه لا يغير عنها وعلى كل حالم ذكر وانثى حر او عبدا دينار واف او عرضه من الثياب فمن ادى ذالك فانه له ذمة الله ورسوله ومن منع ذالك فانه عدو الله ورسوله والمؤمنين جميعا صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته.

"বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইহা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের পক্ষ হইতে প্রদত্ত পত্র। হে ঈমানদারগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করিবে" (৫ ঃ ১)। ইহা হইতেছে আমর ইব্ন হায্মকে ইয়ামানে প্রেরণের সময় প্রদত্ত আল্লাহ্র রাসূলের ফরমান। (ইহাতে) তিনি তাহাকে সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করার (তাকওয়া অবলম্বনের) আদেশ দান করেন। কেননা "আল্লাহ্ তাহাদেরই সাথী যাহারা তাঁহাকে ভয় করে এবং যাহারা সৎকর্মশীল" (১৬ ঃ ১২৮)। তিনি তাহাকে নির্দেশ দেন সর্ববিষয়ে আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চলিতে। কেননা আল্লাহ্ তাহাদেরই সঙ্গী যাহারা আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন করে এবং যাহারা সৎকর্মশীল, তিনি তাহাকে নির্দেশ দান করেন ঃ

(১) আল্লাহ্র নির্দেশ মুতাবিক সত্যকে আঁকড়াইয়া থাকিতে;

(২) সৎ কর্মের পুরস্কার সম্পর্কে লোকজনকে সুসংবাদ দিতে এবং তাহাদেরকে সৎকর্মের আদেশ করিতে;

(৩) তাহাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতে এবং দীনের ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন করিতে;

(৪) লোকজনকে পবিত্রতা অর্জন ব্যতিরেকে কুরআন স্পর্শ করিতে বারণ করিতে;

(৫) লোকজনকে তাহাদের অধিকার এবং তাহাদের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করিতে;

(৬) ন্যায়ের ক্ষেত্রে বা সৎকাজের আদেশ প্রদানে তাহাদের সহিত কোমল আচরণ করিতে এবং অন্যায়ের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করিতে। কেননা আল্লাহ্ জুলুম অপছন্দ করেন এবং তাহাতে বারণ করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে বলিয়াছেন, "ওহে! জালিমদের প্রতি আল্লাহ্র লা'নত, যাহারা আল্লাহ্র পথে বাধা দেয়" (১১ ঃ ১৮)।

(৭) লোকদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে এবং উহার 'আমল করিতে (বলিতে);

(৮) লোকজনকে জাহান্নাম এবং উহার 'আমল সম্পর্কে সতর্ক করিতে;

(৯) লোকজনের সহিত সহৃদয় আচরণ করিতে— যাহাতে তাহারা (নিঃসঙ্কোচে) দীনের ব্যুৎপত্তি অর্জন করিতে পারে;

(১০) হজ্জের মৌলিক ব্যাপারসমূহ— ফরয ও সুন্নাতসমূহ লোকজনকে শিক্ষা দিতে এবং শিক্ষা দিতে যে, হজ্জ হইতেছে হজ্জে আকবার বা বড় হজ্জ, আর উমরা হইতেছে হজ্জে আসগার বা ছোট হজ্জ;

(১১) ছোট একটি বস্ত্রে সালাত আদায় করিতে লোককে বারণ করিতে (যাহাতে সতর অনাবৃত থাকে), তবে কাপড়টি প্রশস্ত হলে এবং উহার দুই প্রান্ত দুই কাঁধে ঝুলাইয়া দিলে চলিতে পারে;

(১২) এক প্রস্থ কাপড়ে জানুদ্বয় জড়াইয়া এমনভাবে বসিতে বারণ করিতে যাহাতে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হইয়া যাইতে পারে (যাহা সেলাইবিহীন কাপড়ে স্বাভাবিক);

(১৩) মাথার চুল যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঘাড় অতিক্রম করিয়া যায় তখন বেণী না বাঁধিতে (পুরুষের ক্ষেত্রে) ;

(১৪) যখন লোকসমাজে দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয় তখন তাহাদেরকে গোত্র ও বংশের দোহাই দিয়া স্বপক্ষে আহবান করিতে বারণ করিতে এবং তখন একমাত্র একক লা শারীক আল্লাহ্‌র (বিধানের) দিকেই আহবান করিতে বলিতে;

(১৫) যতক্ষণ পর্যন্ত গোত্র বংশের দিকে আহবান পরিত্যাগ করিয়া একক লা-শরীক আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানে তাহারা ফিরিয়া না আসিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তরবারির সাহায্যে তাহাদেরকে নিবৃত্ত করিবার জন্য লড়িতে;

(১৬) লোকজনকে পরিপূর্ণ উযূর নির্দেশ দিতে (যাহাতে উযূর স্থানের সামান্যতম স্থানও অধৌত না থাকে), তাহাদের মুখমণ্ডল, কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয় এবং গোড়ালী পর্যন্ত পদদ্বয় ধৌত করিতে এবং মাথা আল্লাহ্‌র নির্দেশমত মাসেহ্ করিতে বলিতে;

তিনি তাঁহাকে আরও নির্দেশ দেন (১৭) সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করিতে, পরিপূর্ণভাবে রুকূ' (সিজদা) করিতে এবং নামাযে একাগ্রচিত্ততা (খুশূ') অবলম্বন করিতে;

(১৮) ফজরের নামায ভোরের অন্ধকারে, যুহরের নামায সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিবার পর, আসর সূর্য অস্তাচলমুখী হইলে, মাগরিবের নামায রাত্রির প্রথম লগ্নে আদায় করিবে। ইহা আদায়ে এত বেশী বিলম্ব করিবে না যাহাতে তারকারাজি দৃশ্যমান হইয়া উঠে। আর ইশার নামায রাত্রির প্রথম প্রহরেই আদায় করিয়া লইবে।

(১৯) তুমি তাহাদেরকে আযান হওয়ামাত্র জুমু'আর জামা'আতে দ্রুত ধাবমান হইতে এবং রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল করিতে নির্দেশ দিবে।

তিনি তাঁহাকে আরও নির্দেশ দেন (২০) গনীমত-সম্ভার হইতে আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) এবং বৃষ্টি সিঞ্চিত ভূমি হইতে উৎপন্নজাত ফসলাদির 'উশর (এক-দশমাংশ) আল্লাহ্‌র নির্ধারিত যাকাতস্বরূপ আদায় করিতে। জলসেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলে উহার পরিমাণ হইবে অর্ধ উশর বা কুড়ি ভাগের এক ভাগ।

(২১) (গবাদি পশুর ক্ষেত্রে এই যাকাতের হার হইতেছে) দশটি উটে দুইটি ছাগল, কুড়িটি উটে চারটি ছাগল, চল্লিশটি গাভীতে একটি গাভী, প্রতি ত্রিশটি গরুতে একটি এক বৎসর পূর্ণ

হইয়া ২ বৎসরে পদার্পণকারী বাছুর, উন্মুক্ত মাঠে বিচরণকারী ৪০টি ছাগলের মধ্যে একটি ছাগল আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে মুমিনদের উপর নির্ধারিত যাকাত। যে উহার অতিরিক্ত দিবে উহা তাহার জন্য মঙ্গলজনক হইবে।

(২২) ইয়াহূদী বা খৃস্টান কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে এবং দীন ইসলামের আনুগত্য করিয়া চলে তবে সেও মুসলমান বলিয়া গণ্য হইবে, অন্য মুসলমানের মত তাহার উপরও অধিকার ও কর্তব্য বর্তাইবে।

(২৩) যে ব্যক্তি তাহার খৃস্ট ধর্মে বা ইয়াহূদী ধর্মে অবিচল থাকিবে, বলপূর্বক তাহার ধর্ম পরিবর্তন করা যাইবে না। তবে তাহাদের প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক নর ও নারীর উপর, চাই সে স্বাধীন হউক অথবা গোলাম হউক, পূর্ণ এক দীনার হারে জিয্‌য়া ধার্য হইবে। উহার বিকল্প হিসাবে সমমূল্যের বস্ত্রদানও চলিবে।

(২৪) যে ব্যক্তি উহা আদায় করিবে তাহার জন্য আল্লাহ্‌ ও তদীয় রাসূলের যিম্মা বা দায়িত্ব রহিল। আর যে উহা দিতে অস্বীকৃতি জানাইবে সে আল্লাহ্‌, তদীয় রাসূল এবং সমগ্র মুমিন জাতির শত্রু। আল্লাহ্‌র অসীম রহমত ও বরকতরাশি মুহাম্মাদের প্রতি বর্ষিত হউক" (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ১৯৭-২৩৫)।

মুহাজির ও আনসারদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফরমান এবং ইয়াহূদীদের সহিত সমঝোতা

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে একটি ফরমান জারী করেন। তাহাতে ইয়াহূদীগণকেও শামিল করা হয় এবং তাহাদের ধর্ম ও সহায়-সম্পত্তির নিরাপত্তা প্রদান করা হয় এবং তাহাদের অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। পরস্পরের দায়িত্বও তাহাতে চিহ্নিত করা হয় এবং কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়। তাহা এই ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبى ﷺ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم.

(١) انهم امة واحدة من دون الناس.

(٢) المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

(٣) وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

(٤) وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

(٥) وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

(٦) وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

"পরম দয়াময়, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। ইহা হইতেছে নবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর পক্ষ হইতে প্রদত্ত পত্র যাহারা কুরায়শের মধ্যকার ও ইয়াছরিববাসী মুমিন মুসলমানদের এবং যাহারা তাহাদের অনুসারী হইয়া তাহাদের সহিত সংগ্রাম লিপ্ত হইয়াছে তাহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশক।

১. বিশ্বের তাবৎ মানবগোষ্ঠীর মুকাবিলায় তাহারা একটি স্বতন্ত্র জাতি (উম্মাহ্)।

২. কুরায়শ বংশোদ্ভূত মুহাজিরগণ পূর্বপ্রথা অনুযায়ী তাহাদের রক্তপণ তাহারাই আদায় করিবে এবং মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণধর্মিতা ও ন্যায়নীতি অনুসারী তাহাদের বন্দীদিগকে মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিবে।

৩. বনূ 'আওফ তাহাদের পূর্বপ্রথা অনুযায়ী তাহাদের লোকদের দেয় রক্তপণ দিবে। মু'মিনসুলভ কল্যাণকামিতা ও ন্যায়নীতি অনুসারে তাহারা তাহাদের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়া তাহাদেরকে মুক্ত করিবে।

৪. বনূ সাইদা গোত্র তাহাদের পূর্ব প্রথা অনুযায়ী তাহাদের দেয় রক্তপণ পরিশোধ করিবে। গোটা গোত্র তাহাদের বন্দীদেরকে মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণধর্মিতা ও ন্যায়নীতি অনুসারে মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিবে।

৫. বনুল হারিছ তাহাদের নিজ নিজ গোত্রে প্রচলিত পূর্ব প্রথা অনুযায়ী নিজেদের দেয় রক্তপণ পরিশোধ করিবে এবং মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণধর্মিতা ও ন্যায়নীতি অনুসারে মুক্তিপণ দিয়া নিজেদের বন্দীদিগকে মুক্ত করিবে।

৬. আর বনূ জুশাম তাহাদের নিজ নিজ গোত্রে প্রচলিত পূর্ব প্রথা অনুযায়ী নিজেদের দেয় রক্তপণ পরিশোধ করিবে এবং মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণধর্মিতা ও ন্যায়নীতি অনুসারে মুক্তিপণ দিয়া নিজেদের বন্দীদিগকে মুক্ত করিবে।

উক্ত গোত্রকয়েকটির সকলেই ছিলেন বৃহত্তর খাযরাজগোত্রভুক্ত। অর্থাৎ গোত্রগুলি খাযরাজ গোত্রের শাখাগোত্র।

(٧) وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

(٨) وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

(٩) وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

(١٠) وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

৭. বনূ নাজ্জার তাহাদের নিজ নিজ গোত্রে পূর্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিজেদের দেয় রক্তপণ নিজেরা পরিশোধ করিবে এবং মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণধর্মিতা ও ন্যায়নীতি অনুসারে তাহাদের প্রত্যেক গোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিবে।

৮. বনূ আমর ইব্ন আওফ তাহাদের নিজ নিজ গোত্রে পূর্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিজেদের দেয় রক্তপণ নিজেরা পরিশোধ করিবে এবং মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণধর্মিতা এবং ন্যায়নীতি অনুসারে তাহাদের প্রত্যেক গোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিবে।

৯. বনূ নাবীত তাহাদের নিজ নিজ গোত্রে পূর্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিজেদের দেয় রক্তপণ নিজেরা পরিশোধ করিবে এবং মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণধর্মিতা এবং ন্যায়নীতি অনুসারে তাহাদের প্রত্যেক গোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিবে।

১০. আবূ বনুল আওস তাহাদের নিজ নিজ গোত্রে পূর্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারে নিজেদের দেয় রক্তপণ নিজেরা পরিশোধ করিবে এবং মু'মিনদের মধ্যে প্রচলিত কল্যাণধর্মিতা ও ন্যায়নীতি অনুসারে তাহাদের প্রত্যেক গোত্র নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ দিয়া মুক্ত করিবে।

(١١) وان المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء او عقل.

(١٢) وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

(١٣) وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيعة ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولد احدهم.

(١٤) ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن.

(١٥) وان ذمة الله واحدة يجير عليهم ادناهم وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس.

১১. ঈমানদারগণ তাহাদের মধ্যকার কাহাকেও নিঃস্ব ও রিক্তহস্ত অবস্থায় ছাড়িয়া দিতে পারিবে না, কল্যাণধর্মিতার তাগিদে তাহারা মুক্তিপণ বা রক্তপণ আদায়ে তাহাকে সাহায্যস্বরূপ দান করিবে।

১২. কোন ঈমানদার ব্যক্তি অন্য কোন ঈমানদার ব্যক্তির দাসকে মালিকের মতের বিরুদ্ধে মিত্ররূপে গ্রহণ করিতে পারিবে না।

১৩. আল্লাহভীরু মু'মিনগণ এমন প্রতিটি ব্যক্তির বিরুদ্ধে থাকিবে যে তাহাদের মধ্যে জুলুম, অনাচার, বিদ্রোহ ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পাইবে। তাহারা সকলে সম্মিলিত হস্তে তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবে যদি সে তাহাদের কাহার পুত্রও হইয়া থাকে।

১৪. কোন মু'মিন কোন কাফিরের জন্য অন্য মুমিনকে হত্যা করিবে না এবং কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্যও করিবে না।

১৫. আল্লাহর যিম্মা বা নিরাপত্তা এক ও অবিভাজ্য। তাহাদের যে কোন সাধারণ ব্যক্তি তাহাদের গোটা সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে কাহাকেও নিরাপত্তা দিতে পারে (উহা গোটা উম্মাহর পক্ষ হইতে বলিয়া বিবেচিত হইবে)। আর ঈমানদারগণ অন্যদের মুকাবিলায় পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক।

(١٦) وانـــه من تبعنا مـن يهـود فـان له النصر والاسـوة غيـر مظلومـين ولا متناصرين عليهم.

(١٧) وان سلم المؤمنين واحدة لا سالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم.

(١٨) وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.

(١٩) وان المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دمائهم فى سبيل الله.

(٢٠) وان المؤمنين المتقين على احسن هدى واقومه.

১৬. যে ইয়াহূদী আমাদের আনুগত্য অনুসরণ করিবে সে সাহায্য-সহযোগিতা ও সব অধিকারের হকদার হইবে। তাহাদের উপর জুলুমও হইবে না এবং তাহাদের শত্রুদিগকে সাহায্যও করা হইবে না।

১৭. ঈমানদারদের সন্ধি এক ও অভিন্ন। আল্লাহর রাহে যুদ্ধে কোন মু'মিন ব্যক্তি অপর মু'মিন ব্যক্তিকে বাদ দিয়া শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধি করিবে না — যতক্ষণ না তাহা তাহাদের সকলের জন্য সমপর্যায়ের ও ইনসাফ ভিত্তিক হইবে।

১৮. আমাদের পক্ষের শক্তিরূপে যাহারা আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়িবে, তাহারা একে অপরের পিছনে থাকিবে।

১৯. ঈমানদারগণ তাহাদের অপর ভাইয়ের আল্লাহর রাহে প্রবাহিত রক্তের বদলা নিবে।

২০. নিঃসন্দেহে মু'মিন–মুত্তাকীগণই সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে সঠিক পথে রহিয়াছে।

(٢١) وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن.

(٢٢) وانه من اعتبط مؤمنا قتاد عن بينة فانه قود به الا ان يرضى ولى المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه.

(٢٣) وانه لا يحل لمؤمن اقر بما فى هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الاخر ان ينصر محدثا ولا يؤويه. وانه من نصره او اواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

(٢٤) وانكم مهما اختلفتم فيه من شئ فان مرده الى الله عز جل والى محمد ﷺ.

২১. কোন মুশরিক ব্যক্তি কুরায়শের সম্পদের বা প্রাণের আশ্রয়দাতা হইবে না এবং কোন মু'মিন ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে বাধাও দিতে পারিবে না।

[মদীনার আনসারগণ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুশরিক বা মূর্তিপূজকই ছিলেন। মানাত মূর্তির পূজা তাহারা করিতেন। সেই সুবাদে সাবেক আমলের খাতিরের সুবাদে তাহাদের কোন ব্যক্তি যেন কুরায়শের কোন ব্যক্তির জানমালের নিরাপত্তা দিয়া না বসে উক্ত ধারাতে এই ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে]।

২২. যে ব্যক্তি কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করিবে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে তাহা প্রমাণিতও হইবে, বদলাস্বরূপ তাহাকেও হত্যা করা হইবে। তবে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যদি সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং গোটা মুসলিম সমাজের তাহাতে সায় থাকে তবে স্বতন্ত্র কথা (অর্থাৎ এমতাবস্থায় রক্তপণ গ্রহণের মাধ্যমে ইহার মীমাংসা হইতে পারে)। অন্যথায় ইহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতিরেকে বসিয়া থাকা তাহাদের জন্য কোনক্রমেই বৈধ হইবে না।

২৩. এই সনদের বক্তব্য গ্রহণকারী কোন মু'মিনের জন্য, যে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী, কোনক্রমেই কোন অনর্থ সৃষ্টিকারী (অমার্জনীয় ব্যক্তি)-কে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া ও সাহায্য করা বৈধ হইবে না। যে ব্যক্তি এমন ব্যক্তিকে সাহায্য করিবে এবং আশ্রয়-প্রশ্রয় দিবে তাহার প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহর রোষ পতিত হইবে এবং তাহার কোন বদলা বা বিকল্প কিছু তাহার পক্ষ হইতে গ্রহণ করা হইবে না।

২৪. যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইবে তখন উহা মহিমান্বিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ এবং মুহাম্মদ ﷺ-এর নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

[এই প্রসঙ্গ স্মর্তব্য আল-কুরআনের সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত فان تنازعتم فردوه الى الله والرسول এবং সূরা শূরার ১০ম আয়াত اختلفتم من شيء فحكمه الى الله মদীনা চুক্তির এই ধারাটি যেন উক্ত আয়াতদ্বয়েরই ব্যাখ্যা বা প্রতিধ্বনি।]

(٢٥) وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

(٢٦) وان يهود بنى عوف امة مع المؤمنين لليهود دينهم والمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ الانفسه واهل بيته.

(٢٧) وان ليهود بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف.

(٢٨) وان ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف.

(٢٩) وان يهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف.

(٣٠) وان ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف .

(٣١) وان ليهود بنى الاوس مثل ما ليهود بنى عوف.

(٣٢) وان ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف الا من ظلم او اثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته.

(٣٣) وان جفنة بطن من ثعلبة كانفسهم.

(٣٤) وان لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف وان البر دون الاثم.

(٣٥) وان موالى ثعلبة كانفسهم.

(٣٦) وان بطانة يهود كانفسهم.

(٣٧) وانه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد ﷺ .

(٣٨) وانه لا ينحجز على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الا من

ظلم وان الله على ابر هذا.

(٣٩) وان علي اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم.

(٤٠) وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم.

(٤١) وانه لم يأثم امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم.

(٤٢) وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

২৫. ইয়াহূদীগণ যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিনদের সহযোদ্ধারূপে থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহেও তাহাদের সহিত থাকিবে।

২৬. বনূ আওফের ইয়াহূদীগণ মু'মিনদের সহিত অভিন্ন সম্প্রদায়রূপে গণ্য হইবে। ইয়াহূদীদের জন্য তাহাদের ধর্ম এবং ঈমানদার অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য তাহাদের ধর্ম। তাহাদের গোলামগণ এবং তাহারা তাহাদের সমমর্যাদা লাভ করিবে। তবে যে জুলুম করিবে এবং অপরাধ করিবে সে অবশ্যই নিজেকে এবং নিজ গৃহবাসীদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত করিবে (অন্যরা তাহার ভোগান্তির ভাগীদার হইবে না)।

২৭. বনূ নাজ্জারের ইয়াহূদীগণ বনূ আওফের ইয়াহূদীগণের অধিকারের সমতুল্য।

২৮. বনুল হারিছের ইয়াহূদীগণও বনুল আওফের সমান অধিকার ভোগ করিবে।

২৯. বনূ সা'ঈদা গোত্রের ইয়াহূদীগণও বনুল আওফের ইয়াহূদীগণের সমঅধিকার ভোগ করিবে।

৩০. বনূ জুশামের ইয়াহূদীগণও বনূ 'আওফের ইয়াহূদীগণের সমঅধিকার ভোগ করিবে।

৩১. বনুল আওসের ইয়াহূদীগণও বনূ 'আওফের ইয়াহূদীগণের সমঅধিকার ভোগ করিবে।

৩২. বনূ ছা'লাবার ইয়াহূদীগণও বনুল 'আওফের ইয়াহূদীগণের সমঅধিকার ভোগ করিবে। তবে যে জুলুম করিবে এবং অপরাধ করিবে সে তাহার নিজেকে এবং তাহার গৃহবাসিগণকেই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত করিবে।

৩৩. আর জাফনা উপগোত্রও তাহাদের মূল গোত্র ছা'লাবার সমপর্যায়ের বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪. বনূ শুতারা বনুল 'আওফের মতই অধিকার ভোগ করিবে, পুণ্য পাপের সমান নহে।

৩৫. বনূ ছা'লাবার আযাদকৃত গোলামগণও তাহাদের নিজেদের মত।

৩৬. এবং ইয়াহূদী অন্তরঙ্গগণও তাহাদের নিজেদের মতই বিবেচিত হইবে।

৩৭. তাহাদের মধ্যকার কেহই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে এই চুক্তি লংঘন করিতে পারিবে না।

৩৮. কোন আহত ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণে বাধা দেওয়া হইবে না। যে ব্যক্তি অকারণে কাহাকেও খুন করিবে সে তাহার নিজেকেই এবং নিজের গৃহবাসীকেই খুন করিল। তবে যে জুলুমের শিকার হইয়াছে তাহার কথা স্বতন্ত্র, যে সৎ তাহার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ থাকিবে।

৩৯. ইয়াহূদীগণের উপর তাহাদের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব এবং মুসলমানগণের উপর তাহাদের ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।

৪০. তাহারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে এবং তাহাদের মধ্যে কল্যাণ কামনা সদুপদেশ ও সদাচরণের সম্পর্ক থাকিবে। পুণ্য পাপের সমান নহে।

৪১. কোন ব্যক্তি তাহার চুক্তিবদ্ধ মিত্রের সহিত অসদাচরণ করিতে পারিবে না। (করিলে) অত্যাচারিত সাহায্যের হকদার হইবে।

৪২. ইয়াহূদীগণ মু'মিনদের সহিত ব্যয় নির্বাহের ভারও বহন করিবে — যতদিন পর্যন্ত তাহারা সহযোদ্ধারূপে থাকিবে।

(٤٣) وان يثرب حرام جوفها لاهل هذ الصحيفة.

(٤٤) وان الجار كالنفس غير مضار ولا اثم.

(٤٥) وانه لا تجار حرمة الا باذن اهلها.

(٤٦) وانه ما كان بين هذه الصحيفة من حدث او استجار يخاف فساده فان مرده الى الله عز وجل والى محمد رسول الله ﷺ وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة وابره.

৪৩. ইয়াছরিব এলাকা এই চুক্তিপত্র গ্রহণকারীদের জন্য মহাসম্মানিত।

৪৪. আর কোন পক্ষের আশ্রিতগণ স্বয়ং আশ্রয়দাতাদের সমমর্যাদার অধিকারী হইবে, তাহার কোন ক্ষতিসাধন বা তাহার প্রতি কোন অপরাধ করা চলিবে না।

৪৫. কোন গৃহবধূকে তাহার পরিবারবর্গের অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না।

৪৬. এই চুক্তিপত্র গ্রহণকারীদের মধ্যে যদি এমন কোন নূতন সমস্যার উদ্ভব হয় যাহা হইতে দাঙ্গা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয় তবে মহিমান্বিত ও প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট তাহা উত্থাপন করিতে হইবে। এই চুক্তিনামায় যাহা রহিয়াছে তাহার প্রতি সর্বাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আল্লাহর নিকট সমধিক পসন্দনীয়।

(٤٧) وانه لا تجار قريش ولا من نصرها.

(٤٨) وان بينهم النصر على من دهم يثرب.

(٤٩) واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذالك فانه لهم على المؤمنين الا من حارب فى الدين.

(٥٠) على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم.

৪৭. কোন কুরায়শী ব্যক্তি বা তাহার সাহায্যকারীকে আশ্রয় দেওয়া চলিবে না।

৪৮. চুক্তির সকল পক্ষ ইয়াছরিব আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করিবে।

৪৯. যখন তাহাদেরকে সন্ধির প্রতি আহ্বান জানান হইবে তাহারা তাহাতে সাড়া দিবে, অনুরূপ যখন মুসলমানদেরকে সন্ধির প্রতি আহ্বান জানান হইবে তাহারাও অনুরূপ সাড়া দিবে, তবে যদি কেহ ধর্মীয় যুদ্ধে (তাহাদের বিরুদ্ধে) অবতীর্ণ হয়, তবে তাহাদের বেলায় উহা প্রযোজ্য হইবে না।

৫০. প্রত্যেক পক্ষের উপর তাহার নিজের দিককার প্রতিরোধের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে।

(٥١) وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل ما لاهل هذه الصحيفة مع البر المحض من اهل هذه الصحيفة.

৫১. 'আওস গোত্রীয় ইয়াহূদীগণ তাহারা নিজেরাই হউক বা তাহাদের মাওয়ালীগণই হউক এই চুক্তিপত্র গ্রহণকারিগণের প্রতি সদাচরণের শর্তেই কেবল সমমর্যাদা ও সমঅধিকার লাভ করিবে।

ইহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইব্ন ইসহাক বলেন অর্থাৎ বিশ্বস্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা হইতে বিরত রাখিবে এবং প্রত্যেকের অপকর্ম ও অসদাচরণের ফলাফল তাহার উপরই বর্তাইবে। আর আল্লাহ তাহারই সাহায্যে থাকিবেন যাহারা এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী পালনে সনিষ্ঠ।

(٥٢) وانه لايحول هذا الكتاب دون ظلم او اثم وانه من خرج امن ومن قعد امن بالمدينة الا من ظلم واثم.

(٥٣) وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله ﷺ.

৫২. এই চুক্তিপত্র কোন অত্যাচারী অপরাধীকে রক্ষা করিবে না। যে ব্যক্তি যুদ্ধে গমন করিবে সে নিরাপদ। যে যুদ্ধে গমন না করিয়া মদীনায় বসিয়া থাকিবে সেও নিরাপদ। তবে জালিম ও অপরাধী নিস্তার পাইবে না।

৫৩. আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদাচারী ও নিষ্ঠাবানদের সহিত রহিয়াছেন (সীরা ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৫০১-৪; মাজমূআতুল ওয়াছাইকিস সিয়াসিয়্যা, পৃ ৪১-৪৭; ঐ; আহদে নবভী কে নেযামে হুকমরানী, পৃ. ১০০-৯; ঐ, মাজাল্লায়ে তায়ালিসীন, হায়দরাবাদ, দক্ষিনাত্য, জুলাই ১৯৩৯)।

ইহাই পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র — যাহাতে প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। উক্ত ফরমান ও সমঝোতায় উল্লিখিত ধারাসমূহ নিষ্ঠার সহিত পালিত হইলে ইসলামের ইতিহাসের চিত্র অনেকটা ভিন্ন হইত এবং মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের যুদ্ধবিগ্রহের তালিকা অনেক ছোট হইত। কিন্তু ইতিহাসের চিরঅভিশপ্ত ইয়াহূদী সম্প্রদায় বারবার এই সমঝোতা লঙ্ঘন করিয়াছে এবং মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রকে পুনঃ পুনঃ মারাত্মক যুদ্ধের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছে। ফলে নিজেরাও বারবার ভোগান্তির শিকার হইয়াছে, বারবার দেশান্তরিত হইয়াছে এবং হত্যাযজ্ঞের শিকার হইয়াছে। আল-কুরআনে তাহাদের দুই দুইবারের দেশান্তরিত হওয়ার ঘটনাকে প্রথম হাশর এবং দ্বিতীয় হাশর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং একটি সূরার নামকরণ করা হইয়াছে সূরা আল-হাশর।

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র

باسمك اللهم هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عن الناس لعشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على انه من قدم مكة من اصحاب محمد حاجا او معتمرا او يبتغي من فضل الله

فهو امن على دمه وماله ومن قدم المدينة من قريش مجتازا الى مصر او الى الشام يبتغى من فضل الله فهو امن على دمه وماله على انه من اتى محمدا من قريش بغير اذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه وان بيننا عيبة كفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال وانه من احب ان يدخل فى عقد محمد وعهده دخله فيه ومن احب ان يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه وانك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا مكة وانه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك فأقمت بها ثلاثا معك سلاح الراكب السيوف فى القرب ولا تدخلها بغيرها اشهد على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سهيل بن عمرو سعد بن ابى وقاص ومحمود بن مسلمة ومكرز بن حفص وهو يؤمئذ مشرك وعلى بن ابى طالب وكتب.

"তোমারই নামে হে আল্লাহ! ইহা সেই চুক্তিপত্র যাহা মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর-এর সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহারা এই মর্মে সন্ধিবদ্ধ হইয়াছেন ঃ (১) দশ বৎসর পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকিবে। লোকজন উক্ত মেয়াদে নিরাপদে থাকিবে এবং পরস্পরকে আক্রমণ হইতে বিরত থাকিবে।

(২) হজ্জ, উমরা অথবা ব্যবসা উপলক্ষে মুহাম্মাদের কোন সাথী যদি মক্কায় আসে তবে তাহার জান-মালের নিরাপত্তা থাকিবে এবং কুরায়শদের কেহ যদি মিসর বা সিরিয়া গমনের পথে মদীনায় আগমন করে তবে তাহার জান-মালেরও নিরাপত্তা থাকিবে।

(৩) কুরায়শদের কোন ব্যক্তি যদি তাহার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে মুহাম্মাদের নিকট আগমন করে তবে তিনি তাহাকে ফেরত পাঠাইয়া দিবেন। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদের কোন সাথী যদি কুরায়শদের নিকট চলিয়া আসে, তবে তাহারা তাহাকে ফেরত পাঠাইতে বাধ্য থাকিবে না।

(৪) আমরা উভয় পক্ষের মধ্যকার চুক্তি পালনে আন্তরিক থাকিব। । এক পক্ষ অপর পক্ষ হইতে কোন কিছু গোপন রাখিবে না ও বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না।

(৫) যে কেহ ইচ্ছা করিলে মুহাম্মাদের সহিত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে। আবার যে কেহ ইচ্ছা করিলে কুরায়শদের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

(৬) এই বৎসর আপনি (হে মুহাম্মাদ!) ফিরিয়া যাইবেন, মক্কায় প্রবেশ করিবেন না।

(৭) পরবর্তী বৎসর আমরা আপনার জন্য মক্কা শহর ত্যাগ করিব, আপনি সদলবলে উহাতে প্রবেশ করিয়া তিন দিন অবস্থান করিবেন।

(৮) তখন আপনাদের সহিত থাকিবে পথচারীসুলভ অস্ত্র কোষবদ্ধ তরবারি। অন্য কোন প্রকার অস্ত্র লইয়া আপনারা উহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

(৯) মুসলমান ও মুশরিক পক্ষের যে সাক্ষিগণ এই চুক্তি প্রত্যক্ষ করেন তাঁহারা হইলেন আবূ বকর সিদ্দীক, উমার ইবনুল খাত্তাব, আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুহায়ল, ইব্‌ন আমর, সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস, মাহমূদ ইব্‌ন মাসলামা, মুকরিয ইব্‌ন হাফ্‌স (তিনি তখন মুশরিক ছিলেন) এবং আলী ইব্‌ন আবী তালিব। পত্রখানি লিপিবদ্ধ করেন 'আলী ইব্‌ন আবী

তালিব" (সীরাত ইব্ন হিশাম, ৩-৪খ., পৃ. ২১৬-১৭; সুবহুল আ'শা, ৪খ., পৃ. ১৪; ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ২খ., পৃ. ১৩৮; মুসনাদে আহমাদ, ৪খ., পৃ. ৩২৫; মাজমূআতুল ওয়াছাইক, পৃ. ৫৮-৯)।

তাবাকাত, মাগাযী এবং ফুতূহুল বুলদানে লিপিটির শিরোনাম صالح عليه محمد স্থলে اصطلح عليه محمد আছে এবং বুখারীতে আছে هذا ما قضى عليه محمد সহীহ বুখারী, হাদীছ নং ২৭৩১-২ ও ড. আকরাম দিয়া উমারী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা আস-সাহীহা, ২খ., পৃ. ৪৪২; ২য় সং, রিয়াদ ১৯৯৬; কিতাবুল আমওয়াল, পৃ. ১৫৭; তৃতীয় সং, কায়রো ১৯৮১, হাদীছ নং ৪৪৩।

নাজরান চুক্তি

নাজরান ইয়ামানের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ জেলা। হামাদানী আরব খৃস্টানদের বাস ছিল এই এলাকায়। নাজরানের বড় একটি গীর্জা ছিল 'আরব খৃস্টানদের নিকট কা'বাতুল্য কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী। আরব উপদ্বীপের প্রধান পীঠস্থানরূপে উহা গণ্য হইত। জনৈক হিময়ারী বাদশাহ ইয়াহূদী ধর্মে তাহাদেরকে দীক্ষিত করার জন্য তাহাদের প্রতি যে লোমহর্ষক অত্যাচার-নিপীড়ন চালাইয়াছিল আল-কুরআনের সূরা আল-বুরূজে বর্ণিত জুলুমের বর্ণনা তাহার একটি। খৃস্টানগণ নাজরানের বড় গীর্জার নিকট উপস্থিত হইতে পারিলেই সর্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে নিজেদিগকে নিরাপদ বিবেচনা করিতেন। ঐ গীর্জার বার্ষিক আয় ছিল সেই যুগের দুই লক্ষ টাকা (দ্র. মাকতূবাতে নববী, পৃ. ২২৫)। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার নিকট আগত তাহাদের এক বিরাট প্রতিনিধি দলের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানা অর্পণ করেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب النبى رسول الله محمد لنجران اذ كان عليهم حكمة فى كل ثمرة وصفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فافضل عليهم وترك ذلك لهم الفى حلة حلل الاواقى فى كل رجب الف حلة وفى كل صفر الف حلة كل حلة اوقية وما زادت حلل الخراج او نقصت عن الاواقى فبالحساب وما نقصوا مندرع او خيل او ركاب او عرض اخذ عنهم بالحساب وعلى (اهل) نجران مثواة رسلى شهرا فدونه ولا يحبس رسلى فوق شهر وعليهم عارية ثلاثين درعا وثلثين فرسا وثلثين بعيرأ اذا كان (كيد) باليمن ذو مغرة وما هلك مما اعاروا رسلى من خيل او ركاب فهم ضمن يردوه اليهم ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله على انفسهم وملتهم ارضهم واموالهم (وبيعهم ورهبانيتهم وامساقفتهم) وغائبهم وشاهدهم (وكلما تحت ايديهم عن قليل او كثير) وعيرهم وبعثهم وامثلتهم لا يغير ما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم وامثلتهم.

لا يفتن اسقف من اسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا واقه من وقاهيته على ما تحت ايديهم عن قليل او كثير وليس عليه رهن ولا دم جاهلية ولا يحترون ولا

يعشرون ولا يطا ارضهم جيش من سئل غنهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران (على ان لا يأكلوا الربا) ومن اكل منهم ربا من ذى قبل فذمتى منه بريئة (وعليهم الجهد والنصح فيما استقبلوا غير مظلومين ولا معنوف عليهم) ولا يأخذ منهم رجل بظلم آخر ولهم على ما فى هذه الصحيفة جوار الله وذمة محمد النبى ابدا حتى ياتى امرالله ما نصحوا واصلحوا فيما عليهم غير مكلفين شيئا بظلم (وفى الطبقات) شهد ابو سفيان بن حرب وغيلان بن عمرو ومالك بن عوف من بنى نصر والاقرع بن حابس الحنظلى والمغيرة وكتبه

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নাজরানবাসিগণের উপর কর্তৃত্বলাভ করিয়া তাহাদের প্রতি যে ফরমান লিখিয়াছিলেন তাহা এই ঃ সকল কালো, সাদা-লাল ও পীতবর্ণের দ্রব্যাদি এবং ফল-ফলারী ও দাস-দাসীর সব কিছুর উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করিয়াও তিনি পূর্ণ বদান্যতা সহকারে ঐসব কিছু তাহাদের অধিকারে ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের উপর এক উকিয়া মূল্যের দুই হাজার জোড়া বস্ত্র (করস্বরূপ) ধার্য করিলেন। এক হাজার জোড়া প্রতি রজব মাসে এবং এক হাজার জোড়া সফর মাসে দেয় হইবে। এক উকিয়া রৌপ্যমূল্য হিসাবে বস্ত্রগুলির মূল্য নির্ধারিত হইবে। বস্ত্র যদি এক উকিয়া রৌপ্যের বেশী বা কম মূল্যের হয় তবে উকিয়ার মানদণ্ডে মূল্য নির্ধারিত হইবে (মূল্য বেশী হইলে এক উকিয়ার বাড়তি মূল্য অনুপাতে বস্ত্রের সংখ্যা কমিয়া যাইবে, আবার এক উকিয়া রৌপ্যের কমমূল্যের বস্ত্র হইলে ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে বস্ত্র সংখ্যা বর্ধিত হইবে)। বস্ত্রের পরিবর্তে বর্ম, ঘোড়া বা বাহন উট বা অন্য কোন গৃহসামগ্রী যদি কেহ দিতে চাহে তবে মূল্য অনুপাতে তাহা গৃহীত হইবে।

"আমার দূতগণ কুড়ি দিন বা ইহার কিছু কম নাজরানবাসিগণের আতিথ্য ভোগের হকদার হইবে। আর এক মাসের অধিক কাল আমার দূতগণকে রাখা চলিবে না। ত্রিশটি বর্ম, ত্রিশটি ঘোড়া এবং ত্রিশটি উট ধারস্বরূপ নাজরানবাসীদের আমাদিগকে দিতে হইবে— যদি ইয়ামানে কোন বিদ্রোহ বা গোলযোগ দেখা দেয় (তবে তাহা দমনার্থে)। আর আমার দূতগণের গৃহীত এইসব ধার করা বস্তুর যদি কোন ক্ষতি হইয়া থাকে তবে তাহারা উহার ক্ষতিপূরণের যিম্মাদার থাকিবে।

"নাজরান এবং তাহার উপকণ্ঠের জন্য থাকিবে আল্লাহ-প্রদত্ত অভয় এবং আল্লাহর রাসূল নবী মুহাম্মাদের যিম্মা বা দায়িত্ব তাহাদের ব্যক্তিসত্তা, তাহাদের জাতিসত্তা, তাহাদের জমিজমা, তাহাদের ধনসম্পদ, তাহাদের গীর্জা, তাহাদের সাধুসন্ত ও পাদ্রীবর্গ, উপস্থিত অনুপস্থিত তাহাদের কর্তৃত্বাধীন সব কিছু, চাই তাহা কমই হউক আর বেশীই হউক, তাহাদের কাফেলা, তাহাদের বাহিনী সব কিছুর জন্য। তাহারা যে অবস্থায় ছিল তাহার কোন পরিবর্তন সাধন করা হইবে না। তাহাদের কোন হক বা অধিকার বা অনুরূপ কিছুই পরিবর্তন করা হইবে না।

"গীর্জার কোন পাদ্রীকে তাহার পদ হইতে অপসারিত করা হইবে না। কোন সাধুকে তাহার বৈরাগ্য ধর্ম হইতে বিরত করা হইবে না। কোন সেবায়েতকে তাহার ব্রত হইতে এবং তাহার কর্তৃত্বাধীন কম বা বেশী কিছু হইতে বেহাত করা হইবে না।

"তাহাদের উপর প্রাক-ইসলামী জাহিলী যুগের কোন রক্তপণের দায়িত্ব বর্তাইবে না। রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহাদেরকে সামরিক অভিযানে গমনে বাধ্য করা হইবে না। তাহাদের উপর 'উশর আরোপিত হইবে না। তাহাদের ভূমি সেনাবাহিনীর দ্বারা পদদলিত করা হইবে না। তাহাদের মধ্যকার কেহ যদি হক বা অধিকার দাবি করে তবে ইনসাফ বা মাঝামাঝি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে। তাহাদের উপর জুলুম করা হইবে না বা তাহাদেরকে জুলুম করিতেও দেওয়া হইবে না (এই শর্তে যে, তাহারা সূদ খাইবে না)। তাহাদের কেহ যদি ভবিষ্যতে সূদ খায় তবে তাহাদের ব্যাপারে আমার আর কোন যিম্মা থাকিবে না। তাহাদের দায়িত্ব হইল, কল্যাণ কামনার সহিত তাহারা এই চুক্তির মাধ্যমে যে সমস্ত অধিকার লাভ করিয়াছে খুশীমনে তাহা বরণ করিয়া লইয়া তাহার গণ্ডীর মধ্যে চেষ্টা-সাধনা করা। (ফলে) তাহারা জুলুমমুক্ত থাকিবে এবং কঠোরতার শিকার হইবে না।

"তাহাদের কোন ব্যক্তি অপরের অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবে না। এই লিপিতে উল্লিখিত আশ্রয় ও নবী মুহাম্মাদের যিম্মায় আল্লাহর অধিকার তাহারা ভোগ করিতে পারিবে। অনন্তকাল পর্যন্ত— যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর আদেশ আসিয়া পড়ে— যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা মঙ্গল কামনা করিতে থাকিবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে থাকিবে। তাহাদের উপর কোনরূপ জুলুম চাপাইয়া দেওয়া হইবে না (আর তাবাকাতে বাড়তি আরও আছে)। আবূ সুফয়ান ইব্ন হারব, গায়লান ইবন আমর ও মালিক ইব্ন আওফ বানূ নাসর গোত্রীয়, আকরা ইব্ন হাবিস আল-হানযালী এবং মুগীরা ইহার সাক্ষী রহিলেন। লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মুগীরা" (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩১৮-২১)।

মু'আয ইব্ন জাবালকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্ত্বনাপত্র

মাত্র আঠার বৎসর বয়সে হযরত মুস'আব ইব্ন উমায়র (রা)-এর উৎসাহ প্রদানে মদীনার এই তরুণ মু'আয ইব্ন জাবাল ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও মদীনায় হিজরত করেন নাই। হিজরী ১১/খৃ. ৬৩২ সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে ইয়ামানবাসিগণকে ইসলাম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি বিশদ পত্রসহ প্রেরণ করিয়াছিলেন— যাহা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার ইয়ামানে গমনের পরপরই রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিতে পারেন যে সেখানে তাঁহার এক শিশুপুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তখন তাঁহার পুত্রশোকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার নিকট নিম্নের পত্রটি প্রেরণ করেন।

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله ﷺ الى معاذ سلام عليك فانى احمد اليك الله الذى لا اله الا هو اما بعد اعظم الله لك الاجر والهمك الصبر ورزقنا واياك الشكر فان انفسنا واهالينا واموالنا واولادنا من مواهب الله عز وجل الهنيئة وعواريه المستودعة يمتع بها الى اجل معلوم ويقبض لوقت معدود ثم افترض علينا الشكر اذا اعطانا والصبر اذا ابتلانا وقد كان ابنك من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة متعك الله به فى غبطة وسرور وقبضه منك باجر كثير الصلاة الرحمة والهدى ان صبرت واحتسبت فلا تجمعن عليك مصيبتين فيهبط لك اجرك وتندم على ما فاتك فلو قدمت على ثواب مصيبتك

علمت ان المصيبة قد قصرت فى جنب الله عن الثواب فتنجز من الله موعودة وليذهب أسفك على ما هو نازل بك فكان قد والسلم.

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে মু'আযের প্রতি। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আমি সেই একক আল্লাহর প্রশংসা করিতেছি যিনি ভিন্ন অন্য কোন ইলাহ নাই। আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতিদান বৃদ্ধি করুন, তোমার শোকার্ত অন্তরকে ধৈর্য ধারণের শক্তি দান করুন এবং তাঁহার প্রতি শোকর আদায়ের তওফীক দান করুন।

"প্রকৃতপক্ষে আমাদের জান, আমাদের পরিবারবর্গ, আমাদের ধন-সম্পদ, আমাদের সন্তান-সন্তুতি আল্লাহ তা'আলারই দান এবং তাঁহারই গচ্ছিত আমানতস্বরূপ। এক সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি উহার দ্বারা উপকৃত করেন, আবার নির্ধারিত সময়ে তাহা ফিরাইয়াও নেন। তিনি যখন আমাদেরকে দান করেন তখন তাঁহার শোকর আদায় করা এবং যখন তিনি উহা ফিরাইয়া লইয়া পরীক্ষার সম্মুখীন করেন তখন ধৈর্য ধারণ করাকে আমাদের কর্তব্য বলিয়া নির্ধরাণ করিয়াছেন।

"তোমার সন্তান ছিল আল্লাহর একটি উত্তম দান এবং তাঁহার একটি গচ্ছিত আমানত। তিনি তাহার দ্বারা তোমাকে ঈর্ষণীয় আনন্দ দান করিয়াছেন এবং প্রতিদানের বিনিময়ে তোমার নিকট হইতে তাহাকে উঠাইয়া নিয়াছেন। এখন যদি তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং উহাকে ছওয়াবের হেতু রূপে গণ্য কর তাহা হইলে তোমার জন্য তাঁহার পক্ষ হইতে সালাত, রহমত ও হিদায়াত অবধারিত। দুইটি বিপদ যেন তোমার বেলায় একত্র না হয় [অর্থাৎ পুত্রশোক ও অধৈর্য জনিত ক্ষতি]। তাহা হইলে তোমার প্রতিদান নষ্ট হইবে এবং তুমি হৃত নি'অমতের জন্য অনুতপ্ত হইবে। তোমার এই বিপদের বিনিময়ে তুমি যে কত বড় ছওয়াবের অধিকারী হইতেছ তাহা হইল, আল্লাহর নিকট প্রাপ্য প্রতিদানের তুলনার তুমি এই বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবে এবং আল্লাহ তোমাকে তাহার প্রতিশ্রুত ছওয়াব দান করিবেন। তোমার জন্য অত্যাসন্ন ছওয়াবের প্রেক্ষিতে তোমার শোক তিরোহিত হওয়া উচিত। যাহা হওয়ার হইয়া গিয়াছে। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক"।

পত্র মারফত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসলাম প্রচার

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রাবলীর শুরুতে بسم الله الرحمن الرحيم. ব্যবহার করিতেন, কিন্তু এইরূপ লিখার প্রচলন একবারে হয় নাই। তাবাকাত ইব্‌ন সা'দে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে হায়ছাম ইব্‌ন আদী, মুজালিদ ইব্‌ন সা'ঈদ ও যাকারিয়া ইব্‌ন আবী যায়দা শা'বী সূত্র ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করেন। শা'বী বলেন ঃ

كان رسول الله ﷺ يكتب كما تكتب قريش باسمك اللهم حتى نزلت عليه اركبوا فيها باسم الله مجرها ومرساها فكتب بسم الله حتى نزلت عليه قل ادعوا الله وا ادعوا الرحمن فكتب بسم الله الرحمن حتى نزلت عليه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়শদের মতই প্রথমে 'বিইসমিকা আল্লাহুম্মা' লিখিতেন। যখন তাঁহার উপর নাযিল হইল, 'বিসমিল্লাহি মাজরেহা ও মুরসাহা' তখন লিখিতে লাগিলেন, বিসমিল্লাহি।

অতঃপর যখন নাযিল হইল ঃ قل ادعو الله اوادعوا الرحمن তখন তিনি লিখিতে লাগিলেন, বিসমিল্লাহির রাহমান। অতঃপর যখন নাযিল হইল ঃ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم তখন হইতে তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখিতে শুরু করেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৩-৪)।

জনৈক মূক ও বধির ব্যক্তির নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

فانه ليس من مسلم يفجع بكريمتيه او بلسانه او بسمعه ان برجله او بيده فيحمد الله على ما اصابه واكتسب عند الله ذلك الا نجاه الله من النار وادخله الجنة.

"এমন কোন মুসলিম নাই যে তাহার চক্ষুদ্বয় কিংবা তাহার রসনা অথবা তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় অথবা তাহার পা বা হাত-এর কারণে সমস্যাগ্রস্ত, তারপরও সে এই বিপদে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং আল্লাহ্র নিকট এই জন্য ছওয়াবের প্রত্যাশা করে, অথচ আল্লাহ তাহাকে জাহান্নাম হইতে নিষ্কৃতি দিবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন" (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৬০৪; ইবনুল কাহফের 'ইদ্দাতাদ দাঈ-এর ৭খ., দু'আউল মারীদ পরিচ্ছেদের বরাতে)।

হযরত জাবির (রা)-এর বর্ণনা হইতে জানা যায়, একদা জনৈক বধির ও মূক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসিয়া তাহার হাতের ইশারায় তাহার দুরবস্থার কথা বর্ণনা করিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ

اعطوه صحيفة حتى يكتب فيما ما يريد.

"তাহাকে এমন একটি লিপি দাও— যাহাতে তাহার মনোবাঞ্ছার প্রতিফলন ঘটে এমন কিছু সে লিখিবে"। তখন সে লিখিল ঃ

انى اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله.

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল"। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ

اكتبوا له كتابا تبشرونه بالجنة.

"তাহার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ সম্বলিত একটি পত্র লিখিয়া দাও।" তখন এই পত্রটি লিখিত হয় (প্রাগুক্ত)।

আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শকে লিখিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

اذا نظرت فى كتابى هذا فامض حتى تنزل نخلة بين المكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا من اخبارهم.

"যখন তুমি আমার এই পত্রখানা পড়িয়া দেখিবে, তখন অগ্রসর হইতে থাকিবে এবং মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলায় অবতরণ করিবে। সেখানে কুরায়শদের অপেক্ষায় ওঁৎ পাতিয়া

থাকিবে এবং তাহাদের সংবাদ আমাদেরকে অবহিত করিবে" (সীরাত ইব্ন হিশাম, ২খ., পৃ., ২৩৯; ঐ বাংলা ভাষ্য, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ২৯০)।

প্রথম বদর অভিযানের স্বল্পকাল পরেই আটজন মুহাজির সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ (রা)-কে একটি পত্র অর্পণ করিয়া একটি অভিযান প্রেরণ করেন এবং বলিয়া দেন, দুই দিন পথ চলার পর পত্রটি খুলিবে অতঃপর পত্রখানার বিবরণ অনুযায়ী কাজ করিবে এবং সঙ্গী-সাথীদের কাহাকেও এই ব্যাপারে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বাধ্য করিবে না।

আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ (রা) নির্দেশ মুতাবিক কাজ করিলেন। দুই দিন পথ চলার পর তিনি পত্রখানা খুলিয়া পাঠ করিলেন এবং বলিলেন, পত্রের আদেশ শিরোধার্য। অতঃপর তিনি সঙ্গিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নাখলায় পৌঁছিয়া কুরায়শদের তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করিয়া তৎসম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করার নির্দেশ দিয়াছেন এবং সাথে সাথে তোমাদের কাহারও উপর তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যকার যে শহীদ হইতে আগ্রহী এবং স্বেচ্ছায় স্বতস্ফূর্তভাবে আমার সহিত যাইতে আগ্রহী সে আসিতে পারে। আর যাহার ইচ্ছা হয় সে ফিরিয়া যাইতে পারে। আমি অবশ্যই আল্লাহ্র রাসূলের নির্দেশ পালন করিব।

সেমতে আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ হিজাযের পথে অগ্রসর হন। সঙ্গিগণও দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করেন এবং এই দলের দুইজনের উট হারাইয়া যাওয়ার কারণে পিছনে পড়িয়া গেলেও অবশিষ্ট সাথিগণ নাখলায় উপস্থিত হন। তাহারা সাফল্যের সহিত তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তাঁহার আদেশ পালনে যে কত সনিষ্ঠ ছিলেন, এই পত্রখানা তাহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

আবূ সুফ্য়ানের জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

ড. হামীদুল্লাহ ওয়াকিদীর কিতাবুল মাগাযী-এর বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি (পৃ. ১১৩), মাকরিযীর কিতাবুন নিযা' ওয়াত-তাখাসুম ফীমা বায়না বনী উমায়্যা ওয়া বনী হাশিম-এর ইস্তাম্বুল নূর উছমানিয়া যাদুঘরে রক্ষিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি (পৃ. ৯), বালাযুরীর আনসাবুল আশরাফ-এর দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যায় রক্ষিত পাণ্ডুলিপি (১খ., পৃ. ৩৫৮-৯) এবং মাকরিযীর অপর এক গ্রন্থ ইমতাউল আসমা (১খ., পৃ. ২৩৯)-এর বরাতে তদীয় মাজমূআতুল ওয়াছাইকিস সিয়াসিয়্যা গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উদ্দেশ্যে আবূ সুফ্য়ানের লিখিত পত্র এবং তাহার জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রের যে বিবরণ দিয়াছেন আলী ইব্ন হুসায়ন আলী আল-আহমাদী মাকাতীবুর রাসূল গ্রন্থে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবূ সুফয়ান খন্দক যুদ্ধের সময় কুরায়শ তথা সম্মিলিত কাফির বাহিনীর অধিনায়ক রূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্যে লিখেন ঃ

باسمك اللهم فانى احلف بالات والعزى (واساف ونائلة وهبل) لقد سرت اليك
فى جمعنا وانا نريد ان لا نعود اليك ابدا حتى نستاصلكم فرأيت قد كرهت لقائنا
وجعلت مضايق وخنادق فليت شعرى من علمك هذا فان نرجع عنكم فلكم منا يوم
كيوم احد تنصر فيه النساء.

"তোমার নামে হে আল্লাহ! লাত ও উযযা (এবং ইসাফ, নাইলা ও হুবাল) দেবতার কসম। আমি সদলবলে তোমার দিকে অভিযান পরিচালনা করি। আমার ইচ্ছা ছিল, তোমাদেরকে সমূলে উৎখাত না করিয়া ফিরিব না। আসিয়া দেখিলাম, আমাদের সহিত সম্মুখ সমরে তুমি অনীহাগ্রস্ত, খানা-খন্দক ও পরিখাদি খনন করিয়া রাখিয়াছ। যদি জানিতে পারিতাম, কে তোমাকে এইগুলি শিক্ষা দিল! এখন তোমাদের নিকট হইতে ফিরিয়া চলিয়া যাইতেছি। আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের জন্য উহুদের মত আরেকটি যুদ্ধ রহিয়া গিয়াছে যেদিন আমরা আমাদের নারীদেরকে সাহায্য করিব"।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহার জবাবে লিখিলেন ঃ

من محمد رسول الله ﷺ الى ابى سفيان بن حرب اما بعد (فقد اتانى كتابكو) قد يما غرك بالله الغرور واما ما ذكرت انك سرت الينا فى جمعكم وانك لا تريد ان تعود حتى تستأصلنا فذلك امر الله يحول بنيك وبينه ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات والغرى واما قولك من علمك الذى صنعنا من الخندق فان الله الهمنى ذلك لما اراد من غيظك به وغيض اصحابك ولياتين عليك يوم اكسر فيه اللات والعزى واساف ونائلة وهبل اذكرك ذلك.

"আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে আবূ সুফয়ান ইব্ন হারবের প্রতি। অতঃপর সমাচার এই যে, তোমার পত্র আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। আল্লাহ্র ব্যাপারে তোমার ধোঁকায় নিমজ্জিত থাকা অনেক পুরাতন ব্যাপার (নূতন কিছু নহে)। আর তুমি যে উল্লেখ করিয়াছ, তুমি সদলবলে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছ এবং আমাদের সম্পূর্ণ উৎখাত না করিয়া ফিরিয়া যাইতে তুমি চাও না, উহা একমাত্র আল্লাহ্রই কাজ, তোমার এবং উহার মধ্যে তিনিই অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া দিবেন। তিনি সুপরিণাম আমাদের জন্যই সৃষ্টি করিবেন, এমনকি লাত ও উযযার নামটি পর্যন্ত তোমরা মুখে লইতে পারিবে না। আর তোমার প্রশ্ন, কে তেমাকে উহা শিখাইল? (তাহার জবাব হইল) আমরা যে পরিখা খনন করিয়াছি, আল্লাহ যখন তোমার ও তোমার সঙ্গী-সাথীদের জিঘাংসা প্রত্যক্ষ করিলেন তখন তিনিই আমার অন্তরে ইহার জ্ঞান সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। নিঃসন্দেহে এমন এক দিন আসিবে যেদিন (লাত ও উযযা) ইসাফ, নায়েলা ও হুবল মূর্তিগুল চুরমার করিয়া দেওয়া হইবে। আমি তোমাকে উহা স্মরণ করাইয়া দিতেছি" (মাজমূআতুল ওয়াছাইকিস সিয়াসিয়্যা, পৃ. ২৭, নং ৭; প্রাগুক্ত সূত্রগুলির বরাতে; মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ.. পৃ. ৫২৮)।

فان الله الهمنى ذلك (আল্লাহই উহার জ্ঞান আমার অন্তরে সঞ্চারিত করিয়াছেন) বাক্যের দ্বারা কেহ ধারণা করিতে পারেন যে, সালমান ফারসীই খন্দক খনন করিয়াছিলেন, তাহা হইলে আল্লাহ্ উহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শিক্ষা দিয়াছেন বলা কতটুকু সঙ্গত ছিল। ইহার জবাবে বলা যায়, মূলত এই জ্ঞানটি আল্লাহ প্রদত্ত ছিল। সঙ্গী-সাথীদের অন্তর জয়ের জন্য পরামর্শ চাহিলে সালমান ফারসী সেই পরামর্শ দিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাহাকে সম্মান দিয়াছেন। আল্লাহ্র শিক্ষাদানের সাথে তাহার কোন বিরোধ নাই (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৫২৯)।

খন্দক যুদ্ধের পূর্বে লিখিত আবূ সুফয়ানের পত্রের জবাবে

وصل كتاب اهل الشرك والنفاق والكفر والشقاق ذخمت مقالتكم فوالله ما لكم عندى جواب الا اطراف الرماح واشفار الصفاح فارجعوا ويلكم من عبادة الاصناء وابشروا يضرب الحسام ويفلق الهام وخراب الديار وقلع الاثار والسلام على من اتبع الهدى.

الا ابلغ عنى قريشا من لسان كالحسام

الا هلموا كى تلاقوا ما لاقيتم من الصمصام فى بدن رهام

"শিরক, নিফাক, কুফর ও বিবাদ সৃষ্টিকারীদের পত্র পৌঁছিয়াছে। আমি তোমাদের বক্তব্য অনুধাবন করিয়াছি। আল্লাহ্‌র কসম! বর্শাফলক ও তরবারির ক্ষুরধার কিনারা ছাড়া ইহার আর কোন জবাব আমার নিকট নাই। মূর্তি পূজার দুর্ভোগ লইয়া তোমরা ফিরিয়া যাও। তাহাদেরকে তরবারির আঘাতে মস্তক দ্বিখণ্ডিত করা, বাড়ীঘর ধ্বংস করা এবং নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করিবার সুসংবাদ দাও। সালাম তাহার প্রতি যে হিদায়াতের অনুসরণ করে।

পৌঁছে দাও বার্তা আমার কুরায়শগণে
তরবারি সম ধারাল রসনা দিয়ে
এসো এসো নাও চেখে তার স্বাদটুকু
তরবারি থেকে দেহ ও মাথার খুলি দিয়ে"
(মাজমূ'আতুল ওয়াছাইকিস সিয়াসিয়্যা, পৃ. ২৬)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ সুফয়ানের যে পত্রের জবাবে উক্ত পত্রখানা লিখিয়াছিলেন ড. হামীদুল্লাহ তাহাও উদ্ধৃত করিয়াছেন উপযুক্ত সূত্রসমূহের বরাতে। তাহার সেই পত্রখানা ছিল এইরূপ ঃ

اما بعد فانك قتلت ابطا لنا وايتمت الاطفال ودملت النسوان والان قد اجتمعت القبائل والعشائر يطلبون قتالك وقلع اثارك وقد انفذنا اليك نريد منك نصف نخل المدينة فان اجبتنا الى ذلك والا ابشر بخراب الديار وقلع الاثار

تجاوبت القبائل من نزار لنصر اللات فى بيت الحرام

واقبلت الضراغم من قريش على خيل مسومة ضرام

"অতঃপর সমাচার, তুমি আমাদের বীরপুরুষদেরকে হত্যা করিয়াছ, আমাদের শিশুদেরকে পিতৃহীন এবং নারীদেরকে বিধবা করিয়াছ। এখন বিভিন্ন কবীলা ও বিভিন্ন বংশের লোক তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তোমাকে সমূলে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হইয়াছে। আমরা তোমার দিকে ইতোমধ্যেই রওয়ানা হইয়াছি। এখন তোমার নিকট আমাদের দাবি, মদীনার অর্ধেক খেজুর আমাদেরকে দিতে হইবে। যদি তাহাতে সাড়া দাও (তাহা হইলে উত্তম), অন্যথায় ঘরবাড়ির বিনাশ ও সমূলে উচ্ছেদের সুসংবাদ গ্রহণ কর।

জবাবে এসেছে নেমে নায্যারের কবীলাসমূহ
লাত দেবতার সাহায্যের তরে/ বিরাজে যা পবিত্র হারামে
কুরায়শ সিংহরা সব দাঁড়িয়ে আছে মুখামুখী তব
উৎকৃষ্ট ক্ষিপ্র অশ্বে চড়ে" (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৫৩১)।

একজন নিহত সাহাবীর খুনের ব্যাপারে খায়বারের ইয়াহূদীগণের প্রতি পত্র

ইব্ন হিশাম (র) বর্ণনা করেন, ইব্ন ইসহাক, যুহ্রী, সাহ্ল ইব্ন আবী হাস্‌মা (রা) সূত্রে এবং বনী হারিছার মাওলা বশীর ইব্ন ইয়াসার, সাহ্ল ইব্ন আবী হাস্‌মা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাহ্ল (রা) খায়বারে নিহত হন। সেখানে অবস্থিত তাঁহার লোকজনের নিকট হইতে খেজুর সংগ্রহ করিয়া আনিতে তিনি সেখানে গিয়াছিলেন। সেখানে ঘাড় মটকান অবস্থায় এক কূপের মধ্যে তাঁহার লাশ পাওয়া গেল। নিহত ব্যক্তির ভাই 'আবদুর রহমান ইব্ন সাহ্ল তাঁহার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁহার দুই পিতৃব্য পুত্র হুওয়ায়্যাসা এবং মুহায়্যাসাকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই ব্যাপারে অভিযোগ করিতে গেলেন। বয়সে তাঁহাদের তুলনায় কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও রক্তপণের হকদার এবং স্ব-সম্প্রদায়ের একজন বীরপুরুষ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হিসাবে আবদুর রহমানই অগ্রবর্তী হইয়া কথা বলিতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ كبر كبر জ্যেষ্ঠই জ্যেষ্ঠ বা অগ্রাধিকার পাওয়ার হকদার। অর্থাৎ জ্যেষ্ঠদিগকেই কথা বলিতে দেওয়া উচিত। তখন তিনি চুপ করিলেন এবং তাঁহারাই তাঁহাদের পক্ষ হইতে বক্তব্য উপস্থাপন করিলেন এবং পরে তিনি নিজেও কথা বলিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের লোকের নিহত হওয়ার কথা ব্যক্ত করিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ তোমরা কি বলিতে পার হত্যাকারী কে? এই ব্যাপারে নিশ্চিত হইয়া তোমাদের পঞ্চাশজন কি আল্লাহর নামে কসম করিতে পারিবে? জবাবে তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা যাহা জ্ঞাত নহি সেই ব্যাপারে আমরা তো শপথ করিতে পারি না। তিনি বলিলেন ঃ তাহারা কি এই ব্যাপারে আল্লাহ্র নামে কসম করিতে পারিবে যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই বা তাহারা হত্যাকারী কে তাহা জানে না? তারপর তাহারা কি নিজদিগকে এই খুনের ব্যাপারে নির্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিবে?

তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়াহূদীদের কসমের কী মূল্য আছে। তাহারা তাহার চেয়ে জঘন্য পাপে লিপ্ত রহিয়াছে! আমরা উহা মানিয়া লইতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ হইতে এক শতটি উট রক্তপণস্বরূপ তাঁহাকে দিলেন। উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ খায়বারের য়াহূদী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত পত্রখানি লিখেন ঃ

انه قد وجد قتيل بين ابياتكم فردوه (او ائذنوا بحرب من الله).

"তোমাদের মহল্লায় এক ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। তোমরা তাহার রক্তপণ পরিশোধ করিবে" (অথবা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে)।

ইবন হিশাম বর্ণনা করেন ঃ

فكتبوا اليه يحلفون بالله ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا فوداه رسول الله ﷺ من عنده.

"জবাবে তাহারা আল্লাহ্র নামে কসম করিয়া তাঁহাকে এই মর্মে পত্র লিখিল যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই এবং কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে তাহাও তাহাদের জানা নাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ হইতে তাহার রক্তপণ আদায় করিলেন"।

আলী ইব্‌ন হুসায়ন আলী আল-আহ্‌মাদী এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

لعله اداه من بيت المال كما فى الحديث الاخر عن ابى عبد الله عليه السلام ان كان بارض فلاة اديت ديته من بيت المال.

"সম্ভবত বায়তুল মাল হইতে উহা পরিশোধ করা হইয়াছিল। কেননা আবূ আবদুল্লাহ্ বর্ণিত অন্য হাদীছে আছে ঃ "যদি কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে কোন মৃতদেহ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার রক্তপণ বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে পরিশোধ করিতে হইবে।"

ইব্‌নুল আছীর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাহল-এর বর্ণনায় লিখেন, তিনি হইতেছেন আবদুল্লাহ ইব্‌ন সাহল ইব্‌ন রাফি' আল-আনসারী, অতঃপর আশহালী, তিনি বনূ যা'উরার লোক ছিলেন এবং খায়বারে নিহত হন। ইব্‌ন হাজর আল-ইসাবায় (২খ., পৃ. ৪৭৩৩) এবং আবূ উমার আল-ইস্তীআবে অনুরূপ লিখিয়াছেন (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৫৩২-৪)।

এই নুমায়লাই মিক্‌য়াস ইব্‌ন সাবাবাকে হত্যা করিয়াছিলেন (ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ৩০)। বনূ মুস্তালিক যুদ্ধে গমনের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে মদীনায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন (ইব্‌ন হিশাম, ৩খ., পৃ. ৩৩৩)। হুদায়বিয়ায় গমনকালেও তিনি তাঁহাকে মদীনায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান (প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ.৩৫৫; হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ১০)। খায়বারের দিকে রওয়ানা হওয়ার সময়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকেই ঐ দায়িত্ব দিয়া গিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ৩৭৮; হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ৩৬; সীরাহ দাহ্‌লান, হালাবিয়্যার পাদটীকায় মুদ্রিত, ২খ., পৃ. ২৩৩)। রাসূলুল্লাহ ﷺ যে খায়বারের সম্পদ হইতে ৫০ ওয়াসাক তাঁহাকে দান করেন, ইব্‌ন হিশামও তাহা বর্ণনা করিয়াছেন।

পত্রে উল্লিখিত উম্মে হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ ছিলেন উম্মুল মুমিনীন যায়নাব (রা)-এর ভগ্নি। তাঁহাকে উম্মে হাবীবও বলা হইয়া থাকে। তবে উম্মে হাবীবা নামেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন হযরত আবদুর রাহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা)-এর সহধর্মিনী। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের পূর্বে তিনি হিজরত করিয়াছিলেন (ইব্‌ন হিশাম, ২খ., পৃ. ৮১)।

পত্রে উল্লিখিত মুহায়্যাসা ইব্‌ন মাসঊদ (রা) ছিলেন মাসঊদ ইব্‌ন কা'ব আল-আনসারী আল-আওসীর পুত্র। তাঁহাকে আবূ সা'দ উপনামে ডাকা হইত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাদাকবাসিগণকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহুদ, খন্দক ও পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার ভাই হুওয়ায়্যাসার তুলনায় বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্বেই তিনি হিজরত-পূর্বকালে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অগ্রজ হুওয়ায়্যাসা তাঁহারাই হাতে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইয়াহূদী নেতা কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে হত্যার নির্দেশ দিলে মুহায়্যাসা ইয়াহূদী বণিক ইব্‌ন সানীনা/ ইব্‌ন সাবীনা-এর উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে হত্যা করেন। অগ্রজ হুওয়ায়্যাসা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি এই অপরাধে অনুজ মুহায়্যাসাকে প্রহার করিতে করিতে বলেন, হে আল্লাহর শত্রু এমন এক ব্যক্তিকে তুই হত্যা করলি যাহার সম্পদে সৃষ্ট চর্বি তোর পেটে এখনও বিদ্যমান!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র বিশেষজ্ঞ আলী ইব্ন হুসায়ন আলী আল-আহ্মাদী এই ব্যাপারে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেন ঃ

يظهر من الكتاب انه ﷺ جعل لهن مئة وثمانين وسقا ولكنه لم يعلم انه لهن اكتع او كظل واحد منهن وفى سيرة ابن هشام عند ذكره مقاسم خيبر ولنسائه سبع مأة وسق ثم ذكر هذا الكتاب فالظاهر تعددهما فعلى هذا قسم لهن من خيبر مرتين ويظهر من البلاذرى فى فتوح البلدان ص ٢٧ بيروت انه من كان يقوت اهله من زروع اراضى بنى النضير ونخيلة فلعله (صـ) كان يقوت اهله من هنا وهنا والله العالم.

"পত্রের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদের (পরিবারবর্গের) জন্য ১৮০ ওয়াসাক নির্ধারণ করেন। কিন্তু তিনি উহা তাঁহাদের সকলের জন্য বরাদ্দ করিয়াছিলেন, নাকি প্রত্যেকের জন্য ঐ হারে তাহা জানা যায় নাই। সীরাতে ইব্ন হিশামে খায়বারের অংশ বিতরণ সম্পর্কে আছেঃ তাঁহার সহধর্মিনিগণের জন্য ৭০০ ওয়াসাক নির্ধারণ করেন. অতঃপর তিনি এই পত্রখানি উদ্ধৃত করেন। তাই এই অংশ নির্ধারণের ব্যাপারটি যে একাধিকবার ঘটিয়াছিল তাহা সুস্পষ্ট। তাই বলা যায়, নবী কারীম ﷺ তদীয় পরিবারবর্গের জন্য দুইবার অংশ নির্ধারণ করিয়াছিলেন। আর ফুতূহুল বুলদানে বালাযুরীর বর্ণনা হইতে (বৈরূত মুদ্রণ, পৃ. ২৭) প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বনূ নাযীর গোত্রের ভূমি হইতে উৎপন্নজাত ফসল ও খেজুর হইতে তাঁহার পরিবারবর্গের সাংবাৎসরিক খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইতেন। সম্ভবত তিনি কখনও বনূ নাযীরের ভূমি হইতে, আবার কখনও খায়বারের অংশ হইতে তাঁহার পরিবারবর্গের খাদ্যের প্রয়োজন মিটাইতেন। আল্লাহই সম্যক অবগত"।

কানযুল উম্মালে (২খ.) আছে ঃ

ان رسول الله ﷺ اعطى ازواجه من خيبر كل امرأة منهن ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের সম্পদ হইতে তাঁহার প্রত্যেক সহধর্মিণীকে ৮০ ওয়াসাক খেজুর এবং কুড়ি ওয়াসাক যব দান করেন" (দ্র. মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৫৬২)।

হযরত ফাতিমা (রা)-কে প্রদত্ত নবী কারীম ﷺ-এর চিরকুট

নবী ﷺ দুহিতা হযরত ফাতিমা (রা) একদা একটি অনুযোগ লইয়া পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন। নবী কারীম ﷺ তাঁহার হাতে একটি চিরকুট তুলিয়া দিয়া বলিলেন ঃ

تعلمى ما فيها

"উহাতে যাহা আছে তাহা শিখিয়া লও।"

তিনি উহা খুলিয়া দেখিলেন উহাতে লিখিত রহিয়াছে ঃ

من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا اوليسكت.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহার উচিত প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহারা উচিত মেহ্মানের সমাদর করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে তাহার উচিত উত্তম কথা বলা অথবা চুপ থাকা" (উসূলুল কাফী, ২খ., পৃ. ৬৬৭; আল-ওয়াসাইল, ২খ., পৃ. ২; কিতাবুল হজ্জ 'প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া ওয়াজিব' পরিচ্ছেদ; মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৫২৭, পত্র নং ১৭১; দ্র. আল-আদাবুল মুফ্রাদ, অনুচ্ছেদ ৫৫, হাদীছ নং ১০২)।

মাকাতীবুর রাসূল গ্রন্থের ১৮১ নং পত্ররূপে উদ্ধৃত উক্ত শিরোনামের পত্রে অতিরিক্ত আরও আছে ঃ

ان الله تعالى يحب الخير الحليم المتعفف ويبغض الفاحش (العينين) البذاء السائل الملحف ان الحياء من الايمان والايمان فى الجنة وان الفحش من البذاء والبذاء فى النار.

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলা ভালবাসেন মঙ্গল, সহিষ্ণু, সংযমী ও পূত চরিত্র ব্যক্তিকে এবং তিনি অপছন্দ করেন অশ্লীলতাপ্রিয় (চক্ষুর অনাচারে অভ্যস্ত) ব্যক্তিকে এবং নাছোড়বান্দা যাঞ্ঞাকারীকে। লজ্জাশীলতা ঈমানের অংশ এবং ঈমানের পরিণাম হইতেছে জান্নাত। আর অশ্লীলতা হইল নির্লজ্জতা এবং নির্লজ্জতার পরিণাম হইতেছে জাহান্নাম" (সাফীনাতুল বিহার, ৩খ., حدث শব্দের আলোচনায়, পৃ. ২২৯)।

লেখক বলেন, আবূ জা'ফার তাবারী তদীয় আদ-দালাইলে ইব্ন মাসউদ (রা)-এর সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত ফাতিমা (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, হে রাসূল নন্দিনী! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি আপনার নিকট কিছু রাখিয়া গিয়াছেন? আপনি উহা আমার গলায় পরাইয়া দিন। তখন তিনি তাঁহার বাঁদীকে ডাকিয়া বলিলেন, হে বালিকা! ঐ চিরকুটটা লইয়া আস। সে উহা খুঁজিল, কিন্তু পাইল না। তিনি বলিলেন, হে হতভাগিনী! খুঁজিয়া দেখ। কেননা উহা আমার নিকট আমার হাসান-হুসায়নতুল্য প্রিয় ও মূল্যবান। তারপর সে উহা খুঁজিয়া বাহির করিল, সে উহা ঝাড়ু দিয়া একটি মটকার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল। উহাতে উক্ত বাণী লিখিত ছিল" (মুহাদ্দিছ আন্-নূরী সঙ্কলিত আল-মুসতাদরাক, ২খ., পৃ. ৩৩৯; কিতাবুল জিহাদ অধ্যায় ৭১, 'অশ্লীলতা হারাম' শীর্ষক পরিচ্ছেদে, ইব্ন মাস'উদ (রা) পর্যন্ত পরিপূর্ণ সনদসহ বর্ণিত; মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৬০৮)।

হযরত সালমান ফারসীর দাসত্ব মুক্তি বিষয়ক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

বিখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা)-র জন্ম হয় পারস্যের রামহুরমুযের এক অগ্নি উপাসক পরিবারে। সত্যান্বেষী সালমান তদীয় পিতৃধর্মে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। সত্যের সন্ধানে তিনি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন। তিনি খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হন, কিন্তু ঐ ধর্ম তাঁহার অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তি বিধানে ব্যর্থ হয়। অবশেষে মদীনার উপকণ্ঠে জনৈক ইয়াহূদীর দাসত্ব শৃঙ্খল আবদ্ধ অবস্থায় একদিন তিনি নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার পরম আরাধ্য বস্তু লাভ করেন এবং প্রাণের ও আত্মার শান্তি খুঁজিয়া পান। এমন একজন

সত্যান্বেষী গুণী ব্যক্তি এক ইয়াহূদীর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকুন তাহা আল্লাহ্র রাসূলের মনঃপূত ছিল না। এদিকে তাঁহাকে মুক্ত করার মত প্রচুর অর্থ তাঁহার হাতে ছিল না। অগত্যা তাঁহাকে ৪০ উকিয়া স্বর্ণ এবং ৩০০ টি খেজুর চারা রোপণের বিনিময়ে তিনি মুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ঐ চারাগাছগুলিকে উপযুক্ত সেবাযত্ন দিয়া ফলজ গাছে পরিণত হইলেই সালমান সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া যাইবেন, এইরূপ শর্ত সাব্যস্ত করা হইয়াছিল। হযরত সালমানের মুক্তি বিষয়ক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ঐ পত্রখানা সম্পর্কে তাঁহার পৌত্র আবদুর রহমান ইব্ন আবদুল্লাহ্র বর্ণনা এইরূপ ঃ

ان النبى ﷺ املى هذا الكتاب على على ابن ابى طالب رضى الله عنه.

هذا ما فادى محمد بن عبد الله رسول الله فدى سلمان الفارسى من عثمان بن الاشهل اليهودى ثم القرظى بغرس ثلاثة مائة نخلة واربعين اوقية ذهب فقد برئ محمد بن عبد الله رسول الله لثمن سلمان الفارسى. ولاؤه لمحمد بن عبد الله رسول الله واهل بيته فليس لاحد على سلمان سبيل شهد على ذلك ابو بكر الصديق وعمربن الخطاب وعلى بن ابى طالب وحذيفة بن اليمان وابو ذر الغفارى والمقداد بن الاسود وبلال مولى ابى بكر وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم وكتب على بن ابى طالب يوم الاثنين فى جمادى الاولى (من سنة) مهاجر محمد بن عبد الله رسول الله ﷺ.

"নবী কারীম ﷺ হযরত আলী (রা)-এর মাধ্যমে নিম্নরূপ সনদ লিখাইয়া লন ঃ আল্লাহ্ রাসূল মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ যিনি উছমান ইব্নুল আশহাল য়াহূদী আল-কুরাযীকে সালমান আল-ফারিসীর মুক্তিপণ বাবদ যাহা দান করিয়াছেন এই পত্রটি হইতেছে তাহার বিবরণ। তিনি ৩০০ খেজুরের চারা রোপণ এবং ৪০ উকিয়া স্বর্ণকে তাহার মুক্তিপণ সাব্যস্ত করিয়া উহা আদায় করিয়া সালমান ফারিসীর মুক্তিপণের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ্ ও তদীয় পরিবারবর্গের সহিত তাঁহার মাওলা (অভিভাবক) সম্পর্ক স্থাপিত হইল। তাহার উপর অন্য কাহারও কোন অধিকার থাকিবে না। আবূ বকর সিদ্দীক, উমার ইবনুল খাত্তাব, আলী ইব্ন আবী তালিব, হুযায়ফা ইবনুল য়ামান, আবূ যার আল-গিফারী, আবূ বকরের মুক্তদাস বিলাল ও আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ উহার সাক্ষী রহিলেন। আল্লাহ তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন! 'আলী ইব্ন আবী তালিব জুমাদাল ঊলা মাসের সোমবার দিন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল্লাহ্র হিজরতের বৎসর উহা লিপিবদ্ধ করেন" (মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ২৭৮; তারীখ বাগদাদ, ১খ., পৃ. ১৭০)।

উল্লেখ্য, নবী কারীম ﷺ তাঁহার সাহাবীগণকে সালমানের মুক্তিপণস্বরূপ দেয় খেজুর চারা সরবরাহের জন্য উৎসাহ প্রদান করিলে অনেকেই পাঁচ-দশটা করিয়া চারা লইয়া আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে তুলিয়া দেন এবং স্বয়ং নবী কারীম ﷺ নিজের পবিত্র হাতে ঐগুলি রোপণ করিয়া দেন। নবী কারীম ﷺ-এর পবিত্র হাতের বরকতে ঐ বৎসরই গাছগুলি ফলদান করে এবং এইভাবে সালমান ফারসী (রা) মুক্ত হইয়া ইসলামের সেবায় পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। আনসার ও মুহাজির সাহাবীগণ তাঁহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া প্রত্যেক দলই বলিতেন যে,

সালমান তাঁহাদেরই একজন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে তাঁহার নিজ পরিবারের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া সেই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটান। সালমান (রা) নিজেকে সালমান ইব্ন ইসলাম ইব্ন ইসলাম বলিয়া অভিহিত করিতেন (ইমামাতে ইসলাম, ১খ., পৃ. ৩৬)।

আবূ রাফে' আসলামের মুক্তির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب محمد رسول الله لفتاه اسلم انى اعتقك لله عتقا مبتولا الله اعتقك وله المن على وعليك فانت حر لاسبيل لاحد عليك الا سبيل الاسلام وعصمة الايمان شهد بذلك ابو بكر وشهد عثمان وشهد على وكتب معاوية ابن ابى سفيان.

"পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে তাঁহার আসলামী যুবক-এর জন্য লিখিত পত্র। আমি তোমাকে আল্লাহ্র (সন্তুষ্টির) জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া দিলাম। আল্লাহ্ই তোমাকে মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অসীম করুণা আমার প্রতি এবং তোমার প্রতিও। তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইসলাম ও ঈমানের হক ছাড়া তোমার উপর কাহারও কোন কর্তৃত্বের অধিকার নাই। উহার সাক্ষীস্বরূপ রহিলেন আবূ বকর, 'উছমান ও আলী। আর উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফ্য়ান" (মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ২৬৭; আত-তারাতীবুল ইদারিয়া, ১খ., পৃ. ২৭৪)।

ইব্ন হিশামের বর্ণনা হইতে জানা যায়, মূলত আবূ রাফে' ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পিতৃব্য হযরত 'আব্বাসের পরিবারের দাস। হযরত 'আব্বাস (রা) গোপনে ইসলাম গ্রহণ করিলে আবূ রাফে'ও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উক্ত পত্রের মাধ্যমে তাঁহাকে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া দেন (দ্র. সীরাত ইব্ন হিশাম, ১/২খ., পৃ. ৬৪৬)।

মক্কাবাসীদের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

لا يجوز شرطان فى بيع واحد وبيع وسلف جميعا وبيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مأة درهم فقضاها كلها الا درهم فهو عبد او على مأة اوقية فقضاها كلها الا اوقية فهو عبد.

"একই বিক্রয়ে দুইটি শর্ত আরোপ বৈধ নহে। ক্রয় ও কর্জ একসাথে বৈধ নহে। এমন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নহে যাহার নিশ্চয়তা নাই। যে ব্যক্তি এক শত দিরহাম প্রদানের অঙ্গীকারে স্বাধীন হওয়ার চুক্তি করে, এক দিরহাম বাকী থাকিতেও সে আযাদ হইবে না, গোলামই থাকিয়া যাইবে। অথবা কোন ব্যক্তি এক শত উকিয়া প্রদানের শর্তে আযাদ হওয়ার চুক্তি করিয়া থাকিলে এক উকিয়া ব্যতীত সবই আদায় করিয়া দিলেও সেই ব্যক্তি গোলামই থাকিয়া যাইবে" (কান্যুল উম্মাল, ২খ., পৃ. ২২৯; নং ৪৯১৯, মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৬১২)।

প্রশাসকবৃন্দের প্রতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

اذا ابردتم الى بريدا فابردوه فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم.

"যখন তোমরা আমার নিকট কোন বার্তাবাহী প্রেরণ করিবে তখন উত্তম চেহারা ও উত্তম নামবিশিষ্ট দূত প্রেরণ করিবে" (কানযুল উম্মাল, ৩খ., পৃ. ১৯৬, নং ২৯৬৭)।

কানযুল 'উম্মালের ২৯৬৬ নং রিওয়ায়াতের পাঠে আছে ঃ

اذا بعثتم الى رجلا فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم.

আবার উক্ত কিতাবের ২৯৬৮ নং রিওয়াতের পাঠে আছে ঃ

اذا بعثت الى بريدا فاجعله جسيما وسيما.

অর্থ প্রায় অভিন্ন, তবে সর্বশেষে উক্ত শব্দদ্বয় جسيما وسيما -এর অর্থ হইতেছে "বলিষ্ঠ সুপুরুষ এবং সুন্দর চেহারাবিশিষ্ট লোক।"

কান্যুল উম্মালে এই বক্তব্য পত্রের মাধ্যমে প্রদান করা হইয়াছিল বলিয়া সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। তবে আল্লামা শারাফুদ্দীন তদীয় "আন-নাস্সু ওয়াল-ইজতিহাদ" গ্রন্থে (পৃ. ১৭৭) মালিক ও বাযযারের বরাতে উহাকে পত্র বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। পত্রের মূল পাঠ তাঁহার গ্রন্থ হইতেই গৃহীত হইয়াছে এবং বন্ধনীর মধ্যে উক্ত শব্দটি কান্যুল উম্মালের (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৬১৫)।

আত্তাব ইব্ন উসায়দ (রা)-এর নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ان رضوا والا فأذنهم بحرب.

"হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সূদের যাহা বকেয়া আছে তাহা ছাড়িয়া দাও, যদি তোমরা মুমিন হইয়া থাক। তাহারা সম্মত হইলে তো ভাল, অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও" (দূররে মানছূর, ১খ., পৃ. ৩৬৬)।

উক্ত পত্রখানা মূলত আল-কুরআনের ২৭৮ ও ২৭৯ নং আয়াতদ্বয়ের বক্তব্য, ঈষৎ শাব্দিক পার্থক্য রহিয়াছে। পত্রে উল্লিখিত ان رضوا والا فاذنهم بحرب অংশটুকুর বক্তব্য আয়াতে আছে এইরূপ ঃ

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ.

"যদি তোমরা তাহা না কর (সূদ না ছাড়) তবে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"

আয়াতের শেষাংশে আছে ঃ

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ.

"কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। ইহাতে তোমরা অত্যাচার করিবে না, আবার অত্যাচারিতও হইবে না"।

পত্রের প্রেক্ষাপট

তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে মুফতী মুহাম্মাদ শফী' (র) এই সম্পর্কে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন উক্ত পত্রের প্রেক্ষাপটস্বরূপ নিম্নে তাহার কিয়দংশ পাঠকবর্গের অবগতির

জন্য উদ্ধৃত করা হইল ঃ "সূদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে আরবে ব্যাপকভাবে সূদী কারবারের প্রচলন ছিল। সূদের নিষেধাজ্ঞা নাযিল হইলে মুসলমানগণ যথারীতি সূদের কারবার ত্যাগ করেন। বনূ মাখযূম ও বনূ ছাকীফের মধ্যে পরস্পর যে সূদের কারবার ছিল বনূ মাখযূম গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পর তাহারা সূদের দেনা পরিশোধকে অবৈধ জ্ঞান করে, কিন্তু বনূ ছাকীফ গোত্রীয়গণ তাহাদের প্রাপ্য সূদের দাবি ছাড়িতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ তাহারা তখনও মুসলমান ছিল না, অবশ্য মুসলমানদের সহিত শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বনূ মাখযূম সম্প্রদায়ের বক্তব্য ছিল, মুসলমান হওয়ার পর ধর্মের বিধান লঙ্ঘন করিয়া আমরা আমাদের বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ হইতে অবৈধ সূদ পরিশোধ করিতে পারিব না।

এই মতবিরোধের ঘটনাস্থল ছিল মক্কা মুকাররামা। তখন মক্কা বিজিত হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষ হইতে মক্কার প্রশাসক ছিলেন আত্তাব ইব্ন উসায়দ (রা), মতান্তরে মু'আয (রা)। তিনি এই ব্যাপারে নির্দেশ লাভের জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পত্র লিখেন। ইহার প্রেক্ষিতেই আল-কুরআনের সূদের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত উক্ত আয়াতসমূহ নাযিল হয়। ইহার সারকথা ছিল, ইসলাম গ্রহণ করার পর সূদের পূর্ববর্তী সকল লেনদেন অবিলম্বে মওকুফ করিয়া দিতে হইবে। অতীত সূদ গ্রহণ না করিয়া শুধু মূলধন আদায় করিতে হইবে।

উক্ত ইসলামী আইন কার্যকর হইলে মুসলমানরা তো তাহা মানিতে বাধ্য ছিলই, শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়া যাহারা ইসলামী আইনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, তাহারাও সেই আইন মানিয়া লইতে বাধ্য ছিল। এতদসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বিদায় হজ্জের দিন প্রদত্ত তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণে পুনর্বার উক্ত আইন ঘোষণা করিলেন তখন এই কথাও প্রকাশ করিলেন যে, এই আইন ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ কিংবা মুসলমানদের আর্থিক স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নহে, বরং সমগ্র মানবজাতির উন্নতি ও কল্যাণের স্বার্থেই প্রবর্তন করা হইয়াছে। তাই আমি সর্বপ্রথম অমুসলিমদের কাছে মুসলমানদের আমার সর্বঘনিষ্ঠ আত্মীয়-পরিজনদের প্রাপ্য বিরাট অঙ্কের সূদের বকেয়া মওকুফ করিয়া দিলাম। এখন অন্যদেরও বকেয়া সূদের দাবি নির্দেশটি পালন কষ্টসাধ্য ছিল বিধায় নির্দেশের পূর্বে اِتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহ্কে ভয় কর) এবং পরে اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ (যদি তোমরা মু'মিন হইয়া থাক) যুক্ত করা হইয়াছে। তারপর পরবর্তী আয়াতে এই নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে কঠোর শাস্তির কথা শুনান হইয়াছে। অর্থাৎ তোমরা যদি সূদ পরিহার না কর তবে আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূলের পক্ষ হইতে যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়া লও। কুফর ব্যতীত অন্য কোন জঘন্য গোনাহ্র কারণে আল-কুরআনে এতবড় কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয় নাই। এই আয়াতের শেষে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ.

"যদি তোমরা তওবা করিয়া ভবিষ্যতের জন্য বকেয়া সূদের দাবি পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হও, তবে তোমরা আসল মূলধন ফেরত পাইবে। মূলের অতিরিক্ত আদায় করিয়া তোমরা কাহারও উপর জুলুম করিতে পার না এবং কেহ মূলধনের চেয়ে কম দিয়া বা পরিশোধ বিলম্বিত করিয়া তোমাদের উপরও জুলুম করিতে পারিবে না।"

আয়াতে মূলধন প্রাপ্তিকে তওবার সহিত শর্তযুক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ যদি তোমরা তওবা কর এবং ভবিষ্যতে সূদ ছাড়িয়া দিতে কৃতসংকল্প হও, তবেই তোমরা মূলধন ফেরত

পাইবে। ইহা হইতে স্পষ্টত ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সূদ পরিত্যাগের সংকল্প ঘোষণা করিয়া তওবা না করিলে মূলধনও ফেরত পাইবে না (তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন, সূরা বাকারার ২৭৮-২৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ, সংক্ষিপ্ত সৌদী সং., পৃ. ১৫১-২; মওলানা মহীউদ্দিন খান অনূদিত)।

সীরাত ইব্ন হিশামের বর্ণনা হইতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা হইতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনকালে মু'আয (রা)-কে ধর্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এবং আত্তাব ইব্ন উসায়দকে মক্কার প্রশাসকরূপে রাখিয়া যান। আত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইনতিকাল অবধি সেখানেই নিযুক্ত ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর ইনতিকালের দিন তিনি ইনতিকাল করেন (ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ.৬৯ এবং ১৪৮; আল-ইসাবা, ২খ., নং-৫৩৯৩; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৩৫৮; ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৫৫)।

চাচা আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব (রা)-কে লিখিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

তিনি হিজরতের আদেশ প্রার্থনা করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট পত্র লিখিলে জবাবে তিনি লিখেন ঃ

اقم فى مكانك يا عم الذى انت به فان الله ختم بك الهجرة كما ختم بى النبوة.

"হে পিতৃব্য! আপনি যে স্থানে আছেন সেখানেই অবস্থান করুন। কেননা আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে হিজরতের পরিসমাপ্তি ঘটাইবেন যেমন ঘটাইয়াছেন আমার দ্বারা নবূওয়াতের পরিসমাপ্তি" (কান্যুল উম্মাল, ৭খ., পৃ. ৬৯; মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৬১৬-৭)।

সাহাবী আবূ দুজানা (রা)-এর প্রযত্নে জিনদের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র

সাহাবী আবূ দুজানা (রা) বর্ণনা করেন, একদা রাত্রিকালে শয্যাগ্রহণমাত্র আমি একটি বিভীষিকাপূর্ণ আওয়ায শুনিতে পাইলাম। সাথে সাথে বিদ্যুতের চমকের মত একটি চমকও আমার দৃষ্টিগোচর হইল। ঘরের বাহিরে তাকাইতেই ঘরের আঙিনায় ছায়ার মত কী যেন একটা নড়াচড়া করিতেছে দেখিতে পাইলাম। আমি সেইদিকে অগ্রসর হইতেই আগুনের একটা হল্কা আমার দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল। আমার ভয় হইতে লাগিল যে, এই অগ্নিপিণ্ড আমাকে না পোড়াইয়া ফেলে। পরদিন প্রত্যুষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন, ইহা হয়ত কোন জিনের কাণ্ড। সাথে সাথে তিনি দোয়াত-কলম আনাইয়া হযরত আলী (রা)-কে দিয়া নিম্নরূপ পত্র লিখাইয়া দিলেন ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبى رسول الله رب العالمين الى من طرق الدار والعمار والزوار الاطارق يطرق بخير اما بعد فان لنا ولكم فى الحق سعة فان تك عاشقا مولعا، او فاجزا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابى هذا وانطلقوا الى عبدة الاصنام والى من يزعم ان مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون حم لا ينصرون حمعسق تفرقت

اعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

"পরম করুণাময় ও পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের রাসূল নবী মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে ঐ সত্তার প্রতি যে নিশীথ রাত্রে হানা দিয়াছিল, ঐ ঘরে বসবাসকারীই হউক বা ঘন ঘন যাতায়াতকারীই হউক, তবে মঙ্গলসহ আগমনকারীর প্রতি নহে। পর সমাচার এই যে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার হক বা অধিকারের বিস্তৃতির অবকাশ রহিয়াছে। যদি তুমি কাহারও প্রেমে পড়িয়া পাগলপারা হইয়া থাক এবং হক ও বাতিলের মধ্যকার পার্থক্যবোধ রহিত ফাসিক হওয়ার কারণে বল প্রয়োগের প্রয়াসী হইয়া থাক এবং হককে বাতিল বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হইয়া থাক তাহা হইলে তোমার জ্ঞাত থাকা উচিত যে, আল্লাহ্‌র কিতাব তোমাদের মধ্যে সঠিক ফয়সালা দানকারী। (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) "এই আমার লিপি, ইহা তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে। তোমরা যাহা করিতে তাহা আমি লিপিবদ্ধ করিয়াছি" (৪৫ ঃ ২৯)। "তোমরা যে অপকৌশল কর তাহা অবশ্যই আমার ফেরেশতাগণ লিখিয়া রাখে" (১০ ঃ ২১)। সুতরাং যাহার নিকট আমার এই লিপিখানা রহিয়াছে তাহাকে ছাড়িয়া দাও এবং মূর্তি পূজারীদের নিকট চলিয়া যাও যাহারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যদেরকে তাঁহার সহিত ইলাহ বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। "তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। আল্লাহ্‌র সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁহারই এবং তাঁহারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে" (২৮ ঃ ৮৮)। তোমরা পরাস্ত হইবে। হা-মীম। তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হইবে না। হা-মীম 'আইন সীন কাফ। আল্লাহ্‌র শত্রুরা ছত্রভঙ্গ হউক। আল্লাহ্‌র দলীল পূর্ণ হইয়াছে (তাঁহার প্রমাণ পৌঁছিয়া গিয়াছে)। আল্লাহ্ ব্যতীত আর কাহারও শক্তি সামর্থ নাই। আল্লাহ্ই তোমার (হিফাযতের) জন্য যথেষ্ট। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। সীলমোহর (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্)"।

আবূ দুজানা (রা) বর্ণনা করেন, রাত্রিবেলা আমি এই লিপিখানা বালিশের নিচে রাখিয়া শুইয়া পড়িলাম। গভীর রাত্রিতে একটি আওয়ায আমার কানে ভাসিয়া আসিল— হে আবূ দুজানা! লাত ও উয্যা দেবীর কসম, তুমি তো আমাদেরকে পোড়াইয়া ফেলিতেছ। এই লিপিখানা যদি তুমি তোমার বালিশের নীচ হইতে বাহির করিয়া ফেল তবে ঐ লিপি প্রদানকারী সত্তার কসম, আমরা কস্মিনকালেও তোমার গৃহে বা তোমার প্রতিবেশীদের গৃহসমূহে আসিব না।

আবূ দুজানা (রা) বলেন, প্রাতে আমি নবী ﷺ দরবারে উপনীত হইয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন ঃ হে আবূ দুজানা! তুমি ঐ লিপিখানা বাহির করিয়া ফেলিবে। নতুবা ঐ পবিত্র সত্তার কসম যিনি আমাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, জিন সম্প্রদায় কিয়ামত পর্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবে (সুয়ূতী, খাসাইসুল কুবরা, ২খ., পৃ. ৯৮-৯; মাজলিসী কৃত আল-বিহার, ১৪খ., পৃ. ৫৯৭; হায়াওয়ান, ১৯খ., পৃ. ৪৪০ এবং বায়হাকীর দালাইলুন নুবূওয়াত গ্রন্থের বরাতে, ৬খ., পৃ. ২৮৮; মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৬২৯-৩০)।

'মাকাতীবুর রাসূল'-এর লেখক বলেন, "মাজমূ'আতুল ওয়াছাইকের" ৩৯৭তম পৃষ্ঠায় নবী কারীম ﷺ-এর একখানা পত্র— যাহা অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লিখিত, ব্রুসার গ্রন্থাগারে রক্ষিত একখানা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি (قسم اولوجامع رقم ٦٤٦٢), প্লেট নং ৬৭ ও ৬৮ হইতে

উদ্ধৃত করা হইয়াছে। আমার মনে হয়, উহা উক্ত পত্রখানারই বিবরণ হইবে।" সেই উদ্ধৃত পত্রখানি নিম্নরূপ ঃ

الحمد لله الذى جعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا كتاب من محمد رسول الله ﷺ النبى الامى المكى المدنى التهامى الحجازى الابطحى صاحب القضيب والناقة والتاج والكرامة صاحب شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى متطرف (متصرف) الدار والديار والزوار والعمار الاطارقا يطرق بخير. اما بعد فان لنا ولكم فى الحق سعة فان يكن طارقا موليا او مؤذيا او خدعنا حقا او باطلا او مؤذيا أو مقتحما فاتركوا حملة القرآن وانطلقوا الى عبدة الاوثان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بسم الله الرحمن الرحيم باسم الله وبالله ولا غالب الا الله ولا احد مثل الله ولا شيء سوى الله وبسم الله استفتح وعلى الله توكل.

حامل كتابى هذا فى امان الله وفى حفظه وفى كنفه وفى ستره اين ما كان وحيث ما توجه لا تقربوه ولا تفزعوه ولا تضاروه قائما وقاعدا ونائما ولا فى الاكل والشرب ولا فى الليل والنهار ولا فى يوم ولا فى نهار (كذا) ولا فى بر ولا فى بحر وكلما سمعتم صوت حامل كتابى بالف (بأن) لا حول ولا قوة الا بالله فادبروا عنه بلا اله الا الله محمد رسول الله بالله الذى هو غالب (على) كل شيء وهى اعلى من كل شيء وهى على كل شيء قدير وبمحمد رسول الله النبى الامى المبعوث الى الثقلين اللهم احفظ حامل كتابى هذا بل من علق عليه هذا (هذه) الاسماء بالاسم الذى هو مكتوب على سرادقات العرش انه لا اله الا الله محمد رسول الله هو الغالب لذى (كذا) لا يغلبه شيء ولا ينجو منه هارب فاعيذه بالحى الذى لايموت (و) بالعين الذى (التى) لاتنام والعرش الذى لا يتحرك والكرسى الذى لا يزول وبالاسم الذى هو مكتوب فى اللوح المحفوظ وبالاسم الذى هو مكتوب فى القرآن العظيم (و) بالاسم الذي حمل به عرش بلقيس الى سليمان ابن (كذا) دأود قبل ان يرتد اليه طرفه وبالاسم الذى نزل به جبرائيل على النبى ﷺ فى يوم الاثنين وبالاسم الذى هو مكتوب فى قلب الشمس واعيذه بالاسم الذى سراه به السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وبالاسم الذى تجلا به الرب عز وجل لموسى ابن

(كـذا) عـمران فخر مـوسى صعقا وبالاسم الذى كـتب به على ورق الـزيتون والقى فـى النار فلم يحـترق وبالاسم (الذى) مـشى به الخضر عليـه السـلام على بالماء فلم يبـتل قـدمـاه وبالاسم الذى نـطق به عـيسى وهوا بن مـريم فى المهـد صبـيـا وابرىء الاكـمـه والابـرص باذن الله واحـى الـمـوتى باذن الله وبالاسم الذى نـجا بـه يوسف مـن الـجب وبالاسـم الذى نـجـا به ابراهـيم من نار نـمـرود حين القى فـى النار وبـالاسم الذى نجا به يـونس من بطن الحوت وبالاسم الـذى فلق بـه البـحر لـموسى بـن عـمران وجعل كل فـرق كـالطود العظـيم واعـيذه بالتـسع آيات الـذى (التى) نـزلت على مـوسى ابن (كـذا) عـمـران بطور سينـان (كـذا) واعـيذه من كل عين نـاظرة وكـل اذن سـامعة والسـن ناطـقـة وايـد باشطة (بـاطشـة) وقـلوب واعـية فـى صدور خاويـة وانفس كافـرة ومـمن كـل (ومن كـل من) يعـمل عـمل السـوء ومـن سوء شـر التـوابع والسحـرة ومن فـى الـجبـال والارض والـخراب والعـمـران وسـاكن الاجـام وسـان البـحـار وسـاكن صـيق الظلم وأعـيـذه من شـر الشـيـاطين وجـنودهم ومن شـر كل غـول وغـولة وسـاحر وسـاحرة وسـاكن وسـاكنة وتابع تابعة ومـن شـرهم وشـر ابائهم وامـهـاتهم وابنـائهم وبناتـهم وخـوالهم وعـمـاتهم وخـالاتـهم وقـرائبـهم ومن شـر الـمـوارد والمحـرة والطـيـارات ومن شـرسـاكن الجـبـال والتـراب. والعـمـران والـرياض والخراب ومـن شر من فى البر والبـحر والـجبال ومـن يسـكن فـى الظلمـات ومـن شر من يسكن فى العـيـون ومن مـشى فى الاسـواق ويـكون مـع الدواب والمواشى والـوحـوش ويـسـتـرق السـمـع ومـن اذا قـيـل لا اله الا الله يـذوب كـمـا يـذوب الرصـاص والـحـديد على النار ومن شر مـا يكون فـى الارحـام والالـحـام والاجـام ومن شـر مـا يوسوس فـى صدور الناس من الجن والنـاس واعـيذه من الـخطر والنظر والكبـر هيـا شـر هينا مـهـلا الله هو اجل واعـز واقـدر من الجنة والناس واعـيـذه مـن كل عين باغـيـة واذن سـامـعـة ومـن شر الداخل والـخارج ومـن شـر عـفـاريت الـجن والانس ومـن شـر كل ذى شر من كل غـادوراع ومن شـر سـاكن الـرياح من عـجـمى وفـصـيح ونـائم ويقظان واعـيـذه من شـر من تنظر اليـه الابصـار وتـضم اليـه القلوب ومـن شـر سـاكن الارض وسـاكن الزوايا ومن شـر من يصنع الـخطيـئة ويـولع بهـا ومن شر مـا تنظر اليـه الابـصـار واعـيـذه مـن شر ابليس وجـنوده ومـن الشيـاطين.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সকল প্রশংসা আল্লাহ্র যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অন্ধকাররাশি ও আলো, এতদসত্ত্বেও কাফিররা তাহাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করাইয়া থাকে (৬ : ১

আংশিক)। ইহা হইতেছে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ আল-উম্মী, আল-মাক্কী, আল-মাদানী, আত-তিহামী, আল-হিজাযী, আল-আবতাহী নবী, যিনি যষ্ঠিধারী ও উটনীওয়ালা, মুকুট এবং সম্ভ্রম ও কৌলিণ্যের অধিকারী, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ কলেমার সাক্ষ্যের অধিকারী— তাঁহার পক্ষ হইতে বাড়ি ও বাড়িসমূহে সেই সীমা লঙ্ঘনকারীর প্রতি যে ঘন ঘন যাতায়াত করে, বসবাস করে, তবে মঙ্গলসহ রাত্রে আগমনকারীর প্রতি নহে।

"অতঃপর সমাচার— আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার অধিকারের বিস্তৃতির অবকাশ রহিয়াছে। যদি সে অনিষ্টকর আগমনকারী হইয়া থাকে অথবা হক ও বাতিলের ব্যাপারে আমাদেরকে প্রতারণাকারী, অনিষ্টকর ও আমাদের জন্য সমস্যা সৃষ্টিকারী হইয়া থাকে (তাহা হইলে আমার নির্দেশ) তোমরা কুরআনধারীদেরকে পরিত্যাগ কর এবং মূর্তি পূজারীদের নিকট চলিয়া যাও"। "তোমাদের প্রতি প্রেরিত হইবে অগ্নিশিখা ও ধূম্রপুঞ্জ, তখন তোমরা প্রতিরোধ করিতে পারিবে না" (৫৫ ঃ ৩৫)।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর কসম! আল্লাহ্ ব্যতীত কোন বিজয়ী বা প্রবলতর সত্তা নাই। আল্লাহর সমকক্ষ কেহ নাই। আল্লাহ ব্যতীত কিছুই নাই। আল্লাহ্র নামে শুরু করিতেছি এবং আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করিতেছি। আমার এই পত্রের বাহক আল্লাহর নিরাপত্তায়, তদীয় হিফাযতে, তাঁহার আশ্রয়ে, তাঁহারই আবরণের মধ্যে, সে যেখানেই থাকুক বা যে দিকেই মুখ করিয়া থাকুক। তোমরা তাহার পাশেও ঘেঁষিবে না, তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিবে না এবং তাহার অনিষ্ট করিবে না— দণ্ডায়মান অবস্থায় বা উপবিষ্ট অবস্থায় বা নিদ্রিত অবস্থায়, না খাওয়ায় না পানে, না দিবাভাগে, না রাত্রিবেলায়, না স্থলে না জলে। যখনই তোমরা আমার এই পত্রের বাহককে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করিতে শুনিবে তখনই তোমরা তাহার নিকট হইতে পশ্চাদপসরণ করিবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ও সেই আল্লাহর খাতিরে যিনি সবকিছুর উপর কর্তৃত্বশালী, দাপটের অধিকারী, আর তাহা (আল্লাহ্র কর্তৃত্ব ও দাপট) সব কিছুর উপর শক্তিমান এবং সর্বব্যাপারে সক্ষম। আল্লাহর রাসূল এবং মানব ও জিন উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত নিরক্ষর নবীর খাতিরে।

"হে আল্লাহ! এই পত্রের বাহকের হিফাযত করুন। বরং যাহার সহিত ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে এই পবিত্র নামসমূহ সেই পবিত্র নামের খাতিরে যাহা লিখিত রহিয়াছে আরশের চাঁদোয়ায় তাহা হইতেছে— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্। তিনিই সেই মহিমান্বিত বিজয়ী যাঁহার উপর কেহই বিজয়ী হইতে পারে না। কোন পলাতক তাঁহার নিকট হইতে পালাইয়া বাঁচিতে পারে না। আমি তাঁহাকে শরণে দিতেছি সেই চিরঞ্জীব সত্তার যাঁহার মৃত্যু নাই, সেই চক্ষুর যাঁহার নিদ্রা নাই, সেই আরশের যাহা বিচলিত হয় না এবং সেই কুরসী বা সিংহাসনের যাহার পতন নাই এবং সেই পবিত্র নামের যাহা লাওহে মাহফুযে লিখিত, সেই পবিত্র নাম মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে লিখিত, সেই পবিত্র নামে যাহা দ্বারা বিলকীস রাণীর সিংহাসন দাউদ পুত্র সুলায়মান (আ)-এর নিকট চক্ষুর পলক মারিবার পূর্বেই উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেই পবিত্র নাম যাহাসহ জিবরাঈল সোমবারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়াছিলেন, সেই পবিত্র নাম যাহা সূর্যের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি তাঁহাকে শরণে দিতেছি সেই পবিত্র নামের যাঁহাকে ভারী মেঘমালা আবৃত (গোপন) করিয়া রাখিয়াছে, বজ্র যাঁহার প্রশংসা কীর্তন করে, ফেরেশতাগণ যাঁহার ভয়ে কাঁপে,

সেই পবিত্র নামের যাঁহার তাজাল্লী বা অভিব্যক্তি ঘটাইয়াছিলেন প্রতিপালক মূসা ইব্‌ন ইমরানের জন্য এবং সাথে সাথে মূসা বেহুঁশ হইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং সেই পবিত্র নামের যাহা যায়তূন পত্রে লিখিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও তাহা পুড়ে নাই এবং সেই পবিত্র নামের যাহাসহ খিযির আলায়হিস্ সালাম পানির উপর হাঁটিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার চরণ যুগল ভিজে নাই, সেই পবিত্র নামের যাহা দ্বারা ঈসা ইব্‌ন মারয়াম মাতৃকোলে কথা বলিয়াছিলেন। শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্থ লোককে তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে নিরাময় করিয়াছিলেন এবং মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র আদেশে জীবিত করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং সেই পবিত্র নামের যাঁহার দ্বারা ইউসুফ (আ) কূপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র নামের যাঁহার দ্বারা ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম নমরূদের অগ্নিকুণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন যখন সে তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই পবিত্র নামের যাঁহার বদৌলতে ইউনুস (আ) মাছের পেট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র নামের যাঁহার বদৌলতে সাগর মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ)-এর জন্য খণ্ডিত হইয়াছিল এবং (দ্বিখণ্ডিত) প্রত্যেক অংশকে এক একটি বিশাল পাহাড়ের মত করিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে শরণে দিতেছি সেই নয়টি আয়াতের বদৌলতে যাহা মূসা ইব্‌ন ইমরান (আ)-এর উপর নাযিল হইয়াছিল তূর পাহাড়ে, আমি তাঁহাকে শরণে দিতেছি প্রত্যেক দর্শনকারী চক্ষু হইতে, প্রত্যেক শ্রবণকারী কর্ণ হইতে, প্রত্যেক কথা বলা রসনা হইতে, প্রত্যেক স্পর্শকারী হাত হইতে, শূণ্যবক্ষে বিরাজমান সংরক্ষণকারী হৃদয়সমূহ হইতে এবং প্রত্যেক অগ্রাহ্যকারী (কাফির) সত্তা হইতে, প্রত্যেক অনিষ্টকারীর প্রত্যেক অনিষ্টকর কার্য হইতে, প্রত্যেক গ্রহের ও যাদুকরের অনিষ্ট হইতে, পাহাড়-পর্বতে ও সমভূমিতে, পরিত্যক্ত ও আবাদ বসতিতে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের অনিষ্ট হইতে, জঙ্গলে, সাগরে, সংকীর্ণ ও অন্ধকার স্থানসমূহে যাহারা রহিয়াছে তাহাদের অনিষ্ট হইতে। আমি তাঁহাকে শরণে দিতেছি শয়তানসমূহ এবং তাহাদের বাহিনীসমূহের অনিষ্ট হইতে, প্রত্যেক দানব-দানবীর, যাদুরত যাদুকরীর অনিষ্ট হইতে, প্রত্যেক অনড় বস্তুর অনিষ্ট হইতে, প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহের অনিষ্ট হইতে, ঐ সমস্ত অনিষ্টকারী সত্তাসমূহের পিতৃকুল, মাতৃকুল, পুত্রকুল, কন্যাকুল, খালা-খালুকুল, পিতৃব্যকুল এবং সমস্ত আত্মীয়-পরিজনের অনিষ্ট হইতে, তাহাদের সকল ঘাঁটি ও সকল কঙ্করময় স্থানে অবতরণকারী ও উড়ন্তদের অনিষ্ট হইতে, সকল পাহাড়বাসী, গর্তবাসী, আবাদ এলাকাবাসী, উদ্যানবাসী, ধ্বংসাবশেষবাসী, তাহাদের জল-স্থল ও পর্বতবাসী, তাহাদের প্রত্যেক অন্ধকারবাসী, ঝর্ণাবাসী, বাজারসমূহে চলাচলকারী, যাহারা প্রাণীকূল ও পশুকূল ও বন্যপশুদের সহিত অবস্থান করে তাহাদের অনিষ্ট হইতে, যাহারা আড়ি পাতিয়া গোপন কথাবার্তা শুনে, সেই সকল সত্তার অনিষ্ট হইতে যাহারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলিলে লৌহ ও শীসার অগ্নিতে গলিয়া যাওয়ার মত গলিয়া যায় এবং সেই সকল অনিষ্ট হইতে যাহা জরায়ুতে, গোশতে ও বনে জঙ্গলে নিহিত থাকে এবং সেই সবের অনিষ্ট হইতে জিন ও মানবজাতির মধ্যকার যাহারা মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। আমি তাহাকে শরণে দিতেছি সকল সঙ্কট হইতে, কুদৃষ্টি হইতে, আত্মম্ভরিতা হইতে, হে অমঙ্গল ধীরে। আল্লাহ্, তিনিই সর্বাধিক মহিমান্বিত, সর্বাধিক সম্মানিত, সর্বাধিক মর্যাদাশীল দানব ও মানবের চেয়ে। আমি তাঁহাকে শরণে দিতেছি সকল উদ্ধত চক্ষু হইতে, শ্রবণশীল কর্ণ হইতে, অভ্যন্তরীণ ও বহিস্থ তাবত অনিষ্ট হইতে, দানব ও মানবজাতির তাবত শয়তান হইতে, সকল অনিষ্টকর সত্তার অনিষ্ট হইতে, প্রত্যেক প্রত্যুষে আগমনকারী ও

তত্ত্বাবধানকারীর অনিষ্ট হইতে, প্রত্যেক বায়ুতে অবস্থানকারী মূক ও মুখর এবং নিদ্রিত ও জাগ্রত সত্তার অনিষ্ট হইতে। তাঁহাকে শরণে দিতেছি সেই সকল সত্তার অনিষ্ট হইতে যাহার প্রতি চক্ষুসমূহ দৃষ্টিপাত করে, অন্তরসমূহ যাহার সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তাবত মর্তবাসী ও বিভিন্ন কোণে অবস্থানকারীর অনিষ্ট হইতে, তাহার অনিষ্ট হইতে যে অপকর্ম করে এবং উহাতেই মজিয়া থাকে, তাহার অনিষ্ট হইতে যাহার দিকে চক্ষুসমূহ তাকাইয়া থাকে। তাহাকে শরণে দিতেছি ইবলীস ও তাহার বাহিনীর এবং শয়তানদের অনিষ্ট হইতে" (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৬৩০-২)।

উপরিউক্ত পত্রখানিতে বানান বিভ্রাট, অতিশয়োক্তি, ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া একই কথা বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা এবং ইহার বিশাল কলেবর দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, উহা একটি বানোয়াট পত্র—যাহা মহানবী ﷺ-এর নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্র বিশেষজ্ঞ আলী ইব্ন হুসায়ন আলী আল-আহ্মাদী তদীয় কিতাবে الكتب المفتلة বা বানোয়াট পত্র শিরোনামে এই পত্রখানা উদ্ধৃত করিয়াছেন (প্রাগুক্ত)।

দুইখানা জাল চিঠি

আল্লামা ইব্ন কাছীর বর্ণনা করেন, খায়বারের ইয়াহূদীগণ দুইটি পত্র নিজেরা রচনা করিয়া ঐগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র বলিয়া চালাইয়া দিবার প্রয়াস পায়। তিনি বলেন,

قد ادعى يهود خيبر فى ازمان متأخرة بعد الثلاث مائة ان بايديهم كتابا من رسول الله ﷺ فيه وضع الجزية عنهم وقد اغتر بهذا الكتاب بعض العلماء حتى قال باسقاط الجزية عنهم من الشافعية ابو على بن خيرون وهو كتاب مزور مكذوب مفتحل لا اصل له.

"খায়বারের ইয়াহূদীগণ পরবর্তী যুগ হিজরী তিন শতক অতিবাহিত হওয়ার পর দাবি করে যে, তাহাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একখানা পত্র রহিয়াছে যাহাতে তাহাদের উপর হইতে জিয্য়া রহিত করা হইয়াছে। এই পত্রখানা দ্বারা কোন কোন আলিম প্রতারণা ও বিভ্রান্তির শিকার হইয়াছেন। এমনকি তাহারা উহার প্রেক্ষিতে ইয়াহূদীদের উপর হইতে জিয্য়া রহিত হওয়ার পক্ষে মতামত পর্যন্ত ব্যক্ত করিয়াছেন। শাফিঈ মাযহাবের আবূ আলী ইব্ন খায়রূন তাহাদের অন্যতম। অথচ উক্ত পত্রখানা কৃত্রিম, মিথ্যা এবং রটনামাত্র, উহার কোন ভিত্তি নাই" (দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২১৯)।

কেবল একটি পত্রের মধ্যেই কতিপয় কারণ দর্শাইয়া উহাকে মিথ্যা ও বাতিল প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। উহার বর্ণনা দিতে গিয়া যাহারা উহাকে বাতিল প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন ইব্নুস্ সাব্বা। তিনি তদীয় মাসাইল গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। আরও আছেন শায়খ আবূ হামিদ, তিনি তদীয় 'তা'লীক'-এ এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ইবনুল মাসলামা এই ব্যাপারে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন।

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর পর তাহারা আরও একটি পত্র লইয়া তোলপাড় সৃষ্টি করেন। উপরিউক্ত মনীষিগণ তাঁহাদের আলোচনায় ঐ পত্রটির উল্লেখ করিয়াছেন। এই পত্রটিও একটি মিথ্যা

কারসাজি। কেননা উহাতে সা'দ ইব্ন মু'আয (রা)-এর শরীক থাকার কথা বলা হইয়াছে। অথচ তিনি খায়বার অভিযানের পূর্বেই ইনতিকাল করিয়াছেন। উহাতে হযরত মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফ্য়ানের শামিল থাকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অথচ তিনি তখনও মুসলমান হন নাই। উহার লেখকরূপে হযরত আলী ইব্ন আবী তালিবের কথা রহিয়াছে, অথচ উহা সত্য নহে। উহাতে জিয্য়া মওকূফের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, অথচ তখনও জিয্য়ার বিধান নাযিলি হয় নাই। উহার বিধান প্রথম যখন নাযিল হয় তখন নাজরানের খৃস্টানগণের নিকট হইতে উহা আদায়ও করা হয়। তাহারা তাহাদের প্রতিবিধানসহ নবম হিজরীতে নবী ﷺ-এর দরবারে আসিয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৬২৬)।

আলী ইব্ন হুসায়ন আলী আল-আহ্মাদী বলেন, এই পর্যন্ত আমি উক্ত দুইটি মিথ্যা জাল পত্রের সন্ধান লাভে সক্ষম হইয়াছি। আমি সাতটি জাল পত্র উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছি। তন্মধ্যে চারিখানা খৃস্টানদের উদ্দেশ্যে এবং অপর দুইখানা পত্র মাকান্নার ইয়াহূদীদের উদ্দেশ্যে লিখিত। ইব্ন কাছীর (র)-এর উপর্যুক্ত পত্র দুইখানা মিলাইয়া দেখা যায়, জাল পত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় সর্বসাকুল্যে নয়খানা। তিনি আরও লিখেন ঃ

والذى اظن ان افتعال هذه الكتب لا يحتاج الى بيان لان المتدبر المتبع الذى له ادنى المام يكتب رسول الله ﷺ يعلم خروج هذه الكتب عن اسلوب كتبه ﷺ وان اثارا الكلفة والمتصنع فيها جلية واضحة.

"আমার ধারণা, উক্ত পত্রগুলির জালিয়াতিপূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রাবলী সম্পর্কে যাহাদের সাধারণ ধারণা রহিয়াছে এমন যে কোন গবেষক ও অনুসন্ধানকারী ঐ জাল পত্রগুলির বর্ণনাভঙ্গি হইতেই আঁচ করিতে পারিবেন যে, কৃত্রিমতা ও জালিয়াতির প্রচেষ্টা তাহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট" (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৬২৬-৭)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে উল্লিখিত।

আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী

ভূ-সম্পত্তি বরাদ্দপত্র

(১) আওসাজা ইব্ন হারমালা আল-জুহানীর নামে

كتب رسول الله ﷺ لعوسجة بن حرملة الجهني بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى الرسول عوسجة ابن حرملة الجهنى من ذى المروة أعطاه ما بين بلكثة إلى المصنعة إلى الجفلات إلى الجد جبل القبلة لا يحاقه أحد ومن حاقه فلا حق له وحقه حق وكتب عقبة وشهد.

"জুহায়না গোত্রের 'আওসাজা ইব্ন হারমালার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখিত লিপির মাধ্যমে যাহা দান করেন তাহা এই রূপ ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। ইহা হইতেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ আওসাজা ইব্ন হারমালা আল-জুহানীকে যূ-যারওয়া হইতে যাহা দান করিয়াছেন তাহার দলীল। তিনি তাহাকে বাল্কাছা হইতে মাস্না'আ পর্যন্ত এবং সেখান হইতে জাফালাত পর্যন্ত এবং জাফালাত হইতে জাবালুল্ কিব্লার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি দান করিয়াছেন। ঐ ভূমিতে কেহ তাহাকে কোনরূপ বাধা দিতে পারিবে না। তাহাকে উহাতে বাধা দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই। ঐ ভূমিতে কেবল তাহারই অধিকার থাকিবে। উক্বা এই লিপির লেখক এবং সাক্ষী" (দ্র. তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭১; মক্তূবাতে নববী, পৃ. ২৯৯; মু'জামুল বুলদান, ৪খ., (যাবৃইয়া ظبية শব্দের আলোচনায়); আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৩৫৩)।

(২) বনূ জুরমুয গোত্রের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত বরাদ্দপত্র

وكتب رسول الله ﷺ لبنى الجرمز بن ربيعة وهم من جهينة أنهم آمنون ببلادهم ولهم ما أسلموا عليه وكتب المغيرة.

উপরোক্ত জুহায়না গোত্রেরই অপর শাখাগোত্র বানূ জুরমুযের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখিলেন ঃ বানূ জুরমুয ইব্ন রাবী'আ যাহারা জুহায়নারই অন্তর্ভুক্ত।

"তাহারা তাহাদের এলাকায় নিরাপদ থাকিবে। তাহারা যে সমস্ত সম্পদের মালিক থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে ঐগুলি তাহাদেরই মালিকানাধীন থাকিবে। পত্রটি লিখেন মুগীরা" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭১)।

(৩) বানুল হারিছ-এর নামে বরাদ্দপত্র

বানুদ্-দিবাব-এর শাখাগোত্র বানুল হারিছ-এর নামে একখণ্ড ভূমি বরাদ্দ দিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখিলেন ঃ

كتب رسول الله ﷺ لبنى الضباب من بنى الحارث بن كعب ان لهم سارة ورافعها لا يحاقهم فيها احدهم ما اقاموا الصلاة واتوا الزكاة والطاعوا الله ورسوله وفارقوا المشركين وكتب المغيرة.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সারিয়া এবং উহার উঁচু এলাকা বানুল হারিছকে বরাদ্দ করা হইল এই শর্তে যে, তাহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে, পৌত্তলিকদের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখিবে না, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করিবে। মুগীরা এই বরাদ্দ পত্র লিখিয়া দেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৭)।

(৪) বিলাল ইবনুল হারিছ আল-মুযানীর নামে

বিলাল ইবনুল হারিছ ইব্ন আসিম আবূ আবদুর রহমান মুযায়না গোত্রের প্রতিনিধি দলের সহিত পঞ্চম হিজরীর রজব মাসে নবী ﷺ দরবারে মদীনায় আসেন। ঐ প্রতিনিধি দলে চার শতজন লোক ছিল। তাহাদের প্রত্যাবর্তনকালে নবী করীম ﷺ তাহাদেরকে পাথেয় দান করিয়াছিলেন (সীরাত যায়নী দাহলান, হালাবিয়্যার হাশিয়ায়, ৩খ., পৃ. ৪৮)।

তাঁহারা হুনায়ন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া লড়িয়াছে। মক্কা বিজয়ের দিন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের দলের অন্যতম পতাকাধারী ছিল এই বিলাল। এইজন্য ইসলামের ইতিহাসে তাঁহার নাম একটি উজ্জ্বল নাম। তাঁহার নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিন খানা পত্র আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে।

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد رسول الله بلال وبن الحارث اعطاه من العقيق ما اصلح فيه معتملا وكتب معاوية.

"বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম। ইহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কর্তৃক বিলাল ইবনুল হারিছকে বরাদ্দ দানের দলীল। তিনি তাহাকে 'আকীক ভূমি দান করিয়াছেন, যতদিন পর্যন্ত তিনি (চাষাবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে) উহার সদ্ব্যবহার করিতে থাকিবেন। মু'আবিয়া এই লিপিখানার লেখক" (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৪৭৪)।

যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভূমির যথোপযুক্ত সদ্ব্যব্যহারের শর্তারোপ করিয়াছিলেন আর একা হারিছ-তনয় বিলালের পক্ষে এত বিশাল ভূমি আবাদ করা বা ইহার যথোপযুক্ত সদ্ব্যব্যহার করা সম্ভব হয় নাই, তাই পরবর্তী কালে আমীরুল মুমিনীন ও খালীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমার (রা) তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন ঃ

لقد علمت ان رسول الله ﷺ لم يكن يمنع شيئا سئلة وانك سئلته ان يعطيك العقيق فاعطاكه فالناس يؤمئذ قليل لا حاجة لهم وقد كثر اهل الاسلام واحتاجوا اليه فانظر ما ظننت انك تقوى عليه فاسكه واردد الينا ما بقى نقطعه.

"আমি এই ব্যাপারে সম্যক অবগত আছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কেহ কোন বস্তু চাহিলে তাহাকে তাহা না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তুমি তাঁহার নিকট আকীক দানের জন্য

অনুরোধ করিয়াছ, তিনি তোমাকে তাহা দানও করিয়াছেন। তখনকার দিনে লোকসংখ্যাও কম ছিল। তাহাদের উহার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এখন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাদের এখন এই ভূমির প্রয়োজন। তুমি ভাবিয়া দেখ, তুমি উহার কতটুকু আবাদ করার সামর্থ্য রাখ। সেইটুকু রাখিয়া অবশিষ্টটুকু আমাদের (অর্থাৎ রাষ্ট্রের) নিকট ফেরত দাও, আমরা উহা লোকদের নামে বরাদ্দ করিব"। ইতিহাসে পাওয়া যায় ঃ

فابى بلال فترك عمر بيد بلال بعضه واقطع ما بقى للناس.

"বিলাল হযরত উমারের এই প্রস্তাব মানিয়া লইতে রাজী হন নাই। অগত্যা হযরত উমার বিলালের নিকট কিছু অংশ রাখিয়া অবশিষ্ট ভূমি লোকজনের নামে বরাদ্দ দিয়া দেন" (প্রাগুক্ত)।

পত্রখানি হযরত মুআবিয়া কর্তৃক লিখিত হওয়ায় সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, বিলালকে এই বরাদ্দ পত্রখানা মক্কা বিজয়ের পরেই দেওয়া হইয়াছিল। কারণ মুআবিয়া উহার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই বা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাতিবের পদেও আসীন হন নাই।

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد رسول الله ﷺ بلال بن الحارث المزنى اعطاه معادن القبلية غوريها وجلسيها (غشية وذات النصب) وحيث يصلح للزرع من قدس ان كان صادقا ولم يعطه حق سلم وكتب ابى.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ যাহা বিলাল ইবনুল হারিছকে দান করিয়াছেন ইহা হইতেছে তাহার বরাদ্দ পত্র। তিনি তাহাকে দান করিয়াছেন কাবালিয়্যার উঁচু ও নীচু জমিসমূহে অবস্থিত খনিসমূহ (গাশিয়্যা ও যাতুন নাসাব), আর কুদ্স এলাকার আবাদযোগ্য জমিসমূহ যদি সে সনিষ্ঠ হয়। তিনি তাহাকে কোন মুসলমানের হক দান করেন নাই। পত্রটির লেখক উবায়্যি।

উক্ত বরাদ্দপত্রে উল্লিখিত 'কাবালিয়্যা' স্থানটি সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি পাওয়া যায়।

قال عياض وتبعه المجدهى من نواحى الفرع وفى النهاية هى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة ايام وقيل هى من ناحية الفرع وهو موضع بين نخلة والمدينة وقال الزمخشرى القبلية سراة فيما بين المدينة وينبع ما سال منها الى ينبع سمى بالغور وما سال منها الى المدينة سمى بالقبلية وحرها.

"ইয়াদ এবং তাঁহার অনুসরণে মুজদাহী বলেন, উহা ফার'-এর আশে-পাশের এলাকা। 'আন-নিহায়া' গ্রন্থে আছে, উহা হইতেছে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা— যাহা মদীনা হইতে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা আল-ফার' অঞ্চলে অবস্থিত নাখলা ও মদীনার মধ্যবর্তী। যামাখশারী বলেন, কাবালিয়্যা হইতেছে মদীনা ও ইয়াম্বুর মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী। ইয়াম্বুর দিকে যে পর্বতমালা চলিয়া গিয়াছে উহা গূর (غور) নামে পরিচিত, আর যাহা মদীনার দিকে চলিয়া গিয়াছে উহার নাম কাবালিয়্যা" (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৪৭৭)।

وكتب رسول الله ﷺ لبلال بن الحارث المزنى أن له النخل وجزعة شطره ذا المزارع والنخل وأن له ما أصلح به الزرع من قدس وأن له المضة والجزع والغيلة إن كان صادقا وكتب معاوية.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাল ইবনুল হারিছ আল-মুযানীকে লিখেন, নাখল, জাযা'আ ঃ আবাদযোগ্য জমি এবং কাদাস-এর কর্ষ যোগ্য ভূ-সম্পদ দান করিয়াছেন। মাদ্দা, জাযা' এবং গায়লাও তাহারই থাকিবে— যদি সে ইসলামের ব্যাপারে সনিষ্ঠ থাকে। লিপিটির লেখক মু'আবিয়া" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭২০)।

(৫) বনূ যিয়াদ ইবনিল হারিছের নামে

ইব্ন সা'দ (র) বর্ণনা করেন ঃ

وكتب رسول الله ﷺ لبنى زياد بن الحارث الحارثين أن لهم جماء وأذنبة وأنهم آمنون ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحاربوا المشركين وكتب على.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বনূ যিয়াদ ইবনুল হারিছ আল-হারিছিয়্যীন-এর নামে প্রদত্ত বরাদ্দ পত্রে লিখেন, জাম্মা ও আযনিবা তাহাদেরই থাকিবে এবং যতদিন পর্যন্ত তাহারা সালাত কায়েম করিবে, যাকাত আদায় করিবে এবং পৌত্তলিক মুশরিকদের সহিত যুদ্ধে তৎপর থাকিবে ততদিন পর্যন্ত তাহারা (আল্লাহ্র রাসূল তথা মুসলিম জাতির দিক হইতে) নিরাপদ থাকিবে" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৮)।

পত্রে উল্লিখিত جماء শব্দটি اجم -এর স্ত্রীলিংগ। ইহার অর্থ البيان الذى لا شرف له অলিন্দবিহীন ইমারত। ইয়াকূত উহার এই অর্থ বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ

ان الجمادات ثلاثة فى المدينة.

"মদীনায় এইরূপ ইমারত তিনটি"। আর আন-নিহায়ায় আছে ঃ

انها موضع على ثلاثة اميال من المدينة ولكن الذى وقع فى الكتاب يناسب ان يكون اسم واد بنجران من مساكن بنى الحارث.

"জাম্মা মদীনা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী একটি স্থানের নাম। কিন্তু এই পত্রে উল্লিখিত জাম্মা বানুল হারিছ গোত্রের বসতস্থান নাজরানের কোন প্রান্তরের নাম হওয়াটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত"।

আয্নিবা ও নাজরানের কোন একটি স্থানের নাম হইবে— যাহার বিবরণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই।

(৬) ইয়াযীদ ইবনুত-তুফায়ল আল-হারিছীর নামে বরাদ্দপত্র

وكتب رسول الله ﷺ ليزيد بن الطفيل الحارثى أن له المضة كلها لا يحاقه فيها أحد ما أقام الصلاة وآتى الزكاة وحارب المشركين وكتب جهيم بن الصلت.

"ইয়াযীদ ইব্নুত-তুফায়ল আল-হারিছীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখেন ঃ গোটা মাদ্দা ভূমি তাহার অধিকারেই থাকিবে। কেহ তাহাতে তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সালাত কায়েম করিবেন, যাকাত দিবেন এবং মুশরিকদের সহিত লড়াই চালাইয়া যাইবেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৮)।

(৭) বনূ কান্নান ইব্ন ছা'লাবার প্রতি

وكتب رسول الله ﷺ لبنى قنان بن ثعلبة من بنى الحارث أن لهم مجسا وأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم وكتب المغيرة.

"উক্ত বানুল হারিছ গোত্রেরই শাখা গোত্র বনূ কান্নান ইব্ন ছা'লাবার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখেন ঃ মাজাসা ভূমি তাহাদেরই থাকিবে। তাহাদের জানমাল নিরাপদে থাকিবে। পত্রটি লিখিয়াছেন মুগীরা" (ইবন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৮; মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ.,পৃ. ৪৬৭)।

(৮) বনূ কান্নান ইব্ন ইয়াযীদ গোত্রের প্রতি

وكتب رسول الله ﷺ لبنى قنان بن يزيد الحارثيين أن لهم مذودا وسواقيه ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين وأمنوا السبيل وأشهدوا على إسلامهم.

"উক্ত হারিছী গোত্রের অপর শাখা গোত্র বনূ কান্নান ইব্ন ইয়াযীদকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখেন, মিয্ওয়াদা ও সাওয়াকিয়্যা ততদিন পর্যন্ত তাহাদেরই থাকিবে যতদিন পর্যন্ত তাহারা সালাত কায়েম রাখিবে, যাকাত আদায় করিবে, মুশরিকদের সহিত সম্পর্কহীন থাকিবে,জনপথের নিরাপত্তা রক্ষা করিবে এবং নিজেদের মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য বা ঘোষণা দিতে থাকিবে" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৮-৯; মাকাতীব, ২খ.,পৃ. ৩৫৪)।

(৯) কায়স ইব্ন হুসায়ন যুল-গুস্সার নামে প্রদত্ত

كتب رسول الله ﷺ لقيس بن الحصين ذى الغصة أمانة لبنى أبيه نبى الحارث ولبنى نهد أن لهم ذمة الله وذمة رسوله لا يحشرون ولا يعشرون ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين وأشهدوا على إسلامهم وأن فى أموالهم حقا للمسلمين قال وكان بنو مهد حلفاء نبى الحارث.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কায়স ইব্ন হুসায়ন যুল গুস্সাকে তাঁহার ভ্রাতৃসমাজ বানূল হারিছ এবং বনূ নাহাদের নিরাপত্তা পত্রস্বরূপ লিখেন ঃ তাহাদের জন্য আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের পক্ষ হইতে অভয় রহিল। তাহাদের পশুপালকে যাকাত উশুলের উদ্দেশ্যে (গণনার্থ) একত্র করা হইবে না, তাহাদের নিকট হইতে উশরও আদায় করা হইবে না— যত দিন পর্যন্ত তাহারা সালাত কায়েম করিতে থাকিবে, যাকাত আদায় করিতে থাকিবে, মুশরিকদের নিকট হইতে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে থাকিবে, নিজেদের মুসলিম হওয়ার সাক্ষ্য (ঘোষণা) দিতে থাকিবে এবং তাহাদের ধনসম্পদে

মুসলমানদের হক বা অধিকারের স্বীকৃতি দিতে থাকিবে"। বনূ নাহাদ গোত্র বানুল হারিছ গোত্রের চুক্তিবদ্ধ মিত্র ছিল (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৮)।

যুল-গুস্সা বা ক্রোধপরায়ণ বলিয়া পরিচিতি ছিল কায়সের পিতা হুসায়ন। কেননা রাগান্বিত হইলে তিনি কথা বলিতে পারিতেন না।

বনুল হারিছ ছিল একটি বিশাল গোত্র। উহার ছিল অনেক শাখা-প্রশাখা। ঐ শাখাগুলির মধ্যে রহিয়াছে- (১) বনূ যিয়াদ, (২) বানুদ দায়্যান, (৩) বানুদ দিবায, (৪) বনূ কান্নান প্রভৃতি। নাজরানে তাহাদেরই রাজত্ব ছিল। গোটা আরবকেই তাহারা শাসন করিত। আবদ মুদ্দান ইবনুদ দাইয়ান হইতে য়াযীদ ইব্ন আবদে মুদ্দানের যুগ পর্যন্ত তাহাদের রাজত্ব ছিল। নবী কারীম ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বেই তাহাদের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৫৪)।

(১০) ইয়াযীদ ইবনুল মুহাজ্জাল আল-হারিছীর নামে

وكتب رسول الله ﷺ ليزيد بن المحجل الحارثى أن لهم نمرة ومساقيها ووادى الرحمن من بين غابتها وأنه على قومه من بنى مالك وعقبة لا يغزون ولا يحشرون وكتب المغيرة بن شعبة.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ য়াযীদ ইব্নুল মুহাজ্জাল আল-হারিছীকে লিখেন ঃ তাহাদের অধিকারে থাকিবে নামিরা এবং উহার পানীয় জলের স্থানসমূহ, ওয়াদিউর রহমান-এর নিম্নাঞ্চল। তাহাদের নেতারূপে থাকিবে বনূ মালিক ও বনূ উকবার লোকজন। তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করা হইবে না এবং তাহাদের পশুপালকে যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে (গণনার্থে তহসীলদারের নিকট নিয়া) একত্র করা হইবে না। লেখক মুগীরা" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৮; আল-ইস্তী'আব, ২খ., পৃ. ৬১৩)।

উল্লেখ্য, উক্ত পত্রে গোটা এলাকার বরাদ্দ তাহাদের নামে দেওয়া হয় নাই, বরং উহার নির্দিষ্ট অংশটি (নিম্নাঞ্চল) কেবল বরাদ্দ দেওয়া হইয়াছে। পশুপালের যাকাতের কড়াকড়ি হইতে তাহাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

এই ইয়াযীদ ইব্ন মুহাজ্জাল ১০ম হিজরীতে নাজরানের বিন-হারিছের প্রতিনিধি দলে আগত অন্যতম নেতা। ইহারা হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের সহিত নবী ﷺ দরবারে আসিয়া হাযির হইয়াছিলেন (সীরাতুন্নবী (ইব্ন হিশাম), বাংলা ভাষ্য, ৪খ., পৃ. ২৬০; আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী গং অনূদিত, ইফা. প্রকাশিত ১৯৯৬ খৃ.)।

উক্ত পত্রের প্রাপক নাজরানের ইয়াযীদ ইব্ন মুহাজ্জালই এই নামের একমাত্র সাহাবী ছিলেন (মাকাতীবুর রাসূল, ২খ.,পৃ. ৩৫৭)।

(১১) আসিম ইবনুল হারিছ আল-হারিছীর নামে

وكتب رسول الله ﷺ لعاصم بن الحارث الحارثى أن له نجمة من راكس لا يحاقه فيها أحد وكتب الأرقم.

"আসিম ইব্নুল হারিছ আল-হারিছীকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখেন ঃ রাকিসের নাজমা তাহাকে প্রদত্ত হইল। কেহ সেখানে তাহাকে বাধাগ্রস্ত করিতে পারিবে না। আল-আরকাম এই পত্রখানার লেখক" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৯)।

পত্রে উক্ত রাকিস নামের স্থানটির উল্লেখ আরবের আধুনিক মানচিত্র পুস্তকসমূহে পাওয়া যায় না। ইয়াকূত 'রাকিস একটি প্রান্তর' বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন।

(১২) যুবায়র ইব্নুল 'আওয়ামের নামে বরাদ্দপত্র

وكـــتـب رســـول الله ﷺ بـــسم الله الرحمن الرحـيم هـذا كـتـاب مـــن محـمـد رســول الله للــزبـير بـن العـــوام أنى أعـطيـتـه شـــواق أعلاه وأسفله لا يحـاقـه فـيـه أحــد وكـتـب عــلى.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লিখেন ঃ বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে যুবায়র ইবনুল 'আওয়ামের প্রতি। আমি তাহাকে শাওয়াকের উঁচু ও নিচু উভয় অঞ্চল দান করিলাম। উহাতে কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না। পত্রখানি লিখিয়াছেন আলী" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৪)।

তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) তদীয় কিতাবুল খারাজে পত্রখানির পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন এইভাবে ঃ

بـــسم الله الرحمن الرحيـــم هـذا ما اعطى محمد رسول الله الزبير اعطاه سوارق كـلـه اعـلاه واســفلـه مـا بين مـــورع القـــرية الـــى مـــوقت الى حــين الـــمـحـملة لا يحاقه فيها احد وكتب على.

"পরম দয়ালু ও পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। ইহা হইতেছে আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে যুবায়রকে প্রদত্ত বরাদ্দপত্র। তিনি সাওয়ারিকের উঁচু ও নীচু এলাকাসহ গোটা সাওয়ারিক তাহাকে দান করিয়াছেন। উহার সীমা হইতেছে মুরিউল কারয়া হইতে মুওয়াকাত হইয়া হীন আল-মাহ্মালা পর্যন্ত। তাহাকে উহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। 'আলী পত্রটি লিখিয়াছেন" (ই'লামূস্ সাইলীন, পৃ ৫৩)।

কিতাবুল আমওয়ালের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, সাওয়ারিক খায়বার এলাকার একটি স্থান। ইয়াকূত বলেন, সাওয়ারিক স্থানটি সাওয়ারিকার নিকটেই অবস্থিত। উহা মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান। সাওয়ারিক অত্যন্ত বিখ্যাত একটি জনপদ— যাহা আরবের মানচিত্রে পাওয়া যায়।

(১৩) বনূ যুর'আ ও বনূ রাবী'আর নামে লিখিত পত্র

كـتب رسـول الله ﷺ لبنى زرعـة وبنى الربيـعـة من جـهـينة أنهم آمنون على أنفســهم وأمـوالـهم وأن لهم النـصـر على من ظلمـهم أو حـاربـهم إلا فى الديـن والأهل ولأهل باديتهم من بر منهم واتقى ما لحاضرتهم والله المستعان.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জুহায়না গোত্রের বনূ যুর'আ ও বনূ রাবী'আর নামে লিখেন ঃ তাহারা তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী। কেহ তাহাদের উপর জুলুম করিলে বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদেরকে সাহায্য দান করা হইবে। তবে সেই যুদ্ধ যদি ধর্মযুদ্ধ হয় বা কাহারও পরিবারের প্রতি বাড়াবাড়ির কারণে হয় তবে তাহার কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের প্রান্তরবাসী (অর্থাৎ

বেদুঈনরা) ও স্থায়ী বসতকারী নাগরিকরা সমাধিকার ভোগ করিবে। আল্লাহ্ই সাহায্যকারী" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭০; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৩৪৪)।

বনূ যুর'আ ও বনূ রাবী'আ কবীলাদ্বয়ের প্রথমটির পরিচয় হইল ঃ

زرعة بطن من ثابت وبنى عجلان.

"যুর'আ হইতেছে ছাবিত ও বনূ 'আজলান-এর একটি শাখা"।

দ্বিতীয়টি সম্পর্কে জানা যায় ঃ

بنو الربيعة بطن من جهينة وهم بنو الربيعة بن راشد.

"বনূ রাবী'আ হইতেছে জুহায়নার একটি শাখাগোত্র; তাহাদের পরিচয় তাহারা বনূ রাবী'আ ইব্ন রাশিদ" (মু'জামুল কাবাইল, তাজুল 'আরূস-এর বরাতে, ৫খ., পৃ. ৩৪৮)।

(১৪) বনূ খাছ'আমের নামে

من محمد رسول الله ﷺ الخثعم من حاضر ببيشة وباديتها أن كل دم أصبتموه فى الجاهلية فهو عنكم موضوع ومن أسلم منكم طوعا أو كرها فى يده حرث من خبار أو عزاز تسقيه السماء أو يروية اللتى فزكا عمارة فى غير أزمة ولا حطمة فله نشره وأكله وعليهم فى كل سيح العشر وفى كل غرب نصف العشر شهد جرير بن عبد الله ومن حضر.

"ইহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র পক্ষ হইতে খাছ'আম গোত্রের বীশায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী এবং তাহাদের প্রান্তরবাসীদের প্রতি। জাহিলিয়াতের আমলে তোমাদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের দায় হইতে তোমাদেরকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যকার যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে আর তাহার অধিকারে নরম মাটির বা শক্ত মাটির কৃষিজমি রহিয়াছে— যাহা বৃষ্টিসিঞ্চিত বা আর্দ্রতাসম্পন্ন, যাহাতে ফসল ফলাইতে কোন সমস্যা হয় না বা (শক্ত মাটি) চূর্ণ করিতে হয় না (অনুর্বর নহে), তাহাদের বৃষ্টিসিঞ্চিত মাটিতে 'উশর এবং সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করার জমিতে অর্ধ 'উশর পরিশোধ করিতে হইবে। জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ প্রমুখ উপস্থিত ব্যক্তিগণ ইহার সাক্ষী রহিলেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮৬)।

(১৫) উকায়লের প্রতিনিধি দলের নামে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দানপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله ﷺ ربيعا ومطرفا وأنسا أعطاهم العقيق ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وسمعوا وأطاعوا ولم يعطهم حقا لمسلم فكان الكتاب فى يد مطرف.

"পরম দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহর নামে। ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর দানপত্র। তাহারা যতদিন সালাত কায়েম করিতে থাকিবে, যাকাত দিতে থাকিবে, মান্য করিয়া

চলিবে এবং আনুগত্য করিতে থাকিবে তত দিনের জন্য তিনি রাবী', মুতাররিফ ও আনাসকে 'আকীক দানকালে প্রদান করিয়াছেন। তিনি তাহাদেরকে কোন মুসলমানের হক দান করেন নাই। দানপত্রটি মুতাররিফ-এর হাতে তুলিয়া দিয়াছেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৯০)।

(১৬) হামাদানের প্রতিনিধি দলের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب محمد رسول الله لمخلاف خارف واهل جناب الهضب وحقاف الرمل مع وافدها ذى المعشار مالك بن نمط ومن اسلم من قومه على ان لهم فراعها ووهاطها وعزازها ما اقاموا الصلاة واتوا الزكاة يأكلون علافها ويرعون عفاءها لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والامانة ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض (والداجن)والكبش الحورى وعليهم الصالغ والقارح.

"বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইহা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পক্ষ হইতে খারিফ গোত্র, জিনাব ও আল-হাদাববাসিগণ এবং বালুময় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য তাহাদের প্রতিনিধি যুল-মি'শার মালিক ইব্‌ন নিম্‌ত এবং তাহার সহিত তাহার স্ব-সম্প্রদায়ের ইসলাম গ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে লিখিত। উহার উচুঁ গড়সমূহ, নিম্নভূমিসমূহ এবং অকর্ষিত শক্ত মাটির ভূমিসমূহ তাহাদেরই থাকিবে— যতদিন পর্যন্ত তাহারা সালাত কায়েম করিতে থাকিবে, যাকাত আদায় করিতে থাকিবে, উহার ঘাসসমূহ (চারণক্ষেত্রসমূহ) তাহারা ভোগ করিতে পারিবে, অন্যদের অদখলীকৃত স্থানে তাহারা পশুচারণ করিতে পারিবে। আর তাহাদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার এবং তাহাদের খেজুর গাছের ফল আহরণের অধিকার আমাদের থাকিবে। যতদিন পর্যন্ত তাহারা এই চুক্তি ও আমানত রক্ষা করিয়া চলিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদের নিকট যাকাত বা 'উশর, উশুল করার জন্য কোন লোক প্রেরণ করা হইবে না (তাহাদের নিজেদের দায়িত্বেই তাহারা উহা পরিশোধ করিবে)। অতি বৃদ্ধ উট যেগুলির দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (والثلب) এবং বেশী বয়সের উটনী (الناب), সদ্য মায়ের সঙ্গছাড়া পশু শাবক, বাড়ীতে তোলা ঘাস খাওয়াইয়া পোষা ছাগল, লোহিতাভ পশমের দুম্বা যাকাতস্বরূপ গ্রহণ করা হইবে না। তাহাদের যাকাতস্বরূপ দেয় গরু বা ছাগল হইতেছে যেগুলি পূর্ণবয়স্ক (الصالغ) এবং ঐসব ঘোড়া যেগুলি ৫/৬ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছে (قارح)" ('ইকদুল ফারীদ, ১খ., প্রতিনিধি দলসমূহের বর্ণনায়; শারহু শিফা, মোল্লা আলী কারীকৃত, ১খ., পৃ. ১৭৮; সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ২৬৯; যুরকানী, ৪খ., পৃ. ১৭০-১; মাকাতীবুর রাসূল, ২খ., পৃ. ৪২৫)।

(১৭) জুহায়নার শাখাগোত্র বনূ শানাখের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد النبى بنى شنخ من جهينة اعطاهم ما خطوا من صفينة وما حرثوا ومن حاقهم فلا حق له وحقهم حق وكتب العلاء بن عقبة وشهد.

"পরম দয়ালু পরম দয়াময় আল্লাহ্‌র নামে। ইহা নবী মুহাম্মাদ জুহায়নার শাখাগোত্র বনূ শানাখকে যাহা দান করিয়াছেন তাহার দলীল। তিনি তাহাদেরকে সাফীনার সেই ভূমি দান করিয়াছেন যাহাতে তাহারা সীমানা চিহ্নিত করিয়াছে এবং চাষাবাদ করিয়াছে। যে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহার সেই অধিকার নাই। উহাতে কেবল তাহাদেরই অধিকার। আলা ইব্‌ন উকবা উহা লিখিয়াছেন এবং তিনি উহার সাক্ষীও বটে" (তাবাকাত ১খ., পৃ. ২৭১; ই'লামুস সাইলীন, পৃ. ৫০; মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৪৭০; মাজমূ'আতুল ওয়াছাইক, পৃ. ১৮৪)।

(১৮) আদ-দারী গোত্রীয়গণের নামে হিজরতের পূর্বের পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب ذكر فيه ما وهب محمد رسول الله للداريين اذا اعطاه الله الارض وهب لهم بيت عينون وجيرون والمرطوم وبيت ابراهيم عليه الصلاة السلام الى ابد الابد شهد بذلك عباس بن عبد المطلب وخزيمة بن قيس وشرحبيل بن حسنة وكتب.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইহা সেই পত্র যাহাতে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ দারী গোত্রের লোকদেরকে যে দান করিয়াছেন তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। যখন আল্লাহ তাঁহাকে ভূমির অধিকারী করিয়াছেন তখন তিনি তাহাদেরকে দান করিয়াছেন বায়ত আয়নূন, জীরূন, মারতূম এবং বায়তু ইবরাহীম 'আলায়হিস্ সালাতু ওয়াসসালাম অনন্তকালের জন্য। উহার সাক্ষীস্বরূপ রহিলেন আব্বাস ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব, খুযায়মা ইব্‌ন কায়স ও শুরাহবীল ইব্‌ন হাসানা। উহার লেখক শেষোক্তজন" (সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৪০; সুবহুল আ'শা, ৩খ., পৃ. ১১৯)।

(১৯) হিজরতের পর আদ-দারী গোত্রীয়গণের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد رسول الله ﷺ لتميم الدارى واصحابه انى اعطيتكم بيت عينون وجيرون والمرطوم وبيت ابراهيم عليه الصلاة والسلام برمتهم وجميع ما فيهم نطبة بت ونفذت وسلمت ذلك لهم ولاعقابهم من بعدهم ابد الابد فمن اذاهم آذاه الله شهد بذلك ابو بكر بن ابى قحافة وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب ومعاوية بن ابى سفيان وكتب.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইহা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হইতে তামীম আদ-দারী এবং তাঁহার সাথীবর্গকে প্রদত্ত দানপত্র। আমি আপনাদেরকে বায়ত আয়নূন, জীরূন, আল-মারতূম এবং বায়তে ইবরাহীম আলায়হিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম এবং এই সমস্ত স্থানের যাবতীয় বস্তু নিশ্চিতভাবে এবং চিরতরে দান করিলাম। আমি ঐগুলি তাহাদেরকে এবং তাহাদের পরবর্তী বংশধরদের অনন্তকালের জন্য বরাদ্দ করিয়া দিলাম। সুতরাং যে তাহাদেরকে কষ্ট দিবে

সে প্রকারান্তরে আল্লাহকেই কষ্ট দিবে। আবূ বকর ইব্‌ন আবী কুহাফা, উমার ইবনুল খাত্তাব, উছমান ইব্‌ন আফ্‌ফান, আলী ইব্‌ন আবী তালিব ও মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফ্‌য়ান উহার সাক্ষীরূপে রহিলেন এবং শেষোক্তজন উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন"।

হযরত তামীম আদ-দারীকে প্রদত্ত দানপত্রের আরও দুইটি নমুনা

ইমাম আবূ ইউসুফ (রা)-এর কিতাবুল খারাজে উক্ত পত্রের পাঠ নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم بن اوس الدارى ان له ترية جيرون وبيت عينون قريتهما كلهما وسملها وجبلها وماؤها وحرثمها وانباطهما وبقرهما ولعقبه من بعده لا يحاقه فيهما احد ولا يلجهما احد بظلم فمن ظلم واحدا منهما شيئا فان عليه لعنة الله (والملائكة والناس اجمعين)

জামহারাতু রাসাইলিল আরাব গ্রন্থে সুব্‌হুল আ'শা-এর বরাতে পত্রটির পাঠ নিম্নরূপ ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لتميم بن اوس الدارى ان له صهيون قريتها كلها سهلها وجبلها ومائها وكرومها وانباطها ورقها ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها احد ولا يدخل عليه بظلم فمن اراد ظلمهم او اخذه منهم فان عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين.

উক্ত পত্রদ্বয়ে উল্লিখিত এলাকাসমূহের সমভূমি, পার্বত্য ভূমি, জলাশয় ও কূপসমূহ প্রভৃতির উপর তামীম আদ-দারী (রা) ও তাঁহার পরবর্তী বংশধরগণের জন্য চিরস্থায়ী বরাদ্দ দেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে উহাতে অনধিকার প্রবেশকারী জালিমদের জন্য আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সমগ্র মানবজাতির সমবেত অভিশাপ বর্ষণের কথা ব্যক্ত হইয়াছে।

জামহারাতু রাসাইলিল আরব গ্রন্থে এবং কালকাশান্দীর গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহাদের কাল পর্যন্ত উহা তামীম আদ-দারীর বংশধরদের দখলে ছিল, যাহারা আল-খালীল-এ বংশানু-ক্রমিকভাবে খাদিমের দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছেন। কেহ তাহাদের অধিকারে কোনরূপ বিপত্তি সৃষ্টি বা অনধিকার চর্চা করিলেই তাহারা মিসরের সুলতানের নিকট ঐ দানপত্রটি উপস্থাপিত করিয়া নিজেদের স্বপক্ষে ফয়সালা করাইয়া লইতেন। চর্মগাত্রে লিখিত দানপত্রখানা দীর্ঘকাল-পরিক্রমায় অত্যন্ত পুরান হইয়া গিয়াছিল (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৪৮৭)।

(২০) নু'আয়ম ইব্‌ন আওস আদ-দারীর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্র

لنعيم بن اوس اخى تميم الدارى ان له حبرى وعينون بالشام سهلها وجبلها ومائها وحرثها وانباطها وبقرها ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها

احد ولا يلجه عليهم بظلم ومن ظلمهم واخذ منهم شيئا فان عليه لعنة الله وملائكة والناس اجمعين وكتب على.

"তামীম আদ-দারীর ভাই নু'আয়ম ইব্ন আওস-এর নামে। হিব্রী এবং 'আয়নূন— যেগুলি সিরিয়া ভূখণ্ডে অবস্থিত, তাহার সমভূমি ও পাহাড়, জলাশয় ও কৃষিভূমি, শস্যভূমি, চারণভূমি তাহারই মালিকানাধীন থাকিবে এবং তাহার পর ঐগুলি তাহার পরবর্তী বংশধরদের দখলে থাকিবে। উহাতে কেহ তাহাকে বাধাগ্রস্ত করিতে পারিবে না। যে তাহাদের প্রতি জুলুম করিবে বা তাহাদের নিকট হইতে কিছু কাড়িয়া লইবে, তাহার প্রতি আল্লাহ, ফেরেশতাকুল এবং সমস্ত মানবজাতির অভিশাপ। লেখক আলী" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৭; আল-মিস্বাহুল মুদী, পৃ. ৩৯০)।

(২১) আব্বাস ইব্ন মিরদাসের নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد النبى عباس بن مرداس السلمى اعطاه مذمورا فمن اخافه فيها فلا حق له فيها وحقه حق وكتب العلاء بن عقبة وشهد.

"বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। ইহা নবী মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক আব্বাস ইব্ন মিরদাসকে প্রদত্ত দানপত্র। তিনি তাহাকে দান করিয়াছেন মাযমূর এলাকা। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহা ভোগ দখলে তাহার জন্য হুমকি সৃষ্টি করিবে, তাহার সেইরূপ অধিকার নাই। ইহাতে একমাত্র তাহারই অধিকার থাকিবে। আল-'আলা ইব্ন উক্বা পত্রটির লেখক এবং সাক্ষী" (ই'লামুস সাইলীন, পৃ. ৫০; মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৪৯১)।

(২২) বনূ সুলায়মের হারাম ইব্ন আব্দ আওফের নামে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানপত্র

انه اعطاه اذاما وما كان من شواق لا يحل لاحد ان يظلمهم ولا يظلمون احدا وكتب خالد بن سعيد.

"তিনি তাহাকে 'ইযাম ও শাওয়াকে তাহার মালিকানাধীন ভূমি দান করিয়াছেন। কাহারও জন্য তাহাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করা বৈধ হইবে না। তাহারাও কাহারও প্রতি জুলুম করিবে না। খালিদ ইব্ন সা'ঈদ উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৪)।

(২৩) রাশিদ ইব্ন 'আবদি রব-এর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানপত্র

هذا اما اعطى محمد رسول الله ﷺ راشد بن عبد رب السلمى انه اعطاه علوتين بسهم وعلوة بحجر برهاط لا يحاقه فيها احد ومن حاقه فلا حق له وحقة حق وكتب خالد بن سعيد.

"ইহা আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ কর্তৃক রাশিদ ইব্ন আবদি রব আস্-সুলামীকে প্রদত্ত দানপত্র। তিনি তাহাকে দুই তীরের দূরত্ব পর্যন্ত এবং দুই গুলওয়ার দূরত্ব পর্যন্ত রুহাতের জমি বরাদ্দ করিয়াছেন। উহাতে কেহই তাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। যে এই ব্যাপারে তাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইবে তাহার কোন অধিকার নাই। একমাত্র তাহারই অধিকার স্বীকৃত। খালিদ ইব্ন সা'ঈদ উহার লেখক" (তাবাকাতুল কুবরা, ১খ., পৃ. ২৭৪)।

এই পত্র প্রাপক রাশিদ ইব্ন আবদ রব/আবদে রাব্বিহী/রাশিদ ইব্ন হাফ্স নামে পরিচিত একজন সাহাবী ছিলেন বলিয়া ইমাম মুসলিম ইব্ন হাজ্জাজ উল্লেখ করিয়াছেন।

(২৪) বানুল আজিব আস্-সুলামীর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد رسول الله بنى الاجب اعطا فالسا وكتب الارقم.

"বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ বনুল আজিব্বকে ফালিস ভূমি দানকল্পে যে দানপত্র প্রদান করিয়াছেন উহা হইতেছে সেই লিপি। উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আল-আরকাম" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৩-২৭৪; মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৪৫০)।

(২৫) সুলামীদের মধ্যকার কুমামার পুত্রদ্বয় আবদুল্লাহ ও ওয়াক্কাসের নামে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد النبى رسول الله ﷺ وقاص بن قمامة وعبد الله بن قمامة المسلمين ثم بنى حارثة اعطاهم المحدب وهو بين الهد الى الوابدة ان كانا صادقين.

"বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ সুলায়ম গোত্রের উপশাখা বনূ হারিছার কুমামার পুত্রদ্বয় ওয়াক্কাস ও আবদুল্লাহ্কে যে দানপত্র দিয়াছেন ইহা হইতেছে সেই লিপি। তিনি তাহাদেরকে আল-হাদ হইতে আল-ওয়াবিদা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি দান করিয়াছেন— যদি তাহারা তাহাদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সনিষ্ঠ হইয়া থাকে" (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৪৫১-৫২)।

(২৬) সালামা ইব্ন মালিক আস্-সুলামীর নামে একখানি দানপত্র

هذا اما اعطى رسول الله ﷺ لمسلمة بن مالك السلمى اعطاه ما بين ذات الحناطى الى ذات الاساود لا يحاقه فيها احد شهد على بن ابى طالب وحاطب بن ابى بلتعه.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওসাল্লাম সালামা ইব্ন মালিক আস-সুলামীকে যে দানপত্র দিয়াছেন উহা হইতেছে সেই লিপি। তিনি তাহাকে যাতুল-হানাতী এবং যাতুল আসাবিদের মধ্যবর্তী ভূমি দান করিয়াছেন। কেহ এই ব্যাপারে তাহার সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না।

আলী ইব্‌ন আবী তালিব এবং হাতিব ইব্‌ন আবী বালতা'আ ইহার সাক্ষী রহিলেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৮৫)।

(২৭) আদ্দা ইব্‌ন খালিদকে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطى محمد رسول الله للعداء بن خالد ومن تبعه من عامر بن عكرمة اعطاهم ما بين مصباعة الى الزح ولوابة يعنى لوابة الخرار وكتب خالد بن سعيد.

"বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম। আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ আল-আদ্দা ইবন খালিদ এবং আমির ইব্‌ন ইকরিমা গোত্রের তাহার অনুসারীদেরকে যাহা দান করিয়াছেন ইহা হইতেছে সেই লিপি। তিনি তাহাদেরকে দান করিয়াছেন মিসবা'আ হইতে আয্‌-যাহা এবং লাওয়াবা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমি অর্থাৎ লাওয়াবাতুল খাররার। খালিদ ইব্‌ন সাঈদ উহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৩)।

(২৮) সু'আয়র ইবনুল আদ্দার নামে

من محمد رسول الله إلى السعير بن عداء أنى قد اخفرتك الرحيح وجعلت لك فضل بنى السبيل.

"আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে সু'আয়র ইবনুল আদ্দাকে। আমি তোমাকে আর-রাহীহ ইজারা দিলাম এবং বানুস-সাবীল-এর ব্যবহারের অতিরিক্তটুকু তোমার জন্যই বরাদ্দ করিলাম" (তাবাকাত, ১খ., পৃ.২৮২)।

(২৯) জামীল ইব্‌ন বিদামকে প্রদত্ত দানপত্র

هذا ما اعطى محمد رسول الله لجميل بن ودام العدوى اعطاه الرمداء لا يحاقه فيه احد وكتب على.

"ইহা হইতেছে আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ কর্তৃক জামীল ইবনুল বিদাম আল-আদাবীকে দানপত্র। তিনি তাহাকে রামদা দান করিয়াছেন। ইহা লইয়া কেহ তাহার সহিত কলহ করিতে পারিবে না। দানপত্রটি আলী লিখিয়াছেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৪)।

(৩০) আযীম ইবনুল হারিছ আল-মুহারিবীকে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানপত্র

هذا كتاب من محمد رسول الله لعظيم بن الحارث المحاربى ان له الجمعة من رامس لا يحاقه احد وكتب الارقم.

"ইহা আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ কর্তৃক আযীম ইবনুল হারিছ আল-মুহারিবীকে প্রদত্ত দানপত্র। তাহাকে রামিসের আল-জাম'আ ভূমি দান করা হইল। কেহ এই ব্যাপারে তাহার সহিত বিবাদ করিতে পারিবে না। আরকাম ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (মু'জামুল বুলদান, ৩খ., পৃ. ১৭)।

(৩১) হুসায়ন ইব্ন আওস আল-আসলামীর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানপত্র

انــــه اعــطاه الــفــرغـــين وذات اعـــشـاش لا يـــحــاقــه فـيـهـا احـــد وكـــتــب علـــى.

"তিনি (আল্লাহ্র রাসূল) তাহাকে ফুরগায়ন এবং যাতু আ'শাশ দান করিয়াছেন। উহার ব্যাপারে কেহ্ তাহার সহিত কলহ করিবে না। লেখক আলী" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৬৭)।

হুসায়ন ইব্ন আওসের পিতার নাম উওয়ায়স এবং কায়সরূপেও পাওয়া যায়। উহারা তামীম বংশীয় লোক ছিলেন (মাকাতীবুর রাসূল, ১খ., পৃ. ৪৬৫)।

(৩২) হুসায়ন ইব্ন নাদলা আল-আসাদীর নামে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله لحصين بن نضلة الاسدى ان له أراما كسة لا يحاقه فيها احد وكتب المغيرة.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ইহা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্র পক্ষ হইতে লিখিত পত্র যাহা হুসায়ন ইব্ন নাদলা আল-আসাদীর নামে লিখিত। তাহার নামে প্রদত্ত হইল আরাম ও কাসসা। কেহ এই ভূমির মালিকানা বিষয়ে তাহার সহিত কলহ করিতে পারিবে না। লেখক মুগীরা" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৭৪)।

(৩৩) রাযীন ইব্ন আনাসের নামে দীন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দানপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله اما بعد فان لهم بئرهم ان كان صادقا ولهم دارهم ان كان صادقا.

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের পক্ষ হইতে। অতঃপর সমাচার এই যে, তাহাদের কূপ তাহাদেরই থাকিবে যদি সে সত্যনিষ্ঠ হয় এবং তাহাদের বাড়ী তাহাদেরই থাকিবে যদি সে সত্যনিষ্ঠ হয় (ইসলামের ব্যাপারে)" (মাকাতীবুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ৪৬৪)।

প্রতিনিধি দল আগমনের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-প্রসার

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সদলবলে তাবূক অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পরক্ষণেই নাযিল হইল আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا.

"যখন আসিবে আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিও; তিনি তো তওবা কবূলকারী" (১১০ ঃ ১-৩)।

কুরায়শদের কা'বাঘরে সেবায়েত ও তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার কারণে গোটা আরবজাতি তাহাদেরকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে নেতারূপে মান্য করিত। তাই ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কুরায়শগণ কী করে পরম ঔৎসুক্যভরে তাহারা তাহা পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। মদীনা হইতে দূরবর্তী অঞ্চলে একটি রাজপথের ধারে বসবাসকারী সাহাবী 'আমর ইব্ন সালামা (রা)-এর ভাষায় ঃ

كانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبى صادق فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم.

"আরবগণ কুরায়শদের ইসলাম গ্রহণের প্রতীক্ষায় ছিল। তাহারা বলাবলি করিত, মুহাম্মাদ ﷺ-কে তাঁহার স্বজাতির হাতে ছাড়িয়া দাও। যদি তিনি তাঁহার স্বজাতির উপর জয়যুক্ত হইয়া যান তবে বুঝিতে হইবে, নিঃসন্দেহে তিনি সত্য নবী। যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটিল তখন প্রত্যেক গোত্র ইসলামের নিকট হুমড়ি খাইয়া পড়িল" (বুখারী, ২খ., পৃ. ৬১৫-৬)।

এই ব্যাপারে ইব্ন হিশামের বক্তব্য আরও স্পষ্ট ঃ

انما كانت العرب تربص بالاسلام امر هذا الحى من القريش وامر رسول الله ﷺ وذلك ان قريشا كانو امام الناس وهاديهم واهل البيت والحرم وصريح ولد اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام وقادة العرب لا ينكرون ذلك وكانت قريش هى التى نصبت لحرب رسول الله ﷺ وخلافه فلما فتحت مكة ودانت له قريش الاسلام عرفت العرب انه لا طاقة لهم بحرب رسول الله ﷺ ولا عداوة فدخلوا فى دين الله كما قال الله عز وجل.

"আরবগণ ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কেবল কুরায়শ ও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মধ্যে কি ঘটে উহার অপেক্ষা করিতেছিল। কেননা কুরায়শগণ ছিল গোটা দেশবাসীর নেতা ও ধর্মীয় পথপ্রদর্শক,

কা'বা ঘর ও হারাম শরীফের মুতাওয়াল্লী এবং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-এর সাক্ষাত বংশধর। তাঁহারা ছিল আরবদের অবিসংবাদিত নেতা। আর এই কুরায়শরাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল। তাই যখন মক্কা বিজিত হইল এবং কুরায়শগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইল এবং ইসলাম তাহাদেরকে আপন পক্ষপুটে লইয়া লইল তখন আরবগণ অনুভব করিতে পারিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বা তাঁহার সহিত বৈরিতা চালাইয়া যাওয়ার মত শক্তি তাহাদের নাই তখন তাহারা আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিল যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন (সীরাহ ইব্‌ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৫২; নবম হিজরীর ঘটনাবলী ও প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের আলোচনা, বৈরূত ১৯৭৫ খৃ.)।

মিসরীয় সীরাতবিদ ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কাল তাবূক যুদ্ধে রোমকদের পশ্চাদপসরণের কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদের এই ভীত-সন্ত্রস্ত পশ্চাদপসরণ যে কীভাবে রোমক প্রভাবিত গোত্রসমূহকে আন্দোলিত করিয়াছিল এবং তাহাদেরকে ইসলামে আশ্রয় লইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহার বিবরণ দিয়াছেন এইভাবে ঃ

لقد ترك هذا لانسحاب فى نفوس قبائل العرب المحتفظة بكيانها وبدينها اثرا عمقا وترك فى نفوس قبائل الجنوب باليمن وحضرموت وعمان اثرا اشد عمقا.

"রোমকদের এই পশ্চাদপসরণ রক্ষণশীল আরব গোত্রসমূহকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। তাহারা তাহাদের অস্তিত্ব ও ধর্ম সম্পর্কে গভীর দুশ্চিন্তায় নিপতিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলের ইয়ামান, হাদ্রামাওত ও ওমানবাসীদের উপর সেই প্রভাব ছিল আরও গভীরতর"।

রোমকরা কি সেই পরাশক্তি নহে যাহারা পারসিকদিগকে পরাস্ত করিয়া নিজেদের ক্রুশ ফিরাইয়া আনিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসে উহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া মহোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল? আর ইরানীরাও তো সুদীর্ঘ কাল অবধি ইয়ামান ও আশেপাশের তাহাদের অধিকৃত উপনিবেশসমূহে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে। এখন আরবগণ যখন ইয়ামান তথা গোটা আরব উপদ্বীপে তাহাদের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছে সেখানে ঐ সমস্ত রাজ্যের মুহাম্মাদ ﷺ-এর তথা ইসলামের পতাকাতলে ঐ বৃহত্তর ঐক্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে বাধা কোথায়? এইভাবে তো তাহারা রোমক ও পারসিকদের গোলামী হইতে চিরতরে মুক্তিলাভ করিতে পারে! আর মুহাম্মাদ ﷺ যেখানে গোত্রপতি ও সামন্তরাজগণকে ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার আনুগত্যের শপথ করিলে তাহার রাজত্বে বহাল রাখিয়া থাকেন বলিয়া তাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছে সেখানে এরূপ করিলে তাহাদের ক্ষতিই বা কী? এইভাবে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখ হইতে রোমক বাহিনীর পশ্চাদপসরণ মুসলমানদের জন্য মক্কা বিজয়, হুনায়নের বিজয় এবং তাইফ অবরোধের তুলনায় অধিকতর ফলপ্রসূ প্রতিপন্ন হইল এবং দশম হিজরী প্রতিধিনি দলসমূহের আগমনের বৎসরে পর্যবসিত হইল (হায়াতু মুহাম্মাদ ﷺ, আরবী, পৃ. ৪৬৮, পঞ্চদশ সংস্করণ, কায়রো ১৯৬৮)।

আল্লামা শিবলী নু'মানী বলেন, ইসলাম প্রচারকগণের দা'ওয়াতে সাড়া দিয়া যাহারা নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণার প্রয়াস পান সীরাতবিদগণ তাহাদের কথা উফূদ (প্রতিনিধি দলসমূহ) শিরোনামে আলোচনা করিয়াছেন। এই জাতীয় প্রতিনিধি দলের সংখ্যা অনেক। ইব্‌ন ইসহাক কেবল ১৫টি প্রতিনিধি দলের বর্ণনা

দিয়াছেন। দিম্য়াতী, মুগলতাঈ এবং যায়নুদ্দীন ইরাকীও এই সংখ্যাই বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু সীরাতে শামী-এর লেখক এই সংখ্যা ১০৪ পর্যন্ত পৌছাইয়া তাহাদের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। যদিও কোন কোন দুর্বল সনদও তিনি ব্যবহার করিয়াছেন এবং অধিকাংশ প্রতিনিধি দলের কথা অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও এই কথাটি সর্বজন স্বীকৃত যে, প্রতিনিধি দলের আসল সংখ্যা ইব্ন ইসহাকের বর্ণিত সংখ্যার অনেক বেশী। হাকেম, ইবনুল কায়্যিম ও কাস্তাল্লানী অত্যন্ত সতর্কতার সহিত গবেষণা করিয়া ৩৪টি প্রতিনিধি দলের বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন (সীরাতুন নবী, উর্দূ, ২খ., পৃ. ৩৫, চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৬৯ হি.)।

আল্লামা শিবলী নু'মানীর উক্ত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, আরব গোত্রসমূহের দলে দলে ইসলাম গ্রহণের পিছনে পূর্বোল্লিখিত মনস্তাত্ত্বিক কারণ থাকিলেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন এলাকায় রীতিমত মুবাল্লিগ্ দল প্রেরণ করিয়া উহার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহার স্বপক্ষে তিনি আল্লামা তাবারীর একটি উদ্ধৃতিও দিয়াছেন এইভাবে ঃ

قد كان رسول الله ﷺ بعث فيما حول مكة السرايا تدعوا الى الله عز وجل ولم يأمرهم للقتال.

"রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দলকে প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাদেরকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আদেশ দেন নাই"।

যদিও উহাতে স্পষ্টভাবে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণের কথা নাই, কিন্তু এই বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে ঃ

بعث بعثا وهم ذو عدد.

"তিনি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন এবং তাহারা সংখ্যায় প্রচুর ছিলেন" (প্রাগুক্ত, পৃ. ২২)।

তাবারীর উক্ত বর্ণনায় কেবল মক্কার আশেপাশের এলাকার উল্লেখ থাকিলেও আল্লামা শিবলী তদীয় সীরাতুন্নবী গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের, পৃ. ১১-৩৪ পর্যন্ত বিস্তৃত তাবলীগ ও ইশা'আতে ইসলাম অধ্যায়ে ইয়ামানের বিভিন্ন এলাকায় গিফার, আসলাম, আশাজ্জ, জুহায়না, মুযায়না প্রভৃতি গোত্রে এমনকি সুদূর বাহ্রায়নে পর্যন্ত ইসলামের প্রসার এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রেরিত মুবাল্লিগ সাহাবীগণের কর্মতৎপরতা ও সাফল্যের বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে মক্কা বিজয়ের পরই চতুর্দিক হইতে প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হইয়া যায়। অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া যাহারাই এই সময় নবী ﷺ দরবারে পৌছিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাহারাই সরেজমীনে ইসলামের রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ এলাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

আরবের সর্বাধিক শক্তিশালী এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী গোত্রসমূহ ছিল বনূ তামীম, বনূ সা'দ, বনূ হানীফা, বনু আসাদ ও বানূ কিন্দা। আর এইরূপ প্রভাবশালী শাসকদের মধ্যে ছিলেন হিময়ারের রাজন্যবর্গ, হামাদান, আদ এবং তাঈ গোত্রের গোত্রপতি সামন্ত রাজাগণ। ইহাদের সকলেই নবী ﷺ দরবারে আগমন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যকার কতিপয়ের আগমন ছিল কূটনৈতিক পর্যায়ের। বিজেতার সহিত সাক্ষাত করিয়া একটি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু অধিকাংশই আসিয়াছিলেন ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগতি লাভ এবং

ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে। এই প্রতিনিধি দলগুলির অধিকাংশই ৮ম হিজরী হইতে দশম হিজরী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আগমন করিয়াছিল। তবে ইতোপূর্বেও কিছু কিছু প্রতিনিধি দল আগমন করিয়াছিল। আল্লামা শিবলী নু'মানীসহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ সীরাত বিশারদগণের অনুসরণে প্রথমে আমরা ইনশাআল্লাহ্ সর্বাগ্রে আগমনকারী এসব প্রতিনিধি দলের কথাই বর্ণনা করিব।

প্রতিনিধি দলসমূহের সহিত সাক্ষাতকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শানদার পোশাক

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুউন্নত রুচিবোধ ছিল সর্বজনবিদিত। সাধারণভাবেই তাঁহার পরিচ্ছন্নতা এমনই সর্বজনপ্রশংসিত যে, তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও নাক সিটকানোর প্রশ্নই উঠিত না। সাধারণত যদিও তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন, তবুও বহিরাগত প্রতিনিধি দলসমূহের সহিত সাক্ষাতকালে তিনি শানদার বিশেষ পোশাক পরিধান করিতেন বলিয়া হাদীছ হইতে জানা যায়। সাহাবী জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন ঃ

كان رسول الله ﷺ اذا قدم عليه الوفد لبس احسن ثيابه وامر اصحابه بذلك فرأيته وقدم عليه وفد كندة وعليه حلة يمانية وعلى ابى بكر وعمر مثله.

"কোন প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাতকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও উত্তম পোশাক পরিধান করিতেন এবং তাঁহার সাহাবীগণকেও উত্তম পোশাক পরিবার আদেশ দিতেন। আমি তাঁহাকে কিন্দা প্রতিনিধি দলের সহিত সাক্ষাতকালে ইয়ামানী হুল্লা (বস্ত্রসেট) পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি। খলীফা হযরত আবূ বকর এবং উমার (রা)-ও অনুরূপ পোশাক পরিতেন"।

আবূ নু'আয়ম তদীয় আল-মা'রিফা গ্রন্থে এবং আবুল হাসান ইব্ন দাহ্হাক উরওয়া ইব্নুয যুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন ঃ

ثوب رسول الله ﷺ الذى كان يخرج فيه للوفود خضرمى طوله اربعة اذرع وعرضه ذراعان وشبر فهو عند الخلفاء قد خلق فطوده بثوب يلبسونه يوم الاضحى والفطر رواه ابن سعد.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বস্ত্র পরিধান করিয়া প্রতিনিধি দলসমূহের সম্মুখে বাহির হইতেন উহার দৈর্ঘ ছিল চার হাত এবং প্রস্থ ছিল আড়াই হাত। খলীফাদের কাছে উহা পুরাতন হইয়া যায় তখন তাঁহারা উহা ভাঁজ করিয়া ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের বিশেষ বিশেষ উপলক্ষেই কেবল পরিধান করিতেন। ইব্ন সা'দ ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন" (ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ সালেহী শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ৭খ., পৃ. ২৫৯, বৈরূত ১৯৯৩/১৪১৪ হি.)।

১. মুযায়না প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

মুযায়না একটি বিশাল গোত্র। উর্ধ্বদিকে মুদার পর্যন্ত পৌঁছিয়াই ইহার বংশলতিকা কুরায়শের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। মক্কা বিজয়কালে বিখ্যাত সাহাবী ইব্ন মুকাররিন (রা) এই গোত্রের পতাকাধারীরূপে ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি ঐ গোত্রেরই লোক ছিলেন। তাঁহার হাতেই ইসফাহান বিজিত হইয়াছিল। হিজরী পঞ্চম সালের রজব মাসে এই গোত্রের চারি শতজনের এক বিশাল প্রতিনিধি দল মদীনায় নবী ﷺ দরবারে উপনীত হইয়া ইসলাম গ্রহণ

করেন (আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা, নু'মান ইব্ন মুকাররিন-এর আলোচনায়, ইব্ন সা'দ, প্রতিনিধি দলের আলোচনা সম্বলিত ১খ., পৃ. ২৯১-২; সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৩৬)।

আহমাদ তাবারানী ও বায়হাকীর বরাতে আল্লামা ইদ্রীস কান্ধলভী বর্ণনা করেন, এই প্রতিনিধি দলটি প্রস্থানের সময় নবী কারীম ﷺ-এর নিকট পাথেয়স্বরূপ আহার্য দানের আবেদন জানাইলে তিনি হযরত উমার (রা)-কে তাহাদেরকে পাথেয় দানের ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দান করেন। হযরত উমার (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার নিকট অল্প কিছু খেজুর রহিয়াছে, উহা তাহাদের এই বিশাল দলের জন্য পর্যাপ্ত হইবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, তাহাদেরকে পাথেয় দিয়া দাও।

সেমতে হযরত উমরে (রা) তাহাদেরকে নিজ বাড়ীতে লইয়া যান। প্রতিনিধি দলের প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে পাথেয় তুলিয়া লইলেন। দেখা গেল সেই অল্প খেজুরেই তাহাদের প্রয়োজন মিটিয়া গেল। ইহাতে একটি খেজুরও কমিল না (সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ১১৯, দারুল কিতাব, দেওবন্দ, তা. বি.)।

কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মুযানী তদীয় পিতার বরাতে এবং তিনি তদীয় পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম যে প্রতিনিধি দলটি মদীনায় নবী ﷺ দরবারে আগমন করে তাহা ছিল পঞ্চম হিজরীর রজব মাসে আগমনকারী এই মুযায়না প্রতিনিধি দল। হাফিয ইরাকী তাঁহার الفية السير-এ কথাটি বলিয়াছেন এইভাবে ঃ

اول وفد وفدوا المدينة
سنة خمس وفدوا المزينة.

"সর্বপ্রথম যে প্রতিনিধিদলটি মদীনায় আগমন করে তাহা ছিল পঞ্চম হিজরীতে মুযায়না গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধি দলটি" (যুরকানী, ৪খ., পৃ. ৩৭০)।

কাছীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল-মুযানীর উক্ত বর্ণনায় আরও আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের স্বদেশ ভূমিতে অবস্থান করাকেই তাহাদের জন্য হিজরততুল্য সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন ঃ

انتم مهاجرون حيث كنتم فارجعوا الى اموالكم.

"তোমরা যেখানেই থাক মুহাজির সাব্যস্ত হইবে" (মুহাজিরের ফযীলত তোমরা লাভ করিবে)। সুতরাং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।" তাই তাহারা তাহাদের আবাসভূমিতে ফিরিয়া যান।

অতঃপর ওয়াকিদী হিশাম ইব্ন কাল্বী হইতে তাঁহারই সনদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুযায়না হইতে সর্বাগ্রে আগমনকারী ব্যক্তি ছিলেন খুযা'ঈ ইব্ন আবদ নুহুম এবং তাঁহার সহিত তাঁহার স্বগোত্রীয় আরও দশজন ছিলেন। তিনি তাঁহার কওমের স্বপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়আত হন, কিন্তু কওমের কাছে ফিরিয়া গিয়া যখন লক্ষ্য করিলেন, তাহাদের চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত তখন তিনি অত্যন্ত হতাশ হন। তাঁহার স্বগোত্রীয়রা তাহার আহ্বানে তেমন সাড়া দিল না। এই সংবাদ অবগত হইয়া নবী কারীম ﷺ কবি হাস্সান ইব্ন ছাবিতকে নির্দেশ দিলেন, খুযা'ঈকে স্পর্শ না করে এমনভাবে তাহার গোত্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কবিতা রচনা কর! হাস্সান (রা) সেই মতে কয়েকটি পংক্তি রচনা করিয়া খুযা'ঈর কাছে তাহা পৌছাইয়া দেন। খুযা'ঈ এই দিকে তাঁহার গোত্রীয় লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাহারা কাবু হইয়া যায় এবং

সমবেতভাবে ইসলাম গ্রহণ করে। খুযা'ঈ তাহাদেরকে লইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হন। মক্কা বিজয়ের দিন পর্যন্ত তাহাদের সংখ্যা প্রায় হাজারে উপনীত হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকেই মুযায়না কবীলার পতাকাবাহী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইনি হইতেছেন আবদুল্লাহ যুল বিজাদায়ন-এর ভাই (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৯১-২; ইব্ন কাছীর আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৭৭-৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৪১)।

খুযা'ঈর সহিত আগমনকারী বিশিষ্ট দশজনের মধ্যে ছিলেন বিলাল ইবনুল হারিছ, নু'মান ইব্ন মুকাররিন, আবূ আসমা, উসামা, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন বুরদা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন দুর্‌রা, বিশর ইবনুল মুহতাফির প্রমুখ।

আল-ইসাবা এবং আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ার উভয় উদ্ধৃতিকেই বিশুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইলে একটি কথা বাহির হইয়া আসে যে, সাহাবী নু'মান ইব্ন মুকাররিনকেই ইব্ন কাছীরের শেষোক্ত বর্ণনায় কেবল খুযা'ঈ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মওলানা শাহ আবদুল হক (র) বলেন, নু'মান ইব্ন মুকাররিন (রা) যেহেতু মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার এই প্রতিনিধি দলের সহিত ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে ছিল না (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪২৩; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৯১)।

২. বনূ তামীম প্রতিনিধি দলের নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে আগমন

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আরব গোত্রীয় প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের ধারা শুরু হইলে বনূ তামীমের একটি বিশাল দলও তাহাদের শীর্ষস্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্বে তাঁহার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন উতারিদ ইব্ন হাজিব, আকরা' ইব্ন হাবিস, যিবিরকান ইব্ন বদর, আমর ইব্নুল আহতাম, আল-হাতহাত ইব্ন য়াযীদ, নু'আয়ম ইব্ন ইয়াযীদ, কায়স ইবনুল হারিছ, কায়স ইব্ন আসিম, উয়ায়না ইব্ন হিস্ন, ইব্ন হুযায়ফা প্রমুখ। আকরা' ইব্ন হাবিস এবং উয়ায়না (রা) মক্কা বিজয় এবং হুনায়ন ও তাইফের অভিযানসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। তামীমীগণ মসজিদে প্রবেশ করিয়া "হে মুহাম্মাদ! হুজরা হইতে আমাদের দিকে বাহির হইয়া আসুন" বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকাডাকি করিতে থাকে। তাহাদের এইরূপ চীৎকারে তিনি বিরক্ত হন। তিনি বাহির হইয়া আসিলে তাহারা বলিল, হে মুহাম্মাদ! আমরা আপনার সহিত বংশগৌরবের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে চাই। আমাদের কবি ও বাগ্মীকে আপনি অনুমতি দান করুন!

তিনি অনুমতি দান করিলে তাহাদের বাগ্মী কবি উতারিদ দাঁড়াইয়া বলিতে শুরু করিল ঃ

الحمد لله الذى له علينا الفضل والمن وهو أهله الذى جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف وجعلنا أعزة أهل المشرق وأ كثره عددا وأيسره عدة فمن مثلنا فى الناس ألسنا برؤس الناس وأولى فضلهم فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددنا وإنا لو نشاء لا كثرنا الكلام ولكن نخشى من الاكثار فيما أعطانا وإنا نعرف (بذلك) أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا، وأمر أفضل من أمرنا.

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে তাঁহার অশেষ করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করিয়াছেন। আর তিনি ইহার যথার্থ অধিকারীও। তিনি আমাদেরকে রাজা বানাইয়াছেন এবং

বিশাল সম্পদ-সম্ভার দান করিয়াছেন যদ্দ্বারা আমরা বদান্যতা প্রদর্শন করিয়া থাকি। তিনি আমাদেরকে প্রাচ্যে প্রতাপ-প্রতিপত্তিশালী, ধনে-জনে বলীয়ান এবং সহজলভ্য জীবনোপকরণের অধিকারী করিয়াছেন। সুতরাং মানবজাতির মধ্যে কে আমাদের সমকক্ষতার দাবি করিতে পারে! আমরাই কি লোক সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং সেরা নহি? সুতরাং কেহ আমাদের সহিত গৌরব প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে আগ্রহী হইলে আমাদের সমতুল্য গৌরবগাথা সে পেশ করুক! ইচ্ছা করিলে আমরা আরও অনেক কথা বলিতে পারি, কিন্তু আল্লাহ্ প্রদত্ত অঢেল নিয়ামতের কথা বলিয়া বেড়াইতে আমরা সংকোচ বোধ করি। এরূপ বিনয়ের জন্য আমরা সুবিদিত। আমরা ...হার কৃপার কথা স্বীকার করি। এইভাবে আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দানের উদ্দেশ্য হইতেছে, ...রাও এমনটি করিবেন এবং আমাদের তুলনায় অধিক মর্যাদার কোন ব্যাপার উল্লেখ ...” (বিদায়া, ৫খ., পৃ. ৪২)।

...পর্যন্ত বলিয়া উতারিদ বসিয়া পড়িলে রাসূলুল্লাহ ﷺ খাযরাজের শাখাগোত্র বানুল ...ছাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন শাম্মাস (রা)-কে উহার সমুচিত জবাব দানের জন্য দাঁড়াইতে ...ইমতে ছাবিত ইব্‌ন কায়স (রা) দাঁড়াইয়া বলিতে শুরু করিলেন ঃ

...ش والارض خلقه فقضى فيهن أمره ووسع كرسيه علمه ولم يك
...رس فضله ثم كان من قدرته أن جعلنا ملوكا واصطفى من خيرته
...خ وأصدقه حديثا وأفضله حسبا فانزل عليه كتابا وأئتمنه على
من العالمين ثم دعا الناس إلى الايمان به فآمن برسول الله ﷺ
وذوى رحمه أكرم الناس احسابا وأحسن الناس وجوها وخير...
الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله ﷺ نحـ...
رسوله فقاتل الناس حتى يؤمنوا فمن آمن بالله ور...
جاهدنا فى الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا أقول
وللمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم.

...ল যাঁহার সৃষ্টি। এইগুলির উপর তিনি তাঁহার বিধান ...থা সৃষ্টি চরাচরের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁহার অনুগ্রহ ...র তাঁহার নিজ শক্তিবলে তিনি আমাদেরকে ...ক আপন রাসূলরূপে মনোনীত করিয়াছেন। ...ন এবং সর্বাধিক সত্যবাদী বানাইয়াছেন, ...হার সৃষ্টি চরাচরের উপর দায়িত্বশীল ...ম সত্তা। তারপর তিনি তাঁহার প্রতি ...আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি সর্বপ্রথম ...ঈমান আনয়ন করিয়াছেন, ... মার্জিত এবং কাজেকর্মে সবার ...হ্বান করিলেন তখন আমরাই সর্বপ্রথম

"সুতরাং আমরা আল্লাহ্‌র (দীনের) আনসার (সাহায্যকারী) এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহযোগীবৃন্দ ঈমান না আনা পর্যন্ত আমরা লোকজনের সহিত যুদ্ধ করিয়া যাইব। আর যে ব্যক্তি ঈমান আনিবে আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি, সে তাহার জানমালকে নিরাপদ করিয়া লইল। আর যে ব্যক্তি অগ্রাহ্য করিবে আমরা তাহার বিরুদ্ধে অনন্তকাল ধরিয়া জিহাদ করিব। তাহাকে হত্যা করা আমাদের জন্য নিতান্তই সহজ। ইহাই হইতেছে আমার বক্তব্য। আমি আমার নিজের জন্য, তোমাদের জন্য এবং সমস্ত মুমিন নর-নারীর জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক" (বিদায়া, ২/৫খ., পৃ. ৪২)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি লইয়া বনূ তামীমের কাব যিবিরকান ইব্‌ন বদ কবিতায় তাহাদের আভিজাত্যগাঁথা বর্ণনা করেন এইভাবে ঃ

نحن الكرام فلا حي يعادلنا   منا الملوك وفينا تنصب البيع
كم قسرنا من الأحياء كلهم   عند النهاب وفضل العز يتبع
نحن يطعم عند القحط مطعمنا   من الشواء إذا لم يؤنس الفزع
ا ترى الناس تأتينا سراتهم   من كل أرض هويا ثم نصطنع
حر الكوم عبطا فى أرومتنا   للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا
ترانا إلى حى نفاخرهم   إلا استفادوا وكانوا الرأس تقتطع
بفاخرنا فى ذلك نعرفه   فيرجع القوم والاخبار تستمع
ينا ولم يأبى لنا أحر   إنا كذلك عند الفخر ترتفع

"আমরাই মর্যাদাবান/ কোন গোত্র বংশ না/সমান মোদের, কোন গোত্র/ আমাদে
রাজা-বাদশাহ্ আমাদেরই /উপাসনায় সেও নির্মিত মোদের যুদ্ধবিগ্রহে মোরা/ব
নিপাত মর্যাদা মাহাত্ম শ্রেয় সর্বদাই পায় প্রণিপাত। মহাসমারোহে মোরা/ভূনা
খাওয়াই। অথচ দুর্ভিক্ষকাল/ আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই। দিক-দিগন্ত হতে/
লোকের আমাদের পানে। পায় তারা সৌজন্য মোদের বঞ্চিত হয় না কেউ
বিস্তর। আমাদের মরু নিবাসে/ জবাই হতে থাকে সুস্থ সবল নিরোগ উট
যখন তারা আসে পরিতৃপ্ত হয়। যে বংশের সাথে বাঁধে কৌলিন্যের লড়াই
শির ঝরিতেছে সতত তাদের। এ ক্ষেত্রে যারাই আসে লড়িবারে আমাদের
(ফিরে ওরা ব্যর্থকাম হয়ে)। ওদের করুণ গাঁথা/ প্রচারিত হয় কানে
২/৫খ., পৃ. ৪২-৪৩)।

উন্নাসিকতা দেখাই মোরাই/কেউ তা দেখায় না মোদের। কৃ
রই উচ্চাসনে।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বনূ তামীমের কবি যখন তাহার গৌর
তখন হাস্‌সান সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ খব
যিবিরকান তাহার গৌরবগাঁথা আবৃত্তি করিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ
জবাব দানের আদেশ দিলে হাস্‌সান (রা) তাহার কবিতা আবৃত্তি

إن الذوائب من فهر وأخوهم   قد بينوا سنة للناس تتبع
يرضى بها كل من كانت سريته   تقوى الإله ولك الخير يصطنع
قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم   أو حاولوا النفع فى أشياعهم فنفعوا
سجية تلك منهم غير محدثة   إن الخلائق فاعلم شرها البدع
إن كان فى الناس سباقون بعدهم   فكل سبق لأدنى سبقهم تبع
لا يرفع الناس ما أوهت أكفهم   عند الدفاع ولا يوهون ما رفعوا
إن سابقوا الناس يوما ظاز سبقهم   أو وازنوا أهل مجد بالندى منعوا
أعفة ذكرت فى الوحى عفيهم   لا يطمعون ولا يردبهم طمع
لا يبخلون على جار بفضلهم   ولا يمسهم من مطمع طبع
إذا نصبنا لحى لم ندب لهم   كا يدب الى الوحشية الذرع
نسموا إذا الحرب نالتنا مخالبها   إذا الزعانف من أظفارها خشعوا
لا يفخرون إذا نالوا عدوهم   وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع
كأنهم فى الوغى والموت مكتنع   أسد بحلية فى أرساغها فدع
خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا   ولا يكن همك الأمر الذى منعوا
فإن فى حربهم فاترك عداوتهم   شرا يخاض عليه السلع
أكرم بقوم رسول الله شيعتهم   إذا تفاوتت الأهواء والشيع
أهدى لهم مدحتى قلب يؤازره   فيما أحب لسان حائك صنع
فإنهم أفضل الاحياء كلهم   إن جد فى الناس جد القول أو شمعوا

"খির নেতৃ/আর ভ্রাতৃস্থানীয়রা দেখিয়েছে আদর্শ এক/অনুসরণীয় চিত্ত যার বিত্তময়/[illegible]ত্তিত তার কাছে অনিন্দ্য ইহা/চির বরণীয়। এমন গোষ্ঠি ওরা যুদ্ধে নামে আরি

স্বজনেদে অতী[illegible] যতনে
এ [illegible]জনো অ[illegible]তি পুরাতন
নব[illegible]তি/ অনু[illegible]।
ওদে[illegible]উ [illegible] অগ্রগামী
নিশ্চি[illegible] পূর্বসূরীদের
(ছায়া[illegible]য়ার সমু[illegible] রয়ে যাবে চিরদিন/অগ্র-পশ্চাতে ব্যবধান।)
রণে প্র[illegible] ওদের কিছু
লোকের[illegible]র সাধিতে
আবার/ও[illegible]দয়
সাধ[illegible]
[illegible] উহাদের সাথে
জয়ের মা[illegible]ই গলাতে।
পূত চা[illegible]ওরা[illegible]তে

লোভী নয় ওরা কভু/নারে লোভ ওদের নাশিতে।
প্রতিবেশী তরে দানে/কভু নয় বখিল কৃপণ
লালসার ছোঁয়া স্পর্শ/ করে না ওদের পূত মন।
যখন যুদ্ধের তরে ধ্বজা মোরা করি উত্তোলন
ছলনার ধারিনা ধার বুনো গাইর বাছুর-যতন
(যেমন শিকারী পাতে পশু দিয়ে ছলনার জাল প্রলুব্ধ শিকার এলে ধরে/ খাদ্য লিপ্সা হয় তার কাল।)
যুদ্ধের প্রখর থাবা যবে/ আমাদের পানে অগ্রসর
উঠিয়া দাঁড়াই মোরা/ভয়ে কভু হই না কাতর।
ভীতি বিহ্বল যবে কাপুরুষ/ হেরিয়া যুদ্ধের নখর।
শত্রুরে হারিয়ে রণে/ করে নাকো ওরা আস্ফালন
হামলার মুখেও ওরা করে না মাতম/ দিশাহারা হয় না [illegible]খনো।
কঠিন আহ্বান কালে যবে/শুরু হয় মৃত্যু নাচন
ওরা তখন হালেয়া বনের সিংহ/বক্র থাবা [illegible]ক্ত পেশী।
(নেই কোন ভয়ের কারণ)।
ক্রুদ্ধকালে যা-ই তারা দেয়/কষ্ট চিতে তাই [illegible] নাও,
যা না দেয়/ভুলেও যেন/ সেদিক পানে ফিরে [illegible]ও।
তাদের সাথে লড়তে যাওয়া গরল পান সর্বনাশা
ওদের সাথে বৈরিতার তাই ছেড়ে দাও সকল আশা
সেই জাতিটা কতই মহান রাসূল যাদের দলপতি
যখন থাকে অন্যরা সব শত মুখ শত মতি।
তাদের তরে স্তুতি গাঁথা এমনি এক হৃদয় হতে
রসনা যার সিক্ত রসে কুশলী এক শিল্পী হতে।
গোত্রকুলের ওরাই সেরা তত্ত্বজ্ঞানী সবাই বলে
সেরা সে তো সেরাই রবে বলুক না কেউ ঠাট্টা ছলে"।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, হাস্‌সানের কবিতা পাঠ শেষ হওয়ামাত্র আ[illegible] বিস দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমার পিতার শপথ! ইনি তো আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি[illegible]ল ব[illegible] বাগ্মীর চেয়ে তাঁহার বাগ্মী উত্তম। আমাদের কবির চেয়ে অধিকতর প্রতিভার [illegible]দের কণ্ঠস্বর আমাদের কণ্ঠস্বরের তুলনায় বলিষ্ঠতর। অতঃপর গো[illegible] সক[illegible] করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে উত্তম পারিতোষিকে পুরস্কৃত [illegible]

ওয়াকিদীর বর্ণনানুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সময় প্রতি[illegible] বার উকিয়ার (প্রায় পাঁচ শত দিরহাম) হা[illegible] উপঢৌকনরূপে দান করিয়াছিলে[illegible] কনিষ্ঠতম সদস্য হিসাবে আহ্‌[illegible]কে তাহার ব[illegible]স্বল্পতার কারণে পাঁচ উ[illegible] আম[illegible] [illegible]লের বয়োকনিষ্ঠ আমর ইব্‌ন আ[illegible]মকে কায়স ইব্‌ন আসিম সুনজ্‌[illegible] সময় [illegible]নিধি দলের সামানপত্রের তত্ত্বাবধানে থাকায় মজলিসে [illegible]এর প্রহরায় রহিয়া গিয়াছে। [illegible] সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া বলেন, [illegible] রাসূলাল্লাহ! আমাদের

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে প্রতিনিধি দলের অন্যান্যদের মত পুরস্কৃত করেন (দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৫খ., পৃ. ৪০-৪৫; বৈরূত মুদ্রণ, ১৯৯৬ খৃ.)।

নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে যে শুধু শুষ্ক নিরস ধর্মালোচনা ও পরকালের চর্চাই হইত না রীতিমত কাব্য-সাহিত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বাগ্মিতার প্রতিযোগিতাও হইত এবং এই সমস্ত মাধ্যম ব্যবহার করিয়াও ইসলামের সত্যতা প্রমাণের প্রচেষ্টা চলিত। শত শত হাজার হাজার শ্রোতা উহা উপভোগও করিত, বনূ তামীম প্রতিনিধি দলের আগমনকালীন উক্ত বর্ণনা হইতে উহার একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমরা লাভ করিলাম। শুধু মুসলিম-অমুসলিম কবি-সাহিত্যিক ও বাগ্মী বীরদের প্রতিযোগিতাই নহে, এই ঘটনার পরবর্তী অংশে উক্ত প্রতিনিধি দলে আগত দুই ব্যক্তির আকর্ষণীয় বাকযুদ্ধও যে আল্লাহ্র রাসূল উপভোগ করিয়াছেন এবং উহার উপর একটা স্মরণীয় চটকদার মন্তব্যও করিয়াছেন উহার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদানেও আমাদের ঐতিহাসিকগণ ত্রুটি করেন নাই। সেই তামীম প্রতিনিধি দলের ঘটনার বর্ণনায়ই ঐ ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হয়।

আমর ইব্ন আহতাম যখন শুনিতে পান কায়স ইব্ন আসিম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাহার কথা বর্ণনা করিতে অনেকটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তিনিও তাহার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন ঃ

ظـللت مفقرش الهلباء تشيـمنى　　عند الرسول فلم تصدق ولم تصب
سـدناكـم سـودوا زهوا وسوددكم　　بادنـوا جـذه مقـع عـلى الـذنب

"অলস নিতম্ব বিছিয়ে/ কাটিয়ে দিলে সারা দিনক্ষণ
রাসূলের দরবারে/আমারে ছোট করে/দিয়েছ অসত্য ভাষণ
আমরা তো করিয়াছি দীর্ঘকাল তোমাদের শাসন
আর তোমাদের নেতৃত্ব লেজেগোবরে অকারণে দণ্ড ব্যাদন"।

হাফিয বায়হাকীর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যিবিরকান ইব্ন বদর, কায়স ইব্ন আসিম এবং 'আমর ইবনুল আহতাম প্রমুখ আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আমর ইবনুল আহতামকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, যিবিরকান সম্পর্কে তোমার মতামত আমাকে একটু বল, আর এই লোক (কায়স) সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নাই। রাবী বলেন, সম্ভবত তাহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বেই অগত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জবাবে 'আমর ইব্ন আহতাম বলিলেন ঃ সম্মুখে সকলেই তাহার অনুগত, প্রতিপালককে জব্দ করিতে পারঙ্গম; পিছনে কী হইতে পারে সেই ব্যাপারে খুবই হুঁশিয়ার-তীক্ষ্নদর্শী।

যিবিরকান বলিয়া উঠিলেন, সে যাহা বলিয়াছে তাহা তো বলিয়াছেই, কিন্তু সে সম্যক জানে, আমি তাহার প্রদত্ত উক্ত বিবরণ হইতেও উত্তম।

'আমর চটিয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন, আমি তোমার সম্পর্কে যাহা জানি তাহা হইল, তুমি বিশাল বপু, সংকীর্ণমনা, নির্বোধ পিতার সন্তান ও ইতর মামার ভাগিনা।

অতঃপর 'আমর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি প্রত্যেকবারই সত্য মন্তব্য করিয়াছি। অর্থাৎ আমার বর্ণিত সবগুলি ব্যাপারই তাহার মধ্যে বিদ্যমান। প্রথমে সে আমাকে সন্তুষ্ট রাখায় আমি আমার জ্ঞাত তাহার সদগুণাবলীর উল্লেখ করিয়াছি। অতঃপর সে আমাকে চটাইয়া দেওয়ায় তাহার চরিত্রের মন্দ দিকগুলি তুলিয়া ধরিয়াছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আল্লাহ্র রাসূল ﷺ বলিলেন ঃ

وان مـن الـبـيـان سـحـرا.

"কোন কোন বক্তৃতা যাদুকরী প্রভাবসম্পন্ন হইয়া থাকে।"

এই বর্ণনাটি মুরসাল পর্যায়ের। বায়হাকীর এই সংক্রান্ত মুত্তাসিল বর্ণনাটি আরও বিস্তৃত। তাহাতে আছে, তামীম গোত্রের কায়স ইব্‌ন আসিম, যিবিরকান ইব্‌ন বদর এবং 'আমর ইবনুল আহতাম নবী ﷺ দরবারে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন যিবিরকান আত্মগরিমা বর্ণনা করিয়া বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হইতেছি তামীম কুলের নেতা তাদের মধ্যে বরেণ্য ও অনুসরণীয়। আমি তাহাদের উপর হইতে যুলুম প্রতিরোধ করি এবং অন্যদের নিকট হইতে তাহাদের অধিকার আদায় করিয়া দেই। সেও (আমর ইব্‌ন আহতাম) উহা জ্ঞাত আছে।

'আমর ইব্‌ন আহ্‌তাম তখন বলিলেন, সে প্রতিপক্ষকে কাবু করিতে অত্যন্ত পারঙ্গম, অগ্র-পশ্চাত সংরক্ষণকারী এবং তাহার সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বরেণ্য।

তখন যিবিরকান বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহার চাইতে অনেক ভাল কথা সে আমার সম্পর্কে জ্ঞাত আছে, কেবল হিংসাবশে সেগুলি বলা হইতে বিরত রহিয়াছে।

তখন 'আমর ইব্‌ন আহতাম বলিলেন, আমি কি তোমাকে হিংসা করিব? আল্লাহর কসম! মাতৃকুলের দিক হইতে তুমি একটা আস্ত ইতর, নূতন বিত্তশালী, নির্বোধ পিতার সন্তান এবং সমাজের নিম্নস্তরের লোক। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রথমে যাহা বলিয়াছি তাহাই সত্য, আবার পরে যাহা বলিযাছি তাহাও মিথ্যা নহে। আমি এমন এক ব্যক্তি যখন হৃষ্টমনে থাকি তখন আমার জানামতে সর্বোত্তমটাই বলি। আর ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হই তখন আমার জানামতে সর্বনিকৃষ্টটাই বলি। আমি পূর্বাপর সবই সত্য বলিয়াছি— ক্রোধের বশে সত্যের অপলাপ করি নাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মন্তব্য করিলেন ঃ

ان مـن الـبـيـان سـحـرا.

"নিশ্চয় কোন কোন বক্তব্য যাদুকরী প্রভাবসম্পন্ন।"

লক্ষণীয়, দুইজন আগন্তুকের বাকযুদ্ধও রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্ণভাবে উপভোগ করিলেন এবং তাঁহার সাহাবীগণকেও উপভোগ করিতে দিলেন। সাথে সাথে একজন বাগ্মী বাকপটু ব্যক্তির প্রশংসার মাধ্যমে পৃথিবীর তাবৎ বাগ্মী, বাকপটু ব্যক্তি ও কথা সাহিত্যিকের প্রেরণার উৎসরূপে একটি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় ভূমিকাও তিনি রাখিয়া গেলেন।

তামীম প্রতিনিধি দলের আগমনের হেতু

ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুসারে তামীম প্রতিনিধি দলের আগমনের হেতু এই যে, উহারা খুযা'ঈদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পাঁয়তারা করিতেছে এবং অস্ত্র শানাইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ উয়ায়না ইব্‌ন বদর (রা)-কে এমন পঞ্চাশজন মুজাহিদের নেতৃত্বে সেদিকে প্রেরণ করিলেন যাহাদের মধ্যে একজনও মুহাজির বা আনসার ছিলেন না। ঐ বাহিনী তামীম গোত্রের এগারজন পুরুষ, এগার জন নারী এবং তিনজন শিশু-কিশোরকে বন্দী করিয়া আনে। ঐ বন্দীদের মুক্তির উদ্দেশ্যে উতারিদ, যিবিরকান, কায়স ইব্‌ন আসিম, কায়স ইবনুল হারিছ, নু'আয়ম ইব্‌ন সা'দ, আকরা 'ইব্‌ন হাবিস, রাবাহ ইবনুল হারিছ এবং 'আমর ইবনুল আহতাম প্রমুখ নব্বইজন, মতান্তরে ৮০ জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আগমন করেন। তাহারা মসজিদে আসিয়া প্রবেশ করেন। তখন বিলাল (রা) যুহরের নামাযের আযান দেন। লোকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। তখন ঐ আগন্তুকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুজরার নিকট দাঁড়াইয়া

তাঁহাকে ডাকিতে থাকিলে তাহাদের ব্যাপারে আল-কুরআনের আয়াত নাযিল হয়— যাহার বিবরণ ইতোপূর্বেই দেওয়া হইয়াছে।

ইব্‌ন জারীর সনদসহ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐভাবে ডাকাডাকি করিতেছিল তিনি হইলেন আক্‌রা'— ইব্‌ন হাবিস (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৪৪-৪৬)।

৩. বনূ সা'দ প্রতিনিধি দিমাম ইব্‌ন ছা'লাবার আগমন

বনূ সা'দ দিমাম ইব্‌ন ছা'লাবাকে তাহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ নবী দরবারে প্রেরণ করে। আল্লামা শিবলী নু'মানীর ভাষায়, তিনি যেভাবে নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে তাঁহার দূতিয়ালীর দায়িত্ব পালন করেন তাহা ছিল বেদুঈন আরবদের সরলতা ও স্বাধীনচেতা বেপরোয়া চরিত্রের এক মূর্তিমান প্রকাশ। সহীহ বুখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে উহার আলোচনা স্থান পাইয়াছে। তন্মধ্যে উক্ত গ্রন্থের কিতাবুল ইল্‌মের বর্ণনা এইরূপ ঃ হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, একদা আমরা নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মসজিদে নববীর সম্মুখে তাহার উট থামাইয়া উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ কে? সাহাবীগণ বলিলেন, "ঐ যে তাকিয়ায় হেলান দিয়া উপবিষ্ট গৌরবর্ণবিশিষ্ট পুরুষ।"

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) ইব্‌ন ইসহাক, মুহাম্মদ ইবনুল ওয়ালীদ ইব্‌ন নু'আয়ফি কুরায়ব ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে উহার যে বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে ঐ ব্যক্তির বর্ণনা ও প্রশ্নের ভাষা এইরূপ ঃ

وكان ضمام رجلا جلدا اشعر ذاغديرتين فاقبل حتى وقف على رسول الله ﷺ جالس فى اصحابه فقال ايكم ابن عبد المطلب ؟

"আর দিমাম ছিলেন এক বিশালবপু সুদীর্ঘ কেশধারী, মাথার দুই পাশে দুইটি গুচ্ছবিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি অগ্রসর হইয়া সাহাবীগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় উপবিষ্ট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান কে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৫খ., পৃ. ৬০)?

অবশিষ্ট বর্ণনা প্রায় একই। তাই আমরা আল্লামা শিবলী উদ্ধৃত সেই বর্ণনায়ই ফিরিয়া যাইতেছি "তখন ঐ আগন্তুক ব্যক্তি বলিল, হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, আমি ইতোমধ্যে তোমার আহ্বানে সাড়া দিয়াছি। সেই ব্যক্তি বলিল, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করিব এবং আমার প্রশ্ন হইবে অতি কঠোর, কাঠখোট্টা। কিছু মনে করিবেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেনঃ তুমি নির্দ্বিধায় প্রশ্ন করিতে পার। সেই ব্যক্তি বলিল, আপন প্রতিপালকের শপথ করিয়া বলুন তো দেখি, আল্লাহ্ তা'আলা কি সত্যসত্যই আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, অবশ্যই। আবার সে কসম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি আপনাকে পাঞ্জেগানা নামাযের আদেশ করিয়াছেন? অনুরূপভাবে সে যাকাত, রোযা ও হজ্জ সম্পর্কেও প্রশ্ন করিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাবে বলিলেন, হাঁ। সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাওয়ার পর সেই ব্যক্তি তাহার নিজ পরিচয় ব্যক্ত

করিয়া বলিল, আমার নাম দিমাম ইব্ন ছা'লাবা। আমার সম্প্রদায় আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছে। এখন আমি চলিলাম। আপনি আমাকে যাহা যাহা বলিলেন আমি উহাতে বিন্দুমাত্র হ্রাস-বৃদ্ধি করিব না। তাঁহার প্রস্থানমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, "লোকটির ঐ বক্তব্যে যদি যথার্থ হইয়া থাকে, তবে সে সাফল্যমণ্ডিত" (সীরাতুন্নবী, উর্দূ, ২খ., পৃ. ২৯)।

আল্লামা ইব্ন কাছীর তদীয় কিতাবে ইব্ন আব্বাসের যে রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে যিমামের প্রস্থানের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া বিবৃত হইয়াছে তাহা হইল ঃ

ان صدق ذوالعقيصتين دخل الجنة.

"দুই ঝুঁটিধারী লোকটি যাহা বলিয়াছে তাহা যথার্থ হইয়া থাকিলে অবশ্যই সে জান্নাতী।"

উক্ত বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দিমামের প্রশ্নসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল ঃ

فان شدك الله الهك واله من كان قبل واله من هو كائن بعدك آلله امرك ان تأمرنا ان نعبده وحده ولا نشرك به شيئا وان نخلع هذه الانداد التى كان اباؤنا يعبدون؟

"আমি আপনাকে কসম দিতেছি সেই আল্লাহ্র যিনি আপনার প্রভু, আপনার পূর্ববর্তীদের প্রভু, আপনার পরে আগমনকারীদের প্রভু—আল্লাহ্ই কি আপনাকে আদেশ করিয়াছেন আমাদিগকে একমাত্র তাঁহারই ইবাদত করিতে, তাঁহার সহিত আর কাহাকেও শরীক না করিতে এবং আমাদের পিতৃপুরুষের পূজ্য ঐসব দেবদেবীকে পরিহার করিতে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৫খ., পৃ. ৬১)?

ইসলামের প্রথম মৌলিক বিশ্বাসের কথাটি এই প্রশ্নে নিহিত বিধায় এই প্রশ্নটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া সর্বপ্রথম এই ব্যাপারেই তিনি মুখ খুলিয়াছিলেন। যেমনটি বর্ণনা করিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা)ঃ

فاتى بعيره فاطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا اليه وكان اول ما تكلمه ان قال بئست اللات والعزى.

"অতঃপর দিমাম তাঁহার উটের নিকট পৌঁছিয়া উহার বন্ধন খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি গিয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট উপনীত হইলেন। লোকজন তাঁহার নিকট আসিয়া জমায়েত হইল। তখন সর্বপ্রথম তিনি যে বাক্যটি বলিলেন তাহা ছিলঃ লাত ও উয্যারা কতই না মন্দ! তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকজনের নিকট তাহা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাঁহারা তাহার অনিষ্ট হইবে ভাবিয়া বলিল ঃ

مه ياضمام اتق البرص اتق الجذام اتق الجنون.

"চুপ কর হে দিমাম ! শ্বেত, কুষ্ঠ ও উন্মাদনা জ্ঞাপক হওয়াকে ভয় কর" !!!

কিন্তু দিমাম তো ঐ দেবদেবীকে বিসর্জন দিয়া ঐ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা পরিত্যাগ করিয়া নবী ﷺ দরবার হইতে ঈমানের তেজে বলীয়ান হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি ঐসবে কর্ণপাত করিবেন কেন? তিনি তাৎক্ষণিকভাবে জবাব দিলেন ঃ

ويلكم انهما والله لا يضران ولا ينفعان ان الله قد بعث رسولا وانزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه وانى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وقد جئتكم من عنده بما امركم به وما نهاكم عنه.

"তোমাদের সর্বনাশ হউক! আল্লাহ্‌র কসম, ঐ দুইটি দেবদেবী, তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলা একজন রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রতি একটি কিতাব নাযিল করিয়াছেন যাহাতে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রাচীন কুসংস্কারাদি হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম হন। আমি সাক্ষ্য দিতেছি— ঘোষণা করিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি একক, তাঁহার কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আমি এইমাত্র তোমাদের প্রতি তাঁহার আদেশ-নিষেধের বিধানসহ তাঁহার নিকট হইতে আসিয়াছি।"

উহার ফলও ফলিল চমৎকার। রাবীর ভাষায় ঃ

فو الله ما امسى من ذلك اليوم وفى حاضره رجل ولا امرأة الا مسلما.

"আল্লাহ্‌র কসম! সেই দিনই উপস্থিত পুরুষ ও মহিলা সকলে ইসলাম গ্রহণ করিলেন।"

তাই ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ

فما سمعنا بوافد قوم كان افضل من ضمام بن ثعلبة.

"দিমাম ইব্‌ন ছা'লাবা-এর চেয়ে উত্তম কোন গোত্রপ্রতিনিধির কথা আমরা কোন দিনও শুনি নাই।"

আহমাদ ও আবূ দাঊদও ভিন্ন ভিন্ন সনদে উক্ত হাদীছখানা বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনাটি ছিল মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার। কেননা মক্কা বিজয়কালেই খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ উয্‌যা মূর্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন। উক্ত হাদীছ হইতে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হইল যে, কোন আলিম বা কোন বরেণ্য ব্যক্তির জন্য মজলিসে তাকিয়া বা সোফা জাতীয় আসনে হেলান দিয়া বসা বৈধ (ফাতহুল-বারী, ১খ., পৃ. ১৩৯)।

৪. হাওয়াযিন প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

মক্কা বিজয়ের পর সর্বপ্রথম যে প্রতিনিধি দলটি নবী (স) দরবারে উপস্থিত হয় তাহারা ছিল নয় সদস্যবিশিষ্ট হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মক্কা বিজয় ও তায়েফ অবরোধ সমাপ্ত করিয়া বিপুল গনীমত সম্ভারসহ জি'ইররানায় আসিয়া তাঁবু গাড়িয়াছেন। ছয় হাজার বন্দী, চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার মেষ, ছাগল, চার হাজার উকিয়া রৌপ্য তখন তাঁহার বিজিত গনীমত-সম্ভারে মওজুদ। ১০-১২ দিন পর্যন্ত তিনি সেখানে পরাজিত হাওয়াযিন গোত্রের লোকদিগকে মুক্ত করিবার জন্য লোক আসিবে ভাবিয়া অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু তাহাদের কেহই আর আসিল না। অবশেষে তিনি ঐ গনীমত সম্ভার বিধি মুতাবিক যোদ্ধাগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন (ফাতহুল-বারী, ৮খ., পৃ. ৩৮; উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ১৯৩)।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ধাত্রীমাতা হালীমা সা'দিয়া উক্ত গোত্রের মহিলা ছিলেন। হাওয়াযিন গোত্রের উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন যুহায়র ইব্‌ন সুরাদ সা'দী জুশামী এবং

তাহার অপর এক সঙ্গী ঐ হিসাবে ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুগ্ধ-চাচা। দলপতি দাঁড়াইয়া করুণ কণ্ঠে আহ্বান জানাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ বন্দীদের মধ্যে আপনার খালা-ফুফু প্রতিপালনকারীনিগণ রহিয়াছেন, যাহারা একসময় আপনাকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছেন। আমরা যদি হারিছ গাস্সানী বা নু'মান ইব্ন মুনযিরকেও দুগ্ধ পান করাইয়া থাকিতাম তবে তাহাদের নিকটও এমন বিপদের সময় মঙ্গলের আশা করিতে পারিতাম। আপনি তো মানবকুল শ্রেষ্ঠ! আপনার নিকট আমাদের প্রত্যাশা অনেক বড়। এই সময় তাঁহার করুণাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কবিতার ছন্দে তাহারা নিবেদন করেন। যে বাঞ্ছিত অপরূপ ভাষা লালিত্যের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তদীয় শ্রেষ্ঠ নবীকে ঐ বংশে শৈশবে লালন-পালনের কুদরতী ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাদের অনবদ্য কবিতার বঙ্গানুবাদ কাব্যে করা সুকঠিন। তবুও সাহসে বুক বাধিয়া এই দীন লেখক নিচে তাহার কাব্যানুবাদ পেশ করিল।

امتن علينا رسول الله فى كرم ‏ فانك المرأ نرجوه ومنتظر

امنن على بيضة قد عاقها قدر ‏ ممزق شملها فى دهرها غير

ابقت لنا الدهر هتانا على خوف ‏ على قلوبهم الغماء والمغمر

ان لم تداركهم نعماء تنشرها ‏ يا ارجح الناس حلما حين تختبر

امنن على نسوة قد كنت ترضعها ‏ اذ فوك تملوها من كضها الدرر

لا تجعلنا كمن سالت نعامته ‏ واستبق منا فانا معسر زهر

انا لنشكر للنعماء اذ كفرت ‏ وعندنا بعد هذا اليوم مدخر

فالبس العفو ترضعه ‏ من امهاتك ان العفو مشتهر

يا خير من مرحت كمت الجياد به ‏ عند الهياج اذا ما استوقد الشرر

انا نؤمل عفوا منك تلبسه ‏ هدى البرية اذ تعفوا وتنتصر

فاغفر عفا الله عما انت راهبه ‏ يوم القيامة اذ يهوى لك الظفر

আমাদের প্রতি সদয় হোন হে রাসূল আল্লাহ্র!
আশার আধার! অবসান হোক মোদের প্রতীক্ষার।
ভাগ্য বঞ্চনা যে কওমেরে করিয়াছে বঞ্চিত হতাশ
যুগচক্র আবর্তনে সবকিছু যার হয়েছে বিনাশ
তাদেরে করুন দয়া (পায় যেন বাঁচার আশ্বাস)
কালচক্র আমাদের করিয়াছে শিকার হতাশার,
অন্তরে ছড়িয়ে আছে, বিষাদ বিদ্বেষ হাহাকার।
বিশ্ব-শিশুকুলে তুমি সর্বশ্রেষ্ট পসন্দের জন
মানব কুলের তুমি নির্যাস (কুসুমের সুগন্ধি যেমন)।
সহিষ্ণুতা পরীক্ষিত যার সেই শ্রেষ্ঠ সুজন
দয়া তব সহায় না হলে আমাদের নিশ্চিত মরণ।
যেসব নারীর শিরা/সিঞ্চিত দুধে ভরিয়াছে মুখ আপনার

শৈশবে। তাদের প্রতি সদয় হোন হে সাগর দয়ার।
ধ্বংস যারা হয়ে গেছে আমাদের করিও না তাদের মতন
বাঁচিয়ে রাখুন মোদের নহি মোরা কৃতজ্ঞ কুজন।
আমরা স্মরণ রাখি লোকে যবে করে বিস্মরণ
আজকের পরেও মোরা/মহত্ত্বের কথা তব/করিব কীর্তন।
যে মায়েরা একদিন আপনারে করেছে স্তন্য দান
মুছে দিক তাদের দুঃখ আপনার ক্ষমা অফুরান
দিক দিগন্তে প্রচারিত যে ক্ষমার সুনাম-বাখান।
যুদ্ধের জ্বলন্ত শিখা প্রজ্বলিত যবে রণাঙ্গণে
'কামীত' অশ্বেরা চাঙ্গা হয় যার স্পর্শ-আরোহণে
হে সেই মহান সত্তা তব কাছে আমাদের আশা
ক্ষমা ও সাহায্য পাবো দূর হবে তাবৎ হতাশা
সনির্বন্ধ অনুরোধ/নিজ গুণে আমাদেরে করুন মার্জনা
ভয়ঙ্কর কিয়ামতে আপনারে ক্ষমিবেন আল্লাহ্ রব্বানা
আপনার সাফল্যে আমরা করিব প্রার্থনা।

(আর-রাওদুল উনুফ, ২খ., পৃ. ৩০৬; উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ.১৯৬; যুরকানী, ৪খ., পৃ. ৩)।

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাহাদের জবাবে বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য অনেক অপেক্ষা করিয়াছি। এখন তো সমস্ত গণীমত-সম্ভার ভাগবণ্টন হইয়া গিয়াছে। দুইটি বিষয়ের একটি তোমাদেরকে মানিয়া লইতে হইবে। হয় তোমরা বন্দীদিগকে ফেরত লও, নতুবা অন্যান্য ধন-সম্পদ। এখন তোমরাই বল, কোনটাকে তোমরা অগ্রাধিকার দিবে। তাহারা জবাব দিলেন, আমরা আমাদের বন্দীদিগকেই ফেরত চাই, উট-বকরী পশুপালের দাবি আমরা করিব না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, আমার এবং বনূ হাশিম, বনূ মুত্তালিবের অংশে যেসব বন্দী পড়িয়াছে সেগুলি তোমরা লইয়া যাও। কিন্তু অন্যান্য মুসলমানের ভাগের বন্দীদের ব্যাপারে আগামীকাল যুহরের নামাযের পর তোমরা দাঁড়াইয়া আবেদন জানাইবে। আমি তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করিব (অর্থাৎ সুপারিশের দ্বারা যাহারা খুশীমনে নিজেদের ভাগের বন্দীদেরকে ছাড়িয়া দিবে তাহাদেরকে তোমরা ফেরত লইয়া যাইতে পারিবে। বলপূর্বক কাহারও নিকট হইতে বন্দী কাড়িয়া লইয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিব না)।

পর দিন সত্যসত্যই বনূ হাওয়াযিন গোত্রের বক্তাগণ প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তাহাদের বন্দীদিগকে ফেরত দানের ফরিয়াদ জানাইলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবা দিতে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,

"তোমাদের এই ভাই হাওয়াযিনগণ মুসলমান হইয়া তোমাদের নিকট উপস্থিত। আমি আমার নিজের এবং নিজবংশ (বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব)-এর ভাগের বন্দীদিগকে ইতোমধ্যেই মুক্ত করিয়া দিয়াছি। আমি মনে করি, অন্যান্য মুসলমানদেরও উচিত তাহাদের বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দেওয়া। যে ব্যক্তি খুশীমনে তাহা করিবে, তাহা তাহার জন্য উত্তম হইবে। নতুবা পরবর্তী কালে আমি উহার বিনিময় দান করিতে প্রস্তুত।"

সকলেই খুশীমনে নিজ নিজ অধিকারভুক্ত বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এইভাবে দেখিতে দেখিতে ছয় হাজার বন্দী মুক্ত হইয়া গেলেন (ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ২৬)।

হাওয়াযিন প্রতিনিধিগণ যে বলিয়াছিলেন, এই বন্দীদের মধ্যে আপনাকে কোলে-পিঠে করিয়া যেসব মহিলা শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছিলেন তাহারাও রহিয়াছেন, উহা মিথ্যা ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধবোন অর্থাৎ ধাত্রীমাতা হালীমার কন্যা শায়মাও ঐ বন্দীদের মধ্যে ছিলেন। সাধারণ বন্দীদের মত আচরণ করিয়া মুসলমানগণ যখন তাহাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন তিনি আপন পরিচয় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, ওহে! আমি কিন্তু তোমাদের নবীর ভগ্নি! অর্থাৎ আমার সহিত যেনতেন আচরণ মোটেই শোভনীয় নহে। তখন লোকজন তাহাকে নবী-দরবারে নিয়া উপস্থিত করিল।

শায়মা অগ্রসর হইয়া বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমার দুধ-বোন শায়মা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে উহার কোন প্রমাণ দিতে বলিলে তিনি বলিলেন, প্রমাণ আছে বৈকি! ঐ দেখ, শৈশবে তুমি আমাকে কামড় দিয়া দাঁত বসাইয়া দিয়াছিলে, এখনও উহার চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহা সনাক্ত করিতে পারিলেন এবং মারহাবা বলিয়া তাহাকে স্বাগতম জানাইলেন। নিজের গায়ের চাদর তাহার সম্মানার্থে বিছাইয়া দিলেন। আনন্দে তাঁহার চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। শৈশবের কত স্মৃতি তাঁহার পবিত্র মনে জাগরুক হইয়া উঠিয়াছিল কে জানে! হাঁ, এই শায়মাই তো তাঁহাকে ছড়া কাটিয়া ঘুম পাড়াইতেন। কোলে দুলাইয়া আদর করিতেন। তিনিই তো মাতৃস্নেহে ভগ্নিস্নেহে তাঁহাকে দীর্ঘ কয়েকটি বৎসর লালন-পালন করিয়াছেন। মুহূর্তে তাঁহার অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

আল্লাহ্র রাসূল ﷺ অতীব সম্ভ্রমের সহিত তাঁহার দুধ-ভগ্নিকে বলিলেন, বুবুজান! আপনি যদি আমার সহিত থাকিতে চান আপনাকে পরম যত্নে ও সম্মানে রাখা হইবে। আর যদি নিজ সম্প্রদায়ের নিকটই চলিয়া যাইতে চান, তবে তাহাও আপনার মর্জি। শায়মা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট চলিয়া যাইবার আগ্রহ ব্যক্ত করিলেন। তিনি এই সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে কয়েকটি উট-বকরী, তিনটি দাস এবং একটি দাসী উপঢৌকনস্বরূপ দান করিয়া সসম্মানে তাঁহাকে বিদায় করিলেন। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বের মধুর স্মৃতি মন্থন করিতে করিতে শায়মা আবার তাঁহার মরু প্রান্তরের আবাসে ফিরিয়া গেলেন। দুধ-ভগ্নির প্রতি আল্লাহ্র রাসূলের ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ আচরণ বিশ্বমানবের জন্য এক অনুপম আদর্শরূপে চিরভাস্বর হইয়া রহিল (আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ৩৪৪; শায়মা প্রসঙ্গের আলোচনা)।

এইভাবে হাওয়াযিন প্রতিনিধিগণ সকল দৌত্যকর্ম সম্পাদন করিয়া নিজেদের বন্দী পুত্র-কন্যাগণকে লইয়া স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন করিলেন। নবী কারীম অনুরোধে যাহারা বিনিময় প্রাপ্তির আশায় বন্দীমুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাদেরকে প্রতিটি বন্দীর মুকাবিলায় পূর্ণ প্রতিশ্রুতি অনুসারে ছয়জন করিয়া দাস-দাসী দেওয়া হইয়াছিল।

নবী ﷺ-এর দরবারে হাওয়াযিন-নেতা মালিক ইব্ন আওফের আগমন ও উপঢৌকন লাভ ঃ হাওয়াযিন গোত্রের নবী ﷺ দরবারে আগমনের বর্ণনায় আল্লামা ইব্ন কাছীর হুনায়ন যুদ্ধের কাফির পক্ষের নায়ক হাওয়াযিন-নেতা মালিক ইব্ন 'আওফ নাস্রীর ইসলাম গ্রহণ ও নবী কারীম ﷺ-এর নিকট হইতে প্রচুর উপঢৌকন লাভের বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাওয়াযিন প্রতিনিধিদের নিকট জিজ্ঞাসা করেন, মালিক ইব্ন আওফ কী করিতেছে? তাহারা জানান, সে তায়েফে ছাকীফ গোত্রের সহিত অবস্থান করিতেছে।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ তাহাকে সংবাদ দাও, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করিয়া আমার নিকট আসে তবে তাহার হৃত পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদ তাহাকে প্রত্যর্পণ করা হইবে। অতিরিক্ত আরও এক শতটি উট তাহাকে দান করা হইবে।

এই সংবাদ পাওয়ামাত্র মালিক ইব্ন আওফ দ্রুত ছাকীফ গোত্র হইতে বাহির হইয়া জিইর্‌রানায় বা মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার পরিবারের বন্দীগণকে এবং তাঁহার ধন-সম্পদ ফিরাইয়া দিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমানের জীবনই অতিবাহিত করেন। ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সময় তাহাকে তাহার কওমের নওমুসলিমগণের এবং পার্শ্ববর্তী ছুমালা, সালমা ও ফাহ্‌ম গোত্রের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাহাকে এক শত উট দান করিলেন তখন তিনি কবিতায় তাঁহার প্রশংসা করেন এই ভাবে ঃ

ما ان رأيت ولا سمعت بمثله ۔ فى الناس كلهم بمثل محمد

اوفى واعطى للجزيل اذا جبدى ومتى تشاء يخبرك عما فى غد

واذا الكتيبة عردت انيابها بالسموى وضرب كل مهند

فكانه ليث على اشباعه وسط الهباءة خادر فى مرصد

"দেখি নাই কভু শুনি নাই কভু তাঁর মত কেউ হয়
মানব জাতিতে তুল্য কেহই মুহাম্মাদের নয়
দানের হস্ত প্রসারিত তাঁর করেন পূর্ণ দান
ভবিষ্যতের খবর দেবেন যদি কেউ তাহা চান
যখন পূর্ণ সৈন্যবাহিনী বর্শা ও তলোয়ারে
সজ্জিত হয়ে উট-ঘোড়া চড়ে দাপট মহড়া করে
সিংহসম দাঁড়ান তখন শাবকের হেফাযতে
বিবরের মুখে কেশর দুলিয়ে (হটেন না কোন মতে)।
(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২/৪খ., পৃ.৩৬০, হাওয়াযিন প্রতিনিধি দলের আলোচনা প্রসঙ্গে)।

৫. নবী ﷺ-এর দরবারে আশআরী প্রতিনিধি দলের আগমন

আশ'আরীগণ ইয়ামানের সম্মানিত অভিজাত গোত্র। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ আশ'আর প্রচুর লোমশ দেহসহ জন্মগ্রহণ করায় তাহার নাম রাখা হয় আশ'আর বা অতিরিক্ত লোমশ। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) ঐ গোত্রের লোক ছিলেন (মওলানা ইদ্‌রীস কান্ধলভী, সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ১১৫)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া উক্ত গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্ধৃত হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর বর্ণনা এইরূপ ঃ আমরা যখন ইয়ামানে ছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবূওয়াত প্রাপ্তির সংবাদ আমাদের নিকট পৌঁছে। তাই আমরা তাঁহার নিকট গমনের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়ি। আমার আরও দুই ভাই ছিল। তাহাদের একজনের নাম আবূ বুরদা এবং অন্যজনের নাম আবূ রুহ্‌ম।

আমি ছিলাম সকলের কনিষ্ঠ। আমরা ৫২ বা ৫৩ জন অভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক ছিলাম। আমরা নৌযানে আরোহণ করিলাম। নৌযানে আমরা হাবশার বাদশাহ্র দরবারে গিয়া পৌঁছিলাম। মওলানা শিবলী নু'মানী এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, প্রতিকূল বাতাসের দরুন তাহাদের জাহাজ আবিসিনিয়া উপকূলে গিয়া ভিড়িয়াছিল। অর্থাৎ আবিসিনিয়া তাহাদের উদ্দিষ্ট মনযিল ছিল না (মওলানা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪০)।

বুখারীর ঐ রিওয়ায়াতে আবূ মূসা (রা) আরও বলেন, আমরা নাজাশী বাদশাহ্র দরবারে গিয়া পৌঁছিলাম। জা'ফার ইব্ন আবী তালিবের সহিত দীর্ঘদিন আমরা সেখানে অবস্থান করিলাম। পরে আমরা সকলে একত্রে রওয়ানা হইয়া খায়বার বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত আসিয়া মিলিত হইলাম। কিছু সংখ্যক লোক আমাদের নৌযান আরোহিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা তোমাদের পূর্বে হিজরত করিয়াছি। সুতরাং আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তোমাদের তুলনায় অধিক অগ্রগণ্য। এ বাক্যটি ছিল হযরত উমারের যাহা তিনি আসমা বিন্ত উমায়সকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। আসমা ইহাতে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হন এবং প্রতিবাদ করিয়া বলেন, কখনও তাহা হইতে পারে না। আল্লাহ্র কসম, আপনারা আল্লাহ্র রাসূলের সঙ্গে ছিলেন। তিনি আপনাদের মধ্যকার ক্ষুধার্তদিগকে আহার্য দান করিতেন। আপনাদের অজ্ঞদিগকে জ্ঞান দান করিতেন। পক্ষান্তরে আমরা ছিলাম সুদূর প্রবাসে অপরিচিত পরিবেশে। কেবল আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল আমাদের সেই প্রবাসী জীবনের বিড়ম্বনা বরণ। আল্লাহ্র কসম, যতক্ষণ না আমি উহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উত্থাপন করি ততক্ষণ আমি কোন কিছু পানাহার করিব না। যখন রাসূলুল্লাহ (স) তাশরীফ আনিলেন তখন তিনি তাহাদের উভয়ের বক্তব্য হুবহু তাঁহাকে অবহিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের উভয়ের এইরূপ কথোপকথনের কথা স্বীকার করিলেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল আসমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের চেয়ে অন্য কেহই আমার নিকট অধিকতর প্রিয় বা অগ্রগণ্য নহে। তাহার (উমারের) এবং তাহার সাথিগণ একটি হিজরতের অধিকারী আর নৌযানে ভ্রমণকারী তোমরা হইতেছ দুই দুইটি হিজরতের অধিকারী।

আসমা (রা) বলেন, অতঃপর আবূ মূসা এবং অন্যান্য নৌযান ভ্রমণকারী প্রায়ই আমার নিকট আসিয়া এই কথোপকথন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহাদের নিকট পৃথিবীর অন্য কিছুই আল্লাহ্র রাসূল ﷺ-এর ঐ উক্তির ন্যায় এত আনন্দদায়ক ও তাৎপর্যবহ ছিল না (সহীহ বুখারী, ১খ., পৃ. ৪৪৩; ফাতহুল বারী, ৭খ., পৃ. ৪৮৪-৭)।

অনুরূপ ইমাম মুসলিম (র)-ও আবূ উসামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম বুখারী ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র)-আবূ মূসা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, খায়বার বিজয়ের পর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাদিগকে গনীমতের অংশ দান করিলেন। কিন্তু আমাদের ব্যতীত অন্য কাহাকেও তিনি এইরূপ (যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও গনীমতের) অংশ প্রদান করেন নাই। আবূ দাউদ এবং তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৪খ., পৃ. ৩৬৮-৬৯)।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে, আশ'আরীদের আগমন উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ঃ

اتاكم اهل اليمن هم ارق افئدة والين قلوبا.

"তোমাদের নিকট ইয়ামানবাসিগণ আসিতেছেন। উহারা অত্যন্ত কোমল অন্তরের ও নরম হৃদয়ের অধিকারী।"

মুসনাদে আহমাদ ইব্ন হাম্বল গ্রন্থে হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, আশ'আরী প্রতিনিধিদল আগমনের সময় পরম আনন্দে তাহারা গাহিয়া উঠিলেন ঃ

غدا نلقى الاحبه محمدا وحزبه.

"আগামী কাল সাক্ষাত হবে আমাদের সনে, হেরিব আমরা মুহাম্মাদ ও তাঁহার সঙ্গীগণে"।

নবী ﷺ দরবারে উপনীত হইয়া তাহারা আরয করিলেন, আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি দীনের কিছু বিধান শিক্ষার এবং সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করার উদ্দেশ্যে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ সর্বপ্রথম একমাত্র আল্লাহই ছিলেন, অন্য কিছুর অস্তিত্বই ছিল না।

তাঁহার আসন ছিল পানির উপর" (সহীহ বুখারী)।

আবদুর রউফ দানাপুরী (র) বলেন ঃ হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা) তাঁহার সাথীবর্গসহ হযরত জা'ফার সমভিব্যাহারে খায়বারে নবী ﷺ দরবারে আগমনের সময়টি ছিল সপ্তম হিজরী সন। কিন্তু নবম হিজরীতে প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের বৎসরে আশ'আরী প্রতিনিধি দলের আগমন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাঁহাদের প্রশংসা সূচক উক্তি الايمان يمان والحكمة يمانية (ঈমান এবং হিকমত (প্রজ্ঞা) য়ামানের শক্তি ও সম্পদ) এবং প্রতিনিধি দলের তাঁহার দরবারে আগমনের কারণ ব্যাখ্যায় এইরূপ বলা যে, "দীনের বিধান শিক্ষা করা এবং সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে প্রশ্ন করিবার উদ্দেশ্যে আমরা আসিয়াছি" এবং নবী কারীম ﷺ-এর তাহাদের জবাবদানের যে বিবরণ তাহা নবম হিজরীর নবী ﷺ দরবারে আগমনকারী প্রতিনিধি দলের বিবরণ। আল্লামা ইব্ন হাজার তো উহাকে হিময়ারী য়ামানীদের আগমনের বিবরণ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪৫৯-৬০)।

উক্ত বিবরণ হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আশ'আরী প্রতিনিধি দলের আগমনের ব্যাপারটি একাধিকবার ঘটিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সময় আশ'আরীদের সম্পর্কে বলিয়াছিলেন ঃ

الاشعرون في الناس كصرة فيها مسك.

"আশ'আরীরা হইতেছে একটি থলের মধ্যে রক্ষিত মৃগনাভিতুল্য" (তাবাকাতুল কুব্‌রা, ১খ., পৃ. ৩৪৯)।

মুসান্নাফ আবদুর রাযযাকে তাহাদের আগমনের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয়, তাহাদের জাহাজ সমুদ্রে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করেন, اللهم انج السفينة "হে আল্লাহ্"! জাহাজবাসিগণকে নিষ্কৃতিদান করুন! তারপর অনেকক্ষণ চুপ থাকিবার পর বলিলেন, استمدت তারপর যখন তাহারা মদীনার নিকটবর্তী হইলেন তখন তিনি বলিলেন ঃ قد جاؤا بقومهم رجل صالح "তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের নেতৃত্বে রহিয়াছে এক

পূণ্যবান ব্যক্তি"। তাহারা পৌঁছিলে দেখা গেল তাহারা আশ'আরী এবং তাহাদের নেতৃত্ব দিতেছেন আমর ইবনুল হাসিক আল-খুযা'ঈ (মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক, হা. নং ১৯৮৯০)।

হযরত জুবায়র ইব্‌ন মুত'ইম (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিয়াছেন ঃ ইয়ামানবাসিগণ তোমাদের নিকট আগমন করে। তাহারা মেঘমালার মত কল্যাণকর এবং পৃথিবীবাসীদের মধ্যে পুণ্যবান (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৪০৬ উর্দূ)।

৬. নবী ﷺ-এর দরবারে দাওস প্রতিনিধি দলের আগমন

দাওস আরবের একটি বিখ্যাত গোত্র। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ঐ গোত্রেরই লোক ছিলেন। ঐ গোত্রের বিখ্যাত কবি তুফায়ল আদ-দাওসী আবূ তালিব গিরিসংকট হইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তদীয় বংশের লোকজনের মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরেই মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করিতে আসেন। তিনি বর্ণনা করেন ঃ

"আমি মক্কায় পদার্পণ করিলে কুরায়শগণ আমাকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন জাদুকর, তাঁহার কথা শ্রবণমাত্র লোক দিগ্বিদিক জ্ঞান হারাইয়া পাগল হইয়া যায়। আমি তাহাতে এতই ভীত হইলাম যে, কানে বস্ত্রখণ্ড ঢুকাইয়া মসজিদে প্রবেশ করিলাম যাহাতে তাঁহার কোন কথা আমি শুনিতে না পাই। অবশেষে প্রাতঃকালে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করিলেন তখন তাহা আমার নিকট অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক মনে হইল। আমি মনে মনে বলিলাম, এ কেমন নির্বুদ্ধিতা! আমি একজন জ্ঞানী কবি, কোন কাব্যের ভাল-মন্দ মান বিচারের ক্ষমতা আমার রহিয়াছে। এমতাবস্থায় তাঁহার বাক্যালাপ শুনিতে বাধা কোথায়? ভাল হইলে গ্রহণ করিব, মন্দ হইলে প্রত্যাখ্যান করিব। তাই সালাতশেষে আমি তাঁহার সাথে সাথে রওয়ানা হইলাম। তাঁহার ঘরে পৌঁছিয়া আমি বলিলাম, আপনার সম্প্রদায়ের লোকজন আমাকে এমন এমন কথা বলিয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্র মর্জি ছিল যে, আমি আপনার কালাম শুনি, তাই কতকটা ইতোমধ্যেই শ্রবণ করিয়াছি। এখন আপনি আমাকে আপনার কথা শুনান। নবী কারীম ﷺ তাহাকে ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করিলে তিনি সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করিলেন (আসাহ্হুস সিয়ার উর্দূ, পৃ. ৫২)।

স্ব-সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া তুফায়ল (রা) তাহাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যেনা ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাহারা ধারণা করিল যে, ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহারা সেই স্বাধীনতা হারাইবে। এইজন্য তাহারা সংকোচবোধ করিতেছিল। হযরত তুফায়ল (রা) নবী কারীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইহা বর্ণনা করিলে তিনি দু'আ করিলেন ঃ হে আল্লাহ্! দাওস গোত্রকে হিদায়াত দান করুন! অতঃপর তিনি তুফায়ল (রা)-কে পুনরায় নিজ সম্প্রদায়ে ফিরিয়া গিয়া তাহাদেরকে নম্র ভাষায় ইসলামের দা'ওয়াত দানের নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'আ এবং হযরত তুফায়লের উৎসাহদানে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আবূ হুরায়রাসহ ঐ গোত্রের আশি ব্যক্তি হিজরত করিয়া মদীনায় চলিয়া আসেন (বুখারী, বাদউল খাল্ক অধ্যায়; সীরাতুন নবী, শিবলী, ২খ., পৃ. ৪১)।

ইব্‌ন সা'দ বলেন, তুফায়ল দাওসীর সহিত তাহাদের সত্তর বা আশি ঘর লোক (سبعون او ثمانون اهل بيت) মদীনায় আসেন। আবূ হুরায়রা ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উযায়হির আদ-

দাওসী তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন খায়বারে ছিলেন। তাঁহারা সেখানে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন। আমাদের নিকট বর্ণনা করা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাদেরকে খায়বারের গনীমতের অংশ প্রদান করেন। অতঃপর সেখান হইতে তাঁহারা তাঁহার সহিত মদীনায় চলিয়া আসেন। তুফায়ল ইব্ন 'উমায়র তখন বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকে ও আমার সম্প্রদায়ের লোকজনকে বিচ্ছিন্ন করিবেন না (অর্থাৎ একত্রে যেন বসবাস করিতে পারি সেভাবে অভিবাসিত করুন)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাদেরকে আদ-দাজ্জাক-এর কঙ্করময় প্রান্তরে অভিবাসিত করেন।

আবূ হুরায়রা (রা) তাঁহার স্ব-সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া হিজরতের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগকালে বলিয়াছিলেন ঃ

يا طـولها من ليلة وعناءها + على انها من بلدة الكفر نجت

"কী দীর্ঘ সে রৌশনী ও তার যন্ত্রণা
তবুও ভাল কুফরের দেশ থেকে জুটেছে নিষ্কৃতি

আর আবদুল্লাহ ইব্ন উযায়হির বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমার সম্প্রদায়ে আমার একটি বিশেষ অবস্থান ও মর্যাদা রহিয়াছে। আপনি আমাকে তাহাদের নেতা নিযুক্ত করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

وقال عبد الله بن أزيهر يا رسول الله إن لى فى قومى سطة ومكانا فاجعلنى عليهم فقال رسول الله ﷺ يا أخا دوس إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فمن صدق الله نجا ومن آل إلى غير ذلك هلك إن أعظم قومك ثوابا أعظمهم صدقا ويوشك الحق أن يغلب الباطل.

"হে দাওসী ভাই! ইসলামের যাত্রা শুরু হইয়াছে নিঃস্বভাবে এবং অচিরেই আবার তাহা নিঃস্বতায় প্রত্যাবর্তন করিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে (আল্লাহর দীনকে) সত্য বলিয়া প্রত্যয়ন করিবে, সে নিষ্কৃতি পাইবে, আর যে অন্যদিকে ধাবিত হইবে বা ঝুঁকিয়া পড়িবে, সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তোমার সম্প্রদায়ের সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ প্রতিদান লাভ করিবে, যে সত্য সাধনায় শ্রেষ্ঠ হইবে। অচিরেই হক বাতিলকে পরাস্ত করিবে (তাবাকাতুল কুব্রা, ১খ., পৃ. ৩৫৩)।

উক্ত প্রতিনিধিদলের আগমন কাহিনী হইতে প্রাপ্ত আহ্কাম ঃ (১) এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের রীতি বা অভ্যাস ছিল, কাহারও ইসলামে প্রবেশ করার পূর্বে তাহারা তাহাকে গোসল করাইতেন। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশও রহিয়াছে। এই ব্যাপারে বিশুদ্ধতম মত হইতেছে, কুফরী অবস্থায় জুনুবী হউক বা না হউক তাহার উপর গোসল করা ওয়াজিব।

(২) মুসলিম বাহিনীর সাহায্য যদি যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বে কোথা হইতেও আসে, তাহা হইলে উক্ত সাহায্যকারিগণও গনীমতের অংশ লাভ করিবে, যেমনটি অন্য গাযীরা লাভ করিবেন।

(৩) আওলিয়ায়ে কিরামের কারামত সত্য। দীনী প্রয়োজনে মুসলানদের উপকারার্থে এবং কুফর ও শয়তানের প্রভাবকে নষ্ট করার জন্য তাহা হইয়া থাকে।

(৪) আল্লাহ্র দিকে দা'ওয়াত প্রদানকালে ধৈর্য ধারণ করিতে হইবে। নাফরমানদের বিরুদ্ধে বদদু'আ করার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত।

প্রথমোক্ত হুকুমটি ইমাম শাফি'ঈ (র)-এর অভিমত অনুযায়ী। কেননা ইমাম শাফি'ঈর মতে গোসলের নিয়ত করা ফরয, আর কুফরী অবস্থায় নিয়তের কোনই মূল্য নাই। হানাফী মতে, গোসলের জন্য নিয়ত ফরয নহে। এইজন্য কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণকালে গোসল ফরয না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে গোসল মুস্তাহাব — ফরয নহে (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৪১৩-৪ ও পাদটীকা উর্দূভাষা, মুফতী আযীযুর রহমান, দিল্লী ১৯৭৮ খৃ.)।

৭. বনূ আমির ইব্ন সা'সা'আ প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

বনূ আমির গোত্রটি আসলে আরবের বিখ্যাত কায়স 'আয়লান গোত্রেরই একটি শাখাগোত্র। ঐ গোত্রে ঐ সময় তিনজন নেতা ছিল ঃ (১) 'আমির ইব্ন তুফায়ল, (২) ইরবাদ ইব্ন কায়স ও (৩) জাব্বার ইব্ন সুল্মা। প্রথমোক্ত দুইজন ছিল নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের পাগল। আমির ইতোপূর্বেই একাধিক বিশৃংখলার হেতু হইয়াছিল এবং এইবারও কুমতলবেই নবী ﷺ দরবারে আসিয়াছিল। জাব্বার এবং গোত্রের সাধারণ লোকজন একান্তই সত্যের সন্ধানে আসিয়াছিল।

'আমির মদীনায় আসিয়া সুলূল পরিবারের এক মহিলার বাড়ীতে উঠে। জাব্বার এবং বিখ্যাত সাহাবী কা'ব ইব্ন মালিকের মধ্যে পূর্বেই সখ্যতা ছিল। তাই তিনি তেরজন সঙ্গী-সাথীসহ তাঁহার বাড়ীতেই মেহমান হন। কা'ব (রা)-ই তাহাদেরকে লইয়া নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন (সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৩৭)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর এই প্রতিনিধি দলটি আগমন করিয়াছিল। আগমনকারী আমির ও ইরবাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না। আমির ইরবাদকে বলিয়া রাখিয়াছিল, আমরা নানা কথায় যখন মুহাম্মাদকে ভুলাইয়া রাখিব তখন সুযোগ বুঝিয়া তুমি তরবারি দ্বারা তাঁহার দফা রফা করিবে। সে মতে আবদুল্লাহ আশ-শাখায়র আবূ মুতাররিফ নামক এক ব্যক্তি কথা বলিতে শুরু করিল। সে রাসূলুল্লাহ (স)-কে يا سيدى (হে মনিব) বলিয়া সম্বোধন করিল এবং সাথে সাথে বলিল, انت ذو الطول علينا "আপনি আমাদের মধ্যে মহাসম্মানের অধিকারী, দানবীর"। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

السيد الله لا يستهونكم الشيطان.

"মনিব একমাত্র আল্লাহ্। শয়তান যেন তোমাদেরকে এইরূপ চাটুকারিতা দ্বারা উপহাসের পাত্র বানাইয়া না ফেলে"(সীরাতুন্নবী, ২খ., পৃ. ৩৭)।

'আমির কথা বলিতে গিয়া বলে, হে মুহাম্মাদ! আমাকে আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বলিলেন ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনয়ন না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা কখন সম্ভব নহে। সে আবার বলিল, আমি যদি ইসলাম গ্রহণ করি তাহা হইলে আমি কী পাইব? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين.

"অন্য দশ মুসলমানের অধিকার ও কর্তব্য তোমার জন্যও বর্তাইবে।"

সে অবার আবদার করিলঃ তাহা হইলে আপনার পরবর্তী নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দিন! রাসূলুল্লাহ (স) জবাব দিলেন ঃ

ليس ذاك لك ولا بقومك.

"তোমাকে বা তোমার সম্প্রদায়কে তাহা দান করা সম্ভব নহে।"

এবার আমির প্রস্তাব করিল, "তাহা হইলে আপনি কি মরু এলাকা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং নগরসমূহের কর্তৃত্ব আমাকে দান করিবেন" (اتجعل لى الوبر ولك المدر) ? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাতেও সম্মত হইলেন না। সে হুমকি দিল ঃ কী, আমাকে তাহা দিবেন না? আমি আপনার উপর চড়াও হওয়ার উদ্দেশ্যে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর দ্বারা এই জনপদ ভরিয়া তুলিব। মদীনার প্রতিটি খেজুর গাছের সহিত একটি করিয়া ঘোড়া বাঁধিব।

জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেনঃ আল্লাহ তোমাকে সেই শক্তি দিবেন না। বর্ণনান্তরে আছে, তিনি আরও বলিয়াছিলেন ঃ আল্লাহ্ তোমাকে প্রতিহত করিবেন (الله يمنعك)।

এইভাবে হুমকি দিয়া ঐ অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যক্তিদ্বয় প্রস্থান করিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দরবারে দু'আ করিলেন ঃ

اللهم اكفينهما اللهم اهو بنى عامر واغن الاسلام عن عامر يعنى ابن الطفيل.

"প্রভু! ঐ দুই বদলোকের বিরুদ্ধে আপনিই আমার জন্য যথেষ্ট হইয়া যান (পৃষ্ঠপোষকতা করুন)। হে আল্লাহ্! 'আমির গোত্রকে হিদায়াত দান করুন এবং আমির (ইব্ন তুফায়ল) হইতে ইসলামকে মুক্ত রাখুন"।

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়ার বিশদ বর্ণনা হইতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত আলাপ-আলোচনাকালে 'আমির এক পর্যায়ে ধূর্ততার সহিত বলে, হে মুহাম্মাদ! চলুন আমরা দুই জনে একটু একান্তে কথা বলি। এইভাবে সে বেশ কিছুক্ষণ একটু দূরে এক প্রাচীরের নিকট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে বলিতে আরবাদ এই সুযোগে নবী করীম ﷺ-কে হত্যা করিয়া ফেলিবে, এই প্রতীক্ষায় ছিল। ইরবাদ এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য নবী ﷺ-এর দরবার হইতে প্রতিনিধি দলের প্রস্থানের পর 'আমির ইরবাদকে দোষারোপ করিতে থাকে। জবাবে ইরবাদ বলিল, আল্লাহ্র কসম, যতবারই আমি তোমার নির্দেশানুসারে কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছি, ততবারই তুমি আমার এবং ঐ লোকটির মধ্যস্থলে ঢুকিয়া পড়িয়া বাধ সাধিয়াছ। তুমি ব্যতীত অন্য কোন লোক তখন আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। এমতাবস্থায় আমি কি তোমাকেই তরবারি দ্বারা আঘাত হানিতাম?

আরেকবার তরবারি তাক করিলাম। সাথে সাথে দেখি একটি লৌহ প্রাচীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আরেক বার তাহা করিতে গিয়া দেখি, একটি উট বিশাল হা-করিয়া আমার মস্তক গ্রাসে উদ্যত। বলাবাহুল্য, উহা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্পষ্ট মু'জিযা যাহা আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে দিয়া থাকেন। প্রতিনিধি দলটি বাহির হইয়া গেলে 'আমির ইব্ন তুফায়ল প্লেগে আক্রান্ত হইয়া সেই সালূলী মহিলার বাড়ীতে গিয়া উঠিল। তাহার জিহ্বা ফুলিয়া ছাগীর স্তনের ন্যায় ঝুলিয়া পড়িল। শয্যাগত মৃত্যু যেহেতু আরবে নিন্দনীয় বিবেচিত হইত এইজন্য সে বলিল, আমাকে একটি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া দাও! তারপর একটি বল্লম হস্তে অশ্বারোহী অবস্থায় সে হাক দিল ঃ

يا ملك الموت ابرز لى.

"হে মৃত্যুদূত ফেরেশতা! আমার সহিত মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হও।"

এইরূপ বলিতে বলিতে সে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূ-পাতিত হইল এবং তৎক্ষণাত মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ঐ স্থানেই তাহাকে মাটিচাপা দেওয়া হয় (সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৩৭; সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ১০৯-১০)।

প্রতিনিধি দলটি বনূ 'আমির ইব্ন সাসা'আ গোত্রে প্রত্যাবর্তন করিলে লোকজন অপর নেতা ইরবাদকে হালচাল জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণযোগ্য নহে। এই মুহূর্তে সম্মুখে পাইলে তীরবিদ্ধ করিয়া আমি তাঁহাকে হত্যা করিতাম। অতঃপর মাত্র দুইটি দিন অতিবাহিত না হইতেই সে যখন বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সাথে লওয়া একটি উষ্ট্রের পিঠে আরোহণ করিয়া পথে নামিল অমনি বজ্রাঘাতে তাহার এবং বাহন উষ্ট্রের এক সাথেই দফা রফা হইল। হতভাগ্য 'আমির ও ইরবাদ তাহাদের বদ মতলবের জন্য হিদায়াত হইতে বঞ্চিতাবস্থায় ফিরিয়া স্বল্পকালের মধ্যেই নরকবাসী হইল। পক্ষান্তরে সত্য সন্ধিৎসু বনূ আমির কবীলা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হইল। এইভাবে আল্লাহ্র রাসূলের বহুল উচ্চারিত বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হইল ঃ

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له.

"আল্লাহ যাহাকে হিদায়াত দান করেন কেহই তাহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না, আর আল্লাহ যাহাকে পথভ্রষ্ট করেন কেহ তাহাকে হিদায়াত দিতে পারে না" (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ২৯; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩১০-১১)।

তাবাকাতের এই প্রসঙ্গের বর্ণনায় অতিরিক্ত আরও দুইটি রিওয়ায়াতের মাধ্যমে নাম উল্লেখ পূর্বক অপর কয়েকজনের নবী ﷺ দরবারের আগমনের কথা বিবৃত হইয়াছে— যাহা সাধারণত অন্যান্য পুস্তকে পাওয়া যায় না। সেগুলিও নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

আলকামা ইব্ন উলাছা ইব্ন আওফ (ইবনুল আরওয়াস ইব্ন জা'ফার ইব্ন কিলাব) এবং হাওযা ইব্ন খালিদ ইব্ন রাবী'আ ও তাঁহার পুত্র একদা নবী দরবারে উপস্থিত হইলেন। হযরত উমার (রা) তখন তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে বলিলেন, একটু সরিয়া আল-কামাকে বসিতে দাও। হযরত উমার (রা) একটু নড়িয়া চড়িয়া আলকামাকে বসাইলেন। তিনি তাহার পাশে আসন গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার নিকট ইসলামী শারীআতের বিধানসমূহ বর্ণনা করিলেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তখন আলকামা বলিয়া উঠিলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনার প্রভু অত্যন্ত মহৎ সদাশয়। আমি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করিলাম। আমি কায়স বংশীয় ইকরিমা ইব্ন খাসাফার শর্তে আপনার নিকট বায়'আত হইতেছি। হাওযা এবং তাঁহার পুত্রও অনুরূপ শর্তে ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্ন সা'দ আরও বলেন ঃ হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ, ইবরাহীম ইব্ন ইসহাক আল-আবদী, হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত, আওন ইব্ন আবী জুহায়ফা আস-সাওয়াঈ তদীয় পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ বনূ আমির প্রতিনিধি দল যখন নবী ﷺ দরবারে আগমন করে, তখন আমিও তাহাদের সহিত ছিলাম। আমরা তাহাকে আবতাহ প্রান্তরে একটি লাল বর্ণের গম্বুজাকৃতির

তাঁবুর মধ্যে গিয়া পাইলাম এবং সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা হে? আমরা জবাব দিলাম, আমরা 'আমির ইব্‌ন সা'সা'আ গোত্রের লোক। তিনি বলিলেন ঃ

مرحبا بكم انتم منى وانا منكم.

"তোমাদিগকে স্বাগতম! তোমরা আমারই লোক এবং আমি তোমাদেরই লোক।"

এমন সময় নামাযের ওয়াক্ত হইলে বিলাল (রা) ঘুরিয়া ঘুরিয়া আযান দিতে শুরু করিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি পাত্রে করিয়া উযূর পানি লইয়া আসিলেন। তিনি উযূ সারিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট পানির দ্বারা আমরাও উযূ করিলাম। বিলাল (রা) ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে লইয়া দুই রাকআত সালাত আদায় করিলেন। তারপর আসরের ওয়াক্ত হইলে পুনরায় বিলাল (রা) ঘুরিয়া ঘুরিয়া আযান দিতে লাগিলেন। আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদিগকে লইয়া দুই রাকআত সালাত আদায় করিলেন (বলা বাহুল্য, ঐ সময় ঐ সালাত দুই রাকাত পড়ারই বিধান ছিল। পরবর্তী কালে আরও বর্ধিত দুই রাকআতসহ চার রাকআত করিয়া ঐ নামাযসমূহ আদায়ের বিধান প্রবর্তিত হয় (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩১১)।

ইব্‌ন খালদূন বনূ আমিরের প্রতিনিধিদলের সদস্যসংখ্যা ১০ জন ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাহাদের নবী ﷺ দরবারে উপস্থিতির সময় নির্ধারণ করিয়াছেন দশম হিজরীর রমযান মাস— যেই মাসে বনূ গাস্‌সানের প্রতিনিধিদলও নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল (তারীখ ইব্‌ন খালদূন, ২খ., ৩য় ভাগ, পৃ. ২৩০; শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল পানিপথী, ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, পৃ. ২৫৮)।

বনূ আমিরের অভিশপ্ত নেতাদের ব্যাপারে আল-কুরআনের আয়াত নাযিল হয়

আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রাণ সংহারের মত মারাত্মক উদ্যোগ আদৌ কোন উপেক্ষণীয় ব্যাপার ছিল না। বনূ 'আমিরের ঐ দুর্বৃত্ত নেতাদের সম্পর্কে তাই আল-কুরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছে। ইব্‌ন হিশাম বলেন, যায়দ ইব্‌ন আসলাম বর্ণনা করেন 'আতা ইব্‌ন য়াসার হইতে, তিনি বর্ণনা করেন হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র) হইতে। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা 'আমির ও ইরবাদ সম্পর্কে নাযিল করিয়াছেন ঃ

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ. عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ. سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. لَهٗ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ.

"প্রত্যেক নারী যাহা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যাহা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ্ তাহা জানেন এবং তাঁহার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। যাহা অদৃশ্য ও যাহা দৃশ্যমান তিনি তাহা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে উহা প্রকাশ করে, রাত্রিতে যে আত্মগোপন করে এবং দিবসে যে প্রকাশ্যে বিচরণ

করে, তাহারা সমভাবে আল্লাহ্র জ্ঞানগোচর। মানুষের জন্য তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে। উহারা আল্লাহ্র আদেশে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে" (১৩ : ৮-১১)।

এখানে তাহার জন্য বলিতে মুহাম্মাদের ﷺ জন্য প্রহরী থাকা এবং তাহার রক্ষাণাবেক্ষণের কথা বুঝানো হইয়াছে। তারপর ইরবাদ ও তাহার নিহত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ. هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ.

"কোন সম্প্রদায়ের সম্পর্কে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তবে তাহা রদ হইবার নহে এবং তিনি ব্যতীত উহাদের কোন অভিভাবক নাই। তিনিই তোমাদেরকে দেখান বিজলী ভয় ও ভরসা সঞ্চার করান এবং তিনিই সৃষ্টি করেন ভারী মেঘ। বজ্রধ্বনি তাঁহার সপ্রশংস মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে, ফেরেশতাগণও করে তাঁহার ভয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা উহা দ্বারা আঘাত করেন। আর উহারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী" (১৩ : ১১-১৩)।

আল্লামা ইব্ন কাছীর আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে 'আমির ও ইরবাদের নবী ﷺ দরবারে হাযির হওয়ার প্রসঙ্গে আলোচনায় সনদসহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে তাঁহার তাফসীর গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঐ আয়াতগুলি ঐ প্রসঙ্গেই নাযিল হয়।

ঐ প্রসঙ্গে বাড়তি আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, নবী ﷺ দরবার হইতে বাহির হইয়া তাহারা যখন হার্‌রাতুল ওয়াকিম প্রান্তরে উপস্থিত হইল এবং পূর্বোক্তরূপ বলাবলি করিতেছিল তখন সাহাবী সা'দ ইব্ন মু'আয ও উসায়দ ইব্ন হুদায়র (রা) তাহাদের পরে পরেই সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদেরকে আল্লাহ্র শত্রু বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া তাহাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করেন। তারপর যখন তাহারা সেখান হইতে রওয়ানা হইল তখন পথিমধ্যেই ইরবাদ বজ্রপাতে এবং 'আমির কণ্ঠনালীতে টিউমার বা গলগণ্ডে আক্রান্ত হইয়া নরকবাসী হয়। কিন্তু তাহাদের সম্প্রদায় নবী কারীম ﷺ-এর দু'আর বরকতে হিদায়াতপ্রাপ্ত হইয়াছিল—যাহার বর্ণনা পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে (আল-বিদয়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৫৯-৬০)।

৮. বনূ হারিছ ইব্ন কা'বের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

ইহা নাজরানের একটি গণ্যমান্য গোত্র ছিল। ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নবম হিজরীর রবীউল আখির বা জুমাদাল উলা মাসে হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-কে চারিশত সঙ্গীসহ নাজরানের বনূ হারিছ ইব্ন কা'বের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তিনি তাহাকে নির্দেশ দেন যে, যুদ্ধের পূর্বে তিনি তিনবার তাহাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবেন। ইহাতে যদি তাহারা ইসলাম গ্রহণ কর তবে তুমি তাহা মানিয়া লইও, অন্যথায় তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে।

হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ নাজরানে পৌঁছিয়া তাঁহার পক্ষ হইতে দুইজন অশ্বারোহীকে এই বলিয়া গোত্রের মধ্যে প্রেরণ করিলেন যে, লোক সকল! ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করিবে। ইহাতে ফলোদয় হইল। গোত্রের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল। হযরত খালিদ তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদেরকে ইসলামের বিধান এবং কুরআন-সুন্নাহ্র শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং বিলাল ইবনুল হারিছ আল-মুযানীকে বানূল হারিছ গোত্রীয়দের তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দিয়া নবী ﷺ দরবারে মদীনায় প্রেরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-জবাবে তাহাকে লোকজনের মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক না করিয়া তাহাদেরকে ইসলামের সুফল ব্যাখ্যা করিয়া সুসংবাদ দান করার এবং তাহাদের একটি প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে লইয়া মদীনায় ফিরিয়া আসিবার জন্য নির্দেশ দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশটি ছিল এইরূপ ঃ

فبشرهم وانذرهم واقبل وليقبل معك وفدهم.

"তাহাদেরকে সুসংবাদ দিবে, সতর্ক করিবে, তারপর চলিয়া আসিবে এবং তাহাদের একটি প্রতিনিধি দল তোমার সাথে আসিবে" (দ্র. তাবারী, তারীখ, ৩খ., পৃ. ১২৭)।

সেমতে হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ তাহাদের একটি প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে লইয়া নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন। তাবাকাতে ইব্ন সা'দে তাঁহাদের আগমন দশম হিজরীর রাবীউল আওয়াল মাসে হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, পৃ. ৩৬২, ই. ফা., ২০০৪ খৃ.)।

কায়স ইব্ন হুসায়ন যুল-গুস্সা, ইয়াযীদ ইব্ন মুহাজ্জাল, ইয়াযীদ ইব্ন আবদিল মাদান, শাদ্দাদ ইব্ন আবদুল্লাহ প্রমুখ গোত্রীয় নেতাগণ ঐ প্রতিনিধি দলে ছিলেন। তাহাদেরকে দেখিয়াই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ

من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند ؟

"ইহারা কোন গোত্রের লোক? ইহাদেরকে যে ভারতীয় বলিয়া মনে হইতেছে"।

জবাবে তাহারা বলিলেন, আমরা বানূল হারিছ গোত্রীয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই।

বানূল হারিছ গোত্র ছিল আরবের একটি অপরাজেয় গোত্র। অন্যান্য গোত্রের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে প্রায়ই তাহাদের জয় হইত। তাই নবী কারীম ﷺ তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এই দুর্দম শক্তির উৎস কি? জবাবে তাহারা বলিলেন ঃ

* আমরা সর্বদা একতাবদ্ধ থাকি— দলাদলি ও আত্মকলহে লিপ্ত হই না।

* পরস্পর হিংসাবিদ্বেষে লিপ্ত হই না।

* কাহারও প্রতি অত্যাচার করি না বা গায়ে পড়িয়া যুদ্ধের সূত্রপাত করি না।

* সংকটকালে ধৈর্য ধারণ করি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ "তোমাদের বক্তব্য যথার্থ।" তিনি কায়স ইব্ন হুসায়নকে তাহাদের নেতারূপে মনোনীত করেন এবং তাহাদের প্রস্থানের পর তাহাদেরকে শিক্ষাদান এবং ঐ অঞ্চলের যাকাত-সাদাকাত উশুলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাঁহাকে প্রেরণকালে তিনি যাকাতের

বিধান সম্বলিত একটি দীর্ঘ পত্রও সাথে দেন— রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রাবলীর আলোচনায় তাহা দেখা যাইতে পারে।

উক্ত প্রতিনিধি দলটি শাওয়াল বা যী-কা'দা মাসে স্ব-গোত্রে প্রত্যাবর্তনের পর চার মাস অতিক্রান্ত না হইতেই নবী কারীম ﷺ ইন্তিকাল করেন। তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হউক (যুরকানী, ৪খ., পৃ. ৩৩; সীরাতুন্নবী, ইব্‌ন হিশামের বাংলা ভাষ্য, ই. ফা., ১৯৯৬ খৃ., ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৮-৬১)।

৯. তায়্যি প্রতিনিধিদলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

বনূ তায়্যি ছিল ইয়ামানের খুবই প্রসিদ্ধ কবীলা। এই কবীলার রঈস ছিলেন যায়দ আল-খায়ল ও আদী ইব্‌ন হাতিম। উভয়ের রাজ্যসীমা পৃথক ছিল। যায়দ আল-খায়ল ছিলেন প্রখ্যাত কবি, উচ্চ পর্যায়ের বক্তা এবং অতি সুশ্রী কান্তির মানুষ [ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, ইসমাঈল পানিপথীকৃত ও ইফা. প্রকাশিত, পৃ. ৩৫১]। উক্ত গ্রন্থের বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তায়্যি প্রতিনিধি দল দুইবার নবী ﷺ দরবারে আগমন করে ঃ একবার যায়দ আল-খায়লের নেতৃত্বে, দ্বিতীয় বার হাতিম তাঈ-এর নেতৃত্বে। সীরাত গ্রন্থাদিতে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দৃষ্টেই তাঁহার এইরূপ ধারণা জন্মাইয়া থাকিবে। উহার স্বপক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করিতে পারেন নাই।

মওলানা আবদুর রউফ দানাপুরী এইরূপ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মন্তব্য করিতে দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখেন ঃ

کتاب المغازی میں عدی بن حاتم طائی کی وفد کا ذکر ہو چکا ہے لیکن زید الخیل کے وفد کے آنے کا حال تمام اہل السیر سنة الوفود میں لکھتے ہیں - یہ صحیح طور پر ثابت نہ ہو سکا کہ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ تھے یا زید الخیل بھی عدی بن حاتم کے ساتھ ہی آئے تھے.

"যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায়ে হাতিম তাঈ-এর প্রতিনিধি দলের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু যায়দ আল-খায়লের প্রতিনিধি দলের আগমনের বর্ণনা সকল সীরাতবিদই প্রতিনিধি দলসমূহের আগমনের বৎসরের বর্ণনায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশুদ্ধভাবে ইহা প্রমাণিত হয় নাই যে, উক্ত দুইজন পৃথক পৃথক ছিলেন, নাকি হাতিম তাঈ-এর সাথেই যায়দ আল-খায়লও আসিয়াছিলেন" (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪১৭)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, তায়্যি প্রতিনিধি দল নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে আগমন করে। তাহাদের মধ্যে যায়দ আল-খায়লও ছিলেন। তিনি তাহাদের নেতা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত আলাপ-আলোচনায় মুগ্ধ হইয়া তাহারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরম নিষ্ঠা সহকারে ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করেন। যায়দ আল-খায়ল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলেন ঃ

ما ذکرلی رجل من العرب الا رأیته دون الا ما کان من زید فانه لم یبلغ کل مافیه.

"আরবের এমন কোন ব্যক্তি নাই যাহার প্রশংসা যায়দের চেয়ে বেশী করা হইয়াছে, তবে যায়দ আল-খায়লের কথা স্বতন্ত্র, তাহার যত গুণের কথা বলা হইয়াছে তাহার সমতুল্য অন্য কোন লোক পাওয়া যায় নাই" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩২১)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া নূতন নামকরণ করেন যায়দ আল-খায়র, এবং তিনি তাঁহার নামে একটি ভূমির বরাদ্দপত্র লিখিয়া দেন। তিনি তাহার সম্পর্কে এই মন্তব্যও করেন, 'সে যদি মদীনার জ্বর হইতে নিষ্কৃতি পাইত! নবী ﷺ দরবার হইতে প্রস্থান করিয়া নাজদের ফারদা নামক জলাশয়ের নিকট পৌঁছিলে সত্য সত্যই জ্বরাক্রান্ত হইয়া তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যু আসন্ন টের পাইয়া তিনি আপনমনে গাহিয়া উঠেন ঃ

امر تحل قومی المشارق غدوة واترك فی بیت بفردة منجد

الا رب یوم لو مرضت لعادنی عوائد من لم یبر منهن یجهد

আগামী প্রত্যুষে বুঝি/পূর্ব দিকে পাড়ি দেবে আমার স্বজন
নাজদের ফারদা ভূমে/নিভৃতে একাকী রেখে মোরে/ যবে মোর হইবে মরণ?
এমনও তো কত দিন গেছে/আমি রুগ্ন হলে/আসিয়াছে কত নারী সেবা দিতে
দূর দুরান্ত হতে/ ক্লান্তি মোটে স্পর্শেনি তাদের।
(সহিয়াছে কষ্ট অযাচিতে)।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী নিজের অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা এবং ধর্মচেতনার স্বল্পতার দরুন নবী করীম ﷺ প্রদত্ত ভূমির বরাদ্দপত্র অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। সহীহ বুখারীতে আবূ সা'ঈদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা) ইয়ামান হইতে যে অপরশোধিত স্বর্ণ প্রেরণ করিয়াছিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহা উপস্থিত যে চারিজনকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন যায়দ আল-খায়ল ছিলেন তাহাদের অন্যতম (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৬খ., পৃ. ৫৭)।

উল্লেখ্য, উক্ত যায়দ আল-খায়লের মুকনিফ ও হুবায়স নামক দুইজন পুত্র ছিলেন, যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাতলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে রিদ্দার যুদ্ধে তাহারা উভয়ে শহীদ হন (যাদুল-মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৬১৬-৭; ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ৫৭৭-৮)। উক্ত প্রতিনিধি দলের সদস্যগণের নামও তাবাকাতে ইব্ন সা'দ উল্লেখিত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের নিকট ইসলাম পেশ করিলে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া প্রত্যেকে পাঁচ উকিয়া হারে রৌপ্য উপঢৌকনস্বরূপ লাভ করেন। যায়দ আল-খায়ল পান বার উকিয়া এবং এক নাশ (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩২১)।

১০. আদী ইব্ন হাতিম তাঈ-এর প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

বুখারী শরীফে হাতিম তাঈর প্রতিনিধিরূপে নবী ﷺ-এর দরবারে আগমনের বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। দীর্ঘ সনদসহ ইমাম বুখারী (র) স্বয়ং হাতিম তাঈ-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একদা আমরা একটি প্রতিনিধি দলরূপে হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি আমাদের দলের এক একজন করিয়া নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন নাই? তিনি বলিলেন ঃ

بلى اسلمت اذ كفروا واقبلت اذ ادبروا ووفيت اذ غدروا وعرفت اذا انكروا.

"হাঁ, তুমি তো তখন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছ যখন লোকজন কুফরী করিয়াছে, তুমি তখনই আগাইয়া আসিয়াছ যখন লোকজন পিছাইয়া গিয়াছে, তুমি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করিয়াছ যখন লোকে বিশ্বাস ভঙ্গ করিয়াছে, আর তুমি সত্য চিনিয়া লইয়াছ যখন তাহারা উহা চিনিতে ব্যর্থ হইয়াছে"।

আদী বলিলেন, لا ابالى اذا "তাহা হইলে আমার কোন পরোয়া নাই"। ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, আদী ইব্ন হাতিম সম্পর্কে আমার কাছে যে তথ্য পৌঁছিয়াছে, তিনি বলিতেন, গোটা আরবে আমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বেশী ঘৃণাকারী আর কেহই ছিল না। আমি ছিলাম একজন শরীফ সম্ভ্রান্ত লোক, ধর্মে আমি ছিলাম খৃস্টান। নিজ সম্প্রদায়ের চোখ আদায় করিয়া বেড়াইতাম। আমার মনে মনে আমি ছিলাম একটা ধর্মের অনুসারী, আমার সম্প্রদায়ের আচার-আচরণে আমি ছিলাম রাজা। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদ শুনিলাম তখন উহা আমি খুবই অপসন্দ করিলাম। আমার এক আরব উটপালক গোলামকে ডাকিয়া বলিলাম, ওরে পোড়া কপাল! আমার উটপাল হইতে বাছিয়া সুন্দর সুন্দর, মোটা তাজা কয়েকটি উট আমার জন্য প্রস্তুত রাখিবে এবং আমার ধারে কাছে রাখিবে। আর যখন শুনিবে যে, মুহম্মাদের বাহিনী আমাদের এই দেশের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখনই আমাকে সেই সংবাদটি অবগত করিবে। গোলামটি সেমতে কাজ করিল। একদিন প্রত্যুষে আসিয়া সে আমাকে বলিল, হে আদী! আপনার যাহা করার এখনই করুন, মুহাম্মাদের বাহিনী আপনাকে ঘেরাও করিতে আগাইয়া আসিতেছে। আমি কতকগুলি পতাকা দেখিতে পাইয়াছি। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, ইহারা মুহাম্মাদের বাহিনী; তাহারা এই দেশ পদানত করিয়া ফেলিয়াছে।

'আদী বলেন, তখন আমি বলিলাম, তাহা হইলে তাড়াতাড়ি আমার ঐ উটগুলি আমার নিকট লইয়া আস। সে উটগুলি লইয়া আসিলে আমি বলিলাম, আমি সিরিয়ায় গিয়া আমার স্বধর্মানুসারী খৃস্টানদের সহিত মিলিত হইব। এই বলিয়া আমি হাওশিয়ার (ইব্ন হিশামের ভাষ্যমতে জাওশিয়ার) পথে আগাইয়া চলিলাম। হাতিমের এক কন্যাকে আমি 'হাদিরে' রাখিয়া আসিলাম।

"সিরিয়ায় পৌঁছিয়া আমি সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অশ্বারোহী বাহিনী আমার প্রস্থানের অব্যহিত পরেই আমাদের গোত্রের উপর চড়াও হইল। অন্যান্যদের সহিত হাতিম কন্যাও বন্দী হইয়া নবী ﷺ দরবারে নীত হইল। আমার সিরিয়ায় পলাইয়া যাওয়ার সংবাদ যথাসময়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছিয়া গিয়াছিল।"

মসজিদের দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত বন্দীশিবিরে হাতিম তনয়াও অবস্থান করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিক দিয়া অতিক্রমকালে সে তাহার পিতৃহারা হওয়ার এবং আশ্রয়স্থলটির পলায়নের অনুযোগ করিয়া তাঁহার নিকট দয়াভিক্ষা করিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জিজ্ঞাসার জবাবে সে তাঁহাকে জানাইল যে, তাহার ভাইটিই তাহার আশ্রয়স্থল ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

الفار من الله ورسوله ؟

"আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল হইতে পলায়নকারী?"

আর কোনরূপ বাক্যালাপ না করিয়াই তিনি তাঁহার পথে চলিয়া গেলেন। পরের দিন আবার তাঁহার ঐ পথ অতিক্রমকালে আমি পুনরায় তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাইলাম। তিনি তাঁহার পূর্ব বাক্যের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়া গেলেন। তৃতীয় দিন যখন তিনি আমার নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন আমি রীতিমত হতাশাগ্রস্থ। তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তি আমাকে দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত কথা বলিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি দাঁড়াইয়া আরয করিলাম, পিতা গত হইয়াছেন, আশ্রয়দাতা অভিভাবক নিরুদ্দেশ, আমি অভাগিনীর প্রতি দয়া করুন। তিনি বলিলেন ঃ "আমি সদয় হইয়াছি, বাহির হইয়া যাইবার জন্য ত্বরা করিও না, যাবৎ না নিরাপদে তোমার স্ব-সম্প্রদায়ের নিকট তোমাকে পৌঁছাইয়া দেওয়ার মত কাহাকেও পাওয়া যায়। যখন এরূপ কাহারও সন্ধান পাইবে, তখন আমাকে অবহিত করিবে, আমি ব্যবস্থা গ্রহণ করিব।" আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, যে ব্যক্তি আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত কথা বলিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, ইনি কে? আমাকে জানান হইল যে, তিনি ছিলেন আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)।

আমি সেখানে অবস্থান করিতেছিলাম। এমন সময় একদিন বালী বা কুদা'আ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আগমন করিল। আর আমি সিরিয়ায় আমার ভাইয়ের কাছে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলাম। তাই নবী কারীম ﷺ-এর নিকট আরয করিলাম, আমার স্বজাতির একটি দল আসিয়াছে। তাহারা নির্ভরযোগ্য এবং আমাকে পৌঁছাইয়া দিতে সক্ষম। হাতিম তনয়া বলেন, তখন তিনি আমাকে পরিধেয় বস্ত্র, বাহন এবং পাথেয় দান করিলেন। আমি বাহির হইয়া পড়িলাম এবং সিরিয়ায় উপস্থিত হইলাম।

আদী বলেন, একদিন আমি আমার পরিবার-পরিজন পরিবেষ্টিত অবস্থায় বসিয়াছিলাম। এমন সময় লক্ষ্য করিলাম, একটি হাওদা দ্রুত আমাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই হাতিম-তনয়া, আমার ভগ্নি। কাছে আসিতেই দেখি, সত্যিই সে হাতিম কন্যা! হাওদা হইতে অবতরণ করিয়াই সে বলিতে শুরু করিল, সম্পর্কচ্ছেদকারী! জালিম! নিজের স্ত্রী-পুত্রকে তো উঠাইয়া লইয়া আসিলে আর আপন পিতার কন্যাকে, অসহায়া ভগ্নিকে দুশমনের দয়ামায়ার উপর ছাড়িয়া আসিতে বিবেকে বাধিল না!

আমি বলিলাম, বোনটি আমার! অপরাধ স্বীকার করিতেছি, মন্দ কথা বলিয়া আর মুখ খারাপ করিও না। তোমার তিরস্কারের কোন জবাব আমার কাছে নাই। তারপর সে আমার নিকটই অবস্থান করিতে লাগিল। সে ছিল অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও বুদ্ধিমতি। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, ঐ লোকটি সম্পর্কে তুমি কী বল? সে বলিল, তাহার ব্যাপারে আমার অভিমত হইল, কাল বিলম্ব না করিয়া তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবে। তিনি যদি সত্যসত্যই নবী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যত আগে দেখা করিবে ততই মঙ্গল। আর যদি রাজা-বাদশাহ হন, তাহা হইলেও তোমার মর্যাদার হানি হইবে না। কেননা ইয়ামানে তো তুমি তুমিই, অর্থাৎ তোমার কোন বিকল্প নাই। তিনি তাঁহার পক্ষ হইতে তোমাকেই সেখানে শাসক নিযুক্ত করিবেন। আমি মনে মনে বলিলাম, যথার্থ অভিমত।

তারপর সত্যসত্যই আমি নির্গত হইয়া পড়িলাম এবং মদীনায় গিয়া উপনীত হইলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মসজিদে অবস্থান করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে হে? আমি বলিলাম, হাতিম পুত্র আদী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষণাত উঠিয়া

দাঁড়াইলেন এবং আমাকে লইয়া তাঁহার ঘরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। এমন সময় এক অতি দুর্বল বৃদ্ধা তাঁহাকে একটু দাঁড়াইতে বলিল। তিনি দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধাটির কি একটি প্রয়োজনের ব্যাপারে তাহার সহিত আলাপ করিলেন। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! ইনি রাজা-বাদশাহ্ হইতে পারেন না। তারপর তিনি আমাকে তাঁহার ঘরে লইয়া গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি খেজুরের ছালভর্তি চামড়ার নির্মিত একটি আসন তুলিয়া আমার দিকে ছুড়িয়া মারিয়া বলিলেন, উহার উপর বস! আমি বলিলাম, না, বরং আপনিই উহাতে বসুন! তিনি বলিলেন, না, তুমিই বস। আমি উহাতে বসিলাম, আর আল্লাহ্র রাসূল মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন। তখন আমি মনে মনে বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! ইহা কোন রাজার কাজ হইতে পারে না।

তারপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে হাতিম তনয় আদী! তুমি না রাকূসিয়া ধর্মমতের অনুসারী ছিলে? (উল্লেখ্য, রাকূসী ধর্মমতটি ছিল খৃস্ট ধর্ম ও সাবি'ঈ ধর্মমতের মাঝামাঝি একটি ধর্মমত)। আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেনঃ তুমি না তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হইতে চারণভূমির কর উশুল করিতে? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন ঃ তোমার ধর্মে তো তাহা বৈধ ছিল না! আমি বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! যথার্থই বলিয়াছেন। আমি তখন উপলব্ধি করিতে পারিলাম, তিনি একজন প্রেরিত নবী। সাধারণত মানুষ যাহা জানে না তাহা তিনি জানেন। তখন তিনি বলিলেন ঃ

"হে আদী! সম্ভবত এই ধর্মের অনুসারীদের যে অভাব-অনটন দেখিতে পাইতেছ উহাই তোমার এই ধর্মে প্রবেশে অন্তরায় হইয়াছে। আল্লাহ্র কসম! অচিরেই ইহাদের মধ্যে সম্পদের এমন প্রাচুর্য আসিবে যে, তাহা গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যাইবে না। ইহাও হয়ত এই ধর্মে প্রবেশে তোমার বাধার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সংখ্যায় ইহারা কম ও শত্রুদের সংখ্যা বেশী। অচিরেই তুমি তাহাদের মধ্যে এমন মহিলার কথা শুনিতে পাইবে যে, কাদেসিয়া হইতে তাহার উষ্ট্র পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নির্ভয়ে এই পবিত্র ঘরের যিয়ারত করিয়া যাইবে। এই ব্যাপারটিও হয়ত এই ধর্মে প্রবেশে তোমার অন্তরায় হইয়া থাকিবে যে, রাজ্য ও শাসন ক্ষমতার দাপট তুমি অন্যদের মধ্যে দেখিতে পাইতেছ। আল্লাহ্র কসম! অচিরেই তুমি শুনিতে পাইবে যে, ব্যাবিলনের রাজপ্রসাদসমূহ তাহাদের পদানত হইয়াছে।" আদী বলেন, তখনই আমি ইসলাম গ্রহণ করিলাম।

পরবর্তীতে আদী প্রায়ই বলিতেন, প্রথম দুইটি ব্যাপারের বাস্তবায়ন তো আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তৃতীয় ব্যাপারটি এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। আল্লাহ্র কসম! তাহাও অবশ্যই ঘটিবে। ব্যাবিলনের রাজপ্রসাদসমূহ আমি বিজিত হইয়াছে দেখিয়াছি, কাদিসিয়া হইতে নিজের উষ্ট্রপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নির্ভয়ে এই ঘরের হজ্জ পালনকারিণী মহিলাও দেখিতে পাইয়াছি। আল্লাহ্র কসম! তৃতীয়টিও অচিরেই ঘটিবে। সম্পদের এতই প্রাচুর্য হইবে যে, কোন গ্রহণকারী খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

আল্লামা ইব্ন কাছীর আদী ইব্ন হাতিমের নবী ﷺ দরবারে আগমন সংক্রান্ত অনুরূপ বিভিন্ন হাদীছ ও রিওয়ায়াত ইমাম আহমাদ, তিরমিযী ও বায়হাকীকে উদ্ধৃত করিয়া দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন যাহাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পারস্য সম্রাটের রত্নভাণ্ডার তাহাদের হাতে আসিবে এবং ইসলাম এতই পূর্ণতা লাভ করিবে যে, সুদূর হীরা হইতে হাওদানশীনা মহিলা

নির্ভয়ে মক্কায় আসিয়া কাহারও আশ্রয় ও অভয়দান ব্যতীত হজ্জ সম্পন্ন করিয়া যাইবে বলিয়া আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار احد وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز.

আদী বলেন, তখন আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সম্রাট হুরমুযের পুত্র পারস্য সম্রাট কিস্‌রার ধনাগার? তিনি বলেন ঃ

نعم كسرى بن هرمز وليبذلن المال حتى لا يقبله احد.

"হাঁ হাঁ, হুরমুয তনয় কিস্‌রার কথাই বলিতেছি। আর সম্পদের এত ছড়াছড়ি হইবে যে, তাহা গ্রহণ করিবার মত অভাবগ্রস্ত কোন লোক খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।" আদী বলেন ঃ

فهذه الظعينة (تأتى) من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لان رسول الله ﷺ قالها.

"এই তো আমি দেখিতে পাইতেছি, হাওদানশীন তাওয়াফকারিণী নিঃশঙ্কভাবে ও অন্যের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াই হীরা হইতে আসিয়া আল্লাহ্র ঘরের তাওয়াফ করিয়া যাইতেছে, আর কিস্‌রার ধন ভাণ্ডার যাহারা জয় করে, আমি নিজেও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ সেই পবিত্র সত্তার কসম! তৃতীয় ব্যাপারটিও অব্যশই ঘটিবে। কেননা আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাহা বলিয়াছেন"।

মোটকথা, 'আদী ইব্‌ন হাতিম-এর নবী ﷺ দরবারে আগমন, তাঁহার ইসলাম গ্রহণ, নবী করীম ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন এবং আজীবন সেগুলি বর্ণনা করিয়া ইসলামের প্রচার-প্রসারে বিরাট ভূমিকা রাখিয়াছেন (তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ২খ., প্রথমাংশ, পৃ. ৩২১-২)।

১১. বনূ ছাকীফ প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

বনূ ছাকীফ হইতেছে সেই গোত্র যাহারা ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার অপরাধে নিজ ঘরের ছাদের উপর দণ্ডায়মান তাহাদের বরেণ্য প্রাজ্ঞ নেতা 'উরওয়া ইব্‌ন মাস'উদকে চতুর্দিক হইতে সমবেতভাবে তীর নিক্ষেপে হত্যা করিয়াছিল (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪০৫-৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ২৬-২৭)।

মক্কা বিজয় ও হুনায়ন যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাইফের উক্ত গোত্রকে দীর্ঘ ১৮ দিন বা কুড়ি দিন অবরোধ করিয়া যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, তখন সাহাবীগণ আরয করিয়াছিলেন, ইয় রাসূলাল্লাহ! ছাকীফ গোত্রীয়দের জন্য বদদু'আ করুন! জবাবে তিনি বদদু'আ না করিয়া বলিলেন ঃ

اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين.

"হে আল্লাহ! তুমি ছাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দান কর এবং মুসলমান বানাইয়া তাহাদেরকে আমার নিকট পৌঁছাইয়া দাও" (ইবন সা'দ, ২খ., পৃ. ১৫৯; সীরাতুন নবী, ইব্‌ন হিশামের বাংলা ভাষ্য, ৪খ., পৃ. ১৪৯)। তিরমিযী এই রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়া উহাকে হাসান বলিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই দু'আ আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয় এবং 'উরওয়া হত্যার আট মাস পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাবুক হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই উক্ত গোত্রের প্রতিনিধিদল মদীনায় তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে।

যে গোত্রটি মাত্র আট মাস পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার অপরাধে নিজেদের প্রিয় গোত্রপতিকে হত্যা করিতে দ্বিধাবোধ করিল না, তাহারা নিজেরাই নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিবে, উহা ছিল অনেকটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সীরাতবিদগণ তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আগত হাওয়াযিন প্রতিনিধিদলের মাধ্যমে খবর পাইয়া মালিক ইব্ন 'আওফ যখন নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে তাঁহার কওমের নও মুসলিমগণের সাথে সাথে ছুমালা, সালিমা ও সাহ্ম গোত্রের উপরও তাঁহাকে নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলেন (দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫/৩৬১, ২য় মুদ্রণ ১৯৭৮ খৃ.)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, উক্ত কবীলাগুলিকে সঙ্গে লইয়া তিনি ছাকীফদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে থাকেন। তাহাদের কোন উট ভেড়া বাহির হইলেই তিনি আক্রমণ করিতেন। এইভাবে তিনি তাহাদেরকে কোণঠাসা করিয়া ফেলেন। আবূ মিহ্জান ইব্ন হাবীব ছাকাফী এইজন্য আক্ষেপ করিয়া তাহার কবিতায় বলিয়াছিলেন ঃ

চিরকাল দুশমন ভয় করেছে আমাদের
আর এখন বনূ সালিমা আমাদের আক্রমণ করে!
মালিক ওদের চাপাইয়াছে আমাদের উপর
চুক্তি ভেঙেছে সে ওয়াদা খেলাফ করেছে,
আমরা কোনদিন শোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হইনি
সীরাত রাসূলুল্লাহ, ইব্ন ইসহাক-এর বাংলা ভাষ্য, ৩খ., পৃ. ৫৬৩, ই.ফা. ১৯৯২ খৃ.)।
আল্লামা ইব্ন কাছীর (র)-এর ভাষায় ঃ

فكان مالك بن عوف يغزو بلاد ثقيف ويضيق عليهم حتى الجاهم الى الدخول فى الاسلام وتقدم ايضا فيما رواه ابو داود عن صخر بن العيلة الاحمسى انه لم يزل بثقيف حتى انزلهم من حصنهم على حكم رسول الله ﷺ فاقبل بهم الى المدينة النبوية باذن رسول الله ﷺ له فى ذلك.

"মালিক ইব্ন আওফ ছাকীফ জনপদে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাহাদেরকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেন, এমনকি শেষ পর্যন্ত তাহাদেরকে তিনি ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেন। আবূ দাউদের বর্ণনায় আছে, দুর্গ হইতে অবতরণ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিদ্ধান্তের নিকট তাহাদের আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তিনি তাহাদের পিছনে লাগিয়াই থাকেন" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২৯)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, উরওয়ার নিহত হওয়ার পর ছাকীফরা কয়েক মাস ঐ অবস্থায়ই অতিবাহিত করিল। তারপর পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল

যে, আশেপাশের আরব গোত্রগুলির সহিত সংঘর্ষে টিকিয়া থাকার শক্তি এখন আর তাহাদের নাই—যাহারা ইতোমধ্যেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বায়'আত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। তাই তাহারা বনূ ইলাজের অন্যতম নেতা আমর ইব্ন উমায়্যার প্রস্তাবক্রমে পুনরায় পরামর্শ সভায় মিলিত হইল। এই সভায় একজন প্রতিনিধি নবী ﷺ দরবারে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আব্দ ইয়ালীল ইব্ন আমর ইব্ন উমায়রকে তাহারা প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করে। কিন্তু পূর্বসূরী উরওয়া ইব্ন মাস'ঊদের করুণ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়া আবদে ইয়ালীল একাকী এই দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অগত্যা তাঁহারা তাহাদের মিত্র কবীলাসমূহ হইতে দুইজন এবং বনূ মালিক হইতে তিনজনকে তাহার সাথীরূপে মনোনীত করে। সেই পাঁচ ব্যক্তি হইলেন মিত্র গোত্রসমূহের হাকাম ইব্ন উমার ইব্ন ওয়াহাব, শুরাহবীল ইব্ন গায়লান, বনূ মালিকের উছমান ইব্ন আবিল আস, আওস ইব্ন আওফ এবং নুমায়র ইব্ন খারাশা ইব্ন রাবী'আ; আসাহ্হুস-সিয়ারের বর্ণনানুসারে তাঁহার নাম ছিল বাহ্য ইব্ন খারাশা (আসাহ্হুস-সিয়ার পৃ. ৪০৬; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন্নবী, ৪খ., পৃ. ১৯৫; বাংলা ভাষ্য)। উল্লেখ্য, উক্ত মিত্রগোত্রসমূহ ছিল আবদুদ-দার, জুমাহ, মাখযূম, আদী, কা'ব ও সাহ্ম (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১খ., পৃ. ৪২৫)।

মূসা ইব্ন 'উক্বা (র) প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা দশেরও অধিক হওয়ার কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে দলনেতা ছিলেন কিনানা ইব্ন 'আবদ ইয়ালীল, আর তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠতম ছিলেন উছমান ইব্ন আবিল-আস (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৩০)।

'আবদ ইয়ালীল উপরিউক্ত প্রতিনিধি দলসহ নবম হিজরীর রমযান মাসে যাত্রা শুরু করিলেন। তিনিই ছিলেন তাহাদের মুখপাত্র এবং সিদ্ধান্তদাতা। তাহারা যখন মদীনার নিকটবর্তী হইলেন এবং কানাতে বিরাম নিলেন তখন মুগীরা ইব্ন শু'বার সহিত তাহাদের দেখা হইল। এই দিন তাঁহার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উট চরাইবার পালা ছিল। তিনি এই সুসংবাদটি প্রদানের জন্য উটগুলি তাহাদের নিকট রাখিয়া পরম উল্লাসে নবী ﷺ দরবারের দিকে ছুটিলেন। পথিমধ্যে হযরত আবূ বকর (রা)-এর সহিত দেখা হইলে তিনি তাঁহাকে জানাইলেন যে, বনূ ছাকীফের একটি প্রতিনিধি দল বশ্যতা স্বীকার ও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে। তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত শর্ত মানিয়া লইবে। তবে এইজন্য তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়, দেশ ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তার পক্ষে একটি নিশ্চয়তা পত্র প্রাপ্তির আশা করে।

হযরত আবূ বকর (রা) এই সুসংবাদটি যেন তিনিই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বাগ্রে অবগত করিতে পারেন এইজন্য মুগীরাকে আল্লাহ্র দোহাই দিয়া অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে, তিনি যেন উহার পূর্বে তাহা প্রকাশ না করেন। মুগীরা (রা) তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন। তিনি কাফেলার নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদেরকে নবী ﷺ দরবারে আগমনের এবং তাঁহাকে অভিবাদনের আদব-কায়দা সম্পর্কে অবহিত করিতে লাগিলেন। এইভাবে যুহর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় তিনি তাহাদের সহিতই কাটাইলেন।

এদিকে আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে ছাকীফ প্রতিনিধি দলের আগমনবার্তা অবহিত করিলেন। খালিদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন 'আস (রা)-এর মাধ্যমে তাহারা নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হয়। তাহারা কিন্তু তাহাদের জাহিলিয়াতের যুগে

আচরিত পদ্ধতি অনুসারেই তাঁহাকে অভিবাদন জানাইল। রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের এক পাশে তাহাদের জন্য একটি তাঁবু খাটাইয়া দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের জন্য যে আহার্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করিতেন তাহা হইতে খালিদ ইব্ন সা'ঈদ (রা) কিছুটা খাইয়া না দিলে তাহারা উহা স্পর্শ করিত না। তাহাদের ইসলাম গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এইরূপই চলিতে থাকে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত আলাপ-আলোচনাকালে তাহারা শর্ত আরোপ করে যে, আগামী তিন বৎসরের জন্য তাহাদের পূজ্য লাত দেবীকে অক্ষত থাকিতে দিতে হইবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাতে সম্মত না হইলে তাহারা এক বৎসরের কথা বলে। তিনি তাহাতেও সম্মত না হইলে তাহারা এক মাসের অব্যাহতি প্রার্থনা করে যাহাতে নিজ সম্প্রদায়ের মূর্খ লোকদের কাছে তাহাদের মুখ রক্ষা হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বাঁধিয়া দিতে সম্মত হন নাই । তবে তিনি তাহাদেরকে তাহাদের আবদারে এতটুকু ছাড় দিতে রাজী হন যে, তাহারা তাহাদের নিজের হাতে ঐ মূর্তিটি ভাঙ্গিবে না, আবূ সুফয়ান ও মুগীরা এই মূর্তিটি ভাঙ্গিবে। সালাতের বিধান হইতেও তাহারা অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ

اما كسر اصنامكم بايديكم فسنعفيكم من ذلك واما الصلوة فلا خير فى دين لا صلوة فيه.

"তোমাদের নিজ হাতে মূর্তি ধ্বংসের ব্যাপারটি হইতে তোমাদেরকে অব্যাহতি দিব, কিন্তু সালাতের ব্যাপারটি ভিন্ন। যে দীনে সালাত নাই, তাহাতে কোন কল্যাণ নাই।"

তাহারা বলিল, ইহা রীতিমত অপমানজনক হইলেও আপনার খাতিরে আমরা তাহা মানিয়া লইতেছি। ইমাম আহমাদ (র)-এর উদ্ধৃত উছমান ইব্ন আবুল আস (রা)-এর বর্ণনা হইতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য একটি মসজিদে ছাকীফ প্রতিনিধি দলের অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যাহাতে তাহাদের অন্তরে কোমলতার সঞ্চার হয়। তিনি তাহাদের আরোপিত শর্তাবলীর বিবরণ দিয়াছেন এইভাবে ঃ

فاشترطوا على رسول الله ﷺ ان لا يحشروا ولا يعشروا ولا يحبوا ولا يستعمل عليهم غيرهم ولا خير فى دين لاركوع فيه.

"তাহারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর শর্ত আরোপ করে যে,

(১) তাহাদেরকে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানে বা যুদ্ধ যাত্রায় বাধ্য করা হইবে না,

(২) তাহাদের উপর 'উশর ধার্য করা হইবে না,

(৩) তাহাদের উপর কর ধার্য করা হইবে না,

(৪) তাহাদের উপর তাহাদের ব্যতীত অন্য কাহাকেও নেতা নিযুক্ত করা হইবে না।

(৫) ঐ ধর্মে কোন কল্যাণ নাই যে ধর্মে রুকূ নাই"।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের ঐ শর্তগুলি সাময়িকভাবে মঞ্জুরও করেন। হযরত জাবির (রা) বর্ণিত রিওয়ায়াতে আছে, তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে শর্ত আরোপ করিয়াছিল যে,

সাদাকা ও জিহাদের বিধি তাহাদের জন্য প্রযোজ্য হইবে না। তাহার ঐ রিওয়ায়াতেই শেষের দিকে আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পরবর্তী কালে বলিতে শুনিয়াছেন ঃ

سيصدقون ويجاهدون اذا اسلموا.

"অচিরেই তাহারা সাদাকা-যাকাতও দিবে এবং জিহাদও করিবে -যখন তাহারা মুসলমান হইয়া যাইবে" (আবূ দাউদ, কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারা, বাবু মা জাআ ফী খাবারিত-তায়েফ)।

অতঃপর তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবূ বকর (রা) যখন লক্ষ্য করিলেন যে, প্রতিনিধি দলের কনিষ্ঠতম সদস্য 'উছমান ইব্‌ন আবুল-আস কুরআন শিক্ষায় অধিকতর আগ্রহী এবং ইতোমধ্যে তিনি দীনের ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন তখন তিনি তাঁহাকেই তাঁহার গোত্রের ইমাম নিযুক্ত করিবার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সুপারিশ করেন। তাঁহার এই সুপারিশের যুক্তিসংগত কারণও ছিল। মূসা ইব্‌ন উকবার বরাতে ইব্‌ন কাছীর সেই কারণটি বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে ঃ

ان وفدهم كانوا اذا اتوا رسول الله ﷺ خلفوا عثمان بن ابى العاص فى رحاهم فاذا رجعوا وسط النهار جاء هو الى رسول الله ﷺ فسأله عن العلم فاستقرأه القران فان وجده نائما ذهب الى ابى بكر الصديق فلم يزل دأبه حتى فقه فى الاسلام واحبه رسول الله ﷺ حبا شديدا.

"যখন তাহাদের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসিত তখন 'উছমান ইব্‌ন আবিল আসকে তাহাদের তাঁবু পাহারায় রাখিয়া আসিত। অতঃপর দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা তাঁবুতে ফিরিয়া যাইত তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসিতেন এবং ইল্‌ম সংক্রান্ত প্রশ্ন করিতেন, তাঁহার নিকট কুরআন শিক্ষাদানের আবেদন জানাইতেন। কোন সময় আসিয়া তাঁহাকে বিশ্রামরত দেখিলে তিনি চলিয়া যাইতেন আবূ বকর সিদ্দীকের নিকট। তাঁহার এইরূপ অভ্যাসের দরুণ তিনি দীনের জ্ঞান অর্জন করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এই জন্য তাহাকে খুব ভালবাসিতেন"।

এই বর্ণনা হইতে কয়েকটি বিষয় জানা গেল ঃ (১) বনূ ছাকীফ মদীনায় অবস্থানকালে সকাল হইতে দ্বিপ্রহরকাল পর্যন্ত নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত থাকিয়া নবী কারীম ﷺ-এর অবস্থাদি প্রত্যক্ষ করিয়া দীন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিত।

(২) তাহাদের তাঁবুতে ফিরিয়া যাওয়ার পর তাঁবুতে প্রহরারত তাঁহাদের কনিষ্ঠতম সদস্য উছমান ইব্‌ন আবিল-আস নবী ﷺ দরবারে আসিয়া দীনী শিক্ষা অর্জন এবং কুরআন মজীদের তিলাওয়াত শিক্ষা করিতেন।

(৩) ধর্ম সম্পর্কে তিনি নবী কারীম ﷺ-কে খুটিয়া খুটিয়া প্রশ্ন করিয়া তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন। এমনকি তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

(৪) প্রতিনিধি দলের সহিত দীর্ঘ সময় কাটাইবার পর বালক 'উছমান ইব্‌ন আবিল-আস আসিবার পরও কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবসর ছিল না। উহাদের বিদায়ের পরও এই তরুণ শিক্ষার্থীর জন্য তাঁহাকে সময় দিতে হইত এবং তিনি প্রসন্ন বদনে তাহা দিতেনও।

(৫) কখনও ক্লান্তিবশত রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্রামে থাকিলেও তরুণ শিক্ষার্থীটির বিদ্যাভ্যাসে ছেদ পড়িত না। তিনি তখন ছুটিতেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের নিকট এবং যথারীতি তাহার জ্ঞানান্বেষণ চালাইয়া যাইতেন।

(৬) তাঁহার এই প্রশংসনীয় অভ্যাসের দরুণ তিনি যেমন একদিকে দীনের বুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হন, তেমনি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ এবং তাঁহার প্রধান ও বিশ্বস্ততম সাহাবীর নজরেও তিনি তাঁহার স্বগোত্রের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হন এবং আবূ বকর (রা) তাঁহাকে তাহাদের ইমাম নিযুক্ত করিবার জন্য নবী ﷺ দরবারে সুপারিশ করেন।

বলা বাহুল্য, হযরত আবূ বকর (রা)-এর এই সুপারিশ নবী ﷺ দরবারে মঞ্জুরও হয় এবং তিনি এই সর্বকনিষ্ঠ সদস্যকেই তাহাদের ইমাম নিযুক্ত করেন। ইমাম আহমাদ (র) স্বয়ং উক্ত 'উছমান ইব্‌ন আবুল-আসের বরাতে বর্ণনা করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আমার কওমের ইমাম নিযুক্ত করুন! সেমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে ইমাম নিযুক্ত করিতে গিয়া বলেন ঃ

انت امامهم فاقتد باضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا.

"তুমিই তাহাদের ইমাম; তাহাদের দুর্বলতম ব্যক্তির পরিমাপে ইমামত করিবে; আর এমন একজন মুআয্‌যিন নিযুক্ত করিয়া লইবে, যে তাহার আযানের জন্য মজুরী নিবে না।" আবূ দাউদ এবং তিরমিযী ইব্‌ন মাজাও ভিন্ন ভিন্ন সনদে উক্ত হাদীছখানা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

ইব্‌ন ইসহাকের উদ্ধৃত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঐ সময় তাঁহাকে প্রদত্ত উপদেশবাণীটি ছিল এইরূপ ঃ

يا عثمانه تجوز بالصلوة واقدر الناس باضعفهم فان فيهم الكبيرو الصغير والضعيف وذالحاجة.

'হে ' উছমান! সালাত সংক্ষিপ্ত করিবে, সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তিটিকে দিয়া তাহাদের ধৈর্যের পরিমাপ করিবে। কেননা তাহাদের মধ্যে থাকিবে বয়োবৃদ্ধ, শিশু, দুর্বল এবং প্রয়োজন ব্যস্ত মানুষ।"

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে বিদায় দানকালে সর্বশেষ যে উপদেশটি দেন তাহা হইল ঃ

فاذا صليت بقوم فخفف بهم حتى وقت لى اقرأ باسم ربك الذى خلق واشباهها من القران.

"যখন তুমি কোন সালাতে জামা'আতের ইমামত করিবে তখন তাহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সহজ করিবে, এমনকি তিনি আমাকে ইকরা বিস্‌মি রব্বিকাললাযী খালাকা ও উহার অনুরূপ সূরাগুলির কিরাআত নির্ধারিত করিয়া দেন।" মুসলিমও এই রিওয়ায়াত ভিন্ন সূত্রে গ্রহণ করিয়াছেন।

আহমাদ (র) ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ মূসা ইব্‌ন তাল্‌হা সূত্রে ঐ হাদীছের শেষের দিকে অতিরিক্ত রিওয়ায়াত করিয়াছেন ঃ فاذا صلى وحده فليصل كيف يشاء

"সে (ইমাম) যখন একাকী নামায পড়িবে তখন তাহার ইচ্ছামত (দীর্ঘ) পড়িবে।"

বনূ ছাকীফের উক্ত প্রতিনিধি দল এবং তাহাদের ইমাম 'উছমান ইব্ন আবিল-আসের কল্যাণে গোটা উম্মতের ইমামগণ এই মহান শিক্ষা লাভ করিলেন এবং এইভাবে এই উম্মতের দুর্বলগণ এক বিরাট রহমত ও ইহ্সান লাভ করেন।

মূসা ইব্ন উকবার বর্ণনা হইতে জানা যায়, ছাকীফ প্রতিনিধি দল বিশেষত তাহাদের অন্যতম নেতা কিনানা ইব্ন আবদ ইয়ালীল সূদ, ব্যাভিচার এবং মদ সম্পর্কে ছাড় চাহিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এগুলির প্রত্যেকটিই হারাম এবং জঘন্য বলিয়া জানান। অবশেষে সবকিছুই মানিয়া লইয়া তাহারা ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইব্ন সা'ঈদের মাধ্যমে তাহাদেরকে একটি নিরাপত্তা পত্র লিখাইয়া দেন—যাহার বর্ণনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রাবলী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

মূর্তি ধ্বংস সম্পর্কে প্রতিনিধ দল আশঙ্কা প্রকাশ করে যে, উহাকে ধ্বংসের পরিকল্পনার কথা আঁচ করিতে পারিলে সে সর্বনাশী রূপ পরিগ্রহ করিয়া সকলকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। হযরত উমার (রা) এই মূর্খতাব্যঞ্জক কথার জন্য গোত্রপতি আবদে ইয়ালীলকে তিরস্কার করেন। তাহারা ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলে, খাত্তাব তনয়! আমরা তোমার কাছে আসি নাই। তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে, আপনিই বরং ইহার ধ্বংসের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, ঠিক আছে, আমি এইজন্য লোক পাঠাইব। সেমতে হযরত মুগীরা তথায় গমনপূর্বক গাইতি দিয়া মূর্তিটি সম্পূর্ণ ধ্বংসের পর উহার ভিত পর্যন্ত মাটি খুঁড়িয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া দেন। আবূ সুফ্য়ানকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার সাথে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ মূর্তি হইতে প্রাপ্ত সোনাদানা ও মূল্যবান বস্তু হইতে ছাকীফ গোত্রের প্রথম শহীদ হযরত উরওয়া ইব্ন মাসঊদ (রা) ও তাঁহার মৃত পুত্রের ঋণ শোধ করা হয়।

প্রতিনিধি দল স্বগোত্রে ফিরিয়া গিয়া সমস্ত সংবাদ তাহাদেরকে অবহিত করিলে প্রথমে উহারা তাহা মানিয়া লইতে না পারিয়া কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিলেও শেষ পর্যন্ত সকলেই চুপ হইয়া যায়। ধীরে ধীরে সমস্ত গোত্রই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫ খ., পৃ. ২৭-৩১)।

ছাকীফ প্রতিনিধি দলের পিছনে তাবলীগী মেহনত

ছাকীফ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পিছনে যে কেবল রাজনৈতিক আধিপত্য, অর্থনৈতিক অবরোধ ও চাপই সক্রিয় ছিল এমনটি নহে। তাহাদের পিছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাবলীগী মেহনত ও ঐকান্তিকতারও বিশেষ অবদান ছিল। তাহাদেরকে মসজিদ বা মসজিদেরই পাশে অবস্থান করান, দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাহাদেরকে নিজের সহিত রাখিয়া কথাবার্তা বলা এবং ইসলামের সৌন্দর্য প্রদর্শন, এমনকি দ্বিপ্রহরের পর যখন সাধারণত তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করিতেন সেই সময়টুকুতেই ছাকীফের কনিষ্ঠতম সদস্যকে কুরআন ও মাসআলাদি শিক্ষাদান ইত্যাদি তাহারই প্রমাণ বহন করে। আবূ দাউদ শরীফের এক বর্ণনা হইতে জানা যায়, তিনি 'ইশার নামাযান্তে—যাহা সাধারণত তাঁহার নিদ্রার সময় ছিল— ছাকীফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের অবস্থানস্থলে গিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের সহিত আলাপ করিতেন। মক্কী জীবনে নবী কারীম ﷺ কুরায়শদের হাতে যে সমস্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং মদনী জীবনে বাধ্য হইয়া যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছেন ঐগুলির অবস্থা বর্ণনা করিতেন এবং সুযোগমত তাবলীগী কথা-বার্তাও বলিতেন (ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, শায়খ মুহাম্মদ ইসমাঈল পানিপথী, পৃ. ৩৪৯, ই.ফা. প্রকাশিত, ২০০৪ খৃ.)।

ইসলাম ও ইসলামের নবী সম্পর্কে তাহাদের মনে কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝি থাকিয়া থাকিলে তাহা দূর করিয়া ইসলাম গ্রহণের জন্য তাহাদেরকে উদ্বুদ্ধ করাই যে তাঁহার এই সমস্ত ক্লেশ বরণের পিছনে সক্রিয় ছিল তাহা সহজেই বোধগম্য। কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে পরাজিত করিয়া বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করাই যদি উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাহাদের পিছনে এত শ্রমদানের কোনই প্রয়োজন ছিল না।

আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়, মসজিদ প্রাঙ্গণেই তাঁবু গাড়িয়া অবস্থানকারী উক্ত ছাকীফ প্রতিনিধি দলের মধ্যে যখন বলাবলি হইতে লাগিল, মুহাম্মাদ তো আমাদেরকে তাঁহার রিসালাতের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য আহ্বান জানান, কিন্তু নিজের খুতবায় তাহা উল্লেখ করেন না, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন ঃ "আমি সর্বাগ্রে সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি আল্লাহর রাসূল।" অর্থাৎ তিনি তাহাদের এইরূপ খুঁটিনাটি আপত্তিকেও গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন এবং যথারীতি উহা নিরসনের মাধ্যমে তাহাদের ধ্যান-ধারণাকে স্পষ্ট করিয়া তোলার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা বে-পরোয়া মনোভাব পোষণ করেন নাই—ছাকীফ প্রতিনিধি দলের সহিত তাঁহার নবী ও রাসূল পরিচিতিই স্বরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে—ইহাতে শাসক বা প্রভুসুলভ কঠোরতা বা উন্নাসিকতার বিন্দুমাত্র স্থান ছিল না।

আহকাম

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র) ছাকীফ প্রতিনিধি দলের আগমনের বর্ণনা হইতে প্রাপ্ত শিক্ষাবলী ও শরীয়তের বিধান সম্পর্কে লিখেন। ছাকীফ প্রতিনিধি দলের আগমনের বর্ণনায় শরীয়তের অনেক আহকাম নিহিত। সেইগুলি হইল ঃ

(১) দারুল হারবের কোন অধিবাসী যদি তাহার স্ব-জাতির প্রতি বিদ্রোহী হইয়া ধন-সম্পদসহ মুসলমানদের সহিত আসিয়া মিলিত হয় তাহা হইলে মুসলমানদের নেতা তথা ইসলামী সরকার সেই ধন-সম্পদে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না। সেই ধন-সম্পদ বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহাকে এইজন্য দায়ী করা হইবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুগীরা ইবন শু'বাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমার ইসলাম তো আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য, তোমার সম্পদে আমাদের কোন কাজ নাই।

(২) কাফিরদেরকে মসজিদে অবস্থান করিতে দেওয়া যায় যদি তাহাদের ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা থাকে এবং তাহাদেরকে কুরআন শারীফ শুনান এবং ইসলামী ইবাদতের সৌন্দর্য প্রদর্শন উদ্দিষ্ট হয়।

(৩) দাওয়াতের উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(৪) কোন সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের অধিকতর উপযুক্ত সে-ই হইবে যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অধিকতর অবগত।

(৫) শিরকের স্থানসমূহ ধ্বংস করা জায়েয। কবরের উপর নির্মিত দর্শনীয় ইমারতসমূহের ব্যাপারেও ইহা প্রযোজ্য।

(৬) পরিত্যক্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া ঐ স্থানে মসজিদ নির্মাণ জায়েয।

(৭) তা'আব্বুয তথা আউযুবিল্লাহ পাঠপূর্বক শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা এবং থুক দেওয়াতে নামায ভঙ্গ হয় না, বরং ইহা নামাযের পূর্ণতা বিধায়ক (যাদুল-মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৪১৪-১৫, মুফতী আযীযুর রহমান অনূদিত উর্দূ ভাষ্য)।

১২. বনূ আসাদ গোত্রের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

নবম হিজরীর প্রথমভাগে দশ সদস্যের বনূ আসাদ প্রতিনিধি দল মদীনায় নবী ﷺ দরবারে আগমন করে। কুরায়শদের সহিত মিলিত হইয়া উহারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ চালাইত। হাদরামী ইব্ন আমির, দিরার ইবনুল আযওয়ার, ওয়াবিসা ইব্ন মা'বাদ, কাতাদা ইবনুল কায়িফ, সালামা ইব্ন হুবায়শ, তুলায়হা ইব্ন খুওয়ায়লিদ, নাফাদাহ্ ইব্ন আবদিল্লাহ্ প্রমুখ দশ সদস্যবিশিষ্ট এই প্রতিনিধি দলটি আগমনের পূর্বেই তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু আরবদের মজ্জাগত অহংকার তখনও তাহাদের মধ্যে সক্রিয় ছিল। তাই নবী ﷺ দরবারে পৌঁছিয়াই দলপতি হাদরামী ইব্ন আমির রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুনাইয়া দিলেন ঃ

يا رسول الله انا اتيناك نتدرع الليل البهيم فى سنة شهباء ولم تبعث علينا بعثا.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! বিভীষিকাময় কাল রাত্রির বর্ম পরিহিত অবস্থায় এক খরা পীড়িত বৎসরে আমরা আপনার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের বিরুদ্ধে আপনার কোন বাহিনী প্রেরণ করা হয় নাই"।

অর্থাৎ আমাদের এই আগমন একান্তই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, কোন বাহিনীর তাড়া খাইয়া ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় আমরা আসি নাই— যাহা অন্যদের ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে। তাহার ভাবখানা যেন ছিল, আমাদের এই আগমনে আপনি ধন্য হইয়া গিয়াছেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কুরাযী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাহাদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি সম্পর্কেই নাযিল করেন ঃ

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا قُلْ لاَّ تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

"উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না, বরং আল্লাহই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদেরকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও" (৪৯ ঃ ১৭)।

বানুর-রাতিয়্যা নামক শাখা কবীলার লোকজনও তাহাদের সাথে ছিল। উহাতে রুক্ষতা বা কঠোরতার অর্থ নিহিত থাকায় নবী কারীম ﷺ বনূ রুশদা (সুমতিপ্রাপ্ত গোত্র) নামে তাহাদের নামকরণ করিয়া দেন। 'তাবাকাতে' বানুর রাতিয়্যা স্থলে 'বানুয্ যানিয়্যা' শব্দ রহিয়াছে। অনুরূপ পূর্বোক্ত প্রতিনিধি দলের নামে 'নাফাদাহ্' স্থলে নাকাদাহ্ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

নবী কারীম ﷺ নাফাদাহ-এর নিকট এমন একটি উষ্ট্রী লইয়া আসিতে বলেন যাহা সহজে আরোহণীয় এবং শাবক ছাড়াই সহজে দোহনযোগ্য। কিন্তু নাফাদাহ অনেক খোঁজাখুজি করিয়াও তাহা যোগাড় করিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে সিনান ইব্ন যুহায়র নামক তাঁহার এক চাচাত ভাইয়ের নিকট এইরূপ একটি উষ্ট্রী পাওয়া গেল। নাফাদাহ্ তাহাই আনিয়া রাসূলুল্লাহ

ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত করিলেন। তিনি তাঁহাকে উহা দোহন করিতে বলিলেন। নাফাদাহ সেই মতে দুধ দোহন করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পেশ করিলে তিনি নিজে উহা পান করিয়া দোহনকারী নাফাদাহকে উহার অবশিষ্টাংশ পান করিতে দিলেন এবং দু'আ করিলেন ঃ اللهم بارك فيها وفيمن منحها "হে আল্লাহ! আপনি উহাতে বরকত দিন এবং যে উহা দান করিয়াছে তাহাকেও বরকত দান করুন!"

তখন নাফাদাহ বলিলেন ঃ

يا رسول الله وفى من جاء بها "ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এবং যে উহা লইয়া আসিয়াছে তাহাকেও।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, "এবং যে উহা লইয়া আসিয়াছে তাহাকেও" (দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৭৯; তাবাকাত, ২খ., ১ম স., পৃ. ২৯২)।

ঐ প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তিনটি ব্যাপারে প্রশ্ন করে ঃ (১) ইয়াফাহ্ পক্ষীয় মাধ্যমে ভালমন্দ নির্ধারণ, (২) কুহানাহ্— গণকের গণনার মাধ্যমে ভবিষ্যত সম্পর্কে ধারণা অর্জন, (৩) কঙ্কর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়— ইহাতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে অনেকগুলি বস্তুর মধ্যে কোন একটি বস্তু কঙ্কর নিক্ষেপের দ্বারা নির্ধারিত করিয়া লওয়া, অর্থাৎ যে বস্তুটির উপর কঙ্কর পড়িবে ক্রেতা তাহারই মালিক হইয়া যাইবে। অথবা একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতা তাহার কঙ্কর ছুড়িয়া মারিবে। যতদূর পর্যন্ত উহা যাইবে, ততটুকু জায়গার মালিক সে হইয়া যাইবে। ঐগুলি জাহিলী যুগে প্রচলিত ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এইগুলি হইতে তাহাদেরকে বারণ করেন। তাহারা রামাল বিদ্যা সম্পর্কেও তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলেন, উহা কোন এক নবীর শিক্ষা ছিল। ইহার সুযোগ এখন আর নাই (উয়ূনুল আছার, ৬খ., পৃ. ২৫০-১; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪৩৮-৯)।

উক্ত প্রতিনিধি দলের সদস্য তুলায়হা হযরত আবূ বকরের আমলে নবূওয়ত দাবি করিয়াছিল, অবশ্য তওবা করিয়া সে পুনরায় ইসলামে ফিরিয়া আসে।

১৩. বাহ্রা প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

ইব্‌ন সা'দ বলেন, দুবা'আ বিনতুয্ যুবায়র ইব্‌ন আবদিল মুত্তালিব বলেন, ইয়ামানের বাহ্রা গোত্রের ১৩ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল নবী ﷺ দরবারে আগমন করে। প্রথমে তাহারা মিকদাদ (রা)-এর দ্বারপ্রান্তে আসিয়া তাহাদের সওয়ারী থামায়। তিনি তখন বনূ জাযীলার মহল্লায় বসবাস করিতেন। তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদেরকে স্বাগতম জানান এবং নিজ বাড়ির একটি ঘরে তাহাদেরকে স্থান দেন। তারপর তাহারা নবী দরবারে যান।

মিকদাদ তনয়ার বর্ণনা হইতে জানা যায়, তাহাদের আগমনের পূর্বেই মিকদাদ (রা) একটি বড় পাত্রে খেজুর ও পনীর নির্মিত সুস্বাদু 'হায়স' তৈয়ার করিয়াছিলেন। তিনি উহা অতিথিগণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তাহারা অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে উহা আহার করেন। উহার অবশিষ্ট অংশ একটি পেয়ালায় করিয়া আমরা আমাদের দাসী সিদরার মাধ্যমে নবী কারীম ﷺ-এর জন্য প্রেরণ করি। তিনি তখন হযরত উম্মে সালামার গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। উহা দেখিয়াই তিনি বলিলেন, দুবা'আ কি উহা পাঠাইয়াছে? আচ্ছা, রাখিয়া যাও। তারপর তিনি ঘরে আগত মেহমানদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর উপস্থিত সকলকে লইয়া তৃপ্তির সহিত উহা খাইলেন। সিদরাও

তাঁহাদের সাথে খাইল। তারপর উহার অবশিষ্টাংশ সিদরাকে দিয়া বলিলেন ঃ লইয়া যাও, মেহমানদেরকে উহা দ্বারাই আপ্যায়িত করিও।

সিদরা বলেন, আমি ঐ অবশিষ্ট হায়স লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেলাম এবং যতদিন ঐ মেহমানরা ছিলেন উহা দ্বারাই তাহাদেরকে আপ্যায়ন করিলাম, কিন্তু উহার পরিমাণ একটুও হ্রাস পাইল না।

মেহমানগণ হযরত মিকদাদ (রা)-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন, এমন সুস্বাদু খাবার তাহারা জীবনে খান নাই। হযরত মিকদাদ (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হাতের বরকতে উহা এত সুস্বাদু ও বরকতপূর্ণ হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, সত্য সত্যই তিনি আল্লাহ্র রাসূল। ফলে তাহাদের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করিয়া তাঁহারা দীনের প্রয়োজনীয় মাস্আলাদি শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহাদের প্রস্থান কালে অন্যান্য প্রতিনিধি দলের মত তাঁহাদেরকেও উপঢৌকন ও পাথেয়াদি প্রদান করেন (আসাহ্হুস্ সিয়ার, পৃ. ৪৩৯-৪০)।

বনূ ফাযারা প্রতিনিধি দলের আগমন

এই গোত্রটি অত্যন্ত দুর্ধষ, শক্তিশালী ও বিদ্রোহী প্রকৃতির ছিল। উয়ায়না ইব্ন হিসন (حصن) এই গোত্রের লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাবূক যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর উক্ত গোত্রের চৌদ্দ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল জীর্ণশীর্ণ সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া তাঁহার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের দেশের অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন (যুরকানী, ৪খ., পৃ. ৫২)। জবাবে তাহারা বলিল ঃ

يا رسول الله أسنتت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدب جنابنا وغرث عيالنا فادع لنا ربك.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দেশ উজাড় হইয়া গিয়াছে। আমাদের পশু সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আমাদের বাগ-বাগিচা বিরান হইয়া গিয়াছে। আমাদের পরিবারবর্গ শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদের জন্য আপনার প্রতিপালকের দরবারে দু'আ করুন"।

فصعد رسول الله ﷺ المنبر ودعا فقال اللهم اسق بلادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا مطبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء.

"অতএব রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারে আরোহণ করিয়া দু'আ করিলেন, হে আল্লাহ! তোমার রহমতের বৃষ্টি, উপাদেয় বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তোমার জনপদকে সিক্ত কর, তোমার বান্দাদেরকে— আমাদেরকে ও পশু পাখীকে তৃপ্ত কর, বাগ-বাগিচাকে শস্যশ্যামল ও ফলবতী কর। আশু বৃষ্টি, অনেক পরে নহে। রহমতের বৃষ্টি— আযাব গযব বা ধ্বংসের প্রলয়ঙ্করী বৃষ্টি নহে— যাহা ডুবাইয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়। হে আল্লাহ্! আমাদের উপর বর্ষণ করুন এবং আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন"!

সীরাতবিদগণ বর্ণনা করেন ঃ

فمطرت فما رأوا السماء ستا فصعد رسول الله ﷺ المنبر فدعا فقال اللهم حوالينا ولا علينا على الآكام والظراب وبطون الأودية.

"তারপর সেই যে মুষল ধারায় বৃষ্টিপাত শুরু হইল আর থামিতে চাহে না। ছয়দিন পর্যন্ত লোকজন আকাশ দেখিতে পাইল না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় মিম্বারে আরোহণ করিয়া দু'আ করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমাদের আশেপাশে চতুর্দিকে বর্ষণ করুন, আমাদের উপর নহে। পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, পাথুরে ভূমি ও প্রান্তরে বর্ষণ করুন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৯৮)।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও দু'আতে হাত উঠাইতেন না, কিন্তু ইসতিসকার দু'আতে তিনি হাত এতই উর্ধ্বে তুলিয়া দু'আ করিলেন যে, তাঁহার বগলের শুভ্রতা স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল (মুফতী আযীযুর রহমান অনূদিত গ্রন্থ, ইহার বরাত হইতেছে, ৩খ., পৃ. ৪২৬)।

উক্ত প্রতিনিধি দলটি নবম হিজরীতে আসিয়াছিল এবং ইসলামের স্বীকারোক্তিসহই তাহারা আগমন করিয়াছিল। দলে খারিজা ইব্ন হিসন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন হিসনও ছিলেন। ইহারা ছিলেন 'উয়ায়না ইব্ন হিসনের ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র— যাহার কথা গাবার যুদ্ধ, খায়বার যুদ্ধ ও হুনায়ন যুদ্ধ প্রসঙ্গে বারবার আসিয়াছে। ইহারা সকলে বিনতুল হারিছের ঘরে আসিয়া উঠিয়াছিলেন (আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৪৭৭-৮)।

উক্ত প্রতিনিধি দলের সদস্য কায়স ইব্ন হিসনের পুত্র হারিছ নামে আসাহ্হুস সিয়ারে উল্লিখিত হইলেও তাবাকাত-এ ইবন সা'দ তাঁহার নাম হুর ইব্ন কায়স উল্লেখ করিয়াছেন (তাবাকাত, ফাযারা প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গ, ১খ., পৃ. ২৯৭)।

১৪. বনূ মুররা প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

ইব্ন সা'দ (র) ওয়াকিদীর বরাতে বর্ণনা করেন, নবী কারীম ﷺ-এর তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই নবম হিজরীতে মুররা গোত্রের তের সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল তাঁহার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হয়। হারিছ ইব্ন 'আওফ এই দলে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের প্রত্যেককে দশ উকিয়া হিসাবে রৌপ্য উপঢৌকনস্বরূপ দান করেন। হারিছ ইব্ন আওফকে দান করেন বার উকিয়া। প্রতিনিধি দল তাহাদের এলাকায় খরা ও আকালের অনুযোগ করিলে তিনি তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন ঃ اللهم اسقهم الغيث.

"হে আল্লাহ! উহাদেরকে বৃষ্টিতে সিক্ত করুন"।

অতঃপর তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে দেখিতে পাইলেন, সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং ঐ বৃষ্টিপাত হইয়াছে ঠিক সেই দিন যেদিন আল্লাহ্র রাসূল ﷺ দু'আ করিয়াছিলেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৮০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ., পৃ. ৮৯)।

তাবাকাতে সুনির্দিষ্টভাবে হযরত বিলাল (রা)-এর কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

وامر بلالا ان يجزهم.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলালকে তাহাদেরকে উপঢৌকন দিতে আদেশ করিলেন"।

তখন তিনি তাহাদেরকে উপঢৌকন দিলেন। ঐ বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে আওফ-তনয় হারিছকে তাহাদের নেতারূপে উল্লেখ করিয়া তাহারা যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পাইয়াছিলেন উহারও উল্লেখ করা হইয়াছে এইভাবে ঃ

رأسهم الحارث بن عون فقالوا يا رسول الله انا قومك وعشيرتك ونحن قوم من بنى لؤى بن غالب.

"তাহাদের নেতৃত্বে ছিলেন হারিছ ইব্ন আওফ। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনারই স্বজাতি, স্ববংশের লোক। আমরা বনূ লুওয়াই ইব্ন গালিবের বংশধর।"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি দেন এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে তাহারা কোথায় রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহাদের কী অবস্থা ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করেন। তখন তাহারা তাহাদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাদের জন্য পূর্বোল্লেখিত দু'আ করেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৯৭-৮; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৮০)।

১৫. বনূ উয্রাহ্ প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

ইয়ামানের উয্রা গোত্রের বার সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল নবম হিজরীর সফর মাসে নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি তাহাদেরকে আহলান ও মারহাবা বলিয়া স্বাগতম জানান। তাহারা জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কিসের দিকে আহ্বান জানাইয়া থাকেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি এক লা-শরীক আল্লাহ্র ইবাদত এবং আমার রিসালাতের দিকে আহ্বান জানাইয়া থাকি। সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য আল্লাহর রাসূলরূপে আমি প্রেরিত হইয়াছি। ইহার সাক্ষ্য তোমাদেরকে দিতে হইবে।

এই গোত্রের লোকজনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বপুরুষ কুসাই-এর বৈপিত্রেয় ভাইয়ের বংশধররূপে নিজেদের পরিচয় দিয়া তাঁহার নিকটাত্মীয় হিসাবে সহানুভূতি লাভের প্রয়াস পায়। জবাবে তিনি বলেন ঃ আমি তো চিনিতে পারিলাম না, তবুও তোমাদেরকে স্বাগতম। তাহারা বলে, আমরাই কুসাই-এর সহিত মিলিত হইয়া খুযা'আ ও বনূ বকর গোত্রকে মক্কাভূমি হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলাম। এই দলে ছিলেন হামযা ইব্ন নু'মান আল-উযরী মালিকের দুই পুত্র সুলায়ম ও সা'দ, মালিক ইব্ন আবী রিবাহ প্রমুখ গোত্রপতি। তাহারা রামলা বিনত হারিছের ঘরে আসিয়া উঠেন, তারপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করিতে যান। সাক্ষাতকালে তাহারা জাহিলিয়াতের পদ্ধতি অনুসারে তাঁহাকে অভিবাদন জানায়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঃ ইসলামী পদ্ধতিতে অভিবাদন জানাইতে তোমাদের বাধা কোথায়? জবাবে তাহারা জানায়, নিজেদের প্রথাপদ্ধতি হইতে বিমুখ হইয়াই তাহারা আসিয়াছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হইতে ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়া তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে এবং কয়েক দিন মদীনায় বসবাস করিয়া স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন করে। প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তাহারা জানান যে, তাহারা মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং এখন হইতে সর্বদা তাঁহার সাহায্যকারীরূপেই থাকিবেন। এই সময় তাহারা আরও বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ব্যবসা-ব্যাপদেশে আমরা শামদেশে গিয়া থাকি— যেখানে সম্রাট হিরাক্লিয়াস বসবাস করেন। তাহার ব্যাপারে কি আপনার নিকট কোন ওহী নাযিল হইয়াছে?

জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে জানান, শাম মুলুক তথা তদানীন্তন বৃহত্তর সিরিয়া, জর্ডান, ফিলিস্তীন অচিরেই মুসলমানদের হস্তগত হইবে এবং ঐ খৃস্টান সম্রাট সেখান হইতে পলায়ন করিবে। এই সময় ইসলামের অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব সম্পর্কে তাহাদেরকে অবহিত করার সাথে সাথে গণকদের নিকট ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে এবং তাহাদের যবেহকৃত পশুর গোশত খাইতে বারণ করেন। তিনি জানান, একমাত্র ঈদুল আযহার কুরবানী ছাড়া আর কোনরূপ কুরবানী দিতে হইবে না। দেশে ফিরিবার সময় তিনি তাহাদেরকে যথারীতি উপঢৌকনাদি দিয়া বিদায় করেন (যাদুল-মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৪৮-৯; আসাহ্হুস্ সিয়ার, ৪৪০-১; সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ১৩৪-৫; তাবাকাত, ১খ., প্রথমাংশ, পৃ. ৩৩১-৩২)।

১৬. সুদা অঞ্চলের প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

অষ্টম হিজরীতে জি'ইররানা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাজির ইব্ন উমায়্যাকে সান্'আর দিকে, যিয়াদ ইব্ন লাবীদকে হাদরামাওতের দিকে এবং কায়স ইব্ন সা'দ ইব্ন উবাদা খাযরাজীকে চারিশত সঙ্গীসহ কানাতের দিকে রওয়ানা করেন। শেষোক্ত কায়স ইব্ন সা'দেকে তিনি সাদা রঙের একটি বড় পতাকা ও কাল রঙের কয়েকটি ছোট ছোট পতাকা দিয়া এই মর্মে নির্দেশ দেন যে, ইয়ামানের সুদা' এলাকা দিয়া যেন তিনি অবশ্যই অতিক্রম করেন (উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২৫৪)।

সুদাবাসী এক ব্যক্তি এই অভিযানকারী দলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করিলে তাহাকে তাহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়। তখন ঐ ব্যক্তি দৌড়াইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়া হাযির হয় এবং আরয করে ঃ

جئتك وافدا على من درائى فاردد الجيش وانا لك بقومى.

"আমি আমার পশ্চাতে থাকা গোত্রের প্রতিনিধিরূপে আপনার খিদমতে উপস্থিত হইয়াছি। সুতরাং আপনি আপনার বাহিনীকে ফিরাইয়া আনুন। আমি আমার সম্প্রদায়ের যিম্মাদার রহিলাম। তাহাদেরকে লইয়া আমি আপনার খেদমতে উপস্থিত হইব"।

তখন রাসূলুল্লাহ (স) ঐ বাহিনীকে ফিরাইয়া লইয়া আসেন। অতঃপর ঐ গোত্রের পনেরজন লোকসহ ঐ ব্যক্তি মদীনায় আসিয়া উপস্থিত হন। তাহারা হযরত সা'দ ইব্ন 'উবাদার এখানেই আসিয়া উঠেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হইয়া সকলে একযোগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যখন তাহারা স্ব-সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়া গেলেন তখন সেখানে ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বিদায় হজ্জের সময় তাহাদের মধ্যকার এক শত ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত শামিল হইয়াছিলেন।

সামরিক বাহিনীকে ফিরাইয়া লওয়ার জন্য অনুরোধকারী এবং পরবর্তীতে সুদা প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বকারী উক্ত ব্যক্তিটি ছিলেন যিয়াদ ইব্ন হারিছ আস-সুদাঈ। প্রতিনিধি দলসহ তাঁহার নবী ﷺ দরবারে উপস্থিতির সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ

يا اخا صداء انك مطاع فى قومك.

"হে সুদাঈ ভাইটি! তুমি তোমার সম্প্রদায়ের খুবই বরেণ্য ব্যক্তি।"

জবাবে তিনি বলেন, بلى من الله ورسوله "হাঁ, ইহা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের অনুগ্রহ"। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার সম্মতি লইয়া তাহাকে তাহার গোত্রের আমীর নিযুক্ত করিয়া একখানি নিযুক্তি পত্র দান করেন। এই সময় তাহার আবেদনক্রমে তিনি তাহাকে তাহার কওমের যাকাতের একাংশ বরাদ্দের বরাদ্দপত্রও লিখিয়া দেন। সুদাঈর বর্ণনামতে, এই সমস্ত ঘটনা একটি সফরের মধ্যবর্তী মনযিলে ঘটিয়াছিল।

তিনি আরও বলেন, আমি ছিলাম একজন শক্ত সুঠাম পুরুষ। তাই অন্যান্যরা সফরকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ হইতে দূরে দূরে ছিটকাইয়া পড়িলেও আমি সর্বক্ষণ তাঁহার সাথে সাথে থাকিতাম। একবার সফরে পথ চলিতে চলিতে ভোর হইয়া গেলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। আমি উটের উপর হইতেই আযান দিলাম। তারপর আবার পথ চলিতে লাগিলাম। এক স্থানে পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহন হইতে অবতরণ করিয়া প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেন। তারপর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার নিকট পানি আছে কি? আমি বলিলাম, অল্প একটু পানি আছে। বলিলেন ঃ লও দেখি! আমার নিকটে যাহা একটু পানি ছিল তাহার সবটুকুই তাঁহার পাত্রে ঢালিয়া দিলাম। ততক্ষণে অন্য সাথীরাও আসিয়া পৌঁছিয়া গেলেন। তিনি তাঁহার পবিত্র হস্ত সেই পানির উপর রাখিতেই, আমি লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার পবিত্র আঙ্গুলগুলির ফাঁক দিয়া ঝর্ণাধারার মত অঝোর ধারায় পানি নির্গত হইতেছে। তিনি উযূ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, সকলকে ডাক এবং যাহাদের উযুর প্রয়োজন তাহারা যেন উযূ সারিয়া লয়। দেখিতে দেখিতে সকলেরই উযূ সম্পন্ন হইল, ইহার পর বিলাল আসিয়া ইকামত দিতে উদ্যত হইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ

ان اخا صداء قد اذن ومن اذن فهو يقيم.

"সুদাঈ ভাইটি আযান দিয়াছে। আর যে আযান দিয়াছে সেই ইকামত দিবে"।

অতএব আমি ইকামত দিলাম আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে লইয়া জামা'আতে সালাত আদায় করিলেন।

ইহার পর তিনি একটি মনযিলে অবতরণ করিলে লোকজন তাহাদের উপর নিযুক্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশাসকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, জাহিলিয়াতের যুগের তাঁহার ও আমাদের মধ্যকার একটি বিরোধের জের হিসাবে তিনি আমাদেরকে উৎপীড়ন করিতেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার সাহাবীগণের দিকে তাকাইয়া বলিলেন ঃ আমার তাহাদের মধ্যে বর্তমান থাকা অবস্থায়ই? তারপর তিনি বলিলেন ঃ

لا خير فى الامارة لرجل مؤمن.

"মু'মিন ব্যক্তির জন্য আমীর হওয়ার মধ্যে কল্যাণ নাই।"

তখন ঐ কথাটি আমি আমার মনে গাঁথিয়া লই। ইহার পর এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিলে তিনি বলিলেন ঃ

من سئل الناس عن ظهر غنى فصداع فى الرأس وداء فى البطن.

"যে ব্যক্তি প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও যাচ্ঞা করে তাহা তাহার জন্য মাথা ব্যথা ও পেটের পীড়া স্বরূপ"।

তখন সেই ব্যক্তি বলিল, সাদাকাত বা যাকাত হইতেই কিছু দান করুন। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ

ان الله لم يرض فى الصدقات يحكم نبى ولا غيره حتى حكم فيها فجزاها ثمانية اجزاء فان كنت من تلك الاجزاء اعطيتك.

"আল্লাহ তা'আলা যাকাতের ব্যাপারে তাঁহার নবী বা অন্য কেহ বিধান প্রদান করুক উহা পসন্দ করেন না। তিনি নিজে উহা আটটি খাতে বিভক্ত করিয়াছেন, তুমি যদি ঐ খাতসমূহের অন্তর্ভুক্ত হও তাহা হইলে আমি তোমাকে উহা প্রদান করিব।"

সুদাঈ বলেন, এই কথাটিও আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিল। কারণ আমি সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নিকট সম্পদ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। সুদাঈ বলেন, অতঃপর নামাযান্তে আমি আমাকে প্রদত্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর্যুক্ত পত্র দুইখানি লইয়া আসিয়া আরয করিলাম, এই দুইটি ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন, কেন, তোমার আবার কী হইল? আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি, মু'মিন ব্যক্তির জন্য আমীর হওয়ার মধ্যে মঙ্গল নাই। আর আমি আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করি। আমি আপনাকে যাচ্ঞাকারীর উদ্দেশ্যে বলিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি অর্থবিত্ত থাকা সত্ত্বেও লোকের নিকট যাচ্ঞা করে উহা তাঁহার জন্য মাথাব্যথা ও পেটের পীড়াস্বরূপ। আর আমি বিত্তশালী হওয়া সত্ত্বেও আপনার নিকট যাচ্ঞা করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ ব্যাপার এইরূপই। এখন তুমি ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতে পার, ইচ্ছা করিলে ত্যাগও করিতে পার। আমি বলিলাম, আমি ত্যাগ করিতেছি।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ তাহা হইলে তুমি আমাকে এমন কোন লোকের সন্ধান দাও যাহাকে আমি তোমাদের আমীর মনোনীত করিতে পারি। আমি তাঁহাকে আগত প্রতিনিধি দলের একজনের কথা বলিলে তিনি তাহাকেই আমীর মনোনীত করিলেন। আমরা তাঁহাকে বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের একটি কূপ রহিয়াছে। শীতকালে আমরা উহাতে পর্যাপ্ত পানি পাই, ফলে আমরা সংঘবদ্ধভাবে থাকিতে পারি। কিন্তু গ্রীষ্মকালে উহার পানি হ্রাস পায়, ফলে আমাদের লোকজনকে চতুর্দিকে পানির সন্ধানে ছুটিয়া যাইতে হয়। আমরা তখন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি। ইসলাম গ্রহণের ফলে আমরা চতুর্দিক হইতে শত্রু পরিবেষ্টিত। আমাদের কূপটির জন্য আপনি দু'আ করুন যেন উহার পানিতেই আমাদের প্রয়োজন সংকুলান হইতে পারে এবং আমাদেরকে আর বিক্ষিপ্ত হইতে না হয়। তিনি আমাদেরকে সাতটি কঙ্কর লইয়া আসিতে বলেন। আমরা উহা আনিয়া দিলে তিনি ঐগুলি হাতে লইয়া ঘর্ষণ করিলেন এবং তাহাতে দু'আ পড়িয়া দিলেন। ইহার পর আমাদেরকে বলিলেন, কঙ্করগুলি লইয়া যাও। কূপের নিকট পৌঁছিয়া আল্লাহ্র নাম লইয়া একটি একটি করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। আমরা সেইমতে কাজ করি আর এমনই সুফল লাভ করি যে, পানির প্রাচুর্যের দরুন কখনও আর উহার তলদেশ আমরা দেখিতে পাই নাই। সুনান আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও ইব্ন মাজায় এই হাদীছের সমর্থক রিওয়ায়াত রহিয়াছে। ওয়াকিদীও এই প্রতিনিধি দলের আগমনের এই বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫ খ., পৃ. ৮৩-৪)।

সুদা প্রতিনিধি দলের আগমনের ঘটনা এবং যিয়াদ ইব্ন হারিছ (রা)-এর উক্ত বর্ণনা হইতে বিশ্ববাসী যে অনেকগুলি শিক্ষালাভ করিয়াছে, মওলানা আবদুর রঊফ দানাপুরী সেই সম্পর্কে বলেন ঃ

উক্ত কাহিনী হইতে আমরা যে কতকগুলি মাসআলা জানিতে পারিলাম তাহা হইল ঃ

১. বাহনের উপর হইতে আযান দেওয়া জায়েয। সুদাঈ সেইভাবেই আযান দিয়াছিলেন।

২. সেনাবাহিনীর পথ পরিক্রমাকালে এক স্থানে আযান দিয়া পথ পরিক্রমা অব্যাহত রাখিয়া অন্যত্র পৌঁছিয়া নামায আদায় করা বৈধ।

৩. আযান যে দিবে ইকামত তাহারই দেওয়া সুন্নাত। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল (রা)-কে ইকামত দিতে বারণ করেন এবং যে সুদাঈ আযান দিলেন তাহাকেই ইকামত দিতে বলেন এবং সাথে সাথে স্পষ্ট করিয়া দেন যে, আযান যে দেয়, ইকামতও সেই দিবে (অবশ্য ইহার অন্যথাও জায়েয আছে বলিয়া মুসনাদে আহমাদের এই মর্মে একটি রিওয়ায়াত হইতে জানা যায়, যাহাতে ইকামতের কথা বলা হইয়াছে, যাহাতে বিলাল আযান দিলেও আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা) আগ্রহ প্রকাশ করায় নবী কারীম ﷺ তাহাকে সেই অনুমতি দিয়াছিলেন)।

৪. কেহ আমীর হওয়ার জন্য আবেদন জানাইলে তাহাকে আমীর নিযুক্ত করা জায়েয। কেননা যায়দ ইব্ন হারিছ আস-সুদাঈ আমীর নিযুক্ত হওয়ার জন্য আগ্রহ ব্যক্ত করিলে তিনি তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছিলেন। ইহা ঐ হাদীছের পরিপন্থী নহে যাহাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিয়াছেন ঃ "আমি ঐ ব্যক্তিকে আমীর নিযুক্ত করি না যে নিজে উহার আকাঙ্ক্ষী হয়। ইহার অর্থ হইল, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির বশে আমীর নিযুক্ত হইতে চায় তাহাকে আমীর নিযুক্ত করা যায় না। কিন্তু জনসেবার উদ্দেশ্যে কেহ সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে নিযুক্ত করা যায়। এই ব্যাপারে নেতৃত্বপ্রার্থীদের কাহার কি মনোভাব ইমাম অবশ্যই তাহা অনুধাবন করিতে পারিবেন।

৫. জালিম প্রশাসকের বিরুদ্ধে ইমামের নিকট অভিযোগ উত্থাপন করা জায়েয। এই ঘটনায় এক ব্যক্তি এইরূপ করায় নবী কারীম ﷺ তাহাকে বারণ করেন নাই বা এইজন্য তাহার প্রতি কোনরূপ অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেন নাই।

৬. একজন মু'মিনের জন্য আমীর বা আমিল (প্রশাসক) নিযুক্তির সুযোগ গ্রহণ করার চেয়ে বর্জন করাই উত্তম। সুদাঈ তাহাই করিয়াছিলেন।

৭. সাদাকা বা যাকাত কাহাকেও প্রদানের পূর্বে গ্রহীতা যাকাত লাভের উপযুক্ত কিনা তাহা জানিয়া লওয়া উচিত। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ আবেদনকারী ঐ পর্যায়ে পড়ে কিনা জানিতে চাহিয়াছিলেন।

৮. উক্ত কাহিনীতে একটি মু'জিযার উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হস্তের আঙ্গুলসমূহের ফাঁক দিয়া অঝোর ধারায় পানি প্রবাহিত হইয়াছিল সামান্য একটু পানি হইতে। উহা দ্বারা গোটা বাহিনীর লোকজন উযূ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই মু'জিযা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থানে অনেক সাহাবীই তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই পূর্ব হইতেই অল্প পানি বিদ্যমান ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হস্তের বরকতে উহা হইতে প্রচুর পানি উৎসারিত হইয়াছে। কখনও এমন হয় নাই যে, আদৌ পানির

অস্তিত্ব ছিল না, শুকনা পাত্র হাতে লইয়া উহা হইতে তিনি পানি প্রবাহিত করিয়াছেন (আসাহহুস্-সিয়ার, পৃ. ৪৪৭-৮)।

১৭. নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধিদলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

নাজরান হইতেছে মক্কা মুআজ্জামা হইতে ইয়ামানের পথে সাত মনযিল দূরে অবস্থিত একটি বিস্তীর্ণ খৃস্টান অধ্যুষিত জেলা। সেখানে একটি বিশাল গীর্জা ছিল। উহাকে তাহারা কা'বা শরীফ তুল্য সম্মানিত এবং হারাম শারীফের মত মর্যাদাপূর্ণ স্থান বলিয়া বিবেচনা করিত। সেখানকার ধর্মযাজকগণকে 'সায়্যিদ' ও 'আকিব' উপাধিতে অভিহিত করা হইত। গোটা আরবে উহার সমমর্যাদার আর একটিও ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল না। তাহাদের উক্ত কা'বাটি তিন শত চর্ম দ্বারা গম্বুজাকৃতিতে নির্মিত ছিল। যে কোন ব্যক্তি উহার গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করিলে নিরাপদ বিবেচিত হইত। তাহাদের উক্ত গীর্জার বার্ষিক আয় ছিল দুই লক্ষ মুদ্রা (আল্লামা শিবলী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৪৮; মু'জামুল বুলদান ও ফাতহুল কাবীর, নাজরান প্রতিনিধি দল প্রসঙ্গের বরাতে)।

শারহে মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া (৪খ., পৃ. ৪১)-এর বরাতে আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী লিখেন, ৭৩টি কসবার সমষ্টি এই নাজরান। সর্বপ্রথম নাজরান ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন ইয়াশজুব ইব্‌ন ইয়া'রুব ইব্‌ন কাহ্‌তান এখানে আসিয়া বসবাস শুরু করেন। তাহারই নামে উহার এইরূপ নামকরণ করা হয়। আল-কুরআনের সূরা বুরূজে বর্ণিত আসহাবুল উখদূদের ঘটনা এই নাজরানেরই কোন একটি কসবায় সংঘটিত হইয়াছিল (সীরাতুল মুসতাফা, ৩খ., পৃ. ১২০, দারুল কিতাব দেওবন্দ, তা. বি.)।

নাজরানের খৃস্টান অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। তাহাদের প্রতিনিধি দলের আগমন সংক্রান্ত হাদীছসমূহ পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, নবী ﷺ দরবারে দুইবার তাহাদের আগমন ঘটিয়াছিল (শায়খুল হাদীছ তফাজ্জুল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮৬৯)।

প্রথমবারের প্রতিনিধি দল সম্পর্কে ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজরানবাসী খৃস্টানদেরকে একখানি পত্র লিখিয়া ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। গীর্জার প্রধান পাদ্রী (Lord Bishop) পত্রখানা পাঠ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি তৎক্ষণাত শুরাহবীল হামাদানীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কারণ তাহার পরামর্শ না লইয়া এইখানকার কর্মকর্তাগণ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন না। শুরাহবীল উক্ত পত্রখানা পাঠ করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বিশপের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন, জনাব! আপনি সম্যক অবগত আছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালামকে হযরত ইসমাঈল বংশে নবী প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দিয়া রাখিয়াছেন। সম্ভবত ইনিই সেই নবী। নবী সম্বন্ধে যুক্তিতর্ক চলে না। কাজেই এই সম্পর্কে আমি কোন মত প্রকাশ করিতে পারিব না।

তৎপর লর্ড বিশপ আবদুল্লাহ ইব্‌ন শুরাহবীলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পত্র পাঠান্তে তিনিও শুরাহ্‌বীলের উত্তরের পুনরাবৃত্তি করিলেন। তারপর তিনি জাব্বার ইব্‌ন ফায়যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পত্র পাঠান্তে তিনিও পূর্ব বর্ণিত মনীষীদ্বয়ের ন্যায় উত্তর করিলেন। যাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার উপর বিশপের পূর্ণ নির্ভর ছিল তাহাদের কোন মতামত না পাওয়ায় গীর্জা প্রধান গীর্জার ঘণ্টা

পিটাইতে এবং গীর্জার উপর চট লটকাইতে আদেশ দিলেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ আকস্মিক প্রয়োজনে সর্বসাধারণকে আহ্বান করিতে তাহারা এই সঙ্কেতই ব্যবহার করিতেন। কিন্তু রাত্রিকালে চট লটকাইবার পরিবর্তে উচ্চস্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের নিয়ম ছিল।

গীর্জায় ঘন্টাধ্বনির শব্দ শুনিয়া নাজরানের খৃস্টানগণ আসিয়া সমবেত হইল। বিশপ তাহাদেরকে মহানবী ﷺ-এর নিকট হইতে আগত পত্র সশব্দে পাঠ করিয়া শুনাইয়া তাহাদের মতামত জানিতে চাহিলেন। দীর্ঘ পরামর্শের পর তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, শুরাহ্বীল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন শুরাহ্বীল ও জাব্বার ইব্ন ফায়য এই তিনজনের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করিতে হইবে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬৯-৭০)। সেই মতে নবম হিজরীতে নাজরানেব ষাটজন অশ্বারোহী গোত্র প্রতিনিধি মদীনায় নবী ﷺ-এর দরবারে প্রথমবারের মত আগমন করিল। তন্মধ্যে ২৪ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং তিনজন অতি শক্তিমান প্রধান ব্যক্তি ছিলেন যাহাদের উপর গোটা এলাকার শাসনভার অর্পিত ছিল। তাহাদের একজন ছিলেন আকিব— যাহার আসল নাম ছিল আবদুল মাসীহ্। তিনিই ছিলেন নাজরানের প্রধান নেতা—যাহার কথা সকলেই মান্য করিত।

তাহাদের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন আয়হাম—দল বিন্যাস ও সওয়ারীর ব্যবস্থাপনা যাহার হাতে ন্যস্ত ছিল। আর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন তাহাদের পাদ্রী বা ধর্মগুরু আবূ হারিছ ইব্ন আলকামা। ইনি ছিলেন বকর ইব্ন ওয়াইল গোত্রের লোক। তিনি খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। খৃস্ট ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে তাঁহার পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি লক্ষ্যে খৃস্টানগণ তাঁহাকে খুবই সম্মান করিত। তাহারা তাঁহার জন্য একটি গীর্জাও বানাইয়া দেয় (বিদায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৫১-৫২)।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ৬০ সদস্যবিশিষ্ট নাজরান প্রতিনিধি দলের মধ্যে যে চৌদ্দজন বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী ছিলেন তাহারা হইলেন ঃ

১. আল-আকিব—যাহার আসল নাম ছিল আবদুল মাসীহ্, (২) আস্-সাইয়্যদ— যাহার আসল নাম ছিল আল-আতাহাম (মতান্তরে আল-আবহাম), (৩) আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা, (৪) আওস ইব্ন হারিছ, (৫) যায়দ, (৬) কায়স, (৭) ইয়াযীদ, (৮) নাবীহ্, (৯) খুওয়ায়লিদ, (১০) 'আমর, (১১) খালিদ, (১২) আবদুল্লাহ্, (১৩) আবদুল্লাহ ও (১৪) ইয়াহ্নাস। ঐ চৌদ্দজনের মধ্যেও প্রথমোক্ত তিনজন ছিলেন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। বর্ণনান্তরে ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের সংখ্যা চৌদ্দজনের স্থলে চব্বিশজন রহিয়াছে।

প্রতিনিধি দলটি যখন মদীনায় গমন করিতেছিল তখন একটি খচ্চরের পিঠে পাদ্রী আল-হারিছ ইব্ন আলকামা ও অন্যটিতে তদীয় ভ্রাতা কুরয ইব্ন আলকামা পাশাপাশি পথ চলিতেছিলেন। আবূ হারিছার খচ্চরটি হোঁচট খাইলে তাহার ভাইটি বলিল, ঐ দূরের লোকটি। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম উল্লেখ না করিয়াই তাঁহার কথা বিরুক্তিসূচক শব্দে বুঝাইতেছিল। তখন আবূ হারিছা বলিলেন, তুই-ই। কুরয্ বলিলেন, আমি এইরূপ কেন হইব হে ভাইজান! তখন পাদ্রী হারিছা তাহার ভাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্র কসম! উনিই সেই প্রতীক্ষিত নবী যাঁহার প্রতীক্ষায় আমরা দিন-ক্ষণ গুনিতেছিলাম। কুরয বলিলেন, ব্যাপারটি যখন আপনি জানেনই তাহা হইলে আপনার জন্য তাঁহাকে মানিয়া লইতে বাধা কোথায়? পাদ্রী আবূ হারিছা ইব্ন আলকামা জবাব দিলেন ঃ

ما صنع بنا هؤلاء القوم شرفونا ومولونا وخدمونا وقد ابوا الا خلافه ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى.

"এই লোকগুলি আমাদের জন্য কত কিছুই না করিয়াছে। তাহারা আমাদেরকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, আমাদেরকে ধন-সম্পদ দান করিয়াছে, আমাদের কত সেবাযত্ন করিয়াছে। তাহারা তাঁহার বিরোধিতায় অবিচল অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে। এমতাবস্থায় আমি যদি তাহা করিতে যাই তাহা হইলে তাহারা সর্বকিছুই আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবে।"

এই কথাগুলি কুরয তাঁহার অন্তরে গাঁথিয়া রাখেন এবং ইহারই ভিত্তিতে মদীনায় পৌঁছিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, নাজরান প্রতিনিধি দল আসরের নামাযান্তে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়। ইহা ছিল তাহাদের প্রার্থনার সময়। তাহারা নিজস্ব পদ্ধতিতে প্রার্থনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলে সাহাবীগণ তাহাতে বাধা দিতে উদ্যত হন। নবী করীম (স) বলিলেন ঃ

دعوهم "তাহাদেরকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও"।

তাহারা পূর্বদিকে মুখ করিয়া তাহাদের প্রার্থনা সম্পন্ন করিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৫১; ফাতহুল-বারী, ৮খ., পৃ. ৭৩; শারহুল মাওয়াহিব, ৪খ., পৃ. ৪১; আসাহ্‌হুস সিয়ার, বাংলা ভাষ্য, পৃ. ৪৬৪)।

প্রতিনিধি দলটি মদীনায় পৌঁছিয়া তাহাদের সফরের পোশাক ছাড়িয়া আজানুলম্বিত রেশমী জামা ও স্বর্ণের আংটি পরিয়া নবী ﷺ দরবারে হাযির হয়। তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিল, কিন্তু তিনি তাহাদের সালামের কোন জবাব না দিয়া নিরুত্তর রহিলেন। তাহারা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দরবারে অবস্থান করা সত্ত্বেও তিনি তাহাদের সহিত একটি কথাও উচ্চারণ করিলেন না। ইহাতে তাহারা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়ে এবং মদীনায় তাহাদের পূর্ব-পরিচিত হযরত 'উছমান ইব্‌ন 'আফফান এবং 'আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফের দ্বারস্থ হইয়া অনুযোগ করে যে, আপনাদের নবী আমাদেরকে পত্র দিয়া আনাইয়া এখন একটি শব্দও উচ্চারণ করিতেছেন না। তাঁহারা দুইজন জাহিলিয়াতের যুগে ব্যবসা ব্যাপদেশে নাজরানে যাতায়াত করিতেন। এই পরিচয়ের সুবাদেই তাহারা তাঁহাদের দ্বারস্থ হয়। তাঁহারা এই ব্যাপারে হযরত আলী (রা)-এর সহিত পরামর্শ করিলেন। তিনি বলিলেন, উহারা তাহাদের রেশমী পোশাক ও স্বর্ণের আংটি খুলিয়া রাখিয়া সফরের সাধারণ পোশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করুক। তাহারা যখন সেই মতে নবী ﷺ দরবারে পৌঁছিয়া সালাম দিল তখন তিনি ঠিকই তাহাদের সালামের জবাব দিলেন এবং যথারীতি তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিলেন। ঐ সময় তিনি বলেন, প্রথমবার শয়তান তাহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল।

والذى بعثنى بالحق لقد اتونى المرة الاولى وان ابليس لمعهم.

তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনেক প্রশ্ন করেন। কথা প্রসঙ্গে তাহারা বলেন ঃ

ما تقول فى عيسى فانا نرجع الى قومنا ونحن نصارى ليسرنا ان كنت نبيا ان نسمع ما تقول فيه.

"ঈসা (আ) সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? আমরা তো আমাদের স্বজাতির নিকট ফিরিয়া যাইব। আর আমরা খৃস্ট ধর্মাবলম্বী। আপনি যদি নবী হইয়া থাকেন তবে তাহার সম্পর্কে আপনার বক্তব্য শ্রবণ আমাদেরকে আনন্দ দান করিবে।"

তিনি জবাব দিলেন ঃ

ما عندى فيه شيئ يومى هذا فاقيموا حتى اخبركم بما يقول الله فى عيسى.

"আজ আমার নিকট তাঁহার সংক্রান্ত কোন সংবাদ নাই। আমার এখানে অবস্থান কর, যাবৎ না আমি তোমাদেরকে এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌র বক্তব্য অবহিত করি।"

পরদিন ভোরে তাহারা যখন আগমন করিল তখন তিনি তাঁহার নিকট ওহীপ্রাপ্ত আয়াতসমূহ তাহাদেরকে শুনাইয়াছিলেন ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ. اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ. فَمَنْ حَآجَّكَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَبْنَآئَنَا وَاَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَّعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.

"আল্লাহ্‌র নিকট নিশ্চয় ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'হও', ফলে সে হইয়া গেল। সত্য তো তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে; সুতরাং তুমি সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না। তোমার নিকট জ্ঞান আসিবার পর যে কেহ এই বিষয়ে তোমার সহিত তর্ক করে, তাহাকে বল, আইস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারিগণকে ও তোমাদের নারিগণকে, আমাদের নিজদিগকে ও তোমাদের নিজদিগকে, অতঃপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র লা'নত" (৩ ঃ ৫৯-৬১)।

কিন্তু তাহারা তাহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহার পরের দিন ভোরেই হাসান ও হুসায়নকে একটি কম্বলে জড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং ফাতিমা তখন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে মুবাহালা ও উভয় দলে পরস্পরে লানত প্রদানের উদ্দেশ্যে হাঁটিয়া চলিতেছিলেন। তখন তাঁহার কয়েকজন সহধর্মিনী ছিলেন। শুরাহ্‌বীল তখন তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

قد علمتما ان الوادى اذ اجتمع أعلاه واسفله لم يردوا ولم يصدروا الا عن رأى وانى والله أرى امرا ثقيلا والله لئن كان هذا الرجل ملكا متوقويا فكنا اول العرب طعن فى عيبته ورد عليه امره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور اصحابه حتى يصيبنا بجائحة وانا ادنى العرب منهم جوارا ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعنناه لا يبقى على وجه الارض منا شعر ولا ظفر الا هلك.

"হে আমার সঙ্গীদ্বয়! তোমরা সম্যক অবগত আছ যে, উপত্যকার চড়াই-উৎরাইয়ের সকল জনতা একত্র হইলেও তাহারা আমার মতের বাহিরে টু শব্দটি করে না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি একটি কঠিন সঙ্কট দেখিতে পাইতেছি। আল্লাহ্‌র কসম! এই লোকটি যদি একজন শক্তিশালী সম্রাট হইয়া যান তাহা হইলে আমরাই হইব তাঁহার বিরাগের প্রথম শিকার। তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করার মর্মবেদনা তাঁহার বা তাঁহার সঙ্গীদের অন্তর হইতে তিরোহিত হইবে না। ফলে আমরা চরম বিপর্যয়ের মুখে পতিত হইব। অথচ আমরাই তাঁহার নিকটতম আরব প্রতিবেশী। আর যদি এই ব্যক্তি নবী হইয়া থাকেন আর আমরা তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করি, তাহা হইলে এই পৃথিবীর বুকে আমাদের চুল, নখ কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না অর্থাৎ আমরা সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইব।"

সঙ্গীদ্বয় উহাতে বিচলিত হইয়া বলিল, আবূ মারয়াম! তাহা হইলে তুমি আমাদের কী করা উচিত মনে কর? তিনি জবাব দিলেন ঃ

رأى ان احكمه فانى ارى رجلا لا يحكم شططا ابدا.

"আমার সুচিন্তিত অভিমত হইল, ফয়সালার ভার আমরা তাঁহার উপরই ছাড়িয়া দেই। কেননা আমার মনে হয়, তিনি কস্মিনকালেও অন্যায় অসমীচীন কোন সিদ্ধান্ত দিবেন না।"

ইহার পর তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। শুরাহবীল তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন, আপনার সহিত মুবাহালার চেয়ে উত্তম প্রস্তাব আমার নিকট রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহা কি জিজ্ঞাসা করিলে শুরাহবীল বলিলেন, আজ সকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে আগামী সকাল পর্যন্ত ভাবিয়া-চিন্তিয়া যে সুচিন্তিত ফয়সালা আপনি দান করিবেন, উহাই আমরা শিরোধার্য করিয়া লইব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ তোমার পিছনে এমন কোন ব্যক্তিও তো থাকিতে পারে যে, এইরূপ সিদ্ধান্তের জন্য তোমাকে দোষারোপ করিতে এবং উহা অগ্রাহ্য করিতে পারে। শুরাহবীল বলিলেন, আমার সঙ্গীদ্বয়কে এই ব্যাপারে আপনি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে পারেন। তাহারা দুইজনে বলিলেন, গোটা নাজরান তল্লাটে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, শুরাহবীলের কথার উপর কথা বলিতে পারে।

অগত্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ মুবাহালা না করিয়াই ঘরে ফিরিলেন। পরদিন তিনি তাঁহার সুচিন্তিত ফয়সালা পত্রাকারে তাহাদের হাতে তুলিয়া দিলেন যাহার বিবরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রাবলী অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হইয়ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফয়সালারূপী উক্ত পত্রখানা লইয়া তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। উহাতে তাহাদের উপর নির্দিষ্ট কর ধার্য করিয়া তাহাদের জান-মাল-ধর্মের হিফাযতের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৪৯-৫; আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৪২-২৮)।

দুইজন নওমুসলিমের আলোচনামূলক কথাবার্তা

অধিকাংশ গোত্রীয় প্রতিনিধিদল মুসলমান হইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইয়াছে বা তাঁহার দরবারে পৌঁছিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। নাজরান প্রতিনিধি দলটি খৃস্টান পরিচয়েই আসিয়াছিল এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাহারা ইসলাম গ্রহণও করে নাই, কিন্তু ঐ প্রতিনিধি দলের আগমনে অন্তত দুইজন লোকের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ নিশ্চিতভাবে জানা যায়। তাহাদের

একজন ছিলেন পাদ্রী হারিছা ইব্ন 'আলকামার ভ্রাতা কুরয ইব্ন 'আলকামা — যাহার কথা ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। অপর ইসলাম গ্রহণকারীও ঘটনাক্রমে নাজরানের সেই বড় পাদ্রীর বৈপিত্রেয় সহোদর এবং চাচাত ভাই। তাঁহার নাম ছিল বিশ্‌র ইব্ন মু'আবিয়া।

নাজরান প্রতিনিধিদল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদত্ত অভয়পত্রখানা লইয়া নাজরান অভিমুখে রওয়ানা হইলে সেখানকার বড় পাদ্রী এবং সম্ভ্রান্ত লোকজন এক দিনের পথ অগ্রসর হইয়া তাহাদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রখানা বড় পাদ্রীর হাতে দিলে সকলেই পত্রখানা দেখিতে পাইয়া ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছিলেন। বড় পাদ্রী ইহা দেখিতে এতই কৌতুহলী ছিলেন যে, পথ চলিতে চলিতে তিনি পত্রখানা পাঠ করিতেছিলেন। এমন সময় তাহার পাশেই বিশরের উষ্ট্রীটি তাহাকে পিঠ হইতে উপুড় করিয়া ফেলিয়া দিলে সে নবী কারীম ﷺ-এর পত্রখানাকেই অলুক্ষণে মনে করিয়া তাহার নামে স্পষ্টত ধিক্কার ধ্বনি উচ্চারণ করে। তখন পাদ্রীটির মুখ হইতে সত্য কথাটি বাহির হইয়া পড়েঃ قد والله تعست نبيا مرسلا.

"আল্লাহ্‌র কসম! তুমি একজন প্রেরিত নবীকে ধিক্কার দিলে"!

পাদ্রীর এই স্বীকারোক্তি বিশরের জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দেয়। তিনি তখন বলিয়া উঠিলেনঃ

لا جرم والله لا احل عنها عقدا حتى آتى رسول الله ﷺ.

"আল্লাহ্‌র কসম! তাহা হইলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপনীত হওয়ার পূর্বে উষ্ট্রীটির গদির লাগামের একটি গিটও খুলিতেছি না।"

আর অমনি তিনি উষ্ট্রীর মুখ মদীনার দিকে ফিরাইয়া দিলেন। পাদ্রীটি তখন মরিয়া হইয়া তাহার পিছনে পিছনে নিজের উষ্ট্রীটিকেও ছুটাইলেন এবং তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হইল। কিছুতেই আর কিছু হইল না। বিশর তাহার উষ্ট্রীটিকে আঘাত করিতে করিতে আপন মনে গাহিয়া চলিলেনঃ

اليك تغدوا قدما وضيتها معترضا فى بطنها جنينها

مخالفا دين النصارى دينها

"তোমার পানেতে এগিয়ে চলেছে উষ্ট্রী বাহন, চলার গতিতে কাঁপিতেছে তাহার হাওদা বাঁধন।
গর্ভস্থিত বৎসটিও আর নাসারা নয়, খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধেই সে বাঙময়"।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পৌঁছিয়া তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একটি যুদ্ধে শহীদ না হওয়া পর্যন্ত জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার সহিত অবস্থান করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৪৯-৫০)।

গীর্জায় অবস্থানরত যাজকের সত্য উপলব্ধি

নাজরানের প্রতিনিধিদল মদীনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া নাজরানের গীর্জার আর-রাহিব ইব্ন আবূ শামার যুবায়দীর নিকট উপস্থিত হয়। গীর্জা চূড়ায় অবস্থানরত যাজককে লক্ষ্য করিয়া পাদ্রী বলিলেন, তিহামা অঞ্চলে একজন নবী প্রেরিত হইয়াছেন। ইহার পর ঐ পাদ্রী উক্ত যাজককে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে নাজরানের প্রতিনিধি দলের উপস্থিতি, তাহাদের প্রতি তাঁহার মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান এবং তাহাদের সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণে অস্বীকৃতির আনুপূর্বিক বর্ণনা দিলেন

এবং বিশর ইব্‌ন মু'আবিয়ার মদীনায় গমনপূর্বক ইসলাম গ্রহণের বিষয়ও অবহিত করিলেন। তখন যাজক বলিলেন, তোমরা আমাকে নামাইয়া দাও, অন্যথায় আমি গীর্জার এই উঁচু চূড়া হইতে লাফ দিয়া পড়িব। তাহারা তাহাকে নামাইয়া দিলে যাজক কিছু উপঢৌকন-সম্ভারসহ মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন। বর্ণনাকারী ঐ উপহার সামগ্রীর বর্ণনা দেন এইভাবে ঃ

منها هذا البرد الذى يلبسه الخلفاء وتعب وعصا .

"আজকাল খলীফাগণ যে চাদর পরিধান করেন উহাও ছিল সেই উপঢৌকন-সম্ভারের অন্তর্ভুক্ত। আর ছিল একটি বড় পেয়ালা ও একটি লাঠি"।

কিছুদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে অবস্থান করিয়া তারপর যাজক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তখনও তাহার ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য হইয়া উঠে নাই। আবার মদীনায় প্রত্যাবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়া মদীনা ত্যাগ করিলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইনতিকালের পূর্বে তাহার আর মদীনায় ফেরা হয় নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫ খ., পৃ. ৫৫)।

খৃস্টীয় ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের প্রয়াস

নাজরান প্রতিনিধি দলটি যেহেতু খৃস্টান জাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছিল, তাই ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র পুত্র নহেন— ইসলামের এই বক্তব্য তাহারা সহজে মানিয়া লইতে রাজী হয় নাই। এই সম্পর্কে তাহারা রীতিমত বিতর্ক জুড়িয়া দেয়। তাহারা নবী কারীম ﷺ-কে প্রশ্ন করে, ঈসা (আ) যদি আল্লাহ্‌র পুত্রই না হন, তবে তিনি কাহার পুত্র? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ এই কথা তো অনবহিত নয় যে, পুত্র পিতারই মত আকৃতিসম্পন্ন হয়। নাজরান প্রতিনিধিদল— না হইবে কেন? অবশ্যই এইরূপই হইয়া থাকে।

ইহার ফল দাঁড়ায় এই যে, ঈসা (আ) যদি আল্লাহ্‌র পুত্রই হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারও আল্লাহ্ তা'আলার আকৃতিসম্পন্ন হইতে হয়। অথচ এই কথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিরাকার সত্তা; তাঁহার সদৃশ বা সমকক্ষ কেহ নাই ঃ

ليس كمثله شيئ - ولم يكن له كفوا احد .

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমরা কি জ্ঞাত নও যে, আমাদের উপাস্য প্রতিপালক حى لا يموت وان عيسى يأتى عليه الفناء. চিরঞ্জীব এবং অমর যাঁহাকে মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারে না? অথচ ঈসা (আ)-এর উপর লয় কার্যকরী হইবে"।

নাজরান প্রতিনিধি দল -যথার্থই বলিয়াছেন। এখানে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় ঃ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলিলেন ঃ "ঈসা ৯আ)-এর লয় কার্যকর হইবে।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি এখনও জীবিত, এখনও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা অবগত রহিয়াছ যে, আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর রক্ষক ও নিগাহ্‌বান, সকলের রিযিকদাতা। ঈসা (আ)-ও কি এই সমস্ত গুণের অধিকারী? নাজরান প্রতিনিধিদল বলিল, না, তাহা নহে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা একথাও অবগত রহিয়াছ যে, ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ আকৃতি দান করিয়া মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমরা ইহা জান যে, আল্লাহ তাআলা পানাহার করেন না, মলমুত্র ত্যাগেরও তাঁহার প্রয়োজন হয় না।

নাজরান প্রতিনিধি দল ঃ যথার্থই বলিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঃ তোমরা সম্যক অবগত আছ যে, হযরত মারয়াম (আ) অন্য দশ মহিলার মত ঈসা (আ)-কে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে এরূপই প্রসব করিয়াছেন যেভাবে অন্য মহিলাগণ সন্তান প্রসব করিয়া থাকেন। অন্য দশ নবজাতকের মত শিশু ঈসার মুখেও খাবার দেওয়া হইয়াছে। তিনি স্বাভাবিক নিয়মে মলমূত্রও ত্যাগ করিতেন। নাজরান প্রতিনিধিদল বলিল, যথার্থ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, তাহা হইলে তিনি কেমন করিয়া ঈশ্বর হইয়া গেলেন ? অর্থাৎ মাতৃগর্ভে যাহার অবয়ব সৃষ্টি হইল, মাতার প্রসবের পরই যিনি রীতিমত খাদ্য গ্রহণ করিলেন, যাঁহার মলমূত্র ত্যাগেরও প্রয়োজন হয় এমন একজন মানুষ কী করিয়া আল্লাহ্ হইয়া যাইতে পারেন?

নাজরান প্রতিনিধি দলের নিকট সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু তবুও তাহারা উহা মানিয়া লইতে সমর্থ হইল না। আল্লাহ্ তা'আলা এই সম্পর্কেই আয়াত নাযিল করিলেন ঃ

الٓمٓ اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ. نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ یَدَیْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِیْلَ مِنْ قَبْلُ هُدًی لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ اِنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاٰیَاتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیْدٌ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو انْتِقَامٍ. اِنَّ اللّٰهَ لاَ یَخْفٰی عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلاَ فِی السَّمَاءِ هُوَ الَّذِیْ یُصَوِّرُكُمْ فِی الْاَرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ.

"আলিফ লা---ম মী---ম। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তিনি চিরঞ্জীব সর্বসত্তার ধারক। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করিয়াছেন, যাহা উহার পূর্বের কিতাবের সমর্থক আর তিনি নাযিল করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইনজীল, ইতোপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য, আর তিনি ফুরকান নাযিল করিয়াছেন। যাহারা আল্লাহ্র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, দণ্ডদাতা। আল্লাহ্, নিশ্চয় আসমান ও যমীনে কিছুই তাঁহার নিকট গোপন থাকে না।

"তিনি মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই; তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৩ ঃ ১-৬; তাফসীর দুররে মানছূর, ২খ., পৃ. ৩; ইব্ন জারীর ও ইব্ন আবী হাতিম-এর বরাতে)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন এবম্বিধ বক্তব্য প্রদানের পর তাহাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইলেন তখন তাহারা জবাব দিল, আমরা তো পূর্ব হইতেই মুসলমান। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, তোমাদের ইসলাম কীভাবে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হইতে পারে যেখানে তোমরা ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র সাব্যস্ত করিয়া থাক, ক্রুশের পূজা কর, শূকর মাংস ভক্ষণ কর?

নাজরানের প্রতিনিধি দল পাল্টা প্রশ্ন করে, আপনি যে ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র বান্দা বলেন, তাঁহার অনুরূপ অন্য কাহাকেও কি আপনি দেখিয়াছেন? ইহার জবাবে নাযিল হয় اِنَّ مَثَلَ عِیْسٰی

عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ আয়াত (যাহার পূর্ণ পাঠ ও অনুবাদ ইতোপূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে (সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ১২০-৪)।

নাজরানবাসীদের উপর যুগপৎভাবে জিয্‌য়া ও সাদাকাত নির্ধারণের তাৎপর্য

নাজরান প্রতিনিধি দলকে নিরাপত্তাপত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ জিয্‌য়া ধার্য করিয়াছিলেন—যাহার বিবরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রাবলী ও ফরমানসমূহের আলোচনায় বিস্তৃতভাবে আসিয়াছে। সহীহ বুখারীতে সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

جاء العاقب والسيد صاحبا نجران الى رسول الله ﷺ يريدان ان يلاعنه قال فقال احدهما لصاحبه لا تفعل فو الله لئن كان نبيا فلا عناه لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قال انا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا امينا ولا تبعث معنا الا رجلا امينا فقال بعثن معكم رجلا امينا حق امين فاستصرف لما اصحاب رسول الله ﷺ وقال قم يا ابا عبيدة ابن الجراح فلما قام قال هذا أمين هذه الامة.

"নাজরানের দুই নেতা আল-'আকিব ও আস-সায়্যিদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত মুবাহালা করার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট আসে। সাথীদ্বয়ের একজন অপরজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, এই কাজটি করিতে যাইও না। কেননা প্রকৃতই তিনি যদি নবী হইয়া থাকেন আর ইহার পরেও আমরা তাঁহার সহিত মুহবালাহায় অবতীর্ণ হই, তাহা হইলে আমরা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম সাফল্য লাভে সমর্থ হইবে না। তাই তাহারা দুইজনে বলিল, আমরা আপনার জিযয়া প্রদানের দাবি পূরণে সম্মত আছি। আপনি আমাদের সহিত একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া দিন অবিশ্বস্ত কোন ব্যক্তিকে নহে। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ আমি তোমাদের সহিত অবশ্যই একজন বিশ্বস্ত লোককে প্রেরণ করিব যে আমানতদারীর হক আদায়ে সমর্থ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ তখন পরম উৎসুক্যভরে তাকাইয়া রহিলেন। নবী কারীম ﷺ বলিলেন, উঠ হে আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ! তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন, এই হইল এই উম্মতের বিশ্বস্ততম ব্যক্তি" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৫৩; আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৪৩০)।

সহীহ মুসলিমে হযরত মুগীরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নাজরানে প্রেরণ করেন। ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) ইব্‌ন ইসহাক হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ইব্‌ন আবূ তালিবকে সাদাকাত ও জিয্‌য়া আদায়ের উদ্দেশ্যে নাজরানে প্রেরণ করেন।

আবদুর রঊফ দানাপুরী বলেন, কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এই ব্যাপারে প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে যে, নাজরানবাসীদের নিকট হইতে যুগপৎভাবে সাদাকা (যাকাত) ও জিয্‌য়া উভয়টাই গ্রহণ করা হইবে? সাদাকা বা যাকাত আদায় করা হইয়া থাকে মুসলমানদের নিকট হইতে, আর জিয্‌য়া লওয়া হয় বিধর্মী যিম্মীদের নিকট হইতে। নাজরানবাসীদের সহিত কৃত চুক্তিতে তাহাদের নিকট হইতে বার্ষিক দুই হাজার জোড়া বস্ত্র লওয়ার কথাই সাব্যস্ত হইয়াছিল। সেখানে আবার যাকাত আদায়ের অবকাশ কোথায়? যাকাত তো বিধর্মীদের নিকট হইতে লওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আর যদি ধরিয়াই লওয়া হয় যে, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল

তাই যাকাত আদায় করা হইয়াছিল, তাহা হইলে প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহা হইল তো জিয্য়া তাহাদের উপর হইতে রহিত হইয়া যাওয়ার কথা। জিয্য়া আদায়ের জন্য একাধিক সাহাবীকে প্রেরণের কী অর্থ হইতে পারে?

ইহার জবাব হইর, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (র)-কে নাজরানে প্রেরণ করিয়াছিলেন বানুল হারিছ ইব্ন কা'বের নিকট। তখন তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের প্রতিনিধি দলও যথারীতি মদীনায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করিয়াছিল এবং তিনি হযরত কায়স ইব্ন হাসানকে তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আসল কথা হইতেছে, নাজরানে দুই শ্রেণীর লোক বসবাস করিত। তাহাদের একদল ছিল খৃষ্টান—যাহারা জিয্য়া কবূল করিয়া সন্ধি করিয়া লয়, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে নাই। অপর দল ছিল উম্মিয়্যীন, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া লয়। তাই একদলের (মুসলমানদের) নিকট হইতে সাদাকা এবং অপর দল খৃস্টানদের নিকট হইতে জিয্য়া গ্রহণ করা হইত (আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৪৩০-৩২)।

সুদী কারবার যিম্মা (নিরাপত্তা) বাতিলকারী

নাজরান প্রতিনিধি দলকে প্রদত্ত অভয় পত্রের একটি ধারা ছিল, তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যদি সূদ খায় তবে তাহার ব্যাপারে আমার কোন যিম্মা থাকিবে না। ইহা হইতে জানা গেল যে, যিম্মীগণ অমুসলিম হইলেও সূদের সমাজবিধ্বংসী ও মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র তাহাদেরকে কোনমতে দিতে পারে না। নাজরান চুক্তির মাধ্যমে এই সত্যটি বিশ্ববাসী সর্বপ্রথম জানিতে পারে। ইহা সর্বধর্মের পরিপন্থী কাজ (আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৪৩২)।

নাজরান প্রতিনিধি দল আগমনের বিবরণ হইতে প্রাপ্ত শর'ঈ আহকাম

ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র) ১২টি শর'ঈ হুকুম (বিধান) এই ঘটনা হইতে পাওয়া যায় বলিয়া লিখিয়াছেন। ঐ গুলি হইল ঃ

(১) আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী খৃস্টানগণ মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশ করিতে এবং তাহাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে উহাতে প্রার্থনাও করিতে পারেন। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই।

(২) কাফির কেবল এই স্বীকারোক্তি দ্বারা যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল, ইসলামে দাখিল হইতে পারিবে না। এই ব্যাপারে ইমাম আহমাদ (র) হইতে তিনটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায়-

(ক) তাহাকে মুসলমান সাব্যস্ত করা হইবে।

(খ) তাহাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান বলা যাইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর স্বীকারোক্তি করিবে।

(গ) আমরা ইহা এইজন্য বলিয়াছি যে, আহ্লে কিতাব সর্বসম্মতিক্রমে এই কথা স্বীকার করে যে, আখেরী যমানায় আখেরী নবীর আবির্ভাব ঘটিবে এবং তাহাদের পণ্ডিতগণের ইহাতেও দ্বিমত ছিল না যে, আবদুল্লাহ্র পুত্র মুহাম্মাদ ﷺ-ই আখেরী যমানার নবী। কেবল রাজ্য লিপ্সার জন্য অর্থাৎ তাহাদের রাজ্যক্ষমতা হারাইবার ভয়েই তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিতে পারে নাই।

(৩) আহ্লে কিতাবদের সহিত বাহাছ—মুনাযারা বা বিতর্ক প্রতিযোগিতা জায়েয বরং উহা মুস্তাহাব ও ওয়াজিব। অবশ্য এই শর্তে যে, তাহাদের ঈমান আনয়নের আশা ও সম্ভাবনা থাকে। আমি (ইবনুল কায়্যিম) তাহাদের সহিত অনেক বাহাছ করিয়াছি।

(৪) আল্লাহ্র মাখলুক বা সৃষ্টি কিছুকে তাঁহার স্তরের উর্ধ্বে স্থান দিবে, সে শিরকের অপরাধে অপরাধী হইবে। উহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতের পরিপন্থী কাজ। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ باسم الرب ابراهيم واسحاق বলিয়া তাহাদেরকে পত্র লিখিয়াছেন, বলা হইয়াছে উহা সঠিক নহে। বরং হিরাক্লিয়াসকে পত্র প্রেরণকালে তিনি লিখিয়াছিলেন, بسم الله الرحمن الرحيم ইহাই তাঁহার সুন্নাত বা চিরাচরিত রীতি।

(৫) এই ঘটনা হইতে জানা গেল, কাফিরদের দূতের সালামের জবাব না দেওয়া বা পত্রের উত্তর না দিয়া তাহাদের অবমাননা করা জায়েয আছে। বিশেষত যখন তাহারা অহংকারী বেশে আগমন করে।

(৬) আহ্লে বাতিল বা বাতিলপন্থিগণ যখন বিতর্ককালে জিদ ও হঠকারিতার পরিচয় দেয় তখন তাহাদের সহিত বিতর্ক করা জায়েয।

(৭) আহ্লে কিতাবের সহিত মালের বিনিময়ে সন্ধি করা জায়েয। উহাকে জিয্য়ার মাল বলা হইবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইয়ামানবাসীদের সহিত সন্ধি করেন তখন তাহাদের প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর এক দীনার হিসাবে ধার্য করিয়াছিলেন। উভয় ঘটনায় পার্থক্য ছিল এই যে, নাজরানবাসীদের মধ্যকার কেহই মুসলমান ছিল না, পক্ষান্তরে ইয়ামান ছিল দারুল ইসলাম। সেখানে ইয়াহূদীরাও বাস করিত। তাহাদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জিয্য়া ধার্য করিয়াছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই কাফিরদের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাল জিয্য়া বলা হইবে।

(৮) মুসলমানদের ইমাম বা নেতার পক্ষে কাফিরদের উপর এইরূপ শর্ত আরোপ করা বৈধ যে, তাহারা মুসলমান দূতদের ব্যয়ভার বহন করিবে।

(৯) সন্ধির পর অস্ত্রসম্ভার প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ কাফিরদের নিকট হইতে ধার লওয়া জায়েয।

(১০) ইমামের জন্য কাফিরদের সূদী কারবার বন্ধ করা জায়েয। কেননা উহা তাহাদের ধর্মেও নিষিদ্ধ।

(১১) চুক্তিকালে কাফিরদিগকে নসীহত করা জায়েয—যাহাতে তাহাদের আত্মশুদ্ধি হইতে পারে।

(১২) চুক্তির পর ইসলামের স্বার্থে কোন 'আলিমকে কাফিরদের এলাকায় ইসলাম প্রচারার্থে প্রেরণ জায়েয (যাদুল-মা'আদ ২খ., পৃ. ৪১৮-২০ উর্দূ সং-মুফতী আযীযুর রহমান অনুদিত, মাকতাবায়ে বুরহান, জামে মসজিদ, দিল্লী ১৩৯৮/১৯৭৮)।

আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন

এই গোত্রটি ছিল বাহ্রায়নের একটি বিশাল ও প্রসিদ্ধ গোত্র—যেখানে বহু পূর্বেই ইসলাম পৌঁছিয়া গিয়াছিল। উল্লেখ্য, মসজিদে নববীর পূর্বেই বাহ্রায়নের জুওয়াছায় সর্বপ্রথম জুমার জামা'আত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সর্বপ্রথম এই কবীলারাতের ব্যক্তি ৫ম হিজরীতে বা তাহারও পূর্বে নবী ﷺ দরবারে হাযির হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, আমরা রাবী'আ বংশের লোক। তিনি তাহাদেরকে ইব্ন সা'দের ভাষ্যমতে ঃ

مرحبا بهم نعم القوم عبد القيس.

বলিয়া এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনানুসারে ঃ

مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامى۰

বলিয়া স্বাগতম জানাইলেন—যাহার অর্থ হইল "সেই কওম বা গোত্রকে স্বাগতম যাহারা অপমানিত বা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া আসে নাই (বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে)"। তখন প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ আরয করেন ঃ

يا رسول الله انا لا نستطيع ان نأتيك الا فى شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر فمرنا بامر خصل نخبربه من ورائنا وندخل به الجنة۰

"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা যুদ্ধ নিষিদ্ধ হারাম মাসগুলি ব্যতীত অন্য মাসে আপনার খিদমতে আসিতে সমর্থ হই না। কারণ আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তী স্থানে মুদার বংশীয় কাফির জনপদ অন্তরায়রূপে বিদ্যমান। তাই আপনি আমাদেরকে সিদ্ধান্তকারী ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করুন—যাহা আমরা আমাদের পশ্চাতে যাহারা রহিয়া গিয়াছে তাহাদেরকে অবহিত করিব এবং উহার দ্বারা আমরা জান্নাতবাসী হইব।"

আব্বাস (রা) বলেন ঃ

وسألوه عن الاشربة فامرهم باربع ونهاهم عن اربع امرهم بالايمان بالله وحده واقام الصلوة وايتاء الزكوة وصيام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن اربع الحنتم والدباء والنقير والمزفة وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم۰

"প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ তাঁহাকে পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি তাহাদেরকে চারিটি বিষয়ের নির্দেশ দান করেন এবং চারিটি ব্যাপার হইত বারণ করেন। তিনি তাহাদেরকে আদেশ করেন একক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নের, নামায কায়েমের, যাকাত প্রদানের, রমযান মাসে রোযা রাখিবার এবং গনীমতের মালের এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) দানের এবং লাউয়ের খোল, গাছের খোদিত কাণ্ড হইতে প্রস্তুত পাত্র, সবুজ রঙের পালিশ দেওয়া কলস এবং আলকাতরা মাখান কলসে রক্ষিত পানীয় (নবীয বা ফলের রস) পান হইতে তিনি তাহাদেরকে বারণ করেন। তোমরা এই ব্যাপারগুলির সংরক্ষণ করিবে এবং তোমাদের পশ্চাতবর্তীদিগকে এইগুলি অবহিত করিবে"। বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবেই এই বর্ণনা রহিয়াছে, তবে পাঠ বুখারীর (সহীহ আল-বুখারী, ১খ., পৃ. ১৩)।

মুসলিমের বর্ণনায় আরও আছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সময় উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতা মুনযির উরফে আশাজ্জকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

ان فيك خصلتين عشبهما الله.

"তোমার মধ্যে এমন দুইটা অভ্যাস রহিয়াছে যাহা আল্লাহ্ অত্যন্ত পসন্দ করেন।"

তাঁহার জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দুইটি গুণের উল্লেখ করেন ঃ الحلم والأناة সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য। তখন আশাজ্জ তাঁহাকে আবার প্রশ্ন করেন, ঐগুলি কি সাধনা অর্জিত, নাকি জন্মগত ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন, জন্মগত এবং সহজাত। তখন তিনি আল্লাহ্‌র এ দানের জন্য তাঁহার প্রশংসা ও শোকর আদায় করেন।

মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতে বক্তব্য আরও আছে ঃ তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নকীর (কাণ্ডখোদিত পাত্র) বলিতে আপনি কী বুঝাইতেছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দেন ঃ বাঁশ বা গাছের শিকড়ের দিকের ভিতরের অংশ খালি করিয়া তোমরা তাহাতে খেজুর রাখিয়া থাক, তারপর তাহাতে পানি ঢালিয়া দিয়া থাক। তারপর তাহা যখন ফেনা উদ্গীরণ করিয়া স্থিতি লাভ করে তখন তোমরা তাহা পান করিয়া নেশাগ্রস্ত হইয়া আপন চাচাত ভাইয়ের উপর তরবারি প্রয়োগ কর। তাহারা পুনরায় প্রশ্ন করে, তাহা হইলে আমরা পানির পাত্ররূপে কী ব্যবহার করিব? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, সূতা বা রশ্মি দ্বারা মুখ বন্ধ করা চর্ম নির্মিত পাত্র তোমরা ব্যবহার করিতে পার।

তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দেশে ইঁদুরের উপদ্রব অত্যন্ত বেশী; চর্মনির্মিত পাদ্র মোটেই টিকে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, যদিও ইঁদুরে তাহা খাইয়া ফেলে! যদিও ইঁদুরে তাহা খাইয়া ফেলে!! যদিও ইঁদুরে তাহা খাইয়া ফেলে!!! (শারহে মুসলিম নববী, কাতাদা আবূ নাদরা, আবূ সা'ঈদ খুদরী সনদে বর্ণিত হাদীছ, কিতাবুল ঈমান, ১খ., পৃ. ৯৮-৯৯ ২য় সং, ইতিকাদ পাবলিশিং হাউস, দিল্লী ১৯৮৬ খৃ.)।

ইব্ন হিশাম আবদুল কায়স প্রতিনিধি দলের আগমন সম্পর্কে লিখিতে গিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরায়নবাসিগণকে এই মর্মে পত্র লিখেন যে, তোমাদের কুড়িজন লোক যেন আমার নিকট আসে। সেইমতে আবদুল্লাহ ইব্ন আওফ আল-আশাজ্জ-এর নেতৃত্বে তাহাদের কুড়িজন লোক নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হয়। তাহাদের মধ্যে জারুফ এবং আশাজ্জের ভাগিনা মুনকিয ইব্ন হাইয়ানও ঐ প্রতিনিধি দলে ছিল। তাহাদের এই আগমন ঘটে বিজয়ের বৎসর অর্থাৎ অষ্টম হিজরীতে। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হইল, ইহারা হইতেছে আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ

مرحبا بهم نعم القوم عبد القيس.

"তাহাদিগকে স্বাগতম! কী উত্তম গোত্র আবদুল কায়স।"

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দিনের ভোররাত্রিতেই পূর্ব দিগন্তের দিকে তাকাইয়া বলেন ঃ

ليأتين ركب من المشركين لم يكرهوا على الإسلام قد أنضوا الركاب وأفنوا الزاد بصاحبهم علامة اللهم اغفر لعبد القيس أتونى لا يسألونى مالا هم خير أهل المشرق.

"অচিরেই আমার নিকট মুশরিক গোত্রের একটি অশ্বারোহী দল আসিয়া পৌঁছিবে। তাহাদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয় নাই, তাহারা বাহনগুলিকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে, পাথেয় শেষ করিয়া দিয়াছে, তাহাদের দলপতির মধ্যে চিহ্ন রহিয়াছে। হে আল্লাহ্! আবদুল কায়স গোত্রকে ক্ষমা কর। তাহারা আমার নিকট আগমন করিয়াছে, তাহারা আমার নিকট সম্পদ প্রার্থী নহে। পূর্বদেশীয়দের মধ্যে তাহারাই সর্বোত্তম" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩১৪)।

ইমাম নববী সাহিবুল হারীর-এর বরাতে লিখেন, আবদুল কায়স প্রতিনিধি দলে ১৪ জন সদস্য ছিলেন ঃ (১) দলপতি আল-আশাজ্জ আল-আসরী, (২) মাযীদা ইব্ন মালিক আল-মাহারিযী, (৩)

উবায়দা ইব্‌ন হুমাম আল-মাহারিযী, (৪) সাহ্‌হার ইব্‌ন আব্বাস আল-মাযযী, (৫) আমর ইব্‌ন মাখযূম (অথবা আল-মারজূম) আল-আসরী, (৬) হারিছ ইব্‌ন শুআয়ব আল-আসরী, (৭) হারিছ ইব্‌ন জুনদুব। অবশিষ্ট সদস্যগণের নাম জানা যায় নাই (শারহু মুসলিম, নববী, ১খ., পৃ. ৯৪, উর্দূ অনুবাদ, দিল্লী মুদ্রণ ২, ১৯৮৬)।

সহীহ্ বুখারী, মুসনাদে আহমাদ এবং আবূ দাঊদ-এ রিওয়ায়াত বর্ণিত হইয়াছে যে, যখন এই প্রতিনিধি দলটি মদীনায় আসিয়া পৌঁছে তখন প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ বাহন হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নবী কারীম ﷺ-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে পরম ঔৎসুক্যভরে তাড়াতাড়ি তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র হস্ত চুম্বন করেন। তাহাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আশাজ্জ আবদুল কায়স প্রথমে উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিয়া সবগুলি উটকে একত্র করিয়া বসাইয়া দেন, সকলের সামান পত্র একত্র করেন, তারপর নিজের থলিয়া হইতে দুইটি শ্বেত শুভ্র বস্ত্র বাহির করিয়া পরিধান করেন। তারপর নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে গিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত মুসাফাহা করেন এবং তাঁহার পবিত্র হস্ত চুম্বন করেন। তখন তাঁহার সহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্বোক্ত কথোপকথন হয় (বুখারী ১খ., পৃ. ১৩)।

ইব্‌ন হিশামের বর্ণনায় আছে, যখন প্রতিনিধি দলটি তাহাদের সফরের কাপড় পরিহিত অবস্থায়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত আসিয়া দেখা করিয়া তাঁহাকে সালাম দিল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ايكم عبد الله الاشج । "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র বান্দা আশাজ্জ কে"? তিনি জবাব দেন, আমিই ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি ছিলেন একজন কুৎসিত বিশ্রী অবয়বের লোক। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার দিকে তাকাইলে তিনি বলিয়া উঠেন ঃ

انه لا يستقى فى مسوك الرجال انما يحتاج من الرجل الى اصغريه لسانه وقلبه.

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার সম্পর্কে পূর্বোক্ত প্রশংসাসূচক উক্তি করেন (তাবাকাত ১খ., পৃ. ৩১৪)।

ইব্‌নুল কায়্যিম (র) ইব্‌ন ইসহাকের প্রমুখাৎ উদ্ধৃত করেন যে, আবদুল কায়স প্রতিনিধি দলের সহিত জারূদ ইবনুল 'আলাও আসেন। ধর্মত ইনি খৃষ্টান ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একটি সত্য ধর্মের অনুসরণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আপনার ধর্মের অনুকূলে এখন আমি আমার পূর্বের ধর্ম পরিত্যাগ করিতেছি। ঐ ধর্ম ত্যাগ করিয়া আপনার ধর্ম গ্রহণ যদি অন্যায় হয় তাহা হইলে আপনি কি দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ

نعم انا ضا من ان هراك الله الى ما معو خنيه منه.

"হাঁ, ইসলাম ধর্ম খৃষ্ট ধর্ম হইতে উত্তম। তাই আমি এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারি।"

তিনি তৎক্ষণাত ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীগণও ইসলাম গ্রহণ করিলেন (ইবনুল কায়্যিম, যাদুল-মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৩৯৯, ইবুল হিশাম, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা, ২খ., পৃ. ৫৭৫)।

প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বায়'আতের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা নিজেরাই কেবল নিজেদের পক্ষ হইতে বায়'আত গ্রহণ করিবে, নাকি নিজেদের গোত্রের সকলের পক্ষ হইতে বায়'আত গ্রহণ করিবে। জবাবে সকলে বলিলেন, আমাদের গোত্রের সকলের পক্ষ হইতেই বায়'আত গ্রহণ করিব। কিন্তু দলপতি আশাজ্জ এই ক্ষেত্রেও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এই ব্যাপারে আমি কেবল আমার নিজের দায়িত্বই গ্রহণ করিতে পারি। সমস্ত গোত্রের দায়িত্ব গ্রহণ আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমি আমার নিজের বায়'আতই গ্রহণ করিতেছি। আমার গোত্রে আপনি মুবাল্লিগ প্রেরণ করুন। যদি তাহারা মুবাল্লিগের আহ্বানে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করে তবে তো উত্তম, তাহারাও এই ক্ষেত্রে আমাদের সাথী হইয়া যাইবে। অন্যথায় তাহাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হইব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ যথার্থ। তাঁহার এই জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শ্রবণে তিনি অত্যন্ত প্রীত হন এবং ইহারই প্রেক্ষিতে তিনি তাঁহার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪১১-৪১৫)

উক্ত বিবরণটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আগত প্রথম প্রতিনিধি দলের। দ্বিতীয়বার 'আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল আসে অষ্টম বা নবম হিজরীতে। দ্বিতীয়বার তাহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০ জন। সহীহ ইব্‌ন হিব্বান-এর বর্ণনা হইতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ مالى ارى الوانكم تغيرت "ব্যাপার কি! তোমাদের রঙ যে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাইতেছি" (ফাতহুল বারী, ৮খ., পৃ. ৬৭; যুরকানী, ৪খ., পৃ. ১৩; সীরাতুল মুস্তাফা ৩খ., পৃ. ১১২)?

বনূ 'আবদিল কায়স প্রতিনিধি দলের আগমনের প্রেক্ষিত

উক্ত প্রতিনিধ দলের প্রথম আগমনের প্রেক্ষিত বর্ণনা করিয়া ইমাম আবূ যাকারিয়্যা য়াহ্য়া ইব্‌ন শারাফ আন-নাবাবী (র) বলেন, বনূ গানাম ইব্‌ন ওয়াদী'আর এক ব্যক্তি মুনকিয ইব্‌ন হায়্যান জাহিলিয়াতের যুগে হাজার হইতে ইয়াছরিবে বাণিজ্য পণ্য আনয়ন করিতেন। হিজরতের পরেও তিনি ব্যবসা পণ্য লইয়া মদীনায় আসেন। তিনি একটি স্থানে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই পথ দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইয়া মুনকিয সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া যান। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ মুনকিয ইব্‌ন হায়্যান নাকি? তিনি তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহারপর নাম ধরিয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত লোকদের কুশলাদিও জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে মুনকিয বিস্মিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি সূরা ফাতিহা এবং ইকরা বিসমি রাব্বিকা (সূরা আলাক) শিক্ষা করেন। অতঃপর হাজার অভিমুখে রওয়ানা হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার হাতে 'আবদুল কায়স গোত্রের নামে লিখিত পত্র অর্পণ করেন।

মুনকিয তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর কিছুদিন পর্যন্ত তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা তাহাদের নিকট গোপন রাখেন। কিছুদিন পর তাঁহার সহধর্মিনী উহা টের পাইয়া যান। এই মহিলাটি ছিলেন মুনযির ইব্‌ন আয়ায ইবনিল হারিছ তথা মুনযির আল-আশাজ্জের কন্যা। তাঁহার

কপালে কিছু বিশেষ বিশেষ চিহ্ন বিদ্যমান থাকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করেন। এই নামেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন। মুনকিয নামায পড়িতেন এবং কুরআন তিলাওয়াত করিতেন। এই অভিনব কাজ দুইটি তাঁহার স্ত্রীর মনোপূত ছিল না। তিনি তাহার পিতার নিকট কথাটি বলিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, এইবার ইয়াছরিব হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই আমি তাঁহার মধ্যে কি যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি। হাত-পা ধৌত করিয়া কিবলামুখী হইয়া কি যেন সব অভিনব কাজ করেন। কখনও দাঁড়াইয়া থাকেন, কখনও ঝুকিয়া পড়েন, আবার কখনও ভূমিতে লুটাইয়া পড়েন। সব শুনিয়া আশাজ্জ জামাতার সহিত সাক্ষাত করিতে গেলেন। তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া তাহার মনও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তিনি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রখানা লইয়া তাঁহার স্বগোত্রীয় 'আসারা' ও মাহারিবী উপশাখার নেতাদিগকে তাহা দেখাইলেন ও পড়িয়া শুনাইলেন। তখন তাহাদের মনও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাঁহারা সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হওয়ার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। (আসাহ্হুস-সিয়ার ৪১১-১২ মওলানা তাফাজ্জল হোছাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফাঃ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮৬২-৩)।

কিন্দার প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

কিন্দা ইয়ামানের হাদরামাওত এলাকার একটি জনপদ যেখানে কিন্দী রাজবংশের রাজত্ব ছিল। নবী কারীম ﷺ-এর যমানায় ঐ খানদানের আশ'আছ ইব্ন কায়স সেখান রাজত্ব করিতেন। দশম হিজরীতে ৮০ জন অশ্বারোহীসহ হীরার মূল্যবান রেশমী পাড়সম্বলিত চাদর গায়ে দিয়া তিনি নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হন। তাহাদের চাদরে রেশমের এই বাহার দর্শনে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি মুসলমান নও? তাঁহারা ইতিবাচক জবাব দিলে তিনি বলিলেন ঃ তাহা হইলে এই রেশমের বাহার কেন? তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া চাদর গা হইতে নামাইয়া রেশমী পাড় ছিড়িয়া ফেলিয়া দেয়।

আশ'আছ ইব্ন কায়স নিজেদের পরিচয় দিয়া বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আকিলুল মারার-এর এবং বংশধর হিসাবে আপনার সমগোত্রীয়। তাহার এবম্বিধ পরিচয় প্রদানে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসিলেন। বলিলেন ঃ এই পরিচয় রাবী'আ ইবনুল হারিছ এবং আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকেই মানায়, আমরা আসলে নাদর ইব্ন কিনানার বংশধর।

ইমাম যুহ্রী এবং ইব্ন ইসহাক বলেন, রাবী'আ ও 'আব্বাস ব্যবসা ব্যাপদেশে ঐ দেশে নিজদিগকে আকিলুল মারার-এর বংশধর বলিয়া প্রচার করিয়া আরবদের নিকট সম্মান লাভের প্রয়াস পাইতেন। আসলে আকিলুল মারার-এর বংশধরগণ ছিলেন রাজ-রাজড়া। আকিলুল মারার নাম নহে, তাহার পদবী ছিল। আসল নাম ছিল হারিছ। বংশলতিকা এইরূপ ছিল ঃ হারিছ ইব্ন আমর ইব্ন হুজর ইব্ন আমর ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন কিন্দা। রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর এক দাদী ঐ খান্দানের ছিলেন বলিয়া হারিছ এবং আব্বাস নিজদিগকে ঐ বংশের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহার পক্ষপাতী ছিলেন না। আকিলুল মুররা শব্দের অর্থ তিক্ত ভোজী। কোন এক যুদ্ধাবস্থায় তাহার তিক্ত উদ্ভিদের পাতা ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার এইরূপ খ্যাতি হয় (ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ২৫১)।

সাক্ষাতকালীন কিছু বিবরণ

কিন্দা প্রতিনিধি দলের ৮০, মতান্তরে ৬০ জন সদস্যের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আশ'আছ ইব্ন কায়স ও ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈকা সম্ভ্রান্ত পিতামহী তাঁহাদের বংশের ছিলেন। তাহারা অত্যন্ত পরিপাটি করিয়া চুল বিন্যস্ত করিয়া চক্ষুতে সুর্মা লাগাইয়া শিষ্টাচারের সহিত নবী কারীম ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁহারা জাহিলিয়াতের পদ্ধতিতে ابيت اللعن বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানান। জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমি কোন রাজা-বাদশাহ নহি। আমি আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদ।

প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ বলেন ঃ আমরা আপনাকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিতে পারিব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, ঠিক আছে, আমার উপনাম আবুল কাসিম। এই নামেই তোমরা সম্বোধন করিবে।

তাঁহারা বলিলেন, হে আবুল কাসিম! আমরা আপনার নিকট একটি ব্যাপার গোপন রাখিয়াছি। বলুন তো তাহা কি? আসলে তাহারা একটি ঘৃত পাত্রে একটি ছোট ফড়িং-এর চক্ষু লুকাইয়া রাখিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! এই সব তো জ্যোতিষীদের পরীক্ষার জন্য প্রচলিত পদ্ধতি। অথচ জ্যোতিষিগণ এবং তাহাদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপনকারী সকলেই জাহান্নামী। তাহারা বলিলেন, তাহা হইলে আপনি সত্যসত্যই আল্লাহ্‌র রাসূল কিনা তাহা আমরা কীভাবে পরীক্ষা করিব? এতদশ্রবণে নবী কারীম ﷺ মাটি হইতে কয়েকটি কঙ্কর উঠাইয়া লইলেন, তারপর বলিলেন ঃ আমার হস্তস্থিত এই কঙ্করগুরি যদি আমার নবূওয়াতের সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে তো বিশ্বাস করিবে?

এই সময় সত্য সত্যই তাঁহার হস্তস্থিত কঙ্করগুলি তাস্‌বীহ পাঠ করিতে লাগিল। সবিস্ময়ে তাহারা উহার শব্দ শুনিতে পাইয়া বলিল, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি সত্য সত্যই আল্লাহ্‌র রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি আমার নিকট একখানি কিতাবও নাযিল করিয়াছেন যাহার সম্মুখে বাতিল বা অসত্য টিকিতে পারে না।

কুরআন তিলাওয়াত ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর ইহার প্রভাব

বনূ কিন্দার প্রতিনিধি দল তখন কুরআন শারীফের তিলাওয়াত শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَالصَّفَّات صَفًّا. فَالزَّاجِرَات زَجْرًا. فَالتّٰلِيٰت ذِكْرًا. انَّ الٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِق.

"শপথ তাহাদের অর্থাৎ সেই ফেরেশতাদের যাহারা সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান ও যাহারা কঠোর পরিচালক এবং যাহারা যিকির আবৃত্তিতে রত— নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ এক, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উহাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর প্রভু এবং প্রভু সকল উদয়স্থলের" (৩৭ ঃ১-৫)।

এতটুকু তিলাওয়াত করিয়াই রাসূলুল্লাহ ﷺ এতই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন যেন তাঁহার গোটা দেহই নিথর নিস্পন্দ। অশ্রু গণ্ডযুগল বাহিয়া শ্মশ্রু ভিজাইয়া তুলিল। তখন তাহারা বলিতে

লাগিল, আমরা আপনাকে ক্রন্দন করিতে দেখিতে পাইতেছি। এই ক্রন্দন কি সেই মহান সত্তার ভয়ে যিনি আপনাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ সেই পবিত্র সত্তার ভয়ে আমি ক্রন্দন করিতেছি যিনি আমাকে তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ণ সীরাতুল মুস্তাকীমের উপর প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা হইতে সামান্যতম বিচ্যুতি আমার ধ্বংসের কারণ হইতে পারে। তারপর তিনি আবার তিলাওয়াত করিলেন ঃ

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيْلاً. اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْراً.

"ইচ্ছা করিলে আমি তোমার প্রতি যাহা ওহী করিয়াছি তাহা অবশ্যই প্রত্যাহার করিতে পারিতাম। তাহা হইলে এই বিষয়ে তুমি আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পাইতে না। ইহা প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া; তোমার প্রতি আছে তাঁহার মহা অনুগ্রহ" (১৭ ঃ ৮৬-৮৭; সীরাতে হালাবিয়্যা, উর্দু ৩৯তম কিস্তি, পৃ. ৬৩)।

হিময়ারী প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

হিময়ারে তখন আর শান-শওকতপূর্ণ রাজত্ব ছিল না। হিময়ার রাজদের সন্তানগণ ছোট ছোট সামন্ত রাজ্য কায়েম করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহারা তখন নামেমাত্র রাজা ছিলেন। আরবী ভাষায় তাহাদেরকে কায়ল (قيل) বলা হইত। বহুবচনে একসাথে তাহাদেরকে আকয়াল বলিয়া অভিহিত করা হইত। তাহাদের প্রতিনিধি পাঠাইয়া তাহারা তাহাদের ইসলাম গ্রহণের কথা নবী কারীম ﷺ-কে অবহিত করেন। বাহ্‌রা ও বনূ বাকা প্রতিনিধি দল এই সময়েই নবী দরবারে আগমন করেন। ইব্‌ন সা'দ বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ খাওলানী হিম্‌য়ারী এমন এক ব্যক্তির বরাতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন, যিনি নবী কারীম ﷺ-এর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

قدم على رسول الله ﷺ مالك بن مرارة الرهاوى رسول ملوك حمير بكتابهم وإسلامهم وذلك فى شهر رمضان سنة تسع فأمر بلالا أن ينزله ويكرمه ويضيفه.

"হিময়ার রাজগণের পত্র শিরক বর্জন ও ইসলাম গ্রহণের বার্তাসহ মালিক ইব্‌ন মুরারা আর-রাহাবী নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে আগমন করেন। আর উহা ছিল নবম হিজরীর রমযান মাসের কথা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলালকে তাহাদিগকে অভ্যর্থনা ও সম্মানজনক আদর-আপ্যায়নের জন্য আদেশ দান করেন"।

ইব্‌ন হিশাম ঐ রাজন্যবর্গের নামও উল্লেখ করিয়াছেন— যাহাদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিরূপে মালিক ইব্‌ন মুরারা নবী ﷺ দরবারে আগমন করিয়াছিলেন। তাহারা হইতেছেন ঃ হারিছ ইব্‌ন আবদে কুলাল, নু'আয়ম ইব্‌ন আবদে কুলাল, যু-রুআয়নপতি নু'মান, মাআকাব ও হামদান (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৫৫)।

ইমাম আহমাদ (র) বলেন, হাসান (র) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, যু-য়াযানের দূত মালিক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একজোড়া বস্ত্র উপঢৌকনস্বরূপ দিয়াছিলেন— যাহা তেত্রিশটি বড় বড় উট ও ৩৩টি বড় বড় উটনীর বিনিময়ে ক্রয় করা হইয়াছিল। আবূ দাঊদ (র) ও

আমর ইব্ন আওন আল-ওয়াসিতীর বরাতে হযরত আনাস (রা) হইতে ঐ হাদীছখানা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। উক্ত হাদীছ হইতে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত বস্ত্র অত্যন্ত মূল্যবান ছিল— যাহা তাঁহার প্রতি হিময়ার রাজদের অতি ভক্তিরই নিদর্শন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৬৭-৬৮)। যতদূর মনে হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত বস্ত্রজোড়া তেত্রিশটি উট ও তেত্রিশটি উটনীর বিনিময়ে ক্রয়ের বক্তব্য সঠিক নহে বরং সঠিক হইল ঃ

قد اخذها بثلاثة وثلاثين بعيرا او ثلاثه وثلاثين ناقة

"উহা তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন ৩৩টি উট অথবা ৩৩টি উটনীর বিনিময়ে"। হাফিজ ইব্ন কাছীর লিখিত আস-সীরাতু'ন-নাবাবিয়্যা গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে উহাই লিখিত আছে। পূর্বোক্ত আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থখানিও তাঁহারই রচিত। এ ব্যাপারে তিনি যে সনদে হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাও অভিন্ন। সুতরাং প্রথমোক্ত উদ্ধৃতিতে او (অথবা) শব্দটির আলিফ পড়িয়া গিয়া (এবং) হইয়া গিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য (আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ১৪৭, বৈরূত মুদ্রণ ১৩৯৫/১৯৮৬)।

বনূ হানীফা গোত্রের প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

বনূ হানীফা ইয়ামামার অধিবাসী। ঐ ইয়ামামারই সর্দার ছুমামা মুসলিম সৈন্যদলের হস্তে বন্দী হইয়া মদীনায় আসেন এবং মুক্তি পাওয়ার পর স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করিয়া দেশে ফিরেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় সেই অঞ্চলে ইসলাম প্রচারিত হয়। সুতরাং বনূ হানীফা গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হয়। তাফাজ্জল হোসাইন, হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮৬৫)। মুসায়লামা ছিল অত্যন্ত দাম্ভিক। অহঙ্কারের কারণে সে নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইতে বিরত থাকে (কান্দেহলবী, সীরাতুল মুস্তফা, ৩খ., পৃ. ১১২)।

বনূ হানীফার প্রতিনিধি দল যখন নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে আগমন করে তখন মুসায়লামা কাযযাবও ঐ দলে ছিল। তাহারা মদীনায় আসিয়া বনূ নাজ্জারের এক আনসারী মহিলার বাড়ীতে আসিয়া উঠে। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর প্রমুখাৎ বুখারী বর্ণনা করেন ঃ

قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله ﷺ فجعل يقول ان جعل لى محمد الامر من بعده اتبعته وقدم في بشر كثير من قومه.

"মুসায়লামা কায্যাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আমলে মদীনায় আসে। সে বলিতে শুরু করে, মুহাম্মাদ যদি তাঁহার পরে আমাকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান তাহা হইলে আমি তাঁহার অনুসারী হইব। সে তাহার সম্প্রদায়ের প্রচুর লোকসহ আসিয়াছিল"।

فاقبل اليه رسول الله ﷺ ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفى يد رسول الله ﷺ قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة فى اصحابه فقال لو سألتنى هذه القطعة ما اعطيتكها ولن تعدوا امر الله فيك ولئن ادبرت يعقرنك الله وانى لاراك الذى رأيت فيه ما رأيت وهذا ثابت يجيبك عنى.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস সমভিব্যাহারে তাহার দিকে ছুটিলেন। তখন তাঁহার হাতে ছিল খেজুর গাছের ডালের একটি ছড়ি। মুসায়লামা যেখানে তাহার দলবলসহ ছিল, সেখানে গিয়া তিনি থামিলেন। তখন তিনি ফরমাইলেন ঃ তুমি যদি ঐ টুকরাটিও আমার নিকট চাও তবে তাহাও আমি তোমাকে দিব না। আর তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার অন্যথা করাও সম্ভব নহে। তুমি যদি পিছটান দাও তাহা হইলে আল্লাহ তোমাকে উৎখাত করিবেন। আমি তোমার ব্যাপারে স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি তাহাই তোমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর এই ছাবিত তোমার বক্তব্যের জবাব দিবে" (মুসলিম, কিতাবুর রু'ইয়া, বাব ৪; ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা-বি আহওয়ালিল মুস্তাফা, পৃ. ৭৭১)।

বুখারীর অনুরূপ আরেকটি রিওয়ায়াতে উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন উৎবা প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস (রা)-এর সম্পর্কে তাঁহার নামের সাথে সাথে উক্ত হইয়াছে ঃ

وهو الذى يقال له خطيب رسول الله ﷺ.

"ইনি হইতেছেন সেই ব্যক্তি যাহাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খতীব বলিয়া অভিহিত করা হইত।"

পরবর্তী এই রিওয়ায়াতের বর্ণনা এইরূপ ঃ

وفى يد رسول الله ﷺ قضيب فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة ان شئت خليت بينك وبين الامر ثم جعلته لنا بعدك فقال رسول الله ﷺ لو سألتنى هذا القضيب ما اعطيتكه وانى لاراك الذى رأيت فيه ما رأيت وهذا ثابت بن قيس سيجيبك عنى فانصرف رسول الله ﷺ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে তখন একটি ছড়ি ছিল। তিনি তাহার নিকট গিয়া থামিলেন এবং তাহার সহিত কথোপকথন করিলেন। মুসায়লামা বলিল, আমি আপনার হাতে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে পারি যদি আপনার পরে আপনি আমাকে স্থলাভিষিক্ত করিতে সম্মত হন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ এমনকি আমার হাতের এই ছড়িটিও যদি তুমি আমার নিকট দাবি কর, তবে আমি তাহাও তোমাকে দিব না। আমি স্বপ্নে তোমাকে যেরূপ দেখিয়াছি তাহাই তোমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আর এই কায়স ইব্ন ছাবিত আমার পক্ষ হইতে তোমাকে জবাব দিবে" (বুখারী ৪খ., পৃ. ২৪৭, ৫খ., পৃ. ২১৫, ৯খ., পৃ. ১১৭; বায়হাকী, দালাইলুন নবূওয়া ১খ., পৃ. ৩৫৮, ৫খ., পৃ. ৩৩০)।

উক্ত রাবী উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্ত স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, আমাকে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সম্পর্কে বলিয়াছেন ঃ

بين انا نائم ريت انه وضع فى يدى سوارن من ذهب ففظعتها وكرهتها فاذن لى فنفختهما فطارى فاولتهما كذابين يخرجان.

"স্বপ্নে আমাকে দেখান হইয়াছে, আমার হাতে দুইটি স্বর্ণের কাকন পরান হইল। তাহাতে আমি অত্যন্ত বিব্রত ও বিরক্ত হই। তারপর আমাকে আদেশ করা হইলে আমি ঐ দুইটির উপর ফু দিলা, সাথে সাথে ঐগুলি উড়িয়া গেল। তখন আমি উহার ব্যাখ্যা করিলাম এইরূপ যে, দুইজন ঘোর মিথ্যাবাদী ভণ্ডের আবির্ভাব হইবে"।

রাবী 'উবায়দুল্লাহ বলেন, তাহাদের একজন হইতেছে আসওয়াদ আনাসী, যাহাকে ফীরূষ ইয়ামানে হত্যা করিয়াচিল আর অপরজন মুসায়লিমা কায়যাব।

মুহাম্মদ ইব্ ইসহাক বলেন, বনূ হানীফার প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এরদরবারে আগমন করিল। তাহাদের মধ্যে মুসায়লিমা ইব্ন ছুমামা ইব্ন কাছীর ইব্ন হুবায়র ইবনিল হারিছ ইব্ন আবাদিল হারিছ ইব্ন হিফ্ফান ইব্ন যুহল ইবনুদ ফুওয়াল ইব্ন হানীফা ও ছিল। তাহার উপনাম ছিল আবু ছুমামা, মতান্তরে আবূ হারূন। রহমান নামেও তাহাকে অভিহিত করা হইত এবং যুহরীর বর্ণনামতে এইজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা আবদুল্লাহরও জন্মের পূর্বে তাহাকে রাহমানুল ইয়ামামা বলা হইত। নিহত হওয়ার সময় তাহার বয়স হইয়াছিল এক শত পঞ্চাশ বৎসর।

এইজন্যই (হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে) কুরায়শগণ যখন সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম শুনিতে পায় তখন বলে ঃ

دق فوك انما تذكر مسيلمة رحمان اليمامة.

"তোমার মুখে ছাই পড়ুক! তুমি তো ইয়ামামার রহমান মুসায়লামার কথা বলিতেছ!"

মুসায়লামা অনেক রকম ভেল্কিবাজি জানিত। বোতলের মধ্যে সে ডিম ভরিয়া ফেলিত। এইরূপ ভেল্কিবাজির সে-ই ছিল উদ্ভাবক। পাখির পালক কাটিয়া সে পুনরায় উহা জোড়া লাগাইয়া দিত। সে দাবি করিত যে, পাহাড় হইতে একটি হরিণী তাহার নিকট আসে এবং সে উহা দোহন করিয়া থাকে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৪৬)।

ইয়ামামাবাসী জনৈক প্রবীণ ব্যক্তির বরাতে ইব্ন ইসহাক মুসায়লামার নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিতি সম্পর্কে অন্যরকম একটি বিবরণও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে ঃ বনূ হানীফার প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় মুসায়লামাকে তাহাদের তাঁবুতে রাখিয়া আসিয়াছিল। তাহারা সকলে ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবগত করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আমাদের একজন সঙ্গীকে বাহন দেখাশোনা করিবার জন্য তাঁবুতে রাখিয়া আসিয়াছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকেও দলের অন্যান্যদের সমপরিমাণ উপঢৌকন প্রদানের আদেশ দিয়া বলিলেন ঃ

اما انه ليس بشركم مكانا.

"মর্যাদার দিক দিয়া সে তোমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ের নহে।"

অর্থাৎ তোমাদের মালপত্রের দেখাশোনা করার জন্য তাহার মর্যাদা কমিয়া যায় নাই, সেও তোমাদের দলেরই একজন বটে। তাহারা তখন সেই উপঢৌকন সামগ্রী লইয়া মুসায়লামার নিকট ফিরিয়া গেল। তারপর তাহারা মদীনা হইতে প্রস্থান করে। ইয়ামামায় ফিরিয়া গিয়া আল্লাহ্র দুশমন মুসায়লামা মুরতাদ হইয়া যায় এবং নবূওয়াতের দাবিদার হইয়া স্বগোত্রের নিকট মহামিথ্যা ভাষণ দেয়। তাহার সঙ্গীদেরকে সাক্ষী করিয়া সে বলিল, তোমরা আমার কথা তাঁহার নিকট উল্লেখ

করিলে তিনি কি বলেন নাই যে, সে তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট ব্যক্তি নহে? ইহা এইজন্য যে, তিনি জানেন, নবূওয়াতীর ব্যাপারে আমিও তাঁহার অংশীদার। তারপর সে আল-কুরআনের বাকভঙ্গির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ছন্দোবদ্ধ বাক্যাদি রচনা শুরু করে। তাহার এইরূপ ছন্দোবদ্ধ রচনার নমুনা ঃ

لقد انعم الله على الحبلى اخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى واحل لهم الخمر والزنا ووضع عنهم الصلوة.

"আল্লাহ্ গর্ভবতীকে নিয়ামত দান করিয়াছেন। তাহার অভ্যন্তর হইতে তিনি উদ্গত করিয়াছেন স্পন্দনশীল প্রাণ অন্তঃত্বক ও নাড়িভুড়ির মধ্য হইতে। আর তাঁহাদের জন্য তিনি বৈধ করিয়াছেন মদ্য ও ব্যভিচার আর রহিত করিয়াছেন তাহাদের উপর হইতে সালাত।"

এতদসত্ত্বেও সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবী হওয়ার সাক্ষ্য দিত। বনূ হানীফা তাহার নবূওতের দাবির সত্যতা মানিয়া লইয়া তাহার সহিত একাত্মতা ঘোষণা করে। উক্ত দ্বিবিধ বর্ণনার কোন্‌টি যে সত্যসত্যই ঘটিয়াছিল তাহা আল্লাহ্‌ই সম্যক জ্ঞাত।

হানীফা গোত্রের প্রতিনিধি দলের অপর এক সদস্য রাহ্হাল ইব্ন 'উনফুওয়া, মতান্তরে 'উনকুওয়া (তাহাকে নাহার ইব্ন উনফুওয়া বলা হইত) ইসলাম গ্রহণ করিয়া কুরআনের কিছু অংশ শিক্ষা করে। সে কিছুকাল নবী ﷺ দরবারে অবস্থানও করে। একদিন ঐ ব্যক্তি যখন আবূ হুরায়রা এবং ফুরাত ইব্ন হায়্যান-এর সহিত একত্র বসিয়া কথাবার্তা বলিতেছিলেন এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিতে করিতে বলিলেন ঃ

ضرسى احدكم فى النار مثل احد.

"তোমাদের একজনের মাড়ির দাঁত তো জাহান্নামে উহুদ পাহাড়ের মত বিরাটাকৃতির হইবে"।

ইহার নির্গলিতার্থ ছিল, তোমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি অবশ্যই জাহান্নামী হইবে। অবশেষে যখন রাহ্হাল ধর্মচ্যুত হইয়া মুসায়লামার দলভুক্ত হইল এবং তাহার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল যে, রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাকে নবূওয়াতের মধ্যে শরীক করিয়া লইয়াছেন, তারপর সে কুরআন মাজীদের যে সমস্ত অংশ শিখিয়া আসিয়াছিল সেগুলি মুসায়লামাকে শিক্ষা দিল। আর মুসায়লামা সেইগুলিকে তাহার উপর নাযিলকৃত বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল— যাহা হানীফা গোত্রের ধর্মচ্যুতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তখন পূর্বোক্ত সাহাবীদ্বয় হযরত আবূ হুরায়রা ও ফুরাত ইব্ন হায়্যান হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন যে, তাহাদের তিনজনের একজন জাহান্নামী যে কে তাহা জানা গিয়াছে।

ইয়ামামার যুদ্ধে উক্ত রাহ্হাল ইব্ন 'উনফুওয়া হযরত যায়দ ইব্ন খাত্তাবের হাতে নিহত হয়। মুসায়লামা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট তাহার নবূওয়াতে শরীক হওয়ার দাবি জানাইয়া যে পত্র দেয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহার দাবিকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে কায্যাব বা ডাহা মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়া যে জবাব দেন তাহার বর্ণনা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রাবলী অধ্যায়ে বর্ণনা দেখা যাইতে পারে। রাসূলুল্লাহ্ (স) এই পত্র পাইয়া এতই ক্রুদ্ধ হন যে, তাহার দূতদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন ঃ

اما والله لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما.

"আল্লাহ্র কসম! যদি দূত হত্যা রীতি বিরুদ্ধ না হইত তাহা হইলে আমি অবশ্যই তোমাদের উভয়ের গর্দান উড়াইয়া দিতাম"।

অবশ্য দূতদ্বয়কে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছিলেন ঃ وانتما تقولان مثل ما يقول

"তোমরাও কি তাহার মত বলিয়া থাক?"

অর্থাৎ মুসায়লামাকে নবী বলিয়া বিশ্বাস কর? তাহারা ইহার ইতিবাচক জবাব দিয়াছিল।

আবূ দাঊদ তায়ালিসী সনদসহ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, তিনি বলিয়াছেন ঃ

جاء ابن النواحة وابن اثال رسولين لمسيلمة الكذاب الى رسول الله ﷺ فقال لهما اتشهدان انى رسول الله ﷺ فقالا ان مسيلمة رسول الله فقال رسول الله ﷺ امنت بالله ورسله ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما.

"মুসায়লামা কায্যাবের দুই দূত ইব্নুন নাওয়াহা ও ইব্ন উছাল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আসিল। তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমি যে আল্লাহ্র রাসূল এই সাক্ষ্য কি তোমরা দাও? তাহারা বলিল, মুসায়লামা আল্লাহ্র রাসূল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ আমি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করিতেছি। আমি যদি কোন দূতকে হত্যা করিতাম তাহা হইলে অবশ্যই তোমাদের দুইজনকে হত্যা করিতাম" (আবূ দাঊদ তায়ালিসী, মুসনাদ, ১খ., পৃ. ২৩৮, মিসরীয় মুদ্রণ, ১৩৮৯ হি.)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা) বলেন, সেই অবধি দূত হত্যা নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে। হাফিয বায়হাকী বলেন, উসামা ইব্ন উছাল পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন। আর ইব্নুন নাওয়াহা সম্পর্কে আবূ যাকারিয়্যা ইব্ন আবূ ইসহাক আল-যুব্যানী কায়স ইব্ন আবী হাযিম-এর বরাতে বলেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদের নিকট আসিয়া বলিল, আমি বনূ হানীফা গোত্রের কোন এক মসজিদের পাশ দিয়া অতিক্রমকালে এমন তিলাওয়াত শুনিলাম যাহা আল্লাহ্ মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি নাযিল করেন নাই। তাহা ছিল এইরূপ ঃ

والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا وللاقمات لقما.

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'ঊদ তখন তাহাদেরকে ধরিয়া আনিতে লোক পাঠাইলেন। সাথে সাথে তাহাদের সত্তরজন লোককে ধরিয়া আনা হইল। আবদুল্লাহ্ ইব্ন নাওয়াহা ছিল তাহাদের দলপতি। আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদের নির্দেশে তাহাকে হত্যা করা হইল। তখন ইব্ন মাস'ঊদ (রা) বলিলেন ঃ

ما كنا بحرزين الشيطان من هؤلاء ولكن نحوزهم الى الشام لعل الله ان يكفيناهم

"উহাদের মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধির অবকাশ আমরা শয়তানকে দিতেছি না বরং উহাদেরকে আমি সিরিয়ায় বিতাড়িত করিতেছি। আশা করি আল্লাহ্ আমাদের পক্ষে তাহাদের জন্য যথেষ্ট হইবেন" (ইব্ন কাছীর, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৯২-১০০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৪৭; রাওদুল-উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪৪২-৮, বৈরূত তা. বি., তারীখ তাবারী, ৩খ, পৃ. ১৩৭-৮, বৈরূত)।

পাপিষ্ঠ মুসায়লামা কায্যাব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত হাবীব ইব্ন যায়দ (রা)-এর হস্তপদ চতুষ্টয় কাটিয়া ফেলিয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছিল (বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৯৫, কায়রো ১৯৭৭ খৃ.)।

ওয়াকিদীর বর্ণনা হইতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমনকারী বনূ হানীফার প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল بضع عشر رجلا (দশের অধিক)। সাল্মা ইব্ন হানযালা তাহাদের নেতা ছিল। এই দলে আরও ছিল রাহ্হাল ইব্ন 'উনফুওয়া, তাল্ক ইব্ন 'আলী, 'আলী ইব্ন সিনান, মুসায়লামা ইব্ন হুবায়ব আল-কায্যাব প্রমুখ। মুসলিমা বিনতুল হারিছ-এর বাড়িতে তাহারা উঠিয়াছিল এবং তাহাদেরকে একবেলা গোশ্ত-রুটি এবং অপর বেলা দুধ-রুটি দ্বারা আপ্যায়ন করা হইত। আবার কখনও একবেলা শুধু রুটি, অপর বেলা রুটি-মাখন দেওয়া হইত। আবার খেজুরও কোন বেলা দেওয়া হইত। তাহাদের প্রত্যেককে নবী কারীম ﷺ পাঁচ উকিয়া (দুই শত দিরহাম) হিসাবে উপঢৌকন দিয়াছিলেন।

হযরত খালিদ ইব্ন ওয়ালীদের নেতৃত্বে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে ১১ হিজরীতে হযরত আবূ বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে চল্লিশ হাজার সৈন্যসহ যুদ্ধ করিয়া হযরত হামযার হন্তা ওয়াহ্শীর হাতে মুসায়লামা কায্যাব নিহত হয় (মওলানা আকবর শাহ নাজীবাবাদী, ইসলামের ইতিহাস, ১খ., পৃ. ২৮৫-৮৭)।

পরবর্তী কালে ওয়াহ্শী আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, কাফির থাকাকালে আমি সেরা মুসলমান হযরত আমীর হামযাকে হত্যা করিয়াছিলাম, আর মুসলমান হওয়ার পর সেই ত্রুটির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ নিকৃষ্ট কাফির মিথ্যাবাদী মুসায়লামাকে হত্যা করিলাম (মওলানা তাফাজ্জল হোসাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৮৬৭)।

ইব্ন সা'দ বলেন, বনূ হানীফা প্রতিনিধি দল হিজরী দশম সনে ইয়ামামা হইতে নবী ﷺ দরবারে আসিয়াছিল এবং উক্ত প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে ছিলেন সালেমা ইব্ন হান্যালা আস-সুহায়মী, তাল্ক ইব্ন আলী ইব্ন কায়স, 'আলী ইব্ন সিনান, আল-'আকউস ইব্ন মুসলিমা, যায়দ ইব্ন 'আবদ আমর প্রমুখ। প্রথমোক্ত জন দলপতি ছিলেন এবং তাহাদের মেযবান ছিলেন রামলাহ্ বিন্তুল-হারিছ। ঐ বর্ণনায় আছে রাহ্হাল হযরত উবায়্যি ইব্ন কা'ব (রা)-এর নিকট কুরআন শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ বর্ণনায় আরও আছে ঃ

ورجعوا الى اليمامة واعطاهم رسول الله ﷺ اداوة من ماء فيها فضل طهور فقال اذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوا مكانها مسجدا ففعلوا.

"তাহারা ইয়ামামায় ফিরিয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে তাঁহার উযূতে ব্যবহৃত অবশিষ্ট পানিসহ একটি পাত্র দিয়া বলেন, যখন তোমরা তোমাদের দেশে ফিরিয়া যাইবে তখন

তোমাদের পূর্ববর্তী উপাসনালয় ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। অতঃপর ঐ স্থানে এই পানি ছিটাইয়া দিয়া উহাকে মসজিদে রূপান্তরিত করিয়া লইবে। তাহারা সেইরূপই করে"।

ঐ বর্ণনায় আরও আছে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদত্ত পাত্রটি আকউস ইব্ন মুসলিমার নিকট থাকে। মু'আয্যিন হন তাল্ক ইব্ন 'আলী। তিনি যখন আযান দিলেন তখন উপাসনালয়ের সন্ন্যাসী উহা শুনিয়া বলিল, হক কালিমা! হক দাওয়াত!! তারপর সে সেখান হইতে পালাইয়া যায়। উহাই ছিল তাহার অন্তিম যাত্রা (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩১৬-১৭)।

আয্দ প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

আবূ নু'আয়ম (র) তদীয় মা'রিফাতুস সাহাবা' গ্রন্থে এবং হাফিয আবূ মূসা আল-মাদীনী সনদসহ সুওয়ায়দ ইব্নুল হারিছ (রা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের সাত ব্যক্তির সপ্তমজনরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপণীত হই। আমাদের কথা-বার্তা ও চাল-চলন দৃষ্টে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আমাদেরকে আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে আমরা জবাব দিলাম, আমরা মু'মিন। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন ঃ প্রত্যেক জাতিরই তাহার নিজস্ব পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য থাকে, তোমাদের সেই বৈশিষ্ট্য ঈমান কী? আমরা জবাব দিলাম, এইরূপ পনেরটি আমল আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, সেইগুলির পাঁচটি এমন যেইগুলির প্রতি বিশ্বাস রাখিতে এবং পাঁচটি এমন যেইগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা কার্যকর করিতে আপনার প্রেরিত দূতগণ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়াছেন। আর পাঁচটি এমন যেইগুলি জাহিলিয়াতের আমল হইতেই আমরা করিয়া আসিতেছি, যদি না কেহ ঐগুলি পরিত্যাগে আমাদেরকে বাধ্য করে।

(وخمس تخلصا بها فى الجاهلية فنحن عليها الا انه تكره منهما شيئا)

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার দূতগণ যে পাঁচটি ব্যাপারে ঈমান আনয়ন করিতে আদেশ করিয়াছে সেইগুলি কী? আমরা বলিলাম, তাঁহাদের নির্দেশিত সেই পাঁচটি আমল হইল, আমরা যেন ঈমান আনয়ন করি (১) আল্লাহ্র প্রতি, (২) তাঁহার ফেরেশতাগণের প্রতি, (৩) তাঁহার কিতাবসমূহের প্রতি, (৪) তাঁহার রাসূলগণের প্রতি এবং (৫) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ তাহাদের নির্দেশিত সেই পাঁচটি 'আমল কী? আমরা বলিলাম, তাঁহাদের নির্দেশিত সেই পাঁচটি আমল হইল, (১) যেন আমরা বলিঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, (২) সালাত কায়েম করি, (৩) যাকাত আদায় করি, (৪) রামাদান মাসের সিয়াম সাধনা করি এবং (৫) সামর্থ্য থাকিলে যেন হজ্জ করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ জাহিলিয়াতের যুগ হইতে আচরিত তোমাদের সেই পূর্ব পাঁচটি অভ্যাস কী? আমরা বলিলাম ঃ

الشكر عند الرخاء واصبر عند البلاء والرضا بالقضاء والصدق فى مواطن اللقاء وترك شماتة بالاعداء.

(১) সচ্ছলতায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, (২) বিপদে ধৈর্য ধারণ, (৩) অদৃষ্টের উপর সন্তুষ্ট থাকা, (৪) সমরাঙ্গনে শত্রুর মুকাবিলায় অটল থাকা ও (৫) শত্রুর দুর্গতি দর্শনে উল্লসিত না হওয়া। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ ইহারা প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞজন, তাহাদের বুৎপত্তি অনেকটা নবীসুলভ। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

انـا ازيـدكم خمسا فيتم لكم عشرون خصلة ان كنتم كما تقولون. فلا تجمعوا ما لا تأكلون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا فى شيئ انتم عنه غدا تزولون واتقوا الله الذى اليه ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون.

"আমি তোমাদের জন্য আরও পাঁচটি আমল বর্ধিত করিয়া দিতেছি যাহাতে তোমাদের পূর্ণ কুড়িটি প্রশংসনীয় অভ্যাস হইয়া যায়, যদি সত্যসত্যই তোমরা যেমনটি বলিলে তেমনটি হইয়া থাক ঃ (১) যাহা খাইতে পারিবে না (ভোগ করিতে পারিবে না) তাহা সঞ্চয় করিবে না। (২) যেখানে বসবাস করিবে না এমন ইমারত বানাইবে না, (৩) এমন বস্তু লইয়া মারামারি হানাহানিতে মত্ত হইবে না যাহা ত্যাগ করিয়া আগামী কল্যই তোমাদের চলিয়া যাইতে হইবে। (৪) সেই আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, যাঁহার নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং যাঁহার সম্মুখে তোমদেরকে পেশ করা হইবে। আর সেই বস্তুর জন্য লালায়িত হও যেখানে তোমদেরকে যাইতেই হইবে এবং যেখানে তোমরা চিরস্থায়ী হইবে"।

অতঃপর প্রতিনিধি দলটি প্রস্থান করেন এবং তাঁহারা সেইরূপই আমল করেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৮৪-৮৫; ইব্‌ন কাছীর, আস্-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ১৮০-১, দারুল-মা'রিফা, বৈরূত, তা. বি.; কাস্তাল্লানী, মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়ার উর্দূ ভাষ্য, সীরাতে মুহাম্মাদীয়া, ২খ., পৃ. ৪৫০-১, মাকতাবায়ে রাহ্‌মানিয়া, লাহোর তা.বি.)।

আয্‌দ প্রতিনিধি দলের সদস্যসংখ্যা কত ছিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কাস্তাল্লানী ঐ দলের সদস্য সংখ্যা পনের ছিল বলিয়াছেন (যুরকানী, ৪খ., পৃ. ৩২)। পূর্বের বর্ণনায় সাত সংখ্যা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। ইব্‌ন সা'দ ঐ সংখ্যা بضع عشر দশের অধিক বলিয়াছেন। সুনির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেন নাই (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৩৭)। ইব্‌ন খালদূন ঐ সংখ্যা দশ ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (শায়খ মুহাম্মাদ ইসমাঈল পানিপথী, ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, পৃ. ৩৫৭, ইফা. প্রকাশিত ২০০৪)।

সুরাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আযদী ঐ প্রতিনিধি দলে ছিলেন। মদীনায় তাহারা ফারওয়া ইব্‌ন আমর (রা)-এর বাড়ীতে উঠেন। তিনি তাহাদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং যথারীতি তাহাদের আদর-আপ্যায়ন করেন। জ্ঞান-গরিমায় সুরাদ ইব্‌ন আবদুল্লাই ছিলেন দলের সর্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করিয়া দশদিন মদীনায় অবস্থান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সুরাদকেই তাঁহাদের আমীর নিযুক্ত করেন এবং পার্শ্ববর্তী ইয়ামানের মুশরিক গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার নির্দেশ দেন।

সেইমতে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুরাদ জুরাশ শহরে অভিযান চালান। শহরটি ছিল প্রাচীরবেষ্টিত ও সুরক্ষিত দুর্গবিশিষ্ট। ইয়ামানের বিভিন্ন গোত্রের লোকজন উহাতে দুর্গবদ্ধভাবে বসবাস করিত। তিনি অগ্রসর হইয়া তাহাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন। তাহারা ইসলাম গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করে এবং দুর্গের খিল আটকাইয়া দিয়া উহাতে অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত বিলম্ব করিয়া আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুরাদ অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। জুরাশবাসীরা ইহাতে মুসলমানদের পরাজয় ও পশ্চাদপসরণ ভাবিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন

করার উদ্দেশ্যে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। তাহারা যখন শাকার পাহাড়ের নিকট উপনীত হইল তখন মুসলিম বাহিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল। দিনভর যুদ্ধে জুরাশবাসীরা পরাজিত হয় এবং তাহাদের অনেক লোক হতাহত হয়। মুসলিম বাহিনী তাহাদের কুড়িটি ঘোড়া ছিনাইয়া লয়।

এদিকে জুরাশবাসিগণ ইতোপূর্বেই তাহাদের দুইজন প্রতিনিধিকে নবী ﷺ দরবারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়া দিয়াছিল। আসরের পর সন্ধ্যার দিকে তাহারা যখন নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইল তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, শাকার নামক স্থানটি কোথায় অবস্থিত? জুরাশবাসী উক্ত দুই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের দেশে কাশার নামক একটি পাহাড় আছে। তাহারা উক্ত পাহাড়কে এই নামেই অভিহিত করিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, ঐ পাহাড়টা আসলে কাশার নহে, শাকার। তাহারা বলিল, ঐ স্থানের কী অবস্থা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, ঐ পাহাড়ের পাদদেশে অচিরেই আল্লাহ্র কিছু বান্দার জীবন নাশ ঘটিবে। কথাটি তিনি রূপকভাবে বলিয়াছিলেন এইভাবে ان بدن الله لنحرن الان عنده (এখনই আল্লাহ্র বেশ কিছু উট ঐখানে যবেহ হইতেছে)।

রাবী বলেন, উক্ত দুই ব্যক্তি তখন দৌড়াইয়া হযরত আবূ বকর এবং হযরত উছমান (র)-এর নিকট গেল এবং এখন তাহাদের করণীয় কি জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা বলিলেন, হতভাগারা! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তো আসলে তোমাদের সম্প্রদায়ের বিপন্ন হওয়ারই সংবাদ দিতেছেন। তাড়াতাড়ি নবী ﷺ দরবারে হাযির হইয়া তাঁহাকে তোমাদের সম্প্রদায়ের বিপদমুক্তির জন্য দু'আ করার আবেদন জানাও। তাহারা দৌড়াইয়া গিয়া নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইল এবং তাহাদের সম্প্রদায়ের বিপদমুক্তির জন্য দু'আ কামনা করিল। তিনি তাহাদের জন্য সেইরূপ দু'আ করিলেন। তিনি তখন বলেন ঃ اللهم ارفع عنهم। "হে আল্লাহ্! তাহাদেরকে বিপদমুক্ত করিয়া দিন"।

অতঃপর যখন তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল তখন জানিতে পারিল যে, ঠিক ঐ সময়েই তাহারা বিপদের শিকার হইয়াছিল, যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদেরকে তাহাদের কওমের বিপদের কথা অবগত করিয়াছিলেন। জুরাশের অবশিষ্ট লোকজনের পক্ষ হইতে আরেকটি প্রতিনিধি দল তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয় এবং তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহারা পরবর্তী জীবনে নিষ্ঠাবান মুসলমানের মতই অতিবাহিত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদেরকে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের পশুপালের জন্য চারণক্ষেত্রের বরাদ্দ প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদের আগমনে এতই খুশী হন যে, তিনি তাঁহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ

مرحبا بكم أحسن الناس وجوها وأصدقه لقاء وأطيبه كلاما وأعظمه أمانة أنتم مني وأنا منكم.

"তোমাদেরকে স্বাগতম! (তোমরা) চেহারা অবয়বে সর্বসুন্দর, সাক্ষাতের দিক হইতে সর্বনিষ্ঠ, কথা-বার্তায় সর্বোত্তম এবং বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর দিক হইতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তোমরা আমারই আর আমিও তোমাদেরই একজন" (রওসূল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪১১-২; বৈরূত তা.বি.; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫৪; আরবী, ঐ উর্দূ সংস্করণ, ৩খ., পৃ. ৪০৭-৮; লাহোর, ১৯৬২)।

বনূ 'আব্‌স প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

ইসলামের প্রথম দিকে হিজরতকারী নয় সদস্যবিশিষ্ট বনূ 'আব্‌সের একটি প্রতিনিধি দল নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হয়। তাঁহারা হইতেছেন ঃ (১) মায়সারা ইব্‌ন মাসরূক, (২) হারিছ ইবনুর রবী, তিনি আল-কামিল নামেও অভিহিত হইতেন। (৩) কানান ইব্‌ন দারিম, (৪) বিশ্‌র ইবনুল হারিছ ইব্‌ন 'উবাদা, (৫) হিদম ইব্‌ন মাস'আদা, (৬) সিবা' ইব্‌ন যায়দ, (৭) আবুল হিস্‌ন ইব্‌ন লুকমান, (৮) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক ও (৯) ফারওয়া ইবনুল হুসায়ন ইব্‌ন ফুদালা। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদের জন্য দু'আ করেন এবং বলেন ঃ

ابغونى رجلا يعشركم أعقد لكم لواء.

"আমি এমন একজন লোকের সন্ধান করিতেছি যে তোমাদের সংখ্যা দশে উন্নীত করিবে এবং আমি তোমাদের জন্য একটি পতাকা তাহার হাতে তুলিয়া দিব।"

এমন সময় তাল্‌হা ইব্‌ন 'উবায়দুল্লাহ্ আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদের জন্য একটি পতাকা তুলিয়া নিজ হাতে বাধিয়া দিলেন এবং তাহাদের সামরিক সংকেতধ্বনি নির্ধারিত করিয়া দিলেন ঃ يا عشرة (ইয়া আশারা)।

ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মুহাম্মাদ ইব্‌ন উমার, আম্মার ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবস আদ-দুয়ালী উরওয়া ইব্‌ন 'উযায়না আল-লায়ছী সূত্রে আমাকে বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট সংবাদ পৌছিল যে, একটি কুরায়শ কাফেলা সিরিয়া হইতে আসিতেছে। তখন তিনি বনূ আব্‌সের লোকদেরকে অভিযানে প্রেরণ করেন। তখন তাঁহারা প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা যদি গনীমত লাভ করি, তাহা হইলে তাহা কীভাবে ভাগবন্টন করিব, আমরা তো সংখ্যায় নয়জন"। জবাবে তিনি বলিলেন ঃ انا عاشركم (আমি তোমাদের দশম সদস্য)।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'উমার সনদসহ আরও উল্লেখ করেন, বনূ আব্‌স-এর তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইয়া আরয করেন, আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আমাদের নিকট আসিয়া আমাদেরকে জানান যে, হিজরত করা ছাড়া কোন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণযোগ্য নহে। যদি তাহা যথার্থই হইয়া থাকে তবে আমাদের কিছু ধনসম্পদ ও পশুপাল আছে, আমরা ঐগুলি বিক্রয় করিয়া সর্বস্বত্যাগী মুহাজির সাজি। নবী কারীম ﷺ তাহাদেরকে বলেন ঃ

اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كنتم بصمد وجازان.

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, তাহা হইল তোমাদের প্রতিফলে কোন কমতি হইবে না, যদি তোমরা সাম্‌দ ও জাযান-এও থাক" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৯৫-৬; যাদুল-মা'আদ, উর্দূ সং, ৯৩, পৃ. ৪৩৫; সীরাতুর রাসূল, ৩খ., পৃ. ১৩৯)।

আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) উক্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া সিরিয়া হইতে আগত কাফেলার বিরুদ্ধে উক্ত দলকে প্রেরণের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলেন ঃ

وهذا يقتضى تقدم وفادتهم على الفتح.

"এই বর্ণনার দাবি হইল, তাহাদের প্রতিনিধি দলের আগমন অবশ্যই মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঘটিয়া ছিল" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৭৯)।

তুজীব প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

তুজীব কবীলার তের ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন তাহাদের পশুপাল ও সম্পদের যাকাত যাহা তাহাদের উপর ফরয হইয়াছিল। তাহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের সম্পদের উপর আল্লাহ্র যাহা নির্ধারিত হক তাহা আমরা নিজেরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে লইয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাতে অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং বলিলেন, তোমরা উহা ফিরাইয়া লইয়া যাও এবং তোমাদের দরিদ্রদের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দাও। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেইখানকার দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টনের পর যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাই আমরা আপনার খিদমতে আনিয়া হাযির করিয়াছি। তাঁহাদের এই জবাব শুনিয়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আরবের অন্য কোন গোত্রই তো এই তুজীব গোত্রের প্রতিনিধি দলের মত আসে নাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ হিদায়াত হইতেছে আল্লাহ্র এখতিয়ারে। তিনি যাহার মঙ্গল কামনা করেন তাহার অন্তরকে তাঁহার হিদায়াতের জন্য প্রসারিত করিয়া দেন।

অতঃপর তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কতিপয় প্রশ্ন করিলেন যাহার জবাব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের জন্য লিখিতভাবে দেন। তারপরও তাঁহারা কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে আরও কতিপয় প্রশ্ন করেন। তাহাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদের প্রতি আরো প্রীত হইলেন এবং হযরত বিলাল (রা)-কে তাঁহাদের উত্তম আতিথ্যের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। তাঁহারা স্বল্পকাল অবস্থানান্তে শীঘ্রই প্রস্থান করিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহাদেরকে এই তাড়াহুড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তাঁহারা জবাব দিলেন, শীঘ্রই নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়া তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের বিবরণ দিয়া তাঁহার মহান শিক্ষা সম্পর্কে অবহিত করিতে চাই। যখন তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতেছিলেন তখন হযরত বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশক্রমে তাহাদেরকে অন্যান্য প্রতিনিধি দলের তুলনায় বেশী পাথেয় দিয়া বিদায় দেন।

বিদায়ের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি বাকী রহিয়া গেল না তো? তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মধ্যকার সর্বকনিষ্ঠ এক তরুণকে আমাদের বাহন ও আস্‌বাবপত্রের নিকট রাখিয়া আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি হইতেছি রাহাত, মতান্তরে আবযা গোত্রের লোক। আমার সঙ্গীদের প্রয়োজন তো আপনি পূরণ করিয়া দিয়াছেন, এইবার আমার প্রয়োজনটাও পূরণ করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করিলেন, বল, তোমার প্রয়োজনটা কি? তিনি বলিলেন, আমার প্রয়োজনের ধরন কিছুটা ভিন্ন ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার সাথীরা যদিও ইসলামের টানে আপনার খিদমতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাহাদের যাকাতও লইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আমি তো কেবল এইজন্য আপনার দরবারে হাযির হইয়াছি যে ঃ

تسأل الله أن يغفر لى ويرحمنى ويجعل غناى فى قلبى.

"আপনি আমার মাগফিরাতের জন্য দু'আ করিবেন এবং আল্লাহ্র কাছে আমার জন্য প্রার্থনা করিবেন যাহাতে তিনি আমার প্রতি সদয় হন এবং আমার হৃদয়কে সম্পদশালী করিয়া দেন"।

তাহার কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৎক্ষণাৎ তাহার দিকে মনোনিবেশ করিলেন এবং দু'আ করিলেন ঃ

اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه فى قلبه.

"হে আল্লাহ্! তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিন! তাহার প্রতি সদয় হউন, উহার হৃদয়কে সম্পদশালী করিয়া দিন"।

অতঃপর তিনি তাঁহাকেও তাঁহার সাথীদের মত উপঢৌকনাদিসহ সকলকে একসঙ্গে বিদায় করিয়া দিলেন। বিদায় হজ্জের সময় বনী আবযার কতিপয় ব্যক্তি মিনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাত করিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদের নিকট সেই ছেলেটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা জানাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমরা এমন স্বল্পে তুষ্ট ব্যক্তি আর দেখি নাই বা শুনি নাই। তাঁহার অবস্থা এই যে, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে যদি গোটা পৃথিবীটা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়, তবুও সে একটি বার ফিরিয়া তাকাইবে না। কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের পর যখন ইয়ামানে মুরতাদ হওয়ার ধুম পড়িয়া যায় তখন ঐ বালকটিই তাঁহার গোটা সম্প্রদায়কে ঐ ফিতনা হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। ফলে তাহাদের একটি লোকও মুরতাদ হয় নাই। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও সর্বদা ঐ ছেলেটির খবরাখবর লইতেন। পরবর্তী কালে তিনি যিয়াদ ইব্ন লাবীদকে লিখিয়াছিলেন, তাঁহার সাথে উত্তম আচরণ করিবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ (আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৪৩৫-৩৬; ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩২৩; কাস্তাল্লানী, মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়া, উর্দুভাষ্য, ২খ., পৃ. ৪৪১-২)।

বনূ সা'দ হুযায়ম ইব্ন কুদা'আ প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

ওয়াকিদী আবূ নু'মানের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন এবং তিনি তদীয় পিতার প্রমুখাৎ— যিনি নিজে বনূ সা'দ হুযায়মের লোক ছিলেন, বর্ণনা করেন, আমি আমার সম্প্রদায়ের কতিপয় লোককে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হই। তখন গোটা আরবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন দেশে দুই প্রকারের লোকই ছিল ঃ (১) যাহারা স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল (২) এবং কিছু লোক পার্থিব কারণে আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

আমরা মদীনায় পৌঁছিয়া শহরের উপকণ্ঠে অবতরণ করিলাম। অতঃপর আমরা মসজিদের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমরা যখন মসজিদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের অভ্যন্তরে জানাযার নামায পড়াইতেছিলেন। আমরা ভাবিলাম, আমরা তো এখনও নবী কারীম ﷺ-এর সহিত দেখা করি নাই, বায়'আতও হই নাই, এমতাবস্থায় আমাদের উহাতে যোগদান করাটা বোধহয় সমীচীন হইবে না।

সালাতান্তে তিনি যখন ঘরে ফিরিতেছিলেন তখন আমাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ তোমরা কাহারা হে? আমরা বলিলাম ঃ আমরা বনূ সা'দ হুযায়মের লোক ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! তিনি বলিলেন ঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযায় শামিল হও নাই? আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা তো মনে করিয়াছি আপনার হাতে বায়'আত হইয়া ইসলাম গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমরা বুঝি এগুলির যোগ্য নই। তিনি বলিলেন ঃ না, তোমরা যেখানেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাক না কেন, তোমরা মুসলমানই।

অতঃপর আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর হাতে বায়'আত হইলাম এবং আমাদের অবতরণ স্থলে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু আমাদের মালপত্রের হিফাযতের উদ্দেশ্যে একটি ছেলেকে আমরা সেখানে রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আবার আমাদেরকে ডাকিলেন। এবার আমরা আমাদের সাথী ঐ ছেলেটিসহ নবী ﷺ দরবারে হাযির হইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহারও বায়'আত গ্রহণ করিলেন। আমরা বলিলাম, সে তো আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ, আমাদের খাদিম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, কনিষ্ঠরাই দলের খাদিম হইয়া থাকে। আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন। اصغر القوم خادمهم بارك الله عليك

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দু'আর বরকতে ঐ কনিষ্ঠ সদস্যই সর্বোত্তম প্রমাণিত হন এবং কুরআন শরীফের জ্ঞানও তিনিই সর্বাধিক লাভ করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকেই আমীররূপে গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়া বলেন ঃ امروا عليكم اخوكم "তোমাদের মধ্যকার একজনকে আমীর মনোনীত করিয়া লও" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩২৯-৩০)।

যাদুল মা'আদের বর্ণনামতে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে তাহাদের আমীর মনোনীত করিয়া দেন। রাবী বলেন, অতএব ঐ ব্যক্তি আমাদের নামাযের ইমামতি করিতেন। অতঃপর আমরা দেশে প্রত্যাবর্তনে উদ্যত হইলে তিনি বিলালকে আমাদের প্রত্যেক সদস্যকে কয়েক উকিয়া করিয়া রৌপ্য উপঢৌকনস্বরূপ প্রদানের আদেশ দান করেন। তারপর আমরা যখন দেশে আমাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলাম তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তওফীক দান করিলেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩২৯৩০; সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ১৩২-৩; যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ১৪৩-৪, নফীস একাডেমী, করাচী প্রকাশিত উর্দু ভাষ্য, রইস আহমদ জাফরী; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ১৩৬-৩৭)।

বালিয়্যি প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

রু'আয়ফি' ইব্ন ছাবিত আল-বালাবী (রা) বলেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকজন নবম হিজরীর রাবীউল আওয়াল মাসে মদীনায় আগমন করিলে আমি বনূ জাদীলায় অবস্থিত আমার নিজ বাড়ীতে তাহাদেরকে উঠাই। অতঃপর তাঁহাদেরকে লইয়া নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হই। নবী কারীম ﷺ তখন আসহাব পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন। তিনি আমাকে ও তাহাদেরকে স্বাগতম জানাইলেন। তাহাদের দলপতি আবুদ দিবাব (বর্ণনান্তরে আবুদ দাবীব) অগ্রসর হইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে বসিয়া কথোপকথন শুরু করিলেন। তাহারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ

الحمد لله الذى هداكم للاسلام من مات على غير الاسلام فهو فى النار.

"সেই আল্লাহ্র প্রশংসা যিনি তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করিয়াছেন। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে জাহান্নামী।"

দলপতি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলেন, আমার মেহমান আপ্যায়নের বড় সখ। ইহাতে কি কোন ছওয়াব আছে? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ

كل معروف صنعته الى غنى او فقير فهو صدقة.

"যে কোন উপকার, চাই তাহা ধনীর জন্য কর, চাই দরিদ্রের জন্য কর তাহা সাদাকাস্বরূপ।"

তখন প্রতিনিধি দলের নেতা আবার প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপ্যায়ন কয় দিন পর্যন্ত? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, অতিথি আপ্যায়ন তিন দিন, অতঃপর সাদাকা। মেহ্মানের জন্য তিন দিনের বেশী অবস্থান করিয়া মেযবানকে বিব্রত করা বৈধ নহে।

অতঃপর তিনি প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বন-বাদাড়ে প্রান্তরে অনেক মালিক-বিহীন মেষ ছাগল ঘোরাফেরা করিতে দেখা যায়, এইগুলি সম্পর্কে শারী'আতের বিধান কী? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, এইগুলি হয় তোমার, নতুবা তোমার কোন ভাইয়ের, না হয় নেকড়ের (আহার্য)। প্রশ্নকারী আবার প্রশ্ন করেন, যদি সেই মালিকবিহীন পশুগুলি উট হয়? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ উহা ব্যবহার তোমার জন্য বৈধ নহে। ঐগুলিকে তাহাদের অবস্থার উপর ছাড়িয়া দাও। মালিক তাহা খুঁজিয়া লইবে বা নিজেরাই মালিকের নিকট পৌঁছিয়া যাইবে।

বর্ণনাকারী হযরত রুআয়ফি' (রা) বলেন, অতঃপর তাহারা নবী কারীম ﷺ-এর দরবার হইতে উঠিয়া আমার বাড়ীতে চলিয়া আসেন। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বেশ কিছু খেজুরসহ আমার বাড়িতে আসিলেন এবং বলিলেন ঃ ঐগুলি দ্বারা তাহাদেরকে আপ্যায়িত করিবে। তিনদিন অবস্থানের পর প্রতিনিধি দলটি মদীনা হইতে প্রস্থান করে (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৩০)।

ছা'লাবা প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ দরবারে আগমন

ইব্ন সা'দ বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন উমার আল-ওয়াকিদী মূসা ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম বনূ ছা'লাবার জনৈক ব্যক্তির বরাতে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ৮ম হিজরীতে জি'ইররানা হইতে প্রত্যাগমনের পর আমরা চার ব্যক্তি তাঁহার খিদমতে হাযির হইয়া আরয করি, আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আমরা এবং আমাদের সম্প্রদায় ইসলামে বিশ্বাসী এবং ইহা স্বীকার করিয়া থাকি। তখন তিনি আমাদের আদর-আপ্যায়নের নির্দেশ দিলেন। আমরা কিছুদিন মদীনায় অবস্থান করি। তারপর নবী দরবারে উপস্থিত হইয়া বিদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করি। তখন তিনি বিলালের প্রতি নির্দেশ দিলেন ঃ

اجزهم كما تجيز الوفد. "অন্যান্য প্রতিনিধি দলের মত উহাদেরকেও উপঢৌকনাদি প্রদান কর"। সেমতে তিনি একটি খোদাইকৃত রৌপ্যখণ্ড আমাদেরকে দান করিলেন যাহাতে আমরা প্রত্যেকে পাঁচ উকিয়া পরিমাণ রৌপ্য লাভ করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ নগদ মুদ্রা এখন হাতে নাই, তাই ইহাই গ্রহণ কর। তারপর আমরা প্রস্থান করি (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৯৮)।

ঐ খোদাইকৃত রৌপ্য খণ্ডে কী খোদাই করা ছিল তাহা স্পষ্ট নহে। তবে আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া ৫খ., এবং আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা (৩খ., পৃ. ১৭২) গ্রন্থদ্বয়ে ইমাম ইব্ন কাছীর উক্ত ঘটনার বর্ণনায় نقر শব্দের স্থলে البقرة শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যাহার অর্থ গাভী। তবে ইবনুল আছীর ঐ শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ঃ

قدر كبيرة واسعة فسماها بقرة من التبقر وهو التوسع او لانها تسع بقرة بتمامها.

"উহা ছিল একটি বিশাল ডেগ; এই বিশালত্বের জন্য উহাকে এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। কেননা বিশালত্বের আরবী প্রতিশব্দ হইতেছে التبقر। অথবা এই কারণে উহাকে বাকার বলা হইয়াছে যে, উহাতে পূর্ণ একটি গাভীর স্থান সঙ্কুলান হইত" (আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা লিইব্ন কাছীর-এর মুস্তাফা আবদুল ওয়াহিদ কৃত টীকা, ৩খ., পৃ. ১৭২)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমীপে মুহারিব প্রতিনিধি দল

১০ম হিজরীর বিদায় হজ্জের বৎসর মুহারিব গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আসিয়া উপস্থিত হয়। গোটা আরবে ইহারা ছিল অত্যন্ত বদমিযাজ ও রুক্ষ-কর্কশ স্বভাবের লোক। প্রথম প্রথম যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন গোত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণের আহ্বান করিতেন, তখন তাহারা তাঁহার সহিত অতন্ত দুর্ব্যবহার করে।

উক্ত প্রতিনিধি দলে দশজন সদস্য ছিল। তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিল। একদিন যুহর হইতে আসর পর্যন্ত তাহারা নবী ﷺ দরবারে হাযির ছিল। তাহাদের মধ্যকার একজনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ চিনিতে পারেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া তাহাকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। ঐ মুহারিবী ব্যক্তিটি উহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সম্ভবত আপনি আমার সম্পর্কে কিছু একটা ভাবিতেছেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, হাঁ তোমাকে কোথায় যেন আমি ইতোপূর্বে দেখিয়াছি। ঐ মুহারিবী ব্যক্তিটি বলিল, হাঁ, আল্লাহ্র কসম! আপনি আমাকে দেখিয়াছেন এবং আপনার সহিত আমার বাক্যালাপও হইয়াছে। সেদিন আমি আপনার সহিত অত্যন্ত রুক্ষ ভাষায় কথাবার্তা বলিয়াছিলাম। আমি আপনাকে উকাযের মেলায় অত্যন্ত রুক্ষভাবেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ইহা হইতেছে ঐ যুগের কথা যখন আপনি গোত্রে গোত্রে ঘুরিয়া ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিতেন।

লোকটা নিজেই বলিল, সেদিন আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কেহই আমার চেয়ে আপনার প্রতি অধিকতর বৈরী ছিল না। الحمد لله الذى ابقانى حتى صدقت بك "আল্লাহর শোকর যে, তিনি আমাকে আজ পর্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং আজ আমি আপনার প্রতি ঈমান আনিয়াছি"। আমার সেদিনের সকল সঙ্গীই তাহাদের সেই পুরাতন বাতিল ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত ও অবিচল থাকিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ ان هذه القلوب بيد الله عز وجل "এই অন্তরসমূহ নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলারই হাতে রহিয়াছে।" তারপর তাহারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন।

তখন ঐ মুহারিবী ব্যক্তিটি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি সেদিনের দুর্ব্যবহারের গুনাহ মাফ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, ইসলাম গ্রহণে পূর্বেকার গুনাহসমূহ মোচন হইয়া যায়। তারপর তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪৮৪-৫, বাংলা অনুবাদ)।

তাবাকাতের বর্ণনায় এই প্রতিনিধি সংক্রান্ত বিবরণে প্রাপ্ত অতিরিক্ত তথ্য হইল, ঐ প্রতিনিধি দল সাওয়া ইবনুল হারিছ এবং তাঁহার পুত্র খুযায়মা ইব্ন সাওয়াও ছিলেন। তাঁহারা রামলা বিনতুল হারিছ-এর বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। বিলাল সকাল-সন্ধ্যায় তাহাদের আহার্য নিয়া আসিতেন। তাবাকাতের ঐ প্রসঙ্গের সর্বশেষ বাক্যে বলা হইয়াছে ঃ

ومسح وجه خزمية بن سواء فصارت له غرة بيضاء واجارهم كما يجير الوفد.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ খুযায়মা ইব্ন সাওয়ার চেহারায় পবিত্র হস্ত বুলাইয়া দেন, ফলে তাহা উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য প্রতিনিধি দলের মত তাহাদেরকেও উপঢৌকনাদি প্রদান করেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ২৯৯, ঐ, ভিন্ন সংস্করণ, ৩খ., পৃ. ৪৩; ইব্ন

কাছীর, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ১৭২-৩; বৈরূত মুদ্রণ, ১৩৯৫/১৯৮৬; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৬৬-৭; ইফা প্রকাশিত বাংলা ভাষ্য, ইবনুল-কাইয়্যিম, যাদুল-মা'আদ, ৩খ., পৃ ৫০; ঐ, উর্দূ ভাষ্য, পৃ. ১৫৭-৮; ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, উয়ূনুল-আছার, ২খ., পৃ. ২৫৩, বৈরূত ১৯৭৭ খৃ.)।

গাস্সানী প্রতিনিধি দলের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে আগমন

গাস্সান ছিল আরবদের একটি বড় ও শক্তিমালী কবীলা। ধর্মত ইহারা সকলেই খৃস্টান ছিল। রোমক সম্রাটের পক্ষ হইতে আরবের এক বিরাট এলাকা জুড়িয়া তাহাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। দশম হিজরীর রমযান মাসে গাস্সানের তিন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন, আমাদের জাতির লোকজন ইহা গ্রহণ করিবে কি না তাহা আমাদের জানা নাই। কেননা তাহারা তাহাদের রাজত্ব রক্ষা ও রোমক সম্রাটের নৈকট্যের জন্যই লালায়িত। রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য প্রতিনিধি দলের মত তাহাদেরকেও পাথেয় উপঢৌকনাদি দিয়া বিদায় দেন।

তাহাদের স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তনের পর কেহই তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। কেহ ইসলামও গ্রহণ করিল না। তাহারা তাহাদের নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখিলেন। তাহাদের মধ্যকার দুইজন মুসলমান অবস্থায়ই ইনতিকাল করেন। তৃতীয়জন হযরত উমার (রা)-এর খিলাফত আমলে ইয়ারমূকের যুদ্ধের সময় হযরত আবূ উবায়দা (রা)-এর সহিত আসিয়া মিলিত হন। তিনি তাহাদের ইসলাম গ্রহণের কথা আবূ উবায়দাকে অবগত করেন। হযরত আবূ উবায়দা (রা) তাহাকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন (আসাহ্হুস সিয়ার, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৪৮৯; সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ১৩৮; যাদুল-মা'আদ, ৩খ., পৃ. ১৬১; উর্দূভাষা, রইস আহমদ জাফরী, মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, উর্দূ ভাষ্যা ২খ., পৃ. ৪৪৮)।

কিনানা প্রতিনিধি দলের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আগমন

ওয়াছিলা ইব্নুল আসকা' আল-লায়ছী এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হন যখন তিনি তাবূক অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত জামা'আতে ফজরের নামায আদায় করিয়াই তাঁহার সহিত দেখা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ

ما أنت وما جاء بك وما حاجتك ؟

"তুমি কে? কী বস্তু তোমাকে এখানে আসিতে বাধ্য করিল? কী তোমার প্রয়োজন"? জবাবে ওয়াছিলা তাঁহার বংশপরিচয় ব্যক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন, أتيتك لاؤمن بالله ورسوله فبايع على ما أحببت وكرهت. আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

তাহা হইলে আমার পসন্দ অপসন্দকে প্রাধান্য দিবে এই শর্তে বায়'আত গ্রহণ কর। তিনি সেইমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র হস্তে বায়'আত গ্রহণ করিলেন এবং স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া উহা তাহাদেরকে অবহিত করিলেন। তাঁহার পিতা এই কথা শুনিয়া চিরতরে তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধের ঘোষণা দিলেন। কিন্তু তাহার ভগ্নি এই সংবাদে প্রীত ও মোহিত হইলেন। তিনি

ইসলাম গ্রহণ করিলেন এবং তাহার ভাইয়ের যুদ্ধযাত্রার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে মদীনায় ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু ততক্ষণে আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাবূকের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। তখন তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ

من يحملني عقبه وله سهمي.

"যে আমাকে তাহার উটের সহ-আরোহী করিবে তাহাকে আমি আমার প্রাপ্য গনীমত প্রদান করিব"।

হযরত কা'ব ইব্ন উজরা (রা) তাঁহাকে সহযাত্রীরূপে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহারা তাবূকের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত গিয়া মিলিত হইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে উকায়দির অভিযানে প্রেরণকালে তাহাকেও তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করেন। সেখানে তিনি প্রচুর গনীমত-সম্ভার লাভ করেন এবং পূর্ব ঘোষণামত হযরত কা'ব ইব্ন উজরাকে অংশ দিতে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু কা'ব (রা) এই বলিয়া উহা ফিরাইয়া দেন, আমি কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আপনাকে সহ-আরোহীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০৫-৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৬৯, ইফা প্রকাশিত বাংলা ভাষ্য)।

আশজা' গোত্রীয় প্রতিনিধি দলের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আগমন

আশজা' গোত্রের প্রতিনিধিদল খন্দকের যুদ্ধের বৎসর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হয়। সংখ্যায় তাহারা ছিল এক শতজন এবং দলপতি ছিলেন মাস'উদ ইব্ন রুখায়লা। তাহারা সালা' পর্বতের গিরিপথে আসিয়া অবতরণ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে কয়েক থলে খেজুর প্রদান করেন। তাহারা অনুযোগ করিয়া বলে ঃ

يا محمد لا نعلم أحدا من قومنا أقرب داراً منك منا ولا أقل عددا وقد ضقنا بحربك وبحرب قومك فجئنا نوادعك.

"হে মুহাম্মাদ! আমাদের চেয়ে নিকট প্রতিবেশী এবং স্বল্পসংখ্যক প্রতিবেশী আপনার আর কোন গোত্র আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। আপনার এবং আপনার জাতির যুদ্ধ-বিগ্রহে আমরা অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছি। তাই আপনার সহিত একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সমীপে আসিয়াছি।"

সেমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের সহিত একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। কেহ কেহ বলেন বরং বনূ কুরায়যার যুদ্ধের পর আশজা' প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আগমন করিয়াছিল। আর সংখ্যায় তাহারা ছিল ভিন্নমতে সাত শত জন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের সহিত সমঝোতায় উপনীত হইয়াছিলেন। পরবর্তীতে তাহারা ইসলাম গ্রহণ করেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০৬; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৬৯, বাংলা ভাষ্য; ঐ, আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ১৭৬, বৈরূত ১৯৭৬ খৃ.)।

বাহিলা গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন

মক্কা বিজয়ের পর মুতাররিফ ইবনুল কাহিন আল-বাহিলী তাঁহার সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের জন্য

নিরাপত্তা পত্র লাভ করেন। উহাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফরয সাদাকাত অর্থাৎ যাকাতের বিবরণ লিখাইয়া দেন। অতঃপর নাহ্সাল ইব্ন মালিক আল-ওয়ায়েলী বাহিলীদের পক্ষ হইতে আগমন করিয়া তাহার গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের জন্য ইসলামী শারীআতের বিবরণ সম্বলিত আরেকখানি পত্র লইয়া যান। উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা) সেই পত্রখানা লিখিয়াছিলেন। উহার পাঠ ও বিস্তারিত বিবরণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রাবলী অধ্যায়ে দেখুন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০৭; আস্-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ইব্ন কাছীর ৪খ., পৃ. ১৭৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৭০, বাংলা ভাষ্য)।

বনূ রুওয়াস ইব্ন কিলাব প্রতিনিধি দলের আগমন

ওয়াকিদী বর্ণনা করেন, আমর ইব্ন মালিক (ইব্ন কায়স ইব্ন বুজায়দ ইব্ন রুওয়াস ইবন কিলাব ইব্ন রবী'আ ইব্ন 'আমির ইব্ন সা'সা'আ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি তাহার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাহাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন। এই গোত্রটি ছিল বনী কিলাবেরই একটি শাখাগোত্র। গোত্রের লোকজন বলিল, যতক্ষণ পর্যন্ত বনূ উকায়ল ইব্ন কা'ব আমাদেরকে যেভাবে আক্রমণ করিয়া হেস্তনেস্ত করিয়াছে আমরাও তাহাদেরকে সেরূপ করিতে না পারিব ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করিব না। তারপর তাহারা ঐ গোত্রকে আক্রমণার্থে বাহির হইল। যুদ্ধে আমার ইব্ন মালিক বনূ উকায়লের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন। ঘটনাক্রমে এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোচরীভূত হয়।

ইবনে আমির ইব্ন মালিক বলেন, অতঃপর আমি আমার হস্তদ্বয় একটি বেড়িতে জড়াইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হইলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, সে যদি বেড়ি পরা অবস্থায় আমার নিকট আসে তাহা হইলে বেড়ির উপর হইতে তাহার হাত আমি কাটিয়া ফেলিব (لئن أتاني لأضربن ما فوق الغل من يده)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পৌঁছিয়া আমি তাঁহাকে সালাম করিলাম। সালামের উত্তর না দিয়া তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া নিলেন। আমি পুনরায় তাঁহার ডান দিক হইতে সম্মুখে পড়িতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু এইবারও তিনি মুখ ঘুরাইয়া নিলেন। আমি আবার তাঁহার বাম দিক হইতে তাঁহার সম্মুখে যাইতে চেষ্টা করিলাম। এবারও তিনি যখন মুখ ঘুরাইয়া নিলেন তখন আমি তাঁহার সম্মুখ দিকে গিয়া বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মহান গরীয়ান আল্লাহ্কেও যদি কেহ সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস পায়, তাহা হইলে তিনি বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান। আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হউন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। এইবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন قد رضيت عنك "আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০০; ইব্ন কাছীর, সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ১৭৩)।

বানূ কিলাব প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

নবম হিজরীতে বানূ কিলাবের তের সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করে। কা'ব, লবীদ ইব্ন রবী'আ ও জাব্বার ইব্ন সালামাও এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন । কা'ব ইব্ন মালিক ও জাব্বারের মধ্যে ইতোপূর্বেই হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি তাঁহাকে স্বাগতম জানাইলেন এবং যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত উপঢৌকনাদি দিলেন। অতঃপর কা'বকে সঙ্গে লইয়া তাহারা রাসূলুল্লাহ

ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং ইসলামী রীতিতে তাঁহাকে সালাম দিলেন। তাঁহারা জানাইলেন যে, দাহ্হাক ইব্ন সুফ্য়ান আল-কিলাবী আল্লাহ্‌র কিতাব-রাসূলের সুন্নাহ্ প্রচারে তাহাদের মধ্যে সক্রিয় রহিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া নবী ﷺ দরবারে হাযির হইয়াছেন। উক্ত প্রচারক তাহাদের ধনীদের নিকট হইতে সাদাকা গ্রহণ করিয়া উহা যে তাহাদের দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন তাহাও তাহারা নবী কারীম ﷺ-কে অবহিত করেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০০; ইব্ন কাছীর, সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ . ১৭৩-৪)।

'আকীল ইব্ন কা'ব প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

ইব্ন কাছীর (র)-এর সীরাতুন নাবাবিয়্যায় 'আকীল এবং তাবাকাতের উর্দূ অনুবাদে উকায়ল বলা হইয়াছে (দ্র. ঐ, ২খ., পৃ. ৭৫ (উর্দূ)। বনূ আকীল ইব্ন কা'ব-এর একটি প্রতিনিধি দল নবী ﷺ দরবারে আগমন করিয়া তাঁহার নিকট বায়'আত হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে। তাহারা তাহাদের গোত্রের পক্ষ হইতে বায়'আত হন। নবী করীম ﷺ তাহাদেরকে আল-আকীক, আকীকু বনূ উকায়ল-এর বরাদ্দপত্র একটি লোহিত বর্ণের চর্মগাত্রে লিখাইয়া দেন। উহা ছিল খর্জুর বীথি ও প্রস্রবণবিশিষ্ট একটি উপত্যকা। বরাদ্দ পত্রটি মুতাররিফের হাতে ছিল। উহাতে রাবী', আনাস ও মুতাররিফের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল।

অতঃপর প্রতিনিধি দলের সদস্যরূপে আগত লাকীত ইব্ন 'আমের ইব্ন মুন্তাফিক ইব্ন আবী 'আকীলের নামে আন-নাযীম নামক কূপটি বরাদ্দ দেন। তিনি তাহার গোত্রের পক্ষে বায়'আত হন। তিনি আবূ রাযীন নামে খ্যাত ছিলেন (ইব্ন কাছীর, সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ১৭৪; তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০১)।

বনূ মুন্তাফিকের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বলের পুত্র আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমাদ রিওয়ায়াত করেন, লাকীত ইব্ন 'আমের এবং তাঁহার সঙ্গী নাহীক ইব্ন 'আসিম ইব্ন মালিক ইবনুল মুন্তাফিক একটি প্রতিনিধি দলরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করিতে যান। লাকীত বলেন, আমরা যখন পৌঁছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত সমাপন করিয়া খুৎবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ লোকসকল! গত চারিদিন অবধি আমি মুখ বন্ধ করিয়া রহিয়াছি। আজ কথা বলিতেছি। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ যাহাকে তাহার সম্প্রদায় প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করিয়াছে? তখন উপস্থিত সকলেই আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিল, হে লাকীত ইব্ন আমের। রাসূলুল্লাহ ﷺ কী বলিতেছেন মনোযোগ সহকারে শোন। অতঃপর তিনি বলিলেনঃ

الا لعله ان يلهيه حديث نفسه او حديث صاحبه او يلهيه الضلال الا انى مسئول هل بلغت الا فاسمعوا تعيشوا الا اجلسوا الا اجلسوا.

"জানিয়া রাখ, কাহারও নিজের প্রবৃত্তি বা সঙ্গী-সাথীর কথা বা বিভ্রান্তি যেন তাহাকে ভুলাইয়া না রাখে। ওহে! আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে, আমি কি (আল্লাহ্‌র পয়গাম) পৌঁছাইয়া দিয়াছি? ওহে! মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। ওহে বস! ওহে বস!!"

সকলে বসিয়া গেল। কেবল আমি ও আমার সঙ্গীটি দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার গায়ব-এর ইল্ম্ কি নাই? বর্ণনাকারী বলেন ঃ

فضحك لعمر الله وهذه رأسه وعلم انى ابتغى لسقطه فقال ضن ربك عز وجل مفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها الا الله واشار بيده قلت وما هى.

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসিয়া দিলেন এবং তাঁহার মাথা নাড়িলেন এবং তিনি ধারণা করিলেন, আমি তাঁহার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার প্রয়াস পাইতেছি। তিনি বলিলেন, তোমার মহামহিমান্বিত প্রভু এই ব্যাপারে খুবই হিসাবী। গায়বের পাঁচটি ব্যাপার আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেহই জানে না। তিনি হাতের (পঞ্চ অঙ্গুলি সংকেত) দ্বারা সেই দিকে ইশারা করিলেন। আমি বলিলাম, কী সেইগুলি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ

علم المنية قدعلم متى منية احدكم ولا تعلمونه (১) মৃত্যু সংক্রান্ত জ্ঞান, তিনি জানেন তোমাদের কাহার মৃত্যু কোথায় হইবে অথচ তোমরা তাহা জান না।

وعلم المنى حين يكون فى الرحم قد علمه ولا تعلمون. (২) বীর্যের জ্ঞান— যখন উহা জরায়ুতে অবস্থান করে, তিনি উহা জ্ঞাত আছেন, কিন্তু তোমরা তাহা জান না।

وعلم ما فى غد وما انت طاعم غدا ولا تعلمه (৩) আগামী কাল কী উপার্জন করিবে আর আগামী কাল তুমি কী খাইবে তাহা তুমি জান না।

وعلم يوم الغيث يشرف عليكم (৪) বৃষ্টি বর্ষণের ইল্ম, কবে উহা হইবে।

وعلم يوم الساعة (৫) এবং কিয়ামতের দিনের জ্ঞান।

অতঃপর নবী কারীম ﷺ মৃত্যু, হাশর , পুনরুত্থান প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক কথা বলেন। লাকীত বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের দেহ তো কণা কণা হইয়া যাইবে— বায়ু, বিপদাপদ, দুর্ঘটনাদি এবং হিংস্র প্রাণীসমূহ উহাকে কোথায় কোথায় দূর-দূরান্তে ছড়াইয়া দিবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা কীভাবে উহাকে আবার সন্নিবেশিত করিয়া পূর্ণ দেহের রূপ দান করিবেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শনের মাধ্যমে আমি উহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি।

একটি ভূমি শস্য-শ্যামল ও ক্ষেত খামারে পরিপূর্ণ থাকে। তারপর এমন একটি সময় আসে যে, তোমরা মনে করিতে শুরু কর, এই ভূমি আর কোন দিনই বুঝি আবাদ হইবে না। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা পানি বর্ষণ করেন এবং সেই বিরাণ মৃত ভূমিটিই জীবন্ত প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। দিকে দিকে বৃক্ষের সমারোহ ও জীবনের কলতান দেখা দেয়। যে আল্লাহ তৃণলতার শতধা বিচ্ছিন্ন অংশকে পুনরায় একত্র করিতে পারেন, তিনি তোমাদের দেহের শতধাবিচ্ছিন্ন অংশসমূহকেও পুনরায় একত্র করিতে পূর্ণ সমর্থ। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ কবর হইতে পুনরায় উত্থিত হইবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপনীত হইবে। তিনি তোমাদেরকে দেখিবেন এবং তোমরাও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

লাকীত বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহা কেমন করিয়া হইবে? আমরা তো সংখ্যায় এত বেশী থাকিব যে, সারা পৃথিবী কানায় কানায় পূর্ণ থাকিবে আর আল্লাহ হইবেন একজন মাত্র। এত অধিক সংখ্যক লোক একত্রে তাঁহাকে কীভাবে প্রত্যক্ষ করিবে? তিনি

বলিলেন ঃ চন্দ্র সূর্যকে তো গোটা পৃথিবীর লোক একই সাথে দেখিতে পায়, উহা হইতে বুঝিয়া লও।

লাকীত আবার প্রশ্ন করিলেন, আমরা যখন আল্লাহ্র সমীপে উপস্থিত হইব, তখন তিনি আমাদের সহিত কীরূপ আচরণ করিবেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরুত্থানের অবস্থা, সেদিন মু'মিন ও কাফিরের যে হাল হইবে, আমলসমূহের হিসাব-নিকাশ, পুলসিরাত অতিক্রম, হাওযে কাওছার এবং সেদিন আল্লাহ তা'আলার প্রবল প্রতাপ ও দাপটের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন।

লাকীত আবার প্রশ্ন করিলেন, সেদিন আমাদের পাপ-পুণ্যের প্রতিদান কীভাবে দেওয়া হইবে ইয়া রাসূলাল্লাহ ! জবাবে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ একটি পুণ্যের বদলে দশটি এবং একটি পাপের বদলে একটি প্রতিদান বা বিনিময় দেওয়া হইবে। তাহাও আবার আল্লাহ্ নিজগুণে মাফ করিয়া দিতে পারেন। লাকীত বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, জান্নাত-জাহান্নাম কী ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেন ঃ দোযখের সাতটি দরজা রহিয়াছে। যে কোন দুইটি দরজার মধ্যকার ব্যবধান সত্তর বৎসরের রাস্তার কম নহে। আর বেহেশতের দরজা আটটি। যে কোন দুইটি দরজার মাঝখানের দূরত্ব সত্তর বৎসরের কমে অতিক্রম করা সম্ভব নহে।

লাকীত বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, জান্নাতে কী রহিয়াছে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলিলেনঃ পরিশ্রুত মধুর নহরসমূহ, শরাবের নহরসমূহ— যাহা পানে মাথাও ধরিবে না, লজ্জিত, অনুতপ্তও হইতে হইবে না। অপরিবর্তিত স্বাদের দুধের নহরসমূহ— যে পানি কখনও বিনষ্ট বিস্বাদ হয় না তেমন পানি। সর্বপ্রকার ফলফলাদি। সতী-সাধ্বী পূতপবিত্র পত্নীসকল এবং সর্বপ্রকার আরামপ্রদ সুখ-সরঞ্জাম সেখানে রহিয়াছে—যাহার কোন তুলনা হয় না। লাকীত জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কোন্ কথার উপর আনুগত্যের শপথ করিব ইয়া রাসূলাল্লাহ! জবাবে পবিত্র হস্ত প্রসারিত করিয়া তিনি বলিলেন ঃ

على اقام الصلوة وايتاء الزكاة وزيال الشرك والا تشرك بالله الها غيره.

(১) "নামায কায়েম করিবার; (২) যাকাত প্রদানের এবং (৩) শিরক পরিহারের যে, আল্লাহ্র সহিত অন্য কাহাকেও ইলাহ্রূপে শরীক করিবে না"।

লাকীত সাথে সাথে বলিলেন, অতঃপর প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে আমার অবাধ অধিকার থাকিবে? নবী কারীম ﷺ হাত গুটাইয়া নিলেন এবং আঙ্গুলগুলিকে ছড়াইয়া দিলেন। তিনি মনে করিলেন, আমি বোধহয় অবাস্তব শর্ত জুড়িয়া দিতেছি, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিব, যাহা ইচ্ছা করিয়া বেড়াইব, কেহ আমাকে বাধা দিবে না। বাক্যের এই পরবর্তী অংশটুকু বলিবার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার হাত প্রসারিত করিয়া দিলেন এবং বলিলেন ঃ

ذلك لك تحل حيث شئت ولا تجنى عليك الا نفسك.

"হাঁ, তোমার সেই অধিকার থাকিবে, কোন বাধাবিপত্তি থাকিবে না"।

অতঃপর নবী করীম ﷺ অতীতের জাতিসমূহের নাজাত ও পাকড়াও-এর অবস্থাদি, কুরায়শ, বনূ আমির, দাওস প্রভৃতি জাতির অবস্থাদির কথা আলোচনা করিলেন। ইমাম ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, স্বয়ং এই হাদীছের মর্ম ও বক্তব্যই এই কথার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ যে, ইহা

নবূওয়াতের প্রদীপ হইতে উৎসারিত ও বিকীর্ণ আলো। বক্তব্যের মান ও গাম্ভীর্যই তাহার বিশুদ্ধতার প্রমাণস্বরূপ। দুইজন বুযুর্গ রাবী হাদীছখানা রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাঁহাদের একজন আবদুর রহমান ইব্ন মুগীরা ইব্ন 'আবদির রাহমান আল-মাদানী। তাঁহার নিকট হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন অপর বুযুর্গ রাবী ইব্রাহীম ইব্ন হামযা যুরায়রী। ইহারা দুইজনই ছিলেন মদীনার নেতৃস্থানীয় আলিম। তাঁহারা দুইজনই 'ছিকাহ্' (বিশ্বস্ত)। রাবী স্বয়ং ইমামুল মুহাদ্দিছীন ইমাম বুখারী (র) তাঁহার বিখ্যাত সহীহতে ইহাদের দ্বারা বিশুদ্ধতার দলীল পেশ করিয়াছেন। বিশুদ্ধ মত হইল হাদীছখানা প্রামাণ্য (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪৫৩-৫৪; সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ইবন কাছীর, ৪খ., খৃ. ১৫৬; মুসনাদ আহমদ, ৪/১৩, বায়হাকী, কিতাবুল বা'দ ওয়ান-নুশূর; কুরতবী, কিতাবুত তাযকিরা ফী আহওয়ালিল আখিরা)।

বানুল বাক্কা প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

নবম হিজরীতে বানুল বাক্কার তিন সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়। এই দলে ছিলেন (১) মু'আবিয়া ইব্ন ছাওর। তিনি ছিলেন শতায়ু, সঙ্গে ছিল তাঁহার পুত্র বিশ্র; (২) ফুজায়' ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন জুনদাহ্ ইবনুল বাক্কা। তাঁহাদের অপর সঙ্গী ছিলেন (৩) 'আব্দ 'আমর আল-বাক্কায়ী। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাদের আদর-আপ্যায়নের নির্দেশ দেন এবং প্রত্যাবর্তনকালে তাহাদেরকে উপঢৌকন প্রদান করেন।

মু'আবিয়া নবী কারীম ﷺ-কে বলেন, আমি আপনার পরশের বরকত হাসিল করিতে আগ্রহী। আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, আর আমার ঐ পুত্রটি অত্যন্ত পিতৃভক্ত। আপনি উহার চেহারায় আপনার পবিত্র হস্তের পরশ দান করুন! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সস্নেহে তাহার মুখমণ্ডলে পবিত্র হস্ত বুলাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহাকে কয়েকটি মেটে রঙের ছাগী দান করিলেন এবং ঐগুলিতে বরকতের জন্য দু'আও করিয়া দিলেন। রাবী জা'দ বলেন, অতঃপর বানুল বাক্কা গোত্রে কখনও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও ঐ পরিবারে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত না। বিশরের পুত্র মুহাম্মাদ এই প্রসঙ্গে কবিতা রচনা করেন। তাহাতে তিনি বলেন ঃ

وإبى الذى مسح الرسول برأسه - ودعا له بالخير والبركات
أعطاه أحمد إذ أتاه أعنزا - عفرا نواجل ليس باللجنات
يملأن وفد الحى كل عشية - ويعود ذاك الملء بالغدوات
بوركن من منح وبورك مانحا - وعليه منى ما حييت صلاتى

"সেই সে আমার পিতা
রাসূলুল্লাহর স্পর্শ লভিয়া ধন্য যাহার মাথা।
দু'আ দিয়ে তারে দানিলেন তিনি মেটো বরণের ছাগী
শীর্ণ হরিণসম সেইগুলি, কিন্তু যে ধীরগামী
লোমশ ওগুলো ছিল না কো কভু, ছিল না কো কদাকার
সকাল বিকাল পুরো তল্লাটে বিলাইত দুধ তার
সে দুধে ভরিয়া উঠিত বস্তির পাত্র যে বেশুমার
বরকতময় ছিল সেই দান, বরকতময় দাতা তার

যতদিন বাঁচি দরূদ ভেজিব তাঁর পরে অনিবার” (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০৪: আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ১৬৮-৬৯; ইফা প্রকাশিত বাংলা ভাষ্য)।

কুশায়র ইব্ন কা'ব গোত্রের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

ইব্ন সা'দ বলেন, হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ বনূ আকীলের এক ব্যক্তির বরাতে এবং আলী ইব্ন মুহাম্মাদ আল-কারশী এই দুই ব্যক্তি আমার নিকট বর্ণনা করেন, হুনায়ন যুদ্ধের পর এবং বিদায় হজ্জের পূর্বে কুশায়র প্রতিনিধি দল নবী কারীম ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করিতে মদীনায় আগমন করে। ছাওর ইব্ন উরওয়া ইব্ন আবদিল্লাহ ইব্ন সালামা ইব্ন কুশায়র ঐ দলে ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে একটি জায়গীর বরাদ্দ দেন এবং তাঁহাকে একটি পত্রও লিখিয়া দেন। তাঁহাদের ঐ দলে হাযদা ইব্ন মু'আবিয়াও ছিলেন। এই দলে আরও ছিলেন কুর্‌রাহ ইব্ন হুবায়রা ইব্ন সালামা আল-খায়র ইব্ন কুশায়র। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে উপহার সামগ্রী দান করেন। তিনি তাহাকে বিশেষভাবে একটি ডোরা কাটা চাদর দান করেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের যাকাত উশুলের যিম্মাদার বানাইয়া তাহাদের আমীর নিযুক্ত করিয়া দেন। প্রত্যাবর্তনকালে ঐ কুর্‌রাহ্ একটি কবিতা রচনা করেন। তাহাতে তিনি বলেন ঃ

حباها رسول الله إذ نزلت بـه   وأمكنها من نائل غير منفد
فأضحت يروض الخضر وهى حثيثة   وقد أنجحت حاجاتها من محمد
عليها فتى لا يردف الذم رحلة   تروك لأمر العاجز المتردد

“যখন উটনীটি মোর অবতরণ করলো নবীজীর কাছে
তখন তিনি তাকে ধন্য করলেন অফুরন্ত দানে
সবুজ শ্যামল ভূমি সে অতিক্রম করছে ত্রস্ত গতিতে
মুহাম্মাদ ﷺ পূরণ করে দিয়েছেন তার সকল প্রয়োজন
তার উপর আরূঢ় এমন এক যুবক দুর্নাম যার সহযাত্রী হয় না কখনো
নিরুপায় দুঃস্থদের সেবায় সে সদা আত্মনিবেদিত” (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৬৮, বাংলা ভাষ্য)।

নবী ﷺ দরবারে জা'দা প্রতিনিধি

ইব্ন সা'দ বলেন, 'উকায়লের এক ব্যক্তির বরাতে হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আর-রাক্কাদ ইব্ন আমর ইব্ন রাবী'আ ইব্ন জা'দা ইব্ন কা'ব নবী ﷺ দরবারে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে উপঢৌকন প্রদান করেন এবং তাহার স্বপক্ষে একটি পত্রও লিখিয়া দেন। পত্রখানি ঐ গোত্রে সংরক্ষিত রহিয়াছে (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০৩)।

খাওলান প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

দশম হিজরীর শা'বান মাসে খাওলানের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হন। এই দলে দশজন সদস্য ছিলেন। তাঁহারা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছি। তদীয় রাসূলের সত্যতার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন

করিয়াছি। আমরা কেবল আপনার দর্শন লাভের উদ্দেশ্যে উটের পিঠে চড়িয়া দুস্তর মরু অতিক্রম করিয়া অনেক কষ্টে আপনার খিদমতে উপস্থিত হইয়াছি। আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের ইহসানই বলিতে হইবে যে, আমরা সেই তওফীক লাভ করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

واما ما ذكرتم من مسيركم الى فان لكم بكل خطوة خطاها بعير احدكم حسنة واما قولكم زائرين لك فانه من زارني جواري يوم القيامة.

"তোমরা সফরের যে কষ্টের কথা উল্লেখ করিয়াছ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উটের প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করিয়া ছওয়াব দান করিয়াছেন। আর আমাকে দর্শনের যে উল্লেখ তোমরা করিয়াছ তাহার ছওয়াব বা প্রতিদান হইল ঃ যে ব্যক্তি মদীনায় আমার যিরায়ত করিবে, কিয়ামতের দিন সে আমার প্রতিবেশীরূপে থাকিবে"।

পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে আম্মে আনাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উহা ছিল ঐ গোত্রের পূজিত দেবমূর্তি। তাহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি জানিয়া খুশী হইবেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে উহার উত্তম বিকল্প অর্থাৎ ইসলাম দান করিয়াছেন। আমাদের এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা মাত্র উহাকে আকড়াইয়া রহিয়াছে। দেশে ফিরিয়া ইনশাআল্লাহ্ আমরা উহা ধ্বংস করিয়া ফেলিব। তাঁহারা আরও বলেন, আম্মে আনাস আমাদেরকে মহা সমস্যায় ফেলিয়া দিয়াছিল ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সেই বৎসর ভীষণ খরা পড়িয়াছিল। আমরা সাধ্যানুসারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এক শতটি ষাঁড় খরিদ করি এবং আম্মে আনাসের জন্য উহার সবকয়টি এক দিনে বলি দিয়া ফেলিয়া রাখি। হিংস্র জন্তুরা আসিয়া ঐগুলি উদরস্থ করিতে থাকে, অথচ আমরাই ছিলাম ঐ হিংস্র জন্তুগুলির তুলনায় অধিকতর হকদার। এই ঘটনার পরের দিনই বৃষ্টিপাত হইলে লোকে বলাবলি করিতে থাকে যে, ইহা হইতেছে আম্মে আনাসেরই অনুগ্রহের ফল।

তাহারা আরও বলেন, আমাদের লোকজন নিজেদের পশুপাল ও ক্ষেতখামারের একাংশ আম্মে আনাসের জন্য এবং একাংশ আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখিত। আম্মে আনাসের জন্য নির্দিষ্ট অংশে ফসল ভাল না হইলে আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট অংশ হইতে তাহা পূরণ করা হইত। কিন্তু আল্লাহ্র জন্য নির্দিষ্ট অংশের ফসল নষ্ট হইলে দেবতার জন্য নির্দিষ্ট অংশ হইতে কোন দিন তাহার ক্ষতিপূরণ করা হইত না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা আমার নিকট ওহী নাযিল করিয়াছেন ঃ

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَءَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

"আল্লাহ যে শস্য ও গবাদি পশু সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্য হইতে তাহারা আল্লাহ্র জন্য এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, ইহা আল্লাহ্র জন্য এবং ইহা আমাদের দেবতার জন্য। যাহা তাহাদের দেবতাদের অংশ তাহা আল্লাহ্র কাছে পৌছায় না এবং যাহা আল্লাহ্র অংশ তাহা তাহাদের দেবতাদের কাছে পৌছায়। তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা নিকৃষ্ট" (৬ ঃ ১৩৬)।

প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ আরও বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা আমাদের ঝগড়া-বিবাদের মীমাংসার জন্য আম্মে আনাসকে সালিশ মানিতাম। সে রীতিমত কথাবার্তা বলিয়া আমাদের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ মূলে শয়তানই উহার মধ্য হইতে তোমাদের সহিত কথাবার্তা বলিত। তারপর তাহারা শারী'আতের অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহ শিক্ষা করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কয়েকটি ব্যাপারে তাহাদেরকে তাকীদ দেন। তিনি বলেন, ওয়াদা করিলে তাহা পূরণ করিবে, আমানত রক্ষা করিবে, প্রতিবেশীদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কাহারও প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিবে না।

والظلم ظلمات يوم القيامة.

"আর যুলুম হইতেছে কিয়ামতের অন্ধকাররাশি"।

বিদায়কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে পাথেয় দেন এবং তাহারা দেশে পৌঁছিয়াই আম্মে আনাস দেবতাটি ধ্বংস করিয়া ফেলেন (আসাহ্হুস সিয়ার, বাংলা ভাষ্য, পৃ. ৪৮৩-৮৪; উয়ূনুল আছার, ২খ., পৃ. ২৫৩; যাদুল-মা'আদ, ৩খ., পৃ. ১৫৪-৬, উর্দূভাষ্য)।

ইব্ন সা'দ বলেন, তাহাদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকন ছিল বার উকিয়া ও এক নাশ্। উটের পালান খোলার পূর্বেই তাঁহারা দেবমূর্তি ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশিত হালালকে হালাল-রূপে এবং হারামকে হারামরূপে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩২৪)।

হামদানের প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

হামদান ইয়ামানের একটি বিশাল কবীলা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সর্বপ্রথম খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছাইবার দায়িত্ব দিয়া সেখানে প্রেরণ করেন। তিনি দীর্ঘ ছয়মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। একজন লোকও ইসলাম গ্রহণ করিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা)-কে একখানা পত্র সঙ্গে দিয়া ঐ অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, খালিদকে ফেরত পাঠাইয়া দিবে। হযরত আলী (রা) সেখানে পৌঁছিয়া ঐ অঞ্চলের লোকজনকে সমবেত করিয়া ফজরের নামায শেষে নবী কারীম ﷺ-এর পত্রখানা তাহাদেরকে পড়িয়া শুনাইলেন। ইহাতে এতই সুফল ফলিল যে, একদিনে গোটা হামদানের সকলেই ইসলাম গ্রহণ করিল। হযরত আলী (রা) পত্রের মাধ্যমে তাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সংবাদে এতই আনন্দিত হইলেন যে, শোকরানা সিজদা আদায় করিয়া উপর্যুপরি কয়েকবার বলিলেন ঃ

السلام على همدان.

"হামদানের প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক! হামদানের উপর শান্তি বর্ষিত হউক!! হামদানের উপর শান্তি বর্ষিক হউক" !!! বায়হাকী সহীহ সনদে বারা' ইব্ন আযিবের প্রমুখাৎ এই হাদীছখানা বর্ণনা করেন। ইহা ছিল হিজরী অষ্টম সালের কথা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাইফ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর নবম হিজরীতে তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হামদানের প্রতিনিধি দল মদীনায় নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হয় (সীরাতুল মুস্তাফা, ৩খ., পৃ. ১১৮; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪৬৩, বাংলা ভাষ্য)। ইবনুল কায়্যিম বলেন, এই রিওয়ায়াতের শিকড় রহিয়াছে বুখারীতে। তাই উহা বিশুদ্ধ।

তাহাদের আগমনের প্রেক্ষাপট

ইব্ন সা'দ, হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ 'আমর ইব্ন মালিক লাঈ আরহাবী আল-হামদানীর প্রমুখাৎ তাঁহাদের প্রবীণদের বরাতে নবী ﷺ দরবারে হামদানের প্রতিনিধি দলের আগমনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে ঃ কায়স ইব্ন মালিক ইব্ন সা'দ ইব্ন লাঈ আল-আরহাবী মক্কায় নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন। তিনি নবী কারীম ﷺ-কে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

يا رسول الله أتيتك لأومن بك وأنصرك

"ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন ও আপনাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আপনার খিদমতে উপস্থিত হইয়াছি"।

জবাবে তিনি বলেন ঃ

مرحبا بك أتأخذونى بما فى يا معشر همدان.

"তোমাকে স্বাগতম। হে হামদানবাসী! আমার সহিত যাহা আছে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম) তাহাসহ কি আমাকে গ্রহণ করিবে? প্রত্যুত্তরে আগন্তুক কায়স ইব্ন মালিক হামদানী বলেন ঃ

نعم بأبى أنت وأمى.

"হাঁ। আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হউন!" রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

فاذهب إلى قومك فإن فعلوا فارجع أذهب معك.

"তাহা হইলে তোমার সম্প্রদায়ের নিকট যাও। তাহারা যদি সত্যসত্যই তাহা করে, তাহা হইলে তুমি ফিরিয়া আসিবে। আমি তোমার সহিত যাইব।"

সেইমতে কায়স তাঁহার সম্প্রদায়ে ফিরিয়া তাহাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। তাহারা যথারীতি ইসলাম গ্রহণ করিলে তিনি নবী ﷺ দরবারে ফিরিয়া আসিয়া জানান ঃ

قد أسلم قومى وأمرونى ان آخذك.

"আমার সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য তাহারা আমাকে প্রেরণ করিয়াছে"।

তখন নবী কারীম ﷺ খুশী হইয়া বলেন ঃ نعم وفد القوم قيس "কায়স তাহার গোত্রের কী উত্তম প্রতিনিধি" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪০-১)।

ইব্ন হিশাম বলেন, আমি যাহাকে বিশ্বাস করি এমন এক ব্যক্তি 'আমর ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উয়ায়না হইতে এবং তিনি আবূ ইসহাক সুবায়'ঈ হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ হামদানের প্রতিনিধি দল নবী দরবারে আগমন করে। তাহাদের সদস্যরূপে ছিলেন মালিক ইব্ন নামাত, আবূ ছাওর যুল-মিশা'আর, মালিক ইব্ন আনফা, যিমাম ইব্ন মালিক ও উমায়র ইব্ন মালিক খারিকী। তাবূক হইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যাবর্তনের পথে তাহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাত করেন। তাহাদের পরিধানে ছিল ইয়ামানী কারুকার্যখচিত ছোট ছোট চাদর এবং মাথায় ছিল আদানী পাগড়ী। মাহরী ও আরহাবী উটে চড়িয়া তাহারা আগমন করেন। মালিক ইব্ন নামাত তাহাদের সম্প্রদায়ের গৌরবসূচক (رجز) কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন ঃ

همدان خير سوقة وأقبال ليس لها فى العالمين أمثال
محلها الهضب ومنها الأبطال لها إطابات بها وآكال

"হামদান তো সেরা নবাব ও সামন্ত
বিশ্বজোড়া কোথাও নেই তুলনা তাদের
তাদের রয়েছে অতি উচ্চ মর্যাদা বড় বড় বীর
যে কারণে তারা পায় বিপুল নজরানা দেদার খাজনা"
অপর জন বলছিল ঃ

إليك جاوزن سواد الريف فى هبوات الصيف والخريف
مخطمات بحبال الليف.

"দেখ দেখ, খর্জুর বাকলের রশির লাগাম আঁটা
উটগুলো সব করছে অতিক্রম
শীত ও গ্রীষ্মের ধূলো মেঘের তলে
জলের ধারে সবুজ শ্যামল গ্রাম"।

তারপর মালিক ইব্‌ন নামাত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! হামদান সম্প্রদায়ের শহর ও পল্লীর সেরা লোকগুলি বেগবান নবীন উটে আরোহণ করিয়া আপনার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা ইসলামের রশিতে বাঁধা। আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা তাহাদেরকে স্পর্শ করে না। তাহারা আসিয়াছে খারিফ, ইয়াম ও শাকিরের বিভিন্ন জনপদ হইতে। তাহারা উট ও ঘোড়ার মালিক। রাসূলের আহ্বানে তাহারা সাড়া দিয়াছে এবং সকল দেবদেবী ও প্রতিমা বর্জন করিয়াছে। যতদিন পাহাড় স্থির থাকিবে, সালা' পাহাড়ে হরিণ শাবক যতদিন ছুটাছুটি করিবে ততদিন পর্যন্ত তাহাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ হওয়ার নহে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খারিফ সম্প্রদায়ের শহর ও উচ্চ মালভূমি ও বালুময় অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য ঐ এলাকার বরাদ্দপত্র এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের যিম্মা গ্রহণের অঙ্গীকার পত্র তাহাদের জন্য লিখাইয়া দেন। এই সম্বন্ধে মালিক ইব্‌ন নামাত বলেন ঃ

ذكرت رسول الله فى فحمة الدحى ونحن باعلى رحرحان وصلدد
وهن بنا خوص طلائح تغتلى ركبانها فى لاحب مستمدد
على كل فتلاء الدراعين جسرة تمر بنا مر الهجف الخفيدد
حلفت برب الراقصات إلى منى صواد ربالركبان من هضب قردد
بأن رسول الله فينا مصدق رسول أتي من عند ذى العرش مهتدى
فما حملت من ناقة فوق رحلها أشد على أعدائه من محمد
وأعطى إذا ما طالب العرف جاءه وأمضى محد المشرفى المهند

"আমি কয়লা কালো আধারের মধ্যে স্মরণ করেছি
আল্লাহ্‌র রাসূলকে যখন আমরা চলেছিলাম বাহরাহান

ও সালদাদের উচুঁ পথ দিয়ে।
সুদীর্ঘ রাজপথ বেয়ে আমাদের নিয়ে চলেছিল উষ্ট্ররাজি
অবিরাম পথ পরিক্রমায় তাদের চোখ ছিল কোটরাগত
দেহ ছিল ক্ষতবিক্ষত।
এমন সব উষ্ট্রীর পিঠে আরূঢ় ছিলাম আমরা
যাদের পা ছিল চওড়া গতি বেগবান
ওরা ধাবিত হচ্ছিল আমাদের নিয়ে মোটাতাজা নর উট পাখীর মত।

আমি মিনার পানে ধাবিত সেই উষ্ট্রীগুলোর প্রতিপালকের শপথ করেছি যেগুলো তাদের আরোহী পিঠে সমুচ্চ ভূমি হতে হয়েছে উদিত।

আল্লাহ্র রাসূল আমাদের মাঝে প্রত্যায়িত সুনিশ্চিত।
আরশের অধিপতির নিকট হতে এসেছেন তিনি
সরল পথ প্রাপ্ত হয়ে।
কোন উষ্ট্রী তার হাওদার উপর করেনি বহন
মুহাম্মাদ অপেক্ষা শত্রুর উপর তীব্রতর আঘাতকারীকে
কিংবা এমন কোন ব্যক্তিকে যে তার চাইতে বেশী মুক্তহস্ত আগত কৃপাপ্রার্থীর প্রতি
অথবা সুতীক্ষ্ণ ভারতীয় তরবারি চালনায় অধিকতর সিদ্ধহস্ত" (রাওদুল-উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪২৪-৫; ইব্ন হিশাম, সীরাতুন নবী, ৪খ., পৃ. ২৬৫-৬, ইফা. প্রকাশিত, ১৯৯৬ খৃ.)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য মালিক ইব্ন নামাতকে হামদানের মুসলমানদের আমীর মনোনীত করিয়া দেন। এই প্রতিনিধি দলে ১২০ জন সদস্য ছিলেন (যুরকানী, ৪খ., পৃ. ৩৪-৩৭)। ইবন হাজার (র) বলেন, নামাত ইব্ন বুসর ইব্ন মালিক-এর আলোচনা হইতে জানা যায়, তিনি উক্ত প্রতিনিধি দলে ছিলেন। আবার কোন কোন রিওয়ায়াতে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার পিতা কায়স ইব্ন মালিক এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন। অধিক বর্ণনামতে, তাঁহাদের সকলেই উক্ত দলে ছিলেন। হাসান ইব্ন ইয়াকূব হামদানী উক্ত প্রতিনিধি দলে ১২০ জন সদস্য থাকার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত রিওয়ায়াতে বর্ণিত ছাকীফদের বিরুদ্ধে তাহাদেরকে যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিম সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কেননা হামদানীগণ ছিলেন ইয়ামানের অধিবাসী, পক্ষান্তরে ছাকীফগণ ছিলেন তাইফের অধিবাসী (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪৬২; বাংলা ভাষ্য, ইফা)।

কিন্তু ইব্ন হাজর আল-ইসাবায় লিখেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ মালিক ইব্ন নামাতকে তাহার কওমের আমীর নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদেরকে ছাকীফদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিয়াছিলেন এবং সেই মতে তাহারা ছাকীফ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্তও হইয়াছিলেন। ছাকীফের কোন কাফেলা বাহির হইলেই তাহারা হামলা করিতেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬২)।

সালামান প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

সাত সদস্যবিশিষ্ট সালামান প্রতিনিধি দল দশম হিজরীর শাওয়াল মাসে মদীনায় উপস্থিত হইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেন। হাবীব ইব্ন 'উমার (রা) ছিলেন উক্ত প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য। তিনি বলেন, প্রতিনিধি দলে আমরা ছিলাম সাতজন সদস্য। রাসূলুল্লাহ

ﷺ যখন একটি জানাযায় আমন্ত্রিত হইয়া মসজিদ হইতে বাহির হইলেন তখন আমরা ঐ সুযোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিলাম। আমরা বলিলাম, আস্‌সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি জবাব দিলেন ঃ ওয়া আলায়কুম। তোমরা কাহারা? আমরা জবাব দিলাম, আমরা সালামান গোত্রের লোক। আমরা আপনার নিকট ইসলামের বায়'আত হওয়ার জন্য আগমন করিয়াছি। তিনি তখন তাহার গোলাম ছাওবানের দিকে তাকাইয়া নির্দেশ দিলেন ঃ প্রতিনিধি দলের জন্য নির্ধারিত স্থানে উহাদেরকে অবতরণ করাও।

অতঃপর যুহরের নামাযান্তে তিনি মিম্বর এবং তদীয় গৃহের মধ্যবর্তী স্থানে বসিলেন এবং আমরা তাঁহাকে নিকটে বসিয়া সালাত এবং শারীআতের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন করিলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করিলাম। তিনি আমাদের প্রত্যেককে পাঁচ উকিয়া হিসাবে উপঢৌকন প্রদান করেন। তারপর আমরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করি (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৩২-৩)।

যাদুল-মা'আদ ও আসাহ্হুস-সিয়ারের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্রতিনিধি দল ঐ দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত যুহর ও 'আসর উভয় নামায আদায় করিয়াছিলেন। আসরের নামায যুহরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ছিল। বর্ণনাকারী প্রতিনিধি দলের সদস্য হাবীব ইব্‌ন 'উমার বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বোত্তম আমল কী? তিনি বলেন ঃ নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করা।

অতঃপর প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তাঁহাদের দেশে অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের অনুযোগ করিলে তিনি দুই হাত উঠাইয়া তাহাদের দেশে বৃষ্টিপাতের জন্য দু'আ করেন। রাবী হাবীব ইব্‌ন 'উমার (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! পবিত্র হস্তদ্বয় আরও উর্ধ্বে উঠাইয়া দু'আ করুন যাহাতে বৃষ্টি অধিক পরিমাণে ও মুষলধারায় হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসিয়া হস্তদ্বয় এতই উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলেন যে, তাহার বগলের শুভ্রতা স্পষ্টভাবে দেখা গেল। অতঃপর তিনি দাঁড়াইয়া যান এবং আমরা সেখান হইতে প্রস্থান করি। আমরা তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করিয়া তাহার আতিথ্য গ্রহণ করি। অতঃপর আমরা বিদায় চাহিলে তিনি উপঢৌকস্বরূপ আমাদের প্রত্যেকটে পাঁচ উকিয়া হারে প্রদান করেন। তারপরও বিলাল বিনয়সহ দুঃখ করিয়া বলেন, আজ আমার কাছে আর অতিরিক্ত কোন অর্থ নাই। আমরা বলিলাম, ইহাই তো প্রচুর। অতঃপর আমরা দেশে চলিয়া আসিয়াই শুনিতে পাই, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সময়ে আমাদের দেশে বৃষ্টিপাতের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন ঠিক ঐ সময়েই সেখানে বৃষ্টিপাত হইয়াছিল (যাদুল মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৪৩৪; রঈস আহমদ জাফরীকৃত উর্দু ভাষ্য, নফীস একাডেমী করাচী, ১ম সং ১৯৬২; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৪৮৯, বাংলা ভাষ্য; মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ২খ., পৃ. ৪৪৮, আবদুল জব্বার আসিনী অনূদিত উর্দুভাষ্য, করাচী, তা. বি.)।

জুহায়না প্রতিনিধি দলের আগমন

ইব্‌ন সা'দ, হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবনিস সাইব আল-কালবী আবূ আবদির রাহমান আল-মাদানী সূত্রে বর্ণনা করেন, যখন নবী কারীম ﷺ মদীনায় পদার্পণ করেন, তখন বনূর রাব'আ ইব্‌ন রামাদান ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন জুহায়না গোত্রের দুই সহোদর ভাই আবদুল উয্‌যা ইব্‌ন বদর এবং আবূ রাও'আ নবী ﷺ দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। দ্বিতীয়োক্ত আবূ রাও'আ প্রথমোক্ত বদরের চাচার ঔরসজাত সন্তান হইলেও উভয়ে একই মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমজন বলিলেন, 'আবদুল-উয্যা এবং দ্বিতীয়জন বলিলেন, আবূ রাও'আন। রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমজনকে বলিলেন ঃ انت عبد الله তুমি হইতেছ আবদুল্লাহ এবং দ্বিতীয়জনকে বলিলেন ঃ أنت رعت العدو إن شاء الله "আল্লাহ চাহেন তো তুমি শত্রুদিগকে ভীতিগ্রস্ত করিয়া তুলিবে।" কেননা রাও'উন শব্দের অভিধানিক অর্থ ভীতি। তারপর তাহাদের গোত্র পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা যখন বনূ গায়্যান (بنو غيان) বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন তিনি বলিলেন أنتم بنو رشدان তোমরা বনু রাশ্‌দান। তাহাদের এলাকার নাম ছিল غوى "গাওয়া" বা বিভ্রান্তি। সম্ভবত ঐ এলাকার লোকজন প্রায়ই পথ হারাইত, তাই ঐ গোত্রকে বনূ গায়্যান গোত্র বলা হইত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ঐ মন্দ অর্থের নাম পরিবর্তন করিয়া ভ্রান্তির স্থলে রুশদ শব্দ ব্যবহার করিয়া উক্ত গোত্রের ঐরূপ উত্তম অর্থের নামকরণ করিয়াছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সময় জুহায়নীদের আল-আশ'আর ও আল-আজরাদ নামক পাহাড়দ্বয় সম্পর্কে বলেন ঃ هما من جبال الجنة لا تطؤهما فتنة "ঐ দুইটি বেহেশতী পাহাড়; ঐগুলিকে পদদলিত করিও না, বিপদ হইবে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ আবদুল্লাহ ইব্‌ন বদরকে মক্কা বিজয়ের দিন একটি পতাকা দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের জন্য একটি মসজিদের ভূমি বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন এবং উহাই ছিল আল-মদীনার প্রথম মসজিদ যাহার জন্য ভূমি বরাদ্দ করা হয়।

وأعطى اللواء يوم الفتح عبد الله بن بدر وخط لهم مسجدهم وهو أول مسجد خط بالمدينة.

ইব্‌ন সা'দ, হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ—খালিদ ইব্‌ন সা'ঈদ সূত্রে জুহায়না গোত্রের দুহমান-এর বরাতে তাহার সেই পুত্রের বর্ণনা উদ্ধৃত করেন, যিনি নবী কারীম ﷺ-এর সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আমর ইব্‌ন মুররাহ আল-জুহানী বলেন, আমাদের একটি দেবমূর্তি ছিল। আমরা উহার খুব সম্মান করিতাম এবং আমিই ছিলাম ইহার সেবায়েত। যখন নবী কারীম ﷺ-এর আবির্ভাবের কথা শুনিতে পাইলাম তখন উহা ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়া দিয়া সোজা মদীনার পথে রওয়ানা হইলাম। তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া আমি কলেমা শাহাদাত উচ্চারণ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলাম এবং তিনি যে হালাল-হারামের বিধান লইয়া আসিয়াছেন তাহার প্রতি ঈমান আনয়ন করিলাম। ঐ সময় কবিতায় আমি বলিলাম ঃ

شهدت بأن الله حق وإنني ... لآلهة الأحجار أول تارك

وشمرت عن ساقي الإزار مهاجرا ... إليك أجوب الوعث بعد الدكادك

لأصحب خير الناس نفسا ووالدا ... رسول مليك الناس فوق الحبائك

"সাক্ষ্য দিয়েছি হক শুধু এক আল্লাহ্ অন্তর্যামী
পাথুরে দেবতা অসার না-হক ত্যজিনু সেগুলো আমি
ঘৃণাভরে আমি ঐসব ছাড়ি করিয়াছি হিজরত
দুর্গম পথ পাড়ি দিয়া আমি সাড়া দিনু হযরত!
সেরা মানুষের সঙ্গ লভিতে সহিনু যে কত জ্বালা
আল্লাহ্‌র রাসূলের দেখা পেতে পথ ভাঙ্গিনু কাঁকর ঘেরা"।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে তাহার গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত দানের দায়িত্ব দিয়া প্রেরণ করেন। কেবল এক হতভাগ্য ব্যক্তি ছাড়া সকলেই তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত 'আমর ইব্ন মুররাহ তাহার প্রতি বদদু'আ দিলে ঐ ব্যক্তি বাকশক্তি রহিত ও অন্ধ হইয়া অন্যদের গলগ্রহ হইয়া পড়ে (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৩৩-৪)।

আস্লাম গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন

'উমায়রা ইব্ন আস্ফা আস্লাম গোত্রের একদল লোকসহ নবী ﷺ-এর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরয করেন, আমরা আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছি। আপনি আমাদেরকে এমন একটি মর্যাদায় ভূষিত করুন যাহাতে আরবগণ আমাদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

اسلم سالها الله والغفار غفر الله لها.

"আসলাম গোত্রকে আল্লাহ নিরাপদ রাখুন এবং গিফার গোত্রকে ক্ষমা করিয়া দিন"।

অতঃপর তিনি আসলাম গোত্র, এর সমুদ্রোপকূল ও সমভূমিতে বসবাসকারী আরব গোত্রসমূহের জন্য সাদাকা এবং পশু সম্পদের উপর নির্ধারিত ফারাইয (অবশ্য প্রদেয়) হারের একটি তালিকা সম্বলিত পত্র দান করেন। পত্রখানি লিখেন ছাবিত ইব্ন কায়স ইব্ন শাম্মাস এবং উহার সাক্ষীরূপে থাকেন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪৫)।

বাক্র ইব্ন ওয়াইল গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন

বাক্র ইব্ন ওয়াইল গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন করিলে তাহাদের মধ্যকার একজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে প্রশ্ন করে, আপনি কি কুস ইব্ন সা'ইদা সম্পর্কে অবগত আছেন? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জবাবে বলিলেন ঃ

ليس هو منكم هذا رجل من إياد تحنف فى الجاهلية فوافى عكاظ والناس مجتمعون فيكلمهم بكلامه الذى حفظ عنه.

"তিনি তোমাদের মধ্যকার ছিলেন না। তিনি ছিলেন ইয়াদ গোত্রের লোক। জাহিলিয়াতের যুগে তিনি হানীফ ধর্মমতের অনুসারী হন এবং 'উকায মেলায় সমবেত জনতার মধ্যে ঐ ধর্মের যতটুকু সংরক্ষিত ছিল উহা দ্বারা লোকজনের সহিত আলাপ আলোচনা করিতেন।"

রাবী বলেন, উক্ত প্রদিনিধি দলের মধ্যে বাশীর ইব্নুল খাসাসিয়্যা, আবদুল্লাহ ইব্ন মারছাদ এবং হাস্সান ইব্ন খাওত প্রমুখও ছিলেন। হাস্সানের বংশের একজন ইহার স্মৃতিচারণ করিয়াছেন কবিতার ছন্দে ঃ

أنا ابن حسان بن حوط وأبى - رسول بكر كلها إلى النبى.

"হাস্সানের পুত্র আমি খাওতের নাতি দূত ছিনু দরবারে নবীর পক্ষে হতে গোটা বাক্রের" (সে তো ছিল সম্মান দুর্লভ)।

ঐ প্রতিনিধি দলের একজনরূপে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন শিহাব ইব্‌ন আওফ ইব্‌ন 'আমর ইবনিল হারিছ ইব্‌ন সাদ্‌স রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আসিয়াছিলেন। তিনি ইয়ামামায় গমনপূর্বক সংগৃহীত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতেন। তিনি এক থলে খেজুর লইয়া নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহার জন্য বরকতের দু'আ করেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩১৫; ইব্‌ন কাছীর, সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ১৭৮; ঐ, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫ খ., পৃ. ১৭১, বাংলা ভাষ্য)।

গামিদ প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ দরবারে আগমন

দশম হিজরীতে দশ সদস্যবিশিষ্ট ইয়ামানের গামিদ প্রতিনিধি দল মদীনায় আসিয়া বাকী' আল-গারকাদে পৌঁছিয়া যাত্রা বিরতি করে। সেইখান হইতে তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তাহাদের মালপত্রের কাছে তাহারা একটি বালককে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ছেলেটি ঘুমাইয়া পড়িলে এক চোর আসিয়া একজনের থলে লইয়া পালাইয়া যায়। উক্ত থলেতে তাহার কাপড়-চোপড় রক্ষিত ছিল।

তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহাদেরকে শারী'আতের বিধানসম্বলিত একখানা লিপি প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের মালপত্রের নিকট কাহাকে রাখিয়া আসিয়াছ? জবাবে তাহারা বলিলেন, আমাদের মধ্যকার সর্বকনিষ্ঠ একটি বালককে আমরা সেখানে রাখিয়া আসিয়াছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বলিলেন ঃ সে তো ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া একটি থলে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

তখন প্রতিনিধি দলের একজন বলিল ঃ আমি ছাড়া আর কাহারও তো কোন থলে ছিল না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহা হইলে তো আমার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ চিন্তার কোন কারণ নাই, আবার তাহা পাওয়া গিয়াছে এবং স্ব-স্থানে ফেরত আসিয়াছে। লোকজন তাড়াহুড়া করিয়া সেখানে ছুটিয়া গেলেন। ছেলেটিকে তাহারা ঘটনা কী জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। নিদ্রা হইতে জাগিয়াই দেখি থলেটি নাই। উহার খোঁজে অল্পদূর যাইতেই দেখি একটি লোক বসা অবস্থায় রহিয়াছে। আমি সেদিকে অগ্রসর হইতেই লোকটি তাড়াতাড়ি পালাইয়া যায়। সে যেখানে বসা ছিল সেদিকে অগ্রসর হইতেই দেখি সেখানে মাটি খোঁড়া অবস্থায় রহিয়াছে। একটু খুঁজিতেই থলেটি বাহির হইয়া আসিল। আমি উহা উঠাইয়া লইয়া আসিলাম। প্রতিনিধি দলের সকলেই তখন বলিলেন, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল। বালকটিও তখন ইসলাম গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত উবায় ইব্‌ন কা'বকে তাহাদেরকে কুরআন শিক্ষা দানের নির্দেশ দেন অতঃপর অন্যান্য প্রতিনিধি দলের মত তাহাদেরকেও পাথেয় প্রদান করা হয় এবং তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (যাদুল-মা'আদ, ৩খ., পৃ. ৫৩; যুরকানী, ৪খ., পৃ. ৬৩; আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৪৫০)।

আদ-দারী গোত্রের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে আগমন

সীরাত গ্রন্থসমূহ পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, দারী প্রতিনিধি দল দুই বা ততোধিকবার নবী দরবারে আগমন করিয়াছে। আল্লামা আলী ইব্‌ন বুরহানুদ্দীন হালাবী প্রথম প্রতিনিধি দলের বর্ণনা

দিয়াছেন এইভাবে ঃ হিজরতের আগে দারী গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হয়। ঐ দলে আবূ হিন্দ আদ-দারী, তামীম আদ-দারী, তদীয় ভ্রাতা নু'আয়ম আদ-দারী এবং অপর চার ব্যক্তি ছিলেন। তাহারা নবী কারীম ﷺ-এর নিকট আবেদন জানান যেন তাহাদেরকে সিরিয়ার কিছু ভূ-সম্পদ বরাদ্দ দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ যেখান হইতে ইচ্ছা আবেদন জানাও।

আবূ হিন্দ বলেন, আমরা কিছু দূরে গিয়া নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করিলাম। তামীম আদ-দারী বলিলেন, আমাদের বায়তুল মুকাদ্দাস এবং উহার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আবেদন জানান উচিত। সাথে সাথে আবূ হিন্দ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, উহা এখন আজমী (অনারব) নৃপতিদের কেন্দ্র, অচিরেই আরব নৃপতিদের কেন্দ্রে পরিণত হইবে। এইজন্য আমার আশঙ্কা হয়, আমাদেরকে ঐ এলাকা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। শেষপর্যন্ত অন্যত্র সরিয়া যাইতে হইবে। তামীম আদ-দারী বলিলেন, আমরা বায়ত হারূন এবং উহার আশেপাশের এলাকা চাহিয়া লইব।

অবশেষে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ঐ এলাকা আমাদের নামে বরাদ্দ করার আবেদন জানাইলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেমতে একটি চর্মগাত্রে আমাদেরকে বরাদ্দপত্র লিখিয়া দিলেন। বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে আঠার মাইল দূরবর্তী ঐ স্থানটি এখন আল-খালীল নামে পরিচিত (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪৩-৪৪)। উক্ত বরাদ্দপত্রের সাক্ষীরূপে ছিলেন হযরত 'আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব, খুযায়মা ইব্ন কায়স এবং শুরাহবীল ইব্ন হাসানা (রা)। অতঃপর উহা আমাদের হাতে অর্পণ করিয়া বলিলেন ঃ আপাতত যাও! অতঃপর আমার হিজরতের কথা শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

আবূ হিন্দ বলেন, অতঃপর আমরা সেখান হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলাম। তারপর তিনি যখন মদীনায় হিজরত করিলেন তখন আমরা পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমতে হাযির হইয়া পূর্ববর্তী বরাদ্দপত্রের নবায়ন এবং নূতন একটি বরাদ্দপত্র লিখিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ জানাইলাম। এবারকার নূতন বরাদ্দপত্রে তিনি আমাদেরকে বায়তে আয়নুন, হেব্রুন, মারতুম, বায়ত ইবরাহীমের গোটা এলাকা এবং ঐগুলিতে যাহাকিছু আছে সবকিছুই চিরদিনের জন্য আমাদের নামে বরাদ্দ করিয়া দিলেন। এবারকার এই বরাদ্দপত্রের সাক্ষীরূপে রহিলেন হযরত আবূ বকর ইব্ন আবূ কুহাফা, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব, হযরত উছমান ইব্ন আফফান, হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব এবং হযরত মুআবিয়া ইব্ন আবূ সুফ্য়ান (রা)। হালাবী বলেন, ঐ বরাদ্দপত্রখানা আল্লামা কাস্তাল্লানী তদীয় মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়াতে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাথে সাথে তিনি ঐ রিওয়ায়াতকে সহীহ বলিয়া প্রত্যয়নও করিয়াছেন (সীরাতে হালাবিয়্যা, পৃ. ১৩-১৪)।

তাবাকাত দারীইনগণের দ্বিতীয়বার নবী ﷺ দরবারে আগমনের বিবরণ দিতে গিয়া দীর্ঘ সনদ উদ্ধৃত করিয়া লিখেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তাবূক হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আদ-দারীইন প্রতিনিধি দল নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হয়। ঐ প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০। তিনি ঐ সদস্যগণের পূর্ণ পরিচয়ও দিয়াছেন এইভাবে ঃ তামীম ও নু'আয়ম; তাঁহারা উভয়ে সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের বংশলতিকা, তাহাদের পিতৃপুরুষের নাম তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাইয়িবের নামকরণ করেন আবদুল্লাহ্ এবং আযীযের

নাম রাখেন আবদুর রহমান। হানী ইব্ন হাবীব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে হাদিয়া প্রদান করেন। ঐ উপহারসামগ্রীর মধ্যে ছিল (১) পানপাত্র (اورضا), (২) কয়েকটি ঘোড়া এবং (৩) স্বর্ণের কারুকার্য খচিত একটি বহুমূল্য পরিধেয়। তিনি ঘোড়াগুলি ও পরিধেয় গ্রহণ করিলেন। পানপাত্রটি যেহেতু মদ্যপানের জন্য ছিল, সম্ভবত এই কারণে উহা গ্রহণ করেন নাই। পরিধেয় তিনি পিতৃব্য আব্বাসকে দান করিলে তিনি বলিলেন, উহা দিয়া আমি কী করিব? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ

انتزع الذهب فتحليه نساءك أو تستنفقه ثم تبيع الديباج فتأخذ ثمنه فباعه العباس من رجل من يهود بثمانية آلاف درهم.

"উহা হইতে স্বর্ণ উঠাইয়া লইয়া আপনার পরিবারের স্ত্রীলোকদিগকে পরিতে দিবেন। বা উহা খুলিয়া রেশম বিক্রী করিয়া উহার মূল্য গ্রহণ করেন। আব্বাস (রা) জনৈক ইয়াহূদীর নিকট আট হাজার দিরহাম উহা মূল্যে বিক্রয় করিয়া দেন।"

তামীম বলিলেন, আমার প্রতিবেশী দুইটি রোমক কবলিত গ্রাম হইতেছে হিব্রা ও বায়ত আয়নূন। আল্লাহ যদি আপনাকে বিজয়ী করেন এবং সিরিয়া আপনার আয়ত্তে চলিয়া আসে তাহা হইলে ঐ দুইটি গ্রাম আমার যেন হয় তাহা নিশ্চিত করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ হাঁ, তখন ঐগুলি তোমারই হইবে। আবূ বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্বে আসীন হইলে তিনি একটি বরাদ্দপত্রের মাধ্যমে উহা তাঁহাকে দান করেন। আদ-দারীদের উক্ত প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত মদীনায়ই ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদেরকে এক শত ওয়াসাক খাদ্য শস্য প্রদানের ওয়াসিয়াত করিয়া যান (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪২-৪)।

আল-আহমাস প্রতিনিধি দলের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আগমন

ইব্ন সা'দ (র) বলেন, কায়স ইব্ন গারবাহ আল-আহ্মাসী তাহার সম্প্রদায়ের আড়াই শত সঙ্গী-সাথীসহ নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদেরকে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা বলে, نحن احمس الله "আমরা আল্লাহ্র বীর দল"। জাহিলিয়াতের যুগে তাহারা এই নামেই অভিহিত হইত। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ انتم اليوم لله "আজ তোমরা আল্লাহ্র পক্ষের বীর দল"। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাল (রা)-কে বলেন ঃ اعط ركب بجيلة وابدأ بالاحمسين. "বাজীলা গোত্রের আরোহীদেরকে দান কর এবং এই দান প্রক্রিয়া আহমাসীদের দ্বারা শুরু করিবে"।

তিনি যথারীতি সেই আদেশ পালন করেন। তারিক ইব্ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত আছে, বাজীলা গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন ঃ

اكتبوا البجليين وابدءوا بالاحمسيين.

"বাজীলা গোত্রীয়দের নাম লিখ এবং আহমাসীদের দ্বারা সূচনা করিবে"।

আল-কায়সীদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পিছনে রহিয়া গেল। তিনি বলেন, শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের জন্য কী বলেন (দু'আ করেন) তাহা শোনাই ছিল আমার এই

পিছনে থাকার উদ্দেশ্য। সেই ব্যক্তি বর্ণনা করেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কয়েকবার তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়া দু'আ করিলেন ঃ

اللهم جد عليهم اللهم بارك فيهم.

"হে আল্লাহ! তাহাদের প্রতি সদয় হউন! হে আল্লাহ্। তাহাদিগের মধ্যে বরকত দান করুন।"

অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ

قدم وفد احمس ووفد قيس فقال رسول الله ﷺ ابدأوا بالاحمسين قبل القيسين.

"আহমাস গোত্র কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ দরবারে আসিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ কায়সীদের পূর্বেই আহমাসীদের দ্বারা সূচনা করিবে"।

তারপর তিনি আহ্মাসীদের জন্য দু'আ করিলেন ঃ

اللهم بارك فى احمس وخيلها ورجالها.

"হে আল্লাহ! আহমাসীদের অশ্বারোহী ও পদাতিকগণকে বরকত দিন"। তিনি সাতবার এইরূপ বলেন। ইমাম আহমাদও তাহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ২৬১; তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ৭৮, ১খ., পৃ. ৩৪৭)।

আযদ উমান প্রতিনিধি দলের রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন

ইব্ন সা'দ (র) বলেন, 'উমানবাসিগণ ইসলাম গ্রহণ করিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল-'আলা ইব্নুল হাদরামীকে তাহাদিগকে ইসলামী শারী'আতের বিধানাবলী শিক্ষাদান এবং সেখানকার যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাহাদের একটি প্রতিনিধি দল আসাদ ইব্ন বাহ্রা আত-তাঈসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া তাহাদের ব্যাপারসমূহ অর্থাৎ শাসন শৃঙ্খলার দেখাশোনার জন্য একজন লোক তাহাদের সহিত পাঠাইবার আবেদন জানান। তখন মাখরামা আল-আবদী— যাহার আসল নাম ছিল মুদরিক ইব্ন খূত— রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আবেদন জানান এই বলিয়া, আমার উপর ঐ গোত্রের বিরাট দান রহিয়াছে। আইয়ামে জানূব অর্থাৎ আরবদের যুদ্ধ-বিগ্রহের এক পর্যায়ে তাহারা আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে। সুতরাং আমাকেই আপনি তাহাদের নিকট প্রেরণ করুন ইয়া রাসূলাল্লাহ্!

সেই মতে মাখরামা আবদী (রা)-কে তাহাদের সহিত উমানে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর সালামা ইব্ন ইয়াদ আল-আযদী তাহার সম্প্রদায়ের বেশ কিছু লোকসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কাহার ইবাদত করেন এবং সেই উপাস্যের কাছে কী দু'আ করেন। তিনি তাঁহাকে তাহা অবহিত করিলেন। তখন সালামা তাঁহার নিকট আহ্বান জানাইলেন, যেন আল্লাহ্র রাসূল তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকজনের সংহতি ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির দু'আ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের জন্য দু'আ করিলেন। সালামা ও তদীয় সাথীবর্গ তখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন ঃ

سنعم الوفد الازد طيبة افواههم برة ايمانهم تقية قلوبهم.

"আয্দ কী উত্তম প্রতিনিধি দল! পবিত্র তাহাদের মুখ, তাহাদের অঙ্গীকার সদিচ্ছাপূর্ণ এবং তাহাদের হৃদয় তাক্ওয়া মণ্ডিত"। ইমাম আহমাদ উত্তম সনদে উহা রিওয়ায়াত করিয়াছেন।

তালহা ইব্ন দাউদ হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফরমান, نعم المرضعون اهل عمان "আয্দগণ কী উত্তম দুগ্ধদানকারী তথা সন্তান পালনকারী" (সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ২৬৪-৬৫; দ্র. তাবারানী, আল-কাবীর, ৮/৩৭৩)।

বিশ্র ইব্ন ইসমাত আল-লায়ছী (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন ঃ

الأزد منى وانا منهم اغضب لهم اذا غضبوا ويغضبون اذا غضبت وارضى لهم اذا رضوا ويرضون اذا رضيت رواه الطبرانى.

"আযদগণ আমারই এবং আমি তাহাদের । তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে আমিও তাহাদের জন্য ক্রুদ্ধ হইব আর আমি ক্রুদ্ধ হইলে তাহারাও ক্রুদ্ধ হইবে। আমি তাহাদের জন্য সন্তুষ্ট হইব, যদি তাহারা সন্তুষ্ট হয় এবং তাহারা সন্তুষ্ট হইবে যখন আমি সন্তুষ্ট হইব"।

আবূ লাবীদ বলেন, বাহ্রা ইব্ন আসাদ নামক আযদে উমানের এক ব্যক্তি হিজরত পূর্বক নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করিলে দেখিতে পান যে, তিনি ইন্তিকাল করিয়াছেন। মদীনায় এক রাস্তায় হযরত উমার ইবনুল খাত্তাবের সহিত তাহার দেখা হইলে তিনি তাহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। আগন্তুক জবাব দিলেন, আমি উমানবাসী। তিনি বলিলেন, সত্যই উমানের অধিবাসী? আগন্তুক বলিলেন, হাঁ। তখন তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া হযরত আবূ বকর (রা)-এর নিকট গিয়া উপনীত হইলেন এবং বলিলেন, এই হইতেছে সেই দেশের অধিবাসী যাহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায় আলোচনা করিতেন। আবূ বকর (রা) বলিলেন, হাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

انى لاعلم ارضا يقال لها عمان ينضح ناحيتها البحر (بها حى من العرب) لو اتاهم رسولى لم يرموه بسهم ولا حجر رواه الامام احمد وابو يعلى برجال صحيح.

"আমি এমন একটি দেশের কথা জানি যাহার নাম উমান। সেখানে একটি আরব গোত্র রহিয়াছে। উহার উপকূলভাগ সমুদ্র বিধৌত। যদি তাহাদের দেশে আমার দূত যায় তবে কখনও তাহারা তীর বা পাথর তাহার প্রতি বর্ষণ করে না" (আহমাদ ও আবূ ইয়ালা সহীহ সনদে হাদীছখানা বর্ণনা করিয়াছেন। দ্র. মুসনাদে আহমাদ, ১খ., পৃ. ৪৪; আবূ ইয়ালা, তদীয় মুসনাদের পৃ. ১০৬; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ২৬৪)।

তারিক ইব্ন আবদুল্লাহ ও তদীয় সঙ্গিগণের আগমন

হাফিয বায়হাকী (র) আবূ খাব্বাব আল-কালবী হইতে..... তারিক ইব্ন আবদুল্লাহ্ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি একদা যুল-মাজায বাজারে দণ্ডায়মান ছিলাম। এমন সময় জুব্বা পরিহিত এক ব্যক্তি আগাইয়া আসিল। সে তখন বলিয়া যাইতেছিল ঃ

يايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون.

"লোকসকল! বল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই, তোমরা সাফল্যমণ্ডিত হইবে"।

অপর এক ব্যক্তি তাহার প্রতি কঙ্কর ছুড়িতে ছুড়িতে বলিয়া যাইতেছিল, লোকসকল! এই লোকটি মহা মিথ্যুক, তোমরা তাহার কথা বিশ্বাস করিও না। আমি তখন লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ লোকটি কে? জবাবে লোকজন বলিল, বনূ হাশিমের এক তরুণ। সে নিজেকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া দাবি করিতেছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি বলিলাম, আর ঐ যে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঐরূপ আচরণ করিতেছে ঐ লোকটি কে? তাহারা জবাব দিল, সে হইতেছে তাঁহারই পিতৃব্য 'আবদুল উয্যা।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকজন ইসলাম গ্রহণ করিয়া যখন মদীনায় হিজরত করিল তখন খেজুর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমরা মদীনার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম। যখন আমরা মদীনার নগর প্রাচীর ও খর্জুর বীথির নিকটে গিয়া পৌঁছিলাম, তখন আমরা বলাবলি করিতে লাগিলাম, এখন আমাদের পোশাক পরিবর্তন করিয়া লওয়া উত্তম হইবে। এমন সময় পুরাতন বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তির সহিত আমাদের দেখা হইল। সে আমাদেরকে সালাম দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাফেলাটি কোথা হইতে আসিতেছে? আমরা জবাব দিলাম, রাবাযা হইতে।

তোমাদের গন্তব্য কোথায়?

মদীনায়।

সেখানে তোমাদের কী প্রয়োজন?

আমরা সেখান হইতে খেজুর সংগ্রহ করিব।

রাবী বলেন, আমাদের সহিত একটি হাওদানশীনা মহিলা এবং একটি লাগামযুক্ত লাল উট ছিল। লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি তোমাদের এই উটটি আমার নিকট বিক্রয় করিবে? আমরা বলিলাম, হাঁ, এত এত সা' খেজুরের বিনিময়ে আমরা উহা বিক্রয় করিতে রাজী আছি। রাবী তারিক বলেন, তারপর আর কোন দাম-দর না করিয়াই উটটির লাগাম ধরিয়া লোকটি প্রস্থান করিল। লোকটি যখন নগরীর প্রাচীরসমূহ ও খেজুর বীথির আড়ালে চলিয়া গেল তখন আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলাম, আমরা ইহা কী করিলাম? মূল্য বুঝিয়া না পাইয়াই এমন একটি লোকের নিকট উটটি বেচিয়া দিলাম? রাবী বলেন, তখন আমাদের সঙ্গিনী মহিলা বলিল, আল্লাহর কসম! আমি তো এমন একটি লোকই প্রত্যক্ষ করিলাম যাঁহার চেহারা যেন পূর্ণিমার চাঁদের টুকরা। আমি তোমাদের উটের মূল্যের দায়িত্ব লইতেছি।

والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه سقة القمر ليلة البدر انا ضامن ثمن جملكم.

এমন সময় লোকটি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল,

انا رسول الله اليكم هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا.

"আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল। এই লও তোমাদের খেজুর; খাও, তৃপ্ত হও। তারপর কড়ায় গণ্ডায় মাপিয়া বুঝিয়া লও"।

আমরা পরম তৃপ্তির সহিত খাইলাম, তারপর কড়ায় গণ্ডায় মাপিয়া বুঝিয়া লইলাম। অতঃপর আমরা মদীনা নগরীতে প্রবেশ করিলাম। আমরা মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখি ঐ ব্যক্তিটি মিম্বরে দাঁড়াইয়া খুতবা দিতেছেন ঃ

تصدقوا فان الصدقة خيرلك اليد العليا خيرمن يد السفلى وابداء بمن تعول امك اباك واختك واخاك وادناك ادناك.

"দান করিবে, কেননা সাদাকা করা তোমাদের জন্য উত্তম। উপরের হাত অর্থাৎ দাতার হাত নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) হইতে উত্তম। যাহাদের ভরণ-পোষণ তোমাদের উপর তাহাদের হইতে শুরু করিবে। তোমাদের মাতা, তোমাদের পিতা, তোমাদের ভগ্নি, তোমার ভাই, নিকট হইতে নিকটতর জনকে দান করিবে"।

এমন সময় ইয়ারবু গোত্রীয় কিংবা আনসারী এক ব্যক্তি বলিল, هؤلاء دماء فى الجاهلية "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! এই গোত্রের কাছে আমাদের জাহিলিয়াত যুগের রক্তপণ পাওনা রহিয়াছে"। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, ان ابا لا يجنى على ولد "পিতার অপরাধের দায়-দায়িত্ব পুত্রের উপর বর্তায় না"। এই কথাটি তিনি তিনবার বলিলেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., পৃ. ৩৫৭, বৈরূত, ১৪১০/১৯৯৩)।

আনাস গোত্রের জনৈক প্রতিনিধির রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দরবারে আগমন

ইব্ন সা'দ (র) হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদ ইবনুস সাইব আল-কালবী, আবূ যুফার আল-কালবীর সনদে আনাস ইব্ন মালিক ইব্ন মুযহিজ গোত্রের জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন। ঐ ব্যক্তি বলিয়াছেন, আমাদের এক ব্যক্তি প্রতিনিধিরূপে নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়। তিনি তখন রাত্রির খাবার গ্রহণ করিতেছিলেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকেও আহারের নিমিত্ত আহ্বান জানাইলেন। সেই ব্যক্তি বসিয়া গেল। তারপর খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله কলেমার সাক্ষ্য দাও? সে বলিল, হাঁ, আমি ঐ কলেমার সাক্ষ্য দিতেছি। তিনি পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ أراغبا جئت أم راهبا ؟ "তুমি কি লোভের বশবর্তী হইয়া আসিয়াছ, নাকি ভীতিগ্রস্ত হইয়া আমার নিকট আসিয়াছ?" সে জবাব দিল ঃ

أما الرغبة فوالله ما فى يديك مال وأما الرهبة فوالله إننى لببلد ما تبلغه جيوشك ولكنى خوفت فخفت وقيل لى آمن بالله فآمنت.

"লোভের কথা, আল্লাহর কসম! আপনার নিকট তেমন সম্পদ নাই যে, আমি উহার লোভ করিব। আর ভয়? আল্লাহ্র কসম। আমি এমন এক দেশে রহিয়াছি যেখান পর্যন্ত আপনার বাহিনীর পৌছিবার আশঙ্কা নাই; বরং আমাকে (আল্লাহ্র শাস্তির) ভয় দেখান হইয়াছে, তাহাতে আমি ভীত হইয়াছি। আমাকে বলা হইয়াছে, ঈমান আনয়ন কর, সেমতে ঈমান আনয়ন করিয়াছি"।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ رب خطيب من عنس ! "আনাস গোত্রের কত চমৎকার বাগ্মী!"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট কিছু দিন থাকিয়া যখন তিনি বিদায় নিতে তাঁহার নিকট গেলেন তখন তিনি বলিলেন ঃ যাও! তারপর তাহাকে কিছু উপঢৌকন প্রদান করিলেন। তারপর বলিলেন ঃ

إن أحسست شيئا فوائل إلى أدنى قرية.

"যদি কোন কিছু অনুভব কর তাহা হইলে নিকটবর্তী কোন গ্রামে উঠিবে"।

সত্যসত্যই রওয়ানা হইয়া পথে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং নিকটবর্তী গ্রামে উঠেন। সেখানেই তিনি ইনতিকাল করেন। আল্লাহ্ তাঁহার প্রতি সদয় ও প্রসন্ন হউন! তাঁহার নাম ছিল রাবী'আ (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪২-৩; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৭খ., পৃ. ৩৮৯)।

আনাযা প্রতিনিধি দলের আগমন

সালামা ইব্ন সা'দ (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গের একটি দল ও তাঁহার পুত্রসহ নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে আসিয়া হাযির হন। তাঁহারা অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি অনুমতি দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কাহারা? বলা হইল, ইহারা আনাযার প্রতিনিধি দল! তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাহ্ বাহ্ বাহ্ বাহ্ বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন ঃ

نعم الحى عنزة مبغى عليهم منصورون مرحبا بقوم شعيب واختان موسى سل يا سلمة عن حاجتك.

"কী উত্তম গোত্র আনাযা! তাহাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে, কিন্তু তাহারা জয়ী হইয়াছে। স্বাগতম শু'আয়বের গোত্র এবং মূসার শ্বশুরগোত্র। হে সালামা! বল দেখি, কী প্রয়োজনে আসিয়াছ"?

সালামা জবাব দিলেন, আমি আসিয়াছি আপনাকে এই প্রশ্ন করিতে যে, আপনি আমাদের উপর উট ও ছাগলের কী যাকাত নির্ধারণ করিয়াছেন। সেই মতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে সেই ব্যাপারে অবহিত করিলেন। তারপর সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পাশেই অনেকক্ষণ বসিলেন, তারপর প্রস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি যখন প্রস্থান করিতেছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করিলেন ঃ

اللهم ارزق عنزة كفافا لا فوت ولا سراف.

"হে আল্লাহ্! আনাযা গোত্রকে প্রচুর পরিমাণ জীবিকা দান করুন যাহা বিনষ্টও হইবে না এবং অপব্যয়িতও হইবে না"। তাবারানী ও বায্যার সংক্ষিপ্তভাবে এই ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। বাযযারের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর তাঁহাদের জন্য দু'আর শব্দমালা ছিল ঃ

اللهم ارزق عنزة لا فوت ولا سرف فيه.

"হে আল্লাহ্! আনাযা গোত্রকে জীবিকা দান করুন—যাহার বিনাশ বা অপচয় হইবে না" (হায়ছামীর আল-মাজমা, ১০/৫৪)।

হানযালা ইব্ন নু'আয়ম (রা) বলেন, হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) একদিন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে তোমার সম্প্রদায় আনাযা সম্পর্কে বলিতে

শুনিয়াছি। তখন সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আনাযা কী? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পূর্বদিকে ইশারা করিয়া বলিলেন ঃ

حى ههنا مبغى عليهم منصورون.

"এই দিকের একটি গোত্র যাহাদের উপর বাড়াবাড়ি করা হইবে, কিন্তু তাহারা বিজয়ী হইবে"।

ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক (রা)-এর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেদমতে আগমন

ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক আল-মুরাদী (রা) কিন্দার রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহাদের প্রতি বিরাগভাজন ও বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করেন। ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে তাঁহার স্বগোত্র মুরাদ এবং পার্শ্ববর্তী হামদান গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে। হামদানীরা তাহাদের নেতা আজদা' ইব্‌ন মালিকের নেতৃত্বে মুরাদ গোত্রের উপর হামলা চালাইয়া তাহাদেরকে হতাহত করে। ঐ যুদ্ধটিকে রাদম-এর যুদ্ধ বলা হইয়া থাকে। মুরাদ গোত্রের সেই দিনের সেই শোচনীয় পরাজয় সম্পর্কে ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়ক কবিতার ছন্দে বলেন ঃ

مررن على لفات وهن خوص ينازعن الأعنة ينتحينا
فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبينا
وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرينا
كذاك الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا
فبينا ما نسر به ونرضى ولو لبست غضارته سنينا
إذ انقلبت به كرات دهر فألفيت الألى غبطوا طحينا
فمن يغبط بريب الدهر منهم يجد ريب الزمان له خؤونا
فلو خلد الملوك إذا خلدنا ولو بقى الكرام إذا بقينا
فأفنى ذلكم سروات قومى كما أفنى القرون الأولينا.

"ওরা লিফাত পার হল, চক্ষু কোটরাগত,
একদিকে কাত করে ধরে রেখেছিলাম লাগাম।
যদি জয়ী হই আমরা, আমরা তো বহুদিনের পুরনো বিজয়ী,
আর বিজিত হলে, প্রায়শই বিজিত হইনি আমরা।
কাপুরুষতা আমাদের রক্তে নেই।
আছে আমাদের দুর্গতি আর ওদের সৌভাগ্য।
এমনি করে ঘোরে ভাগ্যের চাকা মানুষের
এই তার পক্ষে যায়, এই বিপক্ষে।
আমরা তাতে খুশী হই, আনন্দ উৎসব করি

বছরের পর বছর
হঠাৎ এখন ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে
পদের হিংসা করত মানুষ তারা বিধ্বস্ত এখন
আর ভাগ্য যাদের প্রতি প্রসন্ন
একদিন দেখবে সময়ের পরিবর্তন সে এক প্রবঞ্চণা
রাজারা যদি অমর হয়, আমরা তা হলে তাই
সত্যের যদি জয় হয় আমাদেরও হবে।
কিন্তু আমাদের সব সর্দার ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে গেছে
আমাদের আগের প্রজন্মের মত" (সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৩৯২-৩ ; আল -বিদায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৬৩-৬৪)।

তাঁহার নবী ﷺ দরবারে আগমন সম্পর্কে ফারওয়া বলেন ঃ

لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل خان الرجل عزق نسائها
قربت راحلتى أؤم محمدا أرجو فواضلها وحسن ثرائها

"যখন দেখলাম কিন্দার রাজারা সৎপথ বিমুখ
পায়ের পেশীতন্ত্র নষ্ট হয়ে যাওয়া লোকদের মত
তখন মুহাম্মাদের উদ্দেশ্যে চাপলাম বাহন পিঠে
তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের সরস চারণভূমির জন্য"।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে তাঁহার উপস্থিতি সম্পর্কে ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা হইল ঃ

ثم خرج حتى أتى المدينة وكان رجلا له شرف فأنزله سعد بن عبادة عليه ثم غدا إلى رسول الله ﷺ وهو جالس فى المسجد فسلم عليه ثم قال يا رسول الله أنا لمن ورائى من قومى قال أين نزلت يا فروة قال على سعد بن عبادة وكان يحضر مجلس رسول الله ﷺ كلما جلس ويتعلم القرآن وفرائض الإسلام وشرائعه.

"অতঃপর তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন এবং মদীনায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) তাহাকে নিজ বাড়ীতে উঠাইলেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে যান। তিনি তখন মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। ফারওয়া তাঁহাকে সালাম দিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার স্বগোত্রের প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কোথায় উঠিয়াছ হে ফারওয়া? তিনি বলিলেন, সা'দ ইব্ন উবাদার বাড়িতে। তিনি যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মজলিসে বসিতেন তখনই তাঁহার নিকটে বসিতেন এবং আল-কুরআন এবং ইসলামের ফরয-ওয়াজিব বিধানসমূহ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিতেন"।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم ؟

"হে ফারওয়া! রাদমের যুদ্ধে তোমার স্বগোত্রের শোচনীয় অবস্থা বুঝি তোমার নিকট খুবই খারাপ লাগিয়াছে"?

তিনি জবাব দিলেন ঃ

يا رسول الله من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومى يوم الردم ولا يسوءه ذلك ؟

"এমন কে আছে ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যে তাহার স্বজাতি রাদমের যুদ্ধের মত শোচনীয় অবস্থায় পড়িবে আর তাহার কাছে উহা খারাপ লাগিবে না"?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ

أما إن ذلك لم يزد قومك فى الإسلام إلا خيرا.

"তাহা হইলে ইসলাম তোমার কওমের জন্য মঙ্গল বৈ অন্য কিছু বৃদ্ধি করিবে না" (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ, পৃ. ৩৯২-৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ৭৩)।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে সমগ্র মুরাদ, যুবায়দ ও মাযহিজ এলাকায় প্রশাসক নিযুক্ত করিলেন এবং খালিদ ইব্ন সা'ঈদ ইব্ন 'আসকে যাকাত উশুলকারীরূপে তাহার সহিত প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে অবস্থানকালেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইনতিকাল করেন (তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৩৪-৬; ইব্ন কাছীর, আস-সীরা আন্-নাবাবিয়া, ৪খ., পৃ. ১৩৬-৩৮; সবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩৯২-৩)।

বনূ যুবায়দের প্রতিনিধিরূপে আমর ইব্ন মা'দীকারিবের আগমন

বনূ যুবায়দের অধিক সংখ্যক লোকজনসহ আমর ইব্ন মা'দীকারিব নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আবির্ভাবের সংবাদ তাহাদের গোত্রে পৌঁছিলে এই আমর ইব্ন মা'দীকারিব গোত্রপাতি কায়স ইব্ন মাকশূহকে বলেন, হে কায়স! আপনি আজ আমাদের গোত্রপতি। আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, কুরায়শের মুহাম্মাদ নামক এক ব্যক্তি হিজাযে নবূওয়াতের দাবি করিয়াছেন। আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চলুন, আমরা ব্যাপারটি পরীক্ষা করিয়া দেখি। সত্য সত্যই যদি তিনি নবী হইয়া থাকেন, যেমনটি তিনি দাবি করিতেছেন, তবে উহা আপনার নিকট গোপন থাকিবে না। তাহা হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকালে আমরা তাঁহার অনুসারী হইব, অন্যথায় তাঁহার ব্যাপারটি আমাদের নিকট পরিষ্কার হইয়া যাইবে। কায়স ইব্ন মাকশূহ তাহাতে সম্মত হইল না, বরং উহাকে তাহার একটি নির্বুদ্ধিতা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল।

"আমর ইব্ন মা'দীকারিব বাহনে চাপিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে সত্যবাদী বলিয়া অনুমোদন করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। এই সংবাদ কায়সের গোচরীভূত হইলে সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠে এবং তাহার বিরুদ্ধাচরণ ও তাহার মতকে অগ্রাহ্য করার দরুন কঠোরভাবে শাসাইয়া দেয়। এই সম্পর্কে 'আমর ইব্ন মা'দীকারিব কবিতায় বলেন ঃ

أمرتك يوم ذى صنعا - أمرا باديا رشده

أمرتك باتقاء الله - والمعروف تتعده

خـرجـت من الـمنى مـثـل - الـحـمير غره وتـــده
تـمـنـانـى عـلـى فـرس - عـليه جالسا أسـده
عـلى مـفاضـة كـالنهـى - أخـلـص ماءه جـدده
يرد الرمح منثنى السنان - عـــوائرا قصـــده
فـلو لا قـيتنى للقـيت - لـــيئا فوقه لبـده
تـلاقى شنبـثا شـثـن - بـرائن ناشزا كتـده
يسـامـى القـرن إن قـرن - تـــيممه فيعتضده
فـيأخـذه فيـــرفـعـــه - فـــيخفضه فيقتصده
فـيدمــغه فـيحـطـمــه - فـــيخضمه فيـزدرده
ظـلوم الـشـرك فـيمـا أحـ - رزت أنـــيابه ويـده

"যু-সানআর দিনে তোমাকে একটা পরামর্শ দিয়েছিলাম
স্পষ্টতই একটা ন্যায্য পরামর্শ ছিল সেটা
তোমাকে বলে দিলাম ভয় করতে আল্লাহ্কে
আর প্রস্তুতি নিতে সৎকর্মের
তুমি চলে গেলে কামনা-বাসনার পথে
প্রবৃত্তি তাড়িত জোয়ান গাধার মত
যাকে বিভ্রান্ত করেছে তার খুঁটি।
তুমি চেয়েছিলে আমাকে দেখতে
আরূঢ় সেই অশ্বের পিঠ যার পিঠে চেপে বসেছে
তার বীর কেশরী সিংহ।
আর আমার উপর বিশাল বর্ম
স্বচ্ছ স্ফটিক পানিপূর্ণ হ্রদের মত
যার তলায় রয়েছে ভীষণ শক্ত মাটি।
তার প্রতিঘাতে ফিরে যায় বর্শা ফলক বাঁকা হয়ে
আর তার ভাঙ্গা টুকরোগুলি উড়ে যায় এদিক সেদিক
তুমি যদি মুখোমুখি হও আমার
তাহলে মুখোমুখি হবে এমন এক সিংহের
যার উপর দুলছে তার কেশররাজি।
ভীষণ মযবুত আর থাবা, উন্নত তার গ্রীবাদেশ
সম পর্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সে জব্দ করে
যদি প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে হামলা করতে উদ্যত হয়
তবে টুটি ধরে সে তাকে উপরে উঠিয়ে

ছুড়ে ফেলে দেয় নীচে। সাবাড় করে দেয় তার কর্ম।
তারপর তার মগজ বের করে দেয়
করে তাকে ছিন্ন ভিন্ন।
এরপর তাকে ভক্ষণ করে
তারপর দণ্ড ও থাবায় দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে মাংস
অপর কেউ না অংশ বসায় তাতে এই আশংকায়"।

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করেন, 'আমর ইব্‌ন মা'দীকারিব তদীয় গোত্র বনূ যুবায়দের উপর ফারওয়া ইব্‌ন মুসায়কের শাসনামলে ঐ গোত্রেই অবস্থান করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের সংবাদ পাইয়া সে বিদ্রোহী হইয়া ফারওয়া ইব্‌ন মুসাইককে বিদ্রূপ করিয়া কবিতায় বলে ঃ

وجدنا ملك فروة شر ملك - حمار ساف منخره بثفر
وكنت إذا رأيت أبا عمير - ترى الحولاء من خبث وغدر.

"ফারওয়ার শাসনকে পেয়েছি নিকৃষ্ট শাসনরূপে, যেমন গর্দভ শুকে নিতম্ব গর্দভীর। আবূ উমায়রকে দেখলেই তোমার মনে হবে তুমি দেখছো এক বিশ্রী ভ্রূণকে তার আবর্জনাযুক্ত ঝিল্লীসহ" (তারীখ-তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৩২-১৩৪; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল ইবাদ, ৬খ., পৃ. ৩৮৬-৭; বৈরূত ১৪১৪/১৯৯৩; রাওদুল উনুফ, ৭খ., পৃ. ৪০৭-৯, বৈরূত তা. বি.; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৬৪-৬৫)।

ইব্‌ন কাছীর (র) বলেন ঃ

ثم رجع الى الاسلام وحسن اسلامه وشهد فتوحات كثيرة فى ايام الصديق وعمر الفاروق رضى الله عنهما وكان من الشجعان المذكورين والابطال المشهورين والشعراء المجيدين.

"অতঃপর তিনি পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিষ্ঠার সহিত ইসলামী জীবন-যাপন করেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং উমার আল-ফারূক (রা)-এর শাসনামলে অনেক বিজয় অভিযানেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য বীরপুরুষ, বিখ্যাত যোদ্ধা এবং প্রথম শ্রেণীর কবি"। নিহাওয়ান্দ যুদ্ধে অংশগ্রহণের পর ২১ হিজরী সনে তিনি ইনতিকাল করেন। কেহ কেহ বলেন, কাদিসিয়ার যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং ঐদিনই শহীদ হন।

আবূ 'উমার ইব্‌ন আবদুল বার্‌র বলেন, নবম হিজরীতে তিনি নবী ﷺ দরবারে পৌছিয়াছিলেন, কিন্তু ইব্‌ন ইসহাক ও ওয়াকিদী প্রমুখ দশম হিজরীর কথা বলিয়াছেন।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র ইব্‌ন ইসহাক হইতে বর্ণনা করেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন, আমর ইব্‌ন মা'দীকারিব নবী ﷺ দরবারে কখনও উপস্থিত হন নাই। সেই সম্পর্কে তিনি কবিতায় বলিয়াছেন ঃ

اقـنى بالنبى موقينة نفس - يوان لـم ار النـبى عـياثـا
سـيد العالـمين طرا وادنـا - هـم الى الله حين بان مكانا
جاء بالناموس من لدن لله - وكـان الأمـين فيـه الـمعانا
حكمة بعد حكمة رضئياء - فاهـتدينا بنـورها من عمانا
وركـبنا السبيـل حين ركبه - ناه جـديدا بكرهنا ورضانا
وعـبدنا الالـه حقا وكنا - للجـهالات نـعبد الأوثـانا
وائـتلفنا بـه وكـنا عدوا - فـرجـعنا بـه مـعا واخـوانا
فـعليه السلام والسلام منا - حيث كنـا مـن البلاد وكانا
إن نكن لم نرى النبى فانـا - قـد تبـعنا سبـيله ايمانا.

"আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে নবীর প্রতি, যদিও হেরি নাই আমি নবীকে সাক্ষাতে। সমগ্র বিশ্বের নেতা তিনি এবং তাদের সকলের তুলনায় আল্লাহ্‌র নিকটতম তিনি। (তা বুঝা গেল) যখন তাঁর মর্যাদা জাহির হল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তিনি নিয়ে এলেন শরীয়ত, 'আমীন' হলেন তার মঞ্জিল আধার। প্রজ্ঞার পর প্রজ্ঞা এবং জ্যোতি, আমাদের অন্ধত্ব বিদূরিত হলো, আমরা পেলাম হিদায়াত। আমরা যখন তা গ্রহণ করলাম, তখন নতুন করে চল্যর পথ পেয়ে গেলাম। তা আমাদের ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক। আমরা সত্যিকারের মা'বূদের উপাসক হয়ে গেলাম, অথচ জাহিলিয়াতের যুগে অর্চনা করতাম মিথ্যা দেব-দেবীর। তাঁর হক নষ্ট করেছি আমরা আর আমরা ছিলাম পরস্পর শত্রু। তারপর তাঁকে অবলম্বন করেই আমরা ফিরে এলাম, রাতারাতি হয়ে গেলাম পরস্পর ভাই ভাই। তাঁর প্রতি সালাম দরূদ, সালাম আমাদের পক্ষ থেকে, যেখানেই থাকি না কেন আমরা, যেখানেই থাকুন তিনি। যদিও আমি চর্মচক্ষে দেখে না থাকি নবীকে, তাঁর পন্থা কিন্তু অনুসরণ করে চলেছি ঈমান আনয়ন করে" (ইবন কাছীর, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়া, ৪খ., পৃ. ১৩৯-৪০, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৮৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৬৪-৩৫)।

আ'শা ইব্‌ন মাযিন-এর নবী ﷺ দরবারে আগমন

আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইমাম আহ্‌মাদ সনদসহ আল-হিরমাযী বংশের জনৈক ব্যক্তির বরাতে বর্ণনা করেন যে, তাহাদের বংশের আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আ'ওয়ার উরফে আল-আ'শা নামক এক ব্যক্তির মু'আযা নাম্নী এক স্ত্রী ছিল। একদা স্বামীর গৃহে অনুপস্থিতির সুযোগে মহিলাটি পলাইয়া যায় এবং তাহাদেরই স্বগোত্রের মুতার্‌রিফ ইব্‌ন নাহ্‌সাল আল-মাযিনীর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করে। বাড়িতে ফিরিয়া সেই ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে ঘরে না'পাইয়া ব্যাপারটি জানিতে পারে। তখন সে মুতাররিফের নিকট বলে, হে আমার জ্ঞাতি ভাই! আমার স্ত্রী মু'আযা কি তোমার গৃহে রহিয়াছে? সে যদি তোমার নিকট থাকিয়া থাকে, তবে তাহাকে ফেরত দাও। জবাবে মুতার্‌রিফ বলে, সে আমার নিকটে নাই। আর যদি থাকিয়া থাকে, তবুও আমি তোমার নিকট তাহাকে প্রত্যর্পণ করিব না।

আর উক্ত দুইজনের মধ্যে মুতাররিফই ছিল অধিকতর সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আ'শা নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপনীত হইয়া তাঁহার শরণ ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কবিতায় বলেন ঃ

يـا مـالك النـاس وديـان العرب - الـيك اشـكو ذربـة مـن الذرب
كالذئبة العنساء فى ظل السرب - خرجت ابغيها التطعام فى رجب
فـخـلـفـتـنـى بـنـزاع وهـرب - اخـلفت الـوعد ولطت بالذنـب
وقـد فتنـى بـين عصر مؤتشب - وهـن شـر غالب لـمن غـلب.

"হে মানবকুল শ্রেষ্ঠ! হে আরবের শ্রেষ্ঠ বিচারক! এক মুখরা নারীর বিরুদ্ধে নালিশ আপনার সকাশে। এক বাঘের ছায়ায় সে এক অবাধ্যা বাঘিনী। রজব মাসে তার জন্য যখন আমি খাদ্যান্বেষণে বেরিয়েছি অমনি সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসেছে। সে আমাকে ফেলে গিয়েছে বিষম বিপাকে। সে পালিয়েছে, (দাম্পত্য বন্ধনের) ওয়াদা সে ভঙ্গ করেছে। এ জাতটা এমনই মন্দ যে, কল্যাণের প্রতিযোগিতায় ওরা অজেয়, বিজয়ীর পক্ষপুটাশ্রিতা"।

নবী কারীম ﷺ তখন তাহার এ শেষোক্ত উক্তিটির পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন ঃ উহারা অজেয় অকল্যাণ, বিজয়ীর পক্ষপুটাশ্রিতা। এইভাবে আ'শা ইব্ন মাযিন তদীয় স্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করিলেন এবং সে যে অপকর্ম করিয়াছে তাহার বিবরণ দিলেন। সাথে সাথে জানাইলেন, সে এখন তাহাদেরই গোত্রের একজন মুতাররিফ ইব্ন নাহ্শালের নিকট রহিয়াছে। নবী কারীম ﷺ তখন মুতাররিফকে পত্রে আ'শার স্ত্রী মুআযাকে ফেরৎ দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আ'শা সেই পত্র লইয়া মুতাররিফের নিকট গেলেন এবং তাহার নিকট উহা হস্তান্তর করিলেন।

নবী কারীম ﷺ-এর পত্র প্রাপ্তির পর মুতাররিফ মহিলাটিকে ডাকিয়া বলিলেন, হে মু'আযা! এই দেখ নবী কারীম ﷺ-এর পত্র, তিনি তোমার সম্পর্কে লিখিয়াছেন। এখন আমি তোমাকে তাহার হাতে তুলিয়া দিব। জবাবে সে বলিল, তুমি আমার জন্য নবী কারীম ﷺ-এর অঙ্গীকার ও অভয় প্রতিশ্রুতি লও যে, আমার অতীত কর্মের জন্য তিনি আমাকে কোনরূপ শাস্তি দিবেন না। সেই মতে মুতাররিফ সেই অভয় অঙ্গীকার লইয়া তাহাকে আ'শার হাতে তুলিয়া দিলেন। এই সম্পর্কেও আ'শা কবিতায় তাহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন ঃ

لعـمرك مـا حبى معاذة بالذى - بغـيره الـواشى ولاقـدم العهـد
ولا سوء ما جائت به اذا ازلها - غواة الرجال اذ ينا جونها بعدى.

"মু'আযার প্রতি আমার অনুরাগ এমন নহে যে, চোগলখোরদের ফুসলানি তাহাতে ভাঙ্গন ধরাইবে কিংবা কালের প্রলম্বিত হওয়ায় তাহাতে ভাটা পড়িবে। এবং আমার অনুপস্থিতিতে মন্দ পুরুষ তাহাকে কানমন্ত্র দিয়া যে ফুসলাইয়াছিল, তাহার সেই কুকর্মের জন্য নহে" (ইব্ন কাছীর, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়া, ৪খ., পৃ. ১৪২-৩; ঐ আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ই.ফা.বা., বাংলা ভাষ্য, ৫খ.)।

জু'ফী গোত্রের প্রতিনিধিদের নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে আগমন

ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন, হিশাম ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইবনুস সা'ইব ইব্‌ন কায়স আল-জু'ফীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, তাহারা উভয়ে বলিয়াছেন, জাহিলিয়াতের যুগে জু'ফী গোত্রীয় লোকজন কলিজা খাওয়া হারাম মনে করিত। তাহাদের মধ্যকার বনূ মুররান ইব্‌ন জু'ফী-এর কায়স ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন শারাহীল এবং তাহার বৈপিত্রেয় সহোদর সালামা ইব্‌ন ইয়াযীদ ইব্‌ন মাশজা'আ ইবনুল মুজাম্মি নবী ﷺ দরবারে আগমন করে। তাহাদের মাতা ছিল বনূ হারীম ইব্‌ন জু'ফী গোত্রের হুলউ ইব্‌ন মালিক-এর কন্যা। তাহার নাম ছিল মুলায়কা। তাহারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

بلغني انكم لا تأكلون القلب.

"আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তোমরা নাকি কলিজা খাও না" ? তাহারা ইহার সত্যতা স্বীকার করিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ فانه لا يكمل اسلامكم الا بأكله "তাহা খাওয়া ব্যতীত তো তোমাদের ইসলামই পূর্ণতা লাভ করিবে না।"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের জন্য ভূনা কলিজা আনাইলেন। সালামা ইব্‌ন ইয়াযীদ কম্পিত হস্তে উহা গ্রহণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বারবার তাহাকে বলিতেছিলেন, খাও! খাও!! সে উহা খাইল এবং এই সম্পর্কে কবিতায় বলিল ঃ

على انى اكلت القلب كرها - وترعد حين مسته نبانى.

"অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদিও আমি কলিজা খাইয়াছি, আমি যখন উহা স্পর্শ করি তখন কিন্তু আমার হাতের আঙ্গুলগুলি রীতিমত কাঁপিতেছিল।"

এই সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কায়স ইব্‌ন সালামা ইব্‌ন শারাহীলের নামে একটি পত্রে তাহাকে মুর্‌রান, হুরায়ম ও কিলাব এইগুলির আশপাশের এলাকাসমূহের শাসন ক্ষমতা মানিত, কায়েম ও যাকাত আদায়ের শর্ত সাপেক্ষে দান করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আওদ, যুবায়দ, জুয ইব্‌ন সা'দ উশায়রার একাংশ, যায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ, আইযুল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ, বানুল হারিছ ইব্‌ন কা'বের বানূ সুলাআত, ঐ সবগুলিই আল-কুলাবের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাবী বলেন, অতঃপর তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট প্রশ্ন করে, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের মাতা মুলায়কা মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় সাহায্যের হাত প্রসারিত করিতেন, বন্দীদিগকে মুক্ত করিতেন, অভুক্তকে আহার্য দান করিতেন, নিঃস্বদের প্রতি দয়াপরবশ থাকিতেন। তিনি এখন মৃত। তিনি তাহার একটি শিশুকন্যাকে জীবন্ত মাটির নীচে প্রোথিত করিয়াছিলেন। তাহার (পরকালীন) অবস্থা কী? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জবাব দিলেন ঃ

الوائدة والموؤودات فى النار.

"প্রোথিতকারিনী ও প্রোথিত উভয়েই জাহান্নামী।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ–এর এই জবাব শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং প্রস্থানের জন্য উদ্যত হইল। তিনি তখন বলিলেন ঃ

الى فارجعا وامى مع امكما.

আমার দিকে ফিরিয়া আইস! আমার মাতাও তোমাদের মাতার সহিত রহিয়াছে"।

ইহার প্রতি তাহারা কর্ণপাত করিল না এবং এই কথা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল ঃ

والله ان رجلا اطعمنا القلب وزعم ان اقينا فى النار لأهل ان لا يتبع.

"আল্লাহ্র কসম! যে ব্যক্তি আমাদিগকে কলিজা খাওয়াইয়াছে এবং মাতা জাহান্নামী বলিয়া ধারণা করে, সে অনুকরণের যোগ্য পাত্র নহে"।

পথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সাহাবীর সহিত তাহাদের দেখা হইল। তাঁহার সহিত ছিল একটি যাকাতের উট। ঐ দুইজন তাঁহাকে খুব কষিয়া বাঁধিয়া ফেলে এবং উটটি হাঁকাইয়া লইয়া যায়। নবী কারীম ﷺ-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হইয়া তাহাদের জন্য বদদু'আ করেন এইভাবে ঃ

لعن الله رعلا وذكوان وعصية ولحيان وابنى مليكة بن حرثم ومران.

"হে আল্লাহ্! রি'ল, যাকওয়ান, উসায়্যা, লিহয়ান এবং হারছাম ও মুর্‌রান খান্দানের মুলায়কার পুত্রদ্বয়ের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন"।

ওয়ালীদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ আল-জু'ফী তদীয় পিতার বরাতে এবং তিনি তাঁহার বংশের প্রবীণদের বরাতে বলেন, জু'ফী বংশের প্রতিনিধিরূপেই য়াযীদ ইব্‌ন মালিক—যিনি আবূ সাবুরা নামে বিখ্যাত ছিলেন—নবী ﷺ দরবারে আগমন করেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার দুই পুত্র সাবুরা ও 'আযীয। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ 'আযীযকে তাহার নাম কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, 'আযীয। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, 'আযীয বা প্রবল পরাক্রান্ত একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কেহই হইতে পারে না। তোমার নাম আবদুর রহমান। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

আবূ সাবুরা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার হাতের পিঠে স্নায়ুগ্রন্থি দেখা দিয়াছে যদ্দরুন আমার বাহনের লাগাম কষিয়া ধরিতে অসুবিধা হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি পেয়ালা আনাইলেন। তিনি উহা দ্বারা ঐ ক্ষতস্থানে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং সাথে সাথে ঐ স্থানে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। ফলে উহা দূর হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার সন্তানদ্বয়ের জন্যও দু'আ করিলেন। আবূ সাবুরা আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আমার স্বগোত্রের ইয়ামান উপত্যকা জায়গীরস্বরূপ বরাদ্দ করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উহা তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ লিখিয়া দিলেন। উহার নাম ছিল হুরদান উপত্যকা। ইব্‌ন সা'দ (র) বলেন, আর আবদুর রহমান বলিতে এখানে আবূ খায়ছামা ইব্‌ন আবদুর রহমানকে বুঝান হইয়াছে (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩২৪-২৬; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩১৪-৫)।

হারিছ ইব্‌ন হাস্‌সান আল-বাক্‌রীর নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

ইমাম আহ্‌মদ (র) পূর্ণ সনদ সহ হারিছ আল-বাকরী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, 'আলা ইব্‌নুল হাদরামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরের লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারের উদ্দেশ্যে আমি রওয়ানা হইলাম। আমি যখন রাবাযা অতিক্রম করিতেছিলাম তখন এক

তামীম বংশীয় বৃদ্ধার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। সে ছিল একান্তই একাকিনী এবং বাহন বিহীনা। আমাকে লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধাটি বলিলঃ হে আল্লাহ্‌র বান্দা! আমি আমার এক প্রয়োজনে নবী দরবারে পৌঁছিতে চাই। তুমি কি আমাকে তাঁহার দরবার পর্যন্ত লইয়া যাইবে?

আমি তাহাকে আমার বাহনের উপর উঠাইয়া লইলাম। আমরা মদীনায় পৌঁছিলাম। মসজিদে তখন প্রচুর ভিড়। একটি কাল বড় পতাকা পতপত করিয়া হাওয়ায় দুলিতেছে। তরবারি সজ্জিত অবস্থায় বিলাল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলামঃ কী ব্যাপার! এত লোকের ভিড় কেন? লোকজন জানাইল, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমর ইব্‌নুল 'আসকে একটি অভিযানে প্রেরণ করিতেছেন।

রাবী হারিছ আল-বাক্‌রী বলেন, আমি তখন বসিয়া রহিলাম। অতঃপর এক পর্যায়ে নবী কারীম ﷺ মসজিদে প্রবেশ করিয়া তাঁহার বসার স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। আমি দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি অনুমতি দিলেন। আমি তাঁহার নিকট গিয়া সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আচ্ছা, তোমাদের ও তামীমীদের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিয়াছে কি? আমি বলিলামঃ জ্বী হাঁ। কিন্তু ফলাফল তাহাদের বিরুদ্ধেই গিয়াছে। পথে এক দলছুট তামীমী বৃদ্ধার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। সে আপনার নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য তাহাকে আমার বাহনে উঠাইয়া লইতে অনুরোধ করে। এখন সে আপনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন তাহাকেও প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং সেও দরবারে প্রবেশ করিল। আমি বলিলাম, আপনি যদি আমাদের ও তামীমীদের মধ্যে একটি অন্তরায় সৃষ্টিতে আগ্রহী হন তাহা হইলে এই তেলচিটে বৃদ্ধাটিকেই অন্তরায়রূপে গ্রহণ করিতে পারেন। বৃদ্ধাটি আমার কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে গর গর করিয়া বলিতে লাগিল ঃ

يا رسول الله اين يضطر مضرك ؟

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার মুদারীরা কোথায় তড়পাইয়া মরিবে? অর্থাৎ তাহাদের পিঠ তো দেওয়ালে ঠেকিয়া গিয়াছে।"

হারিছ আল-বাক্‌রী বলেন, আমি তখন বলিয়া উঠিলাম, ইহাতো দেখিতেছি পূর্ববর্তী মহাজন উক্তি ঃ معزى حملت حتفها 'ছাগী তাহার মৃত্যুকে নিজে ডাকিয়া আনিল' আমার ব্যাপারে প্রযোজ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাকে বহন করিয়া লইয়া আসিলাম, অথচ এখন দেখিতেছি সেই আমার প্রতিপক্ষ ছিল।

اعوذ بالله ورسوله ان اكون كوافد عاد.

আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূলের আশ্রয় কামনা করি 'আদ জাতির প্রতিনিধি হওয়ার পরিণাম হইতে?

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন, সে আবার কী? 'আদ জাতির প্রতিনিধির ব্যাপারটি কী না যেন ছিল? তিনি ঘটনাটি সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকা সত্ত্বেও আমার মুখে শুনিয়া উহা উপভোগ করিতে চাহিতেছিলেন।

আমি বলিলামঃ একবার 'আদ জাতির মধ্যে দারুণ আকাল দেখা দিল। তখন তাহারা তাহাদের প্রতিনিধিরূপ 'কারণ' বলিয়া অভিহিত একব্যক্তিকে প্রেরণ করিল। সে মু'আবিয়া ইব্‌ন বক্‌র-এর নিকট উপস্থিত হইল। সে তাহাকে একমাস নিজের নিকট রাখিয়া মদ্য

পরিবেশন এবং দুই দাসী যাহাদের নাম ছিল জাবাদাতান, তাহারা নাচগানে মোহিত করিয়া রাখিল। অতঃপর এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই ব্যক্তি মাহ্‌রা পাহাড়ের নিকট পৌঁছিয়া দু'আচ্ছলে বলিল ঃ

اللهم انك تعلم لم اجئ الى مريض فاداويه ولا الى اسيرنا فاديه اللهم اسق عادا ما لنت تسقيه.

'হে আল্লাহ্! তুমি তো জান যে, কোন রুগ্ন ব্যক্তির চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বা কোন বন্দীকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আমি আসি নাই। হে আল্লাহ্! 'আদ জাতিকে বৃষ্টিসিক্ত কর যেমনটি তুমি পূর্বে করিতে।' এমন সময় তাহার মাথার উপর দিয়া কয়েক খণ্ড কাল মেঘ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। মেঘমালার ভিতর হইতে ঘোষণা দেওয়া হইলঃ

তুমি একখণ্ড বাছিয়া লও! সে এক খণ্ড কাল মেঘের দিকে ইঙ্গিত করিলে উহার ভিতর হইতে আওয়ায আসিল ঃ

خذها رمادا رمادا - لا تبقى من عاد احدا.

"ভস্ম ও ভস্ম ভাণ্ডাররূপে উহা লইয়া লও। 'আদ-এর একটি প্রাণীকেও ইহা অবশিষ্ট রাখিবে না।" হারিছ বলেন ঃ

فما بلغنى انه ارسل عليهم من الريح الا بقدر ما يجرى فى خاتمى هذا حتى هلكوا.

"আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাদের উপর এই এতটুকু মাত্র বায়ু ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল যতটুকু আমার এই আংটির ফাঁক দিয়া চলিতে পারে। ইহাতেই 'আদ জাতি ধ্বংস হইয়া যায়।"

আবূ ওয়া'ইল বলেন, তিনি যথার্থই বলিয়াছেন এবং এ জন্যই লোকজন কাহাকেও কোথায়ও প্রতিনিধিরূপে প্রেরণের সময় কোন পুরুষ বা নারী তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিত ঃ ওহে সাবধান! 'আদ প্রতিনিধির মত প্রতিনিধিত্ব যেন না কর।'

তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজা ও আহ্‌মাদ বিভিন্ন সূত্রে ও সনদে এই ঘটনাই বর্ণনা করিয়াছেন (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৭৫-৭৬; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩১৮-১৯)।

বনূ তাগলিব্ গোত্রের নবী ﷺ-এর দরবারে আগমন

কথিত আছে, মুসলমান ও খৃস্টান উভয় সম্প্রদায়ের ষোল সদস্য বিশিষ্ট বনূ তাগলিবের প্রতিনিধি দল নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে আগমন করে। খৃস্টান সদস্যদের বুকের উপর সোনার হরিণ-মূর্তি সম্বলিত ক্রুশ সাঁটান ছিল। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আগত প্রতিনিধি দলের অবতরণস্থল রামালা বিনতুল হারিছের বাড়ীতে আসিয়া উঠেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রতিনিধি রূপে আগত মুসলমান সদস্যগণকে উপঢৌকনাদি প্রদান করেন এবং খৃস্টান সদস্যগণকে এই শর্তে নিরাপত্তা প্রদান করেন যে, তাহারা তাহাদের সন্তানদিগকে খৃস্টধর্মে দীক্ষা দান করিয়া নষ্ট করিবে না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., মূল আরবী, পৃ. ৮৩-৮৪)।

মায্হিজ গোত্রের রাহাবিয়্যীন প্রতিনিধি দলের আগমন

যায়দ ইব্ন তাল্হা আত্-তায়মী হইতে বর্ণিত, দশম হিজরীতে রাহাবিয়্যীদের মধ্যকার মায্হিজ গোত্রের পনের সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল নবী-দরবারে আগমন করেন। তাঁহারা মদীনায় কামলা বিন্ত হারিছের বাড়ীতে উঠেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদের নিকট আগমন করিয়া তাঁহাদের সহিত দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁহারা নবী কারীম ﷺ-এর খিদমতে কয়েকটি উপঢৌকন দ্রব্য পেশ করেন। তন্মধ্যে মিরওয়াহ্ নামক একটি ঘোড়াও ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘোড়াটিকে কয়েকবার তাঁহার সম্মুখে হাঁকাইয়া দেখেন এবং খুবই পসন্দ করেন।

প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহারা কুরআন এবং ফারাইয শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি অন্যান্য প্রতিনিধি দলের মত তাঁহাদিগকেও উপঢৌকন প্রদান করেন। প্রতিনিধি দলের সর্দারকে সাড়ে বার উকিয়া হিসাবে রৌপ্য এবং নিম্ন পর্যায়ের লোকদিগকে পাঁচ উকিয়া প্রদান করেন। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত মক্কায় আগমন করিয়া তাঁহার সহিত হজ্জ করেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত কাল পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। তিনি তাঁহাদের জন্য খায়বরের সম্পদের একটি অংশও দান করেন। উহার পরিমাণ ছিল ১০০ ওয়াসাক। তিনি এই মর্মে তাহাদের জন্য একটি ফরমানও লিখাইয়া দেন। হযরত মু'আবিয়ার শাসনকালে তাঁহারা উহা বিক্রয় করিয়াছেন। "আমর ইব্ন সুবায়' নামক তাঁহাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ঐ দলে ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহার জন্য একটি পতাকা বাঁধিয়া দেন। এই পতাকা হাতে তিনি সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা) বাহিনীর বিরুদ্ধে হযরত মু'আবিয়ার পক্ষে লড়াই করেন। নবী দরবারে উপস্থিতি সম্পর্কে তিনি কবিতায় বলেন ঃ

إليك رسول الله أعملت نصها   تجوب الفيافى سملتا بعد سملق

على ذات الواح اكلهما السرى   تخب برحلى مرة ثم تعفق

فما لك عندي راحة أو يلحلجى   بباب النبى الهاشمى الموفق

عتقت رذا من رحلة ثم رحلة   وقطع دياسيم وهم مورق.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার সওয়ারীকে আপনার অভিমুখী করিয়া দিয়াছি। সে একের পর এক মরু পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

"বাহনটির উপর রহিয়াছে কাঠের পালন। আমি তাহাকে নৈশ ভ্রমণের কষ্ট বরণে বাধ্য করিতেছি। মালপত্রের ভারে কখনও সে ঝুঁকিয়া পড়ে, আবার কখনও গ্রীবা উঁচু করে।

"হে আমার বাহন! ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিকট তোমার রেহাই নাই, যতক্ষণ না হাশিমী নবীর দ্বারপ্রান্তে তুমি আমাকে পৌঁছাইয়া দাও।

"তারপর সফরের পর সফর হইতে তুমি মুক্তি লাভ করিবে। তারপর আর তোমার কঠিন পথ অতিক্রম করিতে হইবে না, রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে না" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪৪-৪৫; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৩৩৯)।

খাছ'আম গোত্রের নবী ﷺ দরবারে আগমন

য়াযীদ ইব্‌ন রূমান প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে যে, জারীর ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ্ (রা)-এর যুল-খালাসাহ মূর্তি ধ্বংশের এবং খাছ'আম গ্রোত্রীয় কিছু লোককে হত্যার পর 'আছ'আছ ইব্‌ন যাহ্‌র এবং 'আশাম ইব্‌ন মুদরিক খাছ'আম গোত্রের কতিপয় লোকসহ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁহারা বলেনঃ

امنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله فاكتب لنا كتابا نتبع ما فيه.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ও তদীয় রাসূলের প্রতি আর তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে যাহা লইয়া আসিয়াছেন সেই সমুদয়ের উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছি। আপনি আমাদের জন্য একটি লিপি লিখিয়া দিন; আমরা উহাতে যাহা থাকিবে তাহার অনুসরণ করিব।

"সেই মতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদিগকে একটি লিপি প্রদান করেন। এতে জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং উপস্থিত সাহাবীগণকে উহাতে সাক্ষী রাখেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪৮-৯০০০; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৩৩১)।

জুযাম প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ দরবারে আগমন

ইব্‌ন সা'দ (র) তাঁহার নিজস্ব সনদে এবং তাবারানী 'উমায়র ইব্‌ন যাবাদ আল-জুযামীর বরাতে বর্ণনা করেন যে, রিকা'আ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন উযায়র ইব্‌ন মা'বাদ আল-জুযামী, উপরন্ত বনূ দুবায়বের ও একজন খায়বরের পূর্বেকার শান্তিপূর্ণ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রতিনিধি- রূপে আগমন করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উপঢৌকনস্বরূপ একটি গোলাম দান করেন এবং নিজে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মর্মে তাঁহাকে একটি পত্র লিখিয়া দেন যে, তিনিই তাঁহাকে তাঁহার স্বগোত্রের লোকজনকে ইসলাম গ্রহণ সাপেক্ষে পূর্ণ অভয় দানের জন্য এবং ইহাতে অনীহাগ্রস্তদিগকে দুই মাসের অবকাশ দেওয়ার জন্য পাঠাইয়াছেন। পত্রের পাঠ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পত্রাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা যাইতে পারে।

রিকা'আ ইব্‌ন যায়দ আল-জুযামী স্ব-সম্প্রদায়ে ফিরিয়া যখন উক্ত বক্তব্য প্রচার করিলেন তখন উহার আশ্চর্য ফল ফলিল। গোত্রের সকলেই একবাক্যে ইসলাম গ্রহণ করিল।

তাবারানী বর্ধিত বর্ণনায় বলেন, তারপর রিকা'আ হারাতুর রাজলাআ নামক পাথুরে এলাকায় আসিয়া উপনীত হন। তিনি সেখানে অবস্থানরত থাকা অবস্থায়ই রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে প্রেরিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত দিহ্‌য়া কালবী সেখানে আগমন করেন। তিনি যখন ঐ অঞ্চলের শানার প্রান্তরে উপনীত হন তখন তাঁহার সহিত কিছু বাণিজ্যিক প্রাণও ছিল। তখন দুলাইয়া গোত্রের হুনায়দ ইব্‌ন উস এবং তাহার পুত্র উস ইবনুল হুনায়দ তাঁহার যথাসর্বস্ব লুট করিয়া লইয়া যায়। দুলাইয়া হইতেছে বনূ জুযামেরই একটি শাখাগোত্রে। এই সংবাদ যখন রিকা'আ এবং পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী তাঁহার গোত্রের নিকট পৌঁছিল তখন তাহারা উক্ত লুণ্ঠনকারীদের নিকট যায়। নু'মান ইব্‌ন আবূ জি'আল নামক যুবায়র বংশীয় এক ব্যক্তি তখন ঐ লুণ্ঠনকারীদের মধ্যে ছিল। রিকা'আ ও তাঁহার বাহিনী ঐ স্থান পৌঁছিলে তাহাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়।

কুর্রা ইব্ন আশ্কার আয-যুলাঈ নামক এক ব্যক্তি উপরিউক্ত নু'মানকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিলে উহা তাহার হাটুতে লাগে। ঐ তীর বিদ্ধ হওয়ার সময় সে বলে ঃ লও, আর আমি হইতেছি লুবনার পুত্র। হাস্সান ইব্ন মিল্লাহ আয-যুবায়বী ইতোপূর্বে দিহ্য়া কালবীর সাহচর্য লাভ করিয়াছিল। তিনি তাহাকে উম্মুল কুরআন তথা সূরা ফাতিহা শিক্ষা দিলেন।

রিকা'আ ও তাঁহার সঙ্গীগণ লুণ্ঠিত সমস্ত মাল তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া দিহ্য়া কালবীর হস্তে অর্পণ করেন। দিহ্য়া ইব্ন খালীক আল-কালবী (র) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পূর্ণ বৃত্তান্ত অবগত করিলেন এবং হুনায়দ ও তাহার পুত্র উসের কু-কর্মের জন্য তাহাদের শাস্তির দাবী জানাইলেন। সে মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যায়দ ইব্ন হারিছাকে একটি বাহিনীসহ উহাদের দমনের জন্য প্রেরণ করেন (তাবাকাত, ২খ., পৃ. ৩৫৪-৩৫৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩০৭-৮)।

বাজীলা গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন

ইব্ন সা'দ (র) আবদুল হামীদ ইব্ন জাফার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী দশম হিজরীতে নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে মদীনায় আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দেড়শত সাথী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ তাঁহাকে আগমনের পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন ঃ

يطلع عليكم من هذا الفج من خير ذی يمن على وجهه مسحة ملك.

"এই প্রশস্ত রাজপথে এমন এক বরকতময় চেহারার ব্যক্তিকে তোমরা উদিত হইতে দেখিবে যাহার ললাটে রাজটীকা অঙ্কিত থাকিবে।"

এমন সময় জারীরকে বাহনপৃষ্ঠে সওয়ার অবস্থায় আসিতে দেখা গেল। সঙ্গে তাঁহার গোত্রের লোকজন। তাঁহারা সকলে ইসলাম দীক্ষিত হইলেন এবং বায়াত গ্রহণ করিলেন।

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার পবিত্র হস্ত প্রসারিত করিলেন এবং আমাকে বায়'আত করিলেন এই বলিয়া ঃ

على ان تشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتنصح المسلم وتطيع الولى وان كان عبدا حبشيا.

"তুমি সাক্ষ্য দিবে এইমর্মে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই এবং এই মর্মে যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, সালাত কায়েম করিবে, যাকাত দিবে, রমযান মাসের রোযা রাখিবে, মুসলমানের মঙ্গল কামনা করিবে এবং শাসকের আনুগত্য করিবে যদি সে কাফ্রী গোলামও হয়"।

তিনি তখন বলেন ঃ হ্যাঁ এবং বায়'আত গ্রহণ করেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪৭)।

জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) কারওয়া ইব্ন আযর আল-বায়াবীর নিকট উঠিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে তাঁহার দেশের ও সম্প্রদায়ের লোকদের অবস্থা কী জিজ্ঞাসা করেন। তিনি জবাব দেন ঃ

يا رسول الله قد اظهر الله الاسلام واظهر الاذان فى مساجدهم وساحتهم وهدمت القبائل اصنامها التى كانت تعبد.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ তা'আলা তাঁহার দীন ইসলামকে জয়যুক্ত করিয়াছেন এবং তাহাদের মসজিদে ও প্রাঙ্গণসমূহে এখন আযানের জয়জয়কার চলিতেছে। গোত্রগুলি তাহাদের দেবমূর্তি-সমূহকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিয়াছে যেগুলির এতকাল পূজা হইত"।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ فما فعل ذو الخلصة "যুল-খালাসা মূর্তির কী হইল"?

জবাবে জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলিলেন, উহা পূর্বাবস্থায়ই আছে। শীঘ্রই আল্লাহ্ উহার উৎপাত হইতেও শান্তি দান করিবেন ইনশা আল্লাহ্ ।

তখন রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকেই উহা ধ্বংশের জন্য প্রেরণ করিলেন এবং নিজহাতে পতাকা বাঁধিয়া দিলেন। এই সময় তিনি আহ্বান করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমি অশ্বপৃষ্ঠে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না (অসুবিধা হয়) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া বলিলেন ঃ

اللهم اجعله هاديا مهديا.

"হে আল্লাহ্! তুমি তাহাকে হিদায়াতকারী ও হিদায়াতপ্রাপ্ত কর"!

তখন তিনি তাঁহার গোত্রের লোকজনসহ রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সংখ্যা ছিল দুইশত। স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ধ্বংসপর্ব সমাপ্ত করিয়াছ তো ? তিনি জবাব দিলেন ঃ জ্বী হাঁ! যে পবিত্র সত্তা আপানাকে সত্য নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন আমরা উহার সবকিছু লইয়া আসিয়াছি এবং অগ্নি সংযোগে উহা ভস্মীভূত করিয়া দিয়াছি। যাঁহারা উহাকে ভালবাসিত তাহাদের মনোকষ্ট হইয়া থাকিবে, কিন্তু কেহ আমাদিগকে বাধা দেয় নাই। তখন রাসূলুল্লাহ (স) আহমাসীদের অশ্বারোহী ও পদাতিকদের জন্য বরকতের দু'আ করিলেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪৭-৮)।

ইব্ন সা'দ যে শিরোনামের অধীনে 'যুল-খালাসা' মূর্তি ধ্বংশের বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে উহা বাযীলা গোত্রের কৃতিত্ব ছিল বলিয়া ধারণা করা হয়, কিন্তু শেষ বাক্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ যাহাদের জন্য দু'আ করিলেন বলিয়া বলা হইল, তাহাতে প্রতীয়মান হয় ঐ কাজটি সম্পাদন করিয়াছিলেন আহমাসীগণই। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ আস-সালিহী শামী তদীয় সুবুলুল হুদা কিতাবে আহ্মাসী প্রতিনিধিদলের আগমন সংক্রান্ত স্বতন্ত্র শিরোনাম ব্যবহার করিলেও তাহাতে আহ্মাসী প্রতিনিধিদলের এই কৃতিত্বের কোন উল্লেখ নাই। জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ আল-বাজালীর আগমনের ঘটনায়ও তিনি এই ব্যাপারে নিশ্চুপ (সুবুলল হুদা, তৃতীয় অধ্যায়, আহমাসী প্রতিনিধিদলের নবী দরবারে আগমন, ৬খ., পৃ. ২৬; ঐ, ২৮ তম অধ্যায়, জারীর ইব্ন আবদুল্লাহ বাজালীর আগমন, পৃ. ৩১১)।

আসলে বাজালী ও আহ্মাসীগণের একই সময়ে নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিতির কারণটি এইরূপ তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। তবে বাজীলা গোত্রের নবীদের পরে আগমন সম্পর্কে সুবুলুল হুদার বর্ণনা হইতে আমরা আরও বিশদ তথ্য জানিতে পারি। বর্ণিত সেই তথ্যগুলি এইরূপ ঃ

তাবারানী, বায়হাকী ও ইব্‌ন সা'দ (র) জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-বাজালীকে এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার নিকট লোক প্রেরণ করেন। আমি তাঁহার দরবারে আসি তিনি আমার আগমনের হেতু কী জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, جئت لأسلم "আমি ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্য আসিয়াছি"। তিনি তাঁহার চাদরখানি (كساء) আমার দিকে ছুঁড়িয়া মারিয়া বলিলেন ঃ اذا اتاكم كريم قوم فأكرموه.

"তোমাদের নিকট যখন কোন বংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগমন করেন তখন তোমরা তাহাকে সম্মান করিবে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

ادعوك الى شهادة الا اله الا الله انى رسول الله ﷺ وان تؤمن بالله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وتصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكوة المفروضة وتصوم شهر رمضان وتنصح لكل مسلم وتطيع الولى وان كان عبدا حبشيا.

তাবাকাতের উদ্ধৃতিতে পূর্ব বর্ণিত এই হাদীছের মধ্যে এখানে অতিরিক্ত আরও দুইটি কথা বলা যাইতেছে ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার আখিরাত এবং তাকদীরের ভাল-মন্দ যে আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নির্ধারিত তাহাও বিশ্বাস করিতে উপদেশ দিলেন (সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৩১১)।

ইমাম আহ্‌মাদ বায়হাকী এবং তাবারানী বিশ্বস্ত রাবীদের প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন, জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ বাজালী (রা) বলেন ঃ

لما دنوت من مدينة انخت راحلتى وحللت عيبتى ولبست حلى ودخلت المسجد والنبى ﷺ يخطب فسلمت على رسول الله ﷺ رمانى الندس بالحدق فقلت لجليسى يا عبد الله هل ذكر رسول الله ﷺ عن امرى شيئا قال نعم ذكرك باحسن الذكر.

"আমি যখন মদীনার নিকটবর্তী হইলাম, তখন আমার থলে খুলিয়া দামী বস্ত্রকে পরিধান করিলাম, তারপর মসজিদ প্রবেশ করিলাম। নবী কারীম ﷺ তখন খুৎবা দিতেছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিলাম। লোকজন তখন আমার দিকে আমার উদ্দেশ্যে তাকাইতেছিল। আমি আমার নিকটে বসা লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ্‌র বান্দা ! রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আমার কথা কিছু বলিয়াছেন ? সেই ব্যক্তি বলিল, হাঁ, খুব উত্তম বাক্যে তোমার কথা উল্লেখ করিয়াছেন"।

তখন সকলেই আকাঙ্ক্ষা করিতেছিল যেন উক্ত প্রশংসিত আগন্তুক তাহারই পরিবারের বা বংশের লোক হয়। এমন সময় একজন অশ্বারোহী আগমন করিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে তাঁহার নিজের পাশে বসাইলেন। তাঁহার মাথা হইতে শুরু করিয়া চেহারা বুক ও পেট পর্যন্ত তিনি পবিত্র হস্ত বুলাইলেন। বর্ণনার শেষ বাক্যে রাবী বলেন ঃ

حتى انحنى جرير حياء ان يدخل يده تحت ازاره وهو يدعوا بالبركة ولذريته ثم مسح رأسه وظهره وهو يدعو له ثم بسط له عرض ردائه وقال له على هذا يا جرير فاقعد فقعد معهم مليا ثم قام وانصرف.

"এমনকি জারীর লজ্জায় এই ভাবিয়া মাথা নত করিয়া দিলেন যে, তিনি তাহার লুঙ্গির ভিতরে না তাঁহার পবিত্র হস্ত ঢুকাইয়া দেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ) তখন তাহার জন্য দু'আ করিতেছিলেন। তারপর তাহার জন্য নিজের পবিত্র চাদরের আঁচল বিছাইয়া দিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। অতঃপর উঠিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, তোমাদের নিকট কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি আসিলে তোমরা তাহাকে সম্মান করিবে" (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ৬খ., পৃ. ৩১১)।

সাদিফ গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন

সাদিপ গোত্রের একদল লোকের বর্ণনা আমাদের তের হইতে উনিশের মধ্যবর্তী সংখ্যার একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসস্থান এবং তাঁহার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা উটে আরোহণ করিয়া লুঙ্গি ও চাদর গায়ে তাঁহার নিকট গিয়াছিলেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম না দিয়াই মজলিসে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কী হে! তোমরা কি মুসলমান নও ? তাঁহারা বলিলেন ঃ জ্বী, হাঁ। তিনি আবার বলিলেন ঃ তাহা হইলে তোমরা সালাম দিলে না কেন ? তখন তাঁহারা দাঁড়াইয়া বলিলেন ঃ

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته.

"আপনার প্রতি সালাম, রহমত ও বরকত নাযিল হউক হে নবী "!

জবাবে নবী কারীম ﷺ বলিলেন ঃ

وعليكم السلام اجلسوا.

"তোমাদের প্রতিও সালাম (শান্তি) বর্ষিত হউক ! তোমরা বসিয়া পড়!"

তখন তাঁহারা বসিয়া পড়িলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতের ওয়াক্তসমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন। তিনি তাঁহাদেগকে সেই ব্যাপারে অবহিত করিলেন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩২৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩৫২)।

নাখ'আ প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ দরবারে আগমন

সর্বশেষ যে প্রতিনিধি দলটি নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয় তাহা হইল একাদশ হিজরীর মুহাররম মাসের মাঝামাঝি সময়ে আগত নাখ'আ গোত্রের প্রতিনিধিদল। উহাতে দুইশত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা প্রতিনিধিদলসমূহের জন্য নির্ধারিত মেহ্মানখানায় অবতরণ করেন। অতঃপর ইসলামের স্বীকারোক্তিকারী রূপে নবী দরবারে উপস্থিত হন। কেননা ইতোপূর্বেই তাঁহারা মু'আয ইব্ন জাবালের হাতে বায়'আতের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি যুরারা ইব্ন আমর বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ? আমি এই সফরে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কী দেখিলে ? তিনি

বলিলেন ঃ আমি একটি গর্দভী বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি। দেখিলাম সে একটি লোহিতাভ ও সবুজাভ কাল বর্ণের ছাগল ছানা প্রসব করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি বাড়ি হইতে আসার সময় কোন প্রসবাসন্না বাঁদী রাখিয়া আসিয়াছ ? তিনি বলিলেন, জ্বী হাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ সে তোমার একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। তখন তিনি বলিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তাহার লোহিতাভ কাল হওয়ার ব্যাপারটি কী ? বলিলেন ঃ তুমি আমার নিকটে আইস। নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন ঃ তোমার কি শ্বেতকুষ্ঠ রহিয়াছে যাহা তুমি গোপন করিয়া আসিতেছ ?

যুরারা বলিয়া উঠিলেন ঃ আপনাকে যে পবিত্র সত্তা নবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার কসম! আপনি ছাড়া এই পৃথিবীর একটি প্রাণীকেও তাহা অবগত করি নাই। বলিলেন ঃ ইহাই হইতেছে উহার কারণ (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৪২৩-২৪)।

যুরারা বলিলেন ঃ নু'মান ইব্ন মুনযিরকে দেখিলাম, তিনি কানে দুল, বাহুতে বাযুবন্দ এবং হাতে কঙ্কন পরিয়া থাকেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ তিনি ছিলেন একজন আরব নৃপতি, উত্তম পোশাক ও সাজসজ্জায় সজ্জিত হইয়া দাপটে রাজ ক্ষমতায় পুনঃ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

অতঃপর যুরারা আবার বলিলেন ঃ আমি স্বপ্নে একটি বৃদ্ধাকে দেখিলাম যাহার শ্বেত শুভ্র চুলের মধ্যে কিছু কিছু কাল চুলেরও সংমিশ্রণ রহিয়াছে। সে মাটি ফুড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। তাঁহার শ্বেত শুভ্র চুলরাশির মধ্যে কিছু কিছু কাল চুলেরও সংমিশ্রণ ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেলেন ঃ উহা হইতেছে দুনিয়ার অবশিষ্ট দিনগুলি। অতঃপর যুরারাহ্ বলিলেন ঃ যমীন হইতে একটি অগ্নিশলাকা নির্গত হইয়া আমার ও আমার পুত্র আমরের মধ্যে অন্তরায় হইয়া গেল। সেই অগ্নিশলাকা ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছিল ঃ আমি আগুন ! আমি আগুন! আমাকে চক্ষুষ্মান ও চক্ষুহীন অন্ধ-খাইতে দাও! আমি তোমাদিগকে গ্রাস করিব। তোমাদের পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদকে গ্রাস করিব!

রাসূলুল্লাহ ﷺ উহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিলেন ঃ ইহা একটি ফিৎনার ইঙ্গিত যাহা আখেরী যামানায় সংঘটিত হইবে।

যুরারাহ্ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ ফিৎনাটি কী ?

জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ লোকজন তাহাদের খলীফাকে হত্যা করিবে। বড় বড় লোক সেই ফিৎনায় জড়াইয়া পড়িবে। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার হাতের আঙ্গুলগুলিকে অপর হাতের আঙ্গুলগুলির মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন।

তখন একজন মু'মিনের কাছে অন্য মু'মিনের রক্ত ঠাণ্ডা পানির চাইতেও অধিক লোভনীয় মনে হইবে। তোমার পুত্রের যদি আগে মৃত্যু ঘটে তবে তুমি তাহা দেখিতে পাইবে, আর যদি তুমি আগে মৃত্যুমুখে পতিত হও তাহা হইলে সে তাহা দেখিতে পাইবে।

এই কথা শ্রবণে যুরারা বলিয়া উঠিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, দু'আ করুন, আমি যেন এই ফিৎনার যুগটা না পাই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দু'আ করিলেন ঃ اللهم لا يدركها.

"হে আল্লাহ্! সে যেন এই ফিৎনা না পায়" সত্যসত্যই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং তাঁহার পুত্র আমর বাঁচিয়া ছিল এবং সে হযরত উছমান (রা)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৪২৩-২৪)।

এক রিওয়ায়াতে আছে যে, নাখ'আ গোত্রের লোকজন প্রথম তাহাদের কেবল দুই ব্যক্তিকে তাহাদের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিতি হইয়াই তাহারা তাহাদের গোটা সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট বায়'আত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁহাদের দুইজনের একজন ছিলেন আরতাত ইব্ন শারাহীল যিনি বনূ বকরের সদস্য ছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩ তা. বি)।

বনু নাখ'আর উক্ত সুবেশধারী লোকের ইসলাম গ্রহণের যায় তাহাদের এই ছিমছাম বেশভূষার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের পশ্চাতে থাকা তোমাদের গোত্রের সকলেই কি তোমদেরই মত?

তাঁহারা জবাব দিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের যে সত্তর জন লোককে পিছনে রাখিয়া আসিয়াছি তাঁহাদের প্রত্যেকেই আমাদের চাইতে উত্তম এবং ক্ষমতাবান। তাঁহারা যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তিনি তাঁহাদের দুই জনের জন্য এবং তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ করিলেন ঃ

اللهم بارك فى النخع.

"হে আল্লাহ্! নাখ্'আ্ গোষ্ঠীকে তুমি বরকত দান কর।"

তিনি হযরত আরতাত (রা)-এর হাতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য একটি পতাকা তুলিয়া দেন। মক্কা বিজয়ের দিন এই পতাকা তাঁহার হাতে ছিল। ঐ পতাকা হাতে তিনি কাদেসিয়ার যুদ্ধেও যোগদান করেন এবং ঐ দিনই শাহাদত বরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন!

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, যেখানে নাখ'আ প্রতিনিধি দল ১১ হিজরীতে নবী দরবারে আসার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, অথচ মক্কা বিজয় উহার তিন বৎসর পূর্বের অষ্টম হিজরীর কথা। তখন ঐ পতাকা তাঁহার হাতে আসিল কী করিয়া? উহার জবাব হইল, ঐ দুই ব্যক্তির প্রতিনিধি দলটি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই নবী দরবারে উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তাঁহাদের নিকট ঐ পতাকা দেওয়া হয়। ১৯ হিজরীতে আগত প্রতিনিধি দলে দুইশত সদস্য ছিলেন। অতএব তাঁহাদের প্রতিনিধি দল যারা নবী দরবারে আসিয়া ছিল।

ইব্ন সা'দ নাখা প্রতিনিধি দলের বর্ণনার পর হিশাম ইব্ন মুহাম্মাদের বরাতে বলেন ঃ যুরারা ইব্ন কায়সের কি ছিলেন হারিছ এবং তাঁহার প্রপিতামহের নাম ছিল আদা তিনি খ্রিষ্টান ছিলেন (তাবাকা, খ, ১, পৃ. ৩৪৬)।

আবূ হারব ইব্ন খুওয়ায়লিদ আল-উকায়লীর নবী ﷺ দরবারে আগমন

আবূ হারব খুওয়ায়লিদ ইব্ন আমির ইব্ন 'উকায়ল রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে কুরআন পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তিনি তাঁহার নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পেশ করিলেন। জবাবে আগন্তুক বলিলেন ঃ নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হইয়াছেন অথবা আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাৎপ্রাপ্ত জনের সাক্ষাৎ আপনি লাভ করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে আপনি যাহা বলেন এরূপ উত্তম বাণী আমাদের জানা নাই। তবে আমি আপনি যে দীনের দাওয়াত দিতেছেন আর আমি যে ধর্মে আছি, উভয়টার মধ্যে তীর-এর মাধ্যমে উত্তমটি লটারী করিয়া নির্ণয় করিব। সেই মতে তিনি তীর ঘুরাইয়া একাধিকবার তাঁহার স্বধর্মের বিরুদ্ধে রায় পাইলেন এবং বলিলেন ঃ আমার তীর তো আপনার ধর্মের স্বপক্ষেই রায় দিল।

এইরূপ কথাবার্তার পর তিনি তদীয় ভ্রাতা 'ইকাল ইব্ন খুওয়ায়লিদের কাছে গেলেন এবং তাহাকে বলিলেন ঃ

قل خيسك هل لك فى محمد بن عبد الله يدعوا الى دين الاسلام ويقرأ القرآن وقد اعطانى عقيق ان انا اسلمت ؟

তখন 'ইকাল তাহাকে বলিলেন ঃ انا والله اخطك اكثرمما يخطك محمد.

"আল্লাহ্র কসম! আমি তোমকে মুহাম্মদের চেয়ে বেশী ভূমি বরাদ্দ দিব"। তারপর আবূ হারব তাহার অশ্বের পিঠে চাপিয়া আকীকের নিম্ন এলাকায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঝর্ণাসহ উহার নিম্নাঞ্চল নিজ দখলে লইয়া লইলেন।

তার পর ইকাল নিজে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হইলেন রাসূলুল্লাহ্, (স) তাহাকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি তাহাকে বলিলেন ঃ

أتشهد أن محمدا رسول الله ؟

"তুমি কি এই মর্মে সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল"?

সে বলিতে শুরু করিল ঃ

أشهد أن هبيرة بن النفاضة نعم الفارس يوم قرنى لبان.

"আমি সাক্ষ্য দেই যে, হুবায়রা ইব্ন নুফাদা কী উত্তম ঘোড়সওয়ার লাবান পর্বত শৃঙ্গদ্বয়ের (যুদ্ধের) দিনে"।

রাসূলুল্লাহ্, ﷺ পুনরায় বলিলেন ঃ

তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল? সে বলিলঃ

"নির্ভেজাল দুধ বা শরাব ফেনার নীচে হইয়া থাকে।"

তৃতীয় বার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পুনরায় ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন, তখন সে বলিয়া উঠিল ঃ

اشهد ان محمدا رسول الله.

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল।" এইভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাবী বলেন ঃ ইব্নুন নুফাদা হুবায়রা ইব্ন মু'আবিয়া ইব্ন উবাদা ইব্ন 'উকায়ল। আর মু'আবিয়া ছিলেন হারির নামক বিখ্যাত ঘোড়ার আরোহী। লাবান স্থানের নাম।

বর্ণনাকারিগণ বলেন ঃ ঐ বংশের হুসায়ন (حصين) ইব্নুল মু'আল্লা ইব্ন রবী'আ ইব্ন 'উকায়ল এবং যুল-জাওশান আদ্-দাবরীও নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গহণ করেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩৮৪-৮৫)।

বনূ সুলায়ম প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ দরবারে আগমন

বনূ সুলায়ম গোত্র নজদে বসবাস করিত। তাহাদের কোন কোন শাখা খায়বরের নিকট পর্যন্ত উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করে। কায়স ইব্ন নুসায়বা নামক বনূ সুলায়ম গোত্রের এক ব্যক্তি নবী দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করেন। তিনি কয়েকটি ব্যাপারে প্রশ্ন করেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যথারীতি তাঁহার প্রশ্নসমূহের জবাব দেন। তিনি সেইগুলি মুখস্ত করেন এবং তাঁহার অন্তরে গাঁথিয়া লন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অতঃপর তাঁহার স্বগোত্র বনূ সুলায়ম প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার গোত্রর লোকজনকে বলেন ঃ

قد سمعت ترجمة الروم وهينمة فارس وأشعار العرب وكهانة الكاهن وكلام مقاول حمير فما يشبه كلام محمد شيئا من كلامهم فأطيعونى خذوا بنصيبكم منه.

"রোমকদের বীরগাথা, পারসিক উপকথা, আরবের কবিতা, জ্যোতিষীদের উপভোগ্য ভবিষ্যদ্বাণী, হিময়ারী বক্তাদের চটকদার বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে, কিন্তু ঐগুলির কোনটিই মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাণীর সহিত সামাঞ্জস্যপূর্ণ নহে। তাঁহার বাণীর সহিত ঐগুলির কোন তুলনাই হয় না। সুতরাং তোমরা আমার কথা শোন! তোমরা ঐ ব্যক্তির আনুগত্য অবলম্বন কর এবং নিজেদের সৌভাগ্যের অংশ তাঁহার নিকট হইতে বুঝিয়া লও"।

মক্কা বিজয়ের বৎসরে বনূ সুলায়ম গোত্র নবী কারীম ﷺ-এর উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়ে। কুদায়দ নামক স্থানে (ঐ স্থানটি মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) তাঁহারা তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। সংখ্যায় তাঁহারা ছিলেন সাতশত, মতান্তরে এক হাজার; আবার কেহ বলেন নয়শত ছিল। আব্বাস ইব্ন মিরদাস, আনাস ইব্ন আব্বাস ইব্ন ইয়াদ, রাশিদ ইব্ন আব্দ রাব্বিহী প্রমুখ এই প্রতিনিধি দলে ছিলন। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এই মর্মে আবেদন জানান যে, তাঁহাদিগকে যেন অগ্রগামী বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, আমাদের ঝাণ্ডা যেন লোহিত বর্ণের হয় এবং আমাদের সাংকেতিক প্রতীকী শব্দ যেন 'মুকাদ্দম' (অগ্রবর্তী বাহিনী) হয়।

তাহারা মক্কা বিজয়ে এবং হুনায়নেও তাঁহার সঙ্গী হন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রাশিদ ইব্ন 'আবদে রাব্বীকে মক্কা হইতে তিন মাইল দূরবর্তী রুহাত নামক স্থানটি বরাদ্দ দান করেন। সেখানে 'আয়নুর-রাসূল (রাসূল প্রস্রবণ) নামক একটি ঝর্ণা ছিল।

রাশিদ বনূ সুলায়ম গোত্রের মূর্তি মন্দিরের সেবায়েত ছিলেন। একদা দুইটি শৃগালকে মূর্তি পাত্রে পেশাব করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন ঃ

أرب يبول الثعلبان برأسه - لقد ذل من بالت عليه الثعالب.

"শিরে যার দুই শিয়ালে মুত্র ত্যাগ করে
এহেন হীন মূর্তি দেবতা কী প্রকারে"?

তিনি ঐ দেব মূর্তির উপর আক্রমণ চালাইলেন এবং দেখিতে দেখিতে উহাকে চুরমার করিয়া দিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার নাম কী জিজ্ঞাসা করেন। জবাবে তিনি বলেন, غاوى بن عبد العزى (গাবা ইব্ন আবদুল উয্যা) যাহার অর্থ দাঁড়ায় উয্যা মূর্তির গোলামের পুত্র বিভ্রান্ত।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ أنت راشد بن عبد ربه "তুমি রাশেদ ইব্ন 'আবদ্ রাব্বিহি তাহার প্রভুর গোলামের পুত্র সুপথ প্রাপ্ত।" তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সারা জীবন অত্যন্ত

নিষ্ঠার সহিত ইসলামের অনুশাসন মানিয়া চলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে তাঁহার গোত্রের নেতা মনোনীত করিয়া তাঁহার জন্য পতাকা বাঁধিয়াছেন। তিনি মক্কা বিজয় কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একজন সঙ্গী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহারা প্রশংসা করেন ঃ

خير قرى عربية خيبر وخير بنى سليم راشد.

"সর্বোত্তম পল্লী খায়বর পল্লী এবং বনূ সুলায়মের সর্বোত্তম ব্যক্তি রাশেদ" (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩৪৬-৪৭; তাবাকাত ১খ., পৃ. ৩০৭-৯)।

উক্ত বনূ সুলায়মের জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, আমাদের স্বগোত্রের কিদর ইব্ন 'আম্মার নামক এক ব্যক্তি প্রতিনিধিরূপে মদীনায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপনীত হন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার গোত্রের এক হাজার অশ্বারোহীকে নবী দরবারে লইয়া আসিবেন বলিয়া অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। মতান্তরে ঐ ব্যক্তির নাম ছিল কুদাদ ইব্ন আম্মার (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ৬খ., পৃ. ৩৪৬) ।

অতঃপর ঐ ব্যক্তি স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহাদিগকে এই সংবাদ অবগত করিলে নয়শত জন অশ্বারোহী তাঁহার সহিত নবী দরবারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়েন। গোত্রের প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষার্থে ১০০ জন গোত্রেই রহিয়া যান। পথে কিদরের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁহার দলের 'আব্বাস ইব্ন মিরদাস, জাব্বার ইব্নুল হাকাম এবং আখনাস ইব্ন ইয়াযীদ এই তিন ব্যক্তির নেতৃত্বের ভার দিয়া ঐ নয় শত ব্যক্তিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে বলেন ঃ

ائتوا هذا الرجل حتى تقضوا العهد الذى فى عنقى.

"তোমরা ঐ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া আমার প্রতিশ্রুতির দায় হইতে তাহাকে মুক্ত করিবে।"

ইহার কিছুকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। নেতার উপদেশ অনুসারে তাঁহারা মদীনায় নবী দরবারে গিয়া উপস্থিত হন। তিনি তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

أين الرجل الحسن الوجه الطويل اللسان الصادق الإيمان.

"তোমাদের ঐ সৌম্য চেহারা, দীর্ঘ রসনা ও সনিষ্ঠ ঈমানের অধিকারী ব্যক্তিটি কোথায়"? তাঁহারা জবাব দিলেন ঃ

يا رسول الله دعاه الله فأجابه.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন; তাই তিনি তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।" রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

أين تكملة الألف الذين عاهدنى عليهم.

"এক হাজারের বাকী এক শতজন কোথায় যাহার প্রতিশ্রুতি ঐ ব্যক্তি আমাকে দিয়াছিলেন"? তাহারা জবাব দিলেন ঃ

قد خلف مائة بالحى مخافة حرب كان بيننا وبين بنى كنانة.

"তাহারা গোত্রে রহিয়া গিয়াছেন আমাদের ও বনূ কানানার মধ্যে যুদ্ধাবস্থার কারণে, তাহাদের আক্রমণের ভয়ে"।

তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

ابعثوا إليها فإنه لا يأتيكم فى عامكم هذا شيء تكرهونه.

"উহাদেরকেও আমার নিকট পাঠাইয়া দাও! কেননা এই বৎসর তোমাদের অবাঞ্ছিত কিছু ঘটিবে না।"

সেই মতে তাহারা স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়াই তাহাদিগকে নবী দরবারে প্রেরণ করিলেন। হুড় হুড় করিয়া তাহারা যখন মদীনায় আসিয়া পৌঁছিলেন তখন তাঁহাদের ঘোড়াসমূহের হ্রেষাধ্বনি শ্রবণে মদীনাবাসিগণ আতঙ্কিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ يا رسول الله أتينا

"ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের উপর তো হামলা আসিয়া পড়িল"। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন ঃ

لا بل لكم لا عليكم هذه سليم بن منصور قد جاءت.

"না, বরং তোমাদের পক্ষে সুলায়ম ইব্‌ন মনসূর বাহিনী আগমন করিয়াছে, উহারা তোমাদের বিরুদ্ধে আসে নাই।"

এই বাহিনীর নেতা ছিলেন মুনাক্কি' ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন উমাইয়া ইব্‌ন আবদুল উয্‌বা ইব্‌ন 'আমাল ইব্‌ন কা'ব ইব্‌নুল হারিছ ইব্‌ন বুহ্‌ছাহ্ ইব্‌ন সুলায়ম। বলা বাহুল্য, তাঁহারা সকলেই নবী কারীম ﷺ-এর হাতে বায়'আত হন। মক্কা বিজয় ও হুনায়নের যুদ্ধে তাঁহারা সকলেই নবী কারীম ﷺ-এর সঙ্গীরূপে যুদ্ধ করেন। মুনাক্কি' সম্পর্কে সেনাপতি আব্বাস ইব্‌ন মিরদাস কবিতার ছন্দে বলেন ঃ

القائد المائة التى وفى بها تسع المئين فم ألف اقرع.

"তিনি হইতেছেন সেই এক শত জনের বাহিনীর সিপাহ্‌সালার নয়শতের পর যাহাদের মাধ্যমে সহস্র সংখ্যা পূরণ হইয়াছিল" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০৭-৯; সুবুলহুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩৪৬-৪৭)।

হিলাল ইব্‌ন 'আমের গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন

আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ আল-কারশীর বরাতে বর্ণিত আছে, বনূ হিলাল গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল আবদ আওফ ইব্‌ন আসরাম ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন শু'আয়ব ইব্‌নুল হুযাম যিনি ছিলেন রু'আয়বা শাখা গোত্রের লোক। তাহারা তাহার নেতৃত্বে নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে আগমন করেন। তিনি দলপতিকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহার নাম বলিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ

أنت عبد الله.

"তোমার নাম আবদুল্লাহ্।" — তাঁহার এক বংশধর এই স্মৃতির জন্য গর্ব করিয়া বলেন ঃ

جدى الذى اختارت هوازن كلها - إلى النبى عبد عوف وافدا.

"আমার পিতামহ সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ গোটা হাওয়াযিন গোত্র যাহাকে নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে প্রেরিত তাহাদের প্রতিনিধিদলের নেতা মনোনীত করিয়াছিল। তাহার নাম ছিল 'আবদ 'আওফ।"

প্রতিনিধিদলের জনৈক সদস্য কাবীসা ইব্নুল মুখরিক বলেন,

يا رسول الله إنى حملت عن قومى حمالة فأعنى فيها

ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি "আমার সম্প্রদায়ের (ঋণ পরিশোধের) বোঝা স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়াছি; এই ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ

هى لك فى الصدقات إذا جاءت.

"তুমি তাহা পাইবে, যখন যাকাতের মাল আসিবে"।

নগদ অর্থ হাতে না থাকিলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যাচ্ঞাকারী ও অভাবী লোকজনকে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতেন যে, যখন কোন এলাকা হইতে যাকাতের মাল মদীনায় আসিয়া পৌঁছিবে। তখন তাহার প্রার্থিত সাহায্য দান করা হইবে। কাবীসাকেও তিনি সেইরূপ প্রতিশ্রুতিই দান করিলেন।

বনূ 'আমিরের প্রবীণদের বরাতে বর্ণিত আছে, যিয়াদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন মালিক ইব্ন বুজায়র ইব্নুল হুযাম ইব্ন রু'আয়বা ইব্ন "আবদিল্লাহ্ ইব্ন বিলাল ইব্ন আমির প্রতিনিধিরূপে নবী দরবারে আগমন করেন। মদীনায় পৌঁছিয়াই তিনি উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা বিনত হারিছের ঘরে প্রবেশ করেন। যিয়াদ তখন পূর্ণ বয়স্ক একজন যুবক। যায়মূনা (রা) ছিলেন তাঁহার খালা— যিয়াদের মাতা গুরাহ্ বিনতুল হারিছের আপন ভগ্নি। তিনি ঐখানে উপবিষ্ট থাকা অবস্থায় নবী কারীম ﷺ আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। যিয়াদকে সেখানে উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি তাহাকে চিনিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া যান। তারপর যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন মায়মূনা (রা) বলিলেন ঃ ! يا رسول الله هذا ابن أختى "ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই লোকটি আমার আপন ভগ্নিপুত্র"। ইহাতে তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল এবং তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন।

অতঃপর তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া মসজিদে গমন করিলেন এবং যুহরের সালাত আদায় করিলেন। তারপর যিয়াদকে পার্শ্বে ডাকাইয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহার জন্য দু'আ করিলেন এবং পরম সোহাগভরে তাহাকে আপন নাকের নিকটে টানিয়া লইলেন। (অর্থাৎ চুম্বন করিলেন)। বনূ হিলালের লোকজন বলিতেন ঃ অতঃপর সর্বদাই আমরা তাঁহার মধ্যে বরকতের প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছি। জনৈক কবি যিয়াদের পুত্র আলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

يا ابن الذى مسح النبى برأسه ودعا له بالخير عند المسجد
أعنى زيادا لا أريد سواءة من غائر أو متهم أو منجد
ما زال ذاك النور فى عرنينه حتى تبوأ بيته فى الملحد

"হে ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির পুত্র, স্বয়ং নবী কারীম ﷺ যাহার শিরে হাত বুলাইয়া বরকতের দু'আ করিয়াছেন মসজিদের নিকটে। ইহা দ্বারা আমি যিয়াদকেই বুঝাইতেছি, গায়র

তিহামা বা নাজদে আগত অন্য কাহাকেও নহে। ঐ নূর বা জ্যোতি তাঁহার ললাটে চির দেদীপ্যমান ভাস্বর ছিল যাবত না তিনি তাহার অন্তিম বাসস্থান কবরে গিয়া ঠাঁই গ্রহণ করিয়াছেন" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩০৯-১০; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ খ, ৬, পৃ. ৪২৫-২৬)।

ছুমালা ও হুদ্দান প্রতিনিধি দলের আগমন

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আলাস আছ-ছুমালী এবং মাসলামা ইব্ন হারাম আল-হাদ্দানী তাঁহাদের উভয়ের গোত্রের কিছু সংখ্যক লোকসহ— যাহাদের সংখ্যা নয়ের ঊর্ধ্বে ছিল না (رهط) নবী দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। ঘটনাটি মককা বিজয়ের পরে। তাঁহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁহাদের স্ব-স্ব গোত্রের পক্ষে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদিগকে একখানা লিপি অর্পণ করেন যাহাতে তাঁহাদের ধনসম্পদে সাদাকার বিবরণ ছিল। ছাবিত ইব্ন কায়স (রা) পত্রখনি লিখিয়াছিলেন এবং উহার সাক্ষীরূপে ছিলেন সা'দ ইব্ন উবাদা ও মুহাম্মাদ ইব্ন মাস্লামা (রা) (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৫৩-৪; সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩০৩)।

যুবায়দ প্রতিনিধি দলের আগমন

আমর ইব্ন মা'দী কারিব আয্-যুবায়দী ইয়ামনের যুবায়দ গোত্রের দশ সদস্যের একটি প্রতনিধি দলসহ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের বৎসর তাঁহার দরবারে তাঁহারা সকালে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহারা মদীনায় আসিয়াই লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে, এই শ্যামল প্রান্তরে বসবাসকারী বনূ 'আমর ইব্ন 'আমিরের সর্দার কে? লোকজন বলিলঃ সা'দ ইব্ন 'উবাদা। তাহারা তাহাদের বাহনের লাগাম ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে সা'দ ইব্ন উবাদার দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হয়। সা'দ গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহাদিগকে স্বাগতম জানাইলেন এবং তাহাদিগকে বাহন থামাইয়া নিজের ঘরে উঠাইলেন এবং যথারীতি আপ্যায়িত করিলেন।

তাহাদিগকে যথারীতি নবী দরবারে উপস্থিত করা হইল। তাহাদের সকলেই নবী করীম ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহারা কয়েকদিন নবী দরবারে অবস্থান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনকালে তঁহাদিগকে যথা নিয়মে উপঢৌকনাদি প্রদান করা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ইনতিকালের পর তাহারা মুরতাদ হইয়া যায়। কিছুদিন পর আবার ইসলামে প্রত্যাবর্তন করিয়া কাদিসিয়ায় যুদ্ধসহ কয়েকটি যুদ্ধে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে। (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩২৮; ষষ্ঠ মুদ্রণ, করাচী ১৯৮৭; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩৪২)।

খুশানী প্রতিনিধি দলের আগমন

ইব্ন সা'দ (র) সনদসহ মিহজান ইব্ন ওয়াহ্‌ব হইতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খায়বর অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন তখন আবূ ছা'লাবা আল-খুশানী আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, খায়বার যুদ্ধে তাহার সঙ্গীরূপে অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর ঐ গোত্রের সাত ব্যক্তি আবূ ছা'লাবার সাথে মিলিত হন। তাঁহারাও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট বায়আত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁহারা স্বগোত্রে ফিরিয়া যান (তাবাকাত, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, করাচী ১৯৮৭ খৃ., ১খ., পৃ. ৩২৯; সুবুলুল হুদা ওয়ার- রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩০৩)।

বনূ সুহায়ম প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ দরবারে আগমন

মিরশাতী হযরত আবূ উবায়দা (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসওয়াদ ইব্ন সালামা তদীয় বনূ সুহায়ম গোত্রের প্রতিনিধিদলের সহিত নবী কারীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হন। তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদিগকে তাঁহাদের গোত্রের মধ্যে ফিরিয়া ইসলাম প্রচারের আদেশ দেন। তিনি তাঁহাদেরকে একটি পানির পাত্র দান করেন যাহাতে বরকতের জন্য নিজে ফুঁ দিয়া দেন বা কুলির পানি নিক্ষেপ করিয়া দেন। সাথে সাথে তাহাদিগকে বলিয়া দেন যেন উহার পানির দ্বারা তাহারা তাহাদের মসজিদে ছিটাইয়া দেন এবং আল্লাহ্ যখন তাহাদের মাথা উচুঁ করিয়া দিয়াছেন, তাহারা যেন উহা উচুঁ রাখেন। সত্যসত্যই তাঁহারা উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। ফলে তাঁহাদের মধ্যকার কোন একটি লোকও ভণ্ড নবী মুসায়লামার আনুগত্য অবলম্বন করে নাই বা তাঁহাদের মধ্যকার কোন একটি লোকও খারিজী (দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯খ., পৃ. ৬৭৪) ফিৎনার শিকার হয় নাই (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩৪২)।

হাদ্রামাওতের প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ দরবারে আগমন

হাদরামাউতের তান'আ গোত্রের জনৈকা মহিলা তাহ্নাত বিন্ত কুলায়ব আপন পুত্র কুলায়ব ইব্ন আসাদকে একটি বস্ত্রের উপঢৌকনসহ নবী দরবারে প্রেরণ করেন। কুলায়ব নবী দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার জন্য দু'আ করেন। কুলায়ব দরবারে নববীতে হাযির হওয়ার সময় কয়েকটি পংক্তিতে তাঁহার প্রশংসা করেন। ঐ পংক্তিগুলিতে এই কথার স্বীকারোক্তি ছিল যে, তিনি সেই বহুল প্রতীক্ষিত নবী যাঁহার সু-সমাচার আমাদিগকে তওরাত ও ইঞ্জীলের মাধ্যমে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ দিয়া গিয়াছেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩২১-৩২২)।

জারম গোত্রের প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ দরবারে আগমন

ইব্ন সা'দ (র) সা'দ ইব্ন মুর্রাহ আল-কারমী হইতে এবং তিনি তাহার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, আমাদের স্ব-গোত্রের দুইব্যক্তি প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের একজন হইতেছেন আস্কা ইব্ন শুরায়হ্ ইব্ন সুলায়ম ইব্ন আমর ইব্ন রিয়াহ আর অপর জন হাওযা ইব্ন আমর ইব্ন য়াযীদ ইব্ন আমর ইব্ন রিয়াহ। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহাদিগকে একখানা লিপিও প্রদান করেন। রিয়াহ-এর উর্ধ্বতন বংশ তালিকা জারম পর্যন্ত এইরূপ ঃ রিয়াহ ইব্ন 'আওফ ইব্ন উমায়রা ইব্নুল হাওন ইব্ন 'আজাব ইব্ন কুদামাহ্ ইব্ন জারম। আস্কা-এর নাম উল্লেখ করিয়া ইব্ন সা'দ বলেন ঃ অর্থাৎ আমির ইব্ন আস্মা ইব্ন শুরায়হ্। অতঃপর তিনি জারম গোত্রীয় কতিপয় লোকের বরাতে আস্কার নিম্নলিখিত কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

وكـــان ابو شر الـخيرعمى فـتى الفتيـان حمال الـغرامة
عميد الحى من جرم اذا ما ذودالاكـال سـامـونا ظلامه

وسابق قومه لما دعاهم الى الاسلام احمد من تهامه
فلباه وكان له ظهيرا فرخله على حى قدامه

"আবূ শুরায়হ আল-খায়র আমার চাচা ছিলেন। বীরপুরুষ ও অন্যদের ঋণ পরিশোধের ও গুরুতর দায়িত্বভার বহনকারী ছিলেন তিনি।

এমন অবস্থায়ও তিনি জারম গোত্রের সর্দার ছিলেন যখন ধনলিপ্সু হস্তক্ষেপকারীরা তাহাদের লুণ্ঠন প্রবৃত্তির দ্বারা আমাদের জীবন দুর্বিসহ করিয়া রাখিয়াছিল।

"আহমাদ ﷺ যখন তিহামা অঞ্চলের মক্কা ভূমি হইতে তাহার গোত্রকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাইলেন তখন তিনি অন্যান্যদের পূর্বেই সেই ব্যাপারে অগ্রসর হন।

"তিনি তাঁহার সেই আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাঁহার সাহায্যকারী হইয়া যান। তিনি তাহাকে কুদামার উভয় গোত্রের শাসনভার অর্পণ করেন"।

অনুরূপ আমর ইব্ন সালিমাহ ইব্ন কায়স আল-জারমী (রা) হইতে ইব্ন সা'দ বর্ণনা করেন, যখন তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিলেন তখন তাহার নিজের পিতা এবং গোত্রের কতিপয় লোক প্রতিনিধিরূপে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন। তাহারা তাঁহার নিকট কুরআন শিক্ষা করেন এবং তাহাদের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করেন। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের নামাযের ইমামতি কে করিবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ

ليصل بكم اكثركم جمعا او اخذا للقرآن.

"তোমাদের মধ্যকার যে ব্যক্তি কুরআন বেশী মুখস্থ করিয়াছে বা আয়ত্ত করিয়াছে সেই তোমাদের সালাতের ইমামতি করিবে।"

তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আমার চেয়ে বেশী কুরআন জানা লোক খুঁজিয়া পাইলেন না। অথচ তখন আমার বয়স এতই কম ছিল যে, একখানা চাঁদর ছাড়া তখন আমার গায়ে অন্য কোন কাপড় ছিল না। অগত্যা তাঁহারা আমাকেই ইমাম মনোনীত করিলেন। আমি সালাতে তাঁহাদের ইমামতি করিলাম। আজ পর্যন্ত জারম গোত্রের কোন জুমআর সালাতে আমার উপস্থিতিতে অন্য কেহ ইমামতির করিয়াছে এমনটি হয় নাই। রাবী বলেন, আমর ইব্ন সালিমা আজীবন জানাযার নামাযে ইমামতি দায়িত্ব পালন করিয়া যান এবং মসজিদের ইমামতিও করেন। বুখারী শরীফে বর্ণনায় আছে,

আবূ য়াযীদ আমর ইব্ন সালিমাহ্ আল-জারামী হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এমন একটি জলাধার (কূপ)-এর নিকট বাস করিতাম যাহা জনসাধারণের চলাচলের পথে অবস্থিত। আমরা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিতাম (ইসলামের) ঐ ব্যাপারটি কী? তাহারা জবাব দিত ঃ

رجل يزعم انه نبى وان الله ارسله وان الله اوحى اليه كذا وكذا.

"এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে যিনি দাবী করেন যে, তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল এবং আল্লাহ্ তাঁহার প্রতি অমুক অমুক ওহী নাযিল করিয়াছেন।"

রাবী বলেন ঃ

فجعلت لا اسمع شيئا من ذلك الا حفظته كانما يغرى فى صدرى بغراء حتى جمعت فيه قرآنا كثيرا وكانت العرب تلوم باسلامها الفتح يقولون انظروا فإن ظهر عليهم فهو صادق وهو نبى فلما جاءتنا وقعه الفتح بادر كل قوم باسلامهم فانطلق ابى باسلام حوائنا ذلك واقام مع رسول الله ﷺ ما شاء الله ان يقيم.

"তারপর আমি কুরআনের যাহাই শুনিতাম তাহাই মুখস্থ করিয়া রাখিতাম যেন উহা দ্বারা আমার বক্ষে রঙ করিয়া দেওয়া হইল। এমনটি করিতে করিতে আমি আমার বক্ষে প্রচুর কুরআনের আয়াত সংরক্ষণ করিয়া ফেলিলাম। এদিকে আরবগণ ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। তাহারা বলাবলি করিত, অপেক্ষা কর, যদি তিনি কুরায়শদের উপর বিজয়ী হন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি সত্য নবী। মক্কা বিজয়ের সংবাদ আসিতেই সমস্ত গোত্র ইসলাম গ্রহণের জন্য হুমড়ি খাইয়া পড়িল। কে কাহার আগে ইসলাম গ্রহণ করিবে উহার প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গেল। আমার পিতা আমাদের প্রতিবেশীদের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লইয়া নবী দরবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আল্লাহ্‌র যতদিন ইচ্ছা ছিল ততদিন তিনি সেখানে থাকিলেন"।

তারপর দীর্ঘদিন নবী কারীম ﷺ-এর সাহচর্য লাভ করিয়া স্বগোত্রে ফিরিয়া আসিলেন। লোকজন তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। তিনি বলিলেন ঃ

جئتكم والله من عند رسول الله حقا.

"আমি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূলের নিকট হইতে তোমাদের নিকট আসিয়াছি।"

তারপর বলিলেন ঃ

انه يأمركم بكذا وكذا وينهاكم عن كذا وكذا وان تصلوا صلاة كذا فى حين كذا واذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا.

"তিনি তোমাদিগকে অমুক অমুক কাজের আদেশ দিয়াছেন এবং অমুক অমুক কাজ হইতে বারণ করিয়াছেন এবং অমুক অমুক সময় অমুক অমুক সালাতের নির্দেশ দিয়াছেন। যখন সালাতের ওয়াক্ত হইবে তখন তোমাদের মধ্যকার একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যকার অধিকতর কুরআন জানা লোক তোমাদের ইমামতি করিবে।"

রাবী আমর ইব্‌ন সালিমা (রা) বলেন,

فما وجدوا احدا اكثر قرآنا منى الذى كنت احفظه من الركبان فدعونى فعلمونى الركوع والسجود وقدمونى بين ايديهم فكنت اصلى بهم وانا ابن ست سنين.

"আমাদের আশেপাশের লোকজন চতুর্দিকে নজর বুলাইয়া আমার চেয়ে বেশী কুরআন জানা আর কোন লোক খুঁজিয়া পাইলেন না-সেই কুরআন যাহা আমি মুসাফিরদের নিকট হইতে শুনিয়া মুখস্ত করিয়াছিলাম। তাহারা আমাকেই ডাকিয়া লইয়া রুকু সিজদা শিক্ষা দিলেন এবং আমাকে ইমামতির জন্য তাহাদের আগে দাঁড় করাইয়া দিলেন। অথচ আমার বয়স যখন মাত্র ছয় বৎসর"।

রাবী বলেন ঃ

وكان على بردة كنت اذا سجدت تقلت عنى فقالت امرأة من الحى الا نغطون عنا است قاركم قال فكسونى قميصا من معقد البحرين قال فما فرحت شيئ اشد من فرحى بذلك القميص.

"আমার ছিল একটি চাদর। সিজদায় গেলে আমার নিম্নাংগ অনাবৃত হইয়া পড়িত। তাহা লক্ষ্য করিয়া এক মহিলা বলিলেন, তোমাদের কারী সাহেবের নিতম্ব কি ঢাকিয়া দিবে না যাহাতে আমাদের নজরে না পড়ে! তিনি বলেন ঃ ফলে আমাকে একটি বাহ্‌রায়নী কামীস প্রদান করা হইল— যাহা পাইয়া আমি এতই আনন্দিত হইলাম যেরূপ আনন্দিত আর কিছুতেই হই নাই" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৩৬-৩৩৭; সুবুলুল হুদা, ৬/৩০৯-১০)।

দাওস গোত্রের নবী ﷺ দরবারে আগমন

ইমাম ইব্‌ন কাছীর (র) তদীয় আস্-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যার দুই স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সনদে হযরত আবূ হুরায়রা (র)-এর নবী দরবারে আগমনের বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ (আফফান, ওহাইব, খায়ছাম ইব্‌ন 'আরাক সনদে) বর্ণনা করেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) তাঁহার স্ব-গোত্রের কয়েকজন লোকসহ মদীনায় আগমন করেন। নবী কারীম ﷺ তখন খায়বরে ছিলেন। তিনি সিবা' ইব্‌ন আরফাতা গাতফানী (র)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন।

হযরত আবূ হুরায়রার নিজের বর্ণনা, আমি যখন মদীনার আমীর সকাশে উপনীত হইলাম, তিনি তখন ফজরের জামাতের ইমামতি করিতেছিলেন। প্রথম রাকআতে তিনি সূরা মারয়াম দ্বারা এবং দ্বিতীয় রাকআত সূরা মুতাফফিফীনের দ্বারা আদায় করেন। আমি মনে মনে বলিলাম, অমুকের জন্য সর্বনাশ সে লেনদেনের জন্য দুই দুইটি ভিন্ন ভিন্ন মাপকাঠি রাখিয়াছে-লওয়ার সময় বেশী লয়, আবার দিবার সময় কম দেওয়ার মাপকাঠিটা ব্যবহার করে (বলাবাহুল্য, শেষোক্ত সূরায় অসাধু লোকদের এই কার্যটির নিন্দাসূচক আয়াত শ্রবণ হইতেই তাঁহার মনে এই কথাটির উদয় হইয়াছিল)। সালাত শেষ তিনি আমাদিগকে পাথেয় দান করেন এবং আমরা খায়বরে উপনীত হই। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খায়বর বিজয় তখন সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি মুজাহিদগণের সহিত পরামর্শক্রমে আমাদিগকেও গনীমতের অংশ দান করিলেন। ইমাম বুখারী স্বয়ং হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম তখন পথে আমি বলিলাম ঃ

يا ليلة من طولها رعنائها - على انها من دارة الكفر نجت.

"সেই রাতের দৈর্ঘ্য ও দুর্বিষসহ অবস্থা ভুলিবার নহে;
যাহাই হউক কুফরের দেশ হইতে সে নিষ্কৃতি দিয়াছে।"

পথে আমার গোলাম পলায়ন করে। তারপর যখন নবী দরবারে পৌঁছিয়া আমি তাঁহার নিকট বায়আত হইলাম, এমন সময় ঐ পলাতক গোলামটি আসিয়া হাযির হইল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিয়া উঠিলেন ঃ কী আবূ হুরায়রা এই কী তোমার গোলামটা? আমি তৎক্ষণাত বলিয়া উঠিলামঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি তাহাকে স্বাধীন করিয়া দিলাম। এই বর্ণনা সনদে (ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ-কায়স ইব্ন আবী হাযিম মারফত) ইমাম বুখারী একক।

ইমাম বুখারী তুফায়ল দাওসীর আগমনের যে বর্ণনা দিয়াছেন উহা ছিল হিজরত পূর্ব যুগের ঘটনা। যদি তাঁহার আগমনের ঘটনাটি হিজরত উত্তর যুগের বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে উহা মক্কা বিজয়ের ঘটনার পূর্বে ঘটিয়া থাকিবে। কেননা দাওস প্রতিনিধি দলের সহিত আবূ হুরায়রা (রা)-ও ছিলেন। আর তাঁহার আগমন ৭ম হিজরীতেই ঘটিয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫ পৃ. ৬১-৬২; তাবাকাত, ১ খ., পৃ. ৩৫৩)।

শায়বান প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ দরবারে আগমন

আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাস্সান ছিলেন বনূ আম্বরের শাখাগোত্র বনূ কা'বের লোক। তিনি তদীয় দুইজন দাদী সফিয়্যা ও দুহায়বার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন। ঐ দুইজন ছিলেন উলায়বার কন্যা। তাঁহারা উভয়ে কায়লা বিন্ত মাখরামার নিকট প্রতিপালিত হন। তাঁহারা বর্ণনা করেন যে, কায়লা বনূ জিনাবের হাবীব ইব্ন আযহারের স্ত্রী ছিলেন। তাহাদের দুই কন্যার জন্ম হয়। ইসলামের সূচনা পর্বেই হাবীবের মৃত্যু হয়। কায়লার দুই কন্যাকে তাহাদের চাচা আছওয়াব ইব্ন আযহার মায়ের কোল হইতে কাড়িয়া লন।

কায়লা ইসলামের সূচনাপর্বেই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সন্ধানে বাহির হন। ঐ দুই কন্যার একজন হুদায়বা মাতার সহিত যাইবার জন্য ক্রন্দন জুড়িয়া দেয়। কাল রঙের একটি কম্বলে গা ঢাকা দিয়া তিনি সত্যসত্যই মাতার সহিত রওয়ানা হইয়া পড়িলেন।

মাতা ও কন্যা উভয়ে যখন উর্দ্ধগতিতে উটকে হাকাইয়া চলিতেছিলেন এমন সময় একটি খরগোশ গর্ত হইতে বাহির হয়। হুদায়বা ইহাকে আছওয়াবের উপর তাহার মাতার বিজয়ের লক্ষণ রূপে ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর একটি শৃগাল পথে পড়িলে হুদায়বা উহারও একটি ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু রাবী তাহা স্বরণ রাখিতে পারেন নাই।

তাঁহারা যখ উট হাকাইয়া চলিতেছিলেন এমন সময় আকস্মিকভাবে উটটি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সে কাঁপিতেছিল। তখন হুদায়বা বলিয়া উঠিলেন, আমানতের কসম! তোর উপর আছওয়াবের যাদুকরী প্রভাব পড়িয়াছে। কায়লা ঘাবড়াইয়া গিয়া হুদায়বাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ তোমার জন্য আক্ষেপ হইতেছে। উট কী করিতে শুরু করিল! হুদায়বা বলিলেন, কাপড় উল্টাইয়া দাও। সম্মুখের ভাগ পিছনে এবং উপরের ভাগ নীচে করিয়া দাও। উটের গদীটাও ঘুরাইয়া দাও-সম্মুখের ভাগ পিছনের দিকে এবং পিছনের ভাগ সম্মুখ দিকে করিয়া দাও। অতঃপর মেয়েটি নিজের

হাতাবিহীন কাল জুব্বা খুলিয়া সম্মুখের দিক পিছন দিকে এবং পিছন দিক সম্মুখের দিকে দিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন।

যখন আমিও হুদায়বার পরামর্শমত কাজ করিলাম তখন উটটি দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিল। হুদায়বার কথা অনুযায়ী আমি আমার মালপত্র তাহার পিঠে চাপাইয়া দিলাম।

আমরা যখন ত্রস্তপদে উট হাঁকাইয়া যাত্রা শুরু করিলাম এমন সময় আছওয়াব একখানা ধারাল চোখ ঝলসানো তলোয়ার হাতে পিছন হইতে আসিয়া আমাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। আমি একটি ঘরে ঢুকিয়া আত্মগোপনের চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলাম। তাহার তরবারির ধারাল অংশ আমার ললাটের একাংশ স্পর্শ করিল। চিৎকার করিয়া সে বলিল, আমার ভাতিজী কোথায়? বাহির করিয়া দাও! আমি তাড়াতাড়ি মেয়েটিকে তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া আমার ভগ্নির বাড়ীর উদ্দেশ্যে ছুটিলাম যাহার বিবাহ বনূ শায়বানের একটি পরিবারে হইয়াছিল। আমার উদ্দেশ্য ছিল, সেখান হইতে আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর দরবারে উপস্থিত হইব।

একদা রাত্রিকালে আমি যখন বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছিলাম তখন ভগ্নিপতি মজলিস হইতে আসিয়া বলিলেন, কায়লার জন্য খুব ভাল একটি পাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহারা মনে করিতেছিলেন আমি বুঝি নিদ্রিত। কিন্তু আসলে আমি জাগ্রত ছিলাম। ভগ্নিটি জিজ্ঞাসা করিলেন, কে সেই পাত্রটি? ভগ্নিপতি বলিলেন ঃ হুরায়ছ ইব্ন হাস্সান শায়বানী। বকর ইব্ন ওয়ায়েল গোত্রের প্রতিনিধিরূপে তিনি প্রত্যুষে নবী দরবারে গমন করেন। দুইজনের এই কথোপকথন আমি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করিলাম।

আমি আমার উটের উপরে হাওদা চাপাইলাম। হুরায়ছের খোঁজ লইয়া জানিলাম তিনি খুব নিকটেই আছেন। আমি তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া প্রতুষে নবী দরবারে গমন কালে আমাকে সঙ্গে লওয়ার অনুরোধ জানাইলাম। তিনি সম্মত হইলেন।

উট প্রস্তুত ছিল। প্রত্যুষেই সত্যপ্রাণ লোকটির সহিত আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে আসিলাম। আমরা যখন তাঁহার নিকট পৌঁছিলাম তখন তিনি ফজরের জামা'আতের ইমামতি করিতেছিলেন। প্রভাতের আলোকরেখা সবেমাত্র দেখা দিয়াছে। আকাশে তখনও তারকারাজি চমকাইতেছে। রাত্রির অন্ধকারে লোকজন একে অপরকে তখনও চিনিতে পারিতেছিল না।

আমি পুরুষদের কাতারে দাঁড়াইয়া গেলাম। আমি তখন সবেমাত্র মুসলমান হইয়াছি। আমার নিকটে দাঁড়ানো পুরুষ লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি পুরুষ, না মহিলা? আমি বলিলাম, আমি একজন মহিলা। লোকটি বলিলেন, তুমি তো আমাকে ফ্যাসাদে ফেলিয়া দিয়াছিলে হে! তুমি পিছনে গিয়া মহিলাদের সাথে দাঁড়াও।! ঘটনাচক্রে হুজরার পার্শ্বেই মহিলাদের কাতারও শুরু হইয়া গিয়াছিল যাহা আমি প্রবেশকালে লক্ষ্য করিতে পারি নাই। নতুবা আমি ঐখানেই তাহাদের সহিত দাঁড়াইতাম।

সূর্য উদিত হইলে আমি মজলিসের নিটকবর্তী হইলাম। কোন তরতাজা চেহারার গৌরবর্ণ সৌম্যমূর্তির লোক দেখিলেই তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিনা এই ভাবিয়া আমি পরম ঔৎসুক্যভরে তাহার দিকে তাকাইতে লাগিলাম।

ততক্ষণে সূর্য বেশ উপরে উঠিয়াছে। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া আস্-সালামু আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বলিতেই তিনি প্রত্যুষে ওয়া আলাযকাস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকুতুহু বলিয়া জবাব দিলেন। নবী কারীম ﷺ-এর গায়ে তখন পুরাতন তালিযুক্ত চাদর শোভা পাইতেছিল যাহার জাফরানী রং দূর করা হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। তাঁহার নিকটে একটি খেজুর ডালের লাঠি ছিল-যাহার ছাল উঠাইয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া রহিয়াছিলেন।

তাঁহার এত বিনীত ভঙ্গিতে উপবিষ্ট দেখিয়া আমার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। নিকটে বসা লোকটি বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এই বেচারী কাঁপিতেছে। আমি তাহার পিছনেই উপবিষ্ট ছিলাম। আমার দিকে না তাকাইয়াই তিনি বলিলেন ঃ

يا مسكينة عليك السكنية.

"হে মিসকীন মহিলা! শান্ত হও" (কাঁপিও না)।

তাঁহার এরূপ বলামাত্র আমার অন্তর হইতে ভয় বিদূরিত হইল। আমি শান্ত হইলাম।

আমার সহযাত্রী পুরুষটি অগ্রসর হইয়া তাহার নিজের ও তাহার গোত্রের পক্ষ হইতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর হাতে বায়'আত হইলেন। অতঃপর তিনি আরয করিলেন ঃ

يا رسول الله اكتب بيننا وبين بنى تميم بالدهناء لا يجاوزنا الينا منهم الا مسافر او مجاور.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্! দাহ্না প্রান্তর সম্পর্কে আমাদের ও বনূ তামীমের মধ্যে একটা পত্র লিখিয়া দিন যাহাতে একমাত্র পথচারী এবং প্রতিবেশী ভিন্ন অন্য কেহ ইহাতে আমাদের সাথে ভাগ না বসায়।"

সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ

يا غلام اكتب له بالدهناء.

"হে বালক! তাহার জন্য দাহ্না প্রান্তরটা লিখিয়া দাও।"

দাহ্না প্রান্তরটি তাহার নামে লিখিয়া দেওয়া হইতেছে দেখিয়া আমার আর তর সহিল না। কেননা উহা আমার দেশ, আমার পিতৃনিবাস। আশৈশব সেখানেই মানুষ হইয়াছি। আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিলাম ঃ

يا رسول الله انه لم يسئلك السوية من الارض اذا سألك انما هذه الدهناء عندك مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء تميم وابناءها وراء ذلك.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! দাহ্না প্রান্তর চাহিয়া তিনি কোন ন্যায্য কাজ করেন নাই। এই দাহ্না আপনার নিকট, উট বাঁধিবার ও ছাগল চরাইবার স্থান। বনূ তামীমের মহিলা ও বালকরা উহার উপর নির্ভরশীল"।

তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

أمسك يا غلام صدقت المسكينة المسلم أخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان.

"হে বালক! থামিয়া যাও, এই মিসকীন মহিলা সত্যই বলিয়াছে। এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই ; পানি ও গাছপালার ব্যাপারে তাহারা একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক হইবে। এইগুলি লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদে একে অপরের সহযোতিা করিবে"।

যখন হুরায়ছ লক্ষ্য করিলেন যে, তাহার প্রাপ্তিতে বাধা পড়িয়া গেল, তখন তিনি তাহার এক হাত দ্বারা অপর হাতের উপর আঘাত করিয়া বলিলেন ঃ আমরা দুইজনে এরূপ ছিলাম, যেমন প্রবাদ আছে ঃ

حتفها تحمل ضأن باظلافها.

"মেষ তাহার খুরে করিয়া নিজের মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিল"। অর্থাৎ খাল কাটিয়া আমি কুমীর আনিয়াছি। আমি তোমাকে লইয়া না আসিলে তোমার এরূপ বাধা দানের সুযোগই ঘটিত না।

আমি বলিলাম ঃ

اما والله ان كنت لدليلا فى الظلماء جوادا بذى الرحل عيفا عن الرفيقة حتى قدمت على رسول الله ﷺ ولكن لا تلمنى على حظى اذا سألت حظك.

"আল্লাহ্‌র কসম! অন্ধকার রাত্রিতে তুমি ছিলে আমার পথ প্রদর্শক, পথচারীর প্রতি মহানুভব, সহচারীর প্রতি নির্মোহ পূত চরিত্রের অধিকারী। এইভাবে নবী দরবার পর্যন্ত আমাকে লইয়া আসিয়াছ, তাই বলিয়া আমার প্রাপ্য প্রার্থনার জন্য তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করিতে পার না"।

তখন হুরায়ছ বলিয়া উঠিলেন ঃ ওরে পোড়ামুখী! দাহনায় আবার তোর কী প্রাপ্য থাকিতে পারে? তখন আমি বলিলাম ঃ مقيد جملى تسئله لجمل امراتك. "উহা আমার উট বাঁধিবার স্থান, তুমি উহা তোমার স্ত্রীর উটের জন্য চাহিয়া বসিয়াছ"। কায়লার এইরূপ প্রশংসাবাক্যে প্রীত হইয়া হুরায়ছ বলিয়া উঠিলেন ঃ আজীবন আমি তোমার ভাইরূপে থাকিব। কায়লা বলিলেন, তুমি যখন উহার সূত্রপাত করিলে আমি উহা চিরদিন বহাল রাখিব।

অতঃপর মহিলাটির নিকট হইতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এও জানিতে পারেন যে, তাহার একটি পুত্র সন্তানও ছিল যে রাবায়া যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পক্ষে লড়াইও করিয়াছে। তারপর তাহার জন্য খায়বারে শস্য সংগ্রহ করিতে যাইয়া জ্বরাক্রান্ত হইয়া মারা যায়।

এই সময় মহিলাটি ক্রন্দন করেন এবং মেয়ে দুইটিকে রাখিয়া গিয়া সে আমাকে বিষম যন্ত্রণার মধ্যে রাখিয়া গিয়াছে বলিয়া অনুযোগ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলাটির এরূপ অনুযোগে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, পূণ্যকাজ করিতে কেহ যন্ত্রণার কারণ হইতে পারে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ

والـذى نفس مـحمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم.

"মুহাম্মদের প্রাণ যাহার হাতে সেই পবিত্র সত্তার কসম! তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজে কাঁদিয়া সাথীকেও কাঁদায়। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমাদের ভাইদের কষ্টের কারণ হইও না।"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি লোহিতাভ চর্মগ্রাত্রে কায়লা এবং তাহার কন্যাদ্বয়ের স্বপক্ষে একটি পত্র লিখিয়া দেন যাহাতে তাহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করিতে, বলপূর্বক তাহাদিগকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য না করিতে এবং মু'মিন মাত্রকেই তাহাদের প্রতি সহানুভূতি সম্মত থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পত্রাবলী অধ্যায়ে উহার পাঠ দেখা যাইতে পারে।

সফিয়্যা ও দুহায়বা তাহাদের পিতামহ হারমালা সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, হারমালা বাড়ী হইতে নির্গত হইয়া নবী ﷺ দরবারে আগমন করেন। কিছুদিন সেখানে বসবাস করিয়া তিনি স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। হারমালা বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল, নবী দরবারে থাকিয়া প্রচুর ইলম অর্জন ব্যতীত আমি স্বগোত্রে ফিরিয়া যাইব না। যখন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলাম, তখন নবী কারীম ﷺ বলিলেন ঃ

يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر وانظر الذى تحب أذنك إذا قمت من عند القوم أن يقولوه لك فأته والذى تكره أن يقولوه لك إذا قمت من عندهم فاجتنبه.

"হে হারমালা! সৎকর্ম করিবে এবং অসৎকর্ম হইতে বিরত থাকিবে। যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রস্থান করিবে, তখন তোমার কান তোমার সম্পর্কে লোকের কী মন্তব্য শুনিতে পসন্দ করে তাহা লক্ষ্য রাখিবে। তুমি তাহাই করিবে। যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের নিকট হইতে প্রস্থান করিবে তখন লক্ষ্য রাখিবে তোমার সম্পর্কে তাহাদের কী মন্তব্য। তোমার অপসন্দ হয়, উহা হইতে তুমি বিরত থাকিবে" (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩১৭-২১)।

সা'দ আল-'আশীরা প্রতিনিধির আগমন

আবদুর রহমান ইব্ন আবী সাবুরা আল-জু'ফী হইতে বর্ণিত লোকজন যখন নবী কারীম ﷺ-এর রওয়ানা হওয়ার সংবাদ জ্ঞাত হইল তখন বনূ আনাস সা'দ আল-'আশীর এক ব্যক্তি যুবাব উক্ত গোত্রের দেবমূর্তি কার্কাদ-এর উপর আক্রমণ চালাইয়া উহাকে চুরমার করিয়া দেয়। তারপর গোত্রের প্রতিনিধিরূপে নবী দরবারে হাযির হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিম্নরূপ কবিতা আবৃত্তি করেন ঃ

تبعت رسول الله اذ جاء بالهدى وخلفت فراصنا بدار هوان
شددت عليه شدة فتركته كأن لم يكن والدهر ذو حدثان
فلما رأيت الله اظهر دينه اجبت رسول الله حين دعاني.

فاصبحت الاسلام ما عشت ناصرا والقيت فيما كلكلى وجرانى فمن مبلغ سعد العشيره اننى شربت الن يبقى يآخر فان.

"আল্লাহ্র রাসূল যখন হিদায়াতসহ আবির্ভূত হইলেন তখন আমি তাঁহার অনুসরণ করিলাম। ফার্রাদ দেবতাকে আমি তখন লাঞ্ছনার মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। আমি তাহার প্রতি অত্যন্ত কঠোর আচরণ করিলাম এবং এমন অবস্থায় তাহাকে উপনীত করিলাম যেন তাহার কোন অস্তিত্বই ছিল না, আর কাল তো পরিবর্তনশীলই। আমি যখন লক্ষ্য করিলাম, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দীনকে জয়যুক্ত করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে আহবান জানাইতেই আমি তাঁহার ডাকে সাড়া দিলাম। আমি যতদিন জীবিত থাকিব ইসলামের সাহায্যকারীরূপেই জীবিত থাকিব এবং ইহার পিছনেই আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করিব। এমন কেহ আছেন যিনি সা'দ আল-'আশীরা গোত্রকে এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিবেন যে, আমি নশ্বরের বিনিময়ে অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী অর্থাৎ দুনিয়ার সাময়িক স্বার্থের পরিবর্তে আখিরাতের চিরস্থায়ী স্থানকে খরিদ করিয়া লইয়াছি"।

মুসলিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন শুরায়ক আন্-নাখ্ঈ তাঁহার পিতার প্রমুখাৎ বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাব আল-আনাসী সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং উহাতে তাঁহার বিরাট ভূমিকা ছিল (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪২)।

জায়শান প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ দরবারে আগমন

'আমর ইব্ন শু'আয়ব হইতে বর্ণিত, আবূ ওয়াহ্ব আল-জায়শানী নিজ-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তিসহ নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হন। তাঁহারা ইয়ামানের কতিপয় পানীয় সম্পর্কে তাঁহাকে প্রশ্ন করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহারা মধু দ্বারা প্রস্তুত বিত্' এবং যবের দ্বারা প্রস্তুত মিয্র নামক পানীয়ের উল্লেখ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, هل تسكرون منها ? "উহা পানে কি তোমাদের নেশা পায়"? জবাবে তাহারা বলিলেন, إن أكثرنا سكرنا "বেশী পরিমাণে পান করিলে তাহাতে নেশা পায়"। তখন রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ

فحرام قليل ما أسكر كثيره.

"উহার স্বল্প পরিমাণও হারাম যাহার অধিক পরিমাণে নেশা ধরে।"

তারপর তাহারা এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিলেন যে মদ্য প্রস্তুত করে এবং তাহার কর্মচারীদিগকে তাহা পান করিতে দেয়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ كل مسكر حرام "নেশা হয় এমন প্রত্যেক বস্তু হারাম" (তাবাকাত, ১খ.,পৃ. ৩৫৯; সুবুলুল-হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ., পৃ. ৩১৮)।

হাদ্রামাওত প্রতিনিধি দলের নবী ﷺ দরবারে আগমন

হাদ্রামাওত প্রতিনিধি দল কিন্দা প্রতিনিধি দলের সহিত নবী ﷺ দরবারে আগমন করেন। তাহারা ছিলেন বনূ ওয়ালি'আ হাদ্রামাওতের রাজন্যবর্গ জাগাদ, মিখওয়াস, মিশরাহ্ ও আব্দা'আ। তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন মিখওয়াস বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার জন্য দু'আ করুন যেন আল্লাহ্ আমার মুখের তোতলামী দূর করিয়া দেন। সেই মতে

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার জন্য দু'আ করেন এবং হাদ্রামাওতের সাদাকা হইতে তাহাকে একটি অংশ বরাদ্দ করেন।

ওয়াইল ইব্ন হুজ্র আল-হাদ্রামী প্রতিনিধিরূপে নবী ﷺ দরবারে আগমন করেন। তিনি জানান, ইসলাম গ্রহণ ও হিজরতের উদ্দেশ্যে তিনি আগমন করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার জন্য দু'আ করেন এবং তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। ওয়া'ইল ইব্ন হুজর (স)-এর আগমনে খুশীতে বিশেষভাবে الصلوة جامعة বলিয়া লোকজনকে সমবেত হওয়ার জন্য ঘোষণা দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ (স) মু'আবিয়া ইব্ন আবী সুফ্য়ানকে তাহাদের অবতরণ ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন।

উষ্ট্রারোহী মেহ্মানের প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে মহানবী ﷺ মুআবিয়া (রা)-কে তাহার সঙ্গী হিসাবে প্রেরণ করেন। তাহার সহিত পদব্রজে মু'আবিয়া আগাইয়া চলিলেন। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর উপর দিয়া পদব্রজে খালি পায়ে চলা ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। মু'আবিয়া ওয়াইলকে বলেন, আপনার পাদুকা জোড়া আমার জন্য ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আমাকে একটু সাহায্য করুন। জবাবে ওয়া'ইল বলিলেন ঃ তুমি ব্যবহার করার পর আবার আমি ঐগুলি ব্যবহার করিব তাহা তো হয় না। এবার মু'আবিয়া বলিলেন, তাহা হইলে আপনার পিছনে আমাকে একটু বসাইয়া নিন! ওয়াইল বলিলেন, রাজার সহিত একই বাহনে আরোহণের যোগ্য তুমি নও। মু'আবিয়া বলিলেন, মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে আমার পা দুইটি তো ঝল্সাইয়া যাইতেছে। ওয়া'ইল বলিলেন, আমার উটনীর ছায়ায় ছায়ায় তুমি পথ চল। ইহাই তোমার সম্মানের জন্য যথেষ্ট।

ওয়াইল ইব্ন হুজর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহাকে হাদ্রামাওতের ভূ-সম্পদ ও দুর্গের কর্তৃত্ব অর্পণ করিয়া তাঁহাকে একটি পত্র দান করেন — যাহার বিবরণ রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর পত্রাবলী অধ্যায়ে দেখা যাইতে পারে।

আবূ 'উবায়দা হইতে বর্ণিত, মিখ্ওয়াস ইব্ন মা'দীকারিব ইব্ন ওয়ালী'আ তদীয় সঙ্গী-সাথিগণসহ প্রতিনিধিরূপে নবী ﷺ দরবারে আগমন করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে মিখওয়াসের তোতলামী রোগ দেখা দেয়। তাঁহাদের মধ্যকার কয়েকজন নবী ﷺ দরবারে ফিরিয়া আসিয়া আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আরব নেতা তোতলামী রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আপনি আমাদেরকে তাহার প্রতিষেধক কী বলিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ

خذوا مخيطا فاحمره فى النار ثم اقلبوا شفرة عينه ففيها شفاؤه واليها مصيرة فالله اعلم ما قلتم حين خرجتم.

"একটি সূঁচ লইয়া উহাকে অগ্নিতে উত্তপ্ত কর, তারপর তার দুই চক্ষুর পাতা উল্টাইয়া দাও। ইহাতেই তাহার রোগমুক্তি রহিয়াছে এবং তাঁহারই সমীপে শেষ প্রত্যাবর্তন। আল্লাহ্ই ভাল জানেন যে, আমার নিকট হইতে প্রস্থানকালে তোমরা কী বলিয়াছ"।

'আমর ইব্ন মুহাজির আল-কিন্দী হইতে বর্ণিত। হাদ্রামাওতের তিন'আ গোত্রের জনৈক মহিলা তিহ্নাহ্ বিন্ত কুলায়ব রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য এক জোড়া বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া উহা তাঁহার পুত্র কুলায়ব ইব্ন আসাদ ইব্ন কুলায়বের মাধ্যমে নবী কারীম ﷺ -এর নিকট

উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করেন। পুত্রটি যথারীতি তাহা নবী করীম ﷺ-এর নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া নিজে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁহার জন্য দু'আ করেন। তিনি তাঁহার বংশধরদের মধ্যে নিজেদের স্বতন্ত্র গৌরব প্রকাশ করিতে গিয়া কবিতায় বলেন ঃ

لـقد مسـح الرسول ابـا ابيـنـا   ولـم يمسح وجـوه نبى بحيـر

شـبا يهم رشيـهم سـواء   فـهم فى اللـوم اسنان الحمير

من وسنر برهوت تهوى بى عذافرة   اليك يا خير من بخفى وينتعل

تـجوب بى هـفصفا غير مناهله   تـزداد عفـوه اذ ما كلت الابـل

شـمرين اعـملها نصبا على وجد   ارجـوا بذاك ثواب الله يارجـل

انـت النـبى الـذى كنا نخبـره   وبشرتنا بـه التـوراة والرسل.

"আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আমাদের পিতামহের মাথায় তাঁহার পবিত্র হস্ত বুলাইয়া দিয়াছেন। বনূ বুহায়রের কাহারও মাথায় তিনি হাত বুলান নাই। তাহাদের যুবা-বৃদ্ধ সকলেই এই ব্যাপারে সমান। হীনতায় তাহারা গাধার দাঁত সদৃশ। আমি বারহূত হইতে আসিতেছি। আসিতে আসিতে আমি বারবার ঝুঁকিয়া পড়িতেছি। হে পাদুকাবিহীন ও পাদুকাধারীদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ পুরুষ! আমি আপনার দরবারে আসিতেছি। বাহন আমাকে এমন প্রান্তরসমূহের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছে যেখানকার জলাশয়সমূহের মাঠগুলি ধুলায় পরিপূর্ণ। উট যখন ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন সেই ধুলা-বালির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। এই প্রান্তর পরিক্রমায় দুই দুইটি মাস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। তাপিত অন্তরে আমি সফর করিয়া চলিয়াছি আর এই সফরের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ছওয়াবের আশা রাখি। আপনিই সেই নবী যাঁহার সুসমাচার আমাদিগকে দেওয়া হইয়া আসিতেছিল। তাওরাত কিতাব এবং রাসূলগণ আপনার শুভাগমনের সুসংবাদ দিয়াছেন"।

আলকমা ইব্‌ন ওয়াইল (রা) বর্ণনা করেন, ওয়াইল ইব্‌ন হুজর ইব্‌ন সা'দ আল্-হাদ্‌রামী প্রতিনিধরূপে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খেদমতে আগমন করিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার চেহারায় হাত বুলাইয়া দিয়া তাঁহার জন্য দু'আ করেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার সম্প্রদায়ের নেতা মনোনীত করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পরম আনন্দে লোকজনের সম্মুখে ভাষণ দিয়া বলেন, এই ওয়াইল ইব্‌ন হুজর সুদূর হাদরামাওত হইতে ইসলামের প্রেরণায় উজ্জীবিত হইয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে আসিয়াছে। এই কথাগুলি উচ্চারণের সময় তিনি তাঁহার আওয়াযকে উচ্চ করেন। তারপর মু'আবিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ ইহাদেরকে হাররাতে লইয়া গিয়া কোন বাড়ীতে থাকার ব্যবস্থা করিয়া দাও।

মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমি তাহাদেরকে লইয়া হাররার দিকে রওয়ানা হইলাম। রৌদ্রতাপে উত্তপ্ত বালুতে আমার পদদ্বয় ঝলসাইয়া যাইতেছিল। আমি ওয়াইল ইব্‌ন হুজরকে বলিলাম, আমাকেও উটের উপর আপনার সাথে বসাইয়া লন। উত্তরে তিনি বলিলেন, কোন নৃপতির সহিত এক আসনে উপবেশনের যোগ্য তুমি নহ। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আপনার জুতাজোড়া আমাকে পরিতে দিন যাহাতে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুকারাশি হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি। তিনি

বলিলেন, ইয়ামানবাসীরা জানিতে পারিবে যে, তাহাদের বাদশাহ্র জুতা একজন সাধারণ প্রজা পরিধান করিয়াছে। তুমি চাহিলে বড়জোর আমি আমার উটের গতি একটু শ্লথ করিয়া দিতে পারি— যাহাতে তুমি উহার ছায়ায় পথ চলিতে পার।

মু'আবিয়া (রা) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যখন আমি এই ঘটনা জানাইলাম তখন তিনি বলিলেন ঃ সন্দেহ নাই, এখনও তাহার মধ্যে জাহিলিয়াতের কিছু অভ্যাস ও মন-মানসিকতা রহিয়াছে। ওয়াইল ইব্ন হুজর (রা)-এর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দ্বারা একটি ফরমান তাঁহার স্বপক্ষে লিখাইয়া লন (তাবাকাত, ১খ., পৃ. ৩৪৯-৫১)।

মহানবী ﷺ-এর দরবারে হিংস্র শ্বাপদের আগমন

শু'আয়ব ইব্ন 'উবাদা আবদুল মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানতাব হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা মদীনায় তাঁহার সাহাবীগণ পরিবেষ্টিত অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় একটি নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাঁহার সম্মুখে গর্জন করিয়া উঠিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ

هــذا وافـد الـسبـاع الـيــكم فـان احـبـبـتـم تــركـتـمــوه وتــحـذرتـم مـنـه فـمـا اخـذ فـهـو رزقــه.

"এই হইতেছে তোমাদের নিকট হিংস্র শ্বাপদকুলের প্রতিনিধি। তোমরা পসন্দ করিলে তাহাঁদের জন্য কিছু বরাদ্দ করিয়া তাহাদের অনিষ্ট হইতে রক্ষা পাইতে পার, নতুবা তাহারা যাহা ধরিয়া লইয়া যাইবে উহাই তাহাদের জীবিকাস্বরূপ হইবে। তোমরা তোমাদের পশুপালের ব্যাপারে সতর্ক থাকিবে"।

সাহাবীগণ জবাব দিলেন যে, তাঁহারা স্বেচ্ছায় তাহাদের জন্য কোন বরাদ্দ দিতে সম্মত নহেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) তখন নেকড়েটির দিকে তিন আঙ্গুল উঁচু করিয়া ইঙ্গিত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তোমরা সুযোগ বুঝিয়া তোমাদের আহার্য ছিনাইয়া লইবে। নেকড়েটি তখন মাথা দোলাইয়া হেলিয়া-দুলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল। এই সূত্রে হাদীছখানা মুরসাল।

ইয়াযীদ ইব্ন হারূন, আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, একদা একটি নেকড়ে একটি ছাগলের উপর আক্রমণ করিয়া উহাকে মুখে লইয়া ছুটিয়া চলিল। রাখাল উহার পিছু ধাওয়া করিয়া ছাগলটি উহার মুখ হইতে ছিনাইয়া আনিল। নেকড়েটি তাহার লেজের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল, তোমার মনে আল্লাহ্র ভয় নাই! আমার জন্য আল্লাহ্র নির্ধারিত রিয্ক তুমি ছিনাইয়া লইলে? হতভম্ব রাখালটি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিল, লেজে ভর করিয়া ইহা যে আমার সহিত একেবারে মানুষের ভাষায় কথা বলিতেছে। জবাবে নেকড়েটি বলিল, ইহার চেয়েও আশ্চর্যের খবর আমার নিকট রহিয়াছে, তাহা কি আমি তোমাকে বলিব? ইয়াছরিবে মুহাম্মাদ (স) লোকজনকে অতীতের কাহিনীসমূহ অবগত কর রাইতেছেন।

হযরত আবূ সা'ঈদ (রা) বর্ণনা করেন, রাখালটি তখন তাহার ছাগপালকে হাঁকাইয়া লইয়া মদীনায় পৌঁছিল এবং ঐগুলিকে শহরের এক প্রান্তে রাখিয়া নবী ﷺ দরবারে উপস্থিত হইল।

সে তাঁহাকে আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করিয়া শুনাইলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকজনকে সমবেত হওয়ার ঘোষণা দিলেন। লোকজন আসিয়া সমবেত হইলে তিনি রাখালকে তাহার বক্তব্য বর্ণনার নির্দেশ দিলেন। সে তাহার বক্তব্য প্রদান করিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন ঃ

صدق والذى نفس محمد بيده لا يقوم الساعة حتى تكلم السباع بالانس وتكلم الرجل عذابة سوطه وشراك نعله وتخبر فخذه بما احدث اهله بعده.

"তাহার বর্ণনা যথার্থ। যে পবিত্র সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁহার কসম! ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না যাবত না হিংস্র প্রাণীরা মানুষের সহিত কথা বলিবে, লোকের চাবি ঝুলাইবার রশি তাহাদের সহিত কথা বলিবে এবং তাহার উরু তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার পরিবার কী করিয়াছে সেই সংবাদ না দিবে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ৮৬; সুবুলুল হুদা, ৬খ., পৃ. ৪৪০-৪১)।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাস'উদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, জিন্নগণ নবী কারীম ﷺ-এর নিকট আসিয়া অবতরণ করে। তিনি তখন নাখলা প্রান্তরে কুরআন তিলাওয়াতে রত ছিলেন। যখন তাহারা উহা শ্রবণ করিল তখন বলাবলি করিতে লাগিল, চুপ কর (অর্থাৎ ঐ বাণী শ্রবণের জন্য একে অপরকে চুপ করিতে বলিতেছিল), আর ঐ জিন্নদের সংখ্যা ছিল নয়। তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ذو بعة তখন-আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا...... আয়াতগুলি। এই বর্ণনা এবং ইব্ন 'আব্বাসের একটি বর্ণনা অনুসারে ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাদের আগমন সম্পর্কে আঁচ করিতে পারেন নাই। তাহারা ঐ সময় মনোযোগ সহকারে তাঁহার তিলাওয়াত শুনিয়া স্বসম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া যায়। অতঃপর প্রতিনিধিরূপে তাহারা নবী ﷺ দরবারে আনুষ্ঠানিকভাবে আগমন করে, এক দলের পর অপর দল, বারে বারে কয়েকবারে।

বায়হাকী বলেন, এই কথাই বলিয়াছেন ইব্ন আব্বাস (রা) যে, ঐবার প্রথমবারের মত তাহারা কুরআন শ্রবণ করে এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অবস্থাদি সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, তারপর জিন্নদের প্রতিনিধিদের আগমন ঘটে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তহাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করিয়া শুনান এবং ইসলামের দাওয়াত দেন।

ইমাম মুসলিম রিওয়ায়াত করেন, 'আমির (র) বলেন, আমি আলকামাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, জিন্নদের সেই রাত্রিতে ইব্ন মাস'উদ (রা) কি নবী কারীম ﷺ-এর সহিত ছিলেন? 'আলকামা বলেন, আমি ইব্ন মাস'উদ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম,

هل شهد احد منكم مع رسول الله ﷺ ليلة الجن.

"আপনাদের মধ্যকার কেউ কি জিন্নদের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন"? জবাবে তিনি বলেন ঃ

لا ولكن كنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه فى الاودية والشعاب فقيل استطير اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما

اصبحنا اذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال اتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فارانا اثارهم راثار نيرانهم وسأله الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم او فر ما يكون لحما وكل بعرة او روثة علف لدوابكم.

"না, তবে এক রাত্রিতে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সহিত ছিলাম। হঠাৎ আমরা তাঁহাকে আমাদের মধ্যে দেখিতে পাইলাম না। আমরা তখন প্রান্তরে প্রান্তরে গিরি-কন্দরসমূহে তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহাকে খুঁজিতে লাগিলাম। লোকের মধ্যে নানারূপ বলাবলি হইল, তাঁহাকে কি গোপন করা হইয়াছে, অপহরণ করা হইয়াছে? রাবী ইব্‌ন মাস'উদ বলেন, আমরা এমন এক দূরদৃষ্টপূর্ণ রাত্রি অতিবাহিত করিলাম, যেমনটি কোন সম্প্রদায় কখনও অতিবাহিত করে নাই। সকাল বেলা আমরা হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, তিনি হেরা পাহাড়ের দিক হইতে আগমন করিতেছেন। রাবী বলেন, আমরা বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনাকে হারাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া না পাইয়া এমন এক দূরদৃষ্টপূর্ণ রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছি যেমনটি কোন সম্প্রদায় কখনও অতিবাহিত করে নাই। জবাবে তিনি বলিলেন: জিন্নদের আহবানকারী আমার নিকট আগমন করে। তখন আমি তাহাদের সহিত চলিয়া যাই। আমি তাহাদেরকে কুরআন তিলাওয়াত করিয়া শুনাই। রাবী বলেন, তারপর তিনি আমাদিগকে লইয়া সেই স্থানে তাহাদের চিহ্নাদি এবং তাহাদের আগুনের চিহ্নাদি দেখান"।

তাহারা ঐ সময় তাঁহার নিকট পাথেয় যাচ্ঞা করিলে তিনি বলেন: যে কোন হাড় যাহার উপর (যবেহকালে) আল্লাহ্‌র নাম লওয়া হইয়াছে, তাহা তোমাদের হাত স্পর্শ করামাত্র মাংসপূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং গোবর তোমাদের জন্তুসমূহের ঘাসে রূপান্তরিত হইবে"। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন:

فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم

"সুতরাং তোমরা ঐ দুই বস্তু দ্বারা শৌচ করিবে না; কেননা ঐগুলি তোমাদের (জিন্ন) ভাইদের খাদ্য।"

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হইতে আরও বর্ণিত আছে। তিনি বলেন:

سمعت رسول الله ﷺ يقول بت الليلة اقرأ على الجن واقفا بالحجون.

"আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলিতে শুনিয়াছি, আমি হাজূন নামক স্থানে জিন্নদিগকে কুরআন তিলাওয়াত শুনাইয়া রাত্রি যাপন করিয়াছি"।

ইব্‌ন জারীর অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। ইব্‌ন জারীর বলেন, ইব্‌ন শিহাব সিরিয়াবাসী আবূ উছমান ইব্‌ন শাব্বাহ আল-খুযাঈ হইতে বর্ণনা করেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) বলিয়াছেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে তাঁহার সাহাবীগণকে বলেন:

من احب منكم ان يحضر أمر الجن الليلة فليفعل فلم يحضر منهم احد غيرى.

"তোমাদের মধ্যকার কেহ যদি রাত্রিবেলা জিন্নদের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পসন্দ করে তবে সে যেন তাহা করে। কিন্তু আমি ব্যতীত আর কেহ ঐ রাত্রিতে হাযির হয় নাই"।

রাবী বলেন, তারপর আমরা দুইজন পথচলা শুরু করিলাম। যখন আমরা মক্কার উঁচু এলাকায় গিয়া উপনীত হইলাম, তখন তিনি তাঁহার পবিত্র পায়ের দ্বারা একটি বৃত্ত অংকন করিয়া আমাকে উহার মধ্যে অবস্থানের আদেশ দিলেন। তারপর তিনি চলিয়া গেলেন এবং দাঁড়াইয়া কুরআন পাঠ শুরু করিলেন। এই সময় তাহাকে অনেক কৃষ্ণকায় বস্তু ঢাকিয়া ফেলিল এবং উহা তাঁহার ও আমার মধ্যে অন্তরায়স্বরূপ হইল, এমনকি তাঁহার শব্দও আর আমি শুনিতে পাইলাম না। তারপর মেঘমালা ভেদ করিবার মত আওয়ায করিয়া তাহারা প্রস্থান করিতে লাগিল। মাত্র কয়েকজন শেষ পর্যন্ত তাঁহার সহিত রহিল যাহাদের সংখ্যা নয় হইতে তের-এর মধ্যে। ফজরের উদয়কালে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন। তারপর আমার নিকট আগমন করিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ঐ দল কী করিল? আমি বলিলাম, ঐ যে উহারা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তখন তিনি তাহাদেরকে খাদ্যস্বরূপ অস্থি ও গোবর দান করিলেন এবং কেহ যেন পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোবর ও অস্থি ব্যবহার না করে সেই নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। ইব্ন জারীর, বায়হাকী ও আবূ নু'আয়ম অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ, ৬খ, পৃ. ৪৩৩-৩৫)।

ইবলীসের প্রপৌত্রের আগমন

হাফিয বায়হাকী তদীয় 'দালাইলুন নবুওয়া' গ্রন্থে "ইবলীসের প্রপৌত্র হামা ইব্নুল হায়ছাম ইব্ন লাকীস ইব্ন ইবলীসের নবী ﷺ দরবারে আগমন ও ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গ" শিরোনামে একটি আশ্চর্যজনক ও বিরল ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার অনুকরণে ইব্ন কাছীর (র)-ও তদীয় আল-বিদায়া ওয়ান্-নিহায়া এবং আস্-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা উভয় গ্রন্থে এই ঘটনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ

আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইব্নুল হুসায়ন ইব্ন দাঊদ আলভী (র) আবূ নাসর মুহাম্মাদ ইব্ন হামদুয়েহ ইব্ন সাহ্ল আল-কারী আল-মারূযী— আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাম্মাদ আমেলী মুহাম্মদ ইব্ন আবূ মা'শার আবূ মা'মার নাফি' সূত্রে ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমার (রা) বলিয়াছেন, "একদা আমরা তিহামায় কোন এক পাহাড়ে নবী কারীম ﷺ-এর সহিত উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় একটি লাঠি হস্তে জনৈক বৃদ্ধ আসিয়া নবী কারীম ﷺ-কে সালাম দিল। তিনি তাহাকে সালামের জবাব দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

خغمة جن وغمغمتهم من انت ؟

"ইহা তো জিন্নদের গুনগুনানী! তুমি কে হে?"

"জবাবে সে তাহার পরিচয় ব্যক্ত করিল এইভাবে, আমি হইতেছি হামা ইব্নুল হায়ছাম ইব্ন লাকীম ইব্ন ইবলীস। নবী কারীম ﷺ বলিলেনঃ তাহা হইলে তো তোমার ও ইবলীসের মধ্যে

মাত্র দুই পুরুষের ব্যবধান (তুমি তাহার প্রপৌত্র) তোমার বয়স কত? জবাবে সে বলিল, দুনিয়া আমার আয়ু শেষ করিয়া দিয়াছে। কাবীল যখন হাবীলকে হত্যা করে তখন আমি কয়েক বৎসরের বালক মাত্র। একটু বুঝ হইয়াছে, টিলায় টিলায় ঘুরিয়া বেড়াই, খাদ্য বিনষ্ট করা এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য লোককে প্ররোচিত করিতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলিলেন ঃ খেযাব ব্যবহারকারী বৃদ্ধ এবং ভর্ৎসনা ভীতু যুবকের পক্ষে উহা বড় বে-মানান অপকর্ম। হামা বলিল, ঐ সব পুরাতন কথার পুনরাবৃত্তির ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করুন? আমি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছি।

"আমি নূহ (আ)-এর সহিত তাঁহার ইবাদতখানায় তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সহিত ছিলাম। আমি তাঁহার কওমের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিশাপ দানের ব্যাপারে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করি। তিনি এজন্য অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া রোদন করিতে থাকেন, এমনকি আমি নিজেও তাঁহার এই রোদন দেখিয়া রোদন করি। তখন তিনি বলেন, আমি অবশ্যই এইজন্য লজ্জিত, অনুতপ্ত এবং অজ্ঞ মূর্খদের তালিকাভুক্ত হওয়া হইতে আল্লাহ্র দরবারে পানাহ চাহিতেছি। হামা বলিল, আমি বলিলাম, হে নূহ্! হাবীলের মত পুণ্যবান ভাগ্যবান শহীদের হত্যাকাণ্ডে আমি শামিল ছিলাম। আমার এই ব্যাপারে প্রায়শ্চিত্ত বা তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি? জবাবে তিনি বলিলেন ঃ ওহে হামা! পুণ্যকাজের সঙ্কল্প করিবে এবং লজ্জিত অনুতপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাহা সম্পন্ন করিবে। আমি আমার নিকট নাযিলকৃত কিতাবে পাঠ করিয়াছি, কোন ব্যক্তি যত বড় পাপীই হউক না কেন, তওবা করিলে আল্লাহ্ তাহার তওবা কবূল করিবেন। উযূ করিয়া দুইটি সিজদা কর। আমি তাৎক্ষণিকভাবে তাঁহার নির্দেশ অনুসারে কাজ করি। একটু পরেই তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ঃ ওহে! মস্তক উত্তোলন কর। তোমার তওবা কবুল হওয়ার সংবাদ আসমান হইতে আসিয়াছে। এই সুসংবাদ শ্রবণ মাত্র আমি পুনরায় সিজদায় পড়িয়া যাই।

"আমি হূদ আলায়হিস্ সালামের সহিত তাঁহার ইবাদতখানায় তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়নকারীদের সহিত ছিলাম। আমি তাঁহাকেও তাঁহার স্বগোত্রের প্রতি অভিশাপ বর্ষণের দরুন ভর্ৎসনা করিয়াছি। এমনকি তিনি তাহাতে ক্রন্দন করেন এবং আমাকেও কাঁদান। তিনি বলেন, ঐ বদ-দু'আ করার জন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত। আমি আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাই যেন তিনি এজন্য আমাকে অজ্ঞ মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। সালিহ আলায়হিস্ সালামকে তাঁহার কওমের বিরুদ্ধে বদ-দুআ'র জন্য ভর্ৎসনা ও তাঁহার ক্রন্দনের কথাও সে অনুরূপ বর্ণনা করিল। আমি ইয়াকূব আলায়হিস্ সালামের দরবারেও হাযির হইতাম। আমি ইউসূফ (আ)-এর সহিত সংরক্ষিত স্থানে ছিলাম যখন তিনি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমি ইল্য়াস আলায়হিস্ সালামের সহিত মাঠে-প্রান্তরে সাক্ষাত করিতাম এবং এখনও তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাত হইয়া থাকে।

"মূসা ইব্ন ইমরান আলায়হিস্ সালামের সহিতও আমি সাক্ষাত করিয়াছি। তিনি তাওরাতের কিছু অংশ আমাকে শিক্ষা দেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ঈসা ইব্ন মারয়ামের সহিত তোমার

সাক্ষাত হইলে তাঁহাকে আমার সালাম জানাইবে। তাঁহার সহিতও আমার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইয়াছে এবং আমি তাঁহাকে মূসা (আ)-এর সালাম পৌঁছাইয়া দিয়াছি। ঈসা (আ) আমাকে বলিয়াছিলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহিত যদি তোমার সাক্ষাত হয় তবে তাঁহাকে আমার সালাম পৌঁছাইবে। তাহা শ্রবণ করিয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অশ্রুসজল নয়নে বলেন ঃ যতদিন পর্যন্ত এই দুনিয়া কায়েম থাকিবে ততদিন পর্যন্ত ঈসা (আ)-এর প্রতি সালাম বর্ষিত হউক এবং এই আমানত পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য তোমার প্রতিও সালাম বর্ষিত হউক।

"সে নিবেদন করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনিও আমার প্রতি মূসা (আ)-এর মত আচরণ করুন। অর্থাৎ তিনি যেমন আমাকে তওরাতের শিক্ষা দিয়াছিলেন, তেমনি আপনি আমাকে কুরআন শিক্ষা দিন। সেইমতে তিনি আমাকে সূরা আল-ওয়াকি'আ, সূরা আল-মুরসালাত, সূরা আল-ইখলাস, সূরা আন-নাবা, সূরা ইযাশ-শাম্সু কুব্বিরাত, কূল আ'উযু বিরাব্বিল ফালাক ও নাস্ পাঠ শিক্ষা দেন।" হযরত উমার (রা) বলেন, মহানবী (স)-এর ইনতিকালের পর হামাকে আর আসিতে দেখি নাই। তাহার মৃত্যু হইয়াছে কিনা তাহা জানা নাই। বায়হাকী মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই হাদীছের মধ্যবর্তী রাবী মুহাম্মাদ ইব্ন মা'শার-এর নিকট হইতে শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ রিওয়ায়াত গ্রহণ করিয়াছেন। হাদীছবেত্তাগণ তাঁহাকে দুর্বল সাব্যস্ত করেন। এই হাদীছটি তুলনামূলক অন্য একটি সবল সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩/৫খ., পৃ. ১৭৭-৭৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ বরাত নিবন্ধগর্ভে প্রদত্ত হইয়াছে।

আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিদায় হজ্জ

হজ্জ ইসলামের একটি রুকন। সুস্থ সবল, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন ও পর্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী মুসলমানের উপর অন্তত জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয। পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً.

"মানুষের মধ্যে যাহার সেইখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তাহার অবশ্য কর্তব্য" (৩ ঃ ৯৭)।

ইসলামী শারী'আতের পরিভাষায় হজ্জ বলা হয় ঃ

هو زيارة مكان مخصوص فى وقت مخصوص بافعال مخصوصة.

"নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে (মক্কায়) নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবার নাম হজ্জ" ('উবায়দুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, শারহুল বেকায়া, বঙ্গানুবাদ, ঈযাহুদ দিরায়া, কিতাবুল হজ্জ, পৃ. ১)।

বিদায় হজ্জ মানে শেষ হজ্জ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের পর প্রথম হজ্জ হইলেও ইহা ছিল তাঁহার জীবনের শেষ হজ্জ। ইহার পর তিনি আর কোন হজ্জ করিতে পারেন নাই। সেইজন্য ইহাকে حجة الوداع বা বিদায় হজ্জ বলা হয়। আবার ইহাকে حجة البلاغ ও حجة الاسلام-ও বলা হয় (ইব্ন কাছীর, আল-ফুসূল ফী সীরাতির রাসূল, পৃ. ২১৭; আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫৬)।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীন প্রচারের এক মহান দায়িত্ব লইয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলেন। নবূওয়াত প্রাপ্তির পর হইতে ওফাত পর্যন্ত এই মহান দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। অসংখ্য অগণিত পথভ্রষ্ট মানুষকে মূর্তি পূজা হইতে এক আল্লাহর দিকে আহবান করিয়াছেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় মানবকুল মূর্তি পূজার আবর্জনা ও জাহিলিয়্যাতের সকল কুসংস্কার হইতে পাক-পবিত্র হইয়াছে। তাহাদের অন্তর ঈমানের আলোকে আলোকিত হইয়াছে। আল্লাহর ঘর কা'বা গৃহ মূর্তি ও মূর্তি-পূজার পংকিলতা হইতে মুক্ত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জাহিলিয়াতের সকল ভ্রান্ত মতবাদের বিলোপ সাধন করিয়া তাওহীদ ও রিসালাতের ভিত্তিতে একটি সুষ্ঠু ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি দশম হিজরীর শেষার্ধে অনুভব করেন যে, তাঁহার পৃথিবীতে অবস্থানের মেয়াদকাল সম্ভবত শেষ হইয়া আসিয়াছে। সেইজন্য তিনি হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া প্রেরণকালে বলিয়াছিলেন ঃ

يا معاذ انك عسى ان لا تلقانى بعد عامى هذا. ولعلك ان تمر بمسجدى هذا وقبرى.

"হে মুআয! সম্ভবত এই বৎসরের পর আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাৎ হইবে না। হয়তো তুমি আমার মসজিদ ও আমার কবরের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে।"

"এই কথা শুনিয়া হযরত মু'আয (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিরবিদায়ের কথা শ্রবণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন" (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫১১)।

তাহাছাড়া সূরা নাসর নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের আভাস সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। এই সূরা নাযিল হওয়ার পর কোন এক মজলিসে হযরত উমার (রা) সাহাবীদের নিকট ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সাহাবীগণের বিভিন্নজন বিভিন্ন উত্তর প্রদান করিলেন। সেই মজলিসে হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-ও ছিলেন। এমন সময় হযরত উমার (রা) হঠাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর দিকে তাকাইলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন বিধায় উত্তর দিতে অনেকটা ইতস্তত করিতে ছিলেন। হযরত উমার (রা) তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, নির্দ্বিধায় বল। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের আভাস এখানে পাওয়া যায় (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৪)।

মোটকথা সূরা নাসর নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিদায়ক্ষণ অতি নিকটবর্তী। সেইজন্য তিনি সারা বিশ্বের মানুষের সামনে শারী'আত ও আখলাকের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন। উপরন্তু আল্লাহ পাকও চাহিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার রাসূল ﷺ-কে সুদীর্ঘ বাইশ বৎসরের দীন প্রচারের দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতনের ফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাইবেন। তখন আল্লাহ পাক তাঁহার প্রিয় হাবীব রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হজ্জের অনুমতি প্রদান করিলেন। আল্লাহ পাকের এইরূপ ইচ্ছানুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জে গমনের ঘোষণা করিলেন। ঘোষণা অনুযায়ী মুসলমানগণ দলে দলে মদীনায় আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فنزل المدينة بشر كثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله ﷺ ويفعل مثل ما يفعل.

"ইতোমধ্যে মদীনায় প্রচুর লোকের সমাগম হইল। উপস্থিত জনতার প্রত্যেকেই মনেপ্রাণে কামনা করিতেছিল যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত (হজ্জ) সম্পন্ন করিবে ও তিনি যাহা করিবেন তাহারাও তাহা করিবে" (ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, মুসনাদ, ৪খ., হা. ১৪০৩১, পৃ. ২৬৪; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫১১; আল্লামা শিবলী নোমানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৪)।

এই উদ্দেশ্যেগুলি সম্পাদনের জন্য তিনি মদীনা হইতে মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। বায়তুল্লাহর হজ্জ আদায় করিবেন, মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হইবেন, তাহাদিগকে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিবেন, ধর্মের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তা'লীম প্রদান করিবেন, সত্যের

সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, তাঁহার নিজের অপরিহার্য কর্তব্য সম্পাদন করিবেন, মুসলমানদেরকে শেষ উপদেশ প্রদান করিবেন এবং জাহিলিয়াতের অবশিষ্ট অংশগুলি মুছিয়া ফেলিবার জন্য তাহাদের নিকট হইতে অঙ্গীকার গ্রহণ করিবেন (সায়্যিদ আবুল হাসন আলী নদভী, নবীয়ে রহমত, পৃ. ৪০১)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ্জে গমন করার সংবাদ এবং সাধারণ মুসলমানদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হজ্জে যাইবার অপূর্ব সুযোগের সংবাদ সারা আরব জাহানে ছড়াইয়া পড়িল। ফলে সারা আরব জাহানে একটা অভাবনীয় উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হইল। পাহাড়-পর্বত, মাঠ-ঘাট, তেপান্তর, ধুসর মরুভূমি অতিক্রম করিয়া লোকজন দলে দলে মদীনায় আসিয়া জমায়েত হইতে লাগিল। মদীনা ও তাহার পার্শ্ববর্তী এলাকা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। যেইদিকে চোখ যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দিয়া কত লোক সমবেত হইয়াছিল উহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা ছিল দুষ্কর। এক কথায় ইহা ছিল এক জনসমুদ্র। ডানে-বামে, পিছনে-সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু মানুষ আর মানুষ (নবীয়ে রহমত, পৃ. ৪০১; ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন হায়কাল, মহানবী ﷺ-এর জীবন চরিত, পৃ. ৬৩৮)।

ইমাম হালাবী আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা গ্রন্থে সংখ্যা সংক্রান্ত সকল বর্ণনা উপস্থাপন করিয়াছেন। এই সকল বর্ণনায় চল্লিশ হাজার হইতে এক লাখ বিশ হাজারের কথা বলা হইয়াছে। আর কোন হাদীছ গ্রন্থে তাহাদের সঠিক সংখ্যার বর্ণনা পাওয়া যায় নাই। তাই এই সকল বর্ণনার আলোকে ধরিয়া নেওয়া হয় তাহাদের সংখ্যা ছিল এক লাখের বেশী (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫৭)।

ইব্‌ন ইসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় নয় বৎসর অবস্থান করিয়াছেন। সেই সময় হজ্জ ফরয হইলেও তিনি হজ্জ আদায় করেন নাই। অবশেষে তিনি দশম হিজরীতে হজ্জ আদায়ের নিয়াত করিলেন। তিনি তাঁহার সংকল্পের কথা মুসলমানদেরকে জানাইয়া দিলেন এবং মুসলমানদেরকেও হজ্জে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে নির্দেশ প্রদান করিলেন। ফলে দেশ জুড়িয়া একটা উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত হজ্জে গমন করার সংবাদে মুসলিমগণ হইয়া দলে দলে মদীনায় আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দশম হিজরীর যিলকা'দ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকিতে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হইলেন। কোন কোন বর্ণনায় দশ দিন বাকী থাকিতেই রওয়ানা হওয়ার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১২৭; সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩৩০; ইব্‌ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ২১৫; আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫৭; ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, মুসনাদ, ৪খ., হা. ১৪০৩১, পৃ. ২৬৪; আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪০২)।

মদীনা হইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন দিন্ রওয়ানা হইয়াছিলেন তাহা নিয়াও মতভেদ রহিয়াছে। কেননা কোন রিওয়ায়াতেই এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই যে, যে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হইয়াছিলেন সেই দিনটি কি বার ছিল। তবে এই কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি যিলকা'দ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকিতেই রওয়ানা হইয়াছিলেন এবং যিলহজ্জ মাসের চার রাত

অতিবাহিত হওয়ার পর মক্কায় পৌঁছিলেন। তবে বিভিন্ন বর্ণনার প্রেক্ষিতে ইব্ন হায্ম দাবি করিয়াছেন, যেই দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ রওয়ানা হইয়াছিলেন সেই দিন ছিল বৃহস্পতিবার, ইহাতে সন্দেহ নাই। দিনটি যে বৃহস্পতিবার ছিল ইহার প্রমাণ হিসাবে তিনি বলিয়াছেন, নয়ই যিলহজ্জ যখন শুক্রবার তাহা হইলে প্রথম যিলহজ্জ নিশ্চয়ই বৃহস্পতিবার ছিল। আর শেষ দিন বুধবার ছিল। তাহা ছাড়া প্রমাণ হিসাবে তিনি হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনাকেও পেশ করিয়াছেন যাহাতে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) যুল-হুলায়ফায় তাহলীল (ইহ্রাম) এবং মদীনায় তাকলীদ (পশুর গলায় কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ মালা পরানো)-এর কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন, ইহা ঐ দিনের কথা যখন যিলকা'দ মাসের পাঁচ দিন অবশিষ্ট ছিল। আর হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) এবং হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, যুল-হুলায়ফায় তিনি এক রাত অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহলীল ও তাকলীদ রওয়ানা হওয়ার পরের দিন করা হইয়াছে। এই হিসাবে মদীনা হইতে রওয়ানা হওয়ার পর যিলকা'দ মাসের ছয় রাত বাকী ছিল। আর তাহা কোনক্রমেই হইতে পারে না, যদি না রওয়ানা হওয়ার দিন বৃহস্পতিবার বলিয়া স্বীকার করা হয়। আর ছয় বলিতে যদি ছয় দিন বুঝানো হইত তাহা হইলে রওয়ানা হওয়ার দিন বাদ দিয়া হিসাব করিতে হয়। অর্থাৎ শুক্র, শনি, রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবার (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫০৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১২৮-২৯)।

পক্ষান্তরে ইবনুল কায়্যিম দাবি করিয়াছেন, যেই দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা হইতে মক্কায় রওয়ানা হইয়াছিলেন সেই দিনটি ছিল শনিবার। তখনও যিলকা'দ মাসের পাঁচ দিন বাকী ছিল। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। যদি বৃহস্পতিবার রওয়ানা হইয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকে না, আর পাঁচ রাতও বাকী থাকে না। সেই হিসাবে বাকী থাকে ছয় রাত এবং সাত দিন। আর রওয়ানা হওয়ার দিন গণনা না করিলেও ছয় দিন বাকী থাকে। সর্বাবস্থায় তাহা হাদীছের পরিপন্থী। কেননা সহীহ হাদীছের মাধ্যমে জানা যায়, তখনও যিলকা'দ মাসের পাঁচ দিন বাকী ছিল। আর যদি শনিবার দিন রওয়ানা হইয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে রওয়ানা হওয়ার দিন ঠিক পাঁচ দিনই বাকী থাকে, যেমন হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

خرج رسول الله ﷺ الى الحج لخمس ليال بقين من ذى القعدة.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যিলকা'দ মাসের পাঁচ দিন বাকী থাকিতে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন" (ইমাম বুখারী, আস-সাহীহ, ১৫৪৫, পৃ. ৩০৭)। সুতরাং দিনগুলি হইল শনি, রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধবার (আসাহ্হুস সিয়ার, ৫০৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১২৭)।

রওয়ানা হওয়ার দিনটাকে অবশ্যই হিসাবে ধরিতে হইবে। তাহা না হইলে শুক্রবার রওয়ানা হইয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে যাহা প্রায় অসম্ভব। কেননা হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি মদীনায় চার রাকআত যুহরের নামায আদায় করিয়াছিলেন। আর যুল-হুলায়ফায় তিনি দুই রাকআত আসরের নামায আদায়

করিয়াছিলেন। অথচ শুক্রবার চার রাকআত যুহরের নামায পড়ার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং এই কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শনিবার দিন মদীনা হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন। আর হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) রওয়ানা হওয়ার দিনটাকেও উক্ত পাঁচ দিনের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

ইবনুল কায়্যিম আরো একটি প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে মদীনায় একটি খুতবা (ভাষণ) প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি হজ্জের নিয়ম-কানুন ও ইহরামকারীর জন্য প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিধি- বিধান বর্ণনা করিয়াছিলেন। আর এই কথা সুবিদিত যে, খুতবাটি ছিল জুমু'আ-এর খুতবা। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সকল কথা বর্ণনা করিবার জন্য একটি আলাদা খুতবা প্রদান করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং বিশুদ্ধ কথা হইল, জুমু'আ-এর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর তা'লীম দিয়াছিলেন এবং পরদিন শনিবার যথারীতি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ (আসাহ্হুস-সিয়ার, পৃ. ৫০৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১২৮-১২৯)।

ইতোমধ্যে হাজার হাজার লোক বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া মদীনায় সমবেত হইতে লাগিল। প্রত্যেকের হৃদয় মন বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও হজ্জব্রত পালনের আনন্দে উদ্বেলিত। যাত্রার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করিয়া একটি খুতবা প্রদান করেন। খুতবায় তিনি হজ্জ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপস্থিত জনতাকে তা'লীম প্রদান করেন। তাহার পর চার রাকআত যুহরের নামায আদায় করিলেন। তাহারপর মাথায় তৈল লাগাইলেন এবং চিরুনী দিয়া তাহা পরিপাটি করিলেন। অতঃপর লুঙ্গি পরিধান করিলেন এবং গায়ে চাদর জড়াইলেন। কুরবানীর পশুকে সাজাইয়া লইলেন। তারপর যুহর ও আসরের নামাযের মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সাথে তাঁহার স্ত্রীগণও ছিলেন। তিনি মক্কার দিকে চলিতে লাগিলেন। উপস্থিত জনতাও চলিতে লাগিলেন। এক সময় তিনি যুল-হুলায়ফা আসিয়া উপস্থিত হন। উল্লেখ্য যে, যুলহুলায়ফা মদীনা হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। তখনও আসরের নামাযের সময় হয় নাই। তিনি দুই রাকআত আসরের নামায আদায় করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি কসর আদায় করিয়াছিলেন (আর-রাহীকুল-মাখতূম, পৃ. ৫১১; আসাহ্হুস- সিয়ার, পৃ. ৫০৮)।

রাত্রি যাপনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁবু নির্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁবু নির্মাণ করা হইল। তিনি সঙ্গী-সাথীদের নিয়া যুল-হুলায়ফায় রাত্রি যাপন করিলেন। সেইখানে তাঁহার স্ত্রীগণ সকলেই ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন সংখ্যায় নয়জন। পরদিন সকালে তিনি উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ

اتانى الليلة ات من ربى عز وجل فقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة.

"এই রাত্রে আমার নিকট আমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে একজন আগন্তুক আসিয়া বলিলেন, এই বরকতময় প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন— হজ্জ-এর মধ্যে উমরাও

রহিয়াছে” (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫১১-১২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৩১; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫০৭-৫০৮; ইব্ন কাছীর, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, সীরাতির রাসূল, পৃ. ২১৬)।

যুহরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলায়ফায় অবস্থান করিলেন। ইহরামের জন্য তিনি পুনরায় যুহরের নামাযের পূর্বে নূতন করিয়া গোসল করিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আইশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

كان رسول الله ﷺ اذا اراد ان يحرم غسل راسه بخطمى واشنان.

“রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইহরাম বাঁধিবার ইচ্ছা পোষণ করিলেন, তখন তাঁহার মাথা খিতমী ও আশনান (দুই প্রকার ঘাস) দ্বারা ধৌত করিলেন” (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৩২)।

তবে হযরত যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহরাম বাঁধিবার উদ্দেশ্য গোসল করিয়াছেন। গোসলের পর হযরত আইশা (রা) নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহ মুবারকে সুগন্ধি লাগাইয়া দিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عائشة قالت كنت اطيب رسول الله ﷺ لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك.

“হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁহার ইহরামের জন্য ইহরামের পূর্বে এবং হালাল হওয়ার জন্য তাঁহার বায়তুল্লাহ তাওয়াফের পূর্বে সুগন্ধি লাগাইয়া দিতাম যাহাতে মিশক থাকিত” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৪০; ৭৭৯; সহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ১০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৩২)।

হযরত আইশা (রা) বলেন, আমি ইহরাম বাঁধিবার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এত বেশী সুগন্ধি লাগাইয়া দিতাম যে, তাঁহার কেশ মুবারকেও তাহার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিত। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

كانى انظر الى وبيص المسك فى مفرق رسول الله ﷺ وهو محرم.

“আমি যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সিঁথিতে এখনও সুগন্ধির শুভ্র চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি, অথচ তখন তিনি ইহরাম অবস্থায় ছিলেন” (মিশকাতুল মাসাবীহ, সহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ১১; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫০৮)।

তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হইরামের পোশাক পরিধান করিলেন। ইহরামের পোশাক হইল সেলাইবিহীন সাদা তহবন্দ ও এক খণ্ড চাদর— তাহাই তিনি পরিধান করিলেন। অতঃপর দুই রাকআত যুহরের নামায, ভিন্নমতে ইহরামের দুই রাকআত নামায আদায় করিলেন। তারপর নামাযের মুসাল্লায় বসিয়াই হজ্জ ও উমরার জন্য তালবিয়া (লাব্বায়ক) পাঠ করিলেন (আসাহ্হুস-সিয়ার, ৫০৮; ইমাম মুসলিম, আস্-সাহীহ, ১খ., পৃ. ৩৭৬; আর-রাহীকুল মাখতূম,

তবে বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ কোথায় ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন এই ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রহিয়াছে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) যুহরের নামায আদায় করিয়া বাহির হইলেন এবং ইহরাম বাঁধিয়া উটের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله ﷺ اذا ادخل رجله فى الغرز واستوت به نافته قائمة اهل من عند مسجد ذى الحليفة.

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁহার পা রেকাবে প্রবেশ করাইলেন, আর তাঁহার উষ্ট্রী তাঁহাকে লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি যুলহুলায়ফা মসজিদের নিকট তালবিয়া পাঠ করিলেন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৪২, পৃ. ৭৭৯)।

অপরদিকে হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুল-হুলায়ফা হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বায়দা নামক স্থানে আসিয়া ইহরাম বাঁধেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن جابر ان رسول الله ﷺ لما اراد الحج فلما اتى البيداء احرم.

"হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হজ্জ করিতে মনস্থ করিলেন.... অতঃপর যখন আল-বায়দা নামক স্থানে আসিলেন তখন হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধিলেন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৫৪, পৃ. ৭৮২; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৩৯-৪০)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইহরাম-এর স্থান সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে দুই রাকআত নামায আদায় করিয়া সেইখানেই ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। তারপর যখন উটের উপর আরোহণ করিলেন তখনও তিনি তালবিয়া পাঠ করিলেন। আবার যখন বায়দা' নামক উঁচু ভূমিতে আসিলেন তখনও তিনি তালবিয়া পাঠ করিলেন। বর্ণনাকারীদের যিনি যেখানে তাঁহাকে তালবিয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছেন, তিনি সেখানকার কথাই বর্ণনা করিয়াছেন (আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৫০৮; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, তানবীরুল মিশকাত, বাংলা, কিতাবুল হজ্জ, পৃ. ২০)।

যাহা হউক রাসূলুল্লাহ ﷺ তালবিয়া পাঠ করিয়া হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধিলেন। তাহ্‌লীলে কখনো তিনি হজ্জ ও উমরা উভয়ের কথা বলিলেন, আবার কখনো তিনি কেবল হজ্জের কথা বলিতেন। তাঁহার তালবিয়া ছিল নিম্নরূপ ঃ

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

"হাযির, হাযির, তোমার দরবারে হাযির। হে আল্লাহ! তোমার কোন শরীক নাই। সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত একমাত্র তোমারই। রাজত্ব তোমারই। তোমার কোন শরীক নাই" (সুনানু আবী দাঊদ, ২খ., হা. ১৮২২, পৃ. ৪০৪; ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, ৪খ., পৃ. ৩৯; সুনানু ইব্‌নু

মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, পৃ. ১০২৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৬১; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫০৮-৫০৯; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫৯)।

তবে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তালবিয়া ছিল নিম্নরূপ ঃ

لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير فى يديك لبيك الرغباء اليك وبعد.

"হাযির, হে আল্লাহ! হাযির। তোমার সামনে সৌভাগ্য লাভ করিতেছি, সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। হাযির, সমস্ত বাসনা তোমার দিকে এবং সকল আমল তোমার জন্যই" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৭; মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৫১, পৃ. ৭৮১)।

আবার কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরিউক্ত তালবিয়ার সাথে لبيك اله الخلق لبيك "হাযির হে সৃষ্টিজগতের ইলাহ হাযির" বৃদ্ধি করিয়াছিলেন (আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৫৯)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ ও উমরার জন্য একসাথে তাহলীল করিয়াছেন। আবার কখনও শুধুমাত্র হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করিয়াছেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن انس قال سمعت رسول الله ﷺ اهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجا ولبيك عمرة وحجا.

"হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য তাহলীল করিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন لبيك عمرة وحجا ولبيك عمرة وحجا হাযির উমরা এবং হজ্জের তরে! হাযির উমরা এবং হজ্জের তরে" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৫৯)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন নিজে তালবিয়া বাড়াইয়া পাঠ করিতেছিলেন, সাহাবীগণও কেহ একটু বাড়াইয়া আবার কেহ একটু কমাইয়া পাঠ করিতেছিলেন। তবে কম-বেশী করিবার জন্য তিনি কাহাকেও নিষেধ করেন নাই (আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন, আল-হালাবী, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৫৯)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করিতেছিলেন। সেইসাথে তিনি সাহাবীগণকেও উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করিতে নির্দেশ দেন। কারণ হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করিবার জন্য নির্দেশ দেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত যায়দ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ان رسول الله ﷺ قال اتانى جبرئيل عليه الصلوة والسلام فقال مر اصحابك ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية فانها من شعار الحج.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিয়াছেন, আমার নিকট হযরত জিবরাঈল (আ) আসিয়া বলিয়া গেলেন, আপনার সাথীদেরকে বলুন, তাহারা যেন উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কেননা তালবিয়া হজ্জের

অন্যতম নিদর্শন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৪৯, পৃ. ৭৮১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৬৩; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., ২৫৯; সুনান আবী দাউদ, ২খ., হা. ১৮১৪, পৃ. ৪০৪)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ পাইয়া সাহাবীগণও উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابى سعيد الخدرى قال خرجنا مع رسول الله ﷺ الى الحج نصرخ بالجعيم صراخا.

"হযরত আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত হজ্জের জন্য বাহির হইলাম। আর আমরা হজ্জের তালবিয়া উচ্চস্বরে পাঠ করিতেছিলাম" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৪৩, পৃ. ৭৮০)।

অপর একটি হাদীছে হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

كنت رديف ابى طلحة وانهم ليصرخون بهما جميعا الحج والعمرة.

"আমি আবূ তালহা (রা)-এর পিছনে একই সওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন সাহাবীগণ সকলেই হজ্জ ও উমরার জন্য উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করিতেছিলেন" (প্রাগুক্ত, ২খ., হা. ২৫৪৫, পৃ. ৭৮০)।

উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের কারণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিয়াছেন ঃ

قال رسول الله ﷺ ما من مسلم يلبى الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدار حتى تنقطع الارض من ههنا وههنا...

"যে কোন মুসলমান তালবিয়া পাঠ করে, তাহার সহিত তাহার ডানে-বামে যাহা কিছু রহিয়াছে— পাথর, বৃক্ষ অথবা মাটির টিলা, এমনকি জমির এইদিক ঐদিক শেষ সীমা পর্যন্ত যাহা কিছু রহিয়াছে, সকলেই তালবিয়া পাঠ করিয়া থাকে" (ওয়ালী উদ্দিন আল-খতীব, প্রাগুক্ত, ২খ., হা. ২৫৫০, পৃ. ৭৮১)।

বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুফরিদ, কারিন, না কি মুতামাত্তি ছিলেন তাহা লইয়াও যথেষ্ট মতবিরোধ রহিয়াছে। কাহারও মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুফরিদ ছিলেন। কেননা তিনি শুধু ইফরাদ হজ্জের নিয়াতে ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। আবার কাহারও মতে তিনি কারিন ছিলেন। হজ্জ ও উমরার ইহ্রাম একসাথে বাঁধিয়া ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুতামাত্তি ছিলেন। প্রথমে উমরার ইহরাম বাঁধিয়া উহার কার্যাবলী সম্পাদনের পর পুনরায় হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধেন। ইমাম হালাবী অবশ্য অন্য মত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ "মতলক" ইহরাম বাঁধিয়া ছিলেন—ইফরাদ, তামাত্তু ও কিরান-এর কোনটিই নির্দিষ্ট করেন নাই। পরে আল্লাহর নির্দেশে তাহা নির্ণয় করিয়াছেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫০১; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫৮; আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪০৬)।

এই সকল মতের প্রত্যেকটির সমর্থনে দলীল রহিয়াছে। ফলে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। সেই জন্য সকল মতের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

যাহারা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুফরিদ ছিলেন তাহারা নিজেদের মতের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে পেশ করিয়াছেন হযরত ইব্‌ন 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত হাদীছ যাহা ইমাম মুসলিম বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عن ابن عمر قال اهلنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفردا وفي رواية ان رسول الله ﷺ اهل بالحج مفردا.

"হযরত ইব্‌ন 'উমার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ইফরাদ হজ্জের তালবিয়া পাঠ করিয়াছিলাম। অপর বর্ণনায় আসিয়াছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করিয়াছিলেন" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৫২)।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে মুফরিদ ছিলেন।

عن عائشة ان رسول الله افرد بالحج.

"হযরত আইশা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জের নিয়্যাত করিয়াছিলেন" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৩১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৩৮)।

হযরত জাবির (রা)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। সাথে সাথে তিনি হজ্জের সাথে উমরার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ان رسول الله ﷺ افرد بالحج وفى رواية عنه اهل رسول الله ﷺ فى حجته بالحج وليس معه عمرة .

"হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জ করিয়াছিলেন। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইফরাদ হজ্জের তাহলীল করিয়াছেন এবং ইহার সাথে কোন উমরা ছিল না" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৪০)।

তাহা ছাড়া হযরত আইশা (রা), হযরত উমার (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ বড় বড় সাহাবী ইফরাদ হজ্জের কথা বর্ণনা করিয়াছেন যাঁহাদের বর্ণনা প্রায় সব সময় নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়।

আর যাঁহারা বলিয়াছেন যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ কারিন ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের মতের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীছ পেশ করিয়াছেন—

عن انس قال سمعت النبى ﷺ يلبى بالحج والعمرة جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال البى بالحج وحده فلقيت انسا فحدثته بقول ابن

عمر فقال انس ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله ﷺ يقول لبيك عمرة وحجا.

"হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হজ্জ ও উমরার জন্য একসাথে তালবিয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছি। রাবী বলেন, আমি এই কথা হযরত ইব্ন উমার (রা)-এর নিকট বর্ণনা করিলাম। তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল হজ্জের তালবিয়া পাঠ করিয়াছেন। রাবী বলেন, তারপর হযরত আনাস (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে বলিলাম, ইব্ন উমার (রা) এইরূপ বলেন। তখন তিনি বলিলেন, তিনি কি আমাদেরকে কচি শিশু মনে করিয়াছেন? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লাব্বায়কা উমরাতান ওয়া হাজ্জান বলিতে শুনিয়াছি" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৫৩)।

আর একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত উমার ইব্নুল খাত্তাব (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

سمعت رسول الله ﷺ بوادى العقيق يقول اتانى ات من ربى عز وجل فقال صل فى هذا الوادى المبارك وقل عمرة فى حجة.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওয়াদিল আকীক নামক প্রান্তরে বলিতে শুনিয়াছি, আজ রাতে মহামহিম আল্লাহর পক্ষ হইতে একজন আগন্তুক আসিয়া আমাকে বলিলেন—এই বরকতময় প্রান্তরে সালাত আদায় করুন এবং বলুন, হজ্জের সাথে উমরাও আছে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৪৫-১৪৬; বুখারী হা. ১৫৩৪, পৃ. ৩০৫)।

ইমাম নাসাঈ সাফওয়ান ইব্নুল হাকাম হইতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন, হযরত উছমান (রা) শুনিয়াছেন, হযরত 'আলী হজ্জ ও উমরার জন্য একসাথে তালবিয়া পাঠ করিতেছেন। তখন তিনি বলিলেন, আমি কি এইরূপ করিতে নিষেধ করি নাই? জবাবে হযরত আলী (রা) বলিলেন, আপনি নিষেধ করিয়াছেন সত্য। তবে আমরা শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়টার জন্য একসাথে তালবিয়া পাঠ করিতেন। তাই আপনার কথায় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলাকে অগ্রাহ্য করিতে পারি না (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৪৭; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫০৪)।

উপরিউক্ত রিওয়ায়াত ছাড়াও আরও বহু রিওয়ায়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে 'উমরা ও হজ্জ-এর জন্য একসাথে তালবিয়া পাঠ করিয়াছেন। হযরত আনাস (রা)-সহ আরও ষোলজন বিশ্বস্ত রাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হজ্জ ও উমরার তালবিয়া একসাথে উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছেন। সেই ষোলজন হইলেন ঃ (১) হযরত হাসান বসরী (র); (২) হযরত আবূ কিলাব; (৩) হযরত হুসায়দ ইব্ন হিলাল; (৪) হুসায়দ ইব্ন আবদুর রহমান তাবীল; (৫) হযরত কাতাদা; (৬) হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ আনসারী; (৭) হযরত ছাবিত আল-বানানী; (৮) বাকর ইব্ন আবদুল্লাহ আল-মুযানী; (৯) হযরত আবদুল-আযীয ইব্ন সুহায়ব; (১০) সুলায়মান তামীমী; (১১) হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন আবূ ইসহাক; (১২) হযরত

যায়দ ইব্ন আসলাম; (১৩) হযরত আবূ আসমা; (১৪) হযরত মুসআব ইব্ন সুলায়ম; (১৫) হযরত আবূ কুদামা আসিম ইব্ন হুসায়ন; (১৬) হযরত আবূ কুযআ সুবায়দ ইব্ন হাজার আল-বাহিলী (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫০৪)।

হযরত উমার (রা) বলিয়াছেন, হজ্জ ও উমরাকে এক সাথে আদায় করিবার হুকুম আল্লাহ নিজেই দিয়াছেন। শুধু তাই নয় নিয়াতের শব্দসমূহ কীরূপ এবং কী হইবে তাহাও তিনি বলিয়া দিয়াছেন। সতেরজন সাহাবী হজ্জ ও উমরাকে এক সাথে করিবার রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তাহাদের কেহ বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়টি এক সাথে করিবার জন্য হুকুম দিয়াছেন। আবার কেহ ইহরামের অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়টির জন্য এক সাথে ইহরাম বাঁধিয়াছেন। আর কেহ বলিয়াছেন, আমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উভয়টি এক সাথে করিয়াছি। মোটকথা সতেরজন সকলেই উভয়টি এক সাথে করিবার কথা বর্ণনা করিয়াছেন। সেই সতেরজন হইলেন ঃ (১) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা); (২) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমির (রা); (৩) হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা); (৪) হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা); (৫) হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা); (৬) হযরত আলী ইব্ন আবী তালিব (রা); (৭) হযরত উছমান ইব্ন আফফান (রা); (৮) হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা); (৯) হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা); (১০) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা); (১১) হযরত আবূ কাতাদা (রা); (১২) হযরত ইব্ন আবী আওফা (রা); (১৩) হযরত আবূ তালহা (রা); (১৪) হযরত হারমাস ইব্ন রিয়াদ (রা); (১৫) হযরত উম্মু সালামা (রা); (১৬) হযরত আনাস (রা); (১৭) হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) প্রমুখ (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫০৪)।

অপরদিকে যাহারা বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বিদায় হজ্জে মুতামাত্তি ছিলেন তাহারা নিজেদের অভিমতের স্বপক্ষে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

عن عمران بن حصين قال تمتع نبى الله ﷺ وتمتعنا معه.

"হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জে তামাত্তু করিয়াছিলেন। আমরাও তাঁহার সাথে হজ্জে তামাত্তু করিয়াছি" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪৮)।

হযরত ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুতামাত্তি ছিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قال تمتع رسول الله ﷺ فى حجته الوداع بالعمرة الى الحج بداء فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج.

"আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জে তামাত্তু' হজ্জ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি উমরার জন্য তালবিয়া পাঠ করিয়াছিলেন, অতঃপর হজ্জের জন্য তালবিয়া পাঠ করেন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৪৬, পৃ. ৭৮০)।

হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ

قال قدمنا مع رسول الله ﷺ ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله ﷺ ان نجعلها عمرة.

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আসিয়াছিলাম। আমরা শুধু লাব্বায়কা বিল-হাজ্জে বলিতেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ইহা উমরায় পরিণত করিতে নির্দেশ দেন" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৩৮)।

عن ابن عمر قال تمتع رسول الله ﷺ فى حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى وساق معه الهدى من ذى الحليفة وبداء رسول الله ﷺ فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله ﷺ بالعمرة الى الحج.

"ইব্ন উমার (রা) বলিয়াছেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ তামাত্তু হজ্জ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ উমরার সাথে হজ্জও করিয়াছিলেন এবং কুরবানী দিয়াছিলেন। তিনি কুরবানীর পশু যুল-হুলায়ফা হইতে আনিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি উমরার জন্য তাহলীল করেন, অতঃপর হজ্জের জন্য তাহলীল করেন (ইহ্রাম বাঁধেন। আর লোকজনও তাঁহার সহিত উমরাসহ হজ্জে তামাত্তু করিয়াছিল (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪৯; মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৫৭, পৃ. ৭৮৭)।

অপরদিকে যাহারা বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন, হজ্জ ও উমরা ইহার কোনটাই নির্দিষ্ট করেন নাই, অতঃপর ওহীর নির্দেশানুসারে তাহা নির্দিষ্ট করেন, তাঁহারা ইমাম শাফিঈ (র)-এর বর্ণনাকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করিয়াছেন। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা হইতে বাহির হইলেন, অথচ তিনি না হজ্জের ইহরাম বাঁধিলেন, না উমরার ইহরাম বাধিলেন বরং তিনি ওহীর নির্দেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন তখন তাঁহার নিকট ওহী নাযিল হয় যে যাহারা হজ্জের নিয়াত করিয়াছে অথচ সাথে কুরবানীর পশু নাই তাহারা যেন তাহাদের ইহরামকে উমরায় পরিণত করে। ফলে সে তামাত্তুকারী হিসাবে পরিগণিত হইবে। আর যাহাদের সাথে কুরবানীর পশু রহিয়াছে তাহারা যেন তাহাদের ইহরামকে হজ্জের ইহরামে পরিণত করে। ফলে সে মুফরিদ হিসেবে গণ্য হইবে। কেননা যাহার সহিত কুরবানীর পশু রহিয়াছে সে যাহার সহিত কুরবানীর পশু নাই তাহার চেয়ে উত্তম। ঠিক তদ্রূপ ইফরাদ হজ্জও উমরা হইতে উত্তম (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৫৯-১৬০; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫৯)।

عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله ﷺ فى حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بالحج فلما قدمنا مكة فقال رسول الله ﷺ من اهل بعمرة ولم يهد فليحلل ومن احرم بعمرة واهدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما وفى رواية فلا يحل حتى بنحر هديه ومن اهل بحج فليتم حجه.

"আইশা (রা) বলিয়াছেন, আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত রওয়ানা হইলাম। আমাদের মধ্যে কেহ উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিল, আবার কেহ ইফরাদ হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছিল। যখন আমরা মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, যাহারা উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছে, অথচ সাথে কুরবানীর পশু নাই তাহারা হালাল হইয়া যাইবে। আর যাহারা উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছে এবং সাথে কুরবানীর পশুও আনিয়াছে তাহারা হজ্জের ইহলাল (তালবিয়া পাঠ) করিবে (ইহরামমুক্ত হইবে না), উমরার সাথে হজ্জও করিবে। উভয়ের কার্যাবলী সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত তাহার হালাল হইবে না। অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, কুরবানী না করা পর্যন্ত তাহারা হালাল হইবে না। আর যাহারা হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছে তাহারা যেন তাহাদের হজ্জ সম্পন্ন করে" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৫৬, পৃ. ৭৮৭; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ২৭)।

অপর একটি বর্ণনায় রহিয়াছে, হযরত আইশা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে অবকাশসহ বলিয়াছিলেন, কেহ ইচ্ছা করিলে হজ্জ ও উমরার ইহরাম একসাথে করিতে পারিবে। আবার কেহ ইচ্ছা করিলে শুধুমাত্র উমরার ইহরামও করিতে পারিবে (আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫৯)।

সুতরাং বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও নির্দিষ্ট কোন হজ্জের নিয়াত করেন নাই। তদ্রূপ সাহাবীদের কেহ নির্দিষ্ট কোন হজ্জের ইহরাম করিতে নির্দেশ দেন নাই, বরং যে কোন ধরনের হজ্জের ইহরামের অবকাশ দিয়াছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, প্রায় সকল রিওয়ায়াত দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, বিদায় হজ্জের সাথে উমরাও ছিল। তবে হজ্জ ও উমরাকে একসাথে আদায় করা হইলে তাহা কিরান বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, আবার কেহ কেহ ইহাকে তামাত্তু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যাহারা ইফরাদ হজ্জের কথা বর্ণনা করিয়াছেন [যেমন হযরত আইশা (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন] সম্ভবত তাহারা উমরার কার্যাবলী সম্পাদনের পর নূতন করিয়া হজ্জের জন্য যে ইহরাম বাঁধেন তাহাকে গণ্য করিয়াছেন।

বিদায় হজ্জ সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহাবীদের এইরূপ মতানৈক্য সত্যই বিস্ময়কর। যাহাদের বর্ণনার উপর ইসলামের অনেক দিক নির্ভর করে, তাঁহারা ঐক্যমত্যে পৌঁছিতে পারেন নাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিদায় হজ্জ কোন ধরনের ছিল ঃ ইফরাদ, তামাত্তু না কিরান বরং তাঁহারা তাহা না করিয়া যাহা শুনিয়াছেন তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। এই সম্পর্কে হযরত ইব্‌ন উমার

(রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি তাহাই বর্ণনা করেন যাহা তিনি শুনিয়াছিলেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে "লাব্বায়কা বিহাজ্জিন" বলিয়া তালবিয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছেন। তাই তিনি ইফরাদ হজ্জের কথাই বর্ণনা করিয়াছেন; উমরার কথা শুনেন নাই, তাই তিনি উমরার কথা বর্ণনাও করেন নাই।

অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য তালবিয়া পাঠ করিতে শুনিয়াছেন। সুতরাং তিনি হজ্জ ও উমরা উভয়ের কথাই বর্ণনা করিয়াছেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫০৪-৫০৫; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৫৮)।

এই ব্যাপারে ইবনুল কায়্যিম, ইব্ন তায়মিয়া প্রমুখ আলিম যথার্থই বলিয়াছেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবা-ই কিরাম-এর যুগে ইফরাদ, তামাত্তু, কিরান—এই জাতীয় কোন ফিক্হী পরিভাষার অস্তিত্ব ছিল না। ফকীহগণ পরবর্তী কালে ইহা প্রবর্তন করিয়াছেন। এই সকল পরিভাষার মাঝে সমন্বয় সাধন করিয়া ইমাম নববী (র) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে ইফরাদ হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। অতঃপর ইহার সাথে উমরাকেও সংযুক্ত করেন এবং উভয়টির জন্য অভিন্ন তাওয়াফ ও সাঈ করেন" (আবদুর রউফ দানাপূরী, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ৫০৫; আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৫৮)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হজ্জ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে যাহা বলা যায় তাহা হইল, তিনি হজ্জ ও উমরা উভয়টির জন্য ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন এবং উভয়টির জন্য অভিন্ন তাওয়াফ ও সা'ঈ করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি তাহলীল ও তালবিয়ায় হজ্জ ও উমরা উভয়ের কথাই বলিয়াছেন, সেইজন্য সাহাবীগণ কখনও উহাকে তামাত্তু, আবার কখনও কিরান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কারণ তামাত্তু মানে হজ্জ ও উমরা একসঙ্গে আদায় করা। আর কিরান অর্থও তাহাই। তবে তাহারা তামাত্তু বা কিরান কেবল আভিধানিক অর্থেই ব্যবহার করিতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ অব্যাহত গতিতে মক্কার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সাথে অসংখ্য নর-নারীর সমাগম। পরিধানে সকলেরই সেলাইবিহীন শুভ্র বস্ত্র, মাথায় এলানো কেশ, মুখে বিশ্বপ্রভুর গুণ-কীর্তন লাব্বায়ক, লাব্বায়ক মধুর ধ্বনি। উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, দাস মনিবে কোন পার্থক্য নাই আজ। আজ সকলের পরিধানে একই পোশাক, মুখে একই বাণী। সকলেরই এক ধ্যান-ধারণা, একই কামনা, একই আশা, একই লক্ষ্য, একই উদ্দেশ্য। সাম্যের কী হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য! মানব মাত্রই যে এক মাতার সন্তান, সকলেই যে ভাই ভাই, দীর্ঘ কাল পর এই মহাসত্য জগত আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছে। প্রত্যক্ষ করিতেছে মানবতা আজ বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক হৃদয়স্পর্শী অনুপম দৃশ্যের দৃশ্যমান। আল্লাহর কি কুদরত! এই মানুষগুলিই তো কিছু দিন পূর্বেও একে অপরের, এমনকি ইসলামেরও ঘোর শত্রু ছিল, লিপ্ত ছিল বিভিন্ন দেব-দেবীর অর্চনায়। কিন্তু ইসলাম আজ তাহাদেরকে সুদৃঢ় এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। পৌত্তলিকতার বেদীমূল হইতে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সমবেত করিয়াছে। ইসলাম তাহাদের মন-মানসিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। শিক্ষা দিয়াছে সাম্য-মৈত্রী, প্রেম-প্রীতি আর ভালবাসা। বিভেদ বিচ্ছেদের পরিবর্তে ঐক্যের শিক্ষা। ফলে তাহারা আজ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে লৌহ প্রাচীরের মত সুদৃঢ় ও অজয় শক্তিতে পরিণত হইয়াছে (হযরত

মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯০৩; ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, মহানবী ﷺ-এর জীবনচরিত, পৃ. ৬৩৮-৩৯)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত হজ্জ পালনেচ্ছু সমবেত জনতার অপূর্ব দৃশ্যের বর্ণনায় হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেন ঃ

نظرت الى مد بصرى من بين يديه بين راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك.

"যতদূর দৃষ্টিগোচর হয় আমি তাকাইয়া দেখিলাম, তাঁহার সামনে অসংখ্য পদাতিক ও আরোহী জনগণ রহিয়াছে। তাঁহার ডানেও অনুরূপ, বামেও অনুরূপ এবং পশ্চাতেও অনুরূপ দেখিলাম" (ইব্‌ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, পৃ. ১২২-২৩; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৫)।

এইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপার জনসমুদ্র বেষ্টিত হইয়া ধীরে ধীরে মক্কার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন লাব্বায়কা, লাব্বায়কা বলিয়া মধুর স্বরে তালবিয়া পাঠ করিতেন তখন সহস্র কণ্ঠ হইতে একই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত। পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, মরু প্রান্তর অপূর্ব এক মধুর ঝংকারে ঝংকৃত হইয়া উঠিত। আকাশ বাতাস মনোমুগ্ধকর গুঞ্জণে মুখরিত হইয়া উঠিত (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৫; হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯০৩-৯০৪)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার সফর অব্যাহত রাখিলেন। পথে রাওহা, ওয়াসায়া প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া এক সময় আরজ নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হন। এইখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি করিলেন। সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর মালপত্র বোঝাইকৃত উট যাহার তত্ত্বাবধানে ছিল তিনি তখনও আসিয়া উপস্থিত হন নাই। তাই তাঁহারা এইখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন যাহাতে তিনি আসিয়া তাহাদের সাথে মিলিত হইতে পারেন। কিছুক্ষণ পর তিনি উটবিহীন অবস্থায় আসিয়া হাযির হইলেন। উটের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জানাইলেন উহা হারাইয়া গিয়াছে। তখন হযরত আবূ বাক্‌র (রা) ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হাসিয়া কেবল এতটুকুই বলিলেন ঃ দেখ, দেখ, ইহরামকারীর কাণ্ড দেখ। কিন্তু তিনি তাহাকে প্রহার করিতে নিষেধ করিলেন না (আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬০; আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৫০৯-৫১০)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সময় আবওয়া নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সেখান হইতে সারেফে আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে আসিয়া হযরত আইশা (রা)-এর ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়। তিনি বলেন ঃ

فلما كنا بسرف طمست فدخل النبى ﷺ وانا ابكى فقال لعلك نفست قلت نعم قال فان ذلك شئ كتبه الله على بنات ادم فافعلى ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى.

"যখন আমরা সারেফ-এ আসিয়া উপনীত হইলাম, তখন আমার ঋতুস্রাব আরম্ভ হইল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, আমি কাঁদিতেছি। তিনি বলিলেন, সম্ভবত তুমি ঋতুবতী হইয়াছ। আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, ইহা তো আদম কন্যাদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যান্য হাজ্জীগণ যাহা যাহা করিবে তুমিও তাহাই করিবে, কেবল পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিবে না" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৭২, পৃ. ৭৯)।

অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে ঃ

فامرنى النبى ﷺ ان انقض رأسى وامتشط واهل بالحج واترك العمرة ففعلت حتى قضيت حجى بعث معى عبد الرحمن بن ابى بكر وامرنى ان اعتمر فكان عمرتى من التنعيم.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে মাথার চুল খুলিয়া চিরুনী করিতে এবং উমরা ছাড়িয়া হজ্জের ইহরাম করিতে আদেশ করেন। সুতরাং আমি তাহাই করিলাম। অতঃপর যখন হজ্জ সম্পন্ন করিলাম তখন আবদুর রাহমান ইব্‌ন আবী বাক্‌র (রা)-কে আমার সাথে পাঠাইলেন। আর আমাকে নির্দেশ দিলেন আমি যেন তানঈম হইতে উমরা আদায় করি" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৫৬, পৃ. ৭৮৭; আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৫১১-১২; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়া, ৩খ., ২৬০)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সপ্তাহ সফরশেষে সেইখান হইতে যী-তুওয়া নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। দিনটি ছিল দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ রবিবার। রাসূলুল্লাহ ﷺ এইখানে রাত্রি যাপন করিলেন। পরদিন ফজরের নামায আদায় করিয়া গোসল করিয়া মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সাহাবীগণও তাঁহার সাথে রওয়ানা হইলেন। যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় পৌছেন। সময়টা ছিল চাশতের সময়। সূর্য তখন অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের সংবাদ শুনিয়া বনী হাশেম গোত্রের বালকগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও অধিক মহব্বতের জোশে কাহাকেও উটনীর সামনে, আবার কাহাকেও উটনীর পিছনে বসাইয়া লইলেন। জাহূনের দিকে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ছানিয়াতুল উলিয়ার দিক দিয়া তিনি মক্কায় প্রবেশ করিলেন। মক্কার প্রবেশদ্বারে পৌঁছিয়া যখন তিনি কা'বা গৃহকে দেখিতে পান তখন ভক্তি সহকারে দুই হাত উঠাইয়া দু'আ করিলেন। দু'আটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

اللهم انت السلام ومنك السلام وحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه واعتمره تكريما و تشريفا وتعظيما.

"হে আল্লাহ! শান্তির আপনিই উৎস এবং শান্তি আপনার পক্ষ হইতেই; আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তাসহ জীবিত রাখুন। হে আল্লাহ! এই ঘরের মান-মর্যাদা-ইজ্জত হুরমত ও ইহার

প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাজনিত ভয় বৃদ্ধি করুন এবং যাহারা এই ঘরের হজ্জ ও উমরা করিবে তাহাদের-মান মর্যাদা, ইজ্জত-হুরমত ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করুন" (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫১২-৫১৩; আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৫-৪৪৬; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬১)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সোজা মসজিদের দিকে অগ্রসর হন এবং কা'বা চত্বরে প্রবেশ করেন। তাবরানী বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাবে আবদে মানাফ দিয়া কা'বা চত্বরে প্রবেশ করেন যাহাকে বাবে বনী শায়বা বলিয়াও বলা হয়। তবে বর্তমানে ইহাকে বাবুস সালাম বলা হয়। চত্বরে প্রবেশ করিয়া তিনি সর্বপ্রথম কা'বা ঘর তাওয়াফ করিলেন। নামায পড়িয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা মসজিদুল হারামের সম্মান হইল তাওয়াফ, তাহাই তিনি করিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

اخبرتنى عائشة ان اول شئ بدا به حين قدم مكة انه توضا ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حج ابو بكر فكان اول شئ بدا به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر ثم عثمان مثل ذالك.

"আইশা (রা) আমাকে অবগত করিয়াছেন যে, মক্কায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম উযু করিলেন, তারপর বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিলেন। তবে উহা উমরা ছিল না। অতঃপর হযরত আবূ বকর (রা) হজ্জ করিলেন। তিনিও সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেন। তবে তাহাও উমরা ছিল না। তারপর হযরত উমার (রা) এবং তারপর হযরত উছমান (রা) অনুরূপ করিয়াছেন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৬৩, পৃ. ৭৯; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫১২-৫১৩; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬১)।

মক্কায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হাজরে আসওয়াদের নিকট আসিয়া উহাকে চুম্বন করিলেন। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ان رسول الله ﷺ لما قدم مكة اتى الحجر فاستلمه.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় আগমন করিলেন তখন হাজরে আসওয়াদের নিকট আসিয়া উহাকে চুম্বন করেন।"

অনুরূপ রিওয়ায়াত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) ও হযরত ইব্ন উমার (রা)-ও করিয়াছেন (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৬৬, পৃ. ৭৯)।

ইহারপর তিনি সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিলেন, যাহার প্রথম তিনটিতে রমল করিয়াছেন, অর্থাৎ ঘন ঘন কদম রাখিয়া জোরে জোরে চলিয়াছেন। অবশিষ্ট চার চক্করে মাশী তথা স্বাভাবিক গতিতে হাঁটিয়া তাওয়াফ করিয়াছেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابن عمر قال رمل رسول الله ﷺ من الحجر الى الحجر ثلاثا ومشى اربعا.

"হযরত ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজরে আসওয়াদ হইতে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন চক্কর রমল করিয়াছেন। আর বাকী চার চক্কর স্বাভাবিকভাবে হাঁটিয়াছেন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৬৬)।

তাওয়াফের সময় প্রতিবার হাজরে আসওয়াদ অতিক্রমকালে হাতের লাঠি দ্বারা ইশারা করিতেন এবং তাহাতেই চুম্বন করিতেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابى الطفيل قال رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن.

"হযরত আবুত তুফায়ল (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালে তাঁহার সাথের ছড়ি দ্বারা হাজার আসওয়াদকে স্পর্শ করিয়া তাহাতে চুম্বন করিতে দেখিয়াছি" (প্রাগুক্ত, ২খ., হা. ২৫৭১, পৃ. ৭৯১)।

আবার অনেক সময় হাত দিয়া হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করিয়া আপন হাতেই চুমা খাইতেন। আবার অনেক সময় ওষ্ঠদ্বয় হাজরে আসওয়াদে লাগাইয়াও তিনি ইহাকে চুম্বন করিতেন। তবে কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কিছুকে চুম্বন করেন নাই। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن ابن عمر قال لم ارا النبى ﷺ يستلم من البيت الا إلركنين اليمانين.

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুই রুকনে ইয়ামানী ব্যতীত অন্য কিছুকে চুম্বন করিতে দেখি নাই" (প্রাগুক্ত, ২খ., হা. ২৫২৮, পৃ. ৭৯১)।

তাওয়াফকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ মীযাবের নিকট, কা'বা শরীফের পিছনে বা দরজার সামনে অথবা রুকনগুলির সামনে কোন দু'আ পড়িয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে রুকন দুইটির নিকট অর্থাৎ রুকনে য়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ-এর নিকট দু'আ পড়িয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما بين الركنين ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار.

"হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নুস সাঈব (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দুই রুকনের মধ্যবর্তী স্থানে এই দু'আ পড়িতে শুনিয়াছি ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হইতে রক্ষা কর" (২ ঃ ২০১; ওয়ালী উদ্দীন আল-খাতীব,

প্রাগুক্ত, ২খ., হা. ২৫৮১, পৃ. ৭৯৩; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫১৩; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., ২৬১)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা শরীফ তাওয়াফশেষে মাকামে ইবরাহীম-এর নিকট পৌছেন এবং এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى الاية "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর" (২ ঃ ১২৫)। এইখানে তিনি দুই রাকআত নামায আদায় করেন। এই সময় তিনি মাকামে ইবরাহীমকে কা'বা শরীফ ও নিজের মাঝখানে রাখিলেন। নামাযে তিনি যথাক্রমে সূরা ইখলাস ও সূরা কাফিরূন তিলাওয়াত করেন (ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, ৪খ., পৃ. ৪০; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৭৪, আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫১৩)।

নামায শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার হাজরে আসওয়াদ-এর নিকট গমন করেন এবং হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করিলেন। তারপর সামনের দরজা দিয়ে বাহির হইয়া সাফা পর্বতের দিকে রওয়ানা হন। সাফা পর্বতের নিকটে আসিয়া তিনি তিলাওয়াত করেন, اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ الا "নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত" (২ ঃ ১৫৮)।

অতঃপর সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মাঝে সাঈ করিতে লাগিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ابدا بما بدا الله به فبدا بالصفا فرقى عليه حتى راى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره قال لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده.

"তিনি বলিলেন, আমিও সেই স্থান হইতে আরম্ভ করিব যেই স্থান হইতে আল্লাহ আরম্ভ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি সাফা পর্বতের এত উপরে আরোহণ করিলেন যেইখান হইতে বায়তুল্লাহ দেখা যায়। সেইখানে কিবলার দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি আল্লাহর একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা করিলেন। এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব তাঁহারই এবং প্রশংসা তাঁহারই। তিনি সর্বশক্তিমান। এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি তাঁহার কৃত ওয়াদা পূরণ করিয়াছেন, তাঁহার বান্দাকে সাহায্য করিয়াছেন এবং তিনি একাই সমস্ত বাহিনীকে পরাস্ত করিয়াছেন" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪০; ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, ১০২৩; আসাহ্হুস সিয়ার, ৫১৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৭৮; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬২; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৬; আল - মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৩১)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা পর্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং মারওয়া অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বাতনে ওয়াদীতে (দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান) আসিয়া তিনি স্বাভাবিক

পদক্ষেপের পরিবর্তে সা'ঈ তথা জোরে চলা আরম্ভ করিলেন। ওয়াদী অতিক্রম করিয়া মারওয়া পর্বতের উপর আরোহণ করিলেন। মারওয়া পর্বতে তাহাই করিলেন যাহা সাফা পর্বতের উপর করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেইখানেও তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা ও দো'আ করিলেন। এইভাবে তিনি সাফা ও মারওয়া পর্বতের মাঝে সাত বার সা'ঈ করিলেন (ইমাম ইব্ন মাজা, প্রাগুক্ত, ২খ., ৩০৭৪, ১০২৩; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫১৪; আলী ইব্ন বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ২৬২; আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৬; হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯০৫)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা ও মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মাঝে সা'ঈ করিতেছিলেন। লোকজন তাঁহার সাথে সাফা মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করিতেছিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত হাবীবা বিনত আবী তুজরাহ (রা) বর্ণনা করিয়াছে ঃ

دخلت مع نسوة من قريش دار ال ابى حسين تنظر الى رسول الله ﷺ وهو يسعى بين الصفا والمروة فرايته يسعى وان مئزره ليدور من شدة السعى وسمعته يقول سعوا فان الله كتب عليكم السعى.

"আমি কুরায়শ গোত্রের মহিলাদের সাথে হযরত আবূ হুসায়ন পরিবারের একটি গৃহে প্রবেশ করিলাম। সেইখান হইতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখিতেছিলাম। তখন তিনি সাফা-মারওয়ার মাঝে সা'ঈ করিতেছিলেন। আমি দেখিলাম তিনি সা'ঈ করিতেছেন এবং সা'ঈ-এর তীব্রতায় তাঁহার লুঙ্গি এই দিক সেই দিক দুলিতেছিল। আর তখন তিনি বলিতেছিলেন, তোমরা সা'ঈ কর। কেননা আল্লাহ তোমাদের প্রতি সা'ঈ করার নির্দেশ দিয়াছেন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৮১, পৃ. ৭৯৩)।

উপরিউক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পদব্রজে সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করিয়াছিলেন। অথচ অপর একটি হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ উটের উপর আরোহণ করিয়াই করিয়াছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আম্মার (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قال رأيت رسول الله ﷺ يسعى بين الصفا والمروة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উটের পিঠে চড়িয়া সাফা-মারওয়া সা'ঈ করিতে দেখিয়াছি। তবে কাহাকেও মারিতে বা হাঁকাইতে এবং এইদিক ঐদিক সরিবার আদেশ দিতে শুনি নাই" (প্রাগুক্ত, ২খ., হা. ২৫৮৩, পৃ. ৭৯৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৭৮)।

বাহ্যত এই দুইটি বর্ণনায় মতানৈক্য পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্তু মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত ইব্ন যুবায়র (রা) হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-এর নিকট শুনিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক নজর দেখিবার জন্য সাফায় বিরাট জনতার ভিড় জমিয়া যাইত।

এমনকি যুবতী মহিলারাও তাহাদের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া বলাবলি করিত, তিনিই মুহাম্মাদ ﷺ, তিনিই মুহাম্মাদ ﷺ। তাই তিনি উটের উপর আরোহণ করেন যাহাতে লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার কথা শুনিতে পায় (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫১৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৮১; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬২)।

যাহা হউক, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাফা হইতে মারওয়া, আবার মারওয়া হইতে সাফা এইভাবে সাতবার সাঈ করেন। উভয় পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান বাতনে ওয়াদীর যে অংশটুকু তিনি সাঈ তথা দ্রুত গতিতে অতিক্রম করিয়াছিলেন উক্ত স্থানের উভয় প্রান্তে নিদর্শন স্তম্ভ স্থাপন করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাকে ميلين اخضرين "মায়লায়ন আখদারায়ন" নামে অভিহিত করা হইয়াছে (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫১৫; হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯০৫)।

সাফা ও মারওয়ায় সাঈ সমাপ্ত করিলে উমরার কার্যাবলী শেষ হইয়া যায়। সেইজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ মারওয়ায় সাঈ সমাপ্ত করিয়া বলিলেন, যাহাদের সাথে কুরবানীর পশু নাই তাহারা ইহ্রাম ভাঙ্গিয়া পুরাপুরি হালাল হইয়া যাইবে। আর যাহাদের সাথে কুরবানীর পশু রহিয়াছে তাহারা ইহ্রাম বহাল রাখিবে। হযরত আইশা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

فقال رسول الله ﷺ من اهل بعمرة ولم يهدى فليهلل ومن احرم بعمرة واهدى فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما وفى رواية فلا يحل حتى يحل بنحر هديه ومن اهل بحج فليتم حجته.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছে এবং কুরবানীর পশু সাথে আনে নাই সে ইহ্রাম ভঙ্গ করুক। আর যে ব্যক্তি উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়াছে এবং সঙ্গে কুরবানীর পশু আনিয়াছে সে উমরার সাথে হজ্জের নিয়াতে তালবিয়া পাঠ করিবে, হালাল হইবে না। অন্য একটি বর্ণনায় রহিয়াছে, সে যেন হালাল না হয় যাবত সে কুরবানী না করে। আর যে হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়াছে সে যেন তাহা পূর্ণ করে" (ওয়ালীউদ্দীন আল-খাতীব, প্রাগুক্ত, ২খ., হা. ২৫৫৬, পৃ.৭৮৭)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে হালাল না হওয়াতে অনেক সাহাবী ইহরাম খুলিয়া হালাল হইতে অনেকটা ইতস্তত করিতেছিলেন। তখন তিনি তাহাদেরকে বলিলেন ঃ

قد علمتم انى اتقكم لله واصدقكم وابركم ولولا هدى لحللت كما تحلون ولوا استقلبت من امرى ما استدبرت لم اسق الهدى فحلوا.

"তোমরা তো জান, আমি তোমাদের তুলনায় অধিক আল্লাহভীরু, তোমাদের তুলনায় অধিক সত্যবাদী এবং অধিক পুণ্যবান। যদি আমি কুরবানীর পশু সাথে না আনিতাম তবে আমি ইহরাম খুলিয়া হালাল হইয়া যাইতাম, যেমন তোমরা হালাল হইতেছ। আর আমার ব্যাপারে যাহা পরে বুঝিয়াছি তাহা যদি পূর্বে বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে কুরবানীর পশু সাথে

আনিতাম না। অতএব তোমরা ইহরাম খুলিয়া হালাল হইয়া যাও" (ওয়ালীউদ্দীন আল-খাতীব, প্রাগুক্ত, ২খ., হা. ২৫৫৯, পৃ. ৭৮৮; ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল, মুসনাদ, ৪খ., হা. ১৪০৩১, পৃ. ২৫৬)।

ইহার পরও সাহাবীগণ ইহরাম খুলিয়া হালাল হইতেছেন না দেখিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা ক্ষুব্ধ হন। ক্ষুব্ধাবস্থায় তিনি তাঁবুতে প্রবেশ করেন। হযরত আইশা (রা) বলিয়াছেন ঃ

فدخل على وهو غضبان فقلت من اغضبك يارسول الله ادخله الله النار قال اوما شعرت انى امرت الناس بامر فاذا هم يترددون لو انى استقبلت من امرى ما استدبرت ما سقت الهدى معى حتى اشتريه ثم احل كما حلوا.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট অবস্থায় আমার নিকট আগমন করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আপনাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছে, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ তাহাকে দোযখে নিক্ষেপ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি কি জান না, আমি লোকজনকে একটা বিষয়ে আদেশ করিয়াছি, কিন্তু তাহারা উহাতে দ্বিধা করিতেছে। যদি আমি আমার ব্যাপারে আগে বুঝিতাম যাহা পরে বুঝিয়াছি, তাহা হইলে আমি কুরবানীর পশু সাথে আনিতাম না বরং তাহা খরিদ করিয়া লইতাম এবং আমিও তাহাদের মত হালাল হইয়া যাইতাম" (ওয়ালী-উদ্দীন আল-খাতীব, প্রাগুক্ত, ২খ., হা. ২৫৬০, পৃ. ৭৮৯)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবীদেরকে ইহরাম খুলিয়া হালাল হইতে অথবা উমরার সহিত হজ্জের নিয়াত করিতে নির্দেশ প্রদান করিতেছিলেন তখন সুরাকা ইব্ন মালিক ইব্ন জু'শুম দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

يا رسول الله عامنا هذا ام لأبد فشبك رسول الله ﷺ اصابعه واحدة فى الاخرى وقال دخلت العمرة فى الحج مرتين لا بل لابد ابدا وفى رواية دخلت العمرة فى الحج الى يوم القيامة.

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা কি শুধু এই বৎসরের জন্য নাকি চিরকালের জন্য ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলীতে প্রবেশ করাইয়া বলিলেন, উমরা হজ্জের ভিতর প্রবেশ করিল। এই কথাটি তিনি দুইবার বলিলেন, না বরং চির কালের জন্য। অপর বর্ণনায় আসিয়াছে, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করিল কিয়ামত পর্যন্ত" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪০; ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, ১০২৪; ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, ৪খ., হা. ১৪০৩১, পৃ. ২৫৬)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অসন্তুষ্টির কথা জানিতে পারিয়া সাহাবীগণ হালাল হইতে রাজি হইলেন। তবে হালাল কেবল তাহারাই হইলেন যাঁহাদের নিকট কুরবানীর পশু ছিল না। আর তাহারা শুধু উমরার নিয়াত করিয়াছিলেন তাহাদের কেহ মাথা মুণ্ডন করিয়া, আবার কেহ মাথার চুল ছাঁটিয়া হালাল হইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিনীগণ সকলেই হালাল (ইহ্রামমুক্ত) হইয়াছিলেন। হযরত আইশা (রা)-ও হালাল হইয়াছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা)-ও হালাল হইয়াছিলেন। কেননা তাহার সাথে কুরবানীর পশু ছিল না।

আর যাহাদের নিকট কুরবানীর পশু ছিল তাহার হালাল হন নাই, বরং পূর্ববৎ ইহরাম অবস্থায় রহিয়া গেলেন। যাহাদের সাথে কুরবানীর পশু ছিল, তাহারা হইলেন হযরত আবু বাক্র সিদ্দীক (রা), হযরত উমার (রা), হযরত তালহা (রা), হযরত জুবায়র (রা), হযরত আলী (রা) প্রমুখ সাহাবী। হযরত আলী (রা) ইয়ামান হইতে মক্কায় হজ্জ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কুরবানীর পশুও ছিল। তবে হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেন, হযরত তালহা (রা) ও রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট কুরবানীর পশু ছিল না (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২০; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৩-২৬৪)।

বিদায় হজ্জের কিছু দিন পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা)-কে গভর্নর নিযুক্ত করিয়া ইয়ামানে পাঠাইয়াছিলেন। হজ্জের সংবাদ শুনিয়া তিনি একদল মুসলমান সঙ্গে নিয়া মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হন। হযরত ফাতিমা (রা)-এর নিকট গিয়া দেখিলেন তিনি ইহরাম খুলিয়া হালাল হইয়াছেন; চুল পরিপাটি করিয়া, চোখে সুরমা লাগাইয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করিয়া, রঙীন কাপড় পরিয়া সাজিয়াছেন। হযরত আলী (রা) বলিলেন, ইহাতে আমার বিস্ময়ের অন্ত রহিল না। ইহা আমার নিকট ছিল এক দুর্বিসহ দৃশ্য। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে ইহ্রাম খুলিয়া হালাল হইতে আদেশ করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া হযরত আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হইয়া এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, হাঁ আমিই তাহাকে এইরূপ করিতে নির্দেশ দিয়াছি (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২১; ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ, ৩খ., পৃ. ৬৪৬-৪৭; আস-সীরাহ আল - হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৪; ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, ১০২৪; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪০; ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, ৪খ., হা. ১৪০৩১ পৃ. ২৫৬)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, কীরূপে তাহলীল করিয়াছ হে আলী? উত্তরে হযরত আলী (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ইহরাম বাঁধার সময় বলিয়াছিলাম ঃ

اللهم انى اهل بما اهل به رسولك صلى الله عليه وسلم.

"হে আল্লাহ! আমি সেই (হজ্জের) ইহ্রাম বাঁধিলাম যাহার ইহ্রাম আপনার রাসূল ﷺ বাঁধিয়াছেন।"

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, আমি সাথে কুরবানীর পশু লইয়া আসিয়াছি এবং কিরান করিয়াছি। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কুরবানীর পশু সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ কি? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার সহিত কুরবানীর পশু রহিয়াছে। তবে কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট কুরবানীর পশু নাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে নিজের কুরবানীতে শরীক করিয়া লন। তাই তিনি ইহরাম অবস্থায় থাকেন, হালাল হন নাই (আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৪; ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ, ৩খ., ৬৪৭; আল-ফুসূল ফি সীরাতির রাসূল, পৃ. ২১৭; ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, মুসনাদ, ৪খ., হা. ১৪০৩১, পৃ. ২৬৫)।

হজ্জের কার্যাবলী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার সাহাবীগণ প্রথমে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ এবং পরে সাফা-মারাওয়া সা'ঈ করিয়া উমরা সমাপ্ত করিলেন। ইহার পর লোকজন মাথার চুল মুণ্ডন অথবা চুল খাট করিয়া হালাল হইয়া গেলেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যাহারা কুরবানীর পশু সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন তাহারা পূর্ববৎ ইহরাম অবস্থায় থাকেন। উমরা সমাপ্ত করিবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আবতাহ্-এ অবস্থান করেন এবং ইয়াওমুত তারবিয়া তথা ৮ যিলহজ্জ পর্যন্ত সেইখানে অবস্থান করেন। সেই সময় সাহাবীগণও তথায় অবস্থায় করেন। রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধ এই চার দিন তাঁহারা সেইখানেই অবস্থান করেন এবং সালাত কসররূপেই আদায় করেন।

৮ যিলহজ্জ বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সমস্ত মুসলমানকে লইয়া মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। দিনটিকে ইয়াওমু মীনা বলা হয়। কেননা ঐ দিন সকলে আবতাহ হইতে মীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। ইফরাদ ও কিরানকারীদের ইহরাম তো পূর্ব হইতেই বহাল ছিল। আর তামাত্তুকারী যাহারা উমরা আদায় করিবার পর হালাল হইয়া যান তাহারা এবং যাঁহারা শুধু উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন তাঁহারা ৮ যিলহজ্জ পুনরায় নূতন করিয়া হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধেন। ইহরাম বাঁধিবার জন্য তাঁহারা মসজিদে যান নাই, বরং মক্কার বাহির হইতেই ইহরাম বাঁধেন। সুন্নাত নিয়মানুসারে গোসল করিয়া ইহরামের জন্য চাদর পরিধান করিলেন। ইহার পর দুই রাকআত নামায পড়িয়া তালবিয়া পাঠ করিয়া ইহরাম বাঁধার কাজ সমাপ্ত করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণসহ মীনার দিকে রওয়ানা হইলেন। ৮ যিলহজ্জ হইতে ৯ যিলহজ্জ ফজর পর্যন্ত তাঁহারা মীনাতেই অবস্থান করেন। এইখানে তাঁহার জন্য তাঁবু প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। মীনা প্রান্তরে তাঁহারা যুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেন। রাত্রে তাঁহারা মীনাতেই অবস্থান করেন। উল্লেখ হয় বর্তমানে হাজীদের জন্য মীনায় অবস্থান করা সুন্নাত (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২১; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৮৬-১৯৭; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫১২; ইমাম মুসলিম, আস-সাহীহ, ৪খ., পৃ. ৪০-৪১)।

পরের দিন শুক্রবার ৯ যিলহজ্জ ফজরের নামায আদায় করিবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুক্ষণ মীনাতেই অবস্থান করেন। তখনও সূর্যোদয় হয় নাই। সূর্যোদয়ের পর তিনি কাসওয়া নামক উটের পিঠে আরোহণ করিয়া আরাফাত প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হইলেন। রাস্তায় সাহাবীদের মধ্যে কেহ তালবিয়া, আবার কেহ তাকবীর বলিতেছিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, মিনা হইতে আরাফাত প্রান্তরে সওয়ার সময় তোমরা কী করিতে? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ

كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المبكر منا فلا ينكر عليه.

"আমাদের মধ্যে কেহ তালবিয়া পাঠ করিত, কিন্তু তাহাকে বাধা দেয়া হইত না। আবার আমাদের মধ্যে কেহ তাকবীর ধ্বনি করিত তাহাকেও বাধা দেয়া হইত না" (বুখারী, হা. ১৬৫৯, পৃ. ৩৩০; মুসলিম, ৪খ., ৭২; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২১)।

হজ্জের সময় কুরায়শ গোত্র আরাফাতের পরিবর্তে মুযদালিফায় অবস্থান করিত যাহা ছিল হারাম শরীফের সীমানায়। আর আরাফাত হইল হারাম শরীফের সীমানার বাহিরে। অথচ অন্যান্য লোকজন আরাফাতে অবস্থান করিত। কিন্তু কুরায়শ গোত্র এক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আরাফাতে অবস্থান না করিয়া মুযদালিফায় অবস্থান করিত। তাহারা বিশ্বাস করিত, হজ্জের সময় তাহারা যদি হারাম শরীফের চতুসীমার বাহিরে আরাফাতে অবস্থান করে তাহা হইলে তাহাদের কোন মর্যাদা আর আভিজাত্য অবশিষ্ট থাকিবে না; বরং মান-মর্যাদায় কুরায়শী আর অকুরায়শীরা সমান হইয়া যাইবে। কিন্তু ইসলাম তাহাদের সেই ভ্রান্ত আভিজাত্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আভিজাত্যের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া খানখান করিয়া দিয়াছে। ফলে তাহাদের কথিত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের চির অবসান হইল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ.

"অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে" (২ ঃ ১৯৯)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়শদের অযথা আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্রের বিলোপ সাধন করিয়া ইসলামের সার্বজনীন সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল মুসলমানকে লইয়া আরাফাতের মাঠে আগমন করিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ

قفوا على مشاعركم فانكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم.

"তোমরা তোমাদের পবিত্র স্থানসমূহে অবস্থান কর। তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরাধিকারী বলিয়া গণ্য হইবে"।

অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) আরাফাতে অবস্থান করাকে হজ্জের অংশ হিসাবে স্থির করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আরাফাতে অবস্থান করা সুন্নাতে ইবরাহীমী যাহা কুরায়শ ও অকুরায়শসহ সকল হাজ্জীর জন্য বিধান করা হইয়াছে (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৬-৪৪৭; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪২-৪৩; মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৯৫, পৃ. ৭৯৭)।

আরাফাত প্রান্তরের পূর্বদিকে একটি জনপদ ছিল; নাম "নামিরা"। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশেই তথায় একটি তাবু নির্মাণ করা হয়। এই তাবুতেই তিনি অবতরণ করেন। দ্বি-প্রহর পর্যন্ত তিনি সেইখানেই অবস্থান করেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২১; আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৭; ইমাম মুসলিম, সাহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪২-৪৩)

আরাফাতের খুতবা

বিদায় হজ্জ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ হজ্জ। ইহার পর তিনি আর হজ্জ করিতে পারেন নাই। তাই বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রচারের ইহাই ছিল সর্বশেষ সুবর্ণ সুযোগ। সুতরাং বিদায় হজ্জের এই বিদায়ী ভাষণ সঙ্গত কারণে একটু দীর্ঘ ছিল, সন্দেহ নাই। সেইজন্য হয়ত সকল শ্রোতা এই ভাষণের আদ্যোপান্ত মনে রাখিতে সক্ষম হন নাই। সিহাহ সিত্তাহসহ প্রায় সকল হাদীছ গ্রন্থেই এই ভাষণের বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিক্ষিপ্ত এই সকল বর্ণনা একত্র করিয়া দেখিলে মনে হয় বিদায় হজ্জ উপলক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি

স্থানে পৃথক পৃথক ভাষণ দান করিয়াছিলেন। প্রথমটি ৯ যিলহজ্জ আরাফাত প্রান্তরে। দ্বিতীয়টি ১০ যিলহজ্জ মিনাতে। তৃতীয়টি ১১ অথবা ১২ যিলহজ্জ গাদীর-ই খুম নামক স্থানে। এই সকল ভাষণে তিনি ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ তুলিয়া ধরেন। তাই আমরা এই ভাষণ তাফসীর, হাদীছ ও সীরাত গ্রন্থসমূহ হইতে সংগ্রহ করত যথাসম্ভব বিন্যস্তভাবে বর্ণনা করিব (ইনশআল্লাহ) (মাওঃ মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯০৬; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৭)।

৯ যিলহজ্জ শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাতের অদূরে 'নামিরায়' তাঁবুতেই অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি যখন তাঁবু হইতে বাহির হইয়া আসেন তখন সূর্য ঠিক মাথার উপর হইতে অনেকটা পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে। এইবার তিনি কাসওয়া নামক উটনীকে প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন। কথামত উটনীকে সাজাইয়া তাঁহার সামনে হাযির করা হইল এবং তিনি তাহাতে আরোহণ করিলেন। উটনী তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে "বাতনুল ওয়াদী" অর্থাৎ আরাফাত ময়দানের কেন্দ্রস্থলে উপনীত হয়। সেখানে তিনি উটের উপর অবস্থানপূর্বক উপস্থিত জনতার সামনে নীতি নির্ধারণী এক চিরন্তন ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন যাহা ইসলামী জীবনাদর্শের এক অমূল্য ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ। উচুঁ কণ্ঠে তিনি এই ভাষণ প্রদান করেন। প্রতিটি বাক্য তিনি বিরতি দিয়া বলেন। এই সময় রাবীআ ইব্ন উমায়্যা ইব্ন খালাফ মহানবী ﷺ-এর উচ্চারিত বাক্যগুলি সজোরে পুনরাবৃত্তি করিতেছিলেন (মাওঃ মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯০৭; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২১)।

ইয়াওমু আরাফা বা আরাফাত দিবস ছিল ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা বিকাশের দিন। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ দিন জাহিলিয়াতের সকল বিধি-বিধানকে বাতিল ঘোষণা করেন এবং ইসলামের বিধানসমূহকে সুসংহত ও সুনির্ধারিত করিয়া দেন এই ভাষণে। বিদায় হজ্জের এই ভাষণ কোথাও এককভাবে বর্ণিত হয় নাই। কারণ ইহা ছিল এক দীর্ঘ ভাষণ। শ্রোতারা যিনি যে অংশ স্মরণ রাখিতে পরারিয়াছেন তিনি সেই অংশই বর্ণনা করিয়াছেন। তাই এই ভাষণ বিভিন্ন স্থান হইতে চয়ন করা হইয়াছে।

ভাষণের শুরুতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন-এর প্রশংসা করিলেন, তারপর উপস্থিত জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ইরশাদ করিলেন ঃ

ايها الناس اسمعوا قولى فانى لادرى لعلى لا القاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف ابدا ايها الناس ان دماءكم واموالكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. وانكم ستلقون ربكم فيسالكم عن اعمالكم. وقد بلغت فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها وان كل ربا موضوع ولكن لكم رؤس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله انه لا ربا وان ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وان كل دم كان فى الجاهلية موضوع وان اول دماءكم اضع دم ابن ربيعة بن

الحارث بن عبد المطلب وكان مسترضعا فى بنى ليث فقتله هذيل فهو اول ما ابد به من دماء الجاهلية.

اما بعد ايها الناس فان الشيطان قديئس من ان يعبد بارضكم هذه ابدا لكنه ان يطع فيما سوى ذلك فقد رضى به مما تحقرون من اعمالكم فاحذروه على دينكم.

ايها الناس ان النسى زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئواعدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرم ما احل الله.

وان الذمان قد استدار كهئيته يوم خلق الله السموات والارض وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ثلاثة متوالية ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان.

اما بعض ايها الناس فان لكم على نساءكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن ان لا يوطئه فرشكم احدا تكرهونه وعليهن ان لا يأتين بفاحشة مبينة فان فعلن فان الله قد اذن لكم ان تهجروهن فى المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فان انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان لا يملكون لانفسهن شيئا وانكم انما اخذتموهن بامانات الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا ايها الناس قولى فانى قد بلغت قد تركت فيكم ما ان اعصمتم به فلن تضلوا ابدا امرا بينا كتاب الله وسنة نبيه.

ايها الناس اسمعوا قولى واعقلوه تعلمن ان كل مسلم اخ للسلم وان المسلمين اخوة فلا يحل لامرىء من اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمن انفسكم اللهم هل بلغت. فذكر لى ان الناس قالوا اللهم نعم فقال رسول الله ﷺ اللهم اشهد.

"হে লোকসকল! আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। সম্ভবত আমি এই স্থানে এই বৎসরের পর আর কখনও তোমাদের সহিত মিলিত হইতে পারিব না। হে লোকজন! আজিকার এই দিনে ও এই মাসে যেমন অন্যের জান-মালের ক্ষতি সাধন করা তোমাদের উপর হারাম, তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত তাহা হারাম হইয়া গেল। তোমরা অতি শীঘ্রই আল্লাহ্‌র নিকট হাযির হইবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য জিজ্ঞাসিত হইবে। আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর বাণী

পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব পালন করিয়াছি। যাহার নিকট কাহারও গচ্ছিত জিনিস আছে সে তাহা যেন মালিকের নিকট ফেরত দেয়। সকল সূদ রহিত করা হইল। এখন হইতে তোমরা কেবল মূলধন ফেরত পাইবে। তোমরা অন্যের উপর জুলুম করিবে না, আর নিজেরাও জুলুমের শিকার হইবে না। আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা, কোন সূদ চলিবে না। আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের সমস্ত সূদ রহিত করা হইল। জাহেলী যুগের সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ রহিত করা হইল। সর্বপ্রথম আমি হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র ইব্ন রাবী'আর হত্যার প্রতিশোধ রহিত করিলাম। ইব্ন রাবী'আ বানূ লায়ছ গোত্রে দুগ্ধপোষ্য ছিল। বানূ হুযায়ল তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। সেই হত্যাকাণ্ড দিয়াই আমি জাহিলী যুগের সকল হত্যাকাণ্ডের ক্ষমা করার কাজ শুরু করিলাম।"

"অতঃপর বলিলেন, হে লোকজন! তোমাদের এই ভুখণ্ডে শয়তানের আর কখনো পুজা-অর্চনা করা হইবে না। এই ব্যাপারে সে নিরাশ হইয়া গিয়াছে। তবে তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে যাহাকে তোমরা অতি তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করিয়া থাক, শয়তানের আনুগত্য করিলে তাতেই সে খুশি হইবে। অতএব তোমাদের দীনের ব্যাপারে শয়তান সম্পর্কে সতর্ক থাকিও।

"হে লোকসকল! নিষিদ্ধ মাসগুলকে পরবর্তী বসরের জন্য মূলতবী করিয়া রাখা আরও নিকৃষ্টতম অন্যায় ও কুফরী কর্ম। কাফিররা এই প্রথা-পদ্ধতির দ্বারা গোমরাহীর পথে পরিচালিত হয়। ইহার মাধ্যমে তাহারা রক্তপাতকে এক বৎসরের জন্য বৈধ, আবার অপর বৎসরের জন্য অবৈধ করিয়া লয়। এইভাবে তাহারা আল্লাহর নিষিদ্ধ দিনগুলিকে ফাঁকি দিবার চক্রান্ত করিয়া থাকে। এইভাবে তাহারা আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজকে বৈধ এবং আল্লাহর পক্ষ হইতে বৈধ কাজকে অবৈধ করিয়া লয়। আকাশ ও পৃথিবী প্রথম সৃষ্টির লগ্ন হইতেই ইহার নিজস্ব নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। আল্লাহর নিকট মাস হইল বারটি। ইহার মধ্যে চারটি হইল নিষিদ্ধ মাস, পরপর তিনটি। আর অপরটি হইল মুদার গোত্রের রজব মাস, যাহা শা'বান ও জমাদিউছ ছানীর মাঝখানে বিদ্যমান।

"তোমাদের নারীদের প্রতি তোমাদের কিছু কর্তব্য ও অধিকার রহিয়াছে এবং তোমাদের প্রতিও তাহাদের কিছু কর্তব্য ও অধিকার রহিয়াছে। নারীরা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে শোয়াইবে না তোমরা যাহাদেরকে অপছন্দ কর; আর অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হইবে না। ইহা তাহাদের কর্তব্য। কিন্তু যদি তাহারা অশ্লীল জাতীয় কিছু করিয়া থাকে তবে তোমরা তাহাদেরকে পৃথক বিছানায় শোয়াইবে এবং মৃদু প্রহার করিবে। এই অধিকার তোমাদের রহিয়াছে। আর যদি তাহারা পরিশুদ্ধ হয় তাহা হইলে তোমরা তাহাদেরকে স্বাভাবিকভাবে খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিবে। নারীদের প্রতি শুভাকাঙক্ষী থাকিও। কেননা তাহারা তোমাদের নিকট বন্দিনীস্বরূপ। আল্লাহর আমানত হিসাবে তোমরা তাহাদেরকে গ্রহণ করিয়াছ এবং আল্লাহর বিধানানুসারে তাহাদেরকে বৈধ করিয়া লইয়াছ।

"হে লোকসকল! তোমরা আমার কথা হৃদয়ঙ্গম কর। আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার কাজ আমি সম্পন্ন করিয়াছি। আর আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রাখিয়া যাইতেছি,

যদি তোমরা তাহা দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া থাক তবে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হইবে না ঃ প্রকাশ্য সুস্পষ্ট কিতাব, আল্লাহর কালাম ও তাঁহার রাসূলের সুন্নাহ।

হে লোকসকল! আমার কথা শোন এবং হৃদয়ঙ্গম কর। জানিয়া রাখ, প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই নিজের ভাইয়ের কোন জিনিস তাহার খুশীমনে দান ব্যতীত গ্রহণ করা অবৈধ। তোমরা মানুষের উপর জুলম করিও না।

"হে আল্লাহ! আমি কি তোমার দীন মানুষের নিকট পৌছাইয়া দিয়াছি? লোকজন বলিল, হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আপনি পৌছাইয়াছেন। তারপর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী ও থাকিও" (ইব্ন হিশাম, সীরাতে ইব্ন হিশাম, ৪খ., পৃ. ১৯০-৯১; ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ, ৩খ., পৃ. ৬৪৮; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫১৩; আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৭)।

তদানিন্তন পৃথিবীতে জাতিভেদ ছিল একটা বড় সমস্যা। উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, সভ্য-অসভ্য প্রভৃতি জাত্যাভিমান বিদ্যমান ছিল যাহা ইসলামী সাম্যনীতির প্রধান অন্তরায় ছিল। রাজার নিকট প্রজা, ধর্মযাজকের নিকট সর্বসাধারণ, কুলীনদের নিকট অকুলীনরা ছিল উপেক্ষিত। বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সকল বিভেদ, বৈষম্য ও কল্পিত মর্যাদার মানদণ্ড এবং অসাম্যের মাথায় কুঠারাঘাত করিয়া বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন ঃ

يايها الناس الا ان ربكم واحد وان اباكم واحد الا لا فضل لعربى على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لاحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى.

"হে মানবসকল! নিশ্চয় তোমাদের প্রভু এক, তোমাদের পিতা এক। সাবধান! অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের কিংবা শ্বেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য নাই, তাকওয়া ব্যতীত।"

অর্থাৎ জাতি বা বর্ণভেদ শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নয় বরং শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত মাপকাঠি হইল তাকওয়া বা আল্লাহভীতি। সুতরাং যে যত বেশী আল্লাহভীরু সে তত বেশী শ্রেষ্ঠ (আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৯; হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯০৭)।

"জোর যার মুল্লুক তার" আরবগণ তখন এই নীতি অনুসরণ করিত। যখন যাহাকে ইচ্ছা হত্যা করিত, ধন-সম্পদ ছিনাইয়া লইত। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি সর্বত্রই চলিত অবাধে। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলের জন্য শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করিয়া ঘোষণা করিলেনঃ

ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الا كل شيئ من امر الجاهلية تحت قدمى موضوع.

"তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ পরস্পরের জন্য হারাম (পবিত্র), যেমন পবিত্র তোমাদের আজিকার এই দিন, তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই শহরে। জানিয়া রাখ! জাহিলিয়াতের সমস্ত নিয়ম-কানুন আমার পদতলে পদদলিত" (ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, ১০২৪-২৫; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪১; আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., ৪৪৯; আর-রাহীকুল মাখতূম, আরবী, পৃ. ৪৮৪; আস-সীরাহ আল - হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৫)।

আরবদের মাঝে প্রতিশোধ-স্পৃহা ছিল অত্যন্ত প্রবল। কোন গোত্র কর্তৃক কোন গোত্রের লোক নিহত হইলে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে অপরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করিত। ফলে সমগ্র আরবে মারামারি কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্রহ অনবরত লাগিয়াই থাকিত। এই সকল জঘন্য প্রথা ও আভিজাত্যবোধ রহিত করিয়া বিশ্বজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করেন ঃ

دماء الجاهلية موضوع وان اول دم اضع من دماءنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا فى بنى سعد فقتله هذيل.

"জাহিলিয়াতের রক্তের (হত্যার) প্রতিশোধ রহিত করা হইল। আমি সর্বপ্রথম আমার বংশের রক্ত তথা রাবীআ ইব্ন হারিছ-এর রক্তপণ বাতিল করিলাম। রাবী'আর পুত্র বনী সা'দ গোত্রে দুধ পানরত অবস্থায় হুযায়ল তাহাকে হত্যা করে" (সুনান ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, ১০২৫; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪১-৪২; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., ৪৪৮; হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯০৮)।

তৎকালে আরবের সর্বত্রই সূদের রমরমা ব্যবসায় ছিল। চক্রবৃদ্ধি সূদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হইত দরিদ্র জনগণ। অনেক সময় সূদের টাকা পরিশোধ করিতে না পারিয়া দরিদ্র জনগণ মহাজনদের ক্রীতদাসে পরিণত হইয়া প্রভুর সুখ, শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপনে নিজের জীবন জলা লি দিতে বাধ্য হইত। মানবতার মুক্তির কাণ্ডারী বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ সূদের জাল ছিন্ন করিয়া মানবতার মুক্তির ব্যবস্থা করিলেন। তাই তিনি ঘোষণা করিলেন ঃ

ربا الجاهلية موضوع واول ربا اضع ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كله.

"জাহিলী যুগের সকল সূদ বাতিল করা হইল। সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব-এর পাওনা সূদ রহিত করিলাম। তাহা সম্পূর্ণই রহিত করা হইল" (সুনান ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, ১০২৫; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪১-৪২; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৪৫-৪৪৯; হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯০৯)।

উল্লেখ থাকে যে, আব্বাস (রা) হইলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আপন চাচা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি সূদের ব্যবসায় করিতেন। সেই সময় অনেক লোকের নিকট তাঁহার সূদের টাকা পাওনা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম তাঁহার সূদ বাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন (শিবলী নু'মানী, প্রাগুক্ত,

তৎকালে আরবে নারীরা ভোগের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত। পুরুষরা তাহাদেরকে যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। কন্যাসন্তান জীবন্ত কবর দিয়া তাহাদের জীবনাবসান করিত। প্রয়োজনে তাহাদেরকে মহাজনদের নিকট বন্ধক রাখিত। এক কথায় নারীরা ছিল সর্বাপেক্ষা লাঞ্ছিত বঞ্চিত ঘৃণিত ও নিষ্পেষিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদেরকে মর্যাদার আসনে সমাসীন করিলেন। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم احدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

"মহিলাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। কেননা তোমরা তাহাদেরকে আল্লাহ্‌র আমানতরূপে গ্রহণ করিয়াছ এবং তাহাদের গুপ্তাঙ্গকে আল্লাহ্‌র নামে হালাল করিয়াছ। তাহাদের উপর তোমাদের অধিকার হইল, তাহারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন লোককে না আসিতে দেয় তোমরা যাহাকে অপছন্দ কর। তাহার পরও যদি তাহারা তাহা করে, তবে তোমরা তাঁহাদেরকে মৃদু প্রহার করিবে। আর তোমাদের উপর তাহাদের অধিকার হইল, তোমরা তাহাদের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবে" (ইব্‌ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, ১০২৫; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৪৭৪; ইব্‌ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ, ৩খ., পৃ. ৬৪৮-৬৪৯; সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩৩১)।

ইসলাম-পূর্ব দুনিয়াতে অনেক ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ঐ সকল ধর্মমতের বুনিয়াদ শরীয়ত প্রদানকারীর কোন লিখিত বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বিধায় এক সময় তাহা বিকৃত হইয়া বিলোপ হইতে লাগিল। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ ইসলামের মূলনীতিসমূহ লক্ষাধিক উম্মতের সামনে ঘোষণা করিয়াছেন এবং তাহা অনুসরণ করিয়া চলিবার জন্য গুরুত্বারোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

انى تركت فيكم ما لن تضلوا بعده ان اعتصتم به كتاب الله.

"আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, যদি তোমরা তাহা দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া থাক তবে কখনও পথভ্রষ্ট হইবে না। তাহা হইল আল্লাহর কিতাব" (ইব্‌ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, ১০২৫; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪১-৪২)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আল্লাহ পাক সকল হকদারকে তাহার ন্যায্য হক প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং এখন হইতে কোন উত্তরাধিকারীর জন্য অসিয়ত করিবার প্রয়োজন নাই।

"আর যিনা বা ব্যভিচারের শাস্তি হইল প্রস্তরাঘাতে তাহাকে হত্যা করা। আর যে ছেলে নিজের পিতার বদলে অন্য কাহারো ঔরসে জন্ম হইয়াছে বলিয়া দাবি করিল এবং কোন গোলাম আপন মনিব ব্যতীত অন্য কাহারো মালিকানার প্রতি নিজেকে সংযুক্ত করিল, তাহার উপর আল্লাহর লানত ও অভিসম্পাত অবধারিত। মহিলাদের স্বামীর সম্পদ হইতে অনুমতি ছাড়া দান করা

জায়েয নয়। ধার করা বস্তু অবশ্যই ফেরৎ দিবে। কোন বস্তুর যিম্মাদার হইলে তাহা অবশ্য পূরণ করিবে। উপহারের পরিবর্তে উপহার প্রদান করিবে" (আল্লামা শিবলী নোমানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫০)।

তিনি আরো বলেন, "হে লোকসকল! জানিয়া রাখো, আমার পরে আর কোন নবী নাই। আমিই শেষ নবী। তোমাদের পর কোন উম্মত নাই। তোমরাই সর্বশেষ উম্মত। সুতরাং তোমরা আপন প্রতিপালকের ইবাদত করিবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে, রমযান মাসে রোযা রাখিবে। আর তোমরা ধন-সম্পদের যাকাত সানন্দচিত্তে প্রদান করিবে। আপন প্রভুর ঘরের হজ্জ আদায় করিবে। নিজের শাসকের আনুগত্য করিবে। যদি তোমরা এইরূপ কর তবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে" (আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫১৩)।

তিনি আরো বলিলেন, মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। এক ভাই স্বেচ্ছায় অন্য ভাইকে যাহা দান করিবে তাহাই গ্রহণ করা তাহার জন্য বৈধ। কাজেই তোমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করিবে না" (ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ, ৩খ., পৃ. ৬৪৯)।

তারপর রাসূলুল্লাহ (স) উপস্থিত জনতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করেন ঃ

وانتم تسئالون عنى فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واريت ونصحت فقال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد.

"তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইবে, তখন কি বলিবে? সাহাবাগণ বলিলেন, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি আল্লাহর নির্দেশসমূহ সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, দেখাইয়া দিয়াছেন এবং উত্তম উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন শাহাদাত অঙ্গুলী আকাশের দিকে তুলিয়া এবং তাহা জনগণের প্রতি ঝুকাইয়া বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।" (ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, ১০২৫; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪১; আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫০; আসাহ্হুস সিয়ার, ৫২২; সীরাতে ইব্ন হিশাম, ৩৩১; ইব্ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ, ৩খ., ৬৪৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৮৯)।

আরাফাত ময়দানে ভাষণ সমাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত বিলাল (রা)-কে আযান দিতে নির্দেশ দেন। হযরত বিলাল (রা) আযান দিলেন। অতঃপর তিনি প্রথমে দুই রাক্আত যুহরের নামায আদায় করেন। যুহরের নামায আদায়ের পর পুনরায় ইকামত দিয়া তিনি দুই রাকআত আসরের নামায আদায় করেন। নামাযে তিনি নিঃশব্দেই কিরআত পাঠ করেন। দিনটি ছিল শুক্রবার, তবে তিনি জুমু'আর নামায আদায় করেন নাই, ইহার পরিবর্তে যুহরের নামায আদায় করিলেন। তবে উভয় নামাযের মাঝে তিনি অন্য কোন কিছুই পড়িলেন না (আসাহ্হুস সিয়ার, ৫২২-৫২৩; ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭৪, ১০২৫; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৪১-৪২)।

নামায শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করিলেন এবং ওকূফের স্থানে আগমন করিলেন। আরাফাতে অবস্থানকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, আমি এই স্থানে অবস্থান করিলেও মূলত আরাফাতের পুরা এলাকাই অবস্থানস্থল। ইহার কোন অংশে অবস্থান করিলেই হজ্জের রোকন আদায় হইয়া যাইবে। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ان رسـول الله ﷺ قـال وقـفت هـهـنا وعرفة كلها موقف وفي رواية اخرى كـل عـرفة موقـف.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, আমি এইখানে অবস্থান করিলাম। তবে আরাফাতের পুরাটাই অবস্থানস্থল। অন্য একটি বর্ণনায় রহিয়াছে, আরাফাত সম্পূর্ণটাই অবস্থানস্থল" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৯৩, পৃ. ৭৯৬)।

ওকূফের স্থানে আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিপ্রহরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিবলামুখি হইয়া মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দু'আ করিতে থাকেন। দু'আয় তিনি তাঁহার হস্ত মুবারক তাঁহার বুক পর্যন্ত উঠাইয়াছিলেন ঠিক তেমনিভাবে যেমন কোন ভিক্ষুক, প্রার্থী ও অসহায় মিসকীন কিছু যাচ্ঞা কালে হাত তুলিয়া থাকে। দু'আয় তিনি নিজের এবং সকল উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আরাফাত প্রান্তরে তিনি দীর্ঘ সময় দু'আয় রত ছিলেন। এইখানে তিনি কি দুআ করিয়াছিলেন তাহা বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে সহীহ রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে।

আরাফাত দিবসের দু'আ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বলিয়াছেন, আরাফাত দিবসের দু'আই শ্রেষ্ঠ দু'আ যাহা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল করিয়াছিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ان الـنبـي ﷺ خـير الـدعـاء دعـاء يوم عـرفـة وخـيـر مـا قـلـت انـا والـنبـيـون مـن قـبـلـي لا الـه الا الـلـه وحـده لا شـريـك لـه لـه الـمـلـك ولـه الـحـمـد وهـو عـلـى كـل شـيـئ قـديـر.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিয়াছেন, সকল দু'আর শ্রেষ্ঠ দু'আ আরাফাত দিবসের দু'আ যাহা আমি এবং আমার পূর্ববর্তী সকল নবীগণ পাঠ করিয়াছেন। সেই উত্তম দু'আ হইল, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই। তিনি এক, তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব কেবল তাঁহারই। সকল প্রশংসা তাঁহার জন্যই। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৯৮, পৃ. ৭৯৭; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., ২৬৭; আসাহহুস সিয়ার., পৃ. ৫২৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৯৩)।

হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরাফাত প্রান্তরে এই আয়াত পড়িতে শুনিয়াছি ঃ

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّـهُ لاَ اِلٰـهَ اِلاَّ هُـوَ وَالْـمَـلاَئِـكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও আল্লাহর ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৩ ঃ ১৮)।

তারপর তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! আমিও ইহার উপর সাক্ষী থাকিলাম' (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৯৩)।

হযরত আলী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত প্রান্তরে দু'আয় বলিয়াছিলেন ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير اللهم اجعل فى بصرى نورا وفى سمعى هذا وفى قلبى هذا اللهم اشرح لى صدرى ويسرلى امرى اللهم انى اعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الامر وشر فتنة القبر وشر ما يلج في الليل وشر ما يلج فى النهار وشرما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر.

"এক আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব কেবল তাঁহারই। প্রশংসাও তাঁহারই প্রাপ্য। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! নূর দান করুন আমার দৃষ্টিতে, আমার শ্রবণেন্দ্রীয়ে এবং আমার কলবেও নূর দান করুন। হে আল্লাহ! আমার বক্ষকে প্রশস্ত করিয়া দিন, আমার কাজকে সহজ করিয়া দিন। হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই অন্তরের কুমন্ত্রণা হইতে, মতবিরোধের কাজ হইতে, কবরের ফিতনা হইতে, ঐ সকল মন্দ হইতে যাহা দিনের বেলায় সংঘটিত হইয়া থাকে এবং যাহা রাতের বেলায় সংঘটিত হইয়া থাকে। আরও পানাহ চাই ঐ সকল মন্দ হইতে যাহা বাতাস বহন করিয়া নিয়া আসে এবং ঐ সকল মন্দ হইতে যাহা সকল সময় বিদ্যমান থাকে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৯৩-৯৪)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আরাফাত প্রান্তরের দু'আ ছিল নিম্নরূপ ঃ

اللهم انك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخفى عليك شيئ من امرى انا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه اسألك مسألة المسكين وابتهل اليك ابتهال الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذلك لك جسده ورغم انفه اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رءوفا رحيما يا خير المسئو لين وياخير المعطين.

"হে আল্লাহ! আপনি আমার কথা শুনিতেছেন, আমার অবস্থাও দেখিতেছেন। আমার গোপন ও প্রকাশ্য সকল কিছুই আপনি জানেন। আমার কোন কিছুই আপনার নিকট গোপন নয়। আমি বিপদগ্রস্ত, মুখাপেক্ষী, ফরিয়াদী, আশ্রয়প্রার্থী, অসহায় এবং আপন গুনাহের স্বীকারোক্তিকারী। অসহায় ভিক্ষুকের মত আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি আর কাতরভাবে চাহিতেছি, যেমন চাহিতে থাকে ভীত-শংকিত ও বিপদগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তি। আর তেমনিভাবে চাহিতেছি যেমনিভাবে চায় অবনত মস্তকে অশ্রুসিক্ত নয়নে, কেহ যাহার গর্দান অবনত থাকে তোমার সামনে, নয়ন থাকে অশ্রুসিক্ত, দেহ থাকে লাঞ্ছিত আর নাক থাকে ধুলামলিন। হে আল্লাহ! তোমার নিকট দু'আয় আমাকে ব্যর্থকাম করিও না। আর আমার প্রতি তুমি দয়ালু ও মেহেরবান হও ওহে সর্বোত্তম প্রার্থনা কবুলকারী ও সর্বোত্তম দাতা" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৯৪; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৭; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৩৮)!

আরাফাত প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আরত ছিলেন, উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিলেন। হঠাৎ দু'আর মাঝে হাসিয়া উঠিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قال تبسم فقال له ابو بكر وعمر بابى انت وامى ان هذه الساعة ما كنت تضحك فيها فما اضحك اضحك الله سنك قال ان عدو الله ابليس لما علم ان الله عز وجل قد استجاب دعاتى وغفر لامتى اخذ التراب فجعل يحثوه على راسه ويدعوا بالوجل والثبور فاضحكنى ما رايت من جزعه.

"রাবী (আব্বাস) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসি দিলেন। আবূ বকর (রা) ও উমার (রা) বলিলেন, আমাদের পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হউক! ইহা এমন একটি সময় যখন আপনি কখনও হাসেন না। কিসে আপনাকে হাসাইল? আল্লাহ আপনাকে আরও হাসান। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন, আল্লাহর শত্রু ইবলীস যখন জানিতে পারিল, আল্লাহ আমার প্রার্থনা কবুল করিয়াছেন এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করিয়াছেন তখন সে মাটি লইয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিল এবং নিজের ধ্বংস ও দুর্ভাগ্যকে ডাকিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, হায় আমার পোড়া কপাল! হায় দুর্ভাগ্য! সুতরাং তাহার সেই অস্থিরতা দেখিয়াছি, তাহাই আমাকে হাসাইয়াছে" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৫৬৩, পৃ. ৭৯৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৯৪)।

রাসূলুল্লাহ (স) আরাফাত প্রান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণ করিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করিলাম" (৫ ঃ ৩)।

উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত উমার (রা) কাঁদিতে লাগিলেন। কারণ তিনি ঈমানী দূরদর্শিতা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, হয়ত রাসূলুল্লাহ ﷺ অচিরেই দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন। তিনি হযরত উমার (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উমার! তুমি কাঁদিতেছ কেন? তিনি বলিলেন, আমি এইজন্য কাঁদিতেছি যে, পূর্ণতার পর তো কেবল অপূর্ণতাই বাকী থাকে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাত্র তিন মাস জীবিত ছিলেন। তবে এই সময় আর কোন শারী'আতের বিধি-বিধান নাযিল হয় নাই (আসাহ্হুস সিয়ার, ৫২৩; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫১৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৯৫; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৭; আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫০; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৩৮)।

আরাফাত প্রান্তরে এক লোক সওয়ারী হইতে অবতরণকালে পড়িয়া গিয়া ইন্তিকাল করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে গোসল দিতে নির্দেশ দেন। ইহরামের দুই টুকরা কাপড় দ্বারাই তাহাকে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে দাফনকালে কোনরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করিতে এবং তাহার মুখমণ্ডল ঢাকিতে নিষেধ করিয়া দেন। তিনি বলেন, কিয়ামত দিবসে ঐ ব্যক্তি কবর হইতে তালবিয়া পাঠ করিতে করিতে উঠিবে (আসাহ্হুস সিয়ার, ৫২৩; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৯১-১৯২)।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত প্রান্তরেই অবস্থান করেন এবং এখানকার সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করেন। সূর্য অস্তমিত হইল, এমনকি সূর্যের আভাটুকুও বিদূরিত হইয়া গেল তখন তিনি সদলবলে আরাফাত প্রান্তর ত্যাগ করিয়া মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। এইবার তিনি আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনকালে হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে স্বীয় উটের উপর উঠাইয়া নিলেন। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ان اسامة بن زيد كان ردف النبى ﷺ من عرفة الى المذودلفة.

"উসামা ইব্ন যায়দ (রা) আরাফাত হইতে মুযদালিফা পর্যন্ত সওয়ারীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে বসা ছিলেন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬০৬, পৃ. ৮০১; বুখারী, হা. ১৬৬৯, পৃ. ৩৩২; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৩৯)।

পথে চলার গতি ছিল স্বাভাবিক। খুব দ্রুতও নহে, আবার খুব ধীরেও নহে। উসামা ইব্ন যায়দ (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সওয়ারীতে আরোহী ছিলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলার গতি কেমন ছিল? উত্তরে তিনি বলিলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাভাবিক গতিতে চলিতেন। তবে যখন খোলা জায়গা পাইতেন তখন দৌড়াইয়া চলিতেন (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৭৪; বুখারী, হা. ১৬৬৬, পৃ. ৩৩১, কিতাবুল হজ্জ, বাবুস সায়র ইযা দাফা'আ মিন 'আরাফাতা)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাভাবিক গতিতে চলিবার জন্য সাহাবা-ই কিরামদেরকে নির্দেশ দেন। হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قال يايها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالايضاع.

"তিনি বলিলেন, হে লোকসকল! তোমরা শান্তভাবে চল। কেননা তাড়াহুড়ায় কোন কল্যাণ নাই" (বুখারী, হা. ১৬৭১, পৃ. ৩৩২; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫১২-৫২৪, আল-কাসতাল্লানী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৪৩৯)।

আরাফাত হইতে মুযদালিফায় প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাস্তায় তালবিয়া পাঠ করিতেছিলেন, কখনো তালবিয়া পাঠ বন্ধ করেন নাই। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن الفضل ان رسول الله ﷺ لم يزل يلبى حتى بلغ الجمرة.

"ফাদল ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরায় পৌঁছা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করিতেছিলেন" (বুখারী, হা. ১৬৭০, পৃ. ৩৩২)।

রাস্তার এক জায়গায় রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারী হইতে অবতরণ করিয়া পেশাব করিলেন। পেশাবান্তে হালকাভাবে পবিত্রতা অর্জন করিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

دفع رسول الله ﷺ من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضا ولم يسبغ الوضوء.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তনকালে উপত্যকায় অবতরণ করিলেন এবং পেশাব করিলেন, অতঃপর হালকাভাবে উযূ করিলেন" (বুখারী, হা. ১৬৭২, পৃ. ৩৩২; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৭৩)।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ উযূ করিতেছেন দেখিয়া হযরত উসামা ইব্ন যায়দ (রা) তাঁহাকে নামাযের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন ঃ الصلاة امامك "নামায আরও সামনে আগাইয়া পড়িব" (বুখারী, হা. ১৬৭২, পৃ. ৩৩২; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৭৩; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৪; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ.,পৃ. ৪৫১)।

মুযদালিফায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালভাবে নামাযের জন্য উযূ করিলেন। মুয়াযযিনকে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। তারপর মাগরিব ও ইশা এক সাথে আদায় করিলেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে আদায় করিয়াছেন, তবে উভয় নামাযের মাঝে অন্য কোন নফল আদায় করেন নাই। তিনি মাগরিব তিন রাক্আত এবং ইশা দুই রাক্আত আদায় করেন" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৭৫)।

অন্য এক বর্ণনায় রহিয়াছে, মাগরিব ও ইশা তিনি এক ইকামাতেই আদায় করিয়াছেন। বলা হইয়াছে ঃ

افضنا مع ابن عمر حتى اتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء باقامة واحدة ثم انصرف فقال هكذا صلى بنا رسول الله ﷺ فى هذا المكان.

"সাঈদ ইব্ন যুবায়র (র) বলেন, আমরা হযরত ইব্ন উমার (রা)-এর সাথে প্রত্যার্বতন করিয়া মুযদালিফায় আসিলাম। তিনি আমাদেরকে লইয়া মাগরিব ও ইশার নামায এক ইকামাতে আদায় করিলেন। নামাযশেষে তিনি বলিলেন, এইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে লইয়া এই স্থানে নামায পড়িয়াছেন" (মুসলিম, ৪খ., ৭৫-৭৬)।

কিন্তু বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, মুযদালিফায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে মাগরিবের নামায আদায় করিলেন, অতঃপর ইশা আদায় করেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فجاء المزدلفة فتوضا فاسبغ ثم اقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم اناخ كل انسان يصيره فى منزله ثم اقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما.

"তিনি মুযদালিফায় আসিয়া ভালভাবে উযূ করিলেন, তারপর নামাযের ইকামাত দেওয়া হইলে মাগরিবের নামায আদায় করিলেন। নামাযশেষে লোকজন স্ব স্ব উটকে নিজেদের মনযিলে বসাইলেন। অতঃপর আবার ইকামাত দেওয়া হইলে তিনি ইশার নামায পড়িলেন, উভয়ের মাঝে অন্য কোন নামায আদায় করিলেন না" (বুখারী, হা. ১৬৭২, পৃ. ৩৩২)।

তবে বিশুদ্ধ কথা হইল, আযান একটিই হইয়াছিল। আর ইকামাত দুইটি হইয়াছিল। প্রথমে মাগরিবের নামায আদায় করেন, তারপর অল্প সময় বিরতি দিয়া ইশার নামায আদায় করেন (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫১; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৪; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৯৫)।

মুযদালিফায় ইশার নামায সমাপ্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমাইয়া পড়িলেন। সারা রাত তিনি নিদ্রায় কাটাইলেন। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী রাত্রে তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর জন্য উঠিলেন না, একেবারে ফজরের সময় উঠিলেন। এমনিতেই দুই ঈদের রাত্রিতেও তাঁহার তাহাজ্জুদ নামায আদায় করিবার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। মুহাদ্দিছগণ বর্ণনা করেন যে, এই একটি মাত্র রাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদ ত্যাগ করিয়াছিলেন (আসাহ্হুস সিয়ার, ৫২৪; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৯৯; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৪০-৪৪১)।

মুযদালিফা হইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবারের দুর্বলদেরকে রাত্রের বেলায়ই মিনায় পাঠাইয়া দেন। তবে তাহাদেরকে রাতের বেলায় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত আইশা (রা) বলিয়াছেন ঃ

نزلنا المزدلفة فاستاذنت النبى ﷺ سودة ان تدفع قبل حطمة الناس وكانت امراة بطيشة فان لها فدفعت قبل حطمة الناس.

"আমরা মুযদালিফায় আসিয়া উপনীত হইলাম। তখন হযরত সাওদা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রাস্তায় লোকজনের ভিড় শুরু হওয়ার পূর্বেই মুযদালিফা ত্যাগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি ছিলেন স্থূলদেহী মহিলা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাহাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। তাই তিনি লোকের ভিড় শুরু হওয়ার পূর্বেই মিনায় চলিয়া যান" (বুখারী, হা. ১৬৮০, পৃ. ৩৩৪; সহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৭৬)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিনীদের মধ্যে কেবল হযরত সাওদা (রা)-ই পূর্বে প্রেরিত দুর্বলদের সাথে গিয়াছিলেন, আর বাকী সকলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত রহিয়া গেলেন। তবে সহীহ মুসলিমের রিওয়ায়াতে উম্মু হাবীবা (রা)-এর কথাও উল্লেখ রহিয়াছে। সম্ভবত তিনি দুর্বলদের মধ্যেই ছিলেন। তাই তিনিও গিয়াছিলেন। সাহীহায়নের রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ বনী মুত্তালিব গোত্রের বালকদেরকেও রাতের বেলায় মীনায় পাঠাইয়া দেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন ঃ

قدمنا رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة اغيلمة بنى عبد المطلب فجعل يلطم افخاذنا ويقول ابنى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আবদুল মুত্তালিব বংশের বালকদের সাথে মুযদালিফার রাত্রিতেই মীনায় পাঠাইয়া দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের রান চাপড়াইয়া বলিলেন, হে আমার ছোট সন্তানেরা! সূর্যোদয়ের পূর্বে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে না" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬১৩, ৮০৩; আসাহ্হুস সিয়ার, ৫২৪-২৫; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ১৯৯-২০০)।

মুযদালিফা হইতে যাহারা রাত্রি বেলায়ই মিনায় আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-ও ছিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قال انا ممن قدم النبى ﷺ ليلة المزدلفة فى ضعفة اهله.

"তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন পরিবারের যে সকল দুর্বলদেরকে রাত্রিতেই মিনায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন আমিও তাহাদের সহিত ছিলাম" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬০৯, ৮০২; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৭৭)।

মোটকথা রাসূলুল্লাহ ﷺ কেবল দুর্বল, বালক এবং মহিলাদেরকেই রাস্তায় ভিড়ের পূর্বেই মিনায় পাঠাইয়া দেন। কারণ অন্যান্য হাজ্জীগণ যখন মুযদালিফা হইতে মিনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড় হয়। এই ভিড়ের মধ্যে যাহাদের পক্ষে চলা অসম্ভব তিনি তাহাদেরকেই রাত্রি বেলায় মিনার যাইবার অনুমতি প্রদান করেন। তবে রাত্রি বেলায় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে বারণ করেন। পরের দিন আযান ও ইকামতসহ ফজরের নামায তিনি ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথেই আদায় করিলেন (বুখারী, হা. ১৬৮৩; মুসলিম, ৪খ., পৃ.৭৬)।

নামায শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করিলেন এবং ওকূফের স্থানে আগমন করিলেন। ওকূফ স্থল তথা মাশ'আরুল হারাম-এর নিকট আসিয়া সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত দু'আ-দরূদ, তাকবীর-তাহলীলে মশগুল থাকেন। আর এইখানে যিকিরে মশগুল থাকিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং পবিত্র কুরআনে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইরশাদ হইতেছে ঃ

فَاذَآ اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.

"যখন তোমরা আরাফাত হইতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন মাশ'আরুল হারামের নিকট পৌঁছিয়া আল্লাহকে স্মরণ করিবে" (২ ঃ ১৯৮)।

ওকূফ সম্পর্কে তিনি বলিলেন, আমি এইখানে অবস্থান করিলেও মুযদালিফা পুরাটাই অবস্থান স্থল (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৫; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৮)।

মুযদালিফায় অবস্থান ও মাশ'আরুল হারামে আল্লাহর স্মরণ সম্পন্ন করিয়া পরের দিন সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এইবার তিনি তাঁহার সওয়ারীতে ফাদ্ল ইব্ন আব্বাস (রা)-কে উঠাইয়া লইলেন। উসামা (রা) তখন পায়ে হাঁটিয়া চলিলেন (বুখারী, হা. ১৬৮৬, ১৬৮৭, পৃ. ৩৩৫; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৫; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৮)।

মুযদালিফা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, আমাদের রীতি-নীতি পৌত্তলিক কুরায়শদের রীতি-নীতির বিপরীত। কারণ তাহারা এইখান হইতে সূর্যোদয়ের পর প্রত্যাবর্তন করিত, এমনকি সূর্যের আলোতে আশপাশের পাহাড়গুলি ঝলমল করিতে থাকিত। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ان المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرق ثبير وان النبى ﷺ خالفهم ثم افاض قبل ان تطلع الشمس.

"সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত মুশরিকরা মুযদালিফা হইতে প্রত্যাবর্তন করিত না, সূর্যোদয়ের পর প্রত্যাবর্তন করিত। তাহারা বলিত, হে ছাবীর পাহাড়! রোদে ঝলমল করিতে থাক। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের বিপরীত করিয়া সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুযদালিফা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন" (বুখারী, হা. ১৬৮৪, পৃ. ৩৩৪; মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬১২, পৃ. ৮০৩; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৫; শিবলী নুমানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫১)।

পথে চলার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখেন। তবে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের পর আর তালবিয়া পাঠ করেন নাই। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

لم يزل النبى ﷺ يلبى حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر

"কুরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রাখেন" (বুখারী, হা. ১৬৮৩, পৃ. ৩৩৪; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৭১; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৪৭)।

ফাদল ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুব শান্তভাবেই চলিতেছিলেন, লোকজনকেও শান্তভাবে চলিতে বলিতেছিলেন। এইভাবে চলিতে চলিতে এক সময় তাহারা ওয়াদী মুহাসসার নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হন। ওয়াদী মুহাসসার হইল সেই স্থান যেখানে ইয়ামানী সম্রাট আবরাহার হস্তি বাহিনীকে ধ্বংস করা হইয়াছিল। আবরাহা পবিত্র কা'বা ঘরকে ধ্বংস করিবার মানসে একদল হস্তিবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিল। উক্ত প্রান্তরে আসার পর আল্লাহ তা'আলা সেই বাহিনীকে অতি ক্ষুদ্রকায় এক ঝাঁক পাখি প্রেরণ করিয়া ধ্বংস করিয়াছিলেন। সূরা ফীল-এ এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। এই স্থানে আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ উটকে দ্রুত হাঁকাইলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল, যখন কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমের ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়া রাস্তা

অতিক্রম করিতেন তখন খুব দ্রুতবেগে চলিতেন। যেমন তাবূক যুদ্ধের সময় তিনি ছামূদ জাতির ধ্বংসস্থল খুব দ্রুত গতিতে অতিক্রম করিয়াছিলেন, আর সেই সময় তিনি নিজ মুখমণ্ডলও ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন।

ওয়াদী মুহাসসার আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা কঙ্কর সংগ্রহ করিয়া লও, জামরায় নিক্ষেপ করিবে। তিনি নিজেও কঙ্কর সংগ্রহ করাইয়া লইলেন। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিলেন, আমার জন্য পাথর সংগ্রহ করিয়া দাও। সেই সময় ইব্‌ন আব্বাস (রা) অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি পাথর সংগ্রহ করিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহা হাতে লইয়া কীভাবে নিক্ষেপ করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিলেন। আর বলিলেন, ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না। ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবড়ি ছিল পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের অন্যতম কারণ। সুতরাং তোমরা বাড়াবাড়ি হইতে বিরত থাকিও (আসাহহুস সিয়ার, পৃ. ৫২৫-২৬; আল্লামা শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২০২; হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯১২; নবীয়ে রহমত, বঙ্গানুবাদ, পৃ. ৪০৭; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৮-৬৯)।

যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখকে ইয়াওমুন নাহর, ইয়াওমুল আদাহী, আবার ইয়াওমুল হাজ্জ আল-আকবারও বলা হয়। ঐদিন মিনায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য প্রথমেই জামরাতুল কুবরার দিকে রওয়ানা হইলেন। এইখানে তিনি মাঝের রাস্তা ধরিয়া অগ্রসর হইলেন, যাহা জামরাতুল আকাবায় গিয়া শেষ হইয়াছে। মিনা তখন তাঁহার ডান দিকে আর বায়তুল্লাহ বাম দিকে রহিল। জামরার দিকে মুখ করিয়া তিনি উটের উপর থাকিয়াই কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

رأيت النبى ﷺ يرمى على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم فانى لا ادرى لعلى لا احج بعد حجتى هذا.

"আমি কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উটের উপর সওয়ার অবস্থায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ তোমরা হজ্জের বিধি-বিধান শিখিয়া লও। কেননা সম্ভবত আমার এই হজ্জের পর আমি আর হজ্জ করিতে পারিব না" (মুসলিম, ৪খ., ৭৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২০৬)।

জামরা মোট তিনটি। এই সকল জামরার মধ্যে যাহা মসজিদুল খায়ফের নিকটবর্তী ইহাকে জামারাতুল উলা বা প্রথম জামরা বলা হয়। ইহার পরবর্তী জামরাকে জামরাতুল উসতা বা মধ্যম জামরা বলা হয়। আর ইহার পরবর্তী জামরাকে জামরাতুল কুবরা বা জামরাতুল আকাবা বলা হয়। মুযদালিফা হইতে মিনায় আসিয়া প্রথমেই জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় আসিয়া প্রথমেই জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করেন, সাতটি কঙ্কর। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাকবীর বলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.

"তিনি সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তিনি তাকবীর বলিলেন" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৭৮-৭৯; বুখারী, হা. ১৭৫৩, পৃ. ৩৪৭)।

প্রতি দিন কঙ্কর নিক্ষেপের সময় সাধারণত সূর্যোদয়ের পরবর্তী সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন দ্বিপ্রহরের সময় এবং পরবর্তী দিনসমূহে দ্বিপ্রহরের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن جابر قال رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس.

"হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেন, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিপ্রহরের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়াছেন। আর অন্যান্য দিন দ্বিপ্রহরের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়াছেন" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৮০; ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৫৩, ১০১৪; মিশকাতুল-মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬২০, পৃ. ৮০৫)।

কঙ্কর নিক্ষেপ করিবার সময় হযরত বিলাল (রা) ও হযরত উসামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পাশেই ছিলেন। তাঁহাদের একজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটের লাগাম ধরিয়াছিলেন, আর অন্য জন কাপড় দিয়া তাঁহাকে ছায়া প্রদান করিতেছিলেন। কেননা রোদের তীব্রতা তখন খুব বেশী ছিল (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৬; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২০৬)।

মিনার খুতবা

জামারাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ সমাপ্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনা প্রান্তরে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি মসজিদুল খায়ফ-এর নিকট আসিয়া সওয়ারী থামাইলেন। মুসলমানগণও আসিয়া সেখানে সমবেত হইলেন। অগণিত লোক। সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা মুশকিল। তাঁহার ডানে মুহাজিরগণ এবং বাম পাশে আনসারগণ অবস্থান করিয়াছিলেন। আর উভয়ের মাঝখানে ছিল সাধারণ জনগণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ উটের উপর আরোহী ছিলেন। হযরত বিলাল (রা) উটের রশি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। হযরত উসামা (রা) কাপড় টাঙ্গাইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ছায়া প্রদান করিতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বৃহৎ জনসমুদ্রের প্রতি তাকাইলেন। কি অপূর্ব দৃশ্য! যেন মানবতার ঢল। ইহা আর কিছু নহে, নবুওয়াতের তেইশ বৎসরের শুভফল এখন তাঁহারই চোখের সামনে ভাসিতেছে। জীবনে কঠোর সাধনার এই শুভফল স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হৃদয় আবেগে আপ্লুত হইয়া উঠিল। নয়ন যুগল শীতল হইয়া উঠিল। সর্বোপরি পরম করুণাময় আল্লাহর অসীম অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার মস্তক অবনত হইয়া আসিল। তিনি মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন। সেই সময় তিনি আরো প্রত্যক্ষ করিলেন যে, সত্য গ্রহণ ও সত্য স্বীকৃতির নূর যমীন হইতে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্রই আলোকিত। নবুওয়াতের পূর্ণতার ও পরিসমাপ্তির সীল-মোহর জগতের বুকে অংকিত হইতেছে। ইসলাম ধর্মের পরিপূর্ণতার বিজয়গাথা বিশ্ব জগতের প্রতিটি অনু-পরমাণুর কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। এক কথায় আজ সত্যের জয় হইল। সকল অধর্ম, অন্যায়, অসত্য পদদলিত হইল। আরাফাত প্রান্তরের ন্যায়

মিনাতেও তিনি একটি খুতবা প্রদান করেন। এই খুতবাটিও ছিল গুরুগম্ভীর, চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী। এই খুতবাতেও তিনি দীন ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা দিয়াছেন, বিশেষ করিয়া কুরবানীর দিনের মর্যাদা, সম্মান, ফযীলত ও মক্কার পবিত্রতা-এর কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করেন। ইহা ছাড়া আগের দিনের ভাষণের অনেক বিষয় তিনি পুনরাবৃত্তি করেন, বিশেষ করিয়া যে সকল বিষয় একান্ত গুরুত্বপূর্ণ (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫১-৪৫; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৬; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫১৫; হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯১২-৯১৩)।

কুরবানীর দিনের ভাষণ-এর বর্ণনা বুখারী-মুসলিমসহ সকল হাদীছগ্রন্থে বিভিন্ন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি খুতবার প্রথমেই উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করিয়া ভাষণ আরম্ভ করেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

يايها الناس الا اى يوم هذا ثلاث مرات قالوا يوم الحج الاكبر قال فان دماءكم واموالكم واعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الا لا يجنى جان الا على نفسه ولا يجزى والد على ولده ولا مولود عن والده الا ان الشيطان قد ايس ان يعبد فى بلدكم هذا ابدا ولكن سيكون له طاعة فى بعض ما تحتقرون من اعمالكم فيرضى بها الا كل دم من دماء الجاهلية موضوع واول ما اضع منها دم الحارث بن عبد المطلب (كان مرضعا فى بنى ليث فقتلته هذيل) الا وان كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الا يا امتاه هل بلغت ثلاث مرات قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاث مرات.

"হে মানবমণ্ডলী! ইহা কোন দিন? এই কথা তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা বলিল, হজ্জের বড় দিন। তিনি বলিলেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-সম্মান পরস্পরের নিকট হারাম— যেমন হারাম তোমাদের এই দিনে, তোমাদের এই মাসে, তোমাদের এই শহরে। সাবধান! একজনের অপরাধে অন্যজন দায়ী হইবে না। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে তাহার পিতাকে দায়ী করা যাইবে না। সাবধান! শয়তান নিরাশ হইয়া গিয়াছে এইজন্য যে, তোমাদের এই ভূমিতে আর কখনও তাহার ইবাদত করা হইবে না। তবে অচিরেই তাহার আনুগত্য করা হইবে এমন সব কার্যাবলীর মাধ্যমে যাহাকে তোমরা তুচ্ছ মনে করিয়া থাক। আর তাহাতেই সে খুশি হইবে। সাবধান! জাহিলিয়াতের সকল রক্তপাতকে রহিত করা হইল। আর প্রথম যে রক্ত রহিত করিলাম তাহা হইল হারিছ ইব্ন আবদুল মুত্তালিব-এর রক্ত (বনী লায়ছ গোত্রে দুধপানরত অবস্থায় তাহাকে হুযায়ল গোত্র হত্যা করে)। সাবধান ! জাহিলিয়াতের সকল সূদ রহিত করা হইল। তোমরা কেবল মূলধন ফেরত পাইবে। তোমরা জুলুম করিও না, তাহা হইলে তোমাদের উপরও জুলুম করা হইবে না। ওহে লোকসকল! আমি কি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র বাণী পৌঁছাইয়াছি? এই কথা তিনি তিনবার

জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা উত্তরে বলিলেন, হাঁ। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। এই কথাও তিনি তিনবার বলিলেন" (ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৫৫, ১০১৫; তু. বুখারী, পৃ. ২৩৪-৩৫)।

অপর একটি বর্ণনায় আসিয়াছে, কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ

قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والارض السنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ولمحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان وقال اى شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيميه بغير اسمه فقال اليس ذاالحجة قلنا بلى قال اى بلد هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيميه بغير اسمه قال اليس البلدة قلنا بلى قال فانى يوم هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم حرام كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم الا فلا ترجعوا ضلالا لا يضرب بعضكم رقاب بعض.

"আবর্তনের ফলে সময় আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। যেই দিন আল্লাহ তা'আলা যমীন ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হইতেই বৎসরে বার মাস। তাহার মাঝে চার মাস হারাম। তিনটি মাস একসাথে যিলকা'দ, যিলহজ্জ ও মুহাররম। আর চতুর্থটি হইল মুদার গোত্রের রজব মাস, যাহা জমাদিউস সানী ও শা'বান মাসের মধ্যবর্তী। তারপর তিনি বলিলেন, ইহা কোন মাস? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তাহার পর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। আমরা ভাবিলাম, তিনি হয়ত ইহার পুরাতন নামের পরিবর্তে নূতন নামকরণ করিবেন। তারপর তিনি বলিলেন, ইহা যিলহজ্জ মাস নহে কি? আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন শহর? আমরা বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলই ভাল জানেন। তারপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। আমরা ভাবিলাম, তিনি হয়ত ইহার পুরাতন নামের বদলে নূতন নাম রাখিবেন। তারপর বলিলেন, ইহা কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বলিলাম, হাঁ। তারপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কোন দিন? আমরা বলিাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল ভাল জানেন। তারপর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। আমরা ভাবিলাম, হয়ত তিনি ইহার পুরাতন নামের বদলে নূতন নামকরণ করিবেন। তারপর বলিলেন, ইহা কুরবানীর দিন নহে কি? আমরা বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের ইয্যত-সম্মান পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন তোমাদের নিকট এই মাস, এই দিন ও এই শহর পবিত্র বা হারাম। তারপর বলিলেন, তোমরা অতি সত্বর তোমাদের প্রতিপালকের সহিত মিলিত হইবে। তিনি তোমাদের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন। সাবধান! আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট

হইয়া যাইও না। একজন অন্য জনকে হত্যা করিও না" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬৫৯, ৮১৬; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫১৫-১৬; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২২০-২২১; ইব্ন কাছীর, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪০০-৪০১; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৫৫)।

অপর বর্ণনায় রহিয়াছে, তিনি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করিয়াছিলেন ঃ

اِنَّمَا النَّسِىْءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهُ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ.

"এই যে মাসকে পিছাইয়া দেওয়া কেবল কুফুরী বৃদ্ধি করা যাহা দ্বারা কাফিরগণকে বিভ্রান্ত করা হয়। তাহারা উহাকে কোন বৎসর বৈধ করে এবং কোন বৎসর অবৈধ করে যাহাতে তাহারা আল্লাহ যেইগুলি নিষিদ্ধ করিয়াছেন সেইগুলির গণনা পূর্ণ করিতে পারে। অনন্তর আল্লাহ যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা তাহারা যেন হালাল করিতে পারে" (৯ ঃ ৩৭)।

কেননা কাফিররা সফর মাসকে কোন বৎসর হারাম ঘোষণা করিত। আবার কোন বৎসর মুহাররাম মাসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিত। আবার কোন বৎসর সফর মাসকে নিষিদ্ধ করিত, আবার মুহাররাম মাসকে হালাল করিত। আর ইহাই হইল মাস বদল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২২২)।

তিনি আরও ইরশাদ করিয়াছেন, "হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয় মহিলাগণ তোমাদের নিকট বন্দিনী। তোমরা তাহাদেরকে আল্লাহর আমানত গ্রহণ করিয়াছ। আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাহাদের গুপ্তাঙ্গকে হালাল করিয়াছ। তাহাদের উপর তোমাদের অধিকার রহিয়াছে, ঠিক তেমনি তোমাদের উপরও তাহাদের অধিকার রহিয়াছে। মহিলাদের উপর তোমাদের অধিকার হইল, তাহারা তোমরা ভিন্ন অন্য কাহাকে বিছানায় আনিবে না, ন্যায়সঙ্গত কাজে তোমাদের অবাধ্য হইবে না। যদি তাহারা তাহা পালন করে তবে তোমরা তাহাদের বিরুদ্ধে ছিদ্রান্বেষণ করিবে না। তোমাদের উপর তাহাদের অধিকার হইল, তোমরা স্বাভাবিকভাবে তাহাদের খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করিবে। যদি তোমরা তাহাদেরকে প্রহার কর তবে হালকাভাবে প্রহার করিবে। কোন মানুষ তাহার ভাই-এর সম্পদ বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করিতে পারিবে না। তবে যদি সে খুশি হইয়া কিছু দান করে তবে তাহা গ্রহণ করা যাইবে।

"হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রাখিয়া যাইতেছি, যদি তোমরা উহা ভাল করিয়া ধরিয়া রাখ তবে কোন দিন পথভ্রষ্ট হইবে না। তাহা হইল আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন। তোমরা ইহার উপর আমল করিবে"। তিনি আরও বলেন ঃ

اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم واطيعوا ذا امركم تدخل جنة ربكم.

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করিবে, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করিবে, তোমাদের রমযান মাসটির রোযা রাখিবে এবং তোমাদের শাসকদের আনুগত্য করিবে, তাহা হইলে তোমরা তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করিবে।"

পরিশেষে তিনি উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ

الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فيبلغ الشاهد الغائب رب مبلغ اوعى من سامع.

"আমি কি আল্লাহর বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি? উপস্থিত জনতা সমস্বরে জবাব দিল, হাঁ, পৌঁছাইয়াছেন। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তারপর বলিলেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নিকট এই নির্দেশ পৌঁছাইয়া দিবে। কেননা অনেক সময় বাহকের তুলনায় শ্রোতা অধিক স্মৃতিধর হইয়া থাকে।" অতঃপর তিনি তাহাদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২৬৬; আসাহ্হুস সিয়ার, ৫২৭; ইব্‌ন কাছীর, আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪০৩-৪০৪; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫৪; সীরাতে ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ১৯১)।

খুতবার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ স্থানেই কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন। তখন লোকজন আসিয়া হজ্জ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। কেননা তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

خذوا عنى مناسككم لعلى لا اراكم بعد عامى هذا.

"তোমরা তোমাদের হজ্জের বিধি-বিধান আমার নিকট হইতে শিখিয়া লও। সম্ভবত এই বৎসরের পর তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হইবে না।"

তাই তিনি ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ان رسول الله ﷺ وقف فى حجة الوداع فجعلوا يسالونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمى قال ارم ولا حرج فما سئل النبى ﷺ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج.

"বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনা প্রান্তরে খুতবার পর অপেক্ষা করিতেছিলেন। তখন লোকজন আসিয়া তাঁহাকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। একজন আসিয়া বলিলেন, আমি বুঝিতে পারি নাই, এই যবেহ করিবার পূর্বেই মাথা মুণ্ডন করিয়াছি। তিনি বলিলেন, এখন যবেহ করিয়া লও, কোন অসুবিধা নাই। একজন আসিয়া বলিলেন, আমি বুঝিতে পারি নাই, তাই পাথর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করিয়াছি। তিনি বলিলেন, কোন অসুবিধা নাই, এখন কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া লও। সেই দিন তাঁহাকে পূর্বে করা হইয়াছে অথবা পরে করা হইয়াছে এমন যত প্রশ্ন করা হইয়াছিল উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, কোন অসুবিধা নাই, এখন করিয়া লও" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৮৪; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২০৩; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৯)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবার স্থান ত্যাগ করিয়া কুরবানীর স্থানে আসিলেন। কুরবানীর জন্য মূলত নির্দিষ্ট কোন স্থান নাই, বরং পুরা মিনা প্রান্তরই কুরবানীর স্থান। যে কোন স্থানেই কুরবানী করা যায়, তাহাতে কোন অসুবিধা নাই। কেননা হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

منى كلها منحر وكل مجاج مكة طريق ومنحر.

"মিনা পুরাটাই কুরবানীর স্থান। মক্কার সমস্ত গলিই কুরবানীর স্থান" (ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৪৯, ১০১৩)।

কুরবানীর স্থানে আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানী করিলেন। তেষট্টিটি উট তিনি নিজ হাতে যবেহ করিলেন। এই উটগুলি তিনি মদীনা হইতেই লইয়া আসিয়াছিলেন। তবে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক শত উট উপহার প্রদান করা হয়। ইহা হইতে তিনি তেষট্টিটি উট নিজহাতে কুরবানী করেন, বাকীগুলি হযরত আলী (রা)-কে নহর করিতে নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা)-কে আরো নির্দেশ দেন যেন এইগুলির চামড়া, রশি, গোশত প্রভৃতি মানুষের মাঝে সদাকা করিয়া দেওয়া হয়। সাথে সাথে বলিয়া দিলেন চামড়া খসানো এবং গোশত বানানোর পারিশ্রমিক যেন ইহা হইতে প্রদান করা না হয়, বরং পারিশ্রমিক ভিন্নভাবে দেওয়া হয়। প্রতিটি উট হইতে কিছু কিছু গোশত নিয়া রান্না করিতেও নির্দেশ দেন। নির্দেশানুসারে হযরত আলী (রা) প্রতিটি কুরবানী হইতে কিছু কিছু গোশত নিয়া একটি পাত্রে রান্না করিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ পাকানো গোশত ও ইহার ঝোল খাইয়াছিলেন।

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে সাতটি উট নহর (যবেহ) করিয়াছিলেন। আর হযরত আলী (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে ত্রিশটি উট নহর করিয়াছিলেন। তবে এই রিওয়ায়াতটি সমস্ত সাহীহ রিওয়ায়াতের পরিপন্থী। এই সকল বর্ণনার মাঝে সমন্বয় করিয়া বলা যায়, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে সাতটি উট একাই নিজ হাতে নহর করিয়াছেন। তারপর হযরত আলী (রা)-এর সহযোগিতায় অতিরিক্ত তেষট্টিটি উট নহর করিয়াছেন। তারপর এক শত পূর্ণ হইতে বাকী ত্রিশটি উট যাহা তিনি হযরত আলী (রা)-কে নহর করিতে নির্দেশ প্রদান করেন—ইহাকেই সম্ভবত রাবী উল্টাইয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ত্রিশটি উট নহর করিয়াছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৭-৫২৮; আস- সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৯; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. পৃ. ২০৬-২০৭; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫৪; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃ. ৫১৪)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তেষট্টিটি উট নহর করিয়াছেন। এই নির্দিষ্ট সংখ্যক উট নিজ হাতে নহর করিবার রহস্য সম্পর্কে ইব্ন হাযম, ইব্ন হিব্বান প্রমুখ বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বয়স অনুপাতে ছিল। তখন তাঁহার বয়সও ছিল ৬৩ বৎসর। প্রতি বৎসর একটি হিসাবে এই ৬৩টি উট নহর করিয়াছিলেন (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২০৭)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার সহধর্মিনীদের পক্ষ হইতেও কুরবানী করিয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের পক্ষে উট নয় বরং গরু কুরবানী করিয়াছিলেন.। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

ذبح رسول الله ﷺ عن عائشة بقرة يوم النحر.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দিন হযরত আইশা (রা)-এর পক্ষ হইতে একটি গরু কুরবানী করিয়াছিলেন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬২৯, পৃ. ৮০৭; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৮৮)।

তবে অপরাপর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি কেবল হযরত আইশা (রা)-এর পক্ষ হইতেই নহে, বরং সকল স্ত্রীর পক্ষ হইতে একটি গরু কুরবানী করিয়াছিলেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

نحر النبى ﷺ عن نسائه بقرة فى حجته.

"নবী কারীম ﷺ তাঁহার স্ত্রীদের পক্ষ হইতে একটি গরু কুরবানী করিয়াছিলেন"।

কুরবানীর সকল কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জাম (নাপিত) ডাকাইলেন এবং মাথা মুণ্ডন করিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ان رسول الله ﷺ حلق راسه فى حجة الوداع.

"বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার মাথা মুণ্ডন করিয়াছিলেন" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৮২)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশক্রমে নাপিত প্রথমে তাঁহার মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশের চুল মুণ্ডন করেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

تحلق شقه الايمن فقسمه فيمن يليه ثم قال احلق الشق الاخر فقال اين ابو طلحة فاعطاه اياه.

"প্রথমে তাঁহার মাথার ডান পাশের চুল মুণ্ডন করা হয়। তাহা তিনি তাঁহার নিকটস্থ লোকদের মাঝে বণ্টন করিয়া দেন। তারপর বলিলেন, বাম পাশের চুল মুণ্ডন কর। তারপর তিনি বলিলেন, কোথায় আবূ তালহা? তিনি এই চুল আবূ তালহা (রা)-কে দান করেন" (সাহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৮২; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৮; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৪৯)।

তবে হযরত আনাস (রা) বলিয়াছেন, উভয় দিকের চুলই হযরত তালহা (রা) পাইয়াছিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ثم دعا الحلاق وناول الحالق شقه الايمن فحلقه ثم دعا ابا طلحة الانصارى فاعطاه اياه ثم ناول الشق الايسر فقال احلق فحلقه فاعطاه ابا طلحة فقال اقسمه بين الناس.

"তারপর তিনি নাপিত ডাকাইলেন। নাপিতকে তিনি নিজ মাথার ডানদিক বাড়াইয়া দিলেন। সে উহা মুণ্ডন করিল। অতঃপর তিনি হযরত আবূ তালহা আনসারীকে ডাকিয়া উহা তাঁহাকে দিলেন। তারপর মাথার বাম পাশ বাড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, মুণ্ডন কর। সে তাহাও মুণ্ডন করিল। ইহাও তিনি আবূ তালহা (রা)-কে দিয়া বলিলেন, এইগুলি মানুষের

মাঝে বন্টন করিয়া দাও" (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৯; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৬৯-৭০)।

ইমাম বুখারী (র) বলিয়াছেন, মা'মার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন হানযালা ইব্ন আওফ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথা মুণ্ডন করিয়াছিলেন। আর সাহীহায়নের বর্ণনানুসারে ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত মুআবিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল খাট করিয়াছিলেন। মুআবিয়া (রা) বলিয়াছেন ঃ

انا قصرت من راس النبى ﷺ عند المروة بمشقص.

"আমি মারওয়ার নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল কাঁচি দ্বারা কাটিয়াছিলাম" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬৪৭, পৃ. ৮১২)।

উভয় বর্ণনায় বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। সমাধানকল্পে বলা যায়, চুল ছাটার ঘটনা হজ্জের সময় না অন্য সময়ে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। হজ্জের সময় চুল ছাটার বর্ণনা সঠিক নয়। কারণ হজ্জের সময় চুল কাটা হয় মিনাতে, মারওয়াতে কখনো চুল কাটা হয় না। তাহা ছাড়া হজ্জের সময় তিনি মাথা মুণ্ডন করিয়াছিলেন তাহা অনেক বর্ণনায় রহিয়াছে। এতগুলি বর্ণনার বিপরীতে একটিমাত্র রেওয়ায়াত গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং চুল ছাটার ঘটনা অন্য কোন সময় হইবে, নয়তো কোন উমরার সময় হইয়া থাকিবে (তানবীরুল মেশকাত, বঙ্গানুবাদ ৪খ., পৃ. ৭৬.।

হলক (মুণ্ডন) ও কসর (ছাঁটা) উভয়টাই জায়েয। তবে কসরের চাইতে হলক করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং হলক করিয়াছিলেন। আর সাহাবীদের কেহ কেহ হলক (মুণ্ডন) করিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ কসর (চুল খাটো) করিয়াছিলেন। তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ হলককারীদেরকে কসরকারীদের উপর প্রাধান্য দিয়াছিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

"হে আল্লাহ! আপনি মাথা মুণ্ডনকারীদিগকে ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কসরকারীকেও। তিনি বলিলেন, হে আল্লাহ! হলককারীদেরকে ক্ষমা করুন। এই কথা তিনি তিনবার বলিলেন। সাহাবীগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কসরকারীদিগকেও। তখন তিনি বলিলেন, কসরকারীদেরকেও" (ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৪৩, ১০১২; মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৮১; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা ৩খ., পৃ. ২৭০; মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬৪৯, পৃ. ৮১২; আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৪১)।

মাথা হলক শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীর পিঠে আরোহণ করিলেন এবং মিনা প্রান্তর হইতে মক্কায় আগমন করিলেন। মক্কায় আসিয়া তিনি তাওয়াফে ইফাযা সমাপ্ত করেন। এই তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারত, তাওয়াফে সদর, তাওয়াফে রুকন এবং তাওয়াফে ইয়াওমুন নাহরও বলা হয়। এই তাওয়াফ তিনি বাহনের পিঠে আরোহিত অবস্থায় করিয়াছিলেন। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত আছে ঃ

طاف رسول الله ﷺ بالبيت من حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بالمحجن.

"বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিয়াছিলেন এবং লাঠি দ্বারা হাজার আসওয়াদকে চুম্বন করিয়াছিলেন" (মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৬৩)।

সাহীহায়নে হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে।

طاف النبى ﷺ فى حجة الوداع على بعير يستلم الركن بالمحجن.

"বিদায় হজ্জে নবী ﷺ উটের উপর আরোহণ করিয়া বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করিয়াছিলন এবং লাঠি দ্বারা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করিয়াছিলেন" (ওয়ালিয়্যুদ্দীন, প্রাগুক্ত, ২খ., হা. ২৫৭০, পৃ. ৭৯১)।

উক্ত দুইটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত তাওয়াফই ছিল তাওয়াফে ইফাযা, তাওয়াফে কুদূম হইতে পারে না। কেননা উহাতে রমল ছিল। আর বিদায়ী তাওয়াফও হইতে পারে না। কেননা উহা তিনি রাতের বেলায় করিয়াছিলেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৯; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৭০)।

তাওয়াফে যিয়ারত রাসূলুল্লাহ ﷺ দিনের বেলা করিয়াছিলেন। হযরত জাবির (রা) রিওয়ায়াত করিয়াছেন, হযরত শুফায়' (র) হযরত ইব্ন উমার (রা) হইতে এবং হযরত আবূ সালামা (রা) হযরত আইশা (রা) হইতেও অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। এই তিনটি রিওয়ায়াতই বিশুদ্ধ। তবে সুনান ইব্ন মাজা ও সুনান আবূ দাঊদ-এ হযরত আবূ যুবায়র (রা), হযরত আইশা (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফে যিয়ারত রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করিয়াছিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن عائشة وابن عباس ان النبى ﷺ اخر طواف الزيارة الى الليل.

"হযরত আইশা (রা) ও ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত। নবী ﷺ তাওয়াফে যিয়ারত রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করিয়াছিলেন" (সুনান ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৫৯)।

উভয় বর্ণনায় বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহাদের মাঝে সমন্বয়কল্পে মুহাদ্দিছগণ শেষোক্ত বর্ণনাকে অনির্ভরযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। কারণ উহা বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের পরিপন্থী। রাবী আবূ যুবায়র মক্কী নির্ভরযোগ্য হইলেও তাহার মাঝে তাদলীস করিবার প্রবণতা ছিল। ইহা ছাড়া ইমাম বুখারী (র) বলিয়াছেন, হযরত আইশা (রা)-এর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তবে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার এই রিওয়ায়াতটি মু'আন'আন শ্রেণীভূক্ত। আর মুদাল্লিস রাবীর মু'আন'আন রিওয়ায়াত সমসাময়িকদের বেলায় নির্ভরযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম বলিয়াছেন, সমসাময়িকদের মু'আন'আন রিওয়ায়াত বর্ণনার ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রমাণ বহনকারী বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু ইব্ন কায়্যিম বলিয়াছেন, যাহারা মুদাল্লিসদের নয় কেবল তাহাদের বেলায় প্রযোজ্য। যদিও সাক্ষাৎ হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে এমন ধারাবাহিকতা তখনই প্রমাণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে যখন তাহার বিপরীতে কোন সহীহ হাদীছ বিদ্যমান থাকিবে না (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫৩০)।

তাওয়াফে ইফাযা সমাপ্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ যম্যম্ কূপের দিকে অগ্রসর হইলেন। তখন যম্যম্ কূপের পানি পান করানোর দায়িত্ব ছিল আবদুল মুত্তালিব গোত্রের উপর। তাহারা

কূপ হইতে পানি তুলিয়া লোকজনকে পান করাইতেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও পান করিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ان رسول الله ﷺ جاء الى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب الى امك فات رسول الله ﷺ بشراب من عندها فقال اسقنى فقال يا رسول الله انهم يجعلون ايديهم فيه فقال اسقنى فشرب منه.

"রাসূলুল্লাহ (স) পানি পান করানোর স্থানে আসিলেন এবং পানি পান করিতে চাহিলেন। হযরত আব্বাস (রা) বলিলেন, হে ফযল! তোমার মায়ের নিকট হইতে পানি লইয়া আস, রাসূলুল্লাহ ﷺ পানি পান করিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, আমাকে এইখান হইতেই পান করান। আব্বাস (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকেরা ইহাতে হাত দিয়াছে। তিনি বলিলেন, তবুও পান করান। অতএব তিনি উহা হইতেই পান করিলেন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬৬৩, পৃ. ৮১৭)।

হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বালতি দ্বারা পানি তুলিয়া তাঁহার সামনে হাযির করিলেন। তবে ইব্ন যুরায়জ (র)-এর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই বালতি দ্বারা পানি তুলিয়া লইয়াছিলেন। এই বর্ণনা অসমর্থিত। তারপর তিনি কিবলামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া পানি পান করিলেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, তিনি উটের পিঠে বসিয়া পান করিয়াছিলেন। পানি পান করিয়া কিছু পানি তিনি নিজ মাথায় ঢালিয়া দেন (আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৭০; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫৫; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫৩২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২১১-২১২)।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যম্যম্ কূপের নিকট আসিলেন, যেখানে লোকজন পানি পান করিতেছিল। তিনি পানি পান করানোর দায়িত্বে নিয়োজিত লোকজনকে উৎসাহ দিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فقال اعملوا فانكم على عمل صالح ثم قال لولا ان تغلبوا لنزلت حتى اضع الحبل على هذه واشار الى عاتقه.

"তিনি বলিলেন, কাজ করিয়া যাও। তোমরা নেক কাজ করিতেছ। অতঃপর বলিলেন, যদি আশংকা না থাকিত যে, তোমরা লোকজনের চাপে পরাভূত হইবে, তাহা হইলে আমি সওয়ারী হইতে অবতরণ করিতাম এবং ইহার উপর রশি লইতাম। এই বলিয়া তিনি নিজ কাঁধের দিকে ইঙ্গিত করিলেন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬৬৩, পৃ. ৮১৮; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫৫; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৭০)।

সাহীহায়নে হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, তাওয়াফে ইফাযা সমাপ্ত করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা হইতে মিনায় চলিয়া আসেন। মিনাতে আসিয়াই তিনি যুহরের নামায আদায় করিলেন। কিন্তু সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, যুহরের নামায তিনি মক্কায় আদায় করিয়াছিলেন। হযরত আইশা (রা)-ও অনুরূপ রিওয়ায়াত করিয়াছেন। সুস্পষ্ট

বৈপরীত্য সত্ত্বেও রিওয়ায়াত দুইটিই সাহীহ। সেইজন্য উভয় বর্ণনার মাঝে সমন্বয় সাধন করিয়া বলা যায় যে, তাওয়াফ শেষ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কাতেই ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুহরের নামায আদায় করিয়াছিলেন। তারপর মিনায় ফিরিয়া যান, অতঃপর যাহারা মিনায় রহিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের সাথে পুনরায় যুহরের নামায আদায় করেন।

তবে উক্ত অভিমতকে অনেকে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। কারণ সেই দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করেন, নিজ হাতে ৬৩টি উট নহর করেন, বাকীগুলি নহর করিতে হযরত আলী (রা)-কে নির্দেশ দেন। হযরত আলী (রা) বাকীগুলি নহর করিয়া প্রত্যেকটি হইতে কিছু কিছু গোশত লইয়া রান্না করিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহা ভক্ষণ করেন, তারপর মাথা মুণ্ডন করেন ইত্যাদি। এতগুলি কাজ সমাপ্ত করিয়া যুহরের নামায আদায় করিয়া আবার যুহরের ওয়াক্তেই মক্কায় চলিয়া আসেন। অথচ হযরত আইশা (রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐদিনের শেষ বেলায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা অসম্ভব। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে, তখন ছিল গ্রীষ্মকাল, দিন ছিল। অতএব এতগুলি কাজ শেষ করিয়া যুহরের ওয়াক্তেই ফিরিয়া আসা অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫২৯; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৭০-৭১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২০৯; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫৫)।

যাহা হউক রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফশেষে ঐ দিনই মিনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং এইখানেই রাত অতিবাহিত করেন। পরের দিন দ্বিপ্রহরের পর তিনি পদব্রজে মসজিদে খায়ফের দিকে অবস্থিত জামরাসহ সকল জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ان رسـول الله ﷺ كـان اذا رمى الجـمـرة التى تلى مـسـجـد منى يرمـيـهـا بـسـبـع حصـيـات يـكبـر كلـمـا رمى بحصـاة ثم تقدم امامها فـوقف مـسـتـقـبل القـبلة رافـعـا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনার মসজিদে খায়ফ সংলগ্ন জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলিলেন। অতঃপর সামনে অগ্রসর হইয়া এবং কিবলামুখী হইয়া উভয় হাত উঠাইয়া দীর্ঘ সময় দুআ করিলেন।"

তারপর দ্বিতীয় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ثـم يـاتـى الـجـمـرة الـثـانـيـة فـيـرمـيـهـا بـسـبـع حـصـيـات يـكـبـر كـلـمـا رمـى بـحـصـاة ثـم يـنـحـدر ذات الـيـسـار مـمـا يـلـى الـوادى فـيـقـف مـسـتـقـبـل الـقـبـلـة رافـعـا يـديـه يـدعـو.

"অতঃপর তিনি দ্বিতীয় জামরার নিকট আসেন। এইখানেও সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি দেন। তারপর বাম দিকের নিম্নভূমিতে, যাহা জামরা সংশ্লিষ্ট, একটু সরিয়া যান। তারপর সেখানে কিবলামুখী হইয়া উভয় হাত উঠাইয়া দুআ করেন।"

মহানবী ﷺ সর্বশেষ জামরার নিকটে আসিয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন। এই সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ثم ياتى الجمرة التى عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها.

"অতঃপর তিনি আকাবাস্থ জামরার নিকট আগমন করিলেন। সেথায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রতিটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর ধ্বনি দেন। তারপর সেখানে অবস্থান না করিয়াই ফিরিয়া আসেন" (বুখারী, হা. ১৭৫৩, পৃ. ১৭৫৩; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫৩২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২১২)।

১২ যিলহজ্জ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনাতেই অবস্থান করেন। মিনায় অবস্থানকালে তিনি প্রতি দিন দ্বিপ্রহরের পরে জামরাসমূহে কঙ্কর নিক্ষেপের জন্য গমন করিতেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عن جابر قال رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى اما بعد ذلك فاذا زالت الشمس.

"হযরত জাবির (রা) বলিয়াছেন, কেবল ইয়াওমুন নহরে রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বাহ্নে জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহার পর দ্বিপ্রহরের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করিতেন" (সাহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৮০)।

কঙ্কর নিক্ষেপ সমাপ্ত করিয়া তিনি আবার অবস্থান স্থলে ফিরিয়া আসেন। এইভাবে প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের পর জামরাহসমূহে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন। ইহাও প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় অবস্থানকালে দুইটি খুতবা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথমটি ১০ যিলহজ্জ ইয়াওমুন নাহর বা কুরবানীর দিন। দ্বিতীয়টি ইয়াওমুর রউস-এ। ইয়াওমুর রউস বলা হয় কুরবানীর পরের দিনকে। কেননা ঐ দিন তাহারা কুরবানীর পশুসমূহের মাথা বা গোশত খাইয়া থাকে (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন - নবী, ২খ., ৪৫৫; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫৩২; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৫খ., পৃ. ২২৩)।

১০ যিলহজ্জ হইতে ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় অবস্থান করিয়াছিলেন। তবে এত সময় অবস্থান করা বাধ্যতামূলক নয়। কেহ যদি এখানকার কার্যাবলী সম্পাদন করিয়া দুই দিনের মধ্যেই ফিরিয়া যায় তবে তাহার কোন পাপ হইবে না। আবার বিলম্ব করিলেও কোন পাপ হইবে না। পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلاَ اِثْمَ عَلَيْهِ.

"যদি কেহ তাড়াতাড়ি করিয়া দুই দিনে চলিয়া আসে তবে তাহার কোন পাপ নাই। আর যদি কেহ বিলম্ব করে তবে তাহারও কোন পাপ নাই" (২ ঃ ২০৩)।

সেইজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা)-কে মক্কায় রাত্রি যাপনের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার উপর হাজ্জীদিগকে পানি পান করানোর দায়িত্ব ছিল। তাই তিনি অনুমতি পাইয়া আগেই মক্কায় চলিয়া আসেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

استاذن العباس بن عبد المطلب رسول الله ﷺ ان يبيت بمكة ايام منى من اجل سقايته فاذن له.

"পানি পান করানোর নিমিত্তে মিনার দিনসমূহে হযরত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) মক্কায় রাত্রি যাপনের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে মক্কায় রাত্রি যাপনের অনুমতি দিলেন" (সুনান ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৬৫; সহীহ মুসলিম, ৪খ., পৃ. ৮৬; আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫৩৩)।

অতঃপর ১৩ যিলহজ্জ মঙ্গলবার রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিপ্রহরের পর মিনা হইতে রওয়ানা হইয়া মুহাসসাব প্রান্তরে আসিয়া অবস্থান করেন। মুহাসসাবকে আবতাহ এবং খায়ফ বনী কিনানাও বলা হয়। ইহা হইল সেই প্রান্তর যেইখানে নবূওয়াতের প্রথমদিকে বনী কিনানা ও কুরায়শের লোকেরা বনী হাশিম ও বনী আবদুল মুত্তালিবের বিরুদ্ধে এই মর্মে শপথ করিয়া চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাহাদের হাতে তুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাহাদের সহিত সর্ব প্রকার লেনদেন, বিবাহ-শাদী প্রভৃতি বন্ধ থাকিবে।

হযরত আবূ রাফে' (রা) সর্বপ্রথম মুহাসসারে আসিয়া তাঁবু স্থাপন করিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আসিয়া সেই তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন এবং সেইখানেই আসর, মাগরিব ও ইশার নামায আদায় করেন এবং সারারাত সেইখানেই অতিবাহিত করেন (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫৩৩; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫৫; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা, ৩খ., পৃ. ২৭২)।

মুহাসসারের এ অবস্থান হজ্জের কোন অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইহা একটি যাত্রাবিরতি স্থান মাত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্য কোথাও যাওয়ার সুবিধার্থে এইখানে অবস্থান করিয়াছিলেন (মিশাকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬৬৬, পৃ. ৮১৮)।

মুহাসসার-এ থাকাকালে হযরত সাফিয়্যা (রা)-এর ঋতুস্রাব শুরু হয়। সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, তাহা হইলে সাফিয়্যাই কি আমাদেরকে থামাইয়া দিল? বর্ণিত হইয়াছে ঃ

حاضت صفية بنت حى بعد ما افاضت قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال احابستانا هى فقلت انها قد افاضت ثم حاضت بعد ذلك قال رسول الله ﷺ فلتنفر.

"হযরত আইশা (রা) বলিয়াছেন, হযরত সাফিয়্যার ঋতুস্রাব শুরু হইল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাহা জানাইলাম। তিনি বলিলেন, সে কি আমাদেরকে আটকাইয়া দিল? আইশা (রা) বলেন, আমি বলিলাম, সে তাওয়াফে ইফাদার পর ঋতুবতী হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, তাহা হইলে রওয়ানা কর" (সুনান ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭২, পৃ. ১০২১; মিশকাতুল মাসাবীহ ২খ., হা. ২৬৬৯, পৃ. ৮১৯)।

সেই রাতেই হযরত আইশা (রা) উমরা আদায় করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা)-কে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন

তাঁহাকে তানঈম হইতে উমরা করাইয়া নিয়া আসেন। হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

قالت احرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتى وانتظرنى رسول الله ﷺ بالابطح حتى فرغت فامر الناس بالرحيل.

"হযরত আইশা (রা) বলিয়াছেন, আমি তানঈম হইতে উমরার ইহরাম বাঁধিয়া উমরা সম্পন্ন করিলাম। এইদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার জন্য আবতাহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। যখন উমরা শেষ করিয়া আসিলাম তখন তিনি লোকজনকে রওয়ানা করিবার নির্দেশ দেন" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২খ., হা. ২৬৬৭, পৃ. ৮১৮)।

অন্য একটি বর্ণনায় রহিয়াছে, হযরত আইশা (রা) বলেন, আমরা যখন উমরা সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আসিলাম তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রাস্তায় আমাদের সাক্ষাৎ হইল। তবে সম্ভবত দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর তিনি যখন রওয়ানা হওয়ার ইন্তেজাম করিতেছিলেন এমন সময় হযরত আইশা আসিয়া পৌঁছিলেন। আর এই সবই বিদায়ী তাওয়াফের পূর্বের ঘটনা (আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫৩৩-৩৪)।

উমরা সম্পন্ন করিয়া হযরত আইশা (রা) রাতেই ফিরিয়া আসেন। তাঁহার আসার সঙ্গে সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁবু উঠাইয়া যাত্রা শুরুর নির্দেশ দিলেন। রাতের বেলাই মক্কা রওয়ানা হইলেন। হযরত ইব্ন আব্বাস (র) বর্ণনা করিয়াছেন, লোকজন বিদায়ী তাওয়াফ না করিয়াই চতুর্দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ

لا ينفرن احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت الا انه خفف عن الحائض.

"বায়তুল্লাহ তাওয়াফ না করিয়া তোমাদের কেহ প্রস্থান করিতে পারিবে না। তবে ইহা হইতে ঋতুবতীকে বাদ দেওয়া হইয়াছে" (সুনান ইব্ন মাজা, ২খ., হা. ৩০৭০, ১০২০; মিশকাতুল মাসাবীহ)।

মক্কা মুআজ্জামায় আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলাই তাওয়াফুল বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ) সম্পন্ন করেন। বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فمر بالبيت فطاف به قبل الصبح.

"বায়তুল্লাহ আসিয়া তিনি ফজরের নামাযের পূর্বেই তাওয়াফুল বিদা সম্পন্ন করেন"।

তাওয়াফান্তে কা'বা শরীফেই ফজরের নামায আদায় করিলেন। তবে এই তাওয়াফ হইতে ঋতুবতীদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

বিদায়ী তাওয়াফ সম্পন্ন করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা হইতে সরাসরি মদীনায় রওয়ানা হইলেন, মুহাসসারে ফিরিয়া আসিলেন না। এই ব্যাপারে ইহাই বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য অভিমত। তবে কেহ কেহ বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাওয়াফে বিদা সম্পন্ন করিয়া পুনরায় মুহাসসারে ফিরিয়া আসেন। তবে ইহা বিশুদ্ধ অভিমত নহে (ওয়ালী উদ্দীন আল-খাতীব, প্রাগুক্ত আসাহ্হুস সিয়ার, পৃ. ৫৩৪; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫৫; আস-সীরাহ আল-হালাবিয়্যা,

গাদীরে খুম-এর ভাষণ ঃ হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলী সুসম্পন্ন করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনামুখে রওয়ানা হইলেন। সঙ্গে আনসার ও মুহাজিরদের এক বিরাট কাফেলা। সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিতেছেন। রাস্তায় আল-জুহফা হইতে তিন মাইল দূরে খুম নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করিলেন। স্থানটি ছিল মক্কা ও মদীনার মাঝখানে। সেইখানে একটি পুকুর ছিল। আরবী ভাষায় পুকুরকে বলা হয় গাদীর। পরবর্তী কালে স্থানটি "গাদীরে খুম" নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এইখানে আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে সমবেত করিয়া একটি খুতবা প্রদান করেন। এই খুতবা (ভাষণ) সম্পর্কেও বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা রহিয়াছে। সাহীহ মুসলিম শরীফে হযরত যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, সেই খুতবায় প্রথমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ চিরাচরিত পন্থায় আল্লাহর হাম্দ ও ছানা বর্ণনা করেন। তারপর ভাষণ প্রদান করেন ঃ

اما بعد الا ايها الناس انما انا بشر يوشك ان ياتينى رسول ربى فاجيب وانا تارك فيكم الثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتى اذكر الله فى اهل بيتى.

"হাম্দ ও ছানার পর বলিলেন, হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে আমিও মানুষ। সম্ভবত আমার প্রতিপালকের বার্তাবহ ফেরেশতা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারেন এবং আমিও উহা কবুল করিতে পারি। আমি তোমাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। ইহাদের প্রথমটি হইল আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন। ইহাতে রহিয়াছে হিদায়াত ও নূর। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাব শক্তভাবে আকড়াইয়া ধর। তিনি এই ব্যাপারে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিলেন। আর অপরটি হইল আমার পরিবারবর্গ। আমি আমার আহলে বায়তের ব্যাপারে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি" (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৪৫৫-৪৫৬)।

অপর একটি বর্ণনায় রহিয়াছে, যায়দ ইব্ন আরকাম (রা) বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গাদীরে খুমে হযরত আলী (রা)-এর হাত ধরিয়া বলিলেন ঃ

الستم تعلمون انى اولى بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى قال الستم تعلمون انى اولى بكل مؤمن من نفسه قالوا بلى فقال اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والانه وعاده من عاداه فلقيه عمر بعد ذلك فقال له هنياء يا ابن ابى طالب اصبحت وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

"তোমরা কি জান না যে, আমি মু'মিনদের নিকট তাহাদের নিজেদের অপেক্ষাও বেশী আপন? তাহারা বলিলেন, হাঁ। তিনি আবার বলিলেন, তোমরা কি জান না যে, আমি প্রতিটি মু'মিনের নিকট তাহার নিজের অপেক্ষাও বেশী আপন? তাহারা বলিলেন, হাঁ। ইহার পর তিনি

বলিলেন, হে আল্লাহ! আমি যাহার অভিভাবক আলীও তাহার অভিভাবক। হে আল্লাহ! যে তাহার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হইবে তুমিও তাহার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হও। আর যে তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইবে তুমিও তাহার প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হও। অতঃপর হযরত উমার (রা) তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, মোবারকবাদ হে আলী ইব্‌ন আবী তালিব! আপনি সকল মু'মিন নর-নারীর অভিভাবক হইয়া গেলেন" (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন নবী, ২খ., পৃ. ৪৫৬; আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৫৩৫)।

গাদীরে খুম-এর ভাষণ সম্পর্কে বর্ণিত প্রায় সকল রিওয়ায়াতে একটি বিষয়ই প্রাধান্য পাইয়াছে, তাহা হইল ঃ

ايها الناس ان الله مولاى وانا مولى المومنين وانا اولى بهم من انفسهم فمن كنت مولاه فهذا مولاه يعنى عليا اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.

"হে লোকসকল! নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার মাওলা, প্রভু। আর আমি মু'মিনদের মাওলা, বন্ধু। আমি মু'মিনদের নিকট তাহাদের প্রাণের অপেক্ষাও বেশী আপন। আমি যাহার বন্ধু আলীও তাহার বন্ধু। হে আল্লাহ! যে তাহার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হইবে তুমিও তাহার প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হও। আর যে তাহার প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হইবে তুমিও তাহার প্রতি বিদ্বেষাপন্ন হইবে" (আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬)।

গাদীরে খুম-এর ভাষণে হযরত আলী (রা) সম্পর্কে এইরূপ বলিবার কি প্রয়োজন ছিল, সেই সম্পর্কে ইব্‌ন হাজার মক্কী তাঁহার সাওয়াইকে মুহরিকা গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। হাফিজ শামসুদ্দীন জাযারী ইব্‌ন ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়া বলিয়াছেন, ইয়ামানে হযরত আলী (রা)-এর কার্যক্রমে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তবে কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, গনীমতের মাল বণ্টন সম্পর্কে কেহ কেহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। ইব্‌ন ইসহাক বলিয়াছেন, হযরত আলী (রা) ইয়ামান হইতে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মক্কায় আসেন তখন একজনকে সেনাবাহিনীর দায়িত্বে রাখিয়া আসেন। সেই সঙ্গী হযরত আলীর কাপড় দিয়া সেনাবাহিনীর সকল সদস্যের পোশাক তৈরি করিয়া দিলেন। তিনি বিষয়টা জানিতে চাহিলে সে জানাইল যে, মানুষের সঙ্গে মেশার সময় যেন তাহাদের ভদ্র দেখায় সেইজন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তখন তিনি তাহাদিগকে পোশাক খুলিয়া ফেলিতে নির্দেশ দেন। তাহারা পোশাক খুলিয়া ফেলে। তাহার এই আচরণে সেনাবাহিনীর সকল লোক ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। সে যাহাই হউক বিক্ষুব্ধ জনতার মধ্যে কেহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করিয়াছিল। উক্ত ভাষণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, হযরত বুরায়দা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করিয়াছিলেন। হাফিজ যাহাবী ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হযরত বুরায়দা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ করিলে তাহা শ্রবণে তাঁহার চেহারা মুবারক বিবর্ণ হইয়া যায়, যাহা স্বয়ং বুরায়দা (রা) বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন ঃ

يا بريدة الست اولى بالمؤمنين من انفسهم قلت بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه.

"হে বুরায়দা! আমি কি মু'মিনদের নিকট তাহাদের প্রাণের অপেক্ষাও অধিক আপন নই? আমি বলিলাম, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। তারপর তিনি বলিলেন, আমি যাহার মাওলা আলীও তাহার মাওলা, বন্ধু" (আসাহ্‌হুস সিয়ার, পৃ. ৫৩৬; শিবলী নু'মানী, সীরাতুন-নবী, ২খ., পৃ. ৪৫৬; হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯১৯)।

প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার সন্নিকটে যুল-হুলায়ফা নামক স্থানে আসিয়া যাত্রা বিরতি দেন এবং এইখানে রাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রত্যুষে একদিকে সূর্য পূর্ব দিগন্তে উদয় হইল, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ সদলবলে মদীনার পথে চলিলেন। এক সময় মদীনা মুনাওয়ারা দৃষ্টি সীমার খুব কাছাকাছি চলিয়া আসে। মদীনার জনপদ দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র তিনি বলিতে লাগিলেন ঃ

الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير. ائبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده.

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁহার কোন শরীক নাই। রাজত্ব কেবল তাঁহারই। সমস্ত প্রশংসা কেবল তাঁহারই। তিনি সকল কিছুর উপরই ক্ষমতাবান। (বান্দাহগণ) প্রত্যাবর্তন করিয়াছে তাওবারত, আনুগত্যশীল, সিজদারত এবং প্রতিপালকের প্রশংসারত অবস্থায়। মহান আল্লাহ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করিয়াছেন, আপন বান্দাহকে সাহায্য করিয়াছেন এবং সমস্ত বাহিনীকে একাই পরাস্ত করিয়াছেন" (শিবলী নু'মানী, সীরাতুন- নবী, ২খ., পৃ. ৪৫৬; আলী নদবী, নবীয়ে রহমত, পৃ. ৪০৯; হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, পৃ. ৯১৯-২০; আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, ৪খ., পৃ. ৪৬৫-৪৬৬)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দিনের বেলা মদীনায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হজ্জও সমাপ্ত হইল। ইহা ছিল তাঁহার নবূওয়াতী জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্জ, পূর্ণতার হজ্জ এবং বিদায়ের হজ্জ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআন আল-কারীম; (২) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র), আস-সাহীহ, দারুস সালাম, রিয়াদ, তা.বি.; (৩) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াযীদ, সুনানু ইব্‌নু মাজা, দারু ইহ্‌য়াইল কুতুব আল-আরাবিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.; (৪) ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, মুসনাদ, দারু ইহয়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৩/১৪১৪; (৫) ইব্‌ন কাছীর, আদ-দামিশকী, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, মুওয়াস্‌সাসাতু তারিখ আল-আরাবী, বৈরূত লেবানন, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২/১৪১৩; (৬) ইব্‌ন ইসহাক, সীরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ, অনুবাদ ঃ শহীদ আখন্দ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ১৯৯২/১৪১৩; (৭) ডঃ মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, মহানবী (স)-এর জীবন চরিত, অনুবাদ ঃ তাজুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশ ১৯৯৮./১৪০৫; (৮) আলী ইব্‌ন

বুরহানুদ্দীন আল-হালাবী, আস-সীরাহ্ আল-হালাবিয়্যা, দারু ইহ্য়াইত তুরাছ আল-আরাবী, বৈরূত, লেবানন, তা. বি.; (৯) আবদুর রউফ দানাপুরী, আসাহ্হুস সিয়ার, অনুবাদ ঃ মাওঃ আ.ছ.ম. ম্যাহমুদুল হাসান ও মাওঃ আবদুল্লাহ্ বিন সাঈদ জালালাবাদী, ই.ফা.বা. ১৪১৭ হি.; (১০) আল্লামা শিবলী নোমানী ও সায়্যিদ সুলায়মান নদভী, সীরাতুন নবী, অনুঃ এ.কে.এম ফজলুর রহমান মুন্সী, বাংলাদেশ তাজ কোং লিঃ, তা. বি.; (১১) শায়খুল হাদীছ মাওঃ মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, প্রকাশকাল ১৯৯৮ খৃ.; (১২) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী), দারুল খায়র, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭/১৪১৭; (১৩) সায়্যিদদ আবুল হাসান আলী নদভী, নবীয়ে রহমত, অনুবাদ ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী, মজলিস নাশরিয়াত-ই-ইসলাম, প্রকাশ ১৯৯৭ খৃ.; (১৪) ইব্‌ন হিশাম, সীরাত ইব্‌ন হিশাম, অনুবাদ, আকরাম ফারুক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, প্রকাশ ১৯৯৮ খৃ.; (১৫) ইব্‌ন কাছীর আদ-দিমাশকী, আল-ফুসূল ফী সিরাতির রাসূল, দারুল খায়র, দামিশ্‌ক, বৈরূত, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬/১৪১৭; (১৬) সফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম, অনুবাদ, খাদিজা আখতার রেজায়ী, আল-কুরআন একাডেমী, লণ্ডন, প্রকাশ ১৯৯৯/১৪২০; (১৭) ইব্‌ন কাছীর আদ-দিমাশকী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, দারুল মা'আরিফাহ, বৈরূত, লেবানন, তা. বি.; (১৮) মাওঃ মুহাম্মদ আব্দুল মতিন, ঈযাহুদ দিরায়া, বঙ্গানুবাদ, শরহে বেকায়া, আশরাফিয়া লাইব্রেরী, চৌমুহনী, নোয়াখালী, প্রকাশ ১৯৯০; (১৯) মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, তানবীরুল মিশকাত, বঙ্গানুবাদ ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ঢাকা; (২০) ইমাম মুসলিম, সাহীহ মুসলিম, দারুল মা'রিফাহ, বৈরূত, লেবানন, তা. বি.; (২১) ওয়ালী উদ্দীন আল-খাতীব, মিশকাতুল মাসাবীহ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৯/৩৯৯, বৈরূত; (২২) ইমাম আবূ দাঊদ, সুনানু আবী দাঊদ, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন, প্রকাশ কাল ১৩৮৯/১৯৬৯-৭০; (২৩) আল-কাসতাল্লানী, আল-মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যা, আল-মাকতাবুল ইসলামী, প্রথম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯১; (২৪) ইব্‌ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, দারুল খায়র, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৫।

মুহাঃ মুজিবুর রহমান

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ/১০/নসাজীবি/মুদ্রণ/১/৯৬ (উ)/৩২৫০